# ভক্তিরত্নাকর।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীনরহরিচক্রবর্ত্তি

প্রণীত।

শ্রীরাসবিহারিসাংখ্যতীর্থকর্ত্তৃক

সংশোধিত।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুর্শিদাবাদ;

বহরমপুর—"রাধারমণযন্ত্রে"

শ্রীজানকীনাথসাহা-প্রিণ্টার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

চৈতন্যাব্দ ৪২৬। বৈশাখ।

# সূচীপত্র।

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা

বিষয়। পৃষ্ঠা।



॥ * ॥ সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥ * ॥

# দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

বৈষ্ণবপ্রবর অনুগ্রাহক গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট নিবেদন এই যে, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৩১১ সালের ২৬ শে শ্রাবণ পরলোক গমন করেন, আমি তাঁহার বৈবাহিক অর্থাৎ তাঁহার পুত্রবধূর পিতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র ও কন্যা কেহ না থাকায়, তিনি পরলোক গমনের পূর্ব্বে তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধারমণদেবঠাকুর, শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবাইৎরূপে আমাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যান, আমি তদবধি তাঁহার সত্বে সত্ববান্ হইয়া উক্ত সেবাকার্য্য ও গ্রন্থাদি মুদ্রাঙ্কনকার্য্য পরিচালন করিতেছি। সম্প্রতি ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থখানী একেবারে নিঃশেষ হওয়ায় কাশীমবাজারের বৈষ্ণবপ্রবর গৌড়রাজর্ষি, ধর্ম্মরাজ, ভক্তসাগর মহারাজ শ্রীল শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দী বাহাদুরের প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাংখ্যতীর্থমহাশয়ের দ্বারা উত্তমরূপে সংশোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয়সংস্করণ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত জানিতে হইলে এই গ্রন্থই একমাত্র আদর্শ। গ্রাহকমহোদয়গণ এই ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থখানী সাদরে, গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিলে আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সফলতা জ্ঞান করিব। ইত্যলং বিস্তরেণ। চৈতন্যাব্দ ৪২৬। বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সাল বৈশাখ।

নিঃ—শ্রীরামদেব মিশ্র

বহরমপুর—রাধারমণযন্ত্র,

শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেভ্যো নমঃ।

# ভক্তিরত্নাকর

## প্রথম তরঙ্গ।

———•:•:•———
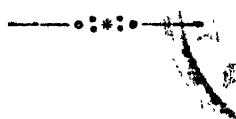
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীসংকীর্ত্তনমঙ্গলালয়-মহামাধুর্য্যবারাংনিধে
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদ প্রবিলসৎ-শ্রীপ্রেমহেমাচল।
সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকপ্রিয়তনো লীলাবিলাসাস্পদ
শ্রীমদ্গৌরহরে প্রসীদ জগতাং ভক্তৈকনাথ প্রভো ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দমধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃপ্রভাকর-কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্রপ্রভো।
শ্রীমদ্বেঙ্কটভট্টনন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে
সংসারাময়মর্দ্দন-প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাং ॥ ২ ॥

শ্রীভট্টগোপালপাদাব্জভৃঙ্গ-শ্রীভক্তিরত্নপ্রদানৈকদক্ষ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দনপ্রেমরূপ পাহি প্রভো শ্রীনিবাসদ্বিজেন্দ্র ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-প্রেমকল্পদ্রুমস্য হি।
শ্রীনিবাসপ্রভোর্নিত্যং শাখাবর্গানহং ভজে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্বৈষ্ণবসর্ব্বস্বং সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকঃ।
ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা ॥ ৫ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর। ভক্তিপ্রিয় ভুবনমোহন-কলেবর ॥ লক্ষ্মীনাথ শচীজগন্নাথের নন্দন। নিত্যানন্দা-দ্বৈত গদাধর প্রাণধন ॥ ওহে প্রভো বেদাদি তোমার যশো-গায়। কে বা না মোহিত এই তোমার লীলায় ॥ শ্রীগুরু শ্রীভক্তশক্তি প্রকাশাবতার। এ সকল রূপে প্রভু বিলাস তোমার ॥ তোমার বিলাস ঐছে বন্দে বিজ্ঞগণ। অন্যে উপদেশে মহাশুভের কারণ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥

গুরু কৃষ্ণ ভক্ত শক্ত্যবতার প্রকাশ। এই ছয় রূপে কৃষ্ণ করেন বিলাস ॥ কৃপা বিনা এ তত্ত্ব জানিতে শক্তি কার। অন্য অগোচর এই তোমার বিহার ॥ স্বয়ং ভগবান্ তুমি সবার আশ্রয়। কর যে উচিত নিবেদিতে পাই ভয় ॥ জয় জয় শ্রীগুরু করুণারত্নখনি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমদাতা-শিরোমণি ॥ জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিন্ধু। ভুবন-পাবন দীন দুঃখিতের বন্ধু ॥ প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ। তুমি পূর্ণ কর সে সবার অভিলাষ ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতদেব দয়াময়। করিলা এ জীবের দারুণ দুঃখ ক্ষয় ॥ তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ অবতার। কে বর্ণিতে পারে প্রভু

মহিমা তোমার ॥ জয় জয় গদাধর-পণ্ডিতগোসাঞি। প্রভু শক্তি শ্রেষ্ঠ তুয়া গুণ অন্ত নাই ॥ জয় প্রভু ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস-পণ্ডিত। দেবের দুর্লভ তুয়া চরিত্র বিদিত ॥ জয় শ্রীস্বরূপ পূর্ণ কর মোর আশ। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥ জয় নরহরি গৌরদাস শুক্লাম্বর। জয় শ্রীমুকুন্দ বাসু মাধব শঙ্কর ॥ জয় বিদ্যানিধি পুণ্ডরীক মহা আর্য্য। জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ॥ জয় গদাধরদাস পণ্ডিত শ্রীমান্। জয় জগদীশ কাশীশ্বর ভগবান্ ॥ জয় জয় শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্য। জয় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী চেষ্টাশ্চর্য্য ॥ জয় দ্বিজ-হরিদাস আচার্য্যনন্দন। জয় রায়-রামানন্দ কমল-নয়ন ॥ জয় লোক-নাথ শ্রীভূগর্ভ প্রেমময়। জয় সনাতন রূপ রসের আলয় ॥ জয় কাশীমিশ্র গোপীকান্ত ষষ্ঠীধর। জয় অভিরাম বংশী সারঙ্গসুন্দর ॥ জয় জয় শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী। জয় শ্রীগোপালভট্ট বেঙ্কটসন্ততি ॥ জয় রঘুনাথভট্ট রঘুনাথদাস। জয় শ্রীরাঘব গোবর্দ্ধনারণ্যে বাস ॥ জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য্য-রতন। জয় চিরঞ্জীবসেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ জয় কানু ধনঞ্জয় বিজয় রামাই। জয় শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র শ্রীজীবগোসাঞি ॥ জয় শ্রীভাগবাচার্য্য মাধব শ্রীধর। জয় দাস-বৃন্দাবন গুণের সাগর ॥ জয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মহাশয়। জয় শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌর-প্রেমময় ॥ জয় শ্রীঠাকুর-মহাশয় নরোত্তম। জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্ত্তি মনোরম ॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত যত। পরম-মঙ্গল নাম কে কহিবে কত ॥ অনন্ত চৈতন্যভক্ত চরিত্র

অপার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক জীবন সবার ॥ কহিতে বাড়য়ে সাধ ভক্তের চরিত। প্রেমভক্তিময় ভক্ত-ইচ্ছা মনোহিত ॥ ভক্ত-ইচ্ছামতে গৌরচন্দ্র অবতার। ভক্তসঙ্গে নিরন্তর অদ্ভুত-বিহার ॥ ব্রহ্মা শিব শেষ যাঁর অন্ত নাহি পায়। কলিযুগে হেন লীলা করে গৌররায় ॥ ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম। আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম ॥ আদিখণ্ডে প্রধানাতি-বিদ্যার বিলাস। মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন প্রকাশ ॥ শেষখণ্ডে ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি। নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিত্যানন্দাদ্বৈত সহ কৈল কলি ধন্য ॥ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ হলধর। গৌরচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত চেষ্টা বুঝিতে কে পারে। সদা শ্রীচৈতন্যপ্রেম-সমুদ্রে সাঁতারে ॥ পরস্পর কথামৃত কন্দলের প্রায়। সে কথা শুনিতে কার হিয়া না জুড়ায় ॥ মরি মরি এ দোঁহার বালাই লইয়া। দেশে দেশে ফিরি যেন দোঁহ গুণ গাইয়া ॥ প্রভু গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দাদ্বৈতসঙ্গে। বিহরয়ে শ্রীনবদ্বীপেতে নানারঙ্গে। প্রভুর এ লীলা যত অমৃতের ধার। মহানন্দে ভক্তগণ পিয়ে অনিবার ॥ ভুবন পবিত্র হয় গৌরাঙ্গলীলায়। প্রভুভক্তদ্রোহী স্পর্শ কভু নাহি পায় ॥ প্রভুপরিকর অনুগ্রহ করে যারে। সেই সে ডুবয়ে এই লীলার পাথারে ॥ প্রকটাপ্রকট লীলা দুই ত প্রকার। কভু অপ্রকট কভু প্রকটবিহার ॥ প্রকটে যেরূপ অপ্রকটে সেই মত। ভক্ত

সহ প্রভু বিহরয়ে অবিরত ॥ নদীয়া বিহরে সদা শচীর তনয়। এ সব প্রসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যক্ত কয় ॥

তথাহি চৈতন্যভাগবতে ॥

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥ প্রভুর শ্রীধাম ভক্তি নিত্য-পরিকর। ইথে অন্যমত যার সেই ত পামর ॥

তথাহি ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রং।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজাম ॥

সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া। বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥ নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়। গৌর-শ্যাম-রূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥ গৌর-কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি করয়ে যে ছার। নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদবুদ্ধি তার ॥

গৌর-কৃষ্ণ যাহার জীবন প্রাণধন। তাহার সর্ব্বস্ব নবদ্বীপ বৃন্দাবন ॥ যে সুখবিলাস নবদ্বীপ বৃন্দাবনে। ভক্তকৃপা হইলে সে সব মর্ম্ম জানে ॥ ঐছে প্রভুভক্তের বালাই লৈয়া মরি। এবে যে কহিয়ে তাহা শুন যত্ন করি ॥ পূর্ব্বে কৈনু শ্রীভট্টের মঙ্গলাচরণ। সেই ক্রম মতে কিছু করি নিবেদন ॥ শ্রীগোপালভট্ট প্রভু প্রেমানন্দ কন্দ। সর্ব্বভাবে যার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য সে ভক্তিরসকূপ। শ্রীভট্টের

কৃপাপাত্র প্রেমের স্বরূপ ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুরের শাখা-গণ। ভক্তিরসময় সবে বিদিত ভুবন ॥ এ সবার নামামৃত হইব বিস্তার। গণ সহ গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব এ সবার ॥ পুনঃ পুনঃ নিবেদিয়ে শুন বন্ধুগণ। করহ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্যচরণ ॥ প্রভুতে অনন্য যেঁহো প্রভু তার বশ ॥ জগৎ ব্যাপিল এই প্রভুর সুযশ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ভক্তের জীবন। ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাহি মন ॥ প্রভুর ইচ্ছায়ে ভক্ত জন্মে স্থানে স্থানে। সময় পাইয়া প্রভু মিলে ভক্তসনে ॥ প্রভু ভক্ত মিলনবিলাস দোঁহাকার। বিবিধ প্রকারে বর্ণিলেন বিজ্ঞ-বর ॥ যে যে রূপে বর্ণিল সে সব সত্য হয়। ইথে যে কুতর্ক করে সেই যায় ক্ষয় ॥ যদি কহ একবাক্যে দেখি ভিন্ন রীতি। সে হো'ক কল্পান্তর ভেদ জান সুসঙ্গতি। প্রভু-ইচ্ছা হৈতে ভক্ত-ইচ্ছা বলবান্। প্রভু সে করিতে জানে ভক্তের সম্মান ॥

কোন ভক্ত আসিয়া মিলয়ে প্রভুসনে। কোন ভক্তে প্রভু গিয়া মিলে ভক্তস্থানে ॥ শ্রীগোপালভট্টে প্রভু দক্ষিণে মিলিলা। মহা অনুগ্রহে আপনাকে জানাইলা ॥ সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্টবিবরণ। শ্রীগোপালভট্ট হন বেঙ্কটনন্দন ॥ শ্রীবেঙ্কটভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ। এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক এ পূর্ব্বেতে। রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥ দক্ষিণ

ভ্রমণকালে প্রভু গৌররায়। ভট্টগৃহে চারিমাস আনন্দে গোঙায়॥ চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণভ্রমণ। চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন॥ গোপালভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়। বেঙ্কটভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীবেঙ্কটভট্ট নাম। প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ নিজঘরে লৈয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন। সে জল বংশের সহ করিল ভক্ষণ॥ অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কট-তনয়। প্রভু-পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয়॥ করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে। বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে॥ কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর॥ কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল। কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল॥ শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনি। কিবা বাহু বক্ষঃ পীন ক্ষীণ মাজা খানী॥ কিবা জানু জঙ্ঘাযুগ চরণ ললাম॥ পরিধেয় বসন ভূষণ অনুপম॥ তিলে তিলে গোপালের বাঢ়য়ে সৌন্দর্য্য। দেখিয়া অদ্ভুত তেজঃ কেবা ধরে ধৈর্য্য॥ নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং॥

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে॥

শ্রীগোপালভট্টে প্রভু যে কৃপা করিল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ তথাপি কহিয়ে কিছু গোপালচরিত। প্রভুর সেবায় সদা স্বাভাবিক প্রীত॥ প্রভুর সন্ন্যাস গোপালেরে নাহি ভায়। নির্জ্জনে যাইয়া খেদ করয়ে সদায়॥ বিধাতার প্রতি কহে গদ গদ ভাষে। ওরে বিধি কেনে জন্মাইলি দূরদেশে॥ নদীয়াবিহার সুখে করিয়া বঞ্চিত। দেখাইলি প্রভুর এ বেশ বিপরীত॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার। করাইলা তাঁহারে সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥ এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়। তেজয়ে নিশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখা-প্রায়॥ পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ। জানিনু কেবল এ আপন কর্ম্মদোষ॥

ঐছে কত কহিয়া রহিলা মৌন ধরি। গোপালের অন্তর জানিলা গৌরহরি॥ অকস্মাৎ গোপালেরে নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল॥ দেখায় প্রভুর তথা অদ্ভুত-বিহার। প্রভুসঙ্গে বিলসে সুখের নাহি পার॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল। না জানি কি কহিতেই নিদ্রাভঙ্গ হৈল॥ গোপাল ব্যাকুল হৈয়া চায় চারি ভিতে। চলয়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হৈতে॥ গোপাল আইল জানি উল্লাস অশেষ। প্রভু হৈলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ॥ দেখয়ে গোপাল-শোভা রহিয়া নির্জ্জনে। সুবর্ণবরণ অঙ্গ হৈল সেই ক্ষণে॥ ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়। চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায়॥ চন্দন তিলক ভালে

ভ্রূরু কামফণি। সতীধর্ম্ম হরে দীর্ঘ নয়ন-চাহনি॥ কত শত শরৎ চান্দের মদ নাশে। কি নব ভঙ্গিতে হাসি অমিয়া বরিষে॥ পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম। ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম॥ মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার। দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥ চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভুপানে। সন্ন্যাসির শিরোমণি দেখে সেই ক্ষণে॥ প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি। উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি॥ পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন। মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপসনাতন॥ মোর মনোবৃত্তি দোঁহে প্রকাশ করিব। তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ ব্যাপিব॥ এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে। গোপালের অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে॥ কহিল এ সব কথা রাখিহ গোপনে। হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥ গোপালের গৌরাঙ্গসেবায় দেখি প্রীত। শ্রীবেঙ্কটভট্ট হৈলা মহা উল্লসিত॥ গোপালে সোঁপিল গৌরচন্দ্রের চরণে। দিবা রাত্রি আনন্দে গোঙায় প্রভুসনে॥ চারিমাস পরে প্রভু করিব গমন। ইহা মনে করিতে অধৈর্য্য তিন জন॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কট শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে। বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥ মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে। কাবেরীস্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যা'বে॥ রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন। কে দিবে অধমে সে দুর্লভ ভক্তিধন॥ আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে। এ সব ভবনশূন্য

হ'বে প্রভু বিনে॥ ঐছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার। মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার॥ চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়। তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥ শ্রীচৈতন্য ভট্টের মন্দির হৈতে চলে। ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভুপদ-তলে॥ প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন। কহিল অনেক-রূপ প্রবোধবচন॥ গোপালে প্রবোধি প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমিয়া। নীলাচলে ভক্তসঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥ গৌড় বৃন্দাবনে পুনঃ গমনাগমন। হইল অনেক প্রিয়ভক্তের মিলন॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভক্তের দ্বারায় কলিজীবে কৈল ধন্য॥ নীলাচলে কৈল বাস ভক্তের ইচ্ছায়। নিজ-মনো-বৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানায়॥ এথা শ্রীবেঙ্কটভট্ট তিন সহো-দর। প্রভুর বিচ্ছেদে হৈলা অত্যন্ত কাতর॥ গোপাল হইলা যৈছে প্রাণনাথ বিনে। কে বর্ণিতে পারে যে দেখিল সেই জানে॥ বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন। আজ্ঞা কৈল শীঘ্র হ'বে বাঞ্ছিত পূরণ॥ সেই কথা সদাই বিচার করে মনে। কত দিনে প্রভু লৈয়া যা'বে বৃন্দাবনে॥ গোপাল গৌরাঙ্গপ্রেমে মত্ত অনিবার। ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে সর্ব্বত্র জয় যার॥ গৌরগুণ মহিমা যে সর্ব্বত্র প্রকাশে। মায়াবাদ খণ্ডন করয়ে অনায়াসে॥ গোপালভট্টের শ্লাঘা করে শিষ্টগণ। কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা উপার্জন॥ কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল। অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল॥ পিতৃব্য-কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপা-

নের সম এথা নাই বিদ্যাবান্॥ কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি। সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী॥ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্। তাঁর প্রিয়, তা বিনা স্বপনে নাহি আন॥

হরিভক্তিবিলাসে॥

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌচ॥

পরমবৈরাগ্য স্নেহমূর্ত্তি মনোরম। মহাকবি গীত বাদ্য নৃত্যে অনুপম॥ যার কাব্য শুনি সুখ বাড়য়ে সবার। প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার॥ ঐছে পরস্পর মহা আনন্দহৃদয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালের গুণ কয়॥ প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপাল। সর্ব্বমতে সুশিক্ষিত পরম-দয়াল॥ পিতা মাতা যারে দেখি মহাসুখ পায়। সতত নিমগ্ন মাতা পিতার সেবায়॥ বেঙ্কটভট্টেরে কহে এক বিপ্রবর। সর্ব্বপ্রকারেতে যোগ্য তোমার কুঙর॥ ঐছে ভক্তিপ্রথা এথা না পাই দেখিতে। কি অপূর্ব্ব প্রীত তোমা দোঁহার সেবাতে॥ শুনিয়া বেঙ্কটভট্ট উল্লাসহৃদয়। বাল্যবস্থা হৈতে গোপালের চেষ্টা কয়॥ যৈছে নীলাচলে জগন্নাথের দর্শনে। যৈছে স্ফূর্ত্তি ব্যাকরণ আদি অধ্যয়নে॥ যৈছে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্যে সেবিল। ক্রমে ক্রমে সব সেই বিপ্রে নিবে-

দিল॥ শুনি বৃদ্ধ বিপ্র অতি আনন্দ অন্তর। বেঙ্কটেরে প্রশংসি গেলেন নিজ-ঘর॥ গোপালের মাতা পিতা মহা-ভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যপদে যে সোঁপিল মনঃ প্রাণ॥ বৃন্দা-বন যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া॥ কত দিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ সনাতনসঙ্গে হইল মিলন॥ অন্তর্যামী প্রভু নীলাচলে সেই ক্ষণে। জানিলেন গোপাল আইল বৃন্দাবনে॥ এক-দিন মিশ্রগৃহ হইতে উল্লাসে। চলিলেন গোপীনাথ গদাধর-পাশে॥ গদাধর প্রতি গোরাচাঁদের যে ভাব। অনেক সুকৃতিফলে তাহা হয় লাভ॥ নিত্যানন্দ গদাধর দোঁহার যে রীতি। কহিতে তাহার লেশ কাহার শকতি॥ অদ্বৈতের সহ গদাধরের যে ক্রিয়া। সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় হিয়া॥ শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত গদাধরে। প্রাণের অধিক জানে গুণে সদা ঝুরে॥ প্রভু-হরিদাস প্রভু-গদাধরসনে। যে আনন্দ হয় তাহা বলে কোন্ জনে॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস-গদাধরে। কি অদ্ভুত প্রেম তাহা কে বুঝিতে পারে॥ শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরের জীবন। গদাধরসঙ্গে রঙ্গ না হয় বর্ণন॥ হেন গদাধরের আলয়ে প্রভু গিয়া। বসিলেন ভক্ত-গণে বেষ্টিত হইয়া॥ যে অপূর্ব্ব শোভা তাহা কে পারে বর্ণিতে। ভাগ্যবন্ত লোকগণ দেখে চারি ভিতে॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি প্রভু-গৌররায়। ভক্তগণ প্রতি কহে মধুর ভাষায়॥ বহুদিন ব্রজের সম্বাদ না পাইয়া। না জানিয়ে আমার কেমন

করে হিয়া॥ অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্রী পাঠাইতে। এত কহিতেই পত্রী আইল ব্রজ হৈতে॥ লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন। গোপালভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥ শুনি মহাপ্রভুর আনন্দ হৈল অতি। গোপালের কথা কিছু কহে সবা প্রতি॥ দক্ষিণ-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে। চারিমাস রহিনু বেঙ্কটভট্ট-ঘরে॥ গোপালভট্ট বেঙ্কটভট্টের নন্দন। অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥ পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে। করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে॥ পরমদয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা। সেই এ গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা॥ প্রাণের সমান মোর রূপ সনাতন। তাহার গমনমাত্রে লিখিলা লিখন॥ শুনিয়া প্রভুর অতিমধুর বচন। পরম আনন্দে পূর্ণ হৈলা ভক্তগণ॥ রূপ সনাতন-গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া। বৃন্দাবনে পত্রী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া॥ লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ সনাতনে। পাইল আনন্দ গোপা-লের আগমনে॥ নিজ-ভ্রাতা সম ভট্ট-গোপালে জানিবে। মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে॥ যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা বর্ণিবা যত আর। অচিরে সে সব হ'বে সর্ব্বত্র প্রচার॥ গ্রন্থরত্ন বিতরণ করিবেন যেঁহ। বুঝি কৃষ্ণ-ইচ্ছায় প্রকট হৈল তেঁহ॥ ঐছে পত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া। শীঘ্র সে মনুষ্যে পাঠাইলা হৃষ্ট হৈয়া॥ তিঁহ বৃন্দাবনে গোস্বা-মির পাশ গেলা। শ্রীডোর কৌপীন বহির্বাস পত্রী দিলা॥ বৃন্দাবনে যে আনন্দ হইল সবার। সে সকল বিস্তারি না

পারি বর্ণিবারে॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ প্রেমময়। শ্রীগোপালভট্ট সহ অদ্ভুত প্রণয়॥ করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট-মনে। সনাতনগোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে॥ গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥ শ্রীবিগ্রহসেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল। শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল॥ শ্রীরূপগোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণসেবা করাইলা তানে॥ এ সব প্রসঙ্গ আগে হইব বিস্তার। গোপালভট্টের চেষ্টা অতিচমৎকার॥ লোকনাথ ভূগর্ভ পণ্ডিত-কাশীশ্বর। শ্রীপরমানন্দ কৃষ্ণদাস বিজ্ঞবর॥ এ সবার সহ যৈছে প্রেম আচরণ। তাহা এক মুখে কিছু না হয় বর্ণন॥ বৃন্দাবনে সদা সনাতন রূপসঙ্গে। বিলসয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথা-রঙ্গে॥ সনাতন প্রেমে পরিপূরিত অন্তর। অপূর্ব্ব শ্রীরূপ-সখ্যে সুখ নিরন্তর॥ ভট্টের জীবন এক শ্রী-রাধারমণ। সেবারসে অত্যন্ত নিমগ্ন অনুক্ষণ॥ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে আপনার গুণে। যারে দেখি সবার আনন্দ বৃন্দা-বনে॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং॥

শ্রীগোপালভট্টের এ সব বিবরণ কেহ কিছু বর্ণে কেহ

না করে বর্ণন॥ না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে। অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে॥ পরমরসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ। বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন॥ পশ্চাতে বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া। রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া॥ প্রভুলীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন। দক্ষিণ-ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন॥ ব্যাসরূপ তিঁহ তাঁর কে বুঝে আশয়। পশ্চাৎ বর্ণিব বেদব্যাস ঐছে কয়॥ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তাঁরে দৈন্য করি। দক্ষিণ-ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি॥ রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে। বর্ণিব যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥ যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া। পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া॥ কবি রীত এ কিন্তু বর্ণিতে নাহি অন্ত। কুতর্ক ছাড়িয়া আস্বাদহ ভাগ্যবন্ত॥ প্রভু আর প্রভু-ভক্তগণের চরিত। বিবিধ প্রকারে বর্ণে হৈয়া সাবহিত॥ ভক্ত-ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ। প্রভু-ভক্তে সম্বোধিয়া করেন বর্ণন॥ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মহাহৃষ্ট হৈয়া। বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া॥ শ্রীগোপালভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥ কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতি-দীন মানে আপনারে॥ কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘি-বার। নামমাত্র লিখে অন্য না করে প্রচার॥ লোকনাথ-গোস্বামিহ ঐছে আজ্ঞা কৈল। প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে এ সব শুনিল॥ অন্যে অসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন। অতি

অলৌকিক এ ভট্টের গুণগণ ॥ বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিদ্যার বিলাস। গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ ॥ করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি ॥ শ্রীগোপালভট্ট শুদ্ধ ভক্তিপথে আর্য্য। তিলে তিলে করে অলৌকিক সব কার্য্য ॥ কত দিনে তথাই মিলিলা শ্রীনিবাস। অনুগ্রহ করি ভট্ট পূরাইল আশ ॥ শ্রীনিবাস শিষ্য হৈয়া প্রভুর আদেশে। ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিলা আসি গৌড়দেশে ॥ শ্রীরূপাদি দ্বারা প্রভু শাস্ত্র প্রকাশিলা। গ্রন্থ প্রকাশিতে শ্রীনিবাসে শক্তি দিলা ॥ আচার্য্য অভিন্ন শ্রীঠাকুর-মহাশয়। নিজকৃত শ্লোকে ব্যক্ত কৈল শক্তিদ্বয় ॥

তথাহি ॥

শ্রীরূপপ্রমুখৈকশক্তি-কতমেনাবিষ্করোতি প্রভু-
র্গ্রন্থোঽয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন স-
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদা দৃগ্‌গোচরং যাস্যতি ॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ শিরোমণি। ভক্তিশাস্ত্র প্রচারি অবনি কৈল ধনি ॥ করিল অনেক শিষ্য প্রভু-ইচ্ছামতে। রামচন্দ্র গোকুলাদি বিদিত জগতে ॥ রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ প্রেমালয়। প্রসঙ্গে জানাই এথা কিছু পরিচয় ॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর। পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥ দামোদরসেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে। যেঁহ মহাকবি নাম বিদিত জগতে ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃত-
সঙ্গীতমাধবনাটকে ॥

পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥

দামোদর-কবি মহাযুক্তিপরায়ণ। কোনরূপে লঙ্ঘিতে নারয়ে কোন জন ॥ এক দিগ্বিজয়ী অল্পে পরাভব হৈয়া। অপুত্রক হও শাঁপ দিল দুঃখ পাঞা ॥ দামোদর প্রসন্ন করিল নানামতে। তেঁহ কহে হ'বে কন্যা ধন্যা সে জগতে ॥ জন্মিব তাহার গর্ব্ভে পুত্র-রত্নদ্বয়। যে দুঁহ প্রভাবে হ'বে অমঙ্গল ক্ষয় ॥ বিপ্রবরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা। দিনে দিনে বাড়ে মহারূপে গুণে ধন্যা ॥ খণ্ডবাসী নারীগণ সবে প্রশংসয়। হইল বিবাহযোগ্যা পাত্র অন্বেষয় ॥ দামোদর-কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। চিরঞ্জীবসেনে কৈল কন্যা সম্প্রদান ॥ গ্রন্থের বাহুল্যভয় উপজয়ে চিতে। বিবাহকৌতুক তেঞি নারি বিস্তারিতে ॥ ভাগীরথী-তীরে গ্রাম কুমারনগর। অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥ সেই গ্রামে চিরঞ্জীবসেনের বসতি। বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ কি কহিব চিরঞ্জীবসেনের আখ্যান। খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান ॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর ॥ খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব বিদিত সর্ব্বত্র। দীনহীনে কৈল যেঁহ ভক্তিরস-পাত্র ॥ চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে। বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্বমতে। খণ্ডে বিলসয়ে নিজ-পত্নীর সহিতে ॥ অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর। পরম-সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা যাঁর ॥ যৈছে পিতা মাতা তৈছে পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্র জন্মি জন্মাইল মহানন্দ ॥ শিশুকাল হৈতে চেষ্টা অতিমনোহর। স্ত্রী পুরুষ সবে দেখে প্রাণের সোসর ॥ মহাতেজোময় মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে মদন। অল্প-কালে বহু বিদ্যা কৈল উপার্জন ॥ রামচন্দ্রে দেখি বিজ্ঞ-লোকে বিচারয়। দেবতার অংশ এ অন্যথা কভু নয় ॥ বৈদ্যকুলে প্রকট হইল ইচ্ছামতে ॥ মনুষ্যের ভ্রমে কেহ না পারে চিনিতে ॥ বৈষ্ণবের গণ বহু করে অনুভব। এ বৈষ্ণব হৈলে হ'বে অনেক বৈষ্ণব ॥ এইরূপ নানা কথা নানা জনে কয়। রামচন্দ্রসেন সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য তারে যৈছে শিষ্য কৈল। সে অতি-বিস্তার এথা বর্ণিতে নারিল ॥ কবিরাজ খ্যাতি হৈল শ্রীবৃন্দাবনেতে। ইহা বিস্তারিয়া কহিয়ে এথাতে ॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি। শ্রীজীবগোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ॥ সবে তাঁর কৃত কাব্য শুনি তাঁর মুখে। কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ সর্ব্ব-গুণময়। যাঁর অভিন্নাত্মা নরোত্তম-মহাশয় ॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে—

স্বর্ধুন্যাস্তীরভূমৌ সরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রা-

শ্রুৎস্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোহয়ং শ্রীমান্নরাখ্যে স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ॥

রামচন্দ্র নরোত্তম দোঁহার যে রীত। আগে জানাইব এথা কহি যে কিঞ্চিৎ॥ তনু মনঃ প্রাণ নাম একই দোঁহার। কবিরাজ-নরোত্তম নাম এ প্রচার॥ নরোত্তম-কবিরাজ কহে সর্ব্বজন। কথাদ্বয়মাত্র যৈছে নরনারায়ণ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম বিদিত জগতে। হইল যুগল নাম সবে সুখ দিতে॥ দোঁহে সর্ব্বশাস্ত্রেতে পরম-বিচক্ষণ। অনায়াসে কৈল মহাপাষণ্ড খণ্ডন॥ শুদ্ধভক্তি প্রদানে নিপুণ নিরন্তর। অনন্য রসিক সর্ব্বমতে বিজ্ঞবর॥

তথাহি তত্রৈব॥

যৌ শশ্বদ্ভগবৎপরায়ণপরৌ সংসারপারায়ণৌ
সম্যক্ সাত্বততন্ত্রবাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ।
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদানরসিকৌ পাষণ্ডহৃন্মণ্ডনা-
বন্যোন্যপ্রিয়তাভরেণ যুগলীভূতাবিমৌ তৌ নুমঃ॥

শ্রীনরোত্তমের ক্রিয়া কহিতে কি পারি। সর্ব্বতীর্থদর্শী আকুমার ব্রহ্মচারী॥

তত্রৈব॥

আকুমারব্রহ্মচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীলনরোত্তমদাসঃ॥

যৈছে সে প্রভাব তাহা কেবা নাহি জানে। যাঁর জন্ম

কৃষ্ণচৈতন্যের আকর্ষণে॥ মাঘী-পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম। দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম॥ সর্ব্বপ্রকারেতে গৃহে হইলা প্রবীণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে মগ্ন রাত্রি দিন॥ প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি প্রভুর ইচ্ছাতে। মহারাজ বিষয় না ভায় কিছু চিতে॥ অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রি দিন। কিরূপে ছাড়িব গৃহ হ'ব উদাসীন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে। করিয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দু'নয়নে॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া। প্রিয় নরোত্তমে স্থির কৈল প্রবোধিয়া॥ অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল। গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল॥ এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা। প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হইলা॥ অতিসুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী। পুত্রগত প্রাণ চেষ্টা কহিতে কি জানি॥ স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে। পুত্র যে ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে॥ এথা নরোত্তম অতিসঙ্গোপন হইয়া। করিলেন যাত্রা প্রভুচরণ চিন্তিয়া॥

কিবা নব্য যৌবন সে পরমসুন্দর। কার্ত্তিক-পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর॥ ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা। লোকনাথগোস্বামির স্থানে শিষ্য হৈলা॥ শ্রাবণমাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥ শ্রীলোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত। প্রসঙ্গ পাইয়া এথা কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥ যশোর-দেশেতে তালগেড়াগ্রামে স্থিতি। মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভচক্রবর্ত্তী॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্বিতং।

পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং ভজে ॥

পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি। লোকনাথ হেন ব্রহ্ম বিপ্রের সন্ততি ॥ লোকনাথ-গৃহে সদা রহয়ে উদাস। সর্ব্ব-ত্যাগী নবদ্বীপে আইলা প্রভুপাশ ॥ প্রভু-গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল। বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥ ঐছে আজ্ঞা হইল ইথে আছে প্রয়োজন। প্রভু করিবেন শীঘ্র সন্ন্যাসগ্রহণ ॥ সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে। এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে ॥ লোকনাথ বুঝিলেন এ সব আভাষ। দুই এক দিনে প্রভু করিবে সন্ন্যাস ॥ শ্রী-চাঁচর কেশের হইব অদর্শন। ইথে প্রাণ কিরূপে ধরিবে প্রিয়গণ ॥ ঐছে বহু চিন্তামাত্রে ব্যাকুল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল ॥ অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া। করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া ॥ লোক-নাথ প্রভুপদে আত্মসমর্পিল। প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল ॥ দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থপর্য্যটন। কত দিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন ॥ এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া। নীলাচলচন্দ্রে দেখে নীলাচল গিয়া ॥ তথা হৈতে গেলা প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে। তাহা শুনি লোকনাথ চলিলা দক্ষিণে ॥ দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন। লোকনাথ শুনি ব্রজে করিলা গমন ॥ প্রভু বৃন্দাবন হৈয়া প্রয়াগে

চলিলা। লোকনাথ ব্রজে আসি ব্যাকুল হইলা॥ প্রভাতে প্রয়াগ যাত্রা করিব এ মনে। স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি রাখিলা বৃন্দাবনে॥ লোকনাথ প্রভু-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। অজ্ঞাত-রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল॥ কত দিন পরে রূপ-সনাতন-সনে। হইল মিলন কি আনন্দ বৃন্দাবনে॥ শ্রীগোপালভট্ট আদি প্রভু-গণ যত। সবা সহ যৈছে স্নেহ কে কহিবে কত॥ ভূগর্ব্বেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার। লোকনাথ সহ দেহ ভিন্নমাত্র তাঁর॥ প্রভু লোকনাথ সর্ব্বপ্রকারে প্রবীণ। শ্রীমদ্-গোবিন্দাদি সেবা কৈল কত দিন॥ প্রেমেতে বিহ্বল সদা বৈরাগ্যের সীমা। ভুবনে প্রচার যার অদ্ভুত মহিমা॥ হরি-ভক্তিবিলাসে গোসাঞি সনাতন। মঙ্গলাচরণে যে নাম গ্রহণ॥

তথাহি॥

কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্ত

শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-গ্রন্থের প্রথমেতে। যে নাম গ্রহণ কৈল মঙ্গলনিমিত্তে॥

তথাহি॥

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।

শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকং॥

লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া। কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি আনন্দিত হইয়া॥ ছত্রবনপার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম। তথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম॥ সেই স্থানে কত দিন

রহেন নির্জ্জনে। করিব বিগ্রহসেবা এই চেষ্টা মনে॥ জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত। অন্যরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত॥ শ্রীরাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা। সেই ক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা॥ লোকনাথগোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে। কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্ খানে॥ চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া। শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া॥ এই উমরাওগ্রামে বিপিনে বসতি। এই যে কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি॥ তোমার উৎকণ্ঠা দেখি ব্যাকুল হইল। কে মোরে আনিবে মুঞি আপনি আইল॥ শীঘ্র করি মোরে কিছু করাও ভক্ষণ। শুনি প্রেমধারা নেত্রে বহে অনুক্ষণ॥ মহাসুখে শীঘ্র পাক করি ভুঞ্জাইল। পুষ্পশয্যা রচিয়া শয়ন করাইল॥ পল্লবে বাতাস করেলেন কতক্ষণ। মনের আনন্দে কৈল পাদসম্বাহন॥ তনু মনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমর্পিলা। সে রূপমাধুর্য্যামৃত-পানে মগ্ন হৈলা॥ শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্ম্মাণ করিল। রাধাবিনোদের যেন মন্দির হইল॥ পরম অদ্ভুতরূপে ঝোলা হইল আলা। অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা॥ গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়। বৃক্ষমূল বিনা লোকনাথে নাহি ভায়॥ পরমবিরক্ত স্বনির্ব্বাহ যা'তে হয়। তাহা সে গ্রহণক্রিয়া অন্যে কি বুঝয়॥ কত দিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন। রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন॥ কত দিন পরম আনন্দে গোঙাইল। তার পর বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় ব্যাপিল॥ সনাতন রূপ

আদি হৈলা অদর্শন। তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন॥ সনাতন-রূপগুণে কান্দে দিবা রাতি। প্রভুর ইচ্ছাতে দেহে জীবনের স্থিতি॥ হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া। গুরু-সেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া॥ সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা-মন্ত্র দিল। নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল॥ শ্রীগোপাল-ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর। নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের সোসর॥ তথা শ্রীঠাকুরমহাশয় নাম হৈল। শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্য মিলিলা সেই ঠাঞি। তেঁহ যত সুখ পাইল তার অন্ত নাই॥ শ্যামানন্দ সহ তথা হইল মিলন। কহিয়ে কিঞ্চিৎ এথা তার বিবরণ॥ দণ্ডেশ্বরগ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল। মাতা শ্রীদুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল॥ সদ্গোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি-সুচরিত। কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব তার ভক্তে অতিপ্রীত॥ শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল দুরিকার গুণগণ। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না হ'য়ে বর্ণন॥ ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্ব-স্থিতি। শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দজন্ম তথি॥ কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ। পুত্র কন্যা গত হৈলে, হৈল শ্যামা-নন্দ॥ জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি-শুভক্ষণে। যে দেখে বারেক তার মহানন্দ মনে॥ পুত্র-তেজ দেখি কৃষ্ণ কহয়ে পত্নীরে। করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে॥ গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার। এখন দুখীয়া নাম রহুক ইহার॥ মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল। এই হেতু দুখী নাম

প্রথমে হইল ॥ শ্রীঅন্নপ্রাশন চূড়াকরণ সময়। যে সুখ হইল তাহা কহিল না হয় ॥ কখন না যায় অন্য বালকের মেলে। ব্যাকরণ আদি পাঠ হইল অল্পকালে ॥ দিনে দিনে বাঢ়ে দেখি সবার উল্লাস। পরম অদ্ভুত চেষ্টা হইল প্রকাশ ॥ গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতগণের চরিত। বৈষ্ণবের মুখে শুনে হৈয়া সাবহিত ॥ নিরন্তর সেই গুণ করয়ে কীর্ত্তন। নদীর প্রবাহপ্রায় ঝরে দু'নয়ন ॥ সদা রাধাকৃষ্ণলীলামৃত করে পান। পিতা-মাতাসেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥ পিতা মাতা পুত্রে যোগ্য দেখিয়া কহয়। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয় ॥ শুনিয়া দোঁহার বাক্য কহে যোড়হাতে। মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্য অম্বিকাতে॥ প্রভু-গৌরদাস-পণ্ডিতের শাখা তেঁহ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-প্রিয় যেঁহ ॥ তাঁর গৃহে সাক্ষাৎ বিহরে দুই ভাই। তথা শিষ্য হই গিয়া যদি আজ্ঞা পাই ॥ যদি কহ দূরদেশে যাইবে কেমনে। তা'তে এক যুক্তি মুঞি বিচারিনু মনে ॥ দেশবাসী লোক বহু গঙ্গাস্নানে চলে। কোনই সন্দেহ নাই এই সঙ্গে গেলে ॥ মোরে আজ্ঞা দেহ দোঁহে হইয়া সদয়। মোর যত অভিলাষ যেন সিদ্ধি হয় ॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ পাইল। প্রভু-ইচ্ছামতে পুত্রে অনুমতি দিল ॥ বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকানগরে। শ্রীহৃদয়চৈতন্য দেখিয়া হৃষ্ট তারে ॥ জিজ্ঞাসিলা কি নাম আইলা কি কারণে। শুনি নিবেদিল সব প্রভুর চরণে ॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল। দুঃখী নাম

পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস নাম থুইল॥ শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হ'বে বৃন্দাবনে। জানাইল ভঙ্গিতে জানিল বিজ্ঞগণে॥ দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম হইল বিদিত। নিজ-ইষ্টসেবায় হইল নিযোজিত॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যঠাকুর প্রেমময়। সেবায় হইলা মহাপ্রসন্নহৃদয়॥ শিষ্য করি প্রভুপদে কৈল সমর্পণ। শ্রীশ্যামানন্দের হইল বাঞ্ছিত পূরণ॥

তথাহি শ্যামানন্দশতকে॥

যং লোকা ভুবি কীর্ত্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে শ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধাপ্রিয়নর্ম্মমর্ম্মসু রুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাং॥

শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি কিছু দিনে। আজ্ঞা দিল শীঘ্র করি যাহ বৃন্দাবনে॥ শুনি বাক্য ব্যাকুল হইয়া নিবেদয়। নিকটে থাকিয়ে প্রভু এই আজ্ঞা হয়॥ হৃদয়চৈতন্য পুনঃ করি আলিঙ্গন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহে যাহ বৃন্দাবন॥ দুঃখী কৃষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া। হইলা বিদায় প্রভুপদে প্রণমিয়া॥ প্রভু-নিত্যানন্দ-চৈতন্যের দরশনে। উথলিল প্রেম অশ্রুধারা দু'নয়নে॥ করিয়া বিলাপ বহু ভূমে প্রণমিল। প্রভু-পরিকর স্থানে বিদায় হইল॥ নবদ্বীপ আদি স্থান করিলা দর্শন। সর্ব্বত্র মাগিল প্রেমভক্তি মহাধন॥ শ্রীগৌড়মণ্ডল বলি করয়ে ফুৎকার। মুখ বুক বাহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যের পরিকর। লইতে সে

সব নাম কান্দে নিরন্তর ॥ প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে বারে। শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুন আমারে ॥ মহান্তের মনোবৃত্তি বুঝে কোন্ জন। প্রসঙ্গে কহিয়ে গৌড়প্রার্থনা কারণ ॥ শ্রীগৌড়মণ্ডল-চিন্তামণি সবে কয়। গৌড়কৃপা হৈতে সর্ব্ববাঞ্ছা-সিদ্ধি হয় ॥

তথাহি গীতে ॥

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতি-রস সার। গৌরাঙ্গ-মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তার মুঞি যাঙ বলিহারি। গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী ॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি জানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ। শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ ১ ॥

ঐছে বহু মহান্ত গৌড়ের গুণগায়। শ্যামানন্দ গৌড়-ভূমি সতত ধেয়ায় ॥ প্রভু-আজ্ঞামতে অতি উৎকণ্ঠিত মন। বহু তীর্থ দেখি শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবনে গিয়া করে অপূর্ব্ব সাধন। দেখিতেই সবার জুড়ায় নেত্র মন ॥ শ্যাম-সুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল। শ্যামানন্দ নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হৈল ॥ শ্রীজীবগোস্বামী চারু চেষ্টা নিরখিয়া। পড়াইল ভক্তি-

গ্রন্থ নিকটে রাখিয়া ॥ বৃন্দাবনে বৈসে যত প্রভু-পরিকর। শ্যামানন্দে দেখি সবে আনন্দ অন্তর ॥ বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ যে যে কার্য্য করে। সে কেবল শ্রীগুরুদেবাজ্ঞা অনুসারে ॥ শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত্র শুনিয়া। এথা শ্রীহৃদয়চৈতন্যের হর্ষ হিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামিরে লিখয়ে পত্রোদ্বারে। দুঃখী কৃষ্ণদাস-শিষ্যে সোঁপিল তোমারে ॥ ইহার যে মনোভীষ্ট পূরিবে সর্ব্বথা। কত দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা ॥ শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর। শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর ॥ সাবধান হ'বে ভক্তিরত্ন উপার্জনে। অপ-রাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান। গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান্ ॥ কত দিনে গৌড়ে আসি প্রভু-ইচ্ছামতে। শ্রীমুরারি আদি শিষ্য কৈল উৎকলেতে ॥ এ সব প্রসঙ্গ এথা না কৈল বিস্তার। শ্রীনরো-ত্তমের সহ প্রণয় অপার ॥ বৃন্দাবনে নরোত্তম প্রেমানন্দে ভাসে। প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ আইলা গৌড়দেশে ॥ যে প্রকারে গৌড়দেশে হৈল আগমন। সে সকল বিস্তারিয়া হইব বর্ণন ॥ শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥ শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে। গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে ॥

তথাহি গীতং ।

যথারাগং ।

প্রভু-নরোত্তম গুণনিধি । কনক-কমল জিনি, সুকোমল তনু খানি, না জানি গড়িল কোন্ বিধি ॥ গোরাপ্রেমে মত্ত হৈয়া, রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, পরম আনন্দ বৃন্দাবনে । পাইয়াঅমূল্য ধন, কৈলা আত্মসমর্পণ, প্রভু-লোকনাথের চরণে ॥ কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ, হইল গমন গৌড়-দেশে । শ্রীগৌড়-ভ্রমণ করি, গিয়া নীলাচলপুরী, পুনঃ গৌড়ে করিলা প্রবেশ ॥ প্রভু-পরিকর যত, অনুগ্রহ কৈল কত, কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা । এ দাস বসন্ত ভণে, পাষণ্ডী অসুরগণে, করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥ ১ ॥

ঐছে নানা মতে সবে করিলা বর্ণন । এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ নরোত্তম যে সময়ে গৌড়দেশ আইলা । প্রভু-লোকনাথ সে সময়ে আজ্ঞা কৈলা ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহসেবন । শ্রীবৈষ্ণবসেবা শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন ॥ যৈছে আজ্ঞা কৈলা তৈছে হইলা তৎপর । কৈল ছয় সেবা শ্রী-বিগ্রহ মনোহর ॥ অতি সে তাৎপর্য্য সদা নিমগ্ন সেবায় । শুনিতে সে সব নাম পরাণ জুড়ায় ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যে ॥

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন ।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

কহিতে কে পারে তাঁর যৈছে শুদ্ধাচার। কায়মনো-বাক্যে শ্রীবৈষ্ণবসেবা যাঁর॥ পরম আশ্চর্য্য সদা সঙ্কীর্ত্তনোৎসব। সে সুখসমুদ্রে ভাসে আপনার সব॥ গৌড়দেশে গৌরাঙ্গের প্রিয়-পরিকর। নরোত্তমে দেখি সবে আনন্দ অন্তর॥ শ্রীজাহ্নবীদেবী সূর্য্যপণ্ডিত-দুহিতা। নিত্যানন্দ-প্রেয়সী যে জগতে পূজিতা॥ প্রেমভক্তিরত্ন প্রদানে প্রবীণা যেঁহ। শ্রীঠাকুর-মহাশয় নামে হৃষ্ট তেঁহ॥ দেখি অলৌকিক প্রেম বৈরাগ্য প্রবল। শ্রীজাহ্নবীদেবী মহা আনন্দে বিহ্বল॥ কৃপা করি শ্রীখেতরীগ্রামেতে আসিয়া। করয়ে সবারে তৃপ্ত সন্দর্শন দিয়া॥ শ্রীমতী জাহ্নবীদেবীর অনুগ্রহ যত। মো ছার পামর তাহা বর্ণিব বা কত॥ শ্রীঠাকুর-মহাশয় পরম উদার। যারে কৃপা কৈল সর্ব্বসিদ্ধি হৈল তার॥ প্রভু-ইচ্ছামতে শিষ্য কৈল কত জন। রামকৃষ্ণ-চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ॥ সন্তোষাদি সবে হৈলা ভক্তিপথে আর্য্য। শ্রীনরোত্তমের সব অলৌকিক কার্য্য॥ শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ হৈয়া আনন্দিত। বর্ণিলেন গীতে কিছু যাহার চরিত॥

তথাহি গীতং যথা॥

জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর-নরোত্তম, প্রেমভকতি মহারাজ। যা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র-কবিরাজ॥ধ্রু॥ প্রেম-মকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী, অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ। নৃপ-আসন, খেতরী মাহ বৈঠল, সঙ্গহি ভকতসমাজ॥ সনাতন-

রূপকৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত, অনুদিন করত বিচার। রাধামাধব, যুগল উজ্জ্বলরস, পরমানন্দ সুখসার॥ শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয়-রসোন্মত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান। যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত, রোয়ত করমগেয়ান॥ ভাগবতশাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন, তাক গৌরব করু আপ। সাঙ্খ্য-মীমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ॥ অভকতচৌর, সুদূরহি ভাগি রহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। দীনহীন জনে, দেয়ল ভকতিধনে, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥ ১॥

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়। সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥ শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে। পরমানন্দিত যার গীতামৃতপানে॥ কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই। কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥

তথাহি॥

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং॥

শ্রীজীবগোস্বামী পত্রীদ্বারে ব্রজ হৈতে। পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে॥ শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ গীতামৃতগণে। গোস্বামির আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥ এ সব প্রসঙ্গ আগে হ'বেন স্তার। শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ প্রাণ সবাকার॥

যবে যে বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়। নরোত্তম-কবিরাজ আদি আস্বাদয়॥ যখন যা' বর্ণিতে কহয়ে বিজ্ঞগণে। তখন তা' বর্ণয়ে পরানন্দ মনে॥ হরিনারায়ণ-রাজা বৈষ্ণবপ্রধান। রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন॥ তিঁহ যৈছে শিষ্য হইলা যে শিষ্য করিল। সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥ হরিনারায়ণ-কবিরাজে নিবেদিলা। শ্রীরামচরিত্রগীত তারে বর্ণি দিলা॥

তথাহি গীতং।

যথারাগং।

জয় জয় রাম, রাম রঘুনন্দন, জনকসুতা নিজ-কান্ত। সুর নর বানর, খচর নিশাচর, যছু গুণ গাওয়ে অনন্ত॥ জয় জয় দূর্ব্বাদল, নব জলধর, কঞ্জনয়ন রণধীর। ডাহিনে নিহিত শর, বামে ধনুর্দ্ধর, জলনিধি কোটি গভীর॥ পাদুকা ধরত, ভরত ভরতানুজ, ছত্র চামর নাহি ছোড়ি। শিব চতুরানন, সনক সনাতন, সম্মুখে রহে করযোড়ি॥ হৃদয়ে আনন্দিত, মারুতনন্দন, ভরত চরণ করু সেবা। গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারল, হরিনারায়ণ অধিদেবা॥ ১॥

ঐছে শ্রীসন্তোষদত্ত অনুমতি দিল। সঙ্গীতমাধব নাম নাটক বর্ণিল॥ রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে। শুনিয়া সন্তোষদত্ত পরমানন্দচিতে॥ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ আখ্যান। যাহার শ্রবণে তৃপ্ত কর্ণ মনঃ প্রাণ॥ রাজধানী স্থান পদ্মাবতী-তীর্থবর্ত্তী। গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি॥

তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দদত্ত। শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত পরম-মহত্ত্ব॥ জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। এ দুই ভ্রাতার প্রীতে লোকের আনন্দ॥ শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম। পূর্ব্বে জানাইল যার চরিত্রানুপম॥ শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য। শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্য্যে দক্ষ॥ গৌড়রাজামাত্য প্রজাপালনে প্রবীণ। অত্যন্ত প্রভাব অন্য যাহার অধীন॥ সর্ব্বপ্রকারে সবার আনন্দ বাঢ়য়। অতি-বিদ্যাবান্ শাস্ত্রপ্রসঙ্গ সদায়॥ শ্রীমন্নরোত্তমের ভ্রাতা ও শিষ্য তার। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবায় শুদ্ধাচার॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে—

পদ্মাবতী-তীরবর্ত্তী গোপালপুর-নগরবাসী গৌড়াধি-রাজমহামাত্য, শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত-সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ-দত্তঃ, স হি শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ, তেনচ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানু-সারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদিবিলাসার্হং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সম-র্পিতমস্তি॥ ১॥

পুনঃ॥

যোঽন্তঃ প্রেমগুণৈর্নিবধ্য যুগপৎ শ্রীরাধিকামাধবৌ
হৃৎপদ্মেন বহির্নিধায় জগতাং ভদ্রোদয়ায় স্ফুটং।
সাক্ষাদেব নিজালয়েচ বিদধে সেবাং সমস্তার্পণৈ-
স্তস্মাদপ্যপরোঽস্তি কোঽত্র সুকৃতী সন্তোষদত্তাদলং॥

পুনঃ ॥

অহো শ্রীগৌরাঙ্গো ব্রজদয়িতরাধারমণতঃ

সদা রাধাকান্তপ্রকট-হরিদেহ-ব্যতিকরাঃ।

সভা কিং শোভা কিং কিয়ন্ গুরুসেবা-সম্ভব-

স্ন সন্তোষাদন্যঃ পরমহহ সন্তোষভবনং ॥

সন্তোষদত্তের মহা আশ্চর্য্য ক্রিয়ায়। পরস্পর লোকে সন্তোষের গুণ গায় ॥ কেহ কহে বুঝি কেহ সহায় আছয়। নহিলে এ ভক্তিধন প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ কেহ কহে বুঝি কবিরাজ-নরোত্তম। ইহার সহায় তেঞি বুদ্ধি অনুপম ॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে—

যৎসহায়ৌ সদা শ্রীমৎকবিরাজ-নরোত্তমৌ।

তস্যৈবমীদৃশী বুদ্ধিঃ কিমাশ্চর্য্যায় কল্পতে ॥

শ্রীসন্তোষদত্তের আশ্চর্য্য ভক্তিপ্রথা। গ্রন্থ-বাহুল্যার্থে বিস্তারিতে নারি এথা ॥ শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ সহ অতিস্নেহ। সকল অভিন্ন দৃষ্টে ভিন্নমাত্র দেহ ॥ শ্রীখেতরীগ্রামে এ সকল প্রিয়সঙ্গে। কবিরাজ-নরোত্তম বিলসয়ে রঙ্গে ॥ অল্পে জানাইল এই দোঁহার যে রীত। এ প্রসঙ্গ শ্রবণে উপজে কৃষ্ণে প্রীত ॥ শ্রীরামচন্দ্রের ইষ্টসেবা যে প্রকার। আগে জানাইব ইহা করিয়া বিস্তার ॥ এবে কহি পূর্ব্বে যে করিল নিবেদন। শ্রীগোকুলানন্দচক্রবর্ত্তী-বিবরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্ষদ। দ্বিজ-হরিদাসাচার্য্য যে খণ্ডে বিপদ ॥ প্রেমভক্তি মহারত্নপ্রদানে প্রবীণ। সঙ্কীর্ত্তনরসেতে উন্মত্ত রাত্রি

দিন॥ তার পুত্র গোকুলানন্দ শ্রীদাসদ্বয়। শিশুকাল হৈতে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥ অনায়াসে হৈলা সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত অনুক্ষণ॥ কি কহিব শ্রীগোকুলানন্দের মহিমা। শ্রীনিবাস-আচার্য্যের অনুগ্রহ সীমা॥ যৈছে আজ্ঞা কৈল পিতা গোকুলের প্রতি। তৈছে শিষ্য হৈয়া গুরুপদে হৈল রতি॥ মহাবিজ্ঞ শ্রীদাসের তৈছে ভক্তিপ্রথা। বিশেষ জানিবে আগে এ অদ্ভুতকথা॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য পরমদয়াময়। এ সকল শিষ্যসঙ্গে সুখে বিলসয়॥ ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করয়ে সদায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে জগৎ মাতায়॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস। ব্যাপিল যাহার যশে এ ভূমি আকাশ॥ শ্রীনিবাস-জন্মাদি চরিত্র মনোহর। বৈষ্ণবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর॥ বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল। মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল॥ তা' সবার আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া। যে কিছু কহিব তা' শুনিবে হৃষ্ট হইয়া॥ শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনিতে যার মন। তারে সুপ্রসন্ন গৌর-ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ইহা শুনইতে যার উল্লাস অন্তরে। প্রভু-নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত কৃপা তারে॥ প্রভু-গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। ইথে রতি যার তারে দেন ভক্তিধন॥ ইহার চরিত্রে যার নাহিক বিশ্বাস। এই সব তাহার করয়ে সর্ব্বনাশ॥ শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনহ সর্ব্বজন। অনায়াসে হ'বে সব বাঞ্ছিত-পূরণ॥ প্রসঙ্গে পাইয়া ইথে আর যে বর্ণিব। সে সব শুনিতে মহা আনন্দ বাঢ়িব॥ অতি-সুমধুর এই শ্রবণ-

পরসে। বহির্মুখ সম্মুখ হইব অনায়াসে॥ পুনঃ পুনঃ নিবেদিয়ে অহে শ্রোতাগণ। নিরন্তর কর এই গ্রন্থ আস্বাদন॥

গ্রন্থনাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তিরত্নাকর। বিবিধ তরঙ্গ ইথে অতিমনোহর॥ শ্রীভক্তগোষ্ঠীর পাদপদ্ম ধরি শিরে। সতত্ত ডুবহ এই ভক্তিরত্নাকরে॥ ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি কহে সর্ব্বজন। ভক্তে দিলে মিলে এই ভকতি-রতন॥ জয় জয় ভক্তিদেবি! কৃপা কর দীনে। অভিলাষ পূর্ণ নহে ভক্তিস্পর্শ বিনে॥ বহু জন্ম করে যদি বিবিধ সাধন। তথাপি দুর্লভ কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥ প্রভুপদে সে ধন পাইতে যার সাধ। সে করুক নিরন্তর ভক্তিরসাস্বাদ॥ ভক্তিরত্ন যত্ন করি রাখহ হিয়ায়। সবার প্রধান ভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

তথাহি পাদ্মে॥

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

শ্রীভক্তির মহিমা কহিতে সাধ্য কার। ভক্তিরসাস্বাদিতে চৈতন্য-অবতার॥ হেন অবতারের বালাই লৈয়া মরি। মহানীচে কৈল কৃষ্ণ ভক্তি-অধিকারী॥ নহিলে এ ভক্তিরত্ন রাখে লুকাইয়া। কখন না দেয় ছুটে ভুক্তি মুক্তি দিয়া॥

তথাহি শ্রীভাগবতে॥

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি কেবা ইহা পায়। হইল সুলভ কৃষ্ণ-চৈতন্য-কৃপায় ॥ প্রভুর অভিন্ন নিত্যানন্দ বলরাম। মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈত নাম ॥ মরি মরি কি অদ্ভুত করুণা দোঁহার। জগত ভরিয়া কৈল ভক্তির পাথার ॥ শ্রীপণ্ডিত-গদাধর আদি প্রভুর শক্তি। কৃপা করি কারে বা না দিল কৃষ্ণভক্তি ॥ শ্রীবাসাদি যতেক প্রভুর ভক্তগণ। মহানন্দে ভক্তিধন কৈল বিতরণ ॥ ভক্তিদাতা গোরাগুণ কে বর্ণিতে পারে। আপনি করয়ে দান করায়ে সবারে ॥ স্থানে স্থানে ভক্তগণে করি নিয়োজিত। পরমদুর্লভ ভক্তি করিল বিদিত ॥ দিলেন পশ্চিমদেশে রূপ সনাতনে। তথা প্রকাশিলা ভক্তিশাস্ত্রের প্রমাণে ॥ বর্ণিলেন গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস। লক্ষ লক্ষ ভক্তি-অঙ্গ তাহাতে প্রকাশ ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ মহাসূর। যাহা শুনি ভক্তচিত্তে আনন্দ প্রচুর ॥ দুই মহারথী প্রভু-ভক্তপ্রিয়-পাত্র। কৃষ্ণভক্তি লভে এ দোঁহার স্মৃতিমাত্র ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী আদি যত মহাশয়। ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশি ভুবন কৈল জয় ॥ শ্রীজীবগোসাঞির গুণ কে বর্ণিতে পারে। সনাতন-গোস্বামির পূর্ণকৃপা যারে ॥ শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুতচরিত। শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত ॥ প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর। শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥ স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা। প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥

পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিতে। মগ্ন হৈলা প্রভু-প্রেমামৃত-সমুদ্রেতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥ শ্রীসনাতনের পূর্ব্ব কহি সঙ্ক্ষেপেতে। শ্রীজীবগোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে ॥

তথাহি লঘুতোষণ্যাং ॥

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাং ॥
তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যদ্বিবক্ষয়া।
অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥

শ্রীজীবগোস্বামির সপ্ত পুরুষ প্রচার। প্রথম হইতে নাম কবিতা সবার ॥ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ। মহা-পূজ্য যজুর্বেদী গোত্র-ভরদ্বাজ ॥ সর্ব্ববেদে অধ্যাপক মহা-পরাক্রম। কর্ণাটদেশের রাজা নাহি যার সম ॥ সর্ব্বমহী-পতি সদা পূজয়ে যাহারে। যৈছে লক্ষ্মীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে ॥ ১ ॥

তার পুত্র অনিরুদ্ধদেব ইন্দ্রসম। চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশঃ সর্ব্বোত্তম ॥ মহীপতি পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান্। পৃথি-বীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান্ ॥ রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্র-দ্বয়। বহু গুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয় ॥ শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর। শাস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর ॥

বিভাগ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার। শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হইল পিতার। কত দিন পরে লোক-সঙ্ঘট্ট করিয়া। লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হরিয়া॥ রাজ্য গেলে রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে। অষ্ট অশ্বে চড়ি আইলা পৌরস্ত্যদেশেতে॥ শ্রীশিখরেশ্বর সখ্য তাতে সুখ পাই। রূপেশ্বরদেব বাস করিল তথাই॥ ২॥

শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম। পরমসুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপম॥ অঙ্গসহ যজুর্ব্বেদাদিক অধ্যয়নে। পরম অপূর্ব্ব যশঃ বিদিত ভুবনে॥ কি অপূর্ব্ব পদ্মনাভদেবের চরিত। শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লসিত॥ পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর-ভূমি হৈতে। আইলেন গঙ্গাতীরে বাস স্পৃহা চিতে॥ নব-হট্টগ্রামে বাস কৈল মহাশয়। নৈহাটি নাম যার সর্ব্বলোকে কয়॥ তথা পদ্মনাভদেব মহাহর্ষচিতে। শ্রীপুরুষোত্তমমূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে॥ করি যজ্ঞ উৎসব পরমানন্দ হৈল। অষ্টা-দশ কন্যা পঞ্চ পুত্র জন্মাইল॥ ৩॥

শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ। মুরারি মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চ জন॥ পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দ। সর্ব্বাংশে প্রবীণ সর্ব্বোত্তম গুণবৃন্দ॥ ৪॥

শ্রীমুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকুমার। বিপ্রকুল-প্রদীপ পরম-শুদ্ধাচার॥ সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়। কদাচার জনস্পর্শে অতিভীত হয়॥ যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন। করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥ জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ

হৈল মনে। ছাড়িলেন নবহট্টগ্রাম সেই ক্ষণে॥ নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা। বাকলাচন্দ্রদ্বীপ-গ্রামেতে বাস কৈলা॥ যশোরে ফতয়াবাদ নামে গ্রাম হয়। গতায়াতহেঁতু তথা করিল আলয়॥ ৫॥

কুমারদেবের হৈল অনেক সন্তান। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ এই ত্রয়। স্বগোত্রে অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয়॥ ৬॥

তথাহি তত্রৈব॥

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভূয়ো নরানৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-জগদ্গুরুর্ভুবি-ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥ ১॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥২
মহিষ্যো ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া॥ ৩॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপু-পুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।

নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্য্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥ ৪ ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধং ॥ ৫ ॥
যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাং।
জগন্নাথ প্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বাস কিল নৃপ-রূপেশ্বরসুতঃ ॥ ৬ ॥
বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎ-সুরতরঙ্গিণীতটনিবাস-পর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥ ৭ ॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥ ৮ ॥
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহচ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতং ॥ ৯ ॥

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্ত ভূপ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ॥ সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়। শ্রীজীব-গোস্বামী হন তাঁহার তনয়॥ এ তিন ভ্রাতার যৈছে গৃহে ব্যবহার। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবার॥ সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে। শুনিলেন রাজা শিষ্ট-লোকের মুখেতে॥ গৌড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার। সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্যভার॥ ম্লেচ্ছভয়ে বিষয় করিল অঙ্গী-কার। এ দুই প্রভাবে রাজ্যবৃদ্ধি হৈল তার॥ রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া। রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥ গৌড়ে রামকেলিগ্রামে করিলেন বাস। ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুতবিলাস॥ ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে। আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে॥ গায়ক বাদক নর্ত্ত-কাদি কবিগণ। সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥ নিরন্তর করেন অনেক অর্থব্যয়। কোনরূপে কারু অসম্মান নাহি হয়॥ সদা সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা করে দুই জন। অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥ ন্যায়সূত্রব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়। সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥ ঐছে সবে সর্ব্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা। সনাতন রূপগুণ গায় সুখ পাঞা॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ। কর্ণাটদেশাদি হৈতে আইলা বিপ্রগণ॥ সনাতন রূপ নিজ-দেশস্থ ব্রাহ্মণে। বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে॥ ভট্টগোষ্ঠী-বাসে ভট্টবাটী নামে গ্রাম। সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপম॥ রামকেলিগ্রামে

সে সকল বিপ্র লৈয়া। ব্যবহার-কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া॥ বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন। যেরূপ আদরে তাহা না হয় বর্ণন॥ নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত। কহিতে না পারি তা' সবারে ভক্তি কত॥ শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলিগ্রামে তাঁর স্থিতি॥ সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যার ঠাঞি। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি॥ সনাতনকৃত শ্রীদশম-টিপ্পনীতে। লিখিলা গুরুর নাম মঙ্গলনিমিত্তে॥

তথাহি দশমটিপ্পন্যাং॥

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণং।
বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকং॥

সনাতন রূপের সাধন যে প্রকার। সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্য কার॥ বাড়ীর নিকটে অতিনিভৃত স্থানেতে। কদম্বকানন রাধাশ্যামকুণ্ড তাতে॥ বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন। না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ শ্রীবিগ্রহ মদনমোহনসেবায় রত। সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া। সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া॥ পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার। তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥ যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥ করি

মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান। এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥ যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়। ইথে অতি-দীনহীন আপনা মানয়॥ যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥ নীচ-জাতি সঙ্গে সদা নীচ-ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥ বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্তরে। আপনাকে বিপ্র-জ্ঞান কভু নাহি করে॥

শ্রীচৈতন্য-কৃপা যাঁরে তাঁর ঐছে রীত। আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ॥ সদা একরস আপনাকে নীচ মানে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য॥ তার ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়। দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায়॥ সনাতন রূপের অন্তরে হৈল যাহা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিলেন তাহা॥ ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত ভঙ্গী জানে। রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে॥ প্রভুরে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়। যবনেহ আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥ সনাতন রূপ হিয়া আনন্দে উথলে। সঙ্গোপনে গিয়া পড়ে প্রভুপদতলে॥ দন্তে তৃণ ধরি দৈন্য কৈল যে প্রকার। সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার॥ শ্রীভক্ত-বৎসল প্রভু ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। সনাতন রূপের দৈন্যেতে প্রাণ কান্দে॥ চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে এ লিখন। দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ যৈছে দৈন্য কৈল তাহা

কিছু ব্যক্ত তথা। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না লিখিনু এথা॥ সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্য করে নীচ ম্লেচ্ছ পাপী শুনি আপনা ধিক্কারে॥ বিপ্রগণে বিস্ময় এ মর্ম্ম না বুঝিল। প্রভু ভক্তদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥ অহে ভাই! কে বুঝিতে পারে প্রভুহিয়া। ভক্তাধীন হন ভক্তগুণ প্রকাশিয়া॥ রামানন্দদ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে। দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে॥ হরিদাসদ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥ জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দৈন্য। এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য॥ সনাতন রূপ দৈন্য না পারি বুঝিতে। মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানা মতে॥ মহাঘোর নরক বাইতে যার সাধ। সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ॥ গণসহ সনাতন রূপে কৃপা করি। রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই। যে সুখে ভাসিল তা' কহিতে সাধ্য নাই॥ কেশব ছত্রীন আদি যত বিজ্ঞগণ। হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন॥ শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি-প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল॥ অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার। ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার॥ সনাতন রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রে নিরখিয়া। করে অতি অনুগ্রহ স্নেহ প্রকাশিয়া॥ শ্রীজীব-চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে। প্রভু-রূপমাধুরী সদাই চিন্তা করে॥ অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর। দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর॥ সবে কহে দেব-অংশে

জনম ইহার। নহিলে কি অল্পকালে এত অধিকার॥ যৈছে সনাতন রূপ বল্লভ সুন্দর। তৈছে শ্রীজীবের কে সৌন্দর্য্য মনোহর॥ ঐছে কত কহে তাহা বর্ণিতে না পারি। এ হেন শ্রীজীবের বালাই লৈয়া মরি॥ সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বমতে। উপায় সৃজিল মহাবিষয় ছাড়িতে॥ প্রভুরে মিলিতে পুরশ্চরণ করিল। প্রভুর সম্বাদহেতু লোক নিযোজিল॥ পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে। কত চন্দ্রদ্বীপে কত ফতয়াবাদেতে॥ শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া। বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া॥ বিপ্র বৈষ্ণবাদি সবে ধন বাঁটি দিল। প্রভু ব্রজে গেলেন শুনিয়া যাত্রা কৈল॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু প্রয়াগে আইলা। প্রয়াগে যাইয়া রূপ বল্লভ মিলিলা॥ পরম আনন্দে কৃপা করি গৌরহরি। যত্নে বৃন্দাবনে পাঠাইলা শীঘ্র করি॥ সনাতন রাজকার্য্য করে লোকদ্বারে। আপনি না যায় শাস্ত্র-বিচারয়ে ঘরে॥ বিশ ত্রিশ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতে লইয়া। ভাগবত-বিচারয়ে সভাতে বসিয়া॥ চৈতন্যচরিতামৃতে এ সব বর্ণিল। সনাতন কাশী গিয়া প্রভুরে মিলিল॥ সনাতনে যৈছে কৃপা কে বর্ণিতে পারে। যার অঙ্গমলা ছাড়ায়েন নিজ-করে॥ প্রভুপ্রিয় কবি-কর্ণপূর গ্রন্থ কৈল। সনাতনে যে প্রসাদ তাহা জানাইল॥

তথাহি॥

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ-মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।

অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদামিতি ॥

তং সনাতনমুপাগতমক্ষো-
দৃষ্টপূর্ব্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ । ইতি ॥
কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশেষ্য ।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথ-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

সনাতনে প্রভু অনুগ্রহ নিরখিয়া। কাশীবাসী ভক্তের হইল হর্ষ হিয়া ॥ প্রভু-আজ্ঞামতে ব্রজে গেলা সনাতন। ব্রজ হৈতে আইলা রূপ না হৈল মিলন ॥ এথা প্রভু নীলাচলে আসি কিছু দিনে। রূপ সনাতন লাগি উৎকণ্ঠিত মনে ॥ শ্রীরূপ বল্লভ সহ উল্লাসিত হিয়া। নীলাচল চলে শীঘ্র গৌড়-দেশ দিয়া ॥

শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর। অনুপম নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর ॥ রঘুনাথ বিনা যেঁহ অন্য নাহি জানে। সদা মত্ত রঘুনাথ বিগ্রহসেবনে ॥ সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য-গোসাঞি। আপনা মানয়ে ধন্য ঐছে প্রভু পাই ॥ কি বলিব বল্লভের মহিমা অশেষ। শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড়-দেশ ॥ শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে। নীলাচলে গেলা

রূপ কিছু দিন পরে॥ নীলাচলে প্রভু-ভক্তগণের দর্শনে। যে আনন্দ হইল তা' বর্ণিব কোন্ জনে॥ গণসহ শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত নিতাই। যে কৃপা করিল রূপে কহি সাধ্য নাই॥ কত দিন রহি প্রভু ভক্ত-আজ্ঞামতে। বৃন্দাবনে চলিলেন গৌড়দেশ-পথে॥ গৌড়ে যে আছিল অর্থ তাহা আনাইলা। কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিলা॥ নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রজে করিল গমন। চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এ লিখন॥ বৃন্দাবন হৈতে শ্রীগোস্বামী সনাতন। ঝাড়িখণ্ড-পথে কৈলা নীলাদ্রি গমন॥ কিছু দিনে আসি নীলাচলে প্রবেশিলা। সনাতনে দেখি প্রভু মহাহর্ষ হৈলা॥ কি অদ্ভুত স্নেহে সর্ব্বভক্ত মিলাইল। কিছু দিন রাখি পুনঃ ব্রজে পাঠাইল॥ বৃন্দাবনে সনাতন শ্রীরূপে মিলিলা। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বিস্তারিলা॥ এ দোঁহার কৃপালেশ হয় যার প্রতি। তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদে রতি॥ গোস্বামির পুরোহিত বিপ্রের কুমার। বৃন্দাবনে গেলা কৃপা হইল দোঁহার॥ অর্থবাঞ্ছা ছিল ছাড়ি উল্লাসিত মনে। শিষ্য হইলা সনাতনগোস্বামির স্থানে॥ অদ্যাপিহ মাড়গ্রামে তাহার সন্তান। প্রভু সনাতন বিনা না জানয়ে আন॥ সনাতন রূপ করুণায় আর্দ্র হৈলা। মথুরা-মণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত কৈলা॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবেরে আকর্ষিল। শ্রীজীবগোস্বামী গৌড়ে উদ্বিগ্ন হইল॥ শ্রীজীব-গোস্বামী যৈছে গেলা বৃন্দাবন। সে অতি আশ্চর্য্য কিছু করি নিবেদন॥ যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।

সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥ নানা রত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস । অপূর্ব্ব শয়ন-শয্যা ভোজনবিলাস ॥ এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে। রাজ্যাদি বিষয়বার্ত্তা না পারে শুনিতে ॥ শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি শিষ্ট-লোকগণে। কেহ কারু প্রতি কহে সস্নেহবচনে ॥ অহে ভাই! কুমারদেবের পুত্রগণ। তার মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ তিন জন ॥ সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ এই তিন। সর্ব্বত্যাগ করিয়া হইলা উদাসীন ॥ কি অদ্ভুত বৈরাগ্য মমতামাত্র নাই। ঐছে নিরপেক্ষ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই ॥ গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক। অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক ॥ শ্রীজীবের এ হেন ঐশ্বর্য্যে নাই মন। কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥ এক দিন তাঁরে মুঞি দেখিনু বিরলে। নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে ॥ কেহ কহে অহে ভাই! এই সত্য হয়। জানিহ শ্রীজীবে কৃষ্ণকৃপা সুনিশ্চয় ॥ অল্পবয়সে অতিগভীর অন্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥ সদা কৃষ্ণকথা-সুখসমুদ্রে সাঁতারে। অন্য কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥ এক দিন দেখিল হইয়া অলক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি হইলা মূর্চ্ছিত ॥

ধরণী-লোটায় ধৈর্য্য ধরণ না যায়। মুখ বক্ষঃ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ করয়ে কতেক খেদ কান্দিয়া কান্দিয়া। দেখিতে সে দশা কার না বিদরে হিয়া ॥ কেহ কহে অহে ভাই! বিচারিনু মনে। শ্রীজীব ছাড়িব ঘর অতি অল্পদিনে।

কেহ কহে কৈছে এ ভ্রমিব স্থকুমার। কেহ কহে অনুরাগ প্রবল ইহার॥ কেহ কহে বিপ্রকুল-প্রদীপ এ হয়। এহঁ গেলে হ'বে সব অন্ধকারময়॥ ঐছে কত কহে সবে ব্যাকুল অন্তরে। শ্রীজীবে ছাড়িয়া কেহ নাহি যায় ঘরে॥ নিরন্তর শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে। ঘরে হৈতে বাহির হইব কত-ক্ষণে॥ একদিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যাকালে। শ্রীনামকীর্ত্তনে সিক্ত হয় নেত্রজলে॥ করয়ে যতন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি কহে বারে বারে॥ অহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ!। অহে করুণার সিন্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র!॥ অহে কৃপাময় শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ!। মো হেন পতিতে কর কৃপার ভাজন॥ ঐছে কত কহে কণ্ঠরুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে। নিশি শেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে॥ শ্রীভক্তবৎসল প্রভু প্রভুর ইচ্ছায়। শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায়॥ রাম-কেলিগ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে। সেই রূপ দেখে গৌর-চন্দ্র গণসনে॥ সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে নৃত্য করে গৌররায়। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমে জগৎ মাতায়॥ লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে চারিপাশে। হরি হরি ধ্বনি হয় এ ভূমি আকাশে॥ ঐছে দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান। স্বপ্নভঙ্গে জীবের ব্যাকুল হৈল প্রাণ॥ পুনঃ শ্রীজীবেরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ। শ্রীজীব দেখয়ে কিবা অপূর্ব্ব স্বপন॥ কহিব সে স্বপ্ন পূর্ব্বে কহিয় কিঞ্চিৎ। পরম অদ্ভুত এই শ্রীজীব-চরিত॥ শ্রীজীব বালক-কালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি

জানে॥ কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া॥ বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমিষ-নেত্রে দেখি উল্লাসহৃদয়॥ কনক-পুতলীপ্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হৈলা নেত্রজলে॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতিযত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লৈয়া॥ কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়। একাকীও দোঁহে লইয়া নির্জনে খেলায়॥ শয়ন-সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে॥ কৃষ্ণ বলরাম প্রতি অতিশয় প্রীত। দেখিয়া বালক-চেষ্টা সবে উল্লাসিত॥ চৈতন্য নিতাই তার বাল্যকাল হৈতে। যৈছে প্রেমাধীন ব্যক্ত করয়ে স্বপ্নেতে॥ হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ বলরাম। শ্যাম শুক্লরূপ দোঁহে আনন্দের ধাম॥ দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্পমোহন। অঙ্গের ভঙ্গিতে মত্ত করে ত্রিভুবন॥ ঐছে দোঁহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ॥ দুহুঁ অঙ্গ-সৌরভে ব্যাপিল ত্রিভুবন॥ তাহে ধৈর্য্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন॥ শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার। অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার॥ ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে। লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভুপদতলে॥ করুণাসমুদ্র গৌর নিত্যানন্দরায়। পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়॥ পরম-বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন। কহিল অমৃতময় প্রবোধবচন॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু-নিত্যানন্দপদে দিল সমর্পিয়া॥

নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বার বার। 'এই মোর প্রভু হো'ক সর্ব্বস্ব তোমার॥ ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে। দোঁহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈতে দেখে নিশি পোহাইল। অধ্যয়ন-ছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল॥ চন্দ্রদ্বীপবাসী-লোক বিচারিল মনে। অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে॥ শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া। ফতেয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া পথে কি অদ্ভুত গতি। শ্রীজীবে দেখিয়া কেহ কহে কারু প্রতি॥ দেখ দেখ এহঁ কোন্ রাজার কুমার। কনক-চম্পকবর্ণ তনু মনোহর॥ কি অপূর্ব্ব বদনমাধুরী প্রাণ হরে। কিবা দীর্ঘ-নয়ন নাসিকা শোভা করে॥ কিবা ভুরু ললাট শ্রবণ চারু কেশ। কিবা গণ্ড গ্রীবা কি অদ্ভুত বক্ষঃদেশ॥ কিবা হস্ত-পদ্ম নখাবলী বিলসয়। কিবা ক্ষীণ মধ্য জঙ্ঘা জানু পদদ্বয়॥

অপূর্ব্ব তুলসীমালা কণ্ঠে সুকোমলে। কিবা শুভ্র সূক্ষ্ম চারু যজ্ঞসূত্র গলে॥ অহে ভাই! ইহার বালাই লৈয়া মরি। মনে হয় নিরন্তর রাখি নেত্রভরি॥ কেহ কহে ভাই সব! ইহারে দেখিয়া। না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া॥ কেহ কহে অহে! ঐছে হয় মোর মন। করিব অবশ্য ইহঁ সন্ন্যাসগ্রহণ॥ এইরূপ কহে কত ব্যাকুল-হিয়ায়। শ্রীজীব পরম-প্রেমাবেশে চলি যায়॥ নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি হইল। সনাতন শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আইল॥ শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। কিবা জিজ্ঞাসিল সবে হইলা

বিস্মিত ॥ শ্রীজীব শ্রীনবদ্বীপমধ্যে প্রবেশিল । দেখি নব-দ্বীপ-শোভা বিস্ময় হইল ॥ অষ্টক্রোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর । স্থানে স্থানে বাপী পুষ্পবাটী সরোবর ॥ সুরধুনী-তীর বন পুলিন দেখিয়া । কে আছে এমন যার না জুড়ায় হিয়া ॥ শ্রীজীব বিহ্বল হৈয়া করয়ে গমন । সেই পথে আইসে বৈষ্ণব কত জন ॥ শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে । শীঘ্র গেলা শ্রীপণ্ডিত শ্রীবাস-অবাসে ॥ নিত্যানন্দপ্রভু তথা প্রিয়-গণসঙ্গে । বসিয়া আছেন মহাপ্রেমানন্দরঙ্গে ॥ শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয় । শ্রীজীব আসিব মোর মনে হেন লয় ॥ প্রভু-আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে । শ্রীজীব আইলা প্রভু-ভবন-বাহিরে ॥ শুনি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা । শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা ॥ শ্রীজীব অধৈর্য্য হইলা প্রভুর দর্শনে । নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥ করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায় । লোটাইয়া পড়ে প্রভু-নিত্যানন্দপায় ॥ নিত্যানন্দপ্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল । ধরিল শ্রীজীব-মাথে চরণযুগল ॥ শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা । ভূমি হৈতে তুলি দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ প্রভু প্রেমাবেশে কহে তোমার নিমিত্তে । আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে ॥ ঐছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির কৈলা । শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা ॥ নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দহিয়ায় । শ্রীজীবে পশ্চিমদেশে করয়ে বিদায় ॥ বিদায়ের কালে মহাব্যাকুল হইলা । শ্রীজীব শ্রীনিত্যানন্দপদে

প্রণমিলা ॥ শ্রীজীব মস্তকে প্রভু অর্পিয়া চরণ। করিয়া কতেক স্নেহ কৈল আলিঙ্গন ॥ প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান ॥ শ্রীজীব করিলা যাত্রা প্রভু-আজ্ঞা পাঞা। সর্ব্বভক্তগণের শ্রীচরণ বন্দিঞা ॥ শ্রীবাস-পণ্ডিত আদি ভাগবতগণ। শ্রীজীবে যে স্নেহ কৈল না হয় বর্ণন ॥ নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে। শ্রীজীবগোস্বামী কাশী গেলা কত দিনে ॥ তাঁহা রহে শ্রীমধুসূদন-বাচস্পতি। সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥ তেঁহ শ্রীজীবেরে দেখি অতিস্নেহ কৈলা। কত দিন রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা ॥ শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি। যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি ॥ কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব্বঠাঁই। ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই ॥ কাশী হৈতে শ্রীজীব গেলেন বৃন্দাবন। তথা অনুগ্রহ কৈলা রূপ সনাতন ॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই। এ তিনের চরিত্র বর্ণিতে অন্ত নাই ॥ রঘুনাথদাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে। বৃন্দাবন গেলা যৈছে না পারি কহিতে ॥ সনাতন রূপ রঘুনাথ এই তিনে। রঘুনাথ চেষ্টাদিক বিদিত ভুবনে ॥

তথাহি লঘুতোষণ্যাং ॥

আদিঃ শ্রীল-সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্ব্বেদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে॥ ১০ ॥

যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম সতু শ্রীরাম-মাসে দিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতগগ্রজৌ পুনরমু বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
পুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্রসম্বর্দ্ধিতা ॥ ১১ ॥
যস্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো-
স্তুল্যস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥ ১২ ॥

সনাতন রূপ বিলসয়ে বৃন্দাবনে। দুহুঁ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ বিনা কেবা জানে॥ সনাতন রূপে মহা অনুগ্রহ কৈলা। গোপাল বালক-ছলে সাক্ষাৎ হইলা॥ দিলেন অপূর্ব্ব ক্ষীর কহিতে কি আর। সনাতন রূপের সুখের নাহি পার॥ হেন সনাতন রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে। বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে॥ শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা॥ শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥ আজ্ঞা পাঞা জীব লঘুতোষণী করিলা। যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা॥ চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ। পনরশত চারিশকে লঘু সুসম্মত॥

তথাহি তত্রৈব॥

গোপালবালকব্যাজাদ্দয়য়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুত-গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া॥ ১৩॥

তয়োরনুজস্যস্কষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥ ১৪ ॥
স্তবস্তোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫ ॥
বিদগ্ধ-ললিতাগ্রাখ্য-মাধবং নাটকদ্বয়ং।
ভাণিকা-দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥ ১৬ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সঙ্ক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতেচ সংগ্রহাঃ ॥ ১৭ ॥
তথাগ্রজকৃতেষ্বর্গ্যাঃ শ্রীল-ভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী ॥ ১৮ ॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনীচ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সঙ্ক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥ ১৯ ॥
অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কালেখি সহসা
তথা যদ্বাচ্ছেদিদ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।
অহো কিম্বা যদযন্মনসি মম বিস্ফোরিতমভূ-
দমীভিস্তন্মাত্রং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ ॥ ২০ ॥
শকে ষট্সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা ॥ ১৪৭৬ ॥
সঙ্ক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা ॥ ১৫০৪ ॥ ২১ ॥

এই ত কহিল গোস্বামির গ্রন্থগণ। পুনঃ বিবরিয়া কহি করহ শ্রবণ॥ শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস-অধিকারী। তিঁহ নিজ-গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি॥ সনাতনগোস্বামির গ্রন্থ-চতুষ্টয়। টীকাসহ ভাগবতামৃত-খণ্ডদ্বয় ॥ ১ ॥ হরিভক্তি-

বিলাসটীকা দিক্‌প্রদর্শিনী। ২। বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম-টিপ্পনী॥ ৩॥ লীলাস্তব দশমচরিত যারে কয়। সনাতন-গোস্বামির এই চতুষ্টয়॥ ৪॥

তথাহি॥

তয়োর্জ্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ।
সিদ্ধান্তগ্রন্থসন্দোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে॥
প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা-দিক্‌প্রদর্শিনী॥
লীলাস্তব-টিপ্পনীচ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী॥

শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল। লীলা সহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল॥ কাব্য হংসদূত আর উদ্ধবসন্দেশ। কৃষ্ণজন্মতিথি বিধি বিধান অশেষ॥ ৩॥

গণোদ্দেশদীপিকা বৃহৎ-লঘুদ্বয়। স্তবমালা বিদগ্ধমাধব রসময়॥ ৭॥

ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি। দানলীলাকৌমুদী আনন্দ-মহোদধি॥ দানকেলিকৌমুদী বিদিত এই নাম। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুপম॥ ৯॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ রসপূর। প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা-গ্রন্থ সুমধুর॥ ১২॥

মথুরামহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত। নাটকচন্দ্রিকা লঘু-ভাগবতামৃত॥ ১৬॥

বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল। কৃষ্ণদাসকবিরাজে

বিস্তারিতে দিল ॥ অষ্টকাললীলা তা'তে অতিরসায়ন। ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ॥ সঙ্ক্ষেপে করিল আর বিরুদ্ লক্ষণ। গ্রন্থের গণনামধ্যে না কৈল গণন ॥ গোবিন্দ-বিরুদাবলী লক্ষণ তাহার। দোঁহে এক এ হেতু লক্ষণে এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

তয়োরনুজস্তস্তেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ ॥
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা ॥
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদীচ তথা ভক্তিরসামৃতং ॥
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ॥
সঙ্ক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতেচ সংগ্রহাঃ ॥
গোপালবালকব্যাজাদ্দয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
নন্দাত্মজঃ স গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥

এই ত মধ্যমগোস্বামির গ্রন্থগণ। তার মধ্যে কহি স্তব-মালাবিবরণ ॥ পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল। শ্রীজীব-সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যং ॥

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।

স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥

রঘুনাথদাস-গোস্বামির গ্রন্থত্রয়। স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয় ॥ ১ ॥ শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর। যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥ ৩ ॥

তথাহি ॥
রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রস্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালা-দানমুক্তাচরিতং কৃতিষূদিতং ॥

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। হরিনামামৃতব্যাকরণ দিব্য রীত ॥ ১ ॥ সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার। ৩। কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকাগ্রন্থ অতিচমৎকার ॥ ৪ ॥ গোপালবিরুদাবলী রসামৃতশেষ।৬। শ্রীমাধবমহোৎসব সর্ব্বাংশে বিশেষ॥৭॥ শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার। ৮। ভাবার্থসূচকচম্পূ অতিচমৎকার ॥ ৯ ॥ গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার। ১১। রসামৃতটীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর ॥ ১৩ ॥ যোগসার-স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি। ১৪। অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্য তথি ॥ ১৫ ॥ পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। ১৬। শ্রীরাধিকাকর-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন ॥ ১৭ ॥ গোপালচম্পূ পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে। ১৮। বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥ সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি। তত্ত্ব ভগবৎ পরমাত্ম কৃষ্ণভক্তিপ্রীতি ॥ ৬ ॥ এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয়। ৭। প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয় ॥ ২৫ ॥

তথাহি ॥

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্থ কৃতিষূদ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা ॥
তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী ॥
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্থ যোগসার-স্তবস্যচ ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপিচ ॥
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যাচ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এবচ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞৌ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং।
হস্তামলকবদেবন্তু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতং। ইত্যাদয়ঃ ॥

এই ত কহিল চারি গোস্বামির বর্ণন। ঐছে বহু বর্ণিলা অন্য ভক্তগণ ॥ এ সব গ্রন্থের মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে। [illegible] অনুগ্রহ হৈল যারে ॥ বেদ পুরাণেতে গায়

ভক্তির বড়াই। ভক্তিবলে ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই॥ ভক্তির মহিমা বেদ পুরাণে বাখানে। ভক্তির মহিমা সে জানয়ে ভক্তজনে॥ অহে বন্ধুগণ মুঞি এই ভিক্ষা চাঙ। সদা ভক্তি ভক্তের মহিমা যেন গাঙ॥ ভক্ত-ভক্তিদ্বেষী মহা-পাষণ্ডির গণ। এ সবার স্পর্শ যেন না হয় কখন॥ জয় বাঞ্ছা-কল্পতরু গৌরভক্তগণ!। কৃপা কর শ্রীনিবাসপদে রহুঁ মন॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুর গুণমণি। যাঁর ভক্তিদানে ধন্য মানয়ে ধরণী॥ গৌড় নীলাচল বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস। আপনার মনোবৃত্তি করিলা প্রকাশ॥ যদি মোর ভাগ্য থাকে হইবে বিস্তার। এবে সূত্ররূপে কহি জন্মাদিক তাঁর॥ শ্রীচাখন্দি-নামে গ্রাম সুরধুনীতীরে। তথাই জন্মিলা বিপ্র-চৈতন্যের ঘরে॥ শ্রীচূড়াকরণ আদি তথাই হইল। অল্পে ব্যাকরণ আদি অধ্যয়ন কৈল॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগুণ শুনি প্রেমাবেশে। শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্রে চলয়ে উল্লাসে॥ নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রগণসনে। করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে॥ কত দূরে শুনি শ্রীচৈতন্য-সঙ্গোপন। ঐছে হইল দেহে যেন না রহে জীবন॥ শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ভক্ত-প্রাণনাথ। অতিশীঘ্র স্বপ্ন-ছলে হইলা সাক্ষাৎ॥ করিল প্রবোধ সে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা। দেখে প্রভু প্রিয়গণে নীলাচলে যাঞা॥ তথা প্রভুপার্ষদ পরমকৃপা কৈলা। তাঁ' সবার আজ্ঞামতে গৌড়-দেশে আইলা॥ সতত ব্যাকুল হিয়া নারে প্রবোধিতে। পুনঃ নীলাচল চলে শ্রীখণ্ড হইতে॥ জাজপুর আগে গিয়া

করিল শ্রবণ। গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী সঙ্গোপন॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়। করয়ে ক্রন্দন শুনি পাষাণ মিলায়॥ স্বপ্ন-ছলে পণ্ডিত-গোসাঞি প্রবোধিলা। তথা হইতে পুনঃ গৌড়দেশেতে চলিলা॥ ক্ষিপ্তপ্রায় যেখানে সেখানে বসি রয়। মনের উদ্বেগ কারে কিছুই না কয়॥ একদিন গৌড়পথে করিতে গমন। শুনিলেন নিত্যানন্দাদ্বৈত-সঙ্গোপন॥ হইলেন যৈছে তাহা কে পারে কহিতে। ত্যজিব জীবন এই দঢ়াইল চিতে॥ স্বপ্ন-ছলে দুই প্রভু দিয়া দরশন। প্রবোধিল স্নেহে কহি মধুর বচন॥ প্রভাতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করিলা। নবদ্বীপ আদি যত সর্ব্বত্র ভ্রমিলা॥ শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবন গেলা। শ্রীগোপালভট্ট-পদে আত্মসমর্পিলা॥ নরোত্তমসঙ্গে তথা হইল মিলন। গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈল অধ্যয়ন॥ সে সকল গ্রন্থরত্ন প্রদান করিতে। আইলেন গৌড়ে সব গোস্বামী-আজ্ঞাতে॥ বনবিষ্ণুপুরে রাজা গ্রন্থ চুরি কৈল। গ্রন্থ দিয়া পাদপদ্মে আত্মসমর্পিল॥ শ্রীসরকার-ঠাকুর বিবাহ করাইলা। কিছু দিন পরে পুনঃ বৃন্দাবনে গেলা॥ পুনঃ বৃন্দাবন হৈতে আইলা গৌড়দেশ। নরোত্তম সহ সুখ বাঢ়িল অশেষ॥ প্রভু-বীরচন্দ্র মহা অনুগ্রহ কৈলা। দিবা নিশি সঙ্কীর্ত্তনরসে মগ্ন হৈলা॥ ভক্তি-গ্রন্থরত্ন দান করিলা সর্ব্বত্র। পাষণ্ড পামর যত হইলা পবিত্র॥ করিলা যতেক শিষ্য সে সব সহিতে। হইলা উল্লাসে ভক্তিরস আস্বাদিতে॥ গৌড়দেশে অশেষ আনন্দ

প্রকাশিলা। পুনঃ কত দিন পরে বৃন্দাবনে গেলা॥ গৌড় বৃন্দাবনভূমি গমনাগমন। এ সব শ্রবণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ॥ কহিলাম সূত্র কিছু হইবে বিস্তার। কৃপা করি শ্রোতাগণ! কর অঙ্গীকার॥ মুঞি অতি অজ্ঞ কাব্যকৌশল না জানি। যেন তেন মতে ভক্তচরিত্র বাখানি॥ কুতর্কি তস্করগণে পরিহরি দূরে। নিরন্তর ডুব এই ভক্তিরত্নাকরে॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে মঙ্গলাচরণে নানাপ্রসঙ্গানুকথনে শ্রীনিবাসাচার্য্য-জন্মাদিসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

## দ্বিতীয় তরঙ্গ।

—•:*:•——

জয় জয় গৌর-কৃষ্ণ ভুবনমোহন। নদীয়ার নাথ ভক্ত-জনের জীবন॥ জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বর॥ জয় জয় গদাধর-পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় শ্রীস্বরূপ বক্রেশ্বর হরিদাস॥ জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম বৃহস্পতি। জয় রায় রামানন্দ রসের মূরতি॥ জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-মহাশয়। জয় শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত সঞ্জয়॥ জয় বিদ্যাবাচস্পতি জগতে প্রচার। জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ উদার॥ জয় গদাধরদাস দাস নরহরি। জয় শ্রীমুকুন্দ প্রেম-ভক্তি-অধিকারী॥ জয় বাসুঘোষ গৌরীদাস ধনঞ্জয়। জয় বন-মালী শ্রীগরুড়-মহাশয়॥ জয় জয় বল্লভ-আচার্য্য সনাতন। জয় হরিদাস-দ্বিজ আচার্য্যনন্দন॥ জয় জয় রূপ সনাতন দয়াময়। জয় শ্রীগোপালভট্ট প্রেমের আলয়॥ জয় রঘুনাথভট্ট রঘুনাথ-দাস। জয় শ্রীমজ্জীব যাঁর অদ্ভুতবিলাস॥ জয় শ্রীভূ-গর্ত্ত লোকনাথ ষষ্ঠীধর। জয় শ্রীবুদ্ধিমিশ্র শ্রীচন্দ্রশেখর॥ জয় কাশীমিশ্র গোপীকান্ত ভগবান্। জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ কমলনয়ন॥ জয় জগন্নাথসেন শ্রীমধুসূদন। জয় সেন-

চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন ॥ জয় শ্রীসারঙ্গ অভিরামগুণমণি। জয় শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন-প্রেমখনি ॥ জয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-মহাশয়। জয় শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস প্রেমময় ॥ জয় শ্রীঠাকুর-মহাশয় নরোত্তম। জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্ত্তি মনোরম ॥ জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ। সবে প্রেমভক্তি-দাতা পতিত-পাবন ॥ অনন্ত চৈতন্যভক্ত-চরিত্র অপার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সর্ব্বস্ব সবার ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যা' কহিব শুন হইয়া সদয় ॥ ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী শ্রীচাখন্দি-গ্রাম। তথা বৈসে বিপ্র-শ্রীচৈতন্যদাস নাম ॥ পূর্ব্বে গঙ্গা-ধর-ভট্টাচার্য্যাখ্য ইহার। এ নাম হইল যৈছে শুন সে প্রকার ॥ নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণের সাগর। গণসহ নদীয়া বিহরে নিরন্তর ॥ প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃকথা। কণ্টকনগরে আইলা শ্রীভারতী যথা ॥ সন্ন্যাসগ্রহণ করি-বেন গৌররায়। হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি শুনি লোকে ধায় ॥ কি বালক যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষগণ। হইল মোহিত করি গৌরাঙ্গদর্শন ॥ শ্রীচারু চাঁচরকেশ-পানে সবে চাঞা। চিত্রের পুতলিপ্রায় রহে দাণ্ডাইঞা ॥ স্ত্রী পুরুষগণের মনেতে হয় ভীত। তাহা একমুখে বা কহিবে কেবা কত ॥ অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র কহে সবা প্রতি। আশীর্ব্বাদ কর কৃষ্ণে হউক ভকতি ॥ ঐছে কহি রহে প্রভু ভারতীর ঠাঁই। ভারতীরে কহে বিলম্বের কার্য্য নাই ॥ ভারতী ব্যাকুল কিছু না পারে কহিতে। নাপিত আইল তথা প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ আজ্ঞা না

লঙ্ঘিয়া প্রণমিয়া পদতলে। শ্রীমস্তকে হস্ত দিয়া ভাসে নেত্র-জলে॥ শ্রীশিখা মুণ্ডন করি প্রভুর ইচ্ছায়। কি কৈনু কি কৈনু বলি ভূমিতে লোটায়॥ শ্রীমস্তকে দেখি শ্রীশিখার অদর্শন। চতুর্দ্দিকে লোক সব করয়ে ক্রন্দন॥ ক্ষিতি সিক্ত অসঙ্খ্য লোকের নেত্রজলে। কেহ কিছু না শুনে ক্রন্দন-কোলাহলে॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। শিরে করাঘাত করি নিন্দে বিধাতারে॥ গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য্য ছিলেন তথায়। প্রভুর সন্ন্যাস দেখি কান্দে উভরায়॥ সিক্ত হইলা বিপ্র দুই নয়নের জলে। মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলা ভূমিতলে॥ প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন। কতক্ষণ পরে কিছু পাইল চেতন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভুর হইল। শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্র-কর্ণে প্রবেশিল॥ শ্রীচৈতন্য নাম বিপ্র লয় বার বার। নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ কণ্টকনগরে স্থির হইতে না পারে। চলিলেন ক্ষিপ্তপ্রায় গঙ্গা-তীরে তীরে॥ চৈতন্য চৈতন্য বলি ডাকয়ে সদায়। স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া কিছু নাহি ভায়॥ এইরূপে চাখন্দিগ্রামেতে প্রবেশিলা। গঙ্গাধরে দেখি সবে বিস্ময় হইলা॥ কিছু দূরে থাকি অতিসাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য্যে করে নিরীক্ষণ॥ কেহ কারু প্রতি কহে এবা কি আশ্চর্য্য। হইলেন ক্ষিপ্ত গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য্য॥

কেহ কহে ইহঁ ক্ষিপ্ত হইলা যে নিমিত্তে। তাহা কিছু জানি আমি শুন একচিত্তে॥ ঈশ্বরাংশ নিমাই-পণ্ডিত নদীয়ার। পরমসুন্দর সূর্য্যসম তেজঃ যাঁর॥ তাঁহার প্রভাব

অতি-বিদিত সংসারে। গৃহ ছাড়ি আইলা তিঁহ কণ্টক-নগরে॥ পরম অপূর্ব্ব বেশ কন্দর্পমোহন। তাহা ত্যাগ করি কৈল সন্ন্যাসগ্রহণ॥ শ্রীকেশবভারতী সন্ন্যাস করাইলা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম পণ্ডিতের থুইলা॥ দেখিয়া সন্ন্যাস কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল হইয়া লোক কান্দে॥ রহিয়া গগন-পথে কান্দে দেবগণ। বিনা মেঘে বৃষ্টি লোক তর্কিল তখন॥ গঙ্গাধর অধৈর্য্য সে কেশ অদর্শনে। হা চৈতন্য বলি ক্ষিপ্ত হৈলা সেই ক্ষণে॥ সর্ব্বক্রিয়া-রহিত সদাই ঝরে আঁখি। কিরূপে হইবে ভাল উপায় না দেখি॥ কেহ কহে ইহঁ চৈতন্যের দাস হয়। চৈতন্য করিবে ভাল এই মনে লয়॥ ঐছে কত কহি গঙ্গাধর-বিপ্রবরে। শ্রীচৈতন্য-দাস বলি ডাকে বারে বারে॥ শ্রীচৈতন্যদাস নাম শুনি আপনার। করয়ে উত্তর চিত্তে হর্ষ অনিবার॥ গঙ্গাধর পূর্ব্ব নাম কেহ নাহি কয়। শ্রীচৈতন্যদাস বলি সকলে ডাকয়॥ এইরূপে হৈল নাম শ্রীচৈতন্যদাস। কত দিনে স্থির হৈয়া কৈল গ্রামে বাস॥ চাখন্দিগ্রামের অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণ। তাঁর মুখে এ সকল করিল শ্রবণ॥ (চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভক্তিক্রিয়া। তৈছে তাঁর পত্নী পতিব্রতা লক্ষ্মী-প্রিয়া॥ অপুত্রক কিন্তু নাই কোনই বাসনা। প্রভুর ইচ্ছাতে হৈল পুত্রের কামনা॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র কহে পত্নী স্থানে। অকস্মাৎ পুত্রের কামনা হৈল কেনে॥ হয়েছে উদ্বিগ্ন চিত্ত পুত্রের লাগিয়া। কিরূপে হইব স্থির কহ বিচা-

রিয়া ॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে শীঘ্র চল নীলাচল। প্রভুর দর্শনে পূর্ণ হইবে সকল ॥ ইহা শুনি চৈতন্যদাসের হর্ষ হিয়া। চলিলেন শীঘ্র দোঁহে যাজিগ্রাম দিয়া ॥ যাজিগ্রামে বলরাম-বিপ্রের বসতি। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা অতিশুদ্ধ রীতি ॥ দুই চারি দিবস রহিলা সেই খানে। তথা হৈতে যাত্রা কৈলা অতিশুভক্ষণে ॥ কন্যা জামতারে বিপ্র করিলা বিদায়। কহিলা কাতরে প্রণমিতে প্রভুপায় ॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র আনন্দে বিহ্বল। বিদায়-সময়ে দেখে পরম-মঙ্গল ॥ নীলাচল যাইতে বহু লোক-গতাগতি। চলিলেন দোঁহে হৈল অপূর্ব্ব সঙ্গতি ॥ একদিন রাত্রে স্ত্রী পুরুষ দুই জন। করয়ে অনেক খেদ করিয়া ক্রন্দন ॥ এ হেন মনুষ্য জন্ম হেলে হারাইনু। প্রভুপাদপদ্ম কভু স্মরণ না কৈনু ॥ হেন ভাগ্য হ'বে কি দেখিব নেত্রভরি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথের মাধুরী ॥ ঐছে বহু কহি বিপ্র করিলা শয়ন। নিদ্রাচ্ছলে দেখে সুখে অপূর্ব্ব স্বপন ॥ কিশোর বয়স্ শ্যামসুন্দর স্বরূপ। ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা কোটি কন্দর্পের ভূপ ॥ শিরে শিখিপাখা পরিধেয় পীতাম্বর। শ্রীমুখের শোভা জিনি কোটি সুধাকর ॥ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। বাজায় মুরলী যা'তে জগৎ মোহিত ॥ ঐছে দেখি পুনঃ তাঁরে দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধবর্ণ ॥ রক্তপ্রান্ত মেঘবর্ণ বস্ত্র পরিধান। আর সব পূর্ব্বমত রসের নিধান ॥ পুনঃ গৌরবিগ্রহ নিরীখে অন্য বেশ। দণ্ড কমণ্ডলুধারী শিরে শূন্যকেশ ॥ পুনঃ তাঁরে

দেখে শ্যামমূর্ত্তি মনোহর। পদ্মপত্রপ্রায় নেত্র পরমসুন্দর॥ বলভদ্র সুভদ্রা সহিত বিলসয়। ব্রহ্মাদি করয়ে স্তব আনন্দ-হৃদয়॥ ঐছে বহু রহস্য দেখয়ে বিপ্রবর। অকস্মাৎ নিদ্রা-ভঙ্গে ব্যাকুল অন্তর॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধ করিলা নানা-মতে। মনের আনন্দে বিপ্র চলিলা প্রভাতে॥ কত দিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া। প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হিয়া॥ অন্তর্যামী প্রভু সেই সিংহদ্বার-পথে। আইসেন নিজ-প্রিয়পারিকর সাঁথে॥ কি অপূর্ব্ব গমন গজেন্দ্রগতি জিনি। চরণ-চালনে ধন্য মানয়ে ধরণী॥ কনক-পর্ব্বত জিনি গৌরকলেবর। জিনিয়া সে তেজঃ প্রভাতের প্রভাকর॥ শ্রীমুখমণ্ডলে কত চান্দের উদয়। মধুর হাসিতে সদা সুধা-বৃষ্টি হয়॥ দশনচ্ছটায় কন্দর্পের দর্প হরে। নাসিকাসৌন্দর্য্য দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥ আকর্ণপর্য্যন্ত দুই নয়নকমল। ললাটে চন্দনটীকা করে ঝলমল॥ ভুবনমোহন কণ্ঠে তুল-সীর দাম। হেরি পরিসর বক্ষঃ মূরছয়ে কাম॥ পরিধেয় অরুণ-বসন মনোহর। আজানুলম্বিত ভুজ জিনি করিকর॥ অপূর্ব্ব উদরশোভা করয়ে ত্রিবলী। নাভিপদ্মে বিলসে ভ্রমর লোমাবলী॥ সিংহের গরব হরে ক্ষীণ মাজাখানী। মধুর নিতম্ব উরু রামরম্ভা জিনি॥ লখিমীলালিত চারু চরণযুগল। নখের কিরণে করে ধরণী উজ্জ্বল। (হেন গৌর-চন্দ্রে বিপ্র-পত্নীর সহিতে। অনিমিষ-নেত্রে হেরে রহি এক ভিতে॥ যে অঙ্গে পড়য়ে দিঠি সেই অঙ্গে রহে। অবিরত

নয়নে আনন্দধারা বহে॥ সে কেশবিহীন শ্রীমস্তক নিরখিতে। যে দশা হইল তাহা কে পাবে কহিতে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু চাহি নেত্রকোণে। কৃপাসুধা বৃষ্টি কৈলা বিপ্রভাগ্যবানে॥ মধুর বচনে বিপ্র কহে প্রবোধিয়া। জগন্নাথ তোমা আনাইলা হৃষ্ট হৈয়া॥ চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন। করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন॥ শ্রীমুখচন্দ্রের বাক্য শুনি বিপ্রবর। ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর॥ তনু মনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমর্পিল। অন্তর্যামী প্রভু বিপ্রে আত্মসাৎ কৈল॥ প্রভু কহে গোবিন্দে এ নিরীহ ব্রাহ্মণ। নির্ব্বিঘ্নে করাহ জগন্নাথ-দরশন॥ এত কহি গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠীসনে। চলিলেন নীলাচলচন্দ্র-দরশনে॥ শ্রীচৈতন্যদাস প্রভুগণে নমস্করি। করিলেন দৈন্য যত কহিতে না পারি॥ চৈতন্যদাসের চেষ্টা দেখি সর্ব্বজন। কৈল উচিত হৈল সর্ব্বত্র মিলন॥ প্রভুর আদেশে প্রভুপরিকর সনে। চলিলেন বিপ্র জগন্নাথ-দরশনে॥ সচল অচল ব্রহ্ম দোঁহে এক ঠাঁই। দেখি বিপ্র মনে যে আনন্দ অন্ত নাই॥ করিল অনেক স্তুতি সঙ্গোপন করি। হাসিয়া বিপ্রের পানে চাহে গৌরহরি॥ জগন্নাথ-চরণে বিপ্রেরে সমর্পিল। ভঙ্গী করি গৌড়দেশ যাইতে আজ্ঞা দিল॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু ভক্তগোষ্ঠীসনে। আইলেন প্রিয় কাশীমিশ্রের ভবনে॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র প্রভু আজ্ঞা পাঞা। গেলেন আপন বাসা মহাহৃষ্ট হৈঞা॥ নিজ নিজ বাসায় চলিলা ভক্তগণ। পরস্পর কহে সবে

বিপ্রের কথন॥ আর দিন সবে গোবিন্দেরে জানাইল। না বুঝিনু এই বিপ্র কি কামনা কৈল॥ গোবিন্দ কহয়ে ইথে আছয়ে রহস্য। প্রভু-ইচ্ছামতে ব্যক্ত হইবে অবশ্য॥ হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া। কহয়ে গভীর নাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥ পুত্রের কামনা করি আইল ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাসনামে তার হইব নন্দন॥ শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাসদ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥ মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস। তারে দেখি সর্ব্বচিত্তে বাড়িব উল্লাস॥ শীঘ্র গৌড়দেশে বিপ্র করাহ গমন। ঐছে বহু কহি কৈল ভাবসম্বরণ॥ এথা স্বপ্ন-ছলে হৈল জগন্নাথাদেশ। না কর বিলম্ব বিপ্র যাহ গৌড়দেশ॥ জন্মিব তোমার এক পুত্র প্রেমময়। অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্রে হইব বিজয়॥ ঐছে স্বপ্ন দেখি বিপ্র ভাবে মনে মনে। এ সুখ ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ। মো হেন পামরে করিলেন আত্মসাৎ॥ কহিতে প্রভুর চারু চরিত্র মঙ্গল। পত্নীর সহিত বিপ্র কান্দিয়া বিহ্বল॥ হেনকালে গোবিন্দ আইলা সেই খানে। যত্ন করি বিপ্রে লৈয়া গেলা প্রভু-স্থানে॥ প্রভুপ্রিয় বিপ্রে নিজ-ভৃত্য সঙ্গে দিয়া। আনি-লেন নীলাচলচন্দ্রে দেখাইয়া॥ হাসি কহে জগন্নাথ প্রসন্ন তোমারে। তুঞা মনোরথ সিদ্ধি হইব অচিরে॥ শীঘ্র গৌড়-দেশ তুমি করহ গমন। নিরন্তর করিবে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন॥ এত কহি বিপ্রে প্রভু করিলা বিদায়। চলে বিপ্র কাতরে

প্রণমি প্রভুপায় ॥ বিদায়ের কালে প্রভু ভৃত্যের যে রীতি। তাহা বর্ণিবারে নাহি আমার শকতি ॥ প্রভু-পরিকরের চরণে প্রণমিল। করিয়া বিনয় দৈন্য বিদায় হইল ॥ শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্রে বিদায়-সময়। হইল ব্যাকুল ভক্তগণের হৃদয় ॥ যাত্রা কৈল বিপ্র পত্নী-সহিত সত্বরে। পতিতপাবনে প্রণমিয়া সিংহদ্বারে ॥ কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র পথে চলি যায়। যে তারে দেখয়ে তার নয়ন জুড়ায় ॥ গৌড়দেশে আইলা বিপ্র প্রভুর আদেশে। এ সকল কথা ব্যক্ত হৈল সর্ব্বদেশে ॥ মনের উল্লাসে যাজিগ্রামে উত্তরিল। বলরামশর্ম্মা প্রতি সকল কহিল ॥ দুই চারি দিবস থাকিয়া সেই খানে। বলরাম সহ আইলা নিজ-বাসস্থানে ॥ গ্রামবাসী সুহৃদ্গণ গমন শুনিয়া। শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্রে মিলিলা আসিয়া ॥ পাঁচ সাত দিবস রহিয়া বলরাম। মনের আনন্দে আইলেন যাজি-গ্রাম ॥ শ্রীচাখন্দিগ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র রহে যেই ঠাঁই ॥ শ্রীচৈতন্যদাসের কি প্রেম অনর্গল। কৃষ্ণকথারসে সদা হয়েন বিহ্বল ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদে সম-র্পিয়া মনঃ। নিভৃতে করয়ে নিত্য নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ শ্রীচৈতন্য-দাসের অপূর্ব্ব ভক্তিরীত। গ্রামবাসী কেহ কেহ দেখি পায় প্রীত ॥ কেহ কেহ কহে এ সকল অনর্থক। এই হেতু ধনহীন হৈলা অপুত্রক ॥ শুনিয়া এ সব বাক্য ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে। কারে কিছু না কহে হাসয়ে মনে মনে ॥ খণ্ডাইতে এই সব লোকের দুর্ম্মতি। কত দিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া হৈল

গর্ব্ভবতী॥ যে হইতে হৈল শুভ গর্ব্ভের আধান। সেই হৈতে তুষ্ট লোকে করয়ে সম্মান॥ স্ত্রীগণের সাধ লক্ষ্মী-প্রিয়ারে দেখিতে। দেখিলে বাড়য়ে প্রীত না পারে যাইতে॥ কোথা হৈতে নানা দ্রব্য উপনীত হয়। গর্ব্ভের সঞ্চারে সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষয়॥ প্রসব-সময় আসি হৈল উপনীত। বন্ধুগণ সহিত বিপ্রের হর্ষচিত॥ বৈশাখ-পূর্ণিমা দিবা রোহিণী-নক্ষত্র। শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিল পুত্র॥ শ্রীনিবাস জন্মকালে যে মঙ্গল হৈল। গ্রন্থের বাহুল্যে তাহা বর্ণিতে নারিল॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র পুত্র-জন্মকালে। দেখিলেন বিবিধ রহস্য স্বপ্নচ্ছলে॥ অপূর্ব্ব পুত্রের শোভা সর্ব্বসল্লক্ষণ। কনকচম্পক পারা অঙ্গের কিরণ॥ মহানন্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুই জনে। সমর্পিল পুত্রে গৌরচন্দ্রের চরণে॥ পুত্র-জন্ম শুনিয়া যতেক আপ্তগণ। সবে আইলা শ্রীচৈতন্যদাসের ভবন॥ পুত্রে আশীর্ব্বাদ করি মনের উল্লাসে। কহিল অনেক অতি-সুমধুর ভাষে॥ স্ত্রীগণ বালকে দেখি জুড়ায় নয়ন। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া সবে করয়ে কল্যাণ॥ শ্রীচৈতন্য-দাসের সৌভাগ্য-শ্লাঘা করে। কেহ ছাড়ি যাইতে নারয়ে নিজ-ঘরে॥ দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চন্দ্রের সমান। নেত্র-ভরি দেখয়ে যতেক ভাগ্যবান্॥ কত দিন পরে বিপ্র পরম উল্লাসে। পুত্র-মুখে অন্ন দিল অপূর্ব্ব দিবসে॥ প্রথমে করিল যৈছে শ্রীনামকরণ। বিস্তারের ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন॥ সবে কহে শ্রীনিবাস নাম সে ইহার। ইহা না

জানিয়ে পূর্ব্বে এ নাম প্রচার॥ ঐছে কত কহে সবে হইয়া উল্লাস। সর্ব্বচিত্তাকর্ষণ করয়ে শ্রীনিবাস॥ কত দিনে হামাগুঁড়ি খেড়ায় অঙ্গণে। সে কৌতুক দেখি উল্লাসিত সর্ব্বজনে॥ ধরিয়া মায়ের করাঙ্গুলি চলে পায়। চলিতে স্খলিত হৈয়া চারিপানে চায়॥ জননী-অঙ্গুলি ছাড়ি পড়ে মহীতলে। হাসিয়া জননী শীঘ্র তুলি লয় কোলে॥ অন্য বিপ্রপত্নী কহি সস্নেহ বচন। কোলে লৈয়া করে চারু বদন-চুম্বন॥ ঐছে পরস্পর শ্রীনিবাসে কোলে করি। যে আনন্দ মনে তাহা কহিতে না পারি॥ একদিন লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের উল্লাসে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥ অরে বাপ বল দেখি গৌরবিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াপতি শচীর কুমার॥ গদাধর প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ হলধর॥ বল দেখি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দয়াময়। বল দেখি রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দতনয়॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন-মোহন। ঐছে কহে প্রভুপরিকর-নামগণ॥ শুনি শ্রীনি-বাস অতি উল্লাস অন্তরে। কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে॥ শুনি সে অমৃতবাক্য জুড়ায় শ্রবণ। পরম আনন্দে করে পুত্রের পালন॥ পঞ্চ-বৎসরের হইলেন শ্রীনিবাস। পড়িতে চাহেন শুনি সবার উল্লাস॥ বিদ্যারম্ভ করাইলা কত দিন পরে। পড়া নামমাত্র অনায়াসে সব স্ফুরে॥ কত দিন পরে চূড়াকরণ হইল। শ্রীযজ্ঞোপবীত স্কন্ধে অদ্ভুত শোভিল॥ অল্পদিনে ব্যাকরণ কোষ অলঙ্কার। তর্কাদি পড়িল লোকে

হৈল চমৎকার॥ ধনঞ্জয়-বিদ্যাবাচস্পাতি ভাগ্যবান্। নিজ-সাধ্যমতে করিলেন বিদ্যাদান॥ চাখন্দিতে বৈসে বিদ্যা-বন্ত বহু জন। শ্রীনিবাসে দেখি সবে সঙ্কোচিত হন॥ বিষ্ণু-পরায়ণ যে প্রাচীন বিপ্রবর্য্য। তা'রা সব পরস্পর কহে কি আশ্চর্য্য॥ অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে হৈল জ্ঞান। সদা সুনির্ম্মল ভক্তি-পথে সাবধান॥ বহু দিন হৈতে বাস হইল এথাই। এমন বালক মোরা কভু দেখি নাই॥ কিবা কাঁচা সোণার বরণ তনুখানী। কিবা সে মুখের শোভা কি মধুর বাণী॥ হাসিতে খসয়ে সুধা দশন সুন্দর। কিবা দুটী দীঘল-নয়ন মনোহর॥ কিবা নাসা শ্রুতি গণ্ড ভুরু ভালদেশ। কিবা মাথে চিকন চাঁচর চারু কেশ॥ কিবা বাহু-বলনী ললিত বক্ষঃ পীন। নিরুপম উদর-মাধুর্য্য কোটি-ক্ষীণ॥ কিবা জানু-জঙ্ঘা সুকোমল পদদ্বয়। দেব-অংশ বিনা কি মনুষ্যে ঐছে হয়॥ শ্রীচৈতন্যদাস যৈছে অপুত্রক ছিল। তৈছে প্রভু আনন্দের মূর্ত্তি পুত্র দিল॥ কেহ কহে ইহার বালাই লৈয়া মরি। না দেখি কি করে হিয়া পাস-রিতে নারি॥ কেহ কহে সংসারে পাইয়ে মহাদুঃখ। ইহারে দেখিলে মনে উপজয়ে সুখ॥ কেহ কহে মোর পুত্র কন্যা বহু হয়। তাহা হৈতে শ্রীনিবাসে স্নেহ অতিশয়॥ শ্রীচৈতন্য-দাসেরে কহিব কোন ছলে। ইহার বিবাহ যেন দেন অল্প-কালে॥ ঐছে পরস্পর কহি করে আশীর্ব্বাদ। নেত্রে ভরি রাখে সদা মনে এই সাধ॥ চাখন্দিতে জন্ম শ্রীনিবাসের

যে রীত। এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত॥ চাখন্দি-নিকট যে যে ভক্তের আলয়। তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয়॥ শ্রীগোবিন্দঘোষ আদি অধৈর্য্য অন্তরে। শ্রীগৌর-চন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করে॥ কহিতে কি জানি সবে যে আনন্দ পায়। সবাকার ইচ্ছা ভরি রাখয়ে হিয়ায়॥ তিলে তিলে কি অদ্ভুত স্নেহের প্রকাশ। সবে কহে গৌরপ্রেম-মূর্ত্তি শ্রীনিবাস॥ শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ সর্ব্বত্র সবে কয়। শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার সাধ হয়॥ শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন অনুক্ষণ॥ শ্রীনিবাস তা' সবার দর্শননিমিত্তে। সদা উৎকণ্ঠিত একা নারয়ে যাইতে॥ অকস্মাৎ যাজিগ্রাম হৈতে কেহ আইলা। শ্রীনিবাস তার সহ যাজিগ্রাম গেলা॥ ঠাকুর-শ্রীনরহরি গোষ্ঠীর সহিতে। গঙ্গা-স্নানে আইসেন যাজিগ্রাম-পথে॥ তথা শ্রীনিবাসে দেখি যে আনন্দ মনে। তাহা একমুখে বা বর্ণিবে কোন্ জনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীসরকার-ঠাকুরে দেখিয়া। হইলা অধৈর্য্য সুখে উথলয়ে হিয়া॥ অতি-দীনপ্রায় হৈয়া প্রণাম করিতে। ঠাকুর করিয়া কোলে বিহ্বল স্নেহেতে॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন। তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্র মন॥ বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে। এত কহি হস্তপদ্ম বুলায় অঙ্গেতে॥ শ্রীনিবাস করযোড় করি নিবেদয়। এই ক'রো যেন মনোরথ পূর্ণ হয়॥ মুঞি অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জানি। সর্ব্বপ্রকারেতে রক্ষা করিবা আপনি॥

ঐছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর। ঠাকুর প্রবোধি আজ্ঞা কৈল যাহ ঘর ॥ শ্রীসরকার-ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা। ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাই সীমা ॥

যথা—শ্রীগৌরগণোদ্দেশে ॥

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

যথা—শ্রীমদ্রূপকৃতপদ্যং ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়ো-
রাসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা।
সেয়ং শ্রীসরকারঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিতঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে ॥

যথা—শ্রীকর্ণপূরকৃতপদ্যং ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপামাধ্বীকসম্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরা কবলিতং বাচঃ প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি-শ্রীখণ্ডচর্চ্চার্চ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদং ॥

ঐছে বহু চরিত্র বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ। শ্রীনিবাসে যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন ॥ শ্রীসরকার-ঠাকুরের আজ্ঞামৃত পানে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে জানে ॥ চাখন্দিগ্রামেতে শীঘ্র গেলা শ্রীনিবাস। নিরন্তর শুনে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ একদিন গৌরাঙ্গের সুচারু চরিত। জিজ্ঞাসে পিতার স্থানে

হৈয়া উল্লাসিত ॥ বিপ্র কহে ব্রহ্মাদি না পায় অন্ত যাঁর। তাঁর লীলা কহিব কি মুঞি জীব ছার ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমায়। বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বম্ভররায় ॥ নবদ্বীপে বাল্যাবেশে বিহরে যখন। সে সময়ে আমরা করিয়ে অধ্যয়ন ॥ ভক্তিমর্ম্ম না বুঝিয়া তর্কাদি পড়িয়ে। বহির্ম্মুখগণ-সঙ্গে সদাই রহিয়ে ॥ দিনে দিনে প্রভুলীলা শুনি চমৎকার। সদা মনে করিয়ে যাইব দেখিবার ॥ দুষ্টসঙ্গমতে তথা যাইতে না পারি। তা' সবার অহঙ্কার সহিতেও নারি ॥ বিদ্যামদে সে সবে কাহুকে নাহি গণে। প্রভুর প্রসঙ্গে হাস্য করে সর্ব্বজনে ॥ মহাদুঃখ পাই মনে নহে সম্বরণ। বিধি প্রতি প্রার্থনা করিয়ে অনুক্ষণ ॥ ত্বরিতে হউক এ সবার দর্পচূর্ণ। শুন সে প্রসঙ্গ বিধি যৈছে কৈল পূর্ণ ॥ অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপে আইলা। তাহার প্রভাবে সবে কম্পিত হইলা ॥ সরস্বতীদেবী তার ভক্তিতে অধীন। এ হেতু সে মহাকবি শাস্ত্রেতে প্রবীণ ॥ তারে পরাজয় করে হেন কেহ নাই। চিন্তিত সকল অধ্যাপক এক ঠাঁই ॥ চাখন্দিনিবাসী আদি যত বিদ্যাবান্। শুনি সে প্রসঙ্গ স্থির নহে কারু প্রাণ ॥ সে সময়ে সরস্বতী-পতি নারায়ণ। নিমাই-পণ্ডিত নাম পাঠ ব্যাকরণ ॥ ব্যাকরণে অধ্যাপক বহু শিষ্য-সঙ্গে। শ্রীজাহ্নবী-তীরে বিলসয়ে মহারঙ্গে ॥ দিগ্বিজয়ী অপূর্ব্ব বালক নিরখিয়া। চলিলেন বিদ্যামদে হাসিয়া হাসিয়া ॥ নিকটে যাইতে প্রভু করি পুরস্কার।

কহিলেন গঙ্গার মহিমা বর্ণিবার॥ বহু শ্লোক কৈল তিঁহ ক্ষণেকে বর্ণন। অতি সে আশ্চর্য্য সর্ব্বমতে নির্দূষণ॥ তার মধ্যে প্রভু এক শ্লোকার্থ পুছিল। করিতে শ্লোকার্থ তিন স্থানে দোষ দিল॥ করিতে নারিয়া নিজ-শ্লোকার্থ সঙ্গতি। প্রভু-আগে দিগ্বিজয়ী লজ্জা পাইল অতি॥ তথাপিহ প্রভু তাঁর করিল সম্মান। প্রভুগুণে মগ্ন দিগ্বিজয়ী ভাগ্যবান্॥

সরস্বতী তাঁরে প্রভু-পরিচয় দিল। দিগ্বিজয়ী প্রভুপদে আত্মসমর্পিল॥ নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাভব। শুনি মহাহর্ষ হৈলা ভট্টাচার্য্য সব॥ নিমাই-পণ্ডিত কৈলা দিগ্বিজয়িজয়। এই কথা-সকল সর্ব্বত্র লোকে কয়॥ মোর অধ্যাপক আদি যত বিদ্যাবান্। ছাড়িল মনুষ্যবুদ্ধি হইল দিব্য জ্ঞান॥ কি কহিব বাপ অলৌকিক লীলা তাঁর। দেখে মহাভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার॥ কত দিন বিদ্যাবিলাসাদি করি রঙ্গে। গয়া করিবারে গেলা বহু লোক সঙ্গে॥ লোকশিক্ষাহেতু এ প্রভুর ব্যবহার। গয়া হৈতে আসি কৈলা সে প্রেম প্রচার॥ অলৌকিক প্রেমচেষ্টা দেখি শিষ্যগণে। পরস্পর প্রশংসয়ে মহানন্দ মনে॥ পূর্ব্বে প্রভু-ইচ্ছামতে কেহ না চিনিল। শ্রীবাসাদি ভক্ত সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥ ভক্ত-অনুগ্রহ জানাইয়া সর্ব্বোপরি। লুকাইতে নারে ভক্তপ্রিয় গৌরহরি॥ হইলেন ব্যক্ত প্রভু ভুবনমোহন। চিনিলেন পরমকৌতুকে ভক্তগণ॥ শ্রীবাস-

পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত-গদাধর। শ্রীমুরারিগুপ্ত হরিদাস বিজ্ঞবর॥ শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী আদি পরিকর। প্রভু-গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর॥ মিলিলেন মহারঙ্গে অদ্বৈত-গোসাঞি। কি কহিব তাঁহার গুণের অন্ত নাঞি॥ প্রভু-বলদেব নিত্যানন্দ অবধূত। গৌরচন্দ্র-সঙ্গে তাঁর মিলন অদ্ভুত॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদি লৈয়া সঙ্গে। বিহরয়ে প্রভু নবদ্বীপে মহারঙ্গে॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস কহি তোর্ ঠাঁই। এই অবতারে করুণার সীমা নাই॥ না ধরয়ে অস্ত্র না মারয়ে কারু প্রাণে। উদ্ধার করয়ে সে দুর্লভ প্রেমদানে॥ প্রভুর উৎসাহ পাপ-পাষণ্ডি তারিতে। এ হেতু দুর্জয় দুষ্ট-প্রভাব কলিতে॥ জগাই মাধাই নামে দুই দস্যুরাজ। যার ভয়ে কাঁপে সব নদীয়াসমাজ॥ মদ্য মাংস বিনা তার ভক্ষণ না হয়। তারে দেখি কেহ স্থির হইতে নারয়॥ করয়ে কুক্রিয়া যত তার অন্ত নাই। আমরাহ তার ভয়ে ভাবিত সদাই॥ দেখিয়া দৌরাত্ম্য বিজ্ঞগণে বিচারয়। ঈশ্বর-বিহীনে ইহার শাস্তা কেহ নয়॥ রাবণ কংসাদি সে ইহার সম নহে। এই মত কত কথা পরস্পর কহে॥ সে দুই পাপিরে প্রভু উদ্ধার করিলা। নিত্যানন্দ দয়ালু জগতে জানাইলা॥ একদিন গৌরচন্দ্র কহে হর্ষ হৈয়া। উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া॥ শুনি প্রভু-নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গে। কৃষ্ণনাম উপদেশ করি ফিরে রঙ্গে॥ পঢ়ুয়া অধম মিলি নিন্দয়ে সদাই। যাইতে কহিল যথা জগাই মাধাই॥ কৃষ্ণনাম

শুনি দোঁহে ক্রোধযুক্ত হঞা। এ দোঁহারে মারিতে আইল দোঁহে ধাঞা॥ মদে মত্ত মাধাই কহি বাক্য বজ্রাঘাত। নিত্যানন্দদেবের করিল রক্তপাত॥ তথাপিহ নিত্যানন্দ করুণাসাগর। চিন্তয়ে দোঁহার হিত আনন্দ অন্তর॥ শুনি গৌরচন্দ্র মহাক্রোধযুক্ত হৈল। নিত্যানন্দ-অনুগ্রহে অনুগ্রহ কৈল॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একদেহ হয়। লীলাকারণেতে ভিন্ন সর্ব্বলোকে কয়॥ জগাই মাধাই দুই প্রভুপদে ধরি। কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি॥ যদ্যপি সকল দোষ ক্ষমা করি প্রভু। করিলেন আত্মসাৎ শান্তি নহে তবু॥ জগাই মাধাই কহে কান্দিয়া কান্দিয়া। ঐছে আজ্ঞা কর যেন স্থির হয় হিয়া॥ শুনি সেই প্রভু হৃষ্ট হৈয়া দুইজনে। আজ্ঞা দিল গঙ্গাস্নান-ঘাট সম্মার্জনে॥ তবে দোঁহে আপনা মানিয়া দীন অতি। গঙ্গাঘাট মার্জন করয়ে নিতি নিতি॥ হইলেন দুই ভাই প্রভু পরিকর। যাঁর নাম লৈলে ঘুচে পাষণ্ড-অন্তর॥ এই কথা সর্ব্বলোকে হইল বিদিত। উদ্ধারিলা মহাদুষ্টে নিমাই-পণ্ডিত॥ পঢ়ুয়া অধম অতি-বিস্মিত হইয়া। কেহ কারু প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া॥ অহে ভাই নিমাই-পণ্ডিত কিবা জানে। জগাই মাধাইরে আনিল নিজগণে॥ কোথাহ না দেখি যে ইহার পরাভব। ঐছে পাছে হয় নদীয়ার লোক সব॥ কেহ কহে আপনাকে সাবধান হ'বে। দুই চারি দিনে সব দেখিতে পাইবে॥ ঐছে কহি পঢ়ুয়া আপনা ধন্য মানে। ফিরয়ে সকলে সদা ছিদ্র-

অন্বেষণে॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস সে দুই উদ্ধারে। হইনু আমরা সবে নির্ভয় অন্তরে॥ নবদ্বীপে সদা মহা আনন্দ-পাঁথার। সবে সঙ্কীর্ত্তনেই উন্মত্ত অনিবার॥ পাষণ্ডি-সকল তথা কতেক প্রকারে। যবনের ভয় জানাইয়া হাস্য করে॥ কাজিনামে যবন প্রতাপ অতিশয়। নবদ্বীপ আদি তার অধিকার হয়॥ গৌড়েতে যবন রাজা তার প্রিয় অতি। কাজিরে লঙ্ঘিতে নাহি কাহার শকতি॥ এ দেশের লোক সব কাঁপে তার ডরে। দেবপূজা স্বচ্ছন্দে করিতে কেহ নারে॥ তিঁহ হেন দুর্লভ কীর্ত্তন-ধ্বংস কৈল। এ হেতু প্রভুর মহাক্রোধ উপজিল॥ একদিন রাত্রে প্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে। বিহরয়ে নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥ যে অপূর্ব্ব শোভা হইল নদীয়ানগরে। লক্ষ-মুখে তাহা কেহ বর্ণিতে না পারে॥ প্রভু-ইচ্ছামতে নদীয়ার লোক সব। ঘরে ঘরে করে মহা-মঙ্গল উৎসব॥ লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে কৌতুক অপার। রাত্রিকে দিবস জ্ঞান হইল সবার॥ আত্মবিস্মরিত লোক ভ্রমে চারি ভিতে। দেবতা মনুষ্য কেহ না পারে চিনিতে॥ লক্ষ লক্ষ লোক মিলি করয়ে কীর্ত্তন। খোল করতালশব্দে ভেদয়ে গগন॥ নৃত্য-পদাঘাতে ক্ষিতি করে টলমল। হইল অদ্ভুত জয়ধ্বনি কোলাহল॥ সিংহপরাক্রম জিনি সবে বলবান্। কাজি মার কাজি মার বলি করিলা পয়ান॥ সে গর্জন শুনিতে পাষণ্ডী মরে ফাটি। ভাঙ্গিল কাজির ঘর দ্বার পুষ্প-বাটী॥ কজি-বক্ষঃ বিদারিতে প্রভু পূর্ব্ব দিনে। হইলা

নৃসিংহ, কাজি দেখিল নয়নে॥ জানিলেন নিমাই মনুষ্য কভু নয়। এ কথা সবারে ব্যক্ত করি কয়॥ শুনি লোক নানা কথা কহে পরস্পরে। হেনকালে মহাধ্বনি [illegible] নগরে॥ লোকে গিয়া কহে সেই পণ্ডিত-নিমাই। [illegible] কীর্ত্তনে সে লোকের সঙ্খ্যা নাই॥ [illegible] কার সনে আ[illegible] এথায়। ভাঙ্গে ঘর দ্বার বৃক্ষ না দেখি উপায়॥ এ ব[illegible] শ্রবণে কাজি মহাভয় পাঞা। চলিলেন প্রভু-আগে অশ্রু-যুক্ত হঞা॥ প্রভুরে দেখিয়া কৈল আত্মসমর্পণ। কহিতে না আইসে যৈছে করিল স্তবন॥ পতিতপাবন গৌরসুন্দর-বিগ্রহ। ভাগ্যবন্ত কাজিরে করিলা অনুগ্রহ॥ এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনি শিষ্টগণ। নিশ্চয় জানিলা গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥ ঐছে নবদ্বীপে প্রভু রঙ্গে বিলসয়। শুনিতে সে সব কথা চিত্তে ক্ষোভ হয়॥ মনে কৈনু যাজিগ্রাম হইতে আসিয়া। দেখিব শ্রীগৌরচন্দ্রে নবদ্বীপে গিয়া॥ শীঘ্র যাজি-গ্রামে গিয়া কাহ্য সমাধিনু। কণ্টকনগরে অতি উল্লাসে আইনু॥ তথা শ্রীভারতীস্বামী মহাতেজোময়। মোর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অতিশয়॥ যাজিগ্রাম কণ্টকনগরে যবে যাই। তাঁরে দেখি কখন বা রহি তাঁর ঠাঁই॥ মনে কৈনু তাঁর স্থানে বিদায় হইয়া। নবদ্বীপে যা'ব গৌরদর্শন লাগিয়া॥ এই কথা চিত্তে বিচারিয়া তথা যাই। হেনকালে দেখিয়ে লোকের ধাওয়া ধাই॥ বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ কত শত। মহাভিড় হইল চলিতে নাই পথ॥ জিজ্ঞাসিলে কহে যা'র

ভারতীর ঘর। নদীয়া হৈতে আইলা শ্রীগৌরসুন্দর॥ শুনিতে এ বাক্য যেন হাতে চাঁদ পাইনু। শ্রীকেশবভারতী-স্বামির স্থানে গেনু॥ দেখিলাম শ্রীগৌরসুন্দরে নেত্র ভরি। ভুবনমোহন প্রতি-অঙ্গের মাধুরী॥ কি ছার কনকচাঁপা বিদ্যুৎ কেশর। সে রূপে তুলনা নাহি ভুবন ভিতর॥ সুচারু চাঁচর কেশে জগৎ মাতায়। কেবা না ভুলয়ে গণ্ড ললাট-ছটায়॥ শ্রবণযুগল ভুরু পরমসুন্দর। আকর্ণপর্য্যন্ত নেত্র নাসা মনোহর॥ কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া চন্দ্রমুখ। দেখিতেই ঘুচে কোটি জনমের দুঃখ॥ আজানুলম্বিত দুই বাহু বক্ষঃ পীন। সিংহের শাবক জিনি কটিদেশ ক্ষীণ॥ নিতম্ব মধুর উরু চরণভঙ্গিতে। কোটি কোটি কন্দর্প নারয়ে স্থির হৈতে॥ রাঙাপদতল দেখি মনে বিচারিল। কত শত অরুণ শরণ বুঝি লৈল॥ অরে বাপু শ্রীনিবাস কি বলিব তোরে। ডুবিনু সে গোরারূপ-অমিয়াপাথারে॥ তথা কেহ কারু প্রতি যত্নে জিজ্ঞাসয়। এথা কেনে হইল গৌরচন্দ্রের বিজয়॥ তিঁহ কহেন করিবেন সন্ন্যাসগ্রহণ। ভুবনমোহন কেশ হ'বে অদর্শন॥ এ বাক্য শুনিতে মোর উড়িল পরাণ। হেনকালে নাপিত্ত দেখিল বিদ্যমান॥ নাপিতে নাপিতক্রিয়া কৈল যে প্রকারে। তাহা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরিবারে পারে॥ শ্রীমস্তকে হৈল শ্রীকেশের অদর্শন। উঠিল ক্রন্দনধ্বনি ব্যাপিল ভুবন॥ এই কথা কহিতে কহিতে বিপ্রবর। হইলা মূর্চ্ছিত নেত্রে ধারা নিরন্তর॥ পিতার মুখেতে

এই প্রসঙ্গ শুনিয়া। শ্রীনিবাস কান্দে অতি-ব্যাকুল হইয়া॥ কতক্ষণ পরে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস। শ্রীচাঁচর কেশ বলি ছাড়িয়ে নিঃশ্বাস॥ অনেক যত্নেতে স্থির হৈয়া নেত্র মেলে। দেখে পুত্র কান্দয়ে পড়িয়া ভূমিতলে॥ বিহ্বল হইয়া বিপ্র পুত্র কোলে করি। আশীর্ব্বাদ করয়ে দয়া কর গৌরহরি॥ [illegible] স্থির করি কহে কত অমৃতের ধারা। নীলাচলে কৈল যৈছে প্রভুর দর্শন। প্রেমাবেশে কহিল সে সব বিবরণ॥ যৈছে প্রভু নীলাচলে করয়ে বিহার। সে সব কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চরিত্র কহিল। প্রভু-পরিকরের চরিত্র জানাইল॥ কহিল প্রভুর যৈছে ব্রজেতে বিহার। নবদ্বীপে যে লাগি হইলা অবতার॥ শুনিয়া পিতার মুখে এ সব প্রসঙ্গ। শ্রীনিবাস অধৈর্য্য ধরিতে নারে অঙ্গ॥ শুনিতে গৌরাঙ্গলীলা বড় সাধ মনে। লক্ষ লক্ষ শ্রুতি বাঞ্ছে বিধাতার স্থানে॥ অনুরাগে রক্তবর্ণ নেত্রে ধারা বয়। পুনঃ পুনঃ পিতার চরণে প্রণময়॥ আত্মবিস্মরিত শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে। নিতি নিতি ঐছে জিজ্ঞাসয়ে পিতা-পাশে॥ একদিন শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্রবর। পুত্র প্রতি কহে অতি-সস্নেহ অন্তর॥ অহে বাপু মাতার পালনে যোগ্য হইলা। মাতা-সহ তোমারে সকল সমর্পিলা॥ এবে মাতা সহ তোমা রাখি যাজিগ্রামে। মনে হয় শীঘ্র যাই বৃন্দাবনধামে॥ বৃন্দাবনে রূপ সনাতনাদি দ্বারায়। কৈল অলৌকিক কার্য্য প্রভু গৌর-

শ্রায়॥ অহে বাপু সে দোঁহার অদ্ভুতচরিত। দেখিলে মনুষ্য-জ্ঞান নহে কদাচিত॥ যে সময়ে দর্শন করিনু সে দোঁহার। সে সময় ঐছে বুদ্ধি না ছিল আমার॥ এবে আপনাকে ধন্য করিয়া মানিনু। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে দর্শন করিনু॥ নবদ্বীপ আদিস্থিত অধ্যাপকগণ। প্রায় রামকেলিগ্রামে সবার গমন॥ মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চাখন্দিতে। রামকেলি হৈতে লোক আইল তাঁরে লৈতে॥ চলিলেন অধ্যাপক মোরা সঙ্গে গেনু। শুভক্ষণে রামকেলিগ্রামে প্রবেশিনু॥ সনাতন রূপের ভবন-সন্নিধানে। হইল সবার বাসা পরমসম্মানে॥ অধ্যাপকগণ মহা উল্লাসহিয়ায়। চলিলেন সনাতন রূপের সভায়॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে বেষ্টিত হইয়া। ইন্দ্রসম সভামধ্যে আছেন বসিয়া॥ কনক-সুন্দর তনু অতিতেজোময়। দেখিতে দোঁহার শোভা কেবা ধৈর্য্য হয়॥ কিবা মন্দহাস্য মুখে সুখের অবধি। কিবা দীর্ঘ-নয়ন নির্ম্মিল কোন্ বিধি॥ কিবা বাহু বক্ষঃ কটিদেশ মনোহর। তুলনা দিবার নাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর॥ অধ্যাপক সঙ্গে গিয়া দেখিনু সাক্ষাতে। করিলেন সবার সম্মান নানা মতে॥ ঐশ্বর্য্যের সীমা অহঙ্কারমাত্র নাই। কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি মাগে সর্ব্বঠাঁই॥ দুই ভাই সর্ব্বশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত। জ্যেষ্ঠ সনাতন রূপ কনিষ্ঠ বিদিত॥ নানাদেশী পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে। বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্বজনে॥ সে দোঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা অধ্যাপক শুনি। যে শ্লাঘা করয়ে তাহা কহিতে না জানি॥ মহামন্ত্রী দোঁহে

রাজবিষয়ে প্রধান । কোন মতে কারু না করয়ে অসম্মান ॥ গৌড়ে বাদসার ভাগ্য কহিল না হয় । সনাতন রূপে প্রীতি করে অতিশয় ॥ শুনিও লোকের মুখে সে সত্য সকল । সে চেষ্টা দেখিয়া কেবা না হয় বিহ্বল ॥ কত দিন রহি তথা হইয়া বিদায় । চলিলেন অধ্যাপক উল্লাসহিয়ায় ॥ সনাতন রূপ আনন্দিত সর্ব্বমতে । কিবা সে বৈষ্ণবক্রিয়া বিখ্যাত জগতে ॥ রামকেলি হৈতে মোরা শীঘ্র আইনু ঘরে । প্রভুর সন্ন্যাস তার কিছু দিন পরে ॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গেলা নীলাচলে । তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ বৈষ্ণব-সকলে ॥ সন্ন্যাসীর শিরোমণি শচীর নন্দন । নীলাচল হৈতে যাত্রা কৈলা বৃন্দাবন ॥ রামকেলিগ্রামেতে আসিয়া গণসহ । সনাতন রূপে কৈলা মহা অনুগ্রহ ॥

নহিল গমন ব্রজে ক্ষেত্রে ফিরি গেলা । পুনঃ প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥ এথা রামকেলিগ্রামে রূপ সনাতন । শুনিলেন মহাপ্রভু গেলা বৃন্দাবন ॥ কি বলিব দোঁহার প্রবল অনুরাগ । অনায়াসে দোঁহে করিলেন সর্ব্বত্যাগ ॥ শ্রীরূপের ভ্রাতা শ্রীবল্লভ তার নাম । পরমবৈষ্ণব পূর্ব্বে নাম অনুপম ॥ তা'সহ প্রথমে রূপ ব্রজে যাত্রা কৈলা । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে প্রয়াগে মিলিলা ॥ শ্রীরূপেরে দেখি প্রভু যে আনন্দ মনে । যে কৃপা করিল তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ এথা রামকেলিতে গোস্বামী সনাতন । হইয়া অস্পষ্ট ব্রজে করিলা গমন ॥ কাশী গিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দেখিল । না জানি কি সুখের

সমুদ্র উথলিল ॥ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সর্ব্বেশ্বর। সনাতনে দেখি স্নেহে বিহ্বল অন্তর ॥ মনের আনন্দে বহু উপদেশ কৈল। সনাতনে অনুগ্রহ-সীমা জানাইল ॥ সনাতন রূপের শ্রীব্রজেতে গমন। এ সব দেশেতে শুনিলেন সর্ব্বজন ॥ কেহ কোনরূপে যেবা নারে ধরিবার। হইল সবার মনে মহা-চমৎকার ॥ এমন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিল কেমনে। দিবা রাত্রি এই কথা কহে সর্ব্বজনে ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা-গণ। সবে গায় ব্রজে গেলা রূপ সনাতন ॥ অধ্যাপকগণ রূপ সনাতন বিনে। রামকেলি হইতে দুঃখে গেলা অন্য স্থানে ॥

সনাতন রূপের বৈরাগ্যে সবে দুঃখী। এক কৃষ্ণভক্তগণ হৈলা মহাসুখী ॥ বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীরূপ সনাতন। প্রভু-মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুই জন ॥ লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র-প্রমাণেতে। শ্রীরূপগোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে ॥ শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার। সদা যোগপীঠে স্থিতি শাস্ত্রে এ প্রচার ॥ হেন শ্রীগোবিন্দদেবে না পাই দর্শন। গ্রামে গ্রামে বনে বনে করয়ে ভ্রমণ ॥ ব্রজবাসী ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি। যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি ॥ একদিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ। শ্রীরূপগোস্বামী আগে হইলা সাক্ষাৎ ॥ পরমসুন্দর তিঁহ মধুরবচনে। শ্রীরূপে করয়ে স্বামী দুঃখী দেখি কেনে ॥ তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল। শ্রীরূপগোস্বামী ক্রমে সব নিবেদিল ॥ ব্রজবাসী

কহে চিন্তা না করিহ মনে। গোমাটিলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে॥ তথা কোন গাভীশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বানুসময়। দুগ্ধ দে প্রতিদিন উল্লাসহৃদয়॥ শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে। এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেই থানে॥ স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে॥ কতক্ষণ পরে রূপ পাইয়া চেতন। নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ শ্রীরূপগোস্বামী কোটি-সমুদ্রগভীর। প্রভুর রহস্য জানি হইলেন স্থির॥ মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসিগণে। শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে॥ শুনি ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা। বাল বৃদ্ধ আদি সবে গোমাটিলা আইলা॥ কেহ কারু প্রতি কহে সহাস্যবদনে। গোমাটিলা যোগপীঠ জানিনু এখানে॥ যত্নে যোগপীঠভূমি খননের কালে। কৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে॥ যোগপীঠমধ্যে প্রভু-ব্রজেন্দ্রনন্দন। হইলা সাক্ষাৎ কোটি-কন্দর্পমোহন॥

তথাহি ব্রজস্থ-শ্রীহরিদাসপণ্ডিতগোস্বামিনঃ শিষ্য-
শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামিকৃতসাধনদীপিকায়াং॥

প্রভোরাজ্ঞাপালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে।
ন দৃষ্ট্বা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরে সুধীঃ॥
বজবাসিজনানাস্তু গৃহেষুচ বনে বনে।
গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্ট্বা তু রোদিতশ্চিন্তিতো বুধঃ॥
একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শুচৌ।

ব্রজবাসিজনাকারঃ সুন্দরঃ কশ্চিদাগতঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা কথিতং তেন হে পতে দুঃখিতো নু কিং।
তচ্ছ্রুত্বা বচনস্তস্য স্নেহকর্ষিতমানসঃ ॥
প্রেমগম্ভীরয়া বাচা দূরীকৃতমনঃক্লমঃ ॥
কথয়ামাস তং সর্ব্বং তং নিদেশং মহাপ্রভোঃ ॥
স শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমাগচ্ছেতি ব্রুবন্নমুং।
গুমাট্টিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাব্রবীৎ পুনঃ ॥
অত্র কাচিদ্গবাং শ্রেষ্ঠা পূর্ব্বাহ্নে সমুপাগতা।
দুগ্ধস্রাবং বিকুর্ব্বাণাপ্যহন্যহনি যাতি ভোঃ ॥
স্বামিংশ্চিত্তে বিমৃশ্যৈতদুচিতং কুরু যাম্যহং।
শ্রীরূপস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বা চ মূর্চ্ছিতঃ ॥
পুনঃ ক্ষণান্তরে ধীরো ধৈর্য্যং ধৃত্বোপচিন্তয়ন্।
জ্ঞাতসর্ব্বরহস্যোঽপি লোকানুকৃতচেষ্টিতঃ ॥
ব্রজবাসিজনানাহ শ্রীগোবিন্দোঽত্র বিদ্যতে।
এতচ্ছ্রুত্বা তু তে সর্ব্বে প্রেমসংভিন্নচেতসঃ ॥
মিলিত্বা বালবৃদ্ধৈশ্চ তাং ভূমিং সমশোধয়ৎ।
যোগপীঠস্য মধ্যস্থং পশ্যন্তং কৃষ্ণমীশ্বরং ॥
সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্রতনয়ং কোটি-মন্মথমোহনং।
রুরুধুস্তাং ধরাং যত্নাদ্রাগস্যাজ্ঞানুসারতঃ ॥

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে। উল্লাসে অসঙ্খ্য লোক ধায় চারি ভিতে ॥ মিশাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ। পরম উল্লাসে করে গোবিন্দদর্শন ॥ তিলার্দ্ধেক লোকভিড়

নিবৃত্ত না হয়। কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে নারয়॥ গোবিন্দ-প্রকটমাত্রে শ্রীরূপগোসাঞি। ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু-ঠাঞি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু পার্ষদ সহিতে। পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে॥ কাশীশ্বর প্রতি প্রভু কহয়ে নির্জনে। তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে॥ কাশীশ্বর কহে প্রভু তোমারে ছাড়িতে। বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে॥ কাশীশ্বর-অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি। দিল নিজ-স্বরূপবিগ্রহ যত্ন করি॥ প্রভু সে বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল। দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥ শ্রীগৌর-গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা। তাঁরে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥ শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া। করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং মহাপ্রভু-
পার্ষদ-শ্রীমুখশ্রুতকথা॥

একদা শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্।
ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরন্তিকং নিবসত্বিতি॥

সতু তচ্ছ্রুত্বা হর্ষবিস্মিতোঽভূৎ। সর্ব্বজ্ঞশিরোমণিস্তদ্ধৃদয়ং জ্ঞাত্বা গৌরঃ পুনঃ কথিতবান্। শ্রীজগন্নাথপার্শ্ববর্ত্তিনং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমানীয়-স্বয়ং ভগবতানেন মমাভেদং জানীহি। এবমেনং সেবস্ব।

তচ্ছ্রুত্বা সতূষ্ণীং বভূব। ততো বিগ্রহস্য বপুষা শ্রীকৃষ্ণেন মহাপ্রভুণাচ একত্র ভোজনং কৃতং।

ততঃ শ্রীকাশীশ্বরো দণ্ডবৎ প্রণম্য গৌরগোবিন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনং প্রাপয়ামাস। সোঽয়ং শ্রীগোবিন্দপার্শ্ববর্ত্তি-মহাপ্রভুঃ॥

পদকান্ত্যাজিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্ব্বঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ॥ ১॥

গোবিন্দের লীলা অতি অদ্ভুত অপার। কে বুঝিতে পারে কৃপা না হইলে তাঁর॥ প্রকটাপ্রকটলীলা দুই মত হয়। অপ্রকটে মৌনমুদ্রা রূপে বিলসয়॥ অহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমারে। শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলা রূপদ্বারে॥ শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল। ব্রহ্মকুণ্ডতট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল॥ শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার। সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় হৈলে কৃপা তাঁর॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা।
প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥ ২॥

চূড়ায়াং চারুরত্নাম্বরমণিমুকুটং বিভ্রতীং মূর্দ্ধ্নি দেবীং
কর্ণদ্বন্দ্বেচ দীপ্তে পুরটবিরচিতে কুণ্ডলে হারিহারান্।
নিষ্কং কাঞ্চীং সুহাসাং ভুজকটতুলাকোটিকাদীংশ্চ বন্দে
বৃন্দাং বৃন্দাবনান্তঃ সুরুচিরবসনাং শ্রীল-গোবিন্দপার্শ্বে॥৩॥
শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাব্জং সুরমুনিসকলৈশ্চাপি ভক্ত্যানুবন্দ্যং
প্রেম্না সংসেব্যমানং কলিকলুষহরং সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদঞ্চ।

বক্তব্যং চাত্র কিম্বানু যদনু ভজতো দুর্লভে দেবলোকৈঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেঽস্মিন্ নিবসতি মনুজঃ সর্ব্বদুঃখৈর্বিমুক্তঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীরূপের কর্ম্ম যত। তাহা আমি এক-মুখে কহিব বা কত ॥ সনাতনগোস্বাস্বামির অদ্ভুত বিলাস। মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস ॥ মদনগোপাল তথা বালকসহিতে। যমুনাপুলিনে খেলে দেখয়ে সাক্ষাতে ॥ মদনগোপাল সনাতন-প্রেমাধীন। স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে একদিন ॥ সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায়। বহাবন হৈতে আমি আসিব এথায় ॥ এত কহি প্রভু হইলেন অদর্শন। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলা সনাতন ॥ প্রভুর ভঙ্গিমা ভক্ত জানে ভাল মতে। মদনগোপাল আইলা রজনী-প্রভাতে ॥ সনাতন মনে হৈল আনন্দ প্রচুর। পত্র-কুটিরেতে সেবা করেন প্রভুর ॥ মহারাজকুমার শ্রীমদনমোহন। তিঁহ শুষ্ক-রুটি ভুঞ্জে, দুঃখী সনাতন ॥ সনাতন মনঃ জানি মদনগোপাল। নিজসেবা বৃদ্ধি-ইচ্ছা হইল তৎকাল ॥ হেনকালে মূলতান্-দেশীয় একজন। অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ ॥ কপূর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস। নৌকা হৈতে নামি আইলা গোস্বামির পাশ ॥ গোস্বামির চরণে পড়িল লোটাইয়া। কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈলা। শ্রীমদনমোহন-চরণে সমর্পিলা ॥ শ্রীমদন-মোহনে দেখিয়া কৃষ্ণদাস। ভূমে পড়ি প্রণময়ে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥

সেই দিন মন্দিরের আরম্ভ করিল। নানা রত্নভূষণে ভূষিত করাইল॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার। রাখাইলা যত্ন করি পৃথক্ ভাণ্ডার॥ ভোগের সামগ্রী নানা প্রকার করিলা। ভুঞ্জিবেন প্রভু ইথে মহাহর্ষ হৈলা॥ মদনগোপালে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে। ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের সাগরে॥ সঙ্ক্ষেপে কহিল এ প্রসঙ্গরসায়ন। মদনমোহন সনাতনের জীবন॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস কহিতে কি আর। প্রভু ভক্তদ্বারে কৈল আপনা প্রচার॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্যমহাশয়। শ্রীমধুমণ্ডিত অতিগুণের আলয়॥ দোঁহে প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। পরম-দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য কার॥ বংশীবট নিকট পরম-রম্য হয়। তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবটতটে শ্রীমদযমুনোপতটে শুভে॥

অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি। শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য-মহাশয়। শ্রীমধুপণ্ডিত তাঁর স্নেহ অতিশয়॥ অহে শ্রীনিবাস গোপীনাথের দর্শনে। কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে॥ হরয়ে সবার মনঃ অঙ্গের ছটায়। করিতে দর্শন লক্ষ লক্ষ লোক ধায়॥ শ্রীগোপীনাথের চারু চরিত্র মধুর। যে শুনে বারেক তার তাপ যায় দূর॥ শ্রীব্রজের কথা ভক্তমুখে যে শুনিনু।

সে অতিবিস্তার তার কিছু শুনাইনু ॥ অহে শ্রীনিবাস প্রাণ করয়ে কেমন। হেন দিন হ'বে কি,' যাইব বৃন্দাবন ॥ শ্রী-চৈতন্যদাস ঐছে কহিতে কহিতে। নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবারিতে ॥ পিতার চরণ ধরি কান্দে শ্রীনিবাস। মনে মনে কহে কি পূরিবে মোর আশ ॥ পিতা পুত্রে স্থির হইলেন কতক্ষণে। কি অদ্ভুত প্রেমের প্রতাপ কেবা জানে ॥ কৃষ্ণ-কথা বিনা কিছু নাহি ভায় চিতে। হেন পিতাপুত্রের উপমা নাহি দিতে ॥ পিতাপুত্র-সম্বাদ শুনয়ে যেই জন। অনা-য়াসে পায় সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস-নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে "শ্রীনিবাসজন্মাদি প্রস-ঙ্গানুকথনে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দাদিপ্রকটবর্ণন নাম দ্বিতীয় তরঙ্গ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

## তৃতীয় তরঙ্গ

——০ঃ৹ঃ০——

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ অবধূত হলধর॥ জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত-ঈশ্বর। জয় গৌরপ্রিয় শ্রীপণ্ডিত-গদাধর॥ জয় জয় পণ্ডিত-ঠাকুর-শ্রীনিবাস। জয় হরিনামামৃত মগ্ন হরিদাস॥ জয় প্রেমময় শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় শ্রীমুরারিগুপ্ত গুণের সাগর॥ জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম-মহাশয়। জয় রায়-রামানন্দ রসের আলয়॥ জয় গৌরী-দাস শ্রীপণ্ডিত-বক্রেশ্বর। জয় নরহরি শ্রীমুকুন্দ কাশী-শ্বর॥ জয় জগদীশ গৌরীদাস ধনঞ্জয়। জয় সনাতন রূপ গুণের আলয়॥ জয় জীব গোপাল ভূগর্ত্ত লোকনাথ। জয় রঘুনাথভট্ট ভুবনে বিখ্যাত॥ জয় রঘুনাথদাস শ্রীকুণ্ডনিবাসী। জয় জয় শ্রীরাঘব গোবর্দ্ধনবাসী॥ জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র। জয় দীন দুঃখির জীবন শ্যামানন্দ॥ জয় শ্রীঠাকুর মোর বৈষ্ণবগোসাঞি। জগৎ পবিত্র হয় যাঁর গুণ গাই॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ গৌরগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসের অন্তর। শ্রীপিতা মাতার সেবা করে নিরন্তর॥ পিতা মাতা দোঁহার যে স্নেহ পুত্র প্রতি। সে সব কহিতে নাই আমার শকতি॥ কি

আনন্দ চাখন্দিগ্রামেতে প্রতি-ঘরে। তিলার্দ্ধেক শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে॥ শ্রীনিবাস সবারে তোষয়ে নানামতে। শ্রীনিবাসে সবে প্রশংসয়ে হর্ষচিতে॥ চাখন্দিতে যৈছে শ্রীনিবাস বিলসয়। তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয়॥ কত দিনে পিতার হইল পরলোক। পুত্রমুখ দেখি মাতা পাসরিল শোক॥ কিছু দিন পরে শ্রীনিবাস-মহাশয়। যাজিগ্রামে গেলা মাতামহের আলয়॥ যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত। যাজিগ্রামে বাস এবে হয় ত উচিত॥ গ্রামবাসী লোক সব এ কথা শুনিল। পরম আনন্দে বাসযোগ্য স্থান কৈল॥ যাজিগ্রাম-সমীপাদি * সবার উল্লাস। সর্ব্বপ্রাণাধিক হইলেন শ্রীনিবাস॥ ভক্তিরসে মগ্ন শ্রীনিবাস অনুক্ষণ। দেখি মহাহর্ষ চৈতন্যের প্রিয়গণ॥ নিরন্তর শ্রীনিবাস ভক্তগোষ্ঠী † পাশে। শুনয়ে চৈতন্যলীলা অশেষবিশেষে § ॥ প্রভুগণ সহ বিলসয়ে নীলাচলে। শুনিতে সে সব কথা হৃদয় উথলে॥ হইলা উদ্বিগ্ন শ্রীনিবাস মহাধীর। নীলাচলে চলিতে করিলা মন স্থির॥ কত অভিলাষ চিত্তে হয় ক্ষণে ক্ষণে। মো পামরে প্রভু কি দিবেন দরশনে॥ প্রভুভক্তগণ কৃপা করিবে কি মোরে। তা' সবার পদধূলি ধরিব কি শিরে॥ মোহেন অযোগ্যে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর। চরণ-নিকটে কি

* যাজিগ্রামের নিকট অন্যান্য গ্রামবাসীদিগের

† ভক্তগোষ্ঠী,—ভক্তসমাজ॥

§ অশেষ প্রকারে॥

রাখিবে নিরন্তর॥ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু শুনিবেন যবে। সে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ণে প্রবিষ্ট কি হ'বে॥ দেখিব কি নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ। শ্রীসুভদ্রাদেবী প্রভু-বলরাম সাঁথ॥ ঐছে বহু কহে, ধারা বহে দু'নয়নে। চলিলেন খণ্ডে * স্থির হৈয়া কতক্ষণে॥ দেখি শ্রীবিগ্রহ কৈল প্রণতি অপার। নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয়-পার্ষদগণেরে। ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারে বারে॥ ঠাকুর-শ্রীনরহরি প্রেমের আবেশে। শ্রীভুজ পসারি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥ স্নেহে শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চে নেত্রজলে। জিজ্ঞাসে কুশল যেন কত সুধা ঢালে॥ শ্রীনিবাস কহয়ে যাইব নীলাচল। আজ্ঞা দেহ দেখি গিয়া শ্রীপদকমল॥ শুনিতে এ বাক্য অতি উদ্বিগ্নহৃদয়। আজ্ঞা দিল যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে গদ্‌গদবচন। প্রভু করিবেন এই লীলাসঙ্গোপন॥ অদ্বৈত-আচার্য্য তর্জা করি পাঠাইল। তর্জা § প্রহেলীতে মনোবৃত্তি প্রকাশিল॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে।

"বাউলকে ‡ কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥ বাউলকে কহিও কাযে

---

* শ্রীখণ্ডগ্রামে॥

§ তর্জা,—উপহাস ( ঠাট্টা )। প্রহেলী,—হেঁহালী॥

‡ বাউল অর্থাৎ বাতুল ( উন্মত্ত )। আউল ( এলোগেলো বা উৎকৃষ্ট )॥

নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥” তর্জা-অর্থ প্রভু অন্য ছলে ব্যক্ত কৈল। সেই হৈতে সকল ভক্তের চিন্তা হৈল ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর কেবা জানে মর্ম্ম তাঁর। না জানি যে কখন করিবে অন্ধকার ॥ এত কহিতেই নেত্র-জলে সিক্ত হৈল। শ্রীনিবাসে ব্যাকুল দেখিয়া প্রবোধিল ॥ পথের সঙ্গতি করি দিল সেইক্ষণে। ঠাকুরের যে স্নেহ বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ শ্রীরঘুনন্দন আসি তথায় মিলিল। শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া প্রেবাবিষ্ট হৈল ॥ খণ্ডবাসী প্রভুর যতেক ভক্তগণ। যথাযোগ্য সবা সহ হইল মিলন ॥ সবা-কার স্থানে শীঘ্র হইয়া বিদায়। যাজিগ্রাম গিয়া সব নিবেদিল মায় * ॥ যত্নপূর্ব্বক বিদায় হইয়া মাতা স্থানে। চলিলেন নীলাচলে প্রভুর দরশনে ॥ মাঘ-শুক্লাপঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ। মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥ কৈশোর বয়স্ অতিসুন্দর শরীর। যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির ॥ কেহ কহে ইহঁ কোন রাজার তনয়। পদব্রজে চলে, অনুরাগ অতিশয় ॥ কেহ কহে ইহঁ হন গৌরপরিকর। নহিলে কেনে নেত্রে এত ধারা নিরন্তর ॥ কেহ কহে ইহাতে সন্দেহ কিছু নাঞি। সকল করিতে পারে গৌরাঙ্গগোসাঞি ॥ কেহ কহে অহে সে দেখিয়া গোরাচাঁদে। কি নারী পুরুষ কেহ স্থির নাহি বাঁধে ॥ কেহ কহে গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার। নীলাচলে দেখিলাম অদ্ভুত বিহার ॥ কেহ কহে উৎকলে

* মায়,—মাতাকে

ভাগ্যের সীমা নাই। সচল অচল দুই প্রভু এক ঠাঁই * ॥ কেহ কহে গৌর জগন্নাথ এক হয়। ইথে যার ভেদবুদ্ধি সেই যায় ক্ষয় ॥ এইরূপ কহে কত পথিক-সকলে। শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্রজলে ॥ আনন্দ-আবেশে শ্রীনিবাস চলি যায়। ক্ষেত্র হৈতে যে আইসে প্রণমে তাঁহায় ॥ প্রভু ভক্তগণের পুছেন সমাচার। শুনিতে সে সব কথা আনন্দ অপার ॥ উড়িয়া যাইতে পাথা, প্রভুরে প্রার্থয়। দিবা নিশি চলে পথে শ্রম না জানয় ॥ মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন। কত দূরে শুনিল চৈতন্য-সঙ্গোপন ॥ মহাপ্রভু অদর্শন এ বাক্য শুনিতে। যে দশা হইল, তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ কত শত করাঘাত করে নিজশিরে। ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ, নখে বক্ষঃ চিরে ॥ আপনা ধিক্কার করে কান্দিয়া কান্দিয়া। সে বিলাপ শুনি যায় পাষাণ গলিয়া ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বারবার। নেত্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার ॥ অতি কদর্থনে § হইল দিবা অবসান। নিশ্চয় করিল "দেহে না রাখিব প্রাণ" ॥ অগ্নিকুণ্ড করি তাহে করিব প্রবেশ। তবে সে ঘুচিবে মোর এ দারুণ ক্লেশ ॥ ঐছে বিচারিতে রাত্রি হৈল দণ্ড চারি। লইয়া প্রভুর নাম কান্দে উচ্চ করি ॥ প্রভু-ইচ্ছা মতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ। স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥ বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি শ্রীঅঙ্গ-সুন্দর। শ্রীমুখ-

---

* সচল মহাপ্রভু,—অচল জগন্নাথ ॥

§ অতিকষ্টে

মণ্ডল জিনি কোটি সুধাকর॥ আকর্ণপর্য্যন্ত দুই লোচন বিশাল। আজানুলম্বিত ভুজ গলে বনমাল॥ বরিষে অমৃত-ধারা মধুর হাসিতে। কে ধরে ধৈরয শোভা বারেক দেখিতে॥ ভকতবৎসল প্রভু ভুবনমোহন। স্বপ্ন-ছলে দেখা দিয়া রাখিল জীবন॥ শ্রীনিবাস-মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল। প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল॥

তথাহি শ্রীনৃসিংহকবিরাজকৃত-নবপদ্যে॥

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বাতিরোধানতাং *।
দুঃখোঽঘৈঃ স মুহুর্মুমূর্চ্ছ-ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্॥

শ্রীনিবাসে বাৎসল্য প্রকাশি ভগবান্। ক্ষণেক থাকিয়া স্বপ্নে হৈল অন্তর্দ্ধান॥ প্রভু অদর্শন হৈলে হৈল নিদ্রাভঙ্গ। বাঢ়িল বিচ্ছেদ দুঃখসমুদ্রতরঙ্গ॥ শ্রীনিবাসে মহাদুঃখী দেখি গৌরহরি। পুনঃ স্বপ্ন-ছলে কিছু কহে ধীরি ধীরি॥ গদাধর আদি মোর প্রিয়-পরিকর। নিরীখে তোমার পথ ব্যাকুল অন্তর॥

বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচল। এত কহি নিজ-হস্তে পোঁছে নেত্রজল॥ অতিস্নেহে আলিঙ্গন করি বার বার। অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু শচীর কুমার॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈল নিশি প্রভাত দেখিয়া। চলে শ্রীনিবাস প্রভু-চরণ চিন্তিয়া॥ নীলা-

* তিরোভাবং অদৃশ্যত্বমিত্যর্থঃ॥

চলে শ্রীনিবাস গেলা কত দিনে। শ্রীনরেন্দ্রশৌচ দেখি ধারা দু'নয়নে॥ শ্রীনরেন্দ্ররাজা শৌচ-মহাপাত্র * তার। এ দু'য়ের নামে সরোবর এ প্রচার॥ মহাপ্রভু জলক্রীড়া কৈল নরেন্দ্রেতে। এ সকল কথা পূর্ব্বে শুনিল গৌড়েতে॥ সে সকল ভাবিতে অধৈর্য্য হৈল মন। কতক্ষণ তীরে বসি করিলা ক্রন্দন। উথলিল প্রেমসিন্ধু নারে স্থির হৈতে §। ধরণী লোটায়, চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥ বাহ্য প্রকাশিয়া সিক্ত হৈয়া নেত্রনীরে। নরেন্দ্র প্রণমি চলিলেন ধীরে ধীরে॥ হইল অনেক রাত্রি বিচারিয়া মনে। সিংহদ্বার-সমীপে রহিল এক স্থানে॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া করে নামসঙ্কীর্ত্তন। নদীর প্রবাহ পারা ‡ ঝরে দু'নয়ন॥ ধরিতে না পারে অঙ্গ, লোটায় ভূমিতে। নিদ্রা আকর্ষণ হৈল প্রভুর ইচ্ছাতে॥ বলরাম সুভদ্রা সহিত জগন্নাথ। কৃপা করি স্বপ্নচ্ছলে হইল সাক্ষাৎ॥ কি অদ্ভুত বাৎসল্য কে বুঝে হেন রঙ্গ। নেত্র ভরি দেখিল, হইল নিদ্রাভঙ্গ॥ শ্রীনিবাস অতিশয় ব্যাকুল হইল। হেন-কালে এক বিপ্র তথায় আইল॥ তিঁহ কহে অহে বাপু ব্রাহ্মণ-কুমার। দুঃখে দগ্ধ হৈলা, নাহি ভক্ষণ তোমার॥ শ্রীমহাপ্রসাদ লহ করহ ভোজন। প্রসাদ সমর্পি তিঁহ হৈল অদর্শন॥ শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া বিচারিছে মনে। মোর ঐছে দুঃখ

* শৌচনামক নরেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী॥

§ সম্বরিতে ইতি পাঠান্তর॥

‡ পারা অর্থাৎ তুল্য। অথবা "তুল্য" পাঠান্তর॥

ইহঁ জানিল কেমনে॥ শ্রীমহাপ্রসাদ মোরে করি সমর্পণ। দেখিতে দেখিতে হইলেন অদর্শন॥ ঐছে বিচারিতে চিত্তে চিন্তাযুক্ত হৈল। হইয়া সাক্ষাৎপ্রায় প্রভু প্রবোধিল॥ প্রভু জগন্নাথ-অনুগ্রহে হর্ষমনে। শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সেই-ক্ষণে॥ নরেন্দ্রশৌচের জল জলপাত্রে ছিল। যত্নে হস্ত-প্রক্ষালন করি পান কৈল॥ প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন করে ধীরে ধীরে। কিছু নিদ্রা আকর্ষিল কতক্ষণ পরে॥ স্বপ্নে দেখে শ্রীগৌর বেষ্টিত পরিকর। দেবগণমধ্যে যেন শোভে পুরন্দর॥ গদাধর-পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি। পড়ে ভাগবতসুধা ঢালে রাশি রাশি॥ অশ্রু কম্প ভাবাদি ভূষিত সর্ব্বজন। হেন শোভা শ্রীনিবাস করেন দর্শন॥ মনের বাঞ্ছিত সব সফল হইল। কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গে অতিদুঃখ পাইল॥ পুনঃ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে মহাশয়। পুনঃ অকস্মাৎ কিছু নিদ্রা আক-র্ষয়॥ পুনঃ স্বপ্নে দেখে সেই সিংহদ্বার-পথে। আসিছেন গৌরচন্দ্র পরিকর সাঁথে॥ কনক-পর্ব্বত জিনি গৌরকলে-বর। আজানুলম্বিত ভুজ ভঙ্গী মনোহর॥ শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয়। হাসে মন্দ মন্দ সদা সুধাবৃষ্টি হয়॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নয়নকমল। পরিপূর্ণ প্রেমজলে করে টলমল॥ ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম। পরিধেয় অরুণবসন অনু-পাম ‡॥ ঝলমল করে দিক্ অঙ্গের শোভায়। নিজ-প্রেমে মহামত্ত চলে সিংহপ্রায়॥ হেন শোভা দেখিতেই হইল

‡ তুলনারহিত॥

বিহ্বল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥ ধরণী লোটা'য়ে পড়ে প্রভুর চরণে। করুণ-নয়নে প্রভু চায় ভৃত্যপানে॥ হাসি প্রভু কহে দুঃখ না ভাবিহ আর। তোমার হৃদয়ে সদা বিশ্রাম আমার॥ এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা দয়াময়। নিদ্রাভঙ্গ হৈল দেখে প্রভাত-সময়॥ অনেক যতনে স্থির হৈয়া সেই-ক্ষণে। মার্কণ্ডে * চলেন জিজ্ঞাসিয়া কোন জনে॥ প্রাতঃ-কৃত্য করি কৈল মার্কণ্ডেতে স্নান। শ্রীনিবাসে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন॥ শ্রীনিবাস চলয়ে মার্কণ্ডে প্রণমিয়া। তথা কোন বৃদ্ধে পুছে অতি-ব্যগ্র হৈয়া॥ গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী আছে কোথা ?। তিঁহ কহে লইয়া যাইব, তিঁহ যথা॥ এত কহি শ্রীনিবাস-সঙ্গে আগে যায়। উলটি উলটি শ্রীনিবাস-পানে চায়॥ শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী † মনো-হর। দেখাইল এথানে রহেন গদাধর॥ যাহ বাপু তার দশা কি কব তোমারে। প্রভুর বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিতে না পারে॥ ক্ষেত্রশূন্য হৈল ভাগ্য-মন্দ মো সবার। এত কহি গেলা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ উদার॥ শ্রীনিবাস দেখি তার কাতর অন্তর। প্রণমিয়া তারে কৈল বিনতি বিস্তর॥ অতি-শীঘ্র শ্রীগোপী-নাথের আগে গিয়া। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া॥ অনিমিখ নেত্রে দেখে শ্রীমুখ-সুন্দর। অশ্রু কম্পে পরিপূর্ণ হৈল কলেবর॥ শ্রীনিবাসে দেখি সবে পুছে ব্যগ্রচিত্তে। কার পুত্র, কি নাম, আইলা কোথা হৈতে ?॥ শুনি কহে

* মার্কণ্ডনামক সরোবরে॥ † পুষ্পোদ্যান॥

গৌড়দেশ হইতে আগমন। শ্রীনিবাসনাম-বিপ্র চৈতন্য-নন্দন॥ শুনিয়াই এই বাক্য ভাসে প্রেমজলে। সবাই ধাইয়া শ্রীনিবাসে করে কোলে॥ কেহ গেলা শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামির স্থানে। তিঁহ একা বসিয়াছেন পরম-নির্জনে॥ যে অদ্ভুত দশা তাহা কহনে যায়। সেই জানে, সে সময়ে যে দেখিল তায়॥ হেমপুঞ্জ জিনি অঙ্গ-বলনি সুন্দর *। হইল মলিন যেন দিবা ‡ শশধর॥ দেখিতে চাঁদের সাধ যে মুখমণ্ডল। শুখাইল যেন বারিবিহীন কমল॥ অরুণ-কমল-নেত্রে ধারা নিরন্তর। ভিজয়ে সে সকল কোমল-কলেবর॥ সম্মুখে শ্রীভাগবত, তাহা ভিজি যায়। কিছু স্মৃতি নাই অগ্নি জলয়ে হিয়ায়॥ অত্যন্ত গদ্গদ-কণ্ঠ শ্লোক উচ্চারিতে। মহাধীর শ্রীপণ্ডিত নারে স্থির হৈতে॥ শ্রীগৌরসুন্দর বলি মুদয়ে নয়ান। ছাড়য়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সমান॥ গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর। যেরূপ হইল তাহা প্রভু-অগোচর॥ শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে। আছয়ে জীবন-মাত্র নিশ্চল-শরীরে॥ কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল প্রভু-ইচ্ছা-মতে। হেনই সময়ে কেহ কহে যোড়হাতে॥ শ্রীগৌড় হইতে আইলেন শ্রীনিবাস। যাঁর পিতা নাম বিপ্র-শ্রীচৈতন্যদাস॥ শুনি কহে আন দেখি জুড়াই নয়ন। শ্রীনিবাসে লইয়া গেলেন সেইক্ষণ॥ শ্রীনিবাস-চাহি প্রভু গদাধর-পানে।

* বলনি,—নির্ম্মাণ (গড়ন)॥

‡ দিনের চন্দ্রতুল্য মলিন॥

ভূমে পড়ি প্রণময়ে ধারা দু’নয়নে ॥ পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীনিবাসে নিরখিয়া। উঠিলেন শীঘ্র দুই বাহু পসারিয়া ॥ আইস বাপু বলি তুলি লইলেন কোলে। শ্রীনিবাসে স্নান করাইল নেত্রজলে ॥ পরমবাৎসল্যে বসাইয়া নিজপাশে। সুমধুর বাক্যে স্থির কৈল শ্রীনিবাসে ॥ যদ্যপি শ্রীপ্রভুর বিয়োগে মহাদুঃখ। তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি পায় সুখ ॥ যত্ন করি কহে নিজ-লোক সঙ্গে দিয়া। শ্রীনিবাসে আনহ সর্ব্বত্র মিলাইয়া ॥ এথা পরস্পর শুনিলেন ভক্তগণ। পণ্ডিতের পাশে শ্রীনিবাসের গমন ॥ সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসেরে দেখিতে। শ্রীনিবাস গেলা সার্ব্বভৌমের বাটীতে ॥ তথায় শ্রীরায়-রামানন্দের গমন। দোঁহে বসি গায় গৌরচন্দ্র-গুণগণ * ॥ শ্রীনিবাস গিয়া দোঁহে দর্শন করিল। ভূমিতে পড়িয়া দুই চরণ বন্দিল ॥ মহাশোকসমুদ্রে ভাসয়ে দুই জনে। শ্রীনিবাসে দেখি সুখ উপজিল মনে ॥ দোঁহে উঠি শ্রীনিবাসে কৈল আলিঙ্গন। প্রেমজলে কৈল শ্রীনিবাসেরে সিঞ্চন ॥ পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে। নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে ॥ দেখি শ্রীনিবাস-দশা কান্দে দুই জন। পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে করে আলিঙ্গন ॥ দোঁহার বাৎসল্য কিছু কহনে না যায়। করে ধরি দোঁহে নিজ-নিকটে বসায় ॥ দোঁহে মহাধীর মহামধুর বচনে। শ্রীনিবাসে স্থির করিলেন কতক্ষণে ॥ সঙ্গে যে

* গুণসমূহ

আছিল তারে কহে মৃদুভাষে। সর্ব্বিষ্ণ মিলাও প্রা' নহে মন। বাসে॥ চলিলেন শ্রীনিবাস বিহ্বল অন্তর। যথা বা···ণমিলা পণ্ডিত-বক্রেশ্বর॥ ভূমে পড়ি তাঁর পাদপদ্মে প্রণমিল ঞ্জ- শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপণ্ডিত সুখী হৈলা॥ আইস বাপ ব না তুলি লইলেন কোলে। শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে স বসাইল নিকটে বাৎসল্য অতিশয়। অঙ্গে হস্ত দিয়া কথ খ কহে সুধাময়॥ ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে। বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা-দ্বারে॥ এত কহি অধৈর্য্য হইলা মহাশয়। পরম-বাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়॥ যদ্যপিহ শ্রীনিবাসে নারয়ে ছাড়িতে। তথাপিহ আজ্ঞা দিল সবারে মিলিতে॥ শ্রীনিবাস পুনঃ প্রণমিয়া শ্রীচরণে। চলিলেন অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে॥ শ্রীপরমানন্দ আদি সন্ন্যাসি-সকল। প্রভুর বিয়োগে সবে অত্যন্ত বিকল ‡॥ বসিয়া উঠিতে শক্তি নাহিক কাহার। প্রভুর ইচ্ছাতে দেহ আছয়ে সবার॥ মৃতপ্রায় হইয়া আছয়ে নিরজনে *। দিবস রজনী স্মৃতি নাহি কারু মনে॥ শ্রীনিবাস যাইয়া করিল দরশন। মহাযত্নে বন্দিলেন সবার চরণ॥

শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার হর্ষোদয়। ভূমি হৈতে তুলি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়॥ শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইল যেন প্রাণ।

‡ বিকল অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে অক্ষম॥

* নির্জনে॥

শ্রীনিবাসে করাইলা স্নান ॥ শ্রীনিবাস হৈল মহা-ভূমে পড়ি বিহ্বল। মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে নেত্রজল ॥ শ্রীনিবাস স্থির করি কতক্ষণ পরে। আজ্ঞা দিল যাহ বাপু মিলহ বাহিরে ॥ শ্রীনিবাস গেলা শিখি-*-মহাতি-ভবন। বহু জন-সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥ শ্রীনিবাস প্রণমিতে কৈলা সবে কোলে। শ্রীনিবাস ভিজে তা' সবার নেত্রজলে ॥ শ্রীনিবাস কহে কিছু কান্দিতে কান্দিতে। শুনিয়া সে সব বাক্য নারে (১) স্থির হৈতে ॥ কানাইখুটিয়া কহে শুন শ্রীনিবাস। আজি তুমি কৈলা অন্ধ-নয়ন প্রকাশ ॥ ভগ্নীর সহিত শিখিমহাতি কহয়ে। তোমায় দেখিব, তাই জীবন আছয়ে ॥ শ্রীপট্টনায়ক বাণীনাথ আদি যত। শ্রীনিবাসে কোলে করি কহে এই মত ॥ আজ্ঞা দিল শ্রীনিবাসে রাখি কতক্ষণ। মিলহ সর্ব্বত্র দেখি জুড়া'ক নয়ন ॥ আজ্ঞা পাঞা শ্রীনিবাস সজলনয়নে। চলিলেন গোবিন্দ শঙ্কর দরশনে ॥ দেখে গিয়া দুইজন নির্জ্জনে বৈসয়ে। গৌরাঙ্গ-বিয়োগে শুষ্ক, বাতাসে হালয়ে ॥ শ্রীনিবাস দুহুঁ আগে পড়ে ভূমিতলে। দোঁহে শ্রীনিবাসে তুলি করিলেন কোলে ॥ কহিলেন কত কথা ব্যাকুলহিয়ায়। শুনিতে সে সব দুঃখ পাষাণ মিলায় ‡ ॥ শ্রীনিবাস উচ্চৈঃস্বরে করয়ে ক্রন্দন। ভূমিতে পড়িয়া হইলেন অচেতন ॥ শ্রীনিবাস-দশা দেখি দোঁহে স্থির করে। যত্নে আজ্ঞা দিল

* শিখিমহাতি একজন ভক্ত ॥ (১) পারে না ॥

‡ মিলায় অর্থাৎ গলিয়া যায় ॥

সাই মিলহ সবারে॥ চলিলেন শ্রীনিবাস স্থির নহে মন। গোপীনাথ-আচার্য্যের কৈল দরশন॥ ভূমিতলে পড়ি প্রণমিল তাঁর পায়। তিঁহ কোলে কৈল অতিব্যাকুল-হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বলি প্রেমজলে ভাসে। কোলে করি ছাড়িতে না পারে শ্রীনিবাসে॥ শ্রীনিবাস কান্দে তাঁর চরণ ধরিয়া। সে দশা দেখিতে কে ধরিতে পারে হিয়া॥ কতক্ষণে গোপীনাথ আপনা সম্বরি *। শ্রীনিবাসে পাশে বসাইল স্থির করি॥ ধীরে ধীরে কহে কথা অমৃতের ধার। তোমারে দেখিতে সাধ ছিল সবাকার॥ এই কত দিন প্রভু হৈল অদর্শন। তদিচ্ছায় নহিল তোমার আগমন॥ দুঃখ না ভাবিহ আরে বাপু শ্রীনিবাস। তোমার হৃদয়ে সদা প্রভুর বিলাস॥ ঐছে কত কহি আজ্ঞা দিল মিল সবে। চলিলেন শ্রীনিবাস সে দর্শন-লোভে॥ এইরূপ সর্ব্বত্র মিলিলা প্রেমাবেশে। সবেই করিল কৃপা প্রিয় শ্রীনিবাসে॥ প্রভুর বিয়োগে দশা যেরূপ সবার। লক্ষ লক্ষ মুখে কেবা পারে বর্ণিবার॥ শ্রীবিগ্রহ মৌনমুদ্রারূপে ‡ রহে যৈছে। শ্রীনিবাস সর্ব্বত্র দেখিল সবে তৈছে॥ প্রিয়-শ্রীনিবাসে কৃপা করিবার তরে। এ হেন বিয়োগে প্রাণ রহিল শরীরে॥ স্বরূপের রঘুনাথে দর্শন না পাঞা। কান্দে শ্রীনিবাস অতিব্যাকুল হইঞা॥ প্রভুর

* সম্বরি,—নিজে ধীর হইয়া॥

‡ মৌনমুদ্রারূপে অর্থাৎ নিশ্চলভাবে

বিয়োগ স্বরূপের অদর্শন। মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন॥ এই হেতু দেখা না হইঁল তাঁর সনে। করিল বিলাপ বহু স্বরূপ-সদনে *॥ রঘুনাথ ছিলা যথা সে স্থান দেখিয়া। ছাড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস সে গণ সোঙরিয়া॥ শ্রীরঘুনাথের গুণ বর্ণিবেক কে। শ্রীযদুনন্দন-আচার্য্যের শিষ্য যে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দশমাঙ্কে

যিযাসূন্ প্রতি শিবানন্দবাক্যং। ৬০৫ পৃঃ।

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যস্য নিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং §॥

শুনিলেন প্রতাপরুদ্রের সমাচার। যৈছে তাঁর চেষ্টা, তাহা কহে সাধ্য কার॥ প্রভু-কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যমানে। পুত্রে রাজ্য সমর্পিলা মঙ্গল-বিধানে॥ বাসুদেব-সার্ব্বভৌম রামানন্দ-সনে। নিরন্তর মগ্ন প্রভু-চরিত্র কীর্ত্তনে॥ পরম আনন্দে দিবা রাত্রি গোঙাইতে। অকস্মাৎ উদ্বেগে নারয়ে স্থির হৈতে॥ হেনকালে প্রভু-অদর্শন-কথা শুনি। অঙ্গ-আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী॥ শিরে করাঘাত করি হৈলা

* সদনে অর্থাৎ গৃহে॥

§ তিষ্ঠতামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, তিষ্ঠতাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ নীলাচল-বাসী সকলেরই পরিচিত॥

অচেতন। রায়-রামানন্দমাত্র রাখিল জীবন॥ প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে। নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রজলে। না হইল রাজার দর্শন নীলাচলে॥ ঐছে কত জন সঙ্গে না হইল দেখা। মানে নিজ-দুর্দ্দৈব দুঃখের নাই লেখা॥ শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি দেখিলা॥ ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর। নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর॥ শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পূর্ব্বে যে শুনিল। সে সব চিন্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইল॥ হা হা প্রভু হরিদাস বলিতে বলিতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ অলৌকিক প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন। প্রভু-ইচ্ছামতে * মাত্র হইল চেতন॥ ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে। শ্রীনিবাসে স্থির কৈল সস্নেহবচনে॥ পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া। যে বিলাপ কৈল তা' শুনিতে দ্রবে হিয়া॥ সঙ্গে যে ছিলেন তিঁহ যত্নে শ্রীনিবাসে। লইয়া গেলেন শীঘ্র পণ্ডিতের পাশে॥ পণ্ডিত-গোসাঞি পুনঃ করিলেন তারে। ইহেঁ লৈয়া যাহ জগন্নাথ দেখিবারে॥ সিংহদ্বার-পথে চলিলেন শ্রীনিবাস। অত্যদ্ভুত তেজঃ যেন সূর্য্যের প্রকাশ॥ ধূলায় ধূসর সে কোমল-কলেবর। অরুণ-নয়ন-জলে ভাসে নিরন্তর॥ যে বারেক নিরীখয়ে শ্রীনিবাস-পানে। সে অতি অধৈর্য্য,

* অর্থাৎ প্রভুই ইচ্ছাপূর্ব্বক ভক্তবর শ্রীনিবাসকে চেতন করিলেন।

ধারা বহয়ে নয়নে ॥ কেহ শ্রীনিবাস আগে চলয়ে ধাইয়া। গমনের শোভা দেখে সম্মুখে রহিয়া॥ কেহ কহে অহে ভাই দেখ শ্রীনিবাসে। ইহার হৃদয়ে কৃষ্ণচৈতন্য বিলাসে॥ কেহ কহে যে কহিলে এই ত সম্ভব। নহিলে কি এত স্নেহ করে ভক্ত গণ॥ প্রভুর বিয়োগে ভক্ত রহে মৃতপ্রায়। তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি সুখ পায়॥ কেহ কহে মো সবার ঘুঁচাইতে ব্যথা। শ্রীনিবাসে জগন্নাথ আনিলেন এথা॥ কেহ কহে পূর্ব্বে প্রভু যে আজ্ঞা করিল। তাহা মো সবার নেত্রে প্রত্যক্ষ হইল॥ কেহ কহে অলপ বয়স্ সুকুমার। দেখিতে এ দশা প্রাণ বিদরে আমার॥ এইরূপ কত কথা কহে পরস্পরে। শ্রীনিবাস আসি প্রণমিলা সিংহদ্বারে॥ প্রথমেই পতিতপাবনে নিরখিয়া। চলিলেন কিছু আগে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ আপনাকে দীনহীন মানে নিরন্তর। নৃসিংহদেবের স্তুতি করেন বিস্তর॥ অতিযত্নে প্রণমিয়া নৃসিংহদেবেরে। সাবধানপূর্ব্বক প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে॥ সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষি (১) রহে দূরে দাঁড়াইয়া। নীলাচলচন্দ্রে দেখে নয়ন ভরিয়া॥ নীলাচলচন্দ্রের মাধুর্য্য মনোহর। সজল-জলদ ঘটা (২) জিনি কলেবর॥ শ্রীপদ্মলোচনদ্বয় ত্রিভু-

(১) অর্থাৎ শ্রীনিবাস শ্রীমন্দিরে দাঁড়ানকালে নিজ প্রেমময় ও সুন্দর মূর্ত্তিতে সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন॥

(২) ঘটা,—সমূহ।

বন শোভা। কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের শোভা॥ পরম অদ্ভুত বাহু ভঙ্গীর সুসমা। নানারত্ন-ভূষণে ভূষিত মনোরমা॥ বিবিধ পুষ্পের মালা চরণপর্য্যন্ত। ক্রমে বিলসয়ে শোভা কে করিবে অন্ত॥ নানাপুষ্পচূড়া চারুশিরে সুশোভয়। ঝলকে ললাটে কোটি কন্দর্পবিজয়॥ ঐছে জগন্নাথদেবে করি সন্দর্শন। বলদেবচন্দ্রে দেখি জুড়ায় নয়ন॥ ইন্দু কুন্দ চন্দন রজতগিরি জিনি (১)। ঝলমল করে অঙ্গ অদ্ভুত-লাবণি (২)॥ শ্রীমুখচন্দ্রের শোভা ভুবন ভুলায়। নেত্রপদ্ম-ভঙ্গীতে কন্দর্প মূর্চ্ছা পায়॥ নিরুপম ভুজ চারু ললাট শোভিত। নানারত্ন পুষ্পের ভূষণে বিভূষিত॥ হেন বলরাম-শোভা দেখে শ্রীনিবাস। ধরিতে না পারে অঙ্গ বাঢ়য়ে উল্লাস॥ শ্রীসুভদ্রা-মুখপদ্ম করিয়া দর্শন। নেত্র ভরি দেখিলেন চক্র-সুদর্শন॥ শ্রীজগন্নাথের প্রিয়সেবক উল্লাসে। শ্রীমালা প্রসাদ বস্ত্র দিল শ্রীনিবাসে॥ চক্রবেড় (৩) মধ্যেতে যতেক দেবালয়। মহাযত্নে সকল দেখিল মহাশয়॥ শ্রীনিবাসে যেঁহ করাইলেন দর্শন। তিঁহ হৈয়া আইলা গোপীনাথের ভবন॥ পুনঃ গোপীনাথ-পাদপদ্ম নিরখিল। অতি সে সৌন্দর্য্য সুধাসমুদ্রে ডুবিল॥ শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামির নিকটে

(১) রজতগিরি,—কৈলাসপর্ব্বত। যে বলদেবের অঙ্গ চন্দ্র, কুন্দপুষ্প, চন্দন এবং কৈলাসশৈল হইতেও সমধিক ধবল ও মনোহর॥

(২) অদ্ভুতলাবণি,—আশ্চর্য্য লাবণ্য॥

(৩) চক্রবেড়,—গোল প্রাচীরমধ্যে॥

পুনঃ গেলা। তিঁহ মহাপ্রসাদ সেবনে আজ্ঞা দিলা॥ শ্রীনিবাস বৈসে মহাপ্রসাদ সেবনে। নেত্রে অশ্রুধারা বহে প্রসাদ-দর্শনে॥ আশ্চর্য্য সৌরভ পাই হৃদয় উথলে। মহা-যত্নে ভুঞ্জয়ে প্রণমি ভূমিতলে॥ কত নৈব নাম সে প্রসাদ নানাভাতি। ভুঞ্জিলেন শ্রীনিবাস ভক্তিরসে মাতি॥ শ্রীমহা-প্রসাদ সেবা করি কতক্ষণে। চলিলেন শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামির স্থানে॥ পণ্ডিত-গোসাঞি মহাবিরহে জর্জ্জর। দু'নয়নে প্রেম-ধারা বহে নিরন্তর॥ প্রসাদ সেবনে জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনিবাসে। পরমবাৎসল্যে বসাইলা নিজপাশে॥ কি অপূর্ব্ব স্নেহে পুনঃ কহে আধ আধ। ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ॥ পড়াইতে তোমারে আমারো ছিল সাধা। কারে কি কহিব, হৈল বিপরীত বাধা॥ এত কহি কিছুকাল রহে মৌন ধরি। চাহে শ্রীনিবাস-পানে আপনা সম্বরি॥ মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগ-বত-অর্থ কহে। যাঁহার শ্রবণে কোন সন্দেহ না রহে॥ শ্রীনি-বাসে দেখ এই কৃপার অবধি। এ হেন সময়ে শুনায়েন যথাবিধি॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে বৃন্দাবন যা'বে। তথা এ সকল মনোরথ পূর্ণ হ'বে॥ এথা যে আছেন গ্রন্থ, তাহা জীর্ণ হৈল। এত কহি শ্রীনিবাসে গ্রন্থ আনি দিল॥ শ্রীনিবাস শ্রীগ্রন্থে করিয়া নমস্কার। অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রু-ধার॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভু গদাধর নেত্রজলে। মধ্যে মধ্যে বর্ণ-লোপ পাঠ নাহি চলে॥ দেখিতে দেখিতে যৈছে হৈলা শ্রীনিবাস। তাহা দেখি গোসাঞের চিত্তে হৈল ত্রাস॥ কি

অপূর্ব্ব স্নেহ স্থির করি শ্রীনিবাসে। করিলেন অনুগ্রহ অশেষবিশেষে ॥ শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামির বাৎসল্য চমৎকার। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ শ্রীনিবাসে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল। সর্ব্বত্র বিদায় শীঘ্র হইতে কহিল ॥

পণ্ডিতের প্রাণসম দাস গদাধর। তাঁর লাগি করিলেন আক্ষেপ বিস্তর ॥ খণ্ডবাসী নরহরি আদি যত জনে। কহিতে কহিল যা', তা' দুষ্কর শ্রবণে ॥ গোস্বামির ঐছে আজ্ঞা শুনি শ্রীনিবাস। মাথায় ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল আকাশ ॥ লঙ্ঘিতে না পারে আজ্ঞা, ব্যাকুল হইয়া। যে কৈল বিলাপ, তা' শুনিতে ফাটে হিয়া ॥ কায়মনোবাক্যে কৈল চরণ বন্দন। প্রদক্ষিণ করি কৈল অনেক রোদন ॥ শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণমিয়া। চলিলেন শ্রীনিবাস আত্মসমর্পিয়া ॥ শ্রীজগন্নাথের গিয়া করিল দর্শন। অনেক প্রার্থনা কৈল করিয়া রোদন ॥ ক্ষেত্রবাসী সকল-ভক্তের স্থানে গিয়া। করয়ে প্রণাম বহু ভূমে লোটাইয়া ॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার। সে দশা দেখিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥ প্রেমাবেশে করে সবে দৃঢ় আলিঙ্গন। শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জন ॥ ব্যাকুল হইয়া সবে বিদায় করিল। কহিল যে সব, তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ মরি মরি স্নেহের বালাই লৈয়া মরি। রহিলেন সবে সে গমন-পথ হেরি ॥ কেহ কেহ সঙ্গেতে চলিয়া কত দূরে। সুসঙ্গ করিয়া দিল গৌড়ে যাইবারে ॥ শ্রীনিবাস গৌড়দেশে গমন করিল।

পণ্ডিত-গোস্বামির স্থানে সবে জানাইল॥ শ্রীনিবাসে পাঠা-ইয়া হৈল যে প্রকার। তাহা কি কহিব চিত্তে সংশয় সবার॥ এথা শ্রীনিবাস চিন্তা করে অনুক্ষণ। পুনঃ কি পাইব শ্রী-গোসাঞির দর্শন॥ ঐছে বহু আশঙ্কা সে চরণ ভাবিয়া। নির্ব্বিঘ্নে আইলা খণ্ডে ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীনিবাসে দেখিয়া ঠাকুর-নরহরি। করিলা ক্রন্দন শ্রীনিবাস-গলা ধরি॥ শ্রীনি-বাসে যত্নে জিজ্ঞাসেন সমাচার। শ্রীনিবাস কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ প্রভুর বিয়োগ যৈছে প্রভুপরিকর। বিস্তারি কহিতে নারে ব্যাকুল অন্তর॥ পণ্ডিত গোসাঞির কথা কহিতে কহিতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ শ্রীনিবাস-দশা দেখি প্রভু নরহরি। অনেক যতনে স্থির কৈলা বক্ষে ধরি॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রভুগণ। শ্রীনিবাসে দেখি স্থির নহে কোন জন॥ যে প্রকার হৈল, তাহা কহিতে কি পারি। সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর-নরহরি॥ শ্রীনিবাস সেই রাত্রি রহিয়া খণ্ডেতে। প্রাতঃকালে পুনঃ চলিলেন ক্ষেত্রপথে॥ মনে বিচারয়ে গোসাঞির স্থানে গিয়া। রহিব এবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া॥ এইরূপ নানা কথা উপজে অন্তরে। দেখিলেন কত জন আইসে কত দূরে॥ ব্যগ্র হৈয়া তা' সবারে পুছে সমাচার। কেবা কি কহিবে হিয়া বিদীর্ণ সবার॥ কতক্ষণে কহিলেন করিয়া ক্রন্দন। শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামী হইলা অদর্শন॥ শ্রীনিবাস ব্যাকুল এ বাক্য-বজ্রা-ঘাতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ শ্রীনিবাসে

দেখি সবে করে হায় হায়। কেনে বা কহিনু মোরা এ কথা ইহাঁয়॥ কেহ কহে জিজ্ঞাসিলে কহিতেই হয়। এবে ঐছে করহ জীবন যৈছে রয়॥ শ্রীনিবাসে লইয়া ব্যাকুল সর্ব্বজন। বিবিধ প্রকারে করাইলেন চেতন॥ শ্রীনিবাস তা' সবার-পানে নিরখিয়া। ধরে করাঘাত শিরে উনড়য়ে* হিয়া॥ হা হা প্রভু গদাধর কহে বার বার॥ তেজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ নেত্রে অশ্রুধার॥ ক্ষণে কহে অহে প্রভু নির্দ্দয় হইয়া এই হেতু মো অজ্ঞেরে দিলা পাঠাইয়া॥ এইরূপ অনেক কহয়ে আর্ত্তনাদে। শুনিতে সে সব বাক্য পশু পক্ষী কাঁদে॥ কত রাত্রে নিদ্রায় নিশ্চল কলেবর। স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রবোধিলা গদাধর॥ তদাপিহ শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। হা হা প্রভু-গৌর গদাধর বলি কান্দে॥ ক্ষিপ্তপ্রায় যাজপুর-গ্রাম-সন্নিধানে। ভ্রমে কত দূরে কিছু স্মৃতি নাই মনে॥ একদিন স্বপ্নে গৌরগদাধর-সনে। স্নেহে শ্রীনিবাসে স্থির করিলা যতনে॥ নবদ্বীপ হইয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন। এত কহি দোঁহে হইলেন অদর্শন॥ স্বপ্নভঙ্গে শ্রীনিবাস নারে স্থির হৈতে। গৌড়দেশে যাত্রা কৈল রজনী-প্রভাতে॥ প্রেমাবেশে নিরন্তর ঝরয়ে নয়ান। যে বারেক দেখে সে ধরিতে নারে প্রাণ॥ কিবা সে গমন একা চলে রাজপথে। সেই পথে কত জন আইসে গৌড় হৈতে॥ শ্রীনিবাসে দেখি যাই কেহ কেহ কয়। শুনিয়াছি শ্রীনিবাস সেই এই হয়।

*উমড়য়ে,—গুমড়িয়া উঠে

নীলাচল হৈতে ইহঁ আইসে অল্পদিনে। গৌড়ের বৃত্তান্ত বুঝি কিছু নাহি জানে॥ ঐছে কত কহি সবে নিকটে আইসে। শ্রীনিবাস তা' সবারে যতনে জিজ্ঞাসে॥ কোথা হৈতে আইলা, কেনে ক্ষীণ কলেবর। পুনঃ পুনঃ পুছে কিছু না পায় উত্তর॥ কেহ অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন। নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে হৈলা অদর্শন॥ শুনিতেই অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে। নিশ্চয় করিল, প্রাণ না রাখিব ধড়ে॥ কেশ ছিঁড়ি হস্তাঘাত করয়ে মাথায়। কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শুনি পাষাণ মিলায়॥ কি হৈল কি হৈল বলি নখে বক্ষঃ চিরে। ঊর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বারে বারে॥ হা হা গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর। হা হা শ্রীস্বরূপ-প্রভু প্রাণের দোসর॥ মো হেন অধমে এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে। অসময়ে জন্মাই রাখিলা পৃথিবীতে॥ করিব উচিত, প্রাণ যৈছে বাহিরায়। প্রভাতে জ্বালিয়া অগ্নি প্রবেশিব তায়॥ ঐছে মহাদুঃখে দণ্ড রাত্রিশেষ কৈল। প্রভু-ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥ স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়। শ্রীনিবাস আগে আসি হইলা উদয়॥ কনক-অরুণ কিবা নিতাইর তনু। ঝলমল করে জিনি প্রভাতের ভানু॥ পিরিতি অমিয়া § মাখা মধুর লাবণি। সে নব ভঙ্গীতে কোটি মদন-নিছনি॥ বদনসৌন্দর্য্য কিবা তাহে মৃদু হাস। যেন সুনির্ম্মল কোটি-চান্দের প্রকাশ॥ শিরে সুকুন্তল চারু তিলক কপালে। শ্রবণে

§ অমিয়া,—অমৃত।

কুণ্ডল গণ্ডতটে ঝলমলে ॥ ভুরু-ভৃঙ্গপাঁতি নেত্রকমল বিশাল। শুকচঞ্চু নাসা কুন্দদশন রসাল ॥ পরিসর বক্ষঃ কি মধুর মহিমা। আজানুলম্বিত বাহু সুষমার * সীমা ॥ ত্রিবলি-বলিত নাভি গভীর মধুর। ক্ষীণ কটি সিংহের গরব করে দূর ॥ উলট ‡ কদলী জানু জগৎ মোহয়। চরণে নূপুর বীণা চলিতে বাজয় ॥ করে চারু লগুড় * কনক-মণিময় ॥ বারেক দেখিতে দ্রবে পাষাণহৃদয় ॥ অদ্বৈত-গোসাঞি-শোভা পরমসুন্দর। কনকপর্ব্বত জিনি তনু মনোহর ॥ ললাটে তিলক, গলে তুলসীর দাম। সুদীর্ঘ লোচন দেখি মূরুছয়ে কাম ॥ চান্দের গরব নাশে হাসিমাখা মুখ। দশন-ছটায় যেন বরিষয়ে সুখ ॥ আজানুলম্বিত বাহু করিশুণ্ড জিনি। পরিসর বুক কিবা ক্ষীণ মাজাখানী ॥ উরু নিরুপম চারু চরণমাধুরী। দেখিলে মাতয়ে জগতের নর নারী ॥ হেন দুই প্রভুরে দেখিয়া শ্রীনিবাস। ভাসয়ে নয়নজলে বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ লোটাইয়া পড়িল দোঁহার পদতলে। দুঁহু পাদ-পদ্ম সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ নিতাই অদ্বৈত দোঁহে দেখি শ্রীনিবাসে। ভাসাইল প্রেমজলে মনের উল্লাসে ॥ পসা-রিয়া বাহু অতিবাৎসল্যহৃদয়। শ্রীনিবাসে কোলে করি যত্নে প্রবোধয় ॥ তুমি যে করিলা মনে সে উচিত নহে। সাধিব

* সুষমা,—পরমশোভা ॥

‡ উলট,—ঊর্দ্ধমূল কদলী ॥

* লগুড়,—লাঠী ॥

অনেক কার্য্য তোমার এ দেহে॥ গৌড়ে তোমা দেখিতে উদ্বিগ্ন বহু জন। তা' সবারে দেখি শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥ ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে স্থির কৈল। পুনঃ শ্রীনিবাস প্রভুপদে প্রণমিল॥ শ্রীনিবাস-মাথে দোঁহে ধরিল চরণ। পরমবাৎসল্যে কৈল পুনঃ আলিঙ্গন॥ শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া দুই জনে। দোঁহে অদর্শন হইলেন সেইক্ষণে॥ নিদ্রা-ভঙ্গে শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইল। রজনী-প্রভাতে তথা হৈতে যাত্রা কৈল॥ কিছু দিনে উৎকলের সীমা ছাড়াইলা। মধ্য-দেশ হৈয়া গৌড়দেশে প্রবেশিলা॥ খণ্ডে গিয়া প্রভু-প্রিয়-গণ দর্শনেতে। যে হইল পরস্পর, না পারি বর্ণিতে॥ শ্রী-প্রভুর স্বপ্নাদেশ করিয়া স্মরণ। নবদ্বীপ-পথপানে করয়ে গমন॥ লোকমুখে শুনে নদীয়ার সমাচার। না ধরে ধৈরয নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ নবদ্বীপ যাইতে উদ্বেগ বাঢ়ে মনে। দুই দিবসের পথ চলে একদিনে॥ পথেতে যাইতে চিত্তে উপজয়ে যাহা। একমুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা॥ শ্রীশ্রীনিবাসের এই নদীয়া-গমন। যে করে শ্রবণ, তারে মিলে ভক্তিধন॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তি-রত্নাকর কহে দাস-নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরিত-বর্ণনে তন্নীলাচলগমনং পুনর্গৌড়াগমনং নাম তৃতীয়স্তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

## চতুর্থ তরঙ্গ।

—o:+:o—

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীর নন্দন। অনাথের নাথ ভক্তজনের জীবন॥ জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয়। ভুবনপাবন প্রভু অতিদয়াময়॥ জয় জয় গদাধর মাধবনন্দন। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ নবদ্বীপপ্রান্তে শ্রীনিবাস ব্যগ্র হঞা। করয়ে ক্রন্দন নবদ্বীপ-পানে চাঞা॥ বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলা কতক্ষণ। অনেক যতনে কৈল ধৈর্য্যাবলম্বন॥ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বিলাস আশ্চর্য্য। সে সব ভাবিতে পুনঃ হইল অধৈর্য্য॥ নবদ্বীপ-প্রবেশিতে দেখে চমৎকার। ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভুর প্রকটবিহার॥ (পরম অদ্ভুত গৌরাঙ্গের গুণগাই। নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই॥ ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন ঘরে ঘরে। আনন্দের নদী বহে নদীয়ানগরে॥) দেখি আত্মবিস্মরিত হৈল শ্রীনিবাস। কে কহিতে পারে যৈছে বাঢ়িল উল্লাস॥ ঐছে কতক্ষণ দেখি, দেখে তার পর। দুঃখের সমুদ্রে সবে ভাসে নিরন্তর॥ শ্রীনিবাস বিস্মিত হইয়া আগে যায়। প্রভুর আলয় কোথা সবারে শুধায়॥ কেহ কিছু নাহি কহে ভাসে নেত্রজলে। শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া

পথে চলে ॥ হা হা গৌর-গদাধর প্রাণনাথ বলি। করয়ে ফুৎকার ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলি ॥ হা হা প্রভু-নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়। এত কহি হৈলা মহা অধৈর্য্যহৃদয় ॥ পাষাণ বিঁদরে ঐছে করয়ে ক্রন্দন। তথা অকস্মাৎ আইলেন একজন ॥ অপূর্ব্ব বালক দেখি বিস্মিত হইয়া। প্রভুর বাড়ীর পথ দিল দেখাইয়া ॥ বাড়ীর নিকটে গিয়া চাহি চারি পানে। কাষ্ঠের পুতলিপ্রায় রহে এক স্থানে ॥ শ্রীবংশীবদন দেখি বিনা পরিচয়। মনে বিচারয়ে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় ॥ নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল। শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল ॥ শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে। শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ-নেত্রজলে ॥ শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি চাহে প্রণমিতে। শ্রীঠাকুর-বংশী না ছাড়য়ে কোলে হৈতে ॥ ( শ্রী-ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া-মায়ে জানাইতে (১)। চলিলেন শ্রীবংশী-বদন সাবহিতে (২) ॥ এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়-দাসী প্রতি কয়। দেখিনু স্বপন কহি, মনে যে আছয় ॥ ভুবনমোহন প্রভু মোর প্রাণপতি। আইলা আমার আগে কি মধুর গতি ॥ কামের গরবনাশে সে রূপের ছটা। তাহে কি উপমা ছার বিজুরীর ঘটা ॥ কিবা চারু-চন্দনে চর্চ্চিত সব তনু। শরদের চাঁদ বাঁটি লেপিয়াছে যনু * ॥ ভূষণে ভূষিত সে বসন পরি-

(১) বংশীবদন ঠাকুরনামক একজন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়শিষ্য, ঈশ্বরী বিষ্ণু-প্রিয়ামাতাকে জানাইবার জন্য চলিলেন ॥

(২) সাবহিতে,—সাবধানচিত্তে ॥ * যনু অর্থাৎ যেন বা যে প্রকার ॥

ধানে। লোভায় যুবতিলাজ ভয় নাহি মনে॥ আহা মরি চাঁচর চিকন চারু চুলে। কিবা সে সৌরভ তায় কেবা নাহি ভুলে॥ দুটী আঁখি দীঘল কমলদল জিনি। না ধরে ধৈরয কেহ দেখি সে চাহনি॥ আজানুলম্বিত বাহু ভঙ্গী মনোহর। জগৎ মাতায় কিবা বক্ষঃ পরিসর॥ সে চাঁদবদনে অতিমন্দ মন্দ হাসি। না জানি কি অমিয়া বরিষে রাশি রাশি॥ কত না আদরে মোরে বসায়ে আসনে। ধীরে ধীরে কহে মোরে মধুর-বচনে॥ শ্রীনিবাসনামে এক ব্রাহ্মণকুমার। পাইল যতেক দুঃখ লেখা নাহি তার॥ অদ্য আসিবেন তিঁহ তোমার দর্শনে। আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে॥ ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া। হৈলা অদর্শন দুঃখে বসিনু জাগিয়া॥ বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ প্রিয় অতি। মনে হেন হয় তার হ'বে শীঘ্র গতি॥ হেনকালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা। নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা॥ শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে। শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী-সাক্ষাতে॥ প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর। ধরণী-লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর॥ শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী। দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ-স্মঙরি॥ প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জ্বলে হিয়া। তথাপি উল্লাস শ্রীনিবাসে নিরখিয়া॥ বাৎসল্যানুগ্রহে কহি মধুর-বচন। শ্রীনিবাস-মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে আজ্ঞা দিয়া। হইলেন স্তব্ধ নেত্রজলে ভাসে হিয়া॥ শ্রীনি-

বাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে। পাইলা প্রসাদ, সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে॥ প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন। ঈশ্বরীর ক্রিয়া যৈছে না হয় বর্ণন॥ প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন-ভূমিতে॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতিমলিন। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥ হরিনামসঙ্খ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥ তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥ শ্রীনিবাসে সন্দর্শন দিয়া দিনে দিনে। যে দশা হইল, তা' বর্ণিবে কোন্ জনে॥ তখনি সে অনুভব কৈল সর্ব্বজন। শ্রীনিবাসে কৃপাহেতু এ দেহ ধারণ॥ শ্রীনিবাস-ভাগ্য প্রশংসয়ে সর্ব্বজন। শ্রীনি-বাস সম নাই কৃপার ভাজন॥ স্বপ্নচ্ছলে শচীমাতা শ্রীনিবাস প্রতি। যে কৃপা করিল, তা' বর্ণিতে কি শকতি॥)

নবদ্বীপগ্রামে হৈল এ বাক্য প্রকাশ। আইলেন গৌর-প্রেমপাত্র শ্রীনিবাস॥ শ্রীমুরারি শ্রীবাস পণ্ডিত-দামোদর। সঞ্জয় বিজয় ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥ দাস-গদাধর আদি প্রভু-প্রিয়গণ। শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ কৈল সর্ব্বজন॥ যদ্যপি প্রভু-বিচ্ছেদে সবে মৃত্যুপ্রায়। তথাপিহ পাইলা সুখ প্রভুর ইচ্ছায়॥ শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে। এ হেতু প্রকট রাখিলেন পরিকরে॥ (শ্রীবাস-গৃহিণী আদি পতিব্রতাগণ। শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য না যায় লিখন॥ শ্রীনিবাসে রাখি সবে কিছু দিন পরে। আজ্ঞা দিল শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে॥

সর্ব্বত্র বিদায় হৈয়া ব্যাকুলহৃদয়ে। শান্তিপুর চলে প্রভু-অদ্বৈত আলয়ে॥ শান্তিপুর প্রবেশিতে মহাদুঃখী হৈলা। প্রভু শ্রীঅদ্বৈত দেখা দিয়া প্রবোধিলা॥ শ্রীনিবাস স্থির নহে মনে মনে গণি। কি আশ্চর্য্য দেখিনু, এ ভ্রম অনুমানি॥ ঐছে বিচারিতে পুনঃ হইল আদেশ। ঘুচিল মনের ভ্রম উল্লাস অশেষ॥ ভাসয়ে নেত্রের জলে সেরূপ ভাবিয়া। প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া॥ শ্রীনিবাস-গমন শুনিয়া সর্ব্বজন। দেখিতে সবার হৈল উৎকণ্ঠিত মন॥ প্রভুর বিয়োগে সবে ব্যাকুল অন্তর। হইয়াছে সবার দুর্ব্বল কলেবর॥ প্রাণমাত্র আছে পিতা মাতার শরীরে। শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে॥ শ্রীনিবাস কৈল [illegible] চরণবন্দন। অনুগ্রহ করি মাথে দিলা শ্রীচরণ। [illegible] নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে। গদ গদ বাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস আছি পথ-চাহিয়া। ভাল কৈলে আইলা সুখ পাইনু দেখিয়া॥ চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে। জীবের মঙ্গল হ'বে তোমার দ্বারাতে॥ এ হেন দুর্লভ প্রেম-ভক্তি বিলাইবা। ভক্তের সর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিবা॥ কেহ কেহ তোমারে মিলিবে কত দিনে। এ সকল দুঃখে স্থির হ'বে তাহা হনে॥ হইবেক তোমার অনেক অনুচর। সঙ্কীর্ত্তন-সুখেতে ভাসিবা নিরন্তর॥ শীঘ্র করি যাইতে হইবে বৃন্দাবন। তথা গিয়া হ'বে, হ'বে বাঞ্ছিত পূরণ॥ কত কহি মদনগোপালে সমর্পিল। নিজ-পুত্র ভৃত্যগণে সবে মিলাইল॥

শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য নারি বর্ণিবার। বিদায় করিলা কহি অনেক প্রকার॥ সবারে বন্দিয়া শ্রীনিবাস-মহাশয়। খড়-দহ গেলা প্রভু-নিত্যানন্দালয়॥ শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপর-মেশ্বরীদাস। মহাদুঃখী তথাপিহ পাইল উল্লাস॥ মনে দঢ়াইল এই শ্রীনিবাস হয়। নিকটে আসিয়া পাইলেন পরি-চয়॥ খড়দহগ্রামেতে ব্যাপিল এই কথা। আইলেন চাখ-ন্দির শ্রীনিবাস এথা॥ শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন সর্ব্বজন। যথা শ্রীনিবাস তথা করিল গমন॥ এথা শ্রীপরমেশ্বরীদাস শ্রীনিবাসে। লইয়া গেলেন শীঘ্র প্রভুর আবাসে॥ শ্রীনিবাস ভাসয়ে সদাই নেত্রজলে। প্রণমি পড়িলা ঈশ্বরীর পদতলে॥ শ্রীবসুজাহ্নবী বীরভদ্রের সহিত। শ্রীনিবাসে দেখিয়া পাইলা মহাপ্রীত॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখ সহনে না যায়। তথাপি জন্মিল সুখ সবার হিয়ায়॥ দিন চারি পাঁচ রহিলেন সেই খানে। শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জনে॥ সূর্য্য-দাস গৌরিদাস পণ্ডিত-মহেশ। তথা বহু ভক্ত কৃপা করিল অশেষ॥ শ্রীজাহ্নবী-প্রভু আদি ব্যাকুল অন্তরে। আজ্ঞা করিলেন বৃন্দাবন যাইবারে॥ শ্রীবসুজাহ্নবী পুনঃ স্নেহাবেশে কয়। শীঘ্র যা'বে অভিরাম গোপাল-আলয়॥ শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইলা বিদায়। নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ নিত্যানন্দ-গুণে মহাব্যাকুল হইলা। তাঁর ইচ্ছামতে নানা রহস্য দেখিলা॥ শ্রীনিবাস সে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিল। অভি-রাম-নিকটে যাইতে যাত্রা কৈল॥ অতি অনুরাগে পথে

করয়ে গমন। বীরলোক যাইতে সঙ্গী হৈল একজন॥ প্রাচীন ব্রাহ্মণ খানাকুলে তাঁর ঘর। শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসয়ে প্রসন্ন অন্তর॥ কি নাম তোমার বাপ যাইবা কোথায়। শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রণমিয়া তায়॥ শুনি বিপ্র কহয়ে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে। শুনিনু তোমার কথা খড়দহগ্রামে॥ আইস বাপু শ্রীনিবাস তোমা' করি কোলে। এত কহি কোলে লৈয়া ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীঠাকুর-অভিরাম গুণের আলয়। তোমারে করিবে অনুগ্রহ অতিশয়॥ অভিরাম-গোস্বামির প্রতাপ প্রচণ্ড। যাঁরে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥ নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর। জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর॥ অহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমারে। জীব-উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্র-ঘরে॥ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম-মনোরম। নৃত্য গীত বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥ প্রভু-নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে। করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥ শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী। তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি॥ অহে শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুর-অভিরাম। কৃষ্ণলীলাকালে এহঁ প্রসিদ্ধ শ্রীদাম॥ এবে সেই পূর্ব্বক্রিয়াদ্বারে ব্যক্ত হৈলা। কোন ভৃত্যে শ্রীদামরূপেতে দেখা দিলা॥ শ্রীঠাকুর-অভিরাম প্রেমমূর্ত্তিময়। সর্ব্বলোকে পূজ্য যশঃ কেবা না ঘুষয়॥

তথাহি তচ্ছাখা-শ্রীবেদগর্ব্বা-
চার্য্যকৃতপদ্যে॥

( শ্রীদামাখ্যং পুরা প্রেমমূর্ত্তিং বিপ্রশিরোমণিং।
শ্রীমালিনীপতিং পূজ্যমভিরামমহং ভজে ॥ )

অহে শ্রীনিবাস কি অপূর্ব্ব তাঁর রীত। শ্রীবিগ্রহসেবা লাগি হৈলা উৎকণ্ঠিত॥ গোপীনাথ স্বপ্ন-ছলে সাক্ষাৎ হইলা। এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইলা॥ সেই স্থান খনন করিয়া অভিরাম। পাইলেন গোপীনাথমূর্ত্তি অনুপম॥ সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি ধায় সর্ব্বলোক। করিতেই দর্শন পাসরে দুঃখ শোক॥ গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিব্য জল। স্নান পানে সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥ রামকুণ্ড বলি খ্যাতি হইল তাহার। লোক-গতায়াত যত সীমা নাই তার॥ মালিনী শ্রীঅভিরাম নিজগণ লৈয়া। শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া॥ মধ্যে মধ্যে প্রভু-নিত্যানন্দগণ সনে। আইসেন প্রিয়-অভিরামের ভবনে॥ একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম। ক[illegible]ন সে ভঙ্গিমা অনুপাম॥ সখ্যরসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়। ইতি উতি ফিরে নিজ-বংশী নাহি পায়॥ শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে। হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে॥ তাহা দেখি সবে মহা-বিস্মিত হইলা। মধ্যে মধ্যে ঐছে তার অলৌকিক-লীলা॥ এবে নিত্যানন্দ বলরাম-অদর্শনে। সদা দীর্ঘশ্বাস, কথা নাহি কারু সনে॥ সে অতিদুর্গম-চেষ্টা বুঝে ভাগ্যবান্। দেখিবা সাক্ষাতে বাপু হ'বা সাবধান॥ এত কহি বিপ্র অতিস্নেহযুক্ত হৈয়া। শ্রীঅভিরামের বাড়ী দিল দেখাইয়া॥

শ্রীনিবাস করি বিপ্র-চরণবন্দন। করিলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের স্মরণ॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া। শ্রীঅভিরামের গৃহে উত্তরিলা গিয়া॥ প্রণতি করিয়া বহির্দ্বারেতে রহিল। বীরলোকে শ্রীনিবাস-গমন ব্যাপিল॥ অভিরাম-ঠাকুর শ্রীপ্রভুর বিরহে। সদা প্রেমাবেশে কারে কিছুই না কহে॥ শ্রীনিবাস আইলা জানি হাসে মন্দ মন্দ। পরীক্ষা করিব মনে কৈল অনুবন্ধ॥ দশ কড়া কড়ি দিল নির্ব্বাহ করিতে। ইহঁ যথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে॥ তথা দারুকেশ্বর-নদীর তীরে গেলা। রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা॥ হেনকালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন। তাঁরে দেখি শ্রীনিবাস উল্লসিত মন॥ প্রণমিয়া চারিজনে তাহা ভুঞ্জাইলা। আপনিও সেই মহাপ্রসাদ পাইলা॥ শ্রীনিবাস-চরিত্রে সবার হর্ষ হিয়া। ঠাকুরে কহয়ে আইলাম তৃপ্ত হৈয়া॥

এ সব পরীক্ষা অন্যে শিক্ষা করাইতে। শ্রীনিবাসে আনাইলা আপন সাক্ষাতে॥ শ্রীজয়মঙ্গলনামে চাবুক তাঁহার। শ্রীনিবাস-অঙ্গে স্পর্শাইলা তিনবার॥ মনের উল্লাসে সে চাবুক স্পর্শাইয়া। খল খল হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া॥ প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে। শ্রীমালিনীদেবী আসি ধরিলেন হাতে॥ মালিনী কহয়ে ধৈর্য্য ধরহ গোসাঞি। কৈলা অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই॥ শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে। প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য সাধিবে কি মতে॥ ঐছে পরস্পর কহি প্রসন্নহিয়ায়। দোঁহে হস্ত

ধরে শ্রীনিবাসের মাথায়॥ শ্রীনিবাস পড়িলা দোঁহার পদ-তলে। দোঁহে তোলাইয়া সিক্ত কৈল নেত্রজলে॥ দোঁহে যত স্নেহ কৈলা শ্রীনিবাস প্রতি। সে সকল কহিতে কি আমার শকতি॥ সমর্পিয়া রাধা গোপীনাথের চরণে। দোঁহে আজ্ঞা দিলেন যাইতে বৃন্দাবনে॥) শ্রীকৃষ্ণনগর খানাকুলবাসী যত। শ্রীনিবাসে দেখি স্নেহ বাড়ে অবি-রত॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের স্থানে হইয়া বিদায়। শ্রীখণ্ডে আইলা পুনঃ ব্যাকুলহিয়ায়॥ শ্রীঠাকুর-নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীনি-বাসে দেখি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥ পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে। নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি নেত্রনীরে॥ ঠাকুর-শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন॥ শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে। ছাড়িতে না পারয়ে ভাসয়ে নেত্রজলে॥ পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া। বিদায়ের কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া॥ শ্রীঠাকুর-নরহরি শ্রীরঘুনন্দনে। দোঁহে প্রণমিয়া যাত্রা কৈল শুভক্ষণে॥ যৈছে পথে চলে তাহা না হয় বর্ণন। যাজিগ্রামে গিয়া কৈল মাতার দর্শন॥ সকল বৃত্তান্ত নিবেদিয়া তাঁর আগে। শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে আজ্ঞা মাগে॥ শুনিয়া মাতার চিত্ত ব্যাকুল হইল। শ্রীনিবাসে নিষেধ করিতে না পারিল॥ দিন পাঁচ সাত পুত্রে যত্নেতে রাখিলা। শ্রীনিবাস আশ্বাসিয়া বিদায় হইলা॥ পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া মায়ের চরণে। চলিলেন মিলি গ্রামবাসী সর্ব্ব-জনে॥ অগ্রহায়ণ শুক্ল-দ্বিতীয়ায় গৃহ হৈতে। রহিলেন

কত দূরে কার চেষ্টামতে॥ অগ্রদ্বীপ আদি গ্রামে ভক্ত ঘরে ঘরে। বিদায় হইয়া আইলা কণ্টকনগরে॥ মহাপ্রভু কৈল যথা সন্ন্যাসগ্রহণ। তথা প্রেমাবেশে কৈল অনেক ক্রন্দন॥ তথা হৈতে ত্বরায় যাইয়া মৌড়েশ্বর। শিবের দর্শনে হৈল প্রসন্ন অন্তর॥ তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবেদিলা। যৈছে সর্পভয়ে প্রভু পরিত্রাণ কৈলা॥ কুণ্ডলিদমন-স্থান দেখি শ্রীনিবাস। প্রভু-নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস॥ সর্ব্বচিত্তাকর্ষী শ্রীনিবাস বিজ্ঞবর। একচক্রা গেলা যথা হাড়োওঝা-ঘর॥ তথা প্রবেশিতে শ্বেতদ্বীপ হৈল জ্ঞান। নেত্র ভরি দেখে নিত্যানন্দ-জন্মস্থান॥ নিত্যানন্দ-প্রভু যথা কৈল রামলীলা। সে সকল স্থান দেখি ব্যাকুল হইলা॥ ঊর্দ্ধবাহু করি নিত্যানন্দগুণ গায়। নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ধূলায় ধূসর-অঙ্গ ভূমিতে লোটায়। প্রভু-ইচ্ছা-মতে নিদ্রা করিল সহায়॥ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ দেখয়ে মহা-রঙ্গ। বিহরয়ে নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ-সঙ্গ॥ প্রভুগণ-সহ শোভা করিয়া দর্শন। বাঢ়িল আনন্দ জুড়াইল নেত্র মন॥ নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে দুঃখ হইল অশেষ। প্রভু কৈল বৃন্দাবন-গমনে আদেশ॥ শ্রীনিবাস একচক্রাগ্রামে নমস্করি। চলিলেন নিত্যানন্দচরণ সোঙরি॥ যে যে গ্রামে দিয়া শ্রীনিবাস চলি যায়। সে সকল গ্রামবাসী দেখিবারে ধায়॥ নানা যত্ন করে সবে কিছু ভুঞ্জাইতে। শ্রীনিবাস করেন সবার সুখ যা'তে॥ কত দিনে গয়াক্ষেত্রে উত্তরিল গিয়া। বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে

প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ তথা মহাপ্রভু পুরীশ্বরের মিলন। সে সব সোঙরি নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ যেবা দেখে শ্রীনিবাসে॥ সে হয় অধৈর্য্য সদা নেত্রজলে ভাসে॥ কিবা মধ্য-যৌবন পরমানন্দময়। দেখিলে বারেক সঙ্গ ছাড়িতে নারয়॥ এইরূপ সর্ব্বচিত্ত করি আকর্ষণ। কাশী গিয়া দেখে চন্দ্রশেখর-ভবন॥ তথা চন্দ্রশেখরের শিষ্য-মহাশয়। শ্রীনিবাসে দেখি হৈল আনন্দহৃদয়॥ পরিচয় পাইয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইলা। শ্রীনিবাসে কোলে করি কান্দিতে লাগিলা॥ প্রভুর যেখানে স্থিতি, তাহা দেখাইয়া। দুই চারি দিবস রাখিল যত্ন পাঞা॥ কাশীতে যে ছিলা প্রভু-অনুগত জন। তাঁ' সবার সহ তথা হইল মিলন॥ বিদায় হইয়া অতি-ত্বরায় চলিলা। অযোধ্যা প্রয়াগ দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ তথা হৈতে ব্রজে চলিলেন শ্রীনিবাস। উপজয়ে অন্তরে অনেক অভিলাষ॥ রূপ-সনাতন-পাদপদ্ম হৃদে ধরি। মথুরানগরে প্রবেশিলা তাড়াতাড়ি॥ কংস মারি বিশ্রাম করিলা কৃষ্ণ যথা। সেই শ্রীবিশ্রামঘাট উত্তরিলা তথা॥ দুই চারি বিপ্র আইসেন সেই পথে। শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহিতে কহিতে॥ কেহ কহে সহে কি এতেক বিড়ম্বন। কি সুখ খাইতে আছে, এ ছার জীবন॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কিছু বুঝা নাহি যায়। ক্রমে ক্রমে রত্নশূন্য হইল এথায়॥ নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসর্ব্বেশ্বর। হইলেন সকলের নেত্র-অগোচর॥ সে অতিদুঃসহ বাক্য করিয়া শ্রবণ। কাশীশ্বর-গোস্বামী হইলা

সঙ্গোপন॥ রঘুনাথভট্ট ভাগবত-বক্তা যেঁহ। প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈলা তিঁহ॥ এই কত দিনে শ্রীগোসাঞি-সনাতন। মো সবার নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন॥ এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপগোসাঞি। দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাঞি॥ শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ আদি যত। বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় জ্বলিছে অবিরত॥ মো সবার ভাগ্য মন্দ বুঝিনু এখানে। নহিলে এ সুখে দুঃখ দেখি কি নয়নে॥ এইরূপ অনেক আক্ষেপ করি যায়। শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া জিজ্ঞাসিল তায়॥ সনাতন রূপ অপ্রকট-বিবরণ॥ তিঁহ শ্রীনিবাসে কহে করিয়া ক্রন্দন॥ শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্রজলে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে॥ হায় হায় কি শুনিনু বলি পুনঃ উঠে। ধূলায় ধূসর-অঙ্গ পুনঃ মহী-লুঠে॥ পুনঃ কহে হা হা প্রভু রূপ সনাতন। মো অধম-প্রতি কেনে হইলে এমন॥ না দেখিনু শ্রীচরণ না পূরিল আশ। এত কহি নখে বক্ষঃ চিরে শ্রীনিবাস॥ দেখিয়া ধরিল হস্ত মাথুর-ব্রাহ্মণ। কৈল বহু যত্ন প্রাণ-রক্ষার কারণ॥ মথুরানিবাসী সবে হইল বিস্মিত। করিল প্রবোধ বহু না হৈল সম্মত॥ শ্রীনিবাস প্রণমিয়া মাথুর-ব্রাহ্মণে। উলটি চলিল পুনঃ পূর্ব্বদেশ-পানে॥ মনে বিচারয়ে গৌড়ক্ষেত্রে প্রভুগণ। সবে আজ্ঞা কৈল শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥ এই হেতু কৈল আজ্ঞা, তাহা না বুঝিনু। ভাগ্যহীন তেঁঞি শীঘ্র আসিতে নারিনু॥ দারুণ বিধাতা কৈল এত বিড়ম্বন। তথাপিহ পাপদেহে আছয়ে জীবন॥

ঐছে বিচারিতে দুই নেত্রে ধারা বয়। নিঃশব্দ হইয়া পুনঃ আর্ত্তনাদে কয়॥ অহে সনাতন রূপ গুণের সাগর। রঘুনাথ-ভট্ট শ্রীপণ্ডিত-কাশীশ্বর॥ শুনিলাম তোমরা পরমকৃপাময়। মো হেন দুঃখিরে কেনে হইলে নির্দ্দয়॥ ঐছে কত কহয়ে ছাড়িতে চাহে প্রাণ। পড়ে অঙ্গ-আছাড়ি, না জানে স্থানা-স্থান॥ এইরূপ কত দূর যাইতে রাত্রি হৈল। পথে এক বৃক্ষ দেখি তথাই রহিল॥ করয়ে বিলাপ অতিব্যাকুল অন্তরে। সে সব শুনিতে দারু পাষাণ বিদরে। নিকটস্থ গ্রামবাসী লোক তাহা শুনি। যেরূপ হইলা তাহা কহিতে না জানি॥ শ্রীনিবাস জাগে রাত্রি করিয়া ক্রন্দন। প্রভু-ইচ্ছামতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ॥ সনাতন রূপ আদি অতিকৃপা-বান্। স্বপ্নচ্ছলে হৈলা শ্রীনিবাসে বিদ্যমান॥ পরম অপূর্ব্ব শোভা গোস্বামী সবার। দেখি শ্রীনিবাস-চিত্তে আনন্দ অপার॥ পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ভাসে নেত্রজলে। ভূমে লোটাইয়া পড়িলেন পদতলে॥ শ্রীনিবাস-মাথে সবে চরণ অর্পিলা। আলিঙ্গিয়া বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা॥ শ্রীনি-বাস তনুক্ষীণ দেখি বার বার। শ্রীহস্ত বুলান অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার॥ পুনঃ শ্রীগোস্বামী শ্রীনিবাস-মুখ চাঞা। কহয়ে মধুর কথা প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ অহে বাপ শ্রীনিবাস কহিতে কি হয়। এবে নহে তোমার এ বিষাদসময়॥ মো সহ অভিন্ন শ্রীগোপালভট্ট হন। তাঁর স্থানে কর গিয়া শ্রীমন্ত্রগ্রহণ॥ করিনু যে গ্রন্থগণ সে সব লইয়া। অতি অবিলম্বে গৌড়ে

প্রচারিবে গিয়া ॥

তথাহি নবপদ্যে ॥

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥

ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে কৃপা করি। হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ-গোঙরি ॥ শ্রীনিবাস সে দর্শন বাক্যামৃত পিয়া। হইলা বিহ্বল প্রাতে চলে উলটিয়া ॥ পুনঃ কি আশ্চর্য্য প্রবেশিতে বৃন্দাবন। আগে দৃষ্টি হৈল দুই গোসাঞি-গমন ॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ এক মেলে। সেই রাত্রে শ্রীজীবে কহয়ে স্বপ্নচ্ছলে ॥ বৈশাখমাসের এই বিংশতি দিনেতে। হইবে অপূর্ব্ব সঙ্গ কহিল পূর্ব্বেতে ॥ তিঁহ আজি আসি প্রবেশিবে বৃন্দাবনে। পাইবে পরমানন্দ তাহার মিলনে ॥ শ্রীগোবিন্দদেবের আরতি সন্ধ্যাকালে। অন্বেষিবে তাঁরে লোক-ভীড় অল্প হৈলে ॥ কনক-চম্পক কান্তি ক্ষীণ কলেবর। অলপ বয়স্ নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ গৌড় হৈতে মহা-দুঃখে করিল গমন। এথাই শুনিল মো সবার অদর্শন ॥ দেহ-ত্যাগ করিবে নিশ্চয় কৈল চিতে। দেখা দিয়া তারে প্রবোধিনু নানা মতে ॥ কহিতে না আইসে যৈছে ব্যাকুলহৃদয়। তারে দেখিলেই, তার পা'বে পরিচয় ॥ শ্রীগোপালভট্ট-স্থানে দীক্ষা করাইবা। অধ্যয়ন হৈলে সব গ্রন্থ সমর্পিবা ॥ শ্রীগৌড়-

মণ্ডলে শীঘ্র করা'বে গমন। তিঁহ বিতরিবে লোকে গ্রন্থরত্ন-গণ॥ আর কি বলিব শ্রীনিবাসের দ্বারায়। সাধিবে অনেক কার্য্য প্রভু-গৌররায়॥ শ্রীজীবের প্রতি ঐছে অনেক কহিয়া। শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিরে কহে গিয়া॥ আইল তোমার শ্রীনিবাস গৌড় হৈতে। পাইল অনেক দুঃখ না পারি কহিতে॥ তারে শিষ্য করি, তার জুড়াইবে প্রাণ। ঐছে বহু কহি হইলেন অন্তর্দ্ধান॥

প্রভাতসময়ে ঐছে আদেশ পাইয়া। রূপ সনাতন বলি উঠয়ে কান্দিয়া॥ হেনই সময়ে শ্রীজীবের আগমন। তারে দেখি কৈলা কিছু ধৈর্য্যাবলম্বন॥ প্রণময়ে শ্রীজীব ভাসয়ে নেত্রজলে। শ্রীভট্ট-গোস্বামী শ্রীজীবেরে লৈল কোলে॥ নয়নের জলে সিক্ত কৈল তার দেহ। গুমড়য়ে হিয়া, না ধরিতে পারে থেহ॥ পরস্পর স্বপ্নাদেশ কহিতে কহিতে। যে দশা হইল, তাহা নারি বিবরিতে॥ কতক্ষণে শ্রীভট্ট-গোস্বামী স্থির হৈয়া। শ্রীজীবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া॥ রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা হন। এ হেতু হইয়া ব্যস্ত করে আয়োজন॥ শ্রীজীব প্রণমি পুনঃ ভট্ট-গোস্বামিরে। চলিলেন শীঘ্র করি আপন কুটীরে॥ শ্রীনিবাস লাগি অতি উৎকণ্ঠা বাড়িল। শ্রীনিবাস-গমন সর্ব্বত্র জানাইল॥ কত-ক্ষণে আসিবেন এই মনে হয়। ক্ষণে ক্ষণে গিয়া পথপানে নিরীখয়॥ এথা শ্রীনিবাস অতি উদ্বিগ্ন হইয়া। নিরীখয়ে শোভা বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া॥ নানা পুষ্পপুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমর

গুঞ্জরে। স্থানে স্থানে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে॥ কোকিলাদি পক্ষী শব্দ করে রসায়ন। চারিদিকে ফিরে মৃগ আদি পশুগণ॥ নানা বৃক্ষ লতায় বেষ্টিত মনোহর। দেখিতে এ সব নেত্রে অশ্রু নিরন্তর॥ ব্রজবাসি-বৈষ্ণবের আলয় দেখিলা। শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরপাশে গেলা॥ গোবিন্দের দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে। আনন্দে উমড়ে হিয়া, ভাসে নেত্রজলে॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়। রহিলেন এক ভিতে প্রভুর ইচ্ছায়॥ মহালোকভীড় সন্ধ্যা-আরতিসময়। শ্রীনিবাসে শ্রীজীবগোস্বামী অন্বেষয়॥ শ্রীনিবাস এক ভিতে আছেন পড়িয়া। অকস্মাৎ সেই স্থানে প্রবেশিল গিয়া॥ ভাবের বিকার দেখি শ্রীজীব-গোসাঞি। এই শ্রীনিবাস জানি রহে সেই ঠাঞি॥ ভাব-সম্বরণ হইলেন কতক্ষণে। ভূমে হৈতে তুলিলেন শ্রীজীব আপনে॥ শ্রীনিবাস নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া। শ্রীজীব-গোসাঞি-পদে পড়ে প্রণমিয়া॥ শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া সুমধুর ভাষে। দুই বাহু পসারি ধরিলা শ্রীনিবাসে॥ দৃঢ় আলিঙ্গিয়া বন্ধু বলি সম্বোধয়। বিনা জিজ্ঞাসায় পাইলেন পরিচয়॥ পরস্পর মিলনেতে যে আনন্দ হৈল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-পরিকর। শ্রীনিবাসে দেখি তাঁর আনন্দ অন্তর॥ একমুখে তাঁর গুণ কহন না হয়। তিঁহ গোবিন্দের অধিকারী সে সময়॥ শ্রীনিবাসে শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইঞা। প্রসাদি তাম্বুল মালা দিল যত্ন

পাঞা॥ কে বর্ণিতে পারে তিঁহ যত স্নেহ কৈল। বাস-গমন সর্ব্বত্র ব্যক্ত হৈল॥ শ্রীজীব-গোস্বামী প্রিয়-শ্রীনিবাসে লৈয়া। নিজ-বাসস্থানে গেলা মহাহৃষ্ট হৈয়া॥ এথা রাধাদামোদর করিলা শয়ন। এই হেতু রাত্রিযোগে নহিল দর্শন॥ শ্রীজীব নিভৃতে বাসা দিল শ্রীনিবাসে। শ্রীনি-বাস রহে তথা মনের উল্লাসে॥ বৈশাখী পূর্ণিমানিশি শোভা চমৎকার। প্রফুল্লিত নানা পুষ্প সৌগন্ধ বিস্তার॥ নানা বৃক্ষ লতার মাধুর্য্য নিরীখয়। নেত্রে নিদ্রা নাহি হৈল প্রভাত-সময়॥ প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নানাদি করিয়া। শ্রীজীব-গোস্বামিপদে প্রণমিল গিয়া॥ শ্রীজীবগোস্বামী বন্ধুপ্রায় আচরিলা। রাধাদামোদরের দর্শন করাইলা॥ শ্রীনিবাস-হৃদয়েতে আনন্দ উথলে। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়ি ভূমি-তলে॥ অতিখর্ব্ব অপূর্ব্ব বিগ্রহ মনোহর। নিরখিতে নেত্রে ধারা বহে নিরন্তর॥ নেত্র ভরি দর্শন করিলা কতক্ষণ। রাধাদামোদর শ্রীজীবের প্রাণধন॥ স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা-দামোদরে। স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে॥ শ্রীজী-বের চরিত বর্ণিতে নাহি পার। শ্রীরূপের পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব যাঁহার॥ এ সব প্রসঙ্গ নানা ভাষা সমস্কৃতে। বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবি বিখ্যাত জগতে॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

শ্রীরূপচরণদ্বন্দ্বরাগিণং ব্রজবাসিনং।
শ্রীজীবং সততং বন্দে মন্দেষানন্দদায়িনং॥

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ।
জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥

জানাইনু সংক্ষেপে প্রকটবিবরণ। রাধাদামোদর এক জীবের জীবন॥ নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস। দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস॥ মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে। শ্রীজীব দেখয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে॥ এক-দিন বাজায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া। শ্রীজীবে কহয়ে মোরে দেখহ আসিয়া॥ কৈশোর বয়স্ বেশ ভুবনমোহন। দেখি-তেই শ্রীজীব হইল চেতন॥ চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে। ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে॥ প্রসঙ্গে কহিনু কিছু ঐছে বহু হয়। রাধাদামোদর সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে কৃপা কৈল। রাধাদামোদরের চরণে সমর্পিল॥ শ্রীরূপগোস্বামির সমাধি সেই থানে। তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন করিয়া। নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥ শ্রীজীব প্রবোধি শীঘ্র লৈয়া শ্রীনিবাসে। গেলা শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামির পাশে॥ শ্রীভট্ট-গোস্বামী বসি আছেন নির্জ্জনে। নির-ন্তর অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে॥ শ্রীনিবাস শ্রীভট্ট-গোস্বামি-পানে চাঞা। হইলা অধৈর্য্য ভূমে পড়ে লোটাইঞা॥ পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয়। শ্রীজীব দিলেন শ্রীনি-বাস-পরিচয়॥ যদ্যপি দগ্ধয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ-অগ্নিতে। তথাপি আনন্দ শ্রীনিবাস-নিরখিতে॥ স্নেহে শ্রীনিবাস-মাথে ধরি

শ্রীচরণ। বসিতে কহিল, কহি সস্নেহবচন॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে সমাচার জিজ্ঞাসিল। শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল॥ শুনিয়া গোস্বামী অতিব্যাকুল অন্তরে। মহাদুঃখ পাইলা কহয়ে বারে বারে॥ পুনঃ শ্রীনিবাসের সৌভাগ্য প্রশংসিল। সনাতন রূপ স্বপ্নাবেশে জানাইল॥ শ্রীজীবগোস্বামী গোস্বামির কথা শুনি। অবসর মতে কহে সুমধুর বাণী॥ শ্রীনিবাস দীক্ষাহেতু ব্যাকুলহিয়ায়। গোস্বামির অনুমতি হৈল দ্বিতীয়ায়॥ শ্রীজীবগোস্বামী মহামনের উল্লাসে। শ্রীরাধারমণে দেখাইলা শ্রীনিবাসে॥ শ্রীরাধারমণমূর্ত্তি অতিমনোহর। ভাগ্যবন্ত জনের সে নয়নগোচর॥ অতিসুমধুর ভঙ্গী বিদিত ভুবনে। প্রকট-সময়ে মহানন্দ বৃন্দাবনে॥ প্রকট-প্রসঙ্গ শুন কহিয়ে কিঞ্চিৎ। শ্রীরাধারমণ ভট্ট-গোস্বামি-বিদিত॥ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামিরে। শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে॥ গৌরাঙ্গ-আদেশে ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে। রূপগোস্বামিহ তবে কহে প্রেমাবেশে॥ শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্ব্বস্ব তোমার। তথাপি পৃথক্ সেবা কর ইচ্ছা তাঁর॥ তবে কত দিন পর শালগ্রাম হৈতে। আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে॥ কে বুঝিতে পারে শ্রীগোস্বামির আশয়। হৈলা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভুবনবিজয়॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। ক্রমে এ তিনের মুখ বক্ষঃ শ্রীচরণ॥

তিন প্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঞি। ঐছে পরিপাটী

পূর্ব্ব চিন্তিল গোসাঞি॥ সনাতনগোস্বামী ভূগর্ভ আদি যত। শ্রীরাধারমণসেবা দেখি উল্লাসিত॥ শ্রীবৈশাখমাসে শ্রীপূর্ণিমা শুভক্ষণে। শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে॥ মহামহোৎসব সিংহাসন-বিজয়েতে। ভট্টপ্রেমাধীন প্রভু বিখ্যাত জগতে॥ এমত প্রকট রাধারমণ সুন্দর। বর্ণিলেন ভাষা সমস্কৃতে বিজ্ঞবর॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

গোবিন্দপাদসর্ব্বস্বং বন্দে গোপালভট্টকং।
শ্রীমদ্রূপাজ্ঞয়া যেন পৃথক্ সেবা প্রকাশিতা॥
শ্রীরাধারমণো দেবঃ সেবায়া বিষয়ো মতঃ।
কৃতিনা শ্রীল-রূপেণ সোঽয়ং যোঽসৌ বিভাবিতঃ॥
আজ্ঞায়াঃ কারণং তত্র প্রামাণিকমুখাচ্ছ্রুতং॥

তত্র প্রসিদ্ধমেব॥

শ্রীমৎপ্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্রকৃপালয়ং।
শ্রীমদ্গোপালভট্টং তং নৌমি শ্রীব্রজবাসিনং॥

তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যঠক্কুরস্যানুশাখা-
শ্রীমনোহররায়কৃতশ্রীমদনরাগবল্ল্যাং॥

শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীমদনগোপাল। বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রীগোবিন্দলাল॥ বৃষভানুকুমারী সহ শ্রীগোপীনাথ। দর্শন-সেবায় জন্ম মানিল কৃতার্থ॥ নিজে সেবা করিতেই উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। বুঝি গোসাঞির দ্বারে প্রভুর ইচ্ছা হৈল॥ এক-দিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি। মনের আকৃতি মনে বিচার

আচরি॥ শ্রীগোপালভট্ট-গোসাঞি জানি অভিলাষ। স্বয়ং রূপ শ্রীগোপালে করিলা প্রকাশ॥ সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল। শ্রীরাধারমণসেবা প্রকট হইল॥ মন্দির করিয়া নিজ-সেবা করি দিল। অতি-বিলক্ষণ তাহা কহিল নহিল॥

ঐছে রাধারমণের প্রকটবিষয়। অল্পে জানাইনু ইথে সর্ব্বসুখোদয়॥ শ্রীরাধারমণ ভট্ট-গোপালের প্রাণ। তাহা বিনা শয়নে স্বপনে নাহি আন॥ শ্রীরাধারমণ-শোভা পিয়ে নেত্র ভরি। শ্রীগোপালভট্টগুণ-অনঙ্গমঞ্জরী॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপি-
কায়াং। ১৮৪ শ্লোকঃ॥

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্ট-গোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীং॥

রাধারমণের রূপে গুণে মত্ত হৈয়া। নানা পুষ্পবেশ করে অনুমতি পাইয়া॥ সেবায় পরমানন্দ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে। শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে॥ নিজ-গৃহে পিতার আজ্ঞায় গোরাচান্দে। সেবিলেন সোঙরি ধৈরয নাহি বান্ধে॥ হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায়। ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ-পানে চায়॥ গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ। শ্রীগৌর-সুন্দরমূর্ত্তি হৈলা সেই ক্ষণ॥ নবীন বয়স, বেশ ভুবন মাতায়। মূরুছে মদনকোটি রূপের ছটায়॥ শোভা নিরখিতে হিয়া আনন্দে উথলে। কি দেখিনু বলিয়া পড়য়ে মহীতলে॥

বিপুল পুলক আঁখি জলে ভাসি যায়॥ শ্রীরাধারমণ গোরা-চাঁদগুণ গায়॥ শ্রীগোপালভট্টের যে অভিলাষ মনে। শ্রী-রাধারমণ পূর্ণ করে ক্ষণে ক্ষণে॥ জগতে বিদিত অতি-নিরুপম রীতি। শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি॥ হেন রাধারমণের দর্শন করিয়া। শ্রীনিবাস ভূমিতলে পড়ে প্রণমিয়া॥ ভাসয়ে নয়নজলে নারে স্থির হৈতে। কহিতে মনের কথা কত উঠে চিতে॥ শ্রীরাধারমণে আত্মনিবেদন করি। করিলা দর্শন কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরি॥ শ্রীজীবগোস্বামী প্রিয়-শ্রীনিবাসে লৈয়া। চলিলেন শ্রীরাধারমণে প্রণমিয়া॥ লোকনাথ ভূগর্ত্তগোস্বামী পাশে গেলা। তথা শ্রীনিবাসের গমন জানাইলা॥ যদ্যপি দোঁহার অতি-ব্যাকুলহৃদয়। শ্রীনি-বাস আইলা শুনি হৈল হর্ষোদয়॥ শ্রীনিবাস বন্দিলেন দোঁহার চরণ। দোঁহে অতিবাৎসল্যে কৈল আলিঙ্গন॥ কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে প্রেমাবেশে। নেত্রজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে॥ শ্রীরাধাবিনোদ-পাদপদ্মে সমর্পিল। দোঁহে শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ কৈল॥ শ্রীনিবাস শ্রীরাধা-বিনোদ-দরশনে। যৈছে প্রেমাবেশ তা' বর্ণিবে কোন্ জনে॥ শ্রীনিবাসে লইয়া শ্রীজীব সেই ক্ষণ। করিলেন গিয়া গোপী-নাথের দর্শন॥ শ্রীনিবাস শ্রীগোপীনাথের দরশনে। হইলা অধৈর্য্য, ধারা বহে দু'নয়নে॥ তথা শ্রীপরমানন্দ শ্রীমধু-পণ্ডিত। শ্রীনিবাসে দেখি সবে হৈলা উল্লাসিত॥ করিলা যতেক স্নেহ না হয় বর্ণন। তথা হৈতে দেখে গিয়া মদন-

মোহন॥ শ্রীনিবাস মদনমোহনে নিরখিয়া। না ধরে ধৈরয প্রেমে উথলয়ে হিয়া॥

মদনগোপালে প্রণময়ে বার বার। মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার॥ শ্রীনিবাস স্থির হইলেন কতক্ষণে। শ্রীজীব-গোস্বামী মিলাইলা সবা' সনে॥ কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী আদি যত জন। সবে প্রেমাবেশে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিল। সবে শ্রীনিবাসে মহা অনুগ্রহ কৈল॥ সনাতনগোস্বামির সমাধি দর্শনে। শ্রীনিবাসে লইয়া চলিলা সর্ব্বজনে॥ সনাতনগোস্বামির সমাধি দেখিয়া। শ্রীনিবাস পড়িলেন ভূমে লোটাইয়া॥ শ্রীনিবাস হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন। শ্রীনিবাস-কান্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥ সবে অতিশয় স্নেহ করি শ্রীনিবাসে। করিল প্রবোধ কত সুমধুর ভাষে॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া। আইলা আপন বাসা অতিহৃষ্ট হৈয়া॥ কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি। করিবেন শিষ্য জানাইলা সর্ব্বঠাঞি॥ শ্রীনিবাস আপনার ভাগ্য প্রশংসিল। সে দিবস বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইল॥ তার পরদিন স্নান করি শ্রীনিবাস। শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামির পাশ॥ এথা ভট্ট-গোস্বামী পরমপ্রেমময়। রাধা-রমণের পরিচর্য্যাদি করয়॥ শ্রীজীবগোস্বামী গোস্বামিরে প্রণমিয়া। শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ কহিলা হর্ষ হৈয়া॥ শ্রীনিবাস গোস্বামিচরণে প্রণময়। দেখি গোস্বামির হৈল প্রসন্নহৃদয়॥ শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ-সন্নিধানে। করিলেন শিষ্য অতি-

অপূর্ব্ব বিধানে॥ সাধন-প্রক্রিয়া অতিযত্নে জানাইল। শ্রীরাধা-রমণ গৌরচন্দ্রে সমর্পিল॥ শ্রীনিবাস পড়িয়া গোসাঞিপদ-তলে। করিল অনেক দৈন্য ভাসি নেত্রজলে॥ গোসাঞির নেত্রধারা নহে নিবারণ। সর্ব্বসিদ্ধি হৌক বলি কৈল আলিঙ্গন॥

শ্রীজীবেরে স্নেহে শ্রীনিবাসে সমর্পিল। শ্রীনিবাস-প্রণমিতে তিঁহ প্রণমিল॥ শ্রীজীবগোস্বামী আলিঙ্গয়ে শ্রীনি-বাসে। হইলা অধৈর্য্য দোঁহে নেত্রজলে ভাসে॥ শ্রীনিবাস-শিষ্যকথা ব্যাপিল সর্ব্বত্র। শ্রীনিবাস সবার পরমস্নেহপাত্র॥ আইলেন সবে রাধারমণ-দর্শনে। শ্রীনিবাস দর্শন করিলা সর্ব্বজনে॥ হৈল যে উৎসব, তাহা কে পারে বর্ণিতে। সবে মহাহর্ষ শ্রীনিবাসের চরিতে॥ তার পর-দিবস শ্রীজীব শ্রীনি-বাসে। পাঠাইলা শ্রীকুণ্ডেতে গোস্বামির পাশে॥ শ্রীনিবাসে দেখি সুখে শ্রীদাস-গোসাঞি। অনুগ্রহ কৈল যত তার অন্ত নাই॥ শ্রীরাঘব কৃষ্ণদাস-কবিরাজ আদি। শ্রীনিবাসে কৈল সবে কৃপার অবধি॥ তিন দিন রহি রাধাকুণ্ড গোব-র্দ্ধনে। সবা' অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে॥ পাইয়া সবার আজ্ঞা পরমসন্তোষে। পাঠারম্ভ কৈল শীঘ্র অপূর্ব্ব দিবসে॥ শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামির গ্রন্থগণ। অনায়াসে স্ফুরে দেখি হর্ষ সর্ব্বজন॥ একদিন শ্রীজীব উজ্জ্বল-বিলোকয়। উদ্দীপনবিভাবের পদ্য বিচারয়॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ

উদ্দীপনবিভাবে ॥

সখি রোপিতো দ্বিপত্রঃ, শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোঽয়ং কদম্বডিম্ভঃ, ফুল্লো বল্লভবধূস্তুদতি ॥

এ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তি না হইল। শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসিল ॥ শ্রীনিবাসে শ্রীরূপগোস্বামী স্ফুরাইলা। কৈল ভাব ব্যাখ্যা, শুনি সবে হর্ষ হৈলা ॥ এ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যা অতিচমৎকার। বিস্তারিলা শ্রীউজ্জ্বল-গ্রন্থে টীকাকার ॥ সবে শ্রীনিবাস-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়। পরস্পর বিবিধ প্রকারে প্রশংসয় ॥ সর্ব্বত্রানুমতি লৈয়া শ্রীজীব উল্লাসে। "শ্রীআচার্য্য-পদবী" দিলেন শ্রীনিবাসে ॥ ইথে শ্রীনিবাস অতিলজ্জাযুক্ত হৈলা। শ্রীজীব জানিয়া স্নেহা-বেশে সম্বোধিলা ॥ শ্রীজীবগোস্বামি-আজ্ঞায় আচার্য্য অনু-ক্ষণ। ব্রজবাসিবৈষ্ণবে করান অধ্যয়ন ॥ একদিন শ্রীনি-বাস বসিয়া নির্জনে। হইয়া ব্যাকুল, কথা কহে মনে মনে ॥ নরোত্তম-নামমাত্র শ্রবণে শুনিল। শ্রবণমাত্রেতে মহা আনন্দ পাইল ॥ তিঁহ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপাত্র। তাঁহারে দেখিলে না ছাড়িব তিলমাত্র ॥ না জানি তাঁহার দেখা পা'ব কত দিনে। ঐছে বিচারিতে অশ্রু ঝরে দু'নয়নে ॥ প্রভু-ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপগোসাঞি দেখা দিল ॥ তিঁহ কহে কালি দেখা হ'বে তার সনে। এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেইক্ষণে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য পরমহর্ষ হৈলা। তার পরদিন নরোত্তমেরে মিলিলা ॥ দোঁহে

দোঁহা দেখি নেত্রে বহে অশ্রুধার। স্বাভাবিক প্রেমোদয় হইল দোঁহার॥ শ্রীনিবাস কহে বিধি সদয় হইল। নরোত্তম হেন রত্ন আনি মিলাইল॥ ঐছে কত কহে স্নেহে বিবশ হইয়া। সে সব শুনিতে কার্ না জুড়ায় হিয়া॥ নরোত্তমে আলিঙ্গন করে বারে বারে। শ্রীনিবাস কোলে হৈতে ছাড়িতে না পারে॥ শ্রীসীতামাতার বাক্য করিয়া স্মরণ। কতক্ষণে কৈলাচার্য্য ধৈর্য্যাবলম্বন॥ নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্যে প্রণমিয়া। করিল অনেক দৈন্য অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম-প্রেমময়। সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই দোঁহার প্রণয়॥ নরোত্তম মহানন্দে নিমগ্ন হইল। প্রভু-লোকনাথ-পদে আত্ম-সমর্পিল॥ নরোত্তম-চেষ্টা দেখি প্রভু-লোকনাথ। দীক্ষামন্ত্র দিয়া সুখে কৈলা আত্মসাত॥ শ্রীগোপালভট্ট আদি সবে কৃপা কৈল। শ্রীজীব-গোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল॥ অল্প-দিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন। দেখি হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্ব্বজন॥ অন্যের দুর্গম ঐছে প্রকাশে আশয়। শ্রীজীব-গোস্বামী সদা হর্ষ অতিশয়॥ সর্ব্বত্রেই সবার লইয়া অনু-মতি। নরোত্তমে দিলেন "শ্রীমহাশয়" খ্যাতি॥ বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার। শ্রীজীবের স্নেহ যত নারি বর্ণিবার॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমের ভাজন। শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুই জন॥ শ্রীরূপ সনাতনগুণে মগ্ন হইয়া। সদা ভক্তি-রস আস্বাদয়ে দোঁহা লৈয়া॥ এ সব শুনিতে যার প্রসন্ন অন্তর। তারে ভক্তিরত্ন দেন প্রভু-বিশ্বম্ভর॥ শ্রীনিবাস-

আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস-নর-হরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যস্য গৌড়ভ্রমণ-বৃন্দাবনগমনাদিবর্ণনং নাম চতুর্থস্তরঙ্গঃ ॥ ৪ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

## পঞ্চম তরঙ্গ।

—•:*:•—

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর। জয় জয় নিত্যানন্দ-দেব হলধর॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত ভক্তিদাতা-শিরোমণি। জয় শ্রীপণ্ডিত-গদাধর প্রেমখনি॥ জয় জয় শ্রীবাসপণ্ডিত দীন-বন্ধু। জয় সনাতন রূপ করুণার সিন্ধু॥ জয় দয়াময় শ্রী-প্রভুর ভক্তগণ। অনুগ্রহ কর সবে লইনু শরণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম-মহাশয়ে। শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কহিল না হ'য়ে॥ একদিন শ্রীজীব-গোস্বামী কৈল মনে। দোঁহে পাঠাইব শীঘ্র সর্ব্বত্র দর্শনে॥ সঙ্গে কে যা'বেন মনে ঐছে বিচারিতে। রাঘব-গোসাঞি আইলা গোবর্দ্ধন হৈতে॥ শ্রীজীব-গোস্বামী তাঁরে দেখি হর্ষ হৈয়া। জিজ্ঞাসিল কুশল আসনে বসাইয়া॥ তিঁহ কহে ব্রজে আমি করিব ভ্রমণ। এই হেতু হৈল শীঘ্র আমার গমন॥ শ্রীজীব কহয়ে ভাল হৈল সর্ব্বমতে। শ্রীনিবাস নরোত্তম যা'বেন সঙ্গেতে॥ শুনি শ্রীরাঘব অতি আনন্দ পাইলা। হেনকালে শ্রীনিবাস নরোত্তম আইলা॥ দুহুঁ প্রণমিতে দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন। হইল দোঁহার মহা উল্লাসিত মন॥ শ্রীজীব-গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনি-বাসে। শ্রীবনভ্রমণকথা কহিল উল্লাসে॥ শুনি শ্রীনিবাস

নরোত্তম হর্ষ মনে। সর্ব্বত্র বিদায় হইলেন সেই ক্ষণে॥ শ্রীজীব-গোস্বামী মহা মনের সন্তোষে। করিল বিদায় নরোত্তম শ্রীনিবাসে॥ শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া। গেলেন মথুরা অতি উল্লাসিত হৈয়া॥ শ্রীকেশবদেবের মন্দির-সন্নিধানে। রহিলেন শ্রীসুবুদ্ধি ছিলেন যেখানে॥ শ্রীসুবুদ্ধি-রায়ের কহিয়া গুণগণ। সন্ধ্যা-সময়েতে কৈলা শ্রীনামকীর্ত্তন॥ প্রেমানন্দে সদা মত্ত রাঘব-গোসাঞি। রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাঞি॥ দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার। পরম-বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর॥ দীনহীনে অনুগ্রহসীমা দেখাইলা। ভক্তিরত্নপ্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥ যাহার সর্ব্বস্ব শ্রীপর্ব্বত-গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনে বাস সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং। ১৬২ শ্লোকঃ॥

শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘবগোস্বামী গোবর্দ্ধনকৃতস্থিতিঃ॥
ভক্তিরত্নপ্রকাশাখ্যগ্রন্থো যেন প্রকাশিতঃ॥

মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে। মধ্যে মধ্যে রহে দাস-গোস্বামির সঙ্গে॥ কভু কভু একযোগে আসি বৃন্দাবনে। মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরিত্র সদা গায়। না ধরে ধৈরয নেত্রজলে ভাসি যায়॥ ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাই ভক্ষণেতে। প্রবল বৈরাগ্যচেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমভক্তিময়। দোঁহে এক

জানি স্নেহ করে অতিশয়॥ প্রদোষ-সময়ে দোঁহে কহয়ে বিরলে। কৃষ্ণের অশেষ লীলা মথুরামণ্ডলে॥ মথুরামণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ হৈলা। কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা॥ শ্রীবিগ্রহসেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ। নানারূপে পূর্ণ হৈল তাঁর অভিলাষ॥ কত দিন পরে সব হৈল গুপ্তপ্রায়। তীর্থ-প্রসঙ্গাদি কেহ না করে কোথায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্র-কুমার। মথুরা আইলা হৈলা কৌতুক অপার॥ করিয়া ভ্রমণ কিছু দিগ্‌দর্শাইলা। সনাতন রূপদ্বারে সব প্রকাশিলা॥ যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার। তথাপি করিলা শাস্ত্র-রীত অঙ্গীকার॥ নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সঙ্কলন। করি-লেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুই জন॥ গুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি। ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ-রসের মাধুরী॥ প্রভুপ্রিয় রূপ সনাতনের কৃপায়॥ মথুরামহিমা এবে সর্ব্বলোকে গায়॥ মথুরামণ্ডল এই বিংশতি যোজনে। ঘুচয়ে পাতক সব যথা তথা স্নানে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলং।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

যৈছে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর করে। যৈছে বজ্রভয়েতে পর্ব্বত কাঁপে ডরে॥ গরুড়ে দেখিয়া যৈছে সর্প পায় ভয়। যৈছে মেঘঘটা বায়ুস্পর্শে দূর হয়॥ যৈছে তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখ না রহে কিঞ্চিৎ। সিংহে দেখি যৈছে মৃগ হয়েত কম্পিত॥

তৃণপুঞ্জ অগ্নিসংযোগেতে হয় যৈছে। মথুরাদর্শনে সর্ব্বপাপ ধ্বংস তৈছে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সূর্য্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ।
তার্ক্ষং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব ॥
তত্ত্বজ্ঞানাদ্যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ।
তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎ ক্ষণাৎ ॥

অন্যদ্যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরীসংবাদে ॥

যথা তৃণসমূহস্তু জ্বলয়ন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ।
তথা মহান্তি পাপানি দহতে মথুরাপুরী ॥

বিংশতি যোজন এই মথুরামণ্ডলে। পদে পদে অশ্বমেধ-যজ্ঞ-পুণ্য মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলং।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণং ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জয়। অন্যত্র কৃত সে পাপ মথুরা নাশয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অন্যত্র হি কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং ॥

বহু জন্মার্জ্জিত পাপ মথুরা বিনাশে। মথুরামহিমা সর্ব্ব-পুরাণে প্রকাশে ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

বহুজন্মনি পাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্ততে।
মথুরাপ্রভাবং পাপং নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ ॥

মথুরায় কৈলে পাপ মথুরা নাশয়ে। স্থিতি হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায়ে ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ॥

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥

অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশ বর্ষ। মথুরাতে সে পাপ ভুঞ্জয়ে দিন দশ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জতে তু যৎ।
কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দ্দিনৈঃ ॥

সর্ব্বতীর্থ অধিক শ্রীমথুরা নিশ্চয়। কৃষ্ণপ্রিয় স্থান ঐছে অন্যত্র না হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ন বিদ্যতেচ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমস্ত মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥

ভারতবর্ষেতে ফল মিলে বহু দিনে। সে ফল মিলয়ে এই মথুরাস্মরণে ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদবাক্যং ॥

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানিচ।
যৎফলং ভারতে বর্ষে তৎফলং মথুরাং স্মরন্॥

যে না দেখি মথুরা, দেখিতে যেবা যায়। যথা তথা মৈলে সে মাথুরে জন্ম পায়॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে॥

ন দৃষ্ট্বা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা বহু তীর্থাশ্রয়। মথুরাতে তীর্থ যত সঙ্খ্যা নাহি হয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানিচ।
তীর্থসঙ্খ্যাচ বসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

রজসাং গণনা ভূমেঃ কালেনাপি ভবেন্নৃপ।
মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সঙ্খ্যা ন বিদ্যতে॥

মথুরানিবাস সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে। সর্ব্বসিদ্ধি হয় এই মথুরানিবাসে॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে॥

কুরু ভো কুরু ভো বাসং মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি।
যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দস্ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ॥

তথাহি তত্রৈব॥

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।

যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥

যে মথুরা তেজি করে স্পৃহা অন্যত্রেতে। সে অতিপামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য সোঽন্যত্র কুরুতে রতিং।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডেচ॥

মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোঽন্যত্র কুরুতে স্পৃহাং।
দুর্ব্বুদ্ধেস্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ॥

যার কোন গতি নাই সর্ব্বপ্রকারেতে। মথুরা তাহার গতি বিদিত শাস্ত্রেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ॥
সারাৎ সারতরং স্থানং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমং।
গতিমন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ॥

মথুরাতে স্বয়ং কৃষ্ণস্থিতি নিরন্তর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর॥

তথাহি আদিবারাহে॥

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নহি বিদ্যতে।
যস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্ব্বদা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে॥

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

হত্বাচ লবনং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলং।
শত্রুঘ্নো মথুরানাম-পুরীং যত্র চকার বৈ ॥
তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ॥

চত্বারিংশদ্যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্থিতা।
তত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥

শ্রীকৃষ্ণকৃপাতে মথুরায় রতি হয়। পুণ্য দান তপাদিতে অলভ্য নিশ্চয় ॥

তথাহি আদিপুরাণে ॥

ন তৎ পুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্যাগৈর্লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥
শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদেন ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি ॥

তথাহি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে ॥

হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু তৎকৃপা।
তেষামেবহি অন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥

মথুরা লভ্য ভগবদ্ধ্যানাদিতে হয়। অন্যথা অপ্রাপ্য মধুপুরী সুনিশ্চয় ॥

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে ॥

যদা বিশুদ্ধাস্তপ আদিনা জনাঃ
শুভাশ্রয়া ধ্যানধনা নিরন্তরং।
তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং
ন চান্যথা কল্পশতৈর্দ্বিজোত্তম ॥

শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্ব্বপ্রকারেতে। পুরাণাদি কহে ব্যক্ত বিদিত জগতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যা গতির্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্যচ ॥
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবী মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥
কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি সন্তি লোকে
তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
আজন্মমৌঞ্জীকৃত-মৃত্যুদাহৈ-
র্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মোক্ষং ॥
কৃমি-কীট-পতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে।
কূলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

চাণ্ডালপুক্কসস্ত্রীণাং জীবহিংসারতস্যচ।
মথুরা-পিণ্ডদানেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
প্রণাল্যামিষ্টকে চেতি শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে।

অট্টালে বা মৃতা দেবি মাথুরে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

অস্তীহ মথুরা নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূতবীথিকা ॥

তথাহি ॥

স্পর্শেন রজসস্তস্যা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহং।
ইতি যস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুলোকপ্রদ এই মথুরামণ্ডল। সর্ব্বমতে নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

যে পশ্যন্ত্যচ্যুতং দেবং মাথুরে দেবকীসুতং।
তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ক্ষরন্তে ন কদাচন ॥

তথাহি ॥

যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ।
মথুরায়াং মৃতা যেচ তে যান্তি পরমাং গতিং ॥
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
লব্ধাপমৃত্যবো যেচ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমথুরা শাস্ত্রে কয়। যার যে কামনা তারে তাহই মিলয়॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে॥

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথপূর্ব্বকং।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং ক্বচিৎ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্লভং ফলং॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ॥

শ্রীমথুরামণ্ডল প্রপঞ্চাতীত হন। কে বর্ণিতে পারে মথুরার গুণগণ॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণী।
ন যৎ ক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে॥

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরি স্থিতং।
পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ॥

দেবত্রয় রূপ শ্রীমথুরা মনোহিত। মাথুরশব্দের অর্থ পুরাণে বিদিত॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে॥

মাকারেচ থুকারেচ রকারে চান্তসংস্থিতে।

নিষ্পন্নো মথুরাশব্দ ওঁকারস্য ততঃ সমঃ ॥
মহারুদ্রো মকার-স্যাদুকারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
অকারোঽন্তস্ত ব্রহ্ম স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥
অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবন্ত্যত।
সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥

শ্রীমদ্বিষ্ণুভক্তি মথুরাতে লভ্য হয়। বিবিধ প্রকারে নানা পুরাণেতে কয় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেবং মহাফলং।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়ান্তু লভ্যতে ॥
ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মূনে।
হরির্দদ্যাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্লভং ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরা স্পর্শমাত্রতঃ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

স্মরন্তি মথুরাং যেচ মথুরেশং বিশাম্পতে।
সর্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্যাচ্চ ভক্তির্হরৌ পরে ॥

স্বতো মথুরা পরমফল বিতরয়। হেন মথুরার কেবা না করে আশ্রয় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

আদিবারাহে ॥

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণং।

মথুরা গীয়তে নিত্যং কর্ম্মণা মনসাপিচ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্ব্বোত্তম। বিংশতিযোজন সীমা অতি মনোরম ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলং ॥

মথুরামমণ্ডলসীমা যাযাবর হৈতে। শৌকরী বটেশ্বর পর্য্যন্ত শাস্ত্রমতে ॥ যাযাবর বিপ্র নামে যাযাবর স্থান। আদি শূকরের নামে শৌকরী আখ্যান ॥ বটেশ্বর শিব যেহোঁ সবার পূজিত। শ্রীশূরসেনের রাজ্য সর্ব্বত্র বিদিত ॥ বরাহদশন হ্রদ এবে কহয় লোকেতে। যাযাবর শৌকরী প্রসিদ্ধ পুরাণেতে ॥

তথাহি পাদ্মে যমুনামাহাত্ম্যে ॥

রম্যমপ্সরসং স্থানং যস্মিন্ চঞ্চলতাং গতঃ।

যাযাবরঃ পুরা বিপ্রস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

চিরকালং প্রতপ্তং তমিন্দ্রশাপাগ্নিনার্দ্দিতং।

স্পৃষ্ট্বা বারিকণেনেমং মোচয়িত্বাথ পাতকাদিত্যাদয়ঃ ॥

তত্রৈব ॥

পুনঃ স প্রাঙ্মুখী ভূত্বা সংপ্রাপ্তঃ শৌকরীং পুরীং।

যস্যাং ধরাং সমুদ্ধর্ত্তুমুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ ॥

যৈছে যাযাবর শৌকরী সীমার প্রচার। ঐছে সর্ব্ব-দিশা বিশ যোজন বিস্তার॥ বহু তীর্থ হয় এই বিশ যোজ-নেতে। তার মধ্যে বিশেষ কহয়ে পুরাণেতে॥ দ্বাদশ যোজন ব্যক্ত মথুরামণ্ডল। তথা বহুতীর্থ রামকৃষ্ণ-ক্রীড়া স্থল॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে॥

মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানাস্তু দ্বাদশ !
তত্র তীর্থসহস্রাণি কৃষ্ণরামক্রিয়াণিচ॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট এই মথুরাপ্রবরা। চতুর্বিংশতি ক্রোশ-ময়ী মনোহরা॥ কুমদবনাদিদ্বাদশারণ্য সংযুতা। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী সর্ব্বত্র বিদিতা॥

তথাহি আদিবারাহে॥

গব্যূতির্দ্বাদশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা।
তত্রাপি মথুরাদেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি। ক্লেশঘ্ন কেশবদেব কর্ণিকায় স্থিতি॥

তত্রাহি আদিবারাহে॥

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কং।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
কর্ণিকায়াং মৃতা যেচু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ।
পত্র মধ্যে মৃতা যেচ তেষাং মুক্তির্বসুন্ধরে॥

পশ্চিম পত্রেতে হরিদেব মনোহর। গোবর্দ্ধন নিবাসী পরমানন্দকর॥

তথাহি তত্রৈব॥

পশ্চিমে চ হরিং দেবং গোবর্দ্ধননিবাসিনং।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে॥

উত্তরে শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দময়। যাহার দর্শনে সর্ব্ব-পাপে মুক্ত হয়॥

তথাহি তত্রৈব॥

উত্তরেণ তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভং।
নাসৌ পততি সংসারে যাবদাহূতসংপ্লবং॥

পূর্ব্বপত্রে বিশ্রান্তিসংজ্ঞক দেবস্থিতি। যাহার দর্শনে মনুষ্যের হয় মুক্তি॥

তথাহি তত্রৈব॥

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং দেবং পূর্ব্বপত্রে ব্যবস্থিতং।
যং দৃষ্ট্বা তু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

শ্রীবরাহদেব শোভে দক্ষিণপত্রেতে। সর্ব্ব সিদ্ধি মনু-ষ্যের যার কৃপা হৈতে॥

তথাহি তত্রৈব॥

দক্ষিণেন তু মাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্যরূপিণীং।
মহাকায়স্বরূপাঞ্চ তাঞ্চ কেশবসন্নিভাং॥
মাং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

মথুরায় নিবাস আদিকলি বিশেষে। যে ফল মিলয়ে

তাহা পুরাণে প্রকাশে॥ জ্যৈষ্ঠে শুক্লা দ্বাদশী মথুরা স্নান করি। মিলয়ে পরম গতি দেখিলে শ্রীহরি॥

আদিবারাহে॥

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বাতু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।

মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥

চাতুর্মাস্য মথুরায় ফল অতিশয়। পৃথিবীর যত তীর্থ মাথুরে বৈসয়॥

আদিবারাহে॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসিচ।

মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে॥

ঐছে ভাদ্র-জন্মাষ্টম্যাদিক কালে যাহা। কহিতে কি পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত তাহা॥ মধুবনান্তর্গত মথুরাপুরী যার। মাহাত্ম্য কহিতে কেহ নাহি পায় পার॥ মধুদৈত্য-বধ এথা কৈলা ভগবান্। এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।

মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥

এথাতে যতেক তীর্থ লেখা নাই তার। সে সব তীর্থের নাম কহে শক্তি কার॥

তথাহি তত্রৈব॥

তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটঃ কিং হরিপ্রিয়ে।

বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা॥

ঐছে মথুরার মহা-মাহাত্ম্য কহিতে। রাঘবপণ্ডিত হর্ষে নারে স্থির হৈতে। [illegible] হইয়া দুই জনে। প্রাতঃক্রিয়া করি চলে মথুরা ভ্রমণে। আগে গেলা সনোড়িয়া বিপ্র যথা ছিলা। যার ঘরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিক্ষা কৈলা॥ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির যেহোঁ শিষ্য। যে দেখিল গৌরাঙ্গের পরম রহস্য॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে। এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবেশে॥ আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে। সবে মহামত্ত হইলা শ্রীনামকীর্ত্তনে॥ সবার নেত্রেতে অশ্রুঝরে অনিবার। ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞান হইল সবার॥ তিলার্দ্ধেক ছাড়িয়া যাইতে কেহো নারে। সবে সাঁতারয়ে প্রেমসমুদ্র পাথারে॥ এথাতে অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস। এত কহি শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ গৌরাঙ্গচান্দের লীলা করিয়া শ্রবণ। শ্রীনিবাস নরোত্তম করয়ে ক্রন্দন॥ করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য্য অন্তর। হইলেন বিপ্রাঙ্গণে ধূলায় ধূসর॥

ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে। কতোক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারিভিতে॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘবপণ্ডিত। শুনিনু প্রাচীনমুখে এ কথা বিদিত॥ তীর্থপর্য্যটন কালে অদ্বৈতগোসাঞি। দেখি মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি॥ মথুরায় অন্য দেশী এক বিপ্রাধম। বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা এ তার নিয়ম॥ পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে। মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে তার ডরে॥

এক দিন প্রভু-অদ্বৈতের সন্নিধানে। করয়ে বৈষ্ণবনিন্দা

দুঃসহ শ্রবণে॥ শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়। কাঁপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়॥ মহাদর্প করিয়া কহয়ে বার বার। ওরে রে পাষণ্ড তোর নাহিক নিস্তার॥ চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান। তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব খান খান॥ এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা। দেখি বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা॥ কর জোড় করিয়া কহয়ে বার বার। যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার॥ দুঃসঙ্গ-প্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হৈল। না জানি বৈষ্ণবতত্ত্বে অপরাধ কৈল॥ কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার। মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার॥ এত কহি বিপ্রাধম করয়ে রোদন। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ॥ দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে। অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে॥ কৈলা অপরাধ মহানরকে ভুঞ্জিতে। এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে॥ আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্ব্বক্ষণ। সর্ব্বত্যাগ করি কর নামসঙ্কীর্ত্তন॥ প্রাণপণ করি সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে। সদা সাবধান হবা বৈষ্ণবের দ্বারে॥ ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে। দেখিলে যে মূর্ত্তি তাহা গোপনে রাখিবে॥ ঐছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে। বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনামকীর্ত্তনে॥ মথুরায় বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া। করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া॥ দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল। প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল॥ কেহো কহে অকস্মাৎ আশ্চর্য্য

দেখিয়ে। কেহো কহে আছয়ে কারণ নিবেদিয়ে॥ মথুরায় আসি.এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। ছিলেন গোপনে তাঁর তেজ সূর্য্যসম॥ বিচারিনু সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার। তাঁর অনুগ্রহে বিপ্র হৈল এ প্রকার॥ দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়। এ স্থান দর্শনে ভক্তিরত্ন লভ্য হয়॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ কিবা সুশোভিত। এই অর্দ্ধচন্দ্রস্থান মাহাত্ম্য বিদিত॥

তথাহি আদিবারাহে॥

তত্র মধ্যেতু যৎ স্থানমর্দ্ধচন্দ্রব্যবস্থিতং।
তত্রৈব বাসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ॥
অর্দ্ধচন্দ্রেতু যঃ স্নানং করোতি নিয়তাশনঃ।
তেনৈব চাক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তাশ্চৈব ন সংশয়ঃ॥
অর্দ্ধচন্দ্রে মৃতা দেবি মম লোকং ব্রজন্তি তে।
অন্যত্রতু মৃতা দেবি অর্দ্ধচন্দ্রে কৃতক্রিয়াঃ॥
তেঽপি মুক্তিং গমিষ্যন্তি দাহাদিকরণৈর্বিনা॥
যাবদস্থীন্যর্দ্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবৎ স পাপকর্ত্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এত কহি শ্রীনিবাসাচার্য্য করে ধরি। মনের আনন্দে পুনঃ কহে ধীরি ধীরি॥ মধুবনান্তর্গত মথুরা তেজোময়। কাল বিশেষেতে যাত্রা ফল অতিশয়॥ সর্ব্বপাপ দূরে যায় মথুরা ভ্রমণে। অন্যেও পবিত্র হয় তাহার দর্শনে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো ভগ্নব্রতস্তথা।

মথুরাং প্রদক্ষিণীকৃত্য পূতো ভবতি পাতকাৎ॥
অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যো নরঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ॥

এই দেখ বসুদেব দৈবকীর ঘর। এথা জন্মিলেন কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর॥ জন্মস্থানমাহাত্ম্য পুরাণে ব্যক্ত কয়। কাল বিশেষে ফলের সীমা নাহি হয়॥

তথাহি স্কান্দে॥
জপোপবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন।
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

পাদ্মে॥
কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।
সকৃৎপ্রবিষ্টা যে কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ং॥

অহে শ্রীনিবাস কর কেশব দর্শন। এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন॥ ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায়। সবে কহে ইহোঁ এই শ্রীকেশব রায়॥ কেশবের মাহাত্ম্য কহিতে সাধ্য কার। সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণে যার॥ কেশব কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ যায় ক্ষয়। কাল বিশেষে যে ফল অন্ত নাহি হয়॥

আদিবারাহে॥
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন মথুরায়াস্তু কেশবে॥
ইহ জন্মকৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ যৎ।

তৎ সর্ব্বং নশ্যতে শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্ত্তনে ॥

দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য মথুরানগরে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি সদা শোভা করে ॥ দীর্ঘবিষ্ণু পদ্মনাভ স্বায়ম্ভুব নাম। যে দেখে সকৃৎ তার পূরে সর্ব্ব কাম ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

দেখ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। একানংশা * দেবী যশোদা দেবকী আর ॥ মহাবিদ্যেশ্বরী এ সভার দর্শনেতে। ব্রহ্মহত্যা হৈতে মুক্ত ব্যক্ত পুরাণেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

একানংশা ততো দেবীং যশোদাং দেবকীং তথা।
মহাবিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল। দৃষ্টিমাত্রে হরে পাপ পরম দয়াল ॥ কৃষ্ণভক্তি লভে কৈলে ইহার পূজন। ইহাতে যে বিমুখ তাহার বিড়ম্বন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥
দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনং।
তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

---

* একা মুখ্যা অনংশা অংশকলা রহিতা পূর্ণা ইত্যর্থঃ। ইনিই "নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া।

তথাহি নির্ব্বাণখণ্ডে ॥

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি ॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তুবন্তি বা ॥

এই দেখ মহাতীর্থ শ্রীবিশ্রান্তি নাম। কংসে বধি কৃষ্ণ এথা করিলা বিশ্রাম ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা ন্যাসিশিরোমণি। কৈল যে অদ্ভুত কর্ম্ম কহিতে না জানি ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা যত। সবে চতুর্দ্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত ॥ লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায়। সন্ন্যাসির শিরোমণি আইলা মথুরায় ॥ ঐছে কত কহি সবে ভাসে নেত্রজলে। ঊর্দ্ধবাহু করি চতুর্দ্দিকে হরি বলে ॥ ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র-শোভা দেখি। ফিরাইতে নারে কেহ অনিমিখ আঁখি ॥ প্রভু পূর্ণ কৈল সর্ব্ব লোক অভিলায। বিশ্রামতীর্থেতে ঐছে অদ্ভুত বিলাস ॥ বিশ্রান্তি তীর্থ মাহাত্ম্য বিদিত জগতে। পরম দুর্লভ পদপ্রাপ্তি বিশ্রান্তিতে ॥ সর্ব্বপাপ হরে সংসারের ক্লেশ যত। বিশ্রান্তি স্নানের ফল কে কহিবে কত ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তি লোক বিশ্রুতং
ভ্রমিত্বা সর্ব্বতীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতাঃ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংঘোবিনাশনং ।
সংসারমরুসঞ্চার ক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণাং ॥
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোহর্চ্চয়েদচ্যুতং নরঃ ।
স মুক্তো ভবসন্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে ॥

পাদ্মে যমুনামাহাত্ম্যে ॥

কালিন্দপর্ব্বতোদ্ভেদে মথুরায়াং তথা পুরি ।
প্রত্যগ্মুখ্যাঞ্চ শোকন্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে
ফলমুত্তরকূলোক্তং তৎ কালিন্দ্যাং শতাধিকং ॥
তদেবং কোটিগুণিতং বিশ্রান্তং কথ্যতে বুধৈঃ ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

এই গতশ্রম দেব দেখ রম্যস্থানে । সর্ব্বতীর্থ ফলপ্রাপ্তি ইহার দর্শনে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং ।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমং ॥

অহে শ্রীনিবাস এই অর্দ্ধচন্দ্র স্থিত । শ্রীযমুনা তীর্থ চতুর্ব্বিংশতি বিদিত ॥ এই অবিমুক্ত তীর্থ স্নানে মুক্তি হয় । প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত সুনিশ্চয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ।

তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি

এই দেখ গুহ্যতীর্থ এথা স্নান কৈলে। সংসারেতে মুক্ত হয় বিষ্ণুলোক মিলে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অস্তি চান্যতরদ্ গুহ্যং সর্ব্বসংসারমোক্ষণং।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

দেবের দুর্লভ এ প্রয়াগতীর্থ নাম। অগ্নিষ্টোম ফল মিলে এথা কৈলে স্নান॥

তথাহি সৌরপুরাণে॥

প্রয়াগনাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভং।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥

এই কনখল তীর্থ এথা কৈলে স্নান। পরম ঐশ্বর্য্য লভে পুরাণে প্রমাণ।

তথাহি আদিবারাহে॥

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম।

স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥

এই দেখ মহাতীর্থ তিন্দুক আখ্যান। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এথা কৈলে স্নান॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে

এই সূর্য্যতীর্থ পাপ নাশয়ে সকলি। এথা তপ কৈলা বিরোচনপুত্র বলি॥ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ সংক্রান্তি রবিবারে। রাজ-

সূর্য্য ফল লভে স্নান যেই করে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনং।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ

এই দেখ বটস্বামিতীর্থ তীর্থোত্তম। বটস্বামী সূর্য্য এথা বিখ্যাত ভুবন ॥ ভক্তি পূর্ব্ব এতীর্থ সেবনে রোগ ক্ষয়। ঐশ্বর্য্য লভ্য উত্তম গতি অন্তে হয় ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমং।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥
তত্তীর্থং চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্য্যমন্তেচ পরমাং গতিং

এই ধ্রুবতীর্থ ধ্রুবতপস্যার স্থান। ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান ॥ তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে। সর্ব্বতীর্থ ফল পায় জপাদি যে করে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যত্র ধ্রুবেণ সন্তপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে ॥
ধ্রুবতীর্থেতু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৄন্ সংতারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরং।
যত্র স্নানরতো মোক্ষো ধ্রুবএব ন সংশয় ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ ॥
ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপোদানং সমর্চ্চনং।
সর্ব্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ ॥

দেখ ঋষিতীর্থ ধ্রুব তীর্থের দক্ষিণে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে ॥ কৃষ্ণাশ্রয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয়। এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্ত্তিতং।
যত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ং।
স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিং পরাং লভেৎ ॥

এই মোক্ষতীর্থ ঋষিতীর্থ দক্ষিণেতে। এথা মোক্ষ প্রাপ্তি অবগাহন মাত্রেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

এই কোটিতীর্থ দেবদুর্ল্লভ এথায়। স্নান দান করে যে সে

বিষ্ণুলোক পায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তত্রৈব কোটিতীর্থং তু দেবানামপি দুর্ল্লভং ।

তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥

এই বোধিতীর্থ এথা পিণ্ডপ্রদানেতে । পিতৃলোক প্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে ॥

তথাপি আদিবারাহে ॥

তত্রৈব বোধিতীর্থাখ্যদেবানামপি দুর্ল্লভং ।

পিণ্ডং দত্ত্বাতু বসুধে পিতৃলোকং স গচ্ছতি

এ দ্বাদশতীর্থ শুভ বিশ্রাম দক্ষিণে । সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় এ সব স্মরণে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্ল্লভানিচ ।

তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

দেখ নবতীর্থ অসিকুণ্ড উত্তরেতে । ঐছে তীর্থ না হয় না হবে পৃথিবীতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

উত্তরে ত্বসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসঙ্গকং ।

নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

ত্রৈলোক্য বিদিত এই তীর্থ সংযমন । এথা স্নানে ফল বিষ্ণুলোকেতে গমন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ।

তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি ॥

এ ধারাপতন তীর্থস্নানে হরে শোক। পায় মহৈশ্বর্য্য প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

এই নাগতীর্থ তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে। স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি মৈলে পুনর্জন্ম নহে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং।

যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥

সর্ব্বপাপ নাশে ঘণ্টাভরণপ্রধান। সূর্য্যলোকে পূজ্য এথা করয়ে যে স্নান ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপবিমোচনং।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥

এই ব্রহ্মতীর্থ তীর্থোত্তম এ বিদিত। স্নানাদিতে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ॥

তথাহি আদিপুরাণে ॥

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেঽতিবিশ্রুতং।

তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ সংযতো নিয়তাসনঃ

ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস এই সোমতীর্থ স্থল। দেখহ যমুনাবারি

বহয়ে নির্ম্মল ॥ এথা অভিষিক্ত কৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সোম-লোকে সুখী ইথে নাহিক সংশয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সোমতীর্থেতু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বস্বকর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মোদতে সোমলোকেতু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥

সরস্বতীপতন তীর্থে যেই স্নান করে। অবর্ণ* হয়েন যতি পাপ যায় দূরে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপহরং শুভং।

তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ ॥

চক্রতীর্থ বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস। এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্রে উপবাস॥ স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়। কহিতে কি পরম দুর্ল্লভ ফল পায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।

যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥

স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

দেখহ দশাশ্বমেধ তীর্থ পূর্ব্বে ঋষি। এথা প্রভু পূজা সদা কৈল সুখে ভাসি॥ হেন তীর্থে নিয়ত যে সবে স্নান করে। স্বর্গপদ দুর্ল্লভ না হয় সে সবারে ॥

* অবর্ণ অর্থাৎ নীচ জাতি ও যতি ( জিতেন্দ্রিয় বা সন্ন্যাসী ) হন

তথাহি আদিবারাহে ॥

দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।

তত্র যে স্নাস্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্লভঃ ॥

এই বিঘ্নরাজতীর্থ কল্মষ নাশয়। এথা স্নান কৈলে বিঘ্ন-রাজ না পীড়য় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভং।

তত্রৈব স্নাতং মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥

এই দেখ কোটিতীর্থ পরম মঙ্গল। এথা স্নানমাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি ফল ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং কোটিতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভং।

তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ ॥

বিনা বিশ্রান্তি উত্তর দক্ষিণে তাহার। দ্বাদশ দ্বাদশ চতু-র্ব্বিংশতি প্রচার ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

চতুর্ব্বিংশতি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।

দশাশ্বমেধপর্য্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥

অহে শ্রীনিবাস চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে। মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ চিতে॥ প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ। তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ * ॥ লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভুসঙ্গে। ভাসিল সে সব লোক প্রেমের

* শেষ অনন্তদেব।

তরঙ্গে ॥ সকল দেবতা আসি মনুষ্যে মিলয়। সবে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় ॥ ঐছে মথুরায় অতি অদ্ভুত বিলাস। মথুরাতে আর তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস ॥ এই বিশ্বনাথতীর্থ গোকর্ণাখ্য নাম। বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবনবিশ্রুতং।

বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভং ॥

প্রতিদিন এই কৃষ্ণগঙ্গা-স্নান কৈলে। পঞ্চতীর্থ হৈতে দশগুণ ফল মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।

কৃষ্ণগঙ্গাদশগুণং দৃশ্যতে তু দিনে দিনে ॥

বৈকুণ্ঠতীর্থ-স্নানেতে মহাফল পায়। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

এই অসিকুণ্ডতীর্থ দেখ শ্রীনিবাস। এথা স্নানে বহু ফল পুরাণে প্রকাশ ॥ শ্রীবরাহ নারায়ণী লাঙ্গলী বামনে। কুণ্ডে স্নান করিয়ে দেখয়ে চারি জনে ॥ সাগর পর্য্যন্ত তীর্থ যত মথুরায়। সে সকল পরিক্রমা ফল মিলে তায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

একা বরাহসংজ্ঞাচ তথা নারায়ণী পরা।

বামনাচ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা॥

এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসিসংজ্ঞকে।

চতুঃসাগরপর্য্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবং॥

তীর্থানাং মথুরাণাঞ্চ সর্কেষাং ফলমশ্নুতে॥

এই চতুঃসামুদ্রিক নাম কূপ হয়। এথা স্নান কৈলে দেব-লোকে বিলসয়॥।

তথাহি আদিবারাহে॥

চতুঃসামুদ্রিকং নাম কূপং লোকেষু বিশ্রুতং।

তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে॥

অহে শ্রীনিবাস এই যমুনামহিমা। কেবা কত কহিবে কহিতে নাই সীমা॥ গঙ্গা হৈতে শতগুণ মথুরামণ্ডলে। বিষ্ণুলোকে পূজ্য যমুনায় স্নান কৈলে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে।

যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে।

যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

যমুনার জলে স্নান পানে সে কীর্ত্তনে। পুণ্য লভে পরম-মঙ্গল সে দর্শনে॥ স্নান পানে পবিত্র সপ্তম কুল হয়। প্রাণ-ত্যাগে পরম গতি এ সুনিশ্চয়॥

তথাহি মাৎস্যে যুধিষ্ঠিরনারদসম্বাদে।

তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।

কীর্ত্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যন্তি॥

অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র প্রয়াতি পরমাং গতিং॥

ইথে শ্রাদ্ধ যে করে অক্ষয় ফল তার। সচ্চিদানন্দাদি স্বয়ং যমুনা প্রচার॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

যত্র সচলকালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রাদ্ধং নরাধিপ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মরীচিস্বর্গে—

রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্গীতঃ সএব যমুনা স্বয়ং॥

কালবিশেষে যমুনা স্নানাদিক ফল। অশেষ বিশেষে বর্ণে পুরাণ সকল॥ অহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দী কৃপাতে। মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল বিদিত জগতে॥ লোহ স্বর্ণ হয় স্পর্শমণি-স্পর্শে যৈছে। পাপ যায় পুণ্য কৃষ্ণাজলস্পর্শে তৈছে॥

তথাহি স্কান্দে॥

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লোহং যাতি সুবর্ণতাং।
তথা কৃষ্ণাজলস্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাং॥

এই শ্রীমাথুরবিপ্র মহিমা অপার। নিজমুখে কহে প্রভু বিবিধ প্রকার॥

তথাহি আদিবারাহে॥

‡ অনৃচো মাথুরো যশ্চ চতুর্ব্বেদস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং ভোজয়েদ্দ্বিজং॥

---

‡ অনৃচো মন্ত্রহীনঃ অপঠিতবেদো বা॥

* কৃষীবলো দুরাচারো ধর্ম্মমার্গপরাঙ্মুখঃ।
ঈদৃশোঽপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধৃক্॥
মাথুরাণাং চ যদ্রূপং তন্মে রূপং বসুন্ধরে।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাঃ॥
মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ।
মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোঽহং নাত্র সংশঃ॥
ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানিচ।
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমথুরাবাসী যত। সবে বেদ পুরাণে মহিমা বহুমত॥

তথাহি আদিবারাহে॥
যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ॥
মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্ব্বে তে মুক্তিভাজনাঃ।
অপি কীটপতঙ্গা বা তির্য্যগ্‌যোনিগতাপি॥ §
পরদাররতা যেচ যে নরা অজিতেন্দ্রিয়াঃ।
মথুরাবাসিনঃ সর্ব্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ॥

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে॥
মথুরাবাসিনাং যেতু দোষং পশ্যন্তি পামরাঃ।
তে স্বদোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদং॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরানগর। অশেষ কৃষ্ণের লীলা-

---

* কৃষীবলঃ কর্ষকঃ ( হালিকঃ কৃষকো ) বা॥
§ অত্র সন্ধিঃ আর্ষঃ ইতি প্রতীয়তে॥

স্থান মনোহর ॥ কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা মালির ঘর এথা । কহিতে কি সর্ব্বত্র বিদিত যার কথা ॥ কংসের রজকে কৃষ্ণ বধি এই খানে । কৌতুকে অপূর্ব্ব বস্ত্র পরে গণসনে ॥ এই পথে কৃষ্ণ কংস-নিকটে চলিলা । শোভা দেখি মথুরানাগরী মুগ্ধ হৈলা ॥ এথা কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া মহারঙ্গে । চলয়ে অদ্ভুতগতি সখাগণ সঙ্গে ॥ কুবলয়াপীড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল । কৃষ্ণ তারে বধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল ॥ এই রঙ্গস্থল এথা মল্লযুদ্ধ কৈলা । এই মঞ্চস্থান কংস এথাই বসিলা ॥ এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন সুখে । কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ কৈল দেখিলা কৌতুকে ॥ কৃষ্ণ মহা-কৌতুকে কংসের হরে প্রাণ । এই কংসখালি এথা কংসের নির্ব্বাণ * ॥ শ্রীকুব্জার মন্দির আছিল এই খানে । এই দেখ কুব্জাকূপ সর্ব্বলোকে জানে ॥ কুব্জা সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস । তাহা ত্রিজগৎ মাঝে হইল প্রকাশ ॥ বলদেবকুণ্ড কৃষ্ণকূপ এই হয় । এথা রামকৃষ্ণ গণসহ বিলসয় ॥ অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এই খানে । যে আনন্দ হৈল তা কহিতে কেবা জানে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া । বসিলা অসংখ্যলোকে বেষ্টিত হইয়া ॥ ভাবাবেশে মহাপ্রভু হৈলা যে প্রকার । তাহা দেখি লোকের হইল চমৎকার ॥ মাথুর ব্রাহ্মণ-গণ পরস্পর কয় । কপটসন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয় ॥ অতি অলৌকিক কে বুঝিবে এনা রঙ্গ । আপনা গোপন কৈল ধরি গৌর অঙ্গ ॥ কেহ কহে মো সবার ভাগ্য অতিশয় । দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয় ॥ ঐছে কহে কতলোকে মনের

---

* নির্ব্বাণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কংসকে যেস্থানে আকর্ষণ ও বধ করেন ॥

উল্লাসে। দেখি গৌরমাধুর্য্য পরমানন্দে ভাসে॥ ঐছে কত কহিতে শ্রীরাঘবপণ্ডিত। হইলা অধৈর্য্য চিন্তি‧চৈতন্যচরিত॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। হা হা প্রভু বলিয়া ভূমিতে পড়ি কান্দে॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিতের চরণে ধরিয়া। দোঁহে কত কহে শুনি বিদরয়ে হিয়া॥ শ্রীপণ্ডিত স্থির হৈয়া দোঁহে স্থির কৈল। মথুরার আর যে তীর্থ দেখাইল॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ। এই খানে গোপাল ছিলেন এক মাস॥ শ্রীরূপগোস্বামী সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণে। হইলা বিহ্বল শ্রীগোপাল সন্দর্শনে॥ পাইয়া গোস্বামিগণে মথুরানিবাসী। আনন্দে নিমগ্ন না জানয়ে দিবানিশি॥ দেখ শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন। এথা ক্রীড়ারত পূর্ব্বে রোহিণীনন্দন॥ সেই প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ পর্য্যটনে। মথুরায় আসিয়া রহিলা এই খানে॥ পূর্ব্ব জন্মভূমি দেখি উল্লাস হিয়ায়। অলক্ষিত সে আবেশে সর্ব্বত্র বেড়ায়॥ অবধূতচন্দ্রে দেখি মথুরার লোক। পাইলা মহানন্দ পাশরিলা দুঃখ শোক॥ এস্থান দর্শনে সব তাপ যায় দূর। নিত্যানন্দ পদে ভক্তি বাঢ়য়ে প্রচুর॥ শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে মথুরাভ্রমণ। অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ॥ রাঘবপণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে। শ্রীনিবাস প্রতি কিছু কহে মৃদু ভাষে॥ দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী। পুণ্যা পাপহরা শুভা অপূর্ব্ব মাধুরী॥

তেন দৃষ্টাচ সা রম্যা বাসবস্য পুরী তথা।
বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা॥

দ্বাদশবিপিন সর্ব্বপুরাণে প্রমাণ। শুনিতে সে সব নাম

জুড়ায় পরাণ॥ মধু তাল কুমদ বহুলা কাম্য আর। খদির শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এ পার॥ শ্রীভদ্র ভাণ্ডীর বিল্ব লোহ মহা-বনে। যমুনার ও পার এ মনোজ্ঞ কানন॥

তথাহি পদ্মপুরাণে॥

ভদ্র শ্রীলোহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্য মুত্তমং॥

স্কান্দে॥

মহাবনং গোকুলাখ্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
পূর্ব্বেতু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে॥
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলং॥

॥ * ॥ ইতি দ্বাত্রিংশং ॥ * ॥

অহে শ্রীনিবাস এই দেখ মধুবন। সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় করিলে দর্শন॥

তথাহি আদিবারাহে॥

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমং।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ॥

তালবনে প্রভু তাল রক্ষক অসুরে। বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।

হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥

দেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য্য। এথা গতি মাত্রে বিষ্ণু-লোকে হয় পূজ্য ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বনং কমুদ্বনঞ্চৈব তৃতীয়বনমুত্তমং।

যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা পশ্চিমে। দন্তবক্রে বধে কৃষ্ণ এই উপবনে ॥ বজ্রনাভ থুইল নাম দতিহা ইহার। দতি উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার ॥ দন্তবক্র প্রসঙ্গে কহিয়ে এক কথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে মরমের ব্যথা ॥ ব্রজে দৈত্যে গণ সহ নন্দাদি সকলে। কৃষ্ণ লাগি গেলা কুরুক্ষেত্রে যাত্রা-চ্ছলে ॥ হইল কৃষ্ণের সহ সবার মিলন। যথা যে উচিত কৈল ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ সবে সন্তোষিয়া। কহিলেন ব্রজে শীঘ্র মিলিব আসিয়া ॥ কৃষ্ণ বাক্যামৃত-পান করি হৃষ্ট চিতে। বিদায় হইয়া সবে আইলা তথা হৈতে ॥ কৃষ্ণ লাগি রহিলেন যমুনার পারে। সর্ব্ব মনোবৃত্তি কৃষ্ণে লৈয়া যাবে ঘরে ॥ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সবে বিদায় করিয়া। হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ দ্বারকা যাইয়া শীঘ্র বধি শিশুপালে। মথুরা আইলা দন্তবক্র বধচ্ছলে ॥ দন্ত বক্রে বধিয়া যমুনা পার হৈলা। যথা নন্দাদিক তথা ত্বরায় চলিলা ॥ কৃষ্ণে দেখি ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল। আয়োরে আয়োরে বলি করে কোলাহল ॥ মিলিলা সবারে কৃষ্ণ কৃষ্ণে সবে লৈয়া ॥ নিজালয়ে আইলা শ্রীযমুনা পার হৈয়া ॥ হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে। পূর্ব্ব মত সবা সহ শ্রীকৃষ্ণ বিহরে।

আয়োরে বলিয়া গোপ যেথানে মিলিল। আয়োরে নামেতে গ্রাম তথাই হইল ॥ নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেই খানে। গৌরবাই সে গ্রামের নাম কে না জানে ॥ যে রূপে এ নাম হৈল শুনহ সে কথা। চানা নামে এক বৃহদ্গ্রাম আছে তথা ॥ সেই চানা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার। শ্রীনন্দরায়ের সহ অতি প্রীতি তার ॥ কুরুক্ষেত্রে হৈতে নন্দগমন শুনিয়া। মহাহর্ষে আগুসরি আনিলেন গিয়া ॥ বাস করাইলা সে গৌরব সীমা নাই। এই হেতু গ্রাম নাম হৈল গৌরবাই ॥ এবে সে গ্রামের নাম গৌরাই কহয়। চানা আয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয় ॥ এ গ্রাম প্রসঙ্গ অন্যত্রেও প্রচারয়ে। আর যে যে গ্রাম নাম কহিল না হয়ে ॥

তথাহি শ্রীগোপালচম্পূপদ্যে ॥

কথঞ্চিদপি মাথুরানমুগতাঃ কুরূণাং স্থলা-
দ্ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ং।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য্য গো-
রইতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্গৌরয়ীত্যপিচ।
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানং ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং।
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতং ॥

সে সকল গ্রাম হয় কৃষ্ণলীলা স্থান। মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান্ ॥ ঐছে কত কহিয়া পণ্ডিত হর্ষমনে। পরিক্রমাপথে চলে শ্রীবন ভ্রমণে ॥ আদি বারাহেতে যৈছে কৈল নিরূপণ। সেরূপ ন হিব ক্রমে হইব তেমন ॥ রাধন-

পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে। মনে হৈলে ষষ্ঠীকরাটবী দেখাইতে ॥ পরিক্রমা পথ ছাড়ি অন্য পথে গিয়া। শ্রীনিবাসে কহে ষষ্ঠীকরা প্রবেশিয়া ॥ পূর্ব্বে ষষ্ঠীকরাটবী নাম সে ইহার। এবে ষষ্ঠীঘরা নাম লোকেতে প্রচার ॥ দেখ শ্রীনিবাস এই শকটারোহণ। কৃষ্ণপ্রিয় স্থান এ পরম রম্য হন ॥ ভ্রমর গুঞ্জরে সদা পুষ্পের কাননে। পরম আনন্দ হয় একুণ্ডের স্নানে ॥ এথা উপবাস একরাত্র করে যে। বিদ্যাধর লোকে সুখে বিলসয়ে সে। কালবিশেষেতে ফল বহুবিধ হয়। এবে এ শকটা গ্রাম নাম লোকে কয় ॥

তথাহি আদিবরাহে ॥

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্দ্ধযোজনে ॥
অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥
সতু বিদ্যাধরং লোকং গত্বা তু রমতে সুখং ॥

গরুড় গোবিন্দ এই দেখ শ্রীনিবাস। এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস ॥ শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে। চতুর্ভুজ গোবিন্দ চঢ়য়ে তার স্কন্ধে ॥ গরুড় গোবিন্দ দুহুঁ শোভা অতিশয়। এই হেতু গরুড়গোবিন্দ নাম কয় ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ॥

যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজ ইত্যাদি ॥

ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুইজনে। পূর্ব্ব পরিক্রমাপথে আইলা হর্ষ মনে ॥ দূরে হৈতে কহে দেখ গন্ধেশ্বরাস্থান। কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে তেঁই এ আখ্যান ॥ দেখহ

সাতোঙা গ্রাম কুণ্ড সুনির্ম্মল। শান্তনু মুনির এই তপস্যার স্থল॥ এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া। আগে চলে নানা রম্যস্থান দেখাইয়া॥ রাঘবপণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস। শ্রীবহুলাবন এই দেখ শ্রীনিবাস॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ কালেতে। প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে॥ লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়। চতুর্দ্দিগে বেড়ি গৌরচন্দ্র পানে চায়॥ শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি গাভীগণে। প্রকাশয়ে পূর্ব্বে যৈছে কৈলা গোচারণে॥ মৃগাদিক পশু শিখি কোকিলাদি পক্ষ। মহামত্ত চতুর্দ্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ॥ বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে। দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে॥ কেহো কহে অহে ভাই মনে হেন বাসি। ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কপট সন্ন্যাসী॥ শ্যাম সুচিক্কণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়া। গৌররূপ ধরি ফিরে লোক প্রতারিয়া॥ ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য্য হিয়ায়। সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ করে গৌররায়॥ অহে শ্রীনিবাস এই বহুলাবনেতে। দেখহ অপূর্ব্ব কুণ্ড পদ্মবন যাতে॥ আর এই সঙ্কর্ষণ কুণ্ড অনুপম। আর মানসরসী পরম মনোরম॥ এ সব দর্শন স্নানে বহু ফল হয়। লক্ষ্মীসহ কৃষ্ণ দেখে পুরাণেতে কয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

পঞ্চমং বহুলং নাম বনানাং বনমুত্তমং।
তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ।

"তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা সহ বিশাংপতে॥

ওই যে ময়ূর গ্রাম কৃষ্ণ ওই খানে। দেখে ময়ূরের নৃত্য প্রিয়াগণ সনে॥ কি অপূর্ব্ব লক্ষ লক্ষ ময়ূরমণ্ডলী। রাই কাণু পানে চায় ঊর্দ্ধে পিচ্ছ তুলি॥ ময়ূরের মধ্যে রাই কাণু বিলসয়। নাচয়ে নাচায় কি অদ্ভুত হর্ষোদয়॥ চতুর্দ্দিগে করতালি দিয়া সখীগণ। দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন॥ ওই দেখ দক্ষিণ গ্রামাদি কথোদূরে। ও সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে॥ দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয়। দক্ষিণা * নায়িকা ভাব ব্যক্ত অতিশয়॥ আগে এ বসতি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। এথা বৃষভানু রাজা করিলেন বাস॥ ষষ্ঠীকরা রাওল পর্য্যন্ত নন্দ রহে। রাওল গ্রামের নাম এবে রাল কহে॥ বসতি নিকট রামকৃষ্ণ তোষ স্থানে। মহাসন্তোষে বিলসে সকল সখাগনে॥ এই আগে দেখহ আরিট নামে গ্রাম; এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম॥ অরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি। পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি॥ কৌতুকে শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শিতে কৃষ্ণ চায়। হাঁসিয়া রাধিকা কহে ইহা না জুয়ায়॥ যদ্যপি অসুর সে ধরয়ে বৃষাকৃতি। তারে বধ কৈলা হৈলা অপবিত্র অতি॥ যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান পার করিবারে। তবে সে ঘুচয়ে দোষ কহিল তোমারে॥ হাঁসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর বাণী॥ এথাই করিব স্নান সর্ব্বতীর্থ জানি॥

---

* দক্ষিণা অর্থাৎ পতির অনুকূল স্ত্রী।

এত কহি পদাঘাত কৈলা মহীতলে। পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্ব্বতীর্থজলে॥ নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ। সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥ শ্রীরাধিকা সহ সখীগণে দেখাইয়া। স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া॥ অর্দ্ধরাত্রে হইতেই হৈলসমাধান। অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান॥ সখীসহ শ্রীরাধিকা শুনি কৃষ্ণপ্রগল্‌ভ বচন। সখীসহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন॥ হইল অপূর্ব্ব রাধিকার সরোবর। দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর॥ সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসীগঙ্গাজলে। করিবেন কুণ্ড পূর্ণ অতিকুতূহলে॥ এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণতীর্থে নিদেশিতে। প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে॥ তীর্থগণ করি বহুস্তুতি রাধিকার। মানয়ে সৌভাগ্য মহাহর্ষ অনিবার॥ দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থজলে। সখীসহ দোঁহে শোভা দেখে কুতূহলে॥ নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়। দোঁহার আশ্চর্য্য কেলিস্থান এই হয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে॥
নীপৈশ্চম্পকপালিভির্ববরাশোকৈরসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকাবাসন্তিকাভির্বৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে॥

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম। ললিতাদি অষ্ট সখী কুঞ্জ মনোরম॥ সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্ব্বদিশে দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে॥

গীতে যথা ।

রাগ সারঙ্গ ॥

নাগরবর, পরমধীর, রহি রাধাকুণ্ডতীর, নিরখত অতি মঙ্গলময় মধুর সরসী শোভা। নিরমল পরিপূরিত জল, তঁহি কত কত ভাঁতিকমল, অতুলিত অলিবলিত মঞ্জু গুঞ্জত চিত লোভা ॥ লঘু লঘু নব পবন সঙ্গ, উপজত মৃদুতর তরঙ্গ, প্রমুদিত জলচরচয় বহু, ফিরত কত রঙ্গে। ঝলকত মণিখচিত ঘাট, চয় বিচিত্র চিত্র নাট, মণ্ডিত কুটিমণ্ডপ, মদনালয় মদ ভঙ্গে ॥ প্রফুল্লিত সুরসালহি অরু, নীপ বকুল চম্পকতরু, উচ্চ রুচির রচিত রতন দোলা তহি সাজে। উলসিত শুক গায়ত ঘন, শুনি শুনি উনমত খগগণ, নৃত্যত শিখী কুহু কুহু কুহু, কোকিল কল গাজে। কনকবেদী বিলসত বন, সেবিত ষড়ঋতু অনুখন, বিকসিত কত কুসুম সুসম, সৌরভ অনুপামা। ] বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ, নিরমিত রসজনিত পুঞ্জ, ধৈরয ভর ভঞ্জন ভণ, নরহরি সুখধামা ॥

---

রাগ সারঙ্গ ॥

রাধা মৃগনয়নি গোরি, নাগর করবাহু জোরি, প্রমুদিত চিত নিরখত, ঘনশ্যাম সরসী শোভা। নির্ম্মল পরিপূর্ণ বারি, পীযূষভর গরব হারি, মন্দ পবন পরশত মৃদু বীচি ভুবন লোভা ॥ বিকসিত নবকুঞ্জ নিকর, গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর, মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা। সারস লস হংস লাখ, ফিরতহি তহি চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ কীর কোকিল শিখী, কলরব অভিরামা ॥ ঝলকত সর তীর অতুল, কুসুমিত তরুবল্লী

বকুল, বলয়িত জল ছলক ছাঁহ, ছুটত ছবি ভারী। অভিনব কুটি মণ্ডপ গণ, মণ্ডিত কত বেদি রতন, সুগঠন মণি জড়িত ঘাট, লোচন রুচিকারী॥ চৌদিশ রস ঝরত পুঞ্জ, বেষ্টিত সুবলাদি কুঞ্জ, সুরুচি রচনা তঁহি কত, ভাঁতি ভবন ভ্রাজে। ষড় ঋতু কৃত সেবন ঘন, অদভুত মহিমা সুরগণ, গায়ত নরহরি অনুখন, ধ্যায়ত হৃদি মাঝে॥

অরিষ্ট কুণ্ডাখ্যে শ্যাম কুণ্ড সবে কয়। এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥ এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে। রাজ-সূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অরিষ্ট রাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

অহে শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডের মহিমা। পুরাণে বিদিত এ কহিতে নাই সীমা॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে॥

দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভূতৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ॥
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষণং।
যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥
তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকেঽষ্টম্যাং স্নাত্বাপূজ্য জনার্দ্দনং।

প্রবোধন্যাং যথা প্রীতস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ ॥

দেখ শ্রীনিবাস রাধাশ্যামকুণ্ড দ্বয়। চতুর্দ্দিকে বনশোভা মুনীন্দ্রে মোহয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন ভ্রমণ করিয়া। এই তমা-লের তলে বসিলা আসিয়া ॥ অরিষ্টগ্রামীয় লোকগণে জিজ্ঞাসিল। কুণ্ডদ্বয় বার্ত্তা কেহ কহিতে নারিল ॥ সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে। তারে জিজ্ঞাসিল সেহো না পারে কহিতে ॥ প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ততীর্থ নিরীখয়। দুই ধান্য ক্ষেত্রে হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়। তথা অল্পজলে স্নান করি হর্ষ চিতে। শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানা মতে ॥ লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল। দেখি গ্রামী লোক মহা বিস্ময় হইল ॥ কেহো কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়। কোথা হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয় ॥ কেহ কহে অহে ভাই ইহারে দেখিতে। না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে ॥ কেহ কহে মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়। কহিতে না পারি মোর মনে যাহা হয়। কেহ কহে ইহার সন্ন্যাসী কহে কে। এইরূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ ॥ দেখহ তাহার সাক্ষী নানা পক্ষিগণ। নিকটে আসিয়া সবে করয়ে দর্শন ॥ শুক পিক সুখে কৃষ্ণ সম্বোধন করে। নাচয়ে ময়ূর মহা-উল্লাস অন্তরে ॥ নানা শব্দ করে পক্ষী কর্ণ রসায়ন। দেখ কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ ॥ অহে ভাই এ কপট সন্ন্যাসী উপরে। দেখ লতা সহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ হরিণ হরিণী-গণ সমীপে আসিয়া। একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখ পানে চাইয়া ॥ ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধাইয়া আইসে ধেনুগণ। চতুর্দ্দিকে বেঢ়ি মুখ-কয়ে নিরীক্ষণ ॥ দেখ আনন্দাশ্রু ঝরে সবার নয়নে। ইহাতে

সূচায় দেখা হৈল বহু দিনে॥ অহে ভাই ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে। হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে॥ অহে ভাই এ প্রভু চরণে নমস্কার। লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার॥ কালী গোরী নামে এই ধান্য ক্ষেত কৈনু। ইহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু॥ ঐছে সবে পরস্পর নানা কথা কয়। শ্রীদর্শনামৃত পানে মত্ত অতিশয়॥ কুণ্ড দেখি প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ॥ ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারয়ে তার লেশ॥ অহে শ্রীনিবাস ধান্য ক্ষেত্র কুণ্ডদ্বয়। এবে জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয়॥ এরূপ হইল যৈছে ধান্য-ক্ষেত গিয়া। শুন সে প্রসঙ্গ কহি সংক্ষেপ করিয়া॥ অকস্মাৎ রঘুনাথ মনে এই হৈল। কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল॥ অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়। এত বিচারিয়া হইলেন স্তব্ধ প্রায়॥ আপনাকে ধিক্কার করয়ে বার বার কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার॥ বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া। রহয়ে নির্জনে অতি সাবধান হৈয়া॥ ভক্ত মনে যে হয় তা না হয় অন্যথা। কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত মনঃকথা॥ কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া। প্রভুকে দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া॥ নারায়ণ তারে আজ্ঞা করিলা স্বপ্নেতে। মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিট গ্রামেতে। তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান॥ তার আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম॥ যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহণ। তবে এই কথা তারে করাবে স্মরণ॥ কুণ্ডদ্বয় জলে স্নান পানের লাগিয়া। করিয়াছ মনে তা করহ মুদ্রা লৈয়া॥ এত কহি বিদায় করিলা সেই ক্ষণে। আরিট গ্রামেতে তেঁহ আইলা

হর্ষ মনে॥ রঘুনাথ দাস গোস্বামির আগে গিয়া ভূমে পড়ি প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া॥ প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা। শুনি রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা॥ কত ক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বার বার। শীঘ্র কুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার॥ শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইলা। সেই ক্ষণে বহু-লোক নিযুক্ত করিলা॥ শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্ন মতে॥ শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবহিতে॥ শ্যামকুণ্ডতীরে এই বৃক্ষ পুরাতন। সবে স্থির কৈল কালি করিব ছেদন॥ স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে। বৃক্ষ রূপে মোরা পঞ্চ আছিয়ে এথাতে॥ কালি প্রাতে মানস পাবন ঘাটে গিয়া। করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ নিরখিয়া। স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনি প্রভাতে॥ দেখে এক বৃক্ষে পঞ্চ বৃক্ষ ক্রম মতে॥ বৃক্ষের ছেদন সবে বারণ করিল। এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস রহিল॥ নির্ম্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়। দেখ রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয়॥ দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে। কুটীর করিতে তাঁর কভু ইচ্ছা নহে॥ এক দিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে। এথা আইলা শ্রীগোপালভট্টের বাসাতে॥ মানস পাবন ঘাটে চলিলেন স্নানে। দেখে এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেই খানে॥ রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া। ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া॥ কত ক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারি পানে। দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে॥ ভূমিতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল। সনাতন স্নেহাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥ রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে। বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে॥ জানাইয়া বিশেষ

গোসাঞি গেলা স্নানে। কুটীরের আরম্ভ হইল সেই দিনে ॥ অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে। রহিলেন কুটীরে গোসাঞির আজ্ঞামতে ॥ অহে শ্রীনিবাস রঘুনাথ চেষ্টা যত। এক মুখে তাহা আমি কহিব বা কত ॥ দাসনামে এক ব্রজবাসী এথা রয়। দাসগোস্বামির তারে স্নেহ অতিশয় ॥ তেঁহো এক দিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা। বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি নিলা ॥ দাসগোস্বামির কথা মনে মনে কহে। অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে ॥ এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাহার। ইথে কিছু অতিরিক্ত হইব আহার ॥ ঐছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা। তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা ॥ নব্যপত্র দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞি। এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন ঠাঞি ॥ দাস কহে সখীস্থলী গেনু গোচারণে। পাইয়া উত্তম পত্র আনিনু এখানে ॥ সখীস্থলী নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা। তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা ॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাস প্রতি। সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম না যাইবা তথি ॥ ইহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া। জানিলেন সাধক দেহেতে সিদ্ধ ক্রিয়া ॥ এ সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়। ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয় ॥ অহে শ্রীনিবাস এক দিন রঘুনাথ। ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদি দুগ্ধ ভাত ॥ হইল অজীর্ণ দেহ ভার অতিশয়। কৈছে দেহ ভার হৈল কেহ না বুঝয় ॥ শ্রীবল্লবপুত্র শ্রীবিট্ঠনাথ শুনি। দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি ॥ নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার। দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহোঁ ইথে দেহ ভার ॥ শ্রীবিট্ঠলনাথ কহে হইয়া বিস্ময়। দুগ্ধ অন্ন ইহারে সম্ভব

কভু নয়॥ রঘুনাথ কহে এই সুসত্য বচন। মানসে করিনু মুই দুগ্ধান্ন ভোজন॥ শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার। ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া কি কহিব আর॥ অহে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় জান চিতে। রাধাকুণ্ড বাস রঘুনাথ কৃপা হৈতে॥

শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহার। শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার॥ পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ। দেখ রাধা-শ্যাম কুণ্ড দ্বয়ের মিলন॥ এই মাল্যহারি কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। মুক্তামালা ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস॥ শ্রীমুক্তাচরিত্র গ্রন্থে এ সব বিস্তারি। বর্ণিল শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি॥ এই শিব-খোর ভানুখোর কুণ্ডদ্বয়। এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয়॥ ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া। শ্রীদাসগোস্বামী আগে গেলা দোঁহে লৈয়া॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত সকল নিবেদিল। শুনি দাসগোস্বামির চিত্তে হর্ষ হৈল॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে॥ গোস্বামির শুষ্ক দেহ দুর্ব্বলাতিশয়। তথাপি উঠিয়া দুই বাহু পসারয়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে আলিঙ্গন করি। শ্রীনিবাস প্রতি কি কহিলা ধীরি ধীরি॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা। তাঁরে প্রণমিতে যে উচিত তেঁহো কৈলা॥ শ্রীনিবাসে জানে তেঁহো প্রাণের সমান। কহিতে কি পরম অদ্ভুত চেষ্টা তান॥ দাসগোস্বামির প্রিয় দাস ব্রজবাসী। তেঁহো সেই খানে শীঘ্র মিলিলেন আসি॥ আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম মিলে সে সবারে॥ সবে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে অনুমতি দিলা। ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীঘ্র করাইলা॥ দোঁহে স্নান করিবারে গেলা শীঘ্র করি। নয়ন ভরিয়া দেখে কুণ্ডের

মাধুরী ॥ সুবলের কুঞ্জ শ্যামকুণ্ডের উত্তরে। তথা ঘাট মানস পাবন শোভা করে ॥ মানস পাবন রাধিকার প্রিয় অতি। তথা বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি ॥ সেই ঘাটে দোঁহে স্নান কৈল প্রেমাবেশে। বাঢ়িল দোঁহার সুখ অশেষ বিশেষে ॥ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামির কুটীর যথা। শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিলেন তথা ॥ সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া। চলিলা পণ্ডিত প্রাতঃকালে দোঁহে লৈয়া ॥ শ্রীকুণ্ডদক্ষিণে মুখরাই গ্রাম হয়। তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয় ॥ রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা। তার এই বাসস্থান জানে সর্ব্বজনা ॥ এথা মহাকৌতুক মুখরা অলক্ষিত। রাধাকৃষ্ণে মিলায় হইয়া উল্লসিত ॥ এত কহি আগে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে। বহু লীলাস্থলী গোবর্দ্ধন চারিপাশে ॥ দেখহ কুসুমসরোবর এই বনে। দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুমচয়নে ॥ এই যে নারদ কুণ্ড নারদ এথাতে। তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে ॥ মুনি মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ। মনোরথ সিদ্ধি হেতু বৃন্দা উপদেশ ॥ এই রত্নসিংহাসন ইথে বহু কথা। রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিলা এথা ॥ শঙ্খচূড় বধের কারণ এথা হৈতে। যৈছে কৃষ্ণ বধে তা বিদিত ভাগবতে ॥ এই দেখ পালিগ্রাম অপূর্ব্ব উদ্যান। পালিকা নামেতে যূথেশ্বরী বাসস্থান ॥ ওই দেখ দূরে যমুনা অত গ্রামেতে। তথা বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ সাথে ॥ ইন্দ্রধ্বজবেদী এই এথা নন্দরায়। করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায় ॥ এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ। বংশীস্বানে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ ॥ এ ঋণমোচন পাপমোচন আখ্যান। ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে

স্নান ॥ এই দেখ সঙ্কর্ষণ কুণ্ড তেজোময়। এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥ এই পরাসৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। বসন্তসময়ে এথা করিলেন রাস ॥ এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনুপম। এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥ দেখহ গন্ধর্ব্বকুণ্ড অতি রম্যস্থল। এথা কৃষ্ণ গুণগানে গন্ধর্ব্ব বিহ্বল ॥ গোবর্দ্ধনে বসন্তরাসেতে রঙ্গ যত। পরম মধুর তা বর্ণিবে কেবা কত ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ॥

রাসে শ্রীশতবন্দ্যসুন্দরসখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎকৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

দেখ পৈঠ নামে গ্রাম অতি সুশোভিত। পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা এই বনে। কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে ॥ চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল। রাই দৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

যথা নায়িকাপ্রকরণে ৫। ৬ শ্লোকৌ ॥

ভুজাচতুষ্টয়ং কাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্নঃ দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-

দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং।
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥

দেহে * পৈঠে দ্বিভুজ এ কৌতুক অপার। এই হেতু পৈঠ নাম লোকেতে প্রচার॥ পৈঠগ্রাম আদি রম্য স্থান দেখাইয়া। গৌরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া॥ পণ্ডিত উল্লাসে কহে দেখ শ্রীনিবাস। এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস॥ গৌরীতীর্থে নীপ বৃক্ষরাজ মনোহর। নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর॥ এই আনিয়োর গ্রাম গিরিসন্নিধানে। এথা যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে॥ নন্দাদিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি। কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্দ্ধন গিরি॥ বিবিধ সামগ্রী গোবর্দ্ধনে ভোগ দিলা। কৃষ্ণ এক রূপে তথা সকল ভুঞ্জিলা। মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারয়। আনিয়োর আনিয়োর বার বার কয়॥ গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার। এই হেতু আনিয়োর নাম সে ইহার॥ অন্নকূট স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস। এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৫ শ্লোকঃ॥

ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিতভোগমুচ্চৈ-
র্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ॥
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে॥

এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥

* পৈঠে অর্থাৎ প্রবেশ করে।

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৪ শ্লোকঃ ॥

নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবং।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
ত্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥

এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত। পুরাণে প্রচার তাহা কে বর্ণিবে কত ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদং ॥

এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানা মতে। বহুফল শক্র-তীর্থ স্নান তর্পণেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্ম্মিতং।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥

কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন। এথাই গোপাল ছিলা হৈয়া সঙ্গোপন ॥ দাননির্বর্ত্তন কুণ্ড দেখ এই খানে। এ অতি গোপন স্থান অন্যে নাহি জানে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৮ শ্লোকঃ ॥

নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননির্বর্ত্তিরস্মি-
ন্নত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সভায়াং।
রসবিমুখনিগূঢ়ে তত্র তজ্‌জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনেন ॥

মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে। গোপাল দিলেন

দেখা দুগ্ধদান ছলে॥ গোপালের স্থান ওই দেখহ পর্ব্বতে। মধ্যে মধ্যে গোপালের স্থিতি গাঠুলিতে॥ দেখহ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্দ্ধন অন্তে। এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে॥ এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন। শ্যামঢাক কহে লোকে এ অতি নির্জ্জন॥ এত কহি আগে চলে মনের উল্লাসে। নিজ বাসস্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে॥ এই মোর গোফা আমি রহিয়ে এথাই। দেখি গোবর্দ্ধন শোভা মহাসুখ পাই॥ এই গোবর্দ্ধন গুহা অতি মনোহর। এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৬৫ শ্লোকঃ॥

যেষাং ক্বাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্ব্বয়স্যোৎকরৈ-
স্তদ্ধাতু দ্রবপুঞ্জচিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধা সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে॥ ৪০॥

দেখ ঐরাবত পদচিহ্ন ইন্দ্র এথা। কহিলেন কৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপা কথা॥ দেখহ সুরভিকুণ্ড মহিমা অপার। এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কার॥ দেখ রুদ্রকুণ্ড শোভা নির্জ্জন কাননে। এথা মহাদেব মগ্ন হৈল কৃষ্ণধ্যানে॥ এই যে কদমখণ্ডি কৃষ্ণ এই খানে। চাহি রহে রাধিকা গমনপথ পানে॥ অহে শ্রীনিবাস এই দানঘাটি স্থান। রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য দান॥ এই খানে শ্রীচৈতন্য সঙ্গের বিপ্রেরে। জিজ্ঞাসেন দান প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে॥ দান প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি। শুনি হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি॥ প্রেমাবেশে করি হরি দেবের দর্শন। করয়ে অদ্ভুত নৃত্য দেখে সর্ব্বজন॥ প্রেমে মত্ত লোক নেত্রে বহে অশ্রুধার। সবে কহে এই হরি

দেব অবতার ॥ যৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্দ্ধনে। অহে শ্রীনিবাস তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ দানঘাট পরমনির্জ্জন স্থান হয়। দানঘাট নাম কেহ কৃষ্ণবেদী কয় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৭ শ্লোকঃ ॥

ঘট্টক্রীড়া কুতকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানীভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীং ॥

এথা দান লীলার উপমা নাহি দিতে। বর্ণিল শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে ॥ এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা অপার। চারিপার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

অত্র জাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানিচ সরাংসিচ ॥

আদিবারাহে ॥

হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাযুতং।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানিচ শুভানিচ ॥
ইন্দ্রং পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থস্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণতু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥

দেখহ মানসগঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ এথায়। নৌকা বিহারাদি করে আনন্দ হিয়ায় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৬৪ শ্লোকঃ ॥

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দননৌবিহার
লীলাবিনোদরসনির্ভর ভোগিমূলে।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বলশিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাং ॥

শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্ম্মল। কে কহিতে পারে এথা যৈছে স্নান ফল ॥ এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া। গোবর্দ্ধন মহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ অহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধনানন্দময়। মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয় ॥ মথুরা পশ্চিম ভাগ গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র। বিষম সংসার দুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র ॥ মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন। গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন ॥ অন্নকূট গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে। তার গতাগতি কভু না হয় সংসারে ॥ এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি। ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র গর্ব্বচূর্ণ করি ॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাই সীমা। বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্লভং।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্যোজনদ্বয়ং ॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্য্যাদস্য প্রদক্ষিণং।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্দেবি সত্যং ব্রবীমি তে ॥
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিং।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে ॥
ইন্দ্রস্য বর্ষতোঽত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলং।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ ॥
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্রে ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

আদিবারাহে ॥

গোবর্দ্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা দেবং হরিং প্রভুং।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধন সন্নিধানে। ছিলা এক বিপ্র অর্থ-বন্ত সবে জানে ॥ তেঁহো সদা বিহ্বল বলাই চাঁদে প্রীত। নিরন্তর চিন্তে বলরামের চরিত ॥ অবশ্য দিবেন দেখা দঢ়াইয়া মনে। করয়ে ভ্রমণ এই গোবর্দ্ধন বনে ॥ বিপ্রের সৌভাগ্য কিছু কহনে না যায়। অকস্মাৎ হৈল আজ্ঞা মিলিব তোমায় ॥ নিত্যানন্দ রাম প্রিয়ভক্তের কারণে। তীর্থ পর্য্যটন রঙ্গে আইলা গোবর্দ্ধনে ॥ এথাই রহিলা আসি দেখিয়া নির্জন। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে মূর্ত্তি কন্দর্প মোহন ॥ দূরে দেখি সেই বিপ্র চিন্তে মনে মনে। কোথা হৈতে অবধূত আইলা এখানে ॥ করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায়। এ নহে মনুষ্য মাত্র মনুষ্যের প্রায়। হবে মনোরথ সিদ্ধি ইহার কৃপাতে ॥ এত বিচারিয়া বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ দধি দুগ্ধ ছেনা নবনীত আদি লৈয়া। প্রভু আগে আসি কিছু কহে প্রণমিয়া ॥ অহে অবধূত মোর এই নিবেদন। কৃপা কর দেখি যেন রোহিণীনন্দন ॥ কর অঙ্গীকার মুঞি যে কিছু আনিল। শুনি প্রভু হাসি মহা-কৌতুকে ভুঞ্জিল ॥ অবশেষ লৈয়া বিপ্র নিজস্থানে গেলা।

করিতে ভক্ষণ প্রেমে বিহ্বল হইলা॥ পুন আর প্রভু আগে যাইতে নারিল। প্রায় সন্ধ্যা সময়েতে নিদ্রা আকর্ষিল॥

স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিলা। দেখি অবধূতচন্দ্রে বিপ্র হর্ষ হৈলা॥ বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে। বিপ্র লোটাইয়া পড়ে প্রভুর চরণে॥ কিবা বলদেব মূর্ত্তি ভুবন-মোহন। ঝল মল করে অঙ্গে নানা আভরণ॥ বিপ্রে অনুগ্রহ করি অদর্শন হৈতে। নিদ্রা ভঙ্গ হৈল বিপ্র চাহে চারি ভিতে॥ যথা প্রভু অবধূতে করিলা দর্শন। তথাই চলয়ে শীঘ্রস্থির নহে মন॥ হৈল দৈববাণী ধৈর্য্য ধরহ এখনে। এথা হৈতে যাবে তথা রজনি বিহানে॥ শুনি বিপ্র মনে মনে করয়ে বিচার। হইল সফল আশা যে ছিল আমার॥ পাইনু প্রভুরে এবে না দিব ছাড়িয়া। ঘুচাইব এই বেশ চরণে পড়িয়া॥ রজনি প্রভাতে আনাইয়া স্বর্ণকার। পরাইব প্রভুরে বিবিধ অল-ঙ্কার॥ এত কহিতেই নিদ্রা কৈল আকর্ষণ। স্বপ্নচ্ছলে নিত্যা-নন্দ দিলা দরশন॥ বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর। দেখি বিপ্ররাজ স্তুতি করয়ে বিস্তর॥ প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল। প্রাতে প্রভু আগে গিয়া সব জানাইল॥ মন্দ মন্দ হাসি প্রভু বিপ্র করে ধরি। জানাইলা সর্ব্বতত্ত্ব অনুগ্রহ করি॥ বিপ্র প্রতি কহে পুন মধুর বচনে। অলঙ্কার পরাইতে করিয়াছ মনে॥ বিপ্র কহে যে দেখিনু প্রভুর ভূষণ। তা সম নির্ম্মাণ করে কে আছে এমন॥ ভক্তাধীন প্রভু কহে কত দিন পরে। অবশ্য ভূষিত হব নানা অলঙ্কারে॥ এবে এ অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলায়। স্বর্ণ বদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায়॥ স্বর্ণ বদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি। রাখিলা গলায় অবধৌত

শিরোমণি॥ ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ নিত্যানন্দের এ লীলা। ইহা অন্যে প্রকাশিতে বিপ্রে নিষেধিলা॥ ভক্তপ্রীতে কিছু দিন রহিলা এখানে। মিলয়ে দুর্ল্লভ প্রীত এস্থান দর্শনে॥ এই চক্রতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভি-লাষ॥ চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা ক্রীড়া এই খানে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৮৯। ৮০ শ্লোকৌ॥

সীরি ব্রহ্ম কদম্বখণ্ড সুমনো রুদ্রাপ্সরো গৌরিকা-
জ্যোৎস্নামোক্ষণ মাল্যহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যয়া।
যানি শ্রেষ্ঠ সরাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেরমূ-
নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবত গিরি শ্রীরত্নপীঠান্যপি॥
অহো দোলাক্রীড়া রসবর ভরোৎ ফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ-
প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতনে। চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এখানে॥ এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে। এই দেখ তাঁর কুটি বনের ভিতরে॥ প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরি-ক্রমা তাঁর। ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি কার॥ বৃদ্ধ-কালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ। গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাত॥ সনাতন তনু ঘর্ম্ম নিবারি যতনে। অশ্রু-যুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে॥ বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে

নারিবা। অহে স্বামি যে কহি তা অবশ্য মানিবা॥ সনাতন কহে কহ মানিব জানিয়া। শুনি গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া॥ নিজ পদ চিহ্ন গোবর্দ্ধন শিলা আনি। সনাতনে কহে পুন সুমধুর বাণী॥ অহে স্বামি লহ এই কৃষ্ণপদচিন। আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ॥ সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে। এত কহি শিলা আনি দিলেন কুটীতে। শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন। বালকে না দেখি ব্যগ্র হৈল সনাতন॥ সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে। নিজ পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে॥ সনাতন নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈলা। করি কত খেদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিলা॥ সনাতন প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রকুমার। এই পুষ্পবনে করে বিবিধ বিহার॥ শ্রীরাধিকা আইসেন সখীগণ সনে। তা সবারে আগুসরি আনে এই খানে॥ মানসী গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া। করেন সবারে পার নাবিক হইয়া॥ শ্রীরাধিকা সহ এথা অদ্ভুত বিলাস। ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ৬ শ্লোকঃ॥

যস্যাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকেলিপাতবলনাত্রাসৈঃ স্তুবত্যাস্তুতঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদদে বহতি সা যস্মিন্ মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতিপ্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

এই সোঁকরাই গ্রামে কৌতুক বাড়িল। সখীগণ কৃষ্ণের শপথ করাইল॥ শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার। শ্রীরাধিকা বিনু কভু না জানিয়ে আর॥ অহে শ্রীনিবাস এই সখীস্থলী গ্রাম। চন্দ্রাবলীস্থিতি এবে সখিথরা নাম॥

এই দেখ উদ্ধব বসিয়া এই খানে। কৃষ্ণকথা কহে দ্বারকার প্রিয়াগণে ॥ এই গোবর্দ্ধন পাশে কৃষ্ণ মহারঙ্গে। খেলয়ে বিবিধ খেলা গোপগণ সঙ্গে ॥ দেখ রামকৃষ্ণ দুই ভাই এই খানে। বসিলেন বেষ্টিত হইয়া সখাগণে ॥ এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে। রাধাকুণ্ডতীরে গেলা মনের উল্লাসে ॥ শ্রীগোবিন্দঘাট গোবিন্দের প্রিয় অতি। তথা স্নান করি কহে শ্রীনিবাস প্রতি ॥ অহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষের তলায়। হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায় ॥ একদিন সনাতন গোবর্দ্ধন হৈতে। এথা আইলা রূপ রঘুনাথেরে দেখিতে ॥ শ্রীরূপগোস্বামী পদ্য করয়ে রচনা। বেণীর উপমা দিল ব্যালাঙ্গনা ফণা ॥ সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়। দিলা এ উপমা ইহা হয় বা না হয় ॥ এত কহি আসিয়া নামিলা কুণ্ডজলে। দেখয়ে বালিকাগণ খেলে বৃক্ষতলে ॥ বালিকা মস্তকে বেণী পিঠেতে লোটায়। সনাতন দেখে সর্প ভ্রম হৈল তায় ॥ বালিকার প্রতি কহে অতিব্যগ্র হৈয়া। মাথায় চড়য়ে সর্প পৃষ্ঠদেশ দিয়া ॥ অবোধ বালিকাগণ হও সাবধান। এত কহি নিবারিতে করিলা পয়ান ॥ সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া। অন্তর্দ্ধান হৈলা সবে ঈষৎ হাসিয়া ॥ সনাতন বিহ্বল হইলা এই খানে। স্থির হইয়া গেলা রূপ গোস্বামির স্থানে ॥ রূপে কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয়। শ্রীরূপ জানিল সনাতনের হৃদয় ॥ মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন। কতক্ষণ রহিয়া গেলেন গোবর্দ্ধন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামীহ গেলেন বৃন্দাবনে। কহি কিছু আসিয়া ছিলেন যে কারণে ॥ ললিত-

মাধব বিপ্রলম্ভ সীমা যাতে। পূর্ব্বে দিয়া ছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে ॥ গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কাঁন্দে। হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥ কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি। কভু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি ॥ খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত। সবে চিন্তা যুক্ত যবে হয়েন মূর্চ্ছিত ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি। দানকেলি-কৌমুদী বর্ণিলা শীঘ্র করি ॥ রঘুনাথে কহে ইহা কর আস্বা-দন। পূর্ব্ব গ্রন্থ দেহ মোরে করিব শোধন ॥ রঘুনাথ গ্রন্থরত্ন ছাড়িতে না পারে। শোধন করিব শুনি দিলা শ্রীরূপেরে ॥ দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর। সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর ॥ সনাতন রূপ রঘুনাথ রীত যত। অহে শ্রীনিবাস তা কহিব আমি কত ॥ এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে। চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে ॥ রাধাকুণ্ড নিকট আছয়ে যে যে স্থান। সে সব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত। এই নিমগ্রাম নাম ঐছে এ বিদিত ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া। প্রাণাধিক নির্ম্মঞ্ছিল কৃষ্ণ মুখ চায়া ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ॥ ৪৩ শ্লোকঃ ॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্ম্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্ঘর্ম্মস্য বিন্দোঃ কণং।
নির্ম্মঞ্ছ্যোরু শিখণ্ডসুন্দরশিরশ্চুম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্ম্মঞ্ছয়ামি স্ফুটং ॥

দেখহ পাটল গ্রাম এথা সখীসঙ্গে। পাটল পুষ্প চয়ন করেন রাই রঙ্গে ॥ এই ভেরাবলি গ্রাম ষঠীবরা হৈতে।

এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে ॥ এই কুঞ্জে নবাগ্রাম দেখহ অগ্রেতে। শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জ সীমা হয় এথা হৈতে ॥ এবে লোক কহয়ে কুঞ্জেরা নামে গ্রাম। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম ॥ এই সূর্য্যকুণ্ডগ্রাম মোয়নাখ্যা হয়। দেখ সূর্য্য বিগ্রহ বিপিনে সূর্য্যালয় ॥ সখী সহ সূর্য্য পূজে রাই মহাসুখে। কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে ॥ কৃষ্ণ প্রীতিদাতা এই সূর্য্য দয়াময়। কহিতে কি মহিমা কেবা না আরাধয় ॥

তথাহি ॥

যমুনাজনকং সূর্য্যং সর্ব্বরোগাপহারকং।
মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদং ॥

এই আগে দেখহ কেওনাই নামে গ্রাম। এথা রাই বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম ॥ কেওনা আই শ্রীকৃষ্ণ দূতীরে পুছয়। এ হেতু কেওনাই এবে কোনাই কহয় ॥ হেরো দেখ ভদায়র নাম গ্রাম হয়। এই খানে ভদ্রা যূথেশ্বরী বিলসয় ॥ ওই দেখ মগহেরা গ্রাম ওই খানে। কৃষ্ণের গমন পথ হেরে সর্ব্বজনে ॥ যেরূপ ব্যাকুল সবে কহিল না হয়। এবে লোকে মঘেরা ইহার নাম কয় ॥ ঐছে আর নানা লীলা স্থান দেখাইয়া। আইলেন রাধাকুণ্ডে উল্লাসিত হৈয়া ॥ এ সকল দর্শন শ্রবণে যার রতি। অনায়াসে ঘুচে তার দারুণ দুর্গতি ॥ সে দিবস রাধাকুণ্ডতটেই রহিলা- কৃষ্ণ কথায় সেই নিশা প্রভাত করিলা ॥ ঐছে পরিক্রমা করি গোবর্দ্ধন দিয়া। গেলেন গাঠুলি গ্রামে উল্লসিত হৈয়া ॥ রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়। কহিয়ে গাঠুলি গ্রাম

নাম বৈছে হয়॥ এথা হোলি খেলি দোঁহে বৈসে সিংহাসনে। সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে॥ সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন। দেখয়ে বসনে গাঁঠি হাসি সখীগণ॥ হইল কৌতুক অতি দোঁহে লজ্জা পাইলা। ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা॥ এ হেতু গাঠুলি এ গুলাল কুণ্ডজলে। এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে॥ এত কহি গোপালের দর্শনে চলিলা। দেখি গোপালের সৌন্দর্য্যাধৈর্য্য হইলা॥ বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥ শ্রীবিট্‌ঠলনাথভট্ট বল্লভতনয়। করিলা যতেক প্রীতি কহিল না হয়॥ মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস। সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত অভিলাষ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির শিরোমণি। যাঁর তীর্থপর্য্যটনে ধন্য এ ধরণি॥ মথুরা শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ড গোবর্দ্ধনে। যে লীলা প্রকাশে তা দেখয়ে ভাগ্যবানে॥ ভক্তভাবে প্রভু না লঙ্ঘয়ে গোবর্দ্ধন। ইচ্ছা হৈল গোপালের করিতে দর্শন॥ গাঠুলী গ্রামে গোপাল আইলা ছল করি। তাঁরে দেখি নৃত্য গীতে মগ্ন গৌরহরি॥ শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ। দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্য্য লেশ॥ সে সময়ে গোপালের সেবা অধিকারী। সেই দুই বিপ্র যারে শিষ্য কৈলা পুরী॥ মাধবেন্দ্র কৃপাতে গৌড়িয়া বিপ্র দ্বয়। বৈরাগ্যে প্রবল প্রেমভক্তি রসময়॥ কহিতে কি সে দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথো দিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥ শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥ পিতা শ্রীবল্লভভট্ট তাঁর অদর্শনে। কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের

লীলায়। সদা সাবধান এবে গোপাল সেবায়॥ গোপালের গুণ কহি রাঘবপণ্ডিত। গাঠুলি হইতে চলে হৈয়া উল্লসিত॥ কথো দূরে গিয়া শ্রীনিবাস প্রতি কয়। এই দেখ রেহেক নামেতে গ্রাম হয়॥ এথা ইন্দ্র অতি হীন মানি আপনায়। কৃষ্ণ আগে যান করি সুরভি সহায়॥ আর এই লীলাস্থলী অতি তেজোময়। দেখ দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড সুশোভয়॥ সখা সহ দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ। এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেবগণ॥ দেখ মুনিশীর্ষস্থান কুণ্ড সুমাধুরী। এথা কৃষ্ণে পাইলা মুনিগণ তপ করি॥ এই দেখ রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে। সখা সহ নানা ক্রীড়া কৈলা গোচারণে॥ এই প্রমোদনা গ্রামে কৃষ্ণ কুতূহলে। দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরী সকলে॥ এই হেতু প্রমোদনা নাম গ্রাম হয়। এবে পরমাদনা সকল লোকে কয়॥ এই সেতু কন্দরা পরম রম্য স্থান। দেখি আদি বদ্রিনারায়ণ কৃপাবান্॥ পরম অপূর্ব্ব সেবা বনের ভিতর। গন্ধ শিলা রসিয়া পর্ব্বত মনোহর॥ এথা কৃষ্ণ আনি নন্দাদিক গোপগণে। খেদ দূর কৈল দেখাইয়া নারায়ণে॥ এই আগে দেখ শুদ্ধ কদম্বকানন। এথা সুখে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ॥ বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এই খানে। রচিয়া ঝুলনারঙ্গে ঝুলয়ে শ্রাবণে॥ এই ইন্দ্রোলিতে ইন্দ্র মগ্ন কৃষ্ণধ্যানে। এবে গ্রাম ইঁদরোলি কহে সর্ব্বজনে॥ অহে শ্রীনিবাস এই দেখ সন্নিধান। কনোয়ারো গ্রাম কণ্বমুনি তপস্থান॥ এই দেখ সর্ব্ববনোত্তম কাম্যবন। বিষ্ণুলোকে পূজ্য এথা করিলে গমন॥

তথাহি আদিবারাহে॥

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমং।

তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

সর্ব্বকাম ফলপ্রদ কাম্যবন হয় ! যথা তথা কৈলে স্নান সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্ ।
স্নানমাত্রেণ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকামফলপ্রদং ॥

এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর । করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ বিষ্ণুসিংহাসন । শ্রীচরণ কুণ্ড এথা ধুইল চরণ ॥ কি বলিব অহে এই স্থানের মহিমা । ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যার নাহি পায় সীমা ॥ দেখ মহা তেজোময় শিব কামেশ্বর । গরুড় আসনস্থান অতি মনোহর ॥ এই ধর্ম্ম-কুণ্ড ধর্ম্মরূপে নারায়ণ । এথা বিলসয়ে শোভা না হয় বর্ণন ॥ এইত বিশোকা নাম বেদী সবে জানে । পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এই খানে ॥ এই মণিকর্ণিকা সকল লোকে গায় । বিশ্ব-নাথ প্রভাবাদি অনেক এথায় ॥ এ বিমল কুণ্ড স্নানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥ এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিমলস্যচ কুণ্ডেচ সর্ব্বং পাপং প্রমুচ্যতে ।
যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়। এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায়॥ দেখহ যশোদাকুণ্ড পরম নির্ম্মল। এথা গোচারয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল॥ দেখহ নারদকুণ্ড নারদ এখানে। হৈল মহা অধৈর্য্য কৃষ্ণের লীলা গানে॥ এই যে কামনাকুণ্ড জানে সর্ব্বজনা। এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা॥ এই সেতুবন্ধকুণ্ড ইথে বহু কথা। সমুদ্র বন্ধন লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা॥ এই লুকলুকানী মিচলি স্থান হয়। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয়॥ মিচলীর অর্থ নেত্র মুদ্রিত এখানে। লুকলুকানিতে সুখ বাঢ়ে লুকায়নে॥ লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয়। এ অতি নিবিড় বন অন্ধকার ময়॥ দেখ কাশীকুণ্ড গয়া প্রয়াগ পুষ্কর। গোমতী দ্বারকাকুণ্ড নির্জ্জন সুন্দর॥ এই তপকুণ্ড মুনি তপস্যার স্থান। এই ধ্যানকুণ্ড কৃষ্ণ কৈলা রাধাধ্যান॥ শ্রীচরণচিহ্ন দেখ পর্ব্বত উপরে। এই ক্রীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে॥ শ্রীদামাদি পঞ্চ গোপকুণ্ড মনোহর। ঘোষরাণীকুণ্ড এই পরম সুন্দর॥ ঘোষরাণী যশোধর গোপের দুহিতা। গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিলা এথা॥ দেখহ বিহ্বলকুণ্ড রাই এই খানে। হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ মুরলীর গানে॥ এই শ্যামকুণ্ড এথা শাম রসময়। রাধিকার পথ পানে নিরখিয়া রয়॥ শ্রীললিতাকুণ্ড এ বিশাখাকুণ্ড নাম। এথা দোহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ মনস্কাম॥ দেখ মানকুণ্ড রাধা মানিনী এথায়। মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক কথায়॥ এ মোহিনীকুণ্ডে কৃষ্ণ মোহিনী হইলা। যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা॥ দেখ এ দোহনীকুণ্ড গোদোহন স্থান। বলভদ্রকুণ্ড এই ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥ এই সূর্য্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড সন্নিধানে। কৃষ্ণে স্তুতি

কৈলা সূর্য্য রহি এই খানে ॥ চন্দ্রসেন পর্ব্বতে এ] পিছলিনি শিলা। এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা ॥ ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব্ব পর্ব্বত উপরে। পিছলি নাময়ে ঐছে পুনঃ পুনঃ করে ॥ দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর। কে বর্ণিব এথা যে বিলাস মনোহর ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ।

তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসিচ পৃথক্ পৃথক্ ॥

এই কামসরোবর মহাসুখময়। কামসরোবরে কাম সাগর কহয় ॥ দেখহ সুরভিকুণ্ড শোভা অতিশয়। গোগোপ সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয় ॥ এই চতুর্ভুজকুণ্ড পরম নির্জ্জন। এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন ॥ দেখহ ভোজনস্থলী কৃষ্ণ এই খানে। করিলেন ভোজনকৌতুক সখা সনে ॥ দেখহ বাজনশিলা অহে শ্রীনিবাস। এথা নানা বাদ্যে হয় সবার উল্লাস ॥ পরশুরাম-স্থিতিস্থান করহ দর্শন। এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ ॥ এ সন্তনকুণ্ড বেদকুণ্ড দামোদর। এ গন্ধর্ব্বকুণ্ড পৃথূদক কুণ্ডবর ॥ দেখহ অযোধ্যাকুণ্ড পরম নির্জ্জন বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ ॥ শ্রীনৃসিংহ-কুণ্ড দেখ অর্ঘ্যকুণ্ড আর। এ মধুসূদনকুণ্ড মহিমা প্রচার ॥ রোহিণীকুণ্ড গোপালকুণ্ড গোদাবরী। দেখহ দেবকীকুণ্ড অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ চৌর্য্যখেলা স্থান এ পর্ব্বতে ব্যোমাসুরে। বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফা দ্বারে ॥ দেখহ প্রহ্লাদ-কুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড আর। কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই তার ॥ কৃষ্ণক্রীড়া স্থান এই পর্ব্বত উপর। এথা হৈতে দেখ চতুর্দ্দিক্

মনোহর ॥ ওই ধূলাউড়া গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। ওথা গাভীপদরেণু ব্যাপিল আকাশ ॥ উধানামে গ্রাম ওই সর্ব্ব লোকে কয়। ওথা রহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয় ॥ এ আটোরগ্রাম রম্য নির্জ্জন এথায়। কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায় ॥ দেখহ কদম্বখণ্ডী স্বর্ণহারগ্রাম। রত্নকুণ্ড চতুর্ম্মুখ স্থান অনুপম ॥ স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়। সোনআর সোনহেরা নাম এবে কয় ॥ দেখহ পর্ব্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে। যে আনন্দ পান তা কহিতে কেবা জানে ॥ বৃষভানুপুর এ বর্ষাণ নাম কয়। পর্ব্বতসমীপে বৃষভানুর আলয় ॥ অপূর্ব্ব পর্ব্বত এথা ব্রজেন্দ্র-কুমার। করিলেন দানলীলা অন্য অগোচর ॥ এই খানে রাধিকার মানভঙ্গ কৈল। এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল ॥ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সঙ্কীর্ণ পথে। যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে ॥ এবে এ সাঁকরিখোর নাম সবে কয়। দান মান বিলাস পর্ব্বত গড় ত্রয় ॥ অহে শ্রীনিবাস শ্রীরাধিকা সখী সনে। বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে ॥ রাধিকার অপূর্ব্ব বয়স-সন্ধিকালে এথা মহা উল্লাসে বিলসে সখী মিলে ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে বয়ঃসন্ধৌ ৬ শ্লোকঃ ॥

বাল্য যৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে ॥

বাল্যযৌবনের সন্ধি ঐছে চমৎকার। এক রাজ্য অন্যে যৈছে করে অধিকার ॥

তদ্যথা তত্রৈব ১১ শ্লোকঃ ॥

বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরত্যুপচয়ং জাঙ্ঘা নিতম্বো গুণী

হ্রস্য ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং ত্রুসম্মধ্যমং।
বক্ষঃ সাধু ফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তন্তুরাজ্যমঞ্জতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে॥
এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি। দেখে নব্য যৌবনের শোভা নেত্র ভরি॥
তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে নব্যযৌবনলক্ষণে ১২ শ্লোকঃ॥
দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মঞ্জুলস্মিতং।
মনাগপি স্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে॥
এ নীপকাননে সুখে রাধা বিলসয়। ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরিখয়॥
তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে ব্যক্তযৌবনলক্ষণং ১২ শ্লোকঃ॥
বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ং।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে॥
সকল সম্ভবে ব্যক্তযৌবনী সদাই। অনঙ্গ চাতুরী রসবর্দ্ধিনী সে রাই॥ এ মদনকুঞ্জে সুখে সখীর সঙ্গেতে। কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণযৌবনেতে॥
তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে পূর্ণযৌবনলক্ষণে ৪১ শ্লোকঃ॥
নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃষ্ণমঙ্গবরত্যুতিঃ।
পীনৌ কুচাবুরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে॥
কি বলিব এ তমাল কুঞ্জে সখীগণ। করাইল ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন॥ চিকসৌলী গ্রাম পূর্ব্বে এই চিত্রশালী। এথা রাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলি॥ পর্ব্বতগহ্বরে দেখ নিবিড় কানন। এবে লোকে কহে এই গহ্বর বন॥ এ পীতিলাকুণ্ড সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ। দেখহ দোহনি কুণ্ড এথা

গোদোহন॥ ডভরারো গ্রাম এই কৃষ্ণের এখানে। ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে॥ ডভরারো অর্থ অশ্রুযুক্ত নেত্রে কয়। এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয়॥ দেখ মুক্তা-কুণ্ড এথা রাধিকা সুন্দরী। মুক্তাক্ষেত কৈলা কৃষ্ণ সহ বাদ করি॥ বৃষভানুপুর পূর্ব্বে দেখ ভানুখোর। অতি স্নিগ্ধ সলিল শোভার নাই ওর॥ দেখহ পিয়ালসরোবর গ্রামো-ত্তরে। প্রিয়া প্রিয় দোঁহে এথা নানাক্রীড়া করে॥ জিয়াল বৃক্ষের বন এথা অতিশয়। শোভা দেখি সখীসহ দোঁহে হর্ষ হয়॥ এই পিলুখোর এথা পিলুফল ছলে। সখী সহ রাই কাণুক্রীড়া কুতূহলে॥ ভানুখোর পিলুখোর এবে লোকে কয়। ভানু পিলু সরোবর পূর্ব্বে নাম হয়॥ বর্ষাণ নিকট এই নদী যে ত্রিবেণী। এথা কৃষ্ণলীলা যৈছে কহিতে না জানি॥ দেখ কৃষ্ণ লীলাস্থলী অতি অনুপম। কথোলুপ্ত হৈল বজ্রকৃত যে যে গ্রাম॥ এই প্রেমসরোবর দেখ শ্রীনিবাস। এথা প্রেম-বৈচিত্ত্য ভাবের পরকাশ॥ দেখহ বিহ্বলকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ এথাতে। হইলা বিহ্বল রাই নাম শ্রবণেতে॥ এ সঙ্কেত কুঞ্জে সখী সঙ্কেত করিয়া। রাই কাণু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া॥ অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে। পূর্ব্বরাগে সঙ্ক্ষেপ মিলন এই খানে॥ পূর্ব্বরাগে যে কৌতুক কহিল না হয়। পূর্ব্ব-রাগলক্ষণ শাস্ত্রেতে নিরূপয়॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫ শ্লোকঃ॥

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

দেখ কৃষ্ণকুণ্ডাদিক স্থান মনোহর। সঙ্কেতে অশেষ

লীলা অন্য অগোচর ॥ নন্দীশ্বর বর্ষাণ গ্রামীয় লোকচয়। তা সভার গতাগতি এই পথে হয় ॥ এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হৈতে। জাবট গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥ এ অপূর্ব্ব বন স্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর। নানা শব্দ করে পক্ষী গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ দেখ শ্রীনিবাস নন্দীশ্বর নন্দালয়। এথা গূঢ়রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয় ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৪৪ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গো
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥

এই দেখ নন্দের বসতি সীমাস্থান। নন্দের ভবন পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উদ্যান ॥ জাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে। নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে ॥ অহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরোবরে। স্নান করি কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে ॥ শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার করিলে দর্শন। সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেইক্ষণ ॥

তথাহি মথুরামাহাত্ম্যে ॥

পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি। দেখি এ অপূর্ব্ব শোভা কেবা ধরে ধৃতি ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫৯ শ্লোকঃ ॥

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কারললিতৈঃ

পরীতে যত্রৈব প্রিয়সলিললীলাহৃতিমিষৈঃ।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজদৃশো-
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ॥

দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবনপাবন॥ পর্ব্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দ-যশোদা শোভে অপূর্ব্ব গোফাতে॥ অহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্যরায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়॥ শ্রীনন্দ যশোদা দুই দিকে দুই জন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি প্রফুল্লনয়ন॥ শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লাসিত হৈয়া॥ প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল। দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল॥ কেহো কহে ইহোঁত মনুষ্য কভু নয়। মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি হয়॥ কেহো কহে ইহোঁ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। মনুষ্যের রূপে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ॥ কেহো কহে অহে মোর মনে এই হয়। পুন বা প্রকট হৈলা নন্দের তনয়॥ নহিলে এমন চেষ্টা হইব বা কেনে। পুনঃ পুনঃ পড়ে নন্দ যশোদাচরণে॥ নিরন্তর শ্রীপদ্মনয়নে অশ্রু ঝরে। না জানি কি করযুড়ি কহে ধীরে ধীরে॥ কি বলিব অহে ভাই ইহার দর্শনে। কৃষ্ণ এ নিশ্চয় মোর হৈল এই মনে॥ ঐছে কত কহি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে। হরি বোল বলিয়া নাচয়ে প্রভুসঙ্গে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির শিরোমণি। এথা যে প্রকাশে প্রেম কহিতে না জানি॥ এই যে তড়াগতীর্থ সর্ব্বত্র বিদিত। চতুর্দ্দিকে কিবা বৃক্ষলতা সুশোভিত॥ অহে শ্রীনিবাস অল্পে কহি আর কথা। দেবমীঢ় পুত্র পর্জ্জন্যের বাস এথা॥ কৃপা করি নারদ আসিয়া নন্দী-

শ্বরে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র দিলা পর্জ্জন্যেরে॥ পর্জ্জন্য তড়াগ-তীর্থে তপস্যা করিল। নিজাভীষ্ট পূর্ণ পঞ্চ নন্দন হইল॥ উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ নাম আর। সনন্দ নন্দন পঞ্চ ভ্রাতা এ প্রচার॥ সেই এ তড়াগ দেখ কৃষ্ণপ্রিয় হন। ভক্তের প্রার্থনা সদা তড়াগসেবন॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬০ শ্লোকঃ॥
পর্জ্জন্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূতপুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রাবাপি মুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রো গুণৈকাকরঃ
ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ॥

ক্ষুণ্ণাহার সরোবর দেখ শ্রীনিবাস। কি বলিব এথা যৈছে কৃষ্ণের বিলাস॥ ধোয়নিকুণ্ড এ নন্দীশ্বরের ঈশানে। দধিপাত্র ধৌতজল রহে এই খানে॥ এই কৃষ্ণকুণ্ডে দেখ কদম্বের বন। এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ দেখহ ললিতাকুণ্ড ললিতা এথায়। রাধিকারে আনি ছলে কৃষ্ণেরে মিলায়॥ পরম আশ্চর্য্য সূর্য্যকুণ্ড এই খানে। হইলা অধৈর্য্য সূর্য্য কৃষ্ণদরশনে॥ এই যে বিশাখাকুণ্ড করহ দর্শন। এথা মহারঙ্গে রাই কাণুর মিলন॥ দেখ পৌর্ণমাসীকুণ্ড পরম নির্জ্জনে। পৌর্ণমাসী রহে পর্ণকুটীরে এখানে॥ রাধাকৃষ্ণ বিলাসে উল্লাস অনিবার। যৈছে তাঁর ক্রিয়া তা বুঝিতে শক্তি কার॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২৫ শ্লোকঃ॥
গূঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতার্চ্চিতসখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
প্রেম্ণা সুষ্ঠু বিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসবং।

রাধামাধবয়োঃ সুধামৃতরসং যৈবোপভুঙ্‌ক্তে মুহু-
র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥

এথা নান্দীমুখীর আলয় মনোহর। যেহ রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী নিরন্তর ॥ শ্রীনান্দীমুখীর চারু চরিত্র যতনে। বর্ণিলেন পূর্ব্বে মহাভাগবতগণে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩৪ শ্লোকঃ ॥

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দীপূর্ব্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥

দেখহ পরম রম্য কুঞ্জ ঠাঁই ঠাঁই। এ সকলস্থানে কৃষ্ণ-লীলা অন্ত নাই ॥ এই শ্রীযশোদাকুণ্ড যশোদা এখানে। দেখ রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখাসনে ॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রেমা-নন্দময়। বিবিধ বয়সে এথা বিলাসাতিশয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথম লহর্য্যাং ১৫৮ শ্লোকঃ ॥

বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরমিতি তত্ত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আ ষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং ॥

কৌমারবয়সে কৃষ্ণে যশোদা এখানে। প্রকাশে যে বাৎ-সল্য তা কহিতে কে জানে ॥ কৌমারবয়সাবেশে কৃষ্ণ নির-ন্তর। বাঢ়ান মায়ের সুখ অন্য অগোচর ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯ শ্লোকঃ ॥

ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে ॥

পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ এ নীপকাননে। উপজে কৌতুক যে তা দেখে প্রিয়গণে ॥ পৌগণ্ড বয়স আদি মধ্য শেষত্রয়। ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময় ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯ শ্লোকঃ ॥

পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ।

তত্রৈব পশ্চিমবিভাগে ৩ লহর্য্যাং ২৩ শ্লোকঃ ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ ॥

আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতিসুন্দর। এথা বৎস চারণাদি চেষ্টা মনোহর ॥

তথাহি তত্রৈব ৫৪ শ্লোকঃ ॥

অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তানবং।
কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি ॥
পুষ্পমণ্ডন-বৈচিত্রী-চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ।
পীতপট্টদুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনং ॥
সর্ব্বাটবীপ্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণং।
নিযুদ্ধকেলি নৃত্যাদিশিক্ষারম্ভোঽত্র চেষ্টিতং ॥

মধ্য পৌগণ্ডেতে প্রায় কৈশোর স্পর্শয়ে। বিলসে এথায় চেষ্টা কহিল না হয়ে ॥

তথাহি তত্রৈব ২৫ শ্লোকঃ ॥

নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী।
পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে ॥
উষ্ণীষঃ পট্টসূত্রোত্থপাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা।
যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদি মণ্ডনং ॥

ভাণ্ডীর ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতং।

তত্রৈব ২৭ শ্লোকঃ॥

পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে।

মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৌশোরাগ্রাংশভাগিব॥

শেষপৌগণ্ডেতে অঙ্গ সৌষ্ঠবাতিশয়। চেষ্টাদ্ভুত এথা সখা সঙ্গে বিলসয়॥

তথাহি তত্রৈব ২৮ শ্লোকঃ॥

বেণী নিতম্বলম্বাগ্রা নীলালকলতাদ্যুতিঃ।

অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি॥

উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা সরসীরুহপাণিতা।

কাশ্মীরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতং॥

তত্রৈব ২৯ শ্লোকঃ॥

অত্র ভঙ্গী গিরাং নর্ম্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।

এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদি চেষ্টিতং॥

আদ্য মধ্য অন্ত্য ত্রিধা কৌশোর বয়সে। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে এই বিপিনবিলাসে॥

তথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ১ লহর্য্যাং ১৫৯। ১৬০ শ্লোকৌ

শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।

প্রায়ঃ সর্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ।

প্রথম কৈশোরে বর্ণোজ্জ্বল চারু শোভা। বিহরে এ কুঞ্জে নানা চেষ্টা মনোলোভা॥

তথাহি তত্রৈব॥

বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি॥
তত্রৈব ১৬১ শ্লোকঃ॥
বৈজয়ন্তীশিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা।
বংশীমধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ॥
তত্রৈব ১৬২ শ্লোকঃ॥
খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা ভ্রুবোঃ।
রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতং॥
মধ্যকৈশোরে এ কৃষ্ণপুঞ্জে বিলসয়। কন্দর্পমোহন চেষ্টা কহিল না হয়॥
তথাহি তত্রৈব ১৬৩ শ্লোকঃ॥
ঊরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।
মূর্ত্তের্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে॥
মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।
ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী॥
বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ।
আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদিসৌষ্ঠবং॥
যে শেষ কৈশোর বয়সে নব যৌবন। এ কৃষ্ণ ক্রীড়ায় রত চেষ্টা মনোরম॥
তথাহি তত্রৈব ১৬৪ শ্লোকঃ॥
পূর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি॥
তত্রৈব ১৬৫। ১৬৬ শ্লোকৌ॥
ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে।

অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্ব্বস্বশালিতা ॥
অভূতপূর্ব্বিকগুর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয় ইতি ॥

এ সকল রম্যস্থলে কৃষ্ণ রসময়। চতুর্বিধ কৈশোর বয়সে বিলসয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনপ্রকরণে ৫ শ্লোকঃ ॥

বয়শ্চশ্চতুর্বিধস্তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাদিতি ॥

দেখহ করেলকুণ্ড করিলের বন। এথা কৃষ্ণ রহি শোভা করে নিরীক্ষণ ॥ নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণের পদ চিন। দেখয়ে প্রভাব বহু কহয়ে প্রাচীন ॥ এ মধুসূদনকুণ্ড পুষ্প বনান্তরে। কৃষ্ণ-মহাহর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ দেখ পাণিহারি কুণ্ড পরম-নির্ম্মল। ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল ॥ এই যে রন্ধনাগার দেখ শ্রীনিবাস। রোহিণী সহিতে রাধার রন্ধনে উল্লাস ॥ এই খানে সখাসহ কৃষ্ণের ভোজন। শতপাদ আসি এথা করয়ে শয়ন ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অবশেষান্ন ভুঞ্জিয়া। বাটী মধ্যে এ স্নিগ্ধ আরামে বৈসে গিয়া ॥ অলক্ষিত সখী কৃষ্ণে আনিয়া মিলায় ॥ উপজে কৌতুক যত কেবা অন্ত পায় ॥ এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণ সাজাইয়া। বিপিনে বিদায় দিতে বিদরয়ে হিয়া ॥ সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ এই পথে। চলে গোচারণে শোভা উপমা কি দিতে ॥ এই খানে যশোদা রাধায় করি কোলে। যাবটে বিদায় দিতে ভাসে নেত্রজলে ॥ ললিতাদি সখীগণ প্রতি স্নেহ যত। এক মুখে তাহা কহিবেক কেবা কত ॥ যশোদা রোহিণী সখী সহ রাধিকারে। করিয়া বিদায় স্থির হইবারে নারে ॥

দেখ দধিমন্থনের স্থান এই হয়। এই যে দেখহ দেবী-প্রভাবাতিশয়॥ পৌর্ণমাসী আসি যশোদায় কত কৈয়া। এই পথে যান নিজালয়ে হর্ষ হৈয়া॥ এই কথো দূরে বৃন্দা-দেবী এ নির্জ্জনে। দোঁহে মিলাইতে যুক্তি বিচারয়ে মনে॥ দোঁহে মিলাইয়া সখী সহ সুখে ভাসে। এ হেন বৃন্দার গুণ কেবা না প্রকাশে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১ শ্লোকঃ॥

প্রতিনবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা
প্রচুরসুরভিপুষ্পৈর্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং যা
প্রিয়গণবৃতরাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে॥

এ সাহসিকুণ্ড সখী কৃষ্ণে এই খানে। জন্মাইয়া সাহস মিলায় রাই সনে॥ এথা বৃক্ষ ডালে রচি বিচিত্র হিড়োর। ঝুলে রাই কানু সখীসহ সুখে ভোর॥ এই মুক্তাকুণ্ড এথা নন্দের কুমার। মুক্তাক্ষেত কৈল হৈল কৌতুক অপার॥ অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূরের স্থান। কহিতে তাহার কথা বিদরে পরাণ॥ মথুরা হইতে কংসপ্রেরিত অক্রূর। রামকৃষ্ণে লইয়া যাইবেন মধুপুর॥ এ হেতু আসিয়া এথা চিন্তে মনে মনে। কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দেখে এই খানে॥ প্রেমেতে বিহ্বল এথা হইলা অক্রূর। অক্রূরের স্থান এই লোকে কহে ক্রূর॥ দেখহ যোগিয়া স্থান উদ্ধব এখানে। কহিলেন যোগকথা বিবিধ বিধানে॥ উধো ক্রিয়াস্থান এই উদ্ধব এথায়। গোপী-ক্রিয়া দেখি ধন্য মানে আপনায়॥ এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা। দেখিয়া অদ্ভুত ভাব অধৈর্য্য হইলা॥ কথোদিন

উদ্ধব ছিলেন এই থানে। সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধ হয় এ স্থান দর্শনে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৯ শ্লোকঃ॥

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখাচ প্রিয়ং
স্বপ্রাণার্ব্বুদতোঽপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ।
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয়কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবং॥

অহে শ্রীনিবাস সখাসহ কৃষ্ণ এথা। বিচারয়ে গোচারণে যাইবেন যথা॥ এ সব গোশালা স্থান দেখ শ্রীনিবাস। এথা গোপগণ সহ কৃষ্ণের বিলাস॥ সুবলাদি সহ কৃষ্ণ উল্লাসিত-চিতে। অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে॥

গীতে যথা। ধানাশ্রীঃ॥

আজু বিপিনে আওত কাণ, মুরতি মুরত কুসমবাণ, যনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর সোহনী। ঈষত হসিত বয়ান-চন্দ, তরুণি নয়ন নয়ন ফন্দ, বিম্ব অধরে মুরলি খুবলি, ত্রিভু-বন মনমোহনী॥ কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ, পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট, মকরকুণ্ডল দোলনী। চঞ্চলনয়ন খঞ্জন যোর, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর, গীম সোহত রতন রাজ, মোতিমহার দোলনী॥ কটি পীত পট কিঙ্কিণী রাজ, মদগতি জিতি কুঞ্জর রাজ, জানুলম্বিত কদম্বমাল, মত্ত মধুকর ভোরণী। অরুণ বরণ চরণকঞ্জ, তরুণ তরণি কিরণ গঞ্জ, গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ, মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥

দেখহ গোবৎস বন্ধনের শঙ্কুগণ। পূজে ব্রজস্ত্রী অদ্যাপি করিয়া যতন॥ নন্দীশ্বরে কৃষ্ণলীলাস্থান বহু হয়। যথা যে বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয়॥ এই পরিক্রমাপথ দক্ষিণ

বামেতে। কৃষ্ণলীলাস্থান বহু কে পারে কহিতে॥ নন্দীশ্বর চতুষ্পার্শ্বে দেখি কথো স্থান। পুন এই পথে আগে করিব পয়ান॥ এত কহি চলিলেন নন্দগ্রাম হৈতে। বাঢ়য়ে আনন্দ চাহিতেই চারিভিতে॥ শ্রীনিবাসে কহে এ শোভার নাহি ওর। নন্দীশ্বর বায়ুকোণে দেখ গেন্দুখোর॥ এই গেন্দুখোরে গেন্দু লইয়া উল্লাসে। সখা সহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলা রসে॥ এই দেখ কদম্বকানন শোভাময়। এথা বলরাম নানা রঙ্গে বিলসয়॥ এই খানে বলদেব করিলা শয়ন। কৃষ্ণ করিলেন তাঁর পাদসম্বাহন॥

তথাহি পূর্ব্বগোপালচম্পূ দ্বাদশপূরণে ৪৮ গীতং॥

রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ, সখিগণগীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ।
অনুগায়তি পিকষট্‌পদগানং, পরিজল্পতি শুকহংসসমানং॥
এবং চক্রচকোর বকাদি, অনুরৌতি স্ফুটহাসবিবাদি। দ্বীপিমুখার্পিতভীতিপশূনাং, রুতিমিব সৃজতি ভয়ায় শিশূনাং॥ পক্ষিমৃগাদিকমহবহবচনং, বিরচিতনামভিরাহচ সকলং। ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোঽপি, কর্ষতি বিহসনপ্রণয়যুতাপি॥ দূরগপশুমাহ্বয়তিচ নাম্না, কৃতগোগোপমনোরমসাম্না। গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ, জাতা যদসৌ ঘনরুতিভূতিঃ॥ ব্যতিযুঞ্জানো ভ্রাত্রা স্বকরং, শংসতি হসতি সখীহিতনিকরং। সখিভির্বিশ্রময়ন্নয়মার্য্যং, প্রণয়তি তৎপদলালনকার্য্যং॥ সুললিতপল্লবতল্পবিধানঃ, সুহৃদূরুস্থিরমূর্দ্ধনিধানঃ। কেলিশ্রমমনুহৃতশয়নেহঃ, পুণ্যতমৈরুপবীজিতদেহঃ॥ অত্রচ কৈরপি লালিতচরণঃ, অস্মত্তৃণ্যাভ্রদপরিচরণঃ। যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈঃ, নিদ্রামিতবান্ স্বরকৃতমোদৈঃ॥ স্বরতাং তস্মঃ

কিমপি মনস্থং, সময়ং সহজে নানাবস্থাং। বয়মিহ কেবা লুব্ধমন্যাঃ, মুগ্ধা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকঃ ॥

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥

এই গুপ্তকুণ্ড এথা গুপ্তে নানারঙ্গ। ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ-সুবলাদি সঙ্গ ॥ ঐ দেখ সেহেরান গ্রামে সবে জানে। অভি-নন্দগোপের গোশালা ঐ খানে ॥ অহে শ্রীনিবাস আর এই রম্যস্থান। এই দেখ যাওগ্রাম যাবট আখ্যান ॥ যাবটগ্রামেতে বিলাসের স্থান যত। সে অতি আশ্চর্য্য তাহা কে কহিবে কত ॥ দেখ অভিমন্যুর আলয় এই খানে। এথা বিলসয়ে রাই সখীগণ সনে ॥ অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে। রাধিকা কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে ॥ অভিমন্যু রহে নিজ গো গোপ সমাজে। জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহকাযে ॥ সখী সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায়। দোঁহার বিলাস দেখে উল্লাস হিয়ায় ॥ জটিলা কুটিলা অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া। বিলসে কৌতুকে কৃষ্ণ এথাই আসিয়া ॥ মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া উল্লাসে। জটিলার প্রতি কত কহে মৃদু ভাষে ॥ এই খানে কুটিলা হইয়া মহাহর্ষ। রাধিকায় দুষিতে করয়ে পরামর্শ ॥ ঐ পথে রাধিকা চলেন সূর্য্যালয়ে। কদম্বকাননে রহি কৃষ্ণ নিরিখয়ে ॥ পথে আসি রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয়। রাই কানু দোঁহার কৌতুক অতিশয় ॥

স্তবমালা গীতাবল্যাং যথা।

ধানাশ্রীঃ। ৬৩৬ পৃং। ১—৬।

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং। মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং॥ চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চল ভাগং। কুরুবাণাধুনা ভাস্কর জাগং॥ ধ্রু॥ ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বং। বিদধে বিধুমুখ বিনতি কদম্বং॥ রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তং। বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং॥

এই কৃষ্ণকুণ্ড বটবৃক্ষাদি বেষ্টিত। এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুললিত॥ এই মুক্তাকুণ্ড গ্রীষ্মসময়ে এথায়। মুক্তা-ময় ভূষা সখী রাইরে পরায়॥ এ পীবনকুণ্ড নদী কদম্ব-কাননে। সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সখীসনে॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ সখীঙ্গিত পাইয়া। রাধিকা অধর সুধা পিয়ে মত্ত হৈয়া॥ এই যে লাড়িলীকুণ্ড ললিতা এথায়। সঙ্গোপনে রাই কানু মিলন করায়॥ দেখহ নারদকুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥ এই খানে মুনি রাধিকারে বর দিল। হইল অমৃতহস্তা সবেই জানিল॥ শ্রীরাধিকা এথা দাঁড়াইয়া সখী সনে। দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচা-রণে॥ সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে বেণু বাজাইয়া। গোচারণে যান কৃষ্ণ এই পথ দিয়া॥ ভুবনমোহন কৃষ্ণ গোগোপ মধ্যেতে রাই নেত্রে নেত্র সমর্পয়ে অলক্ষিতে॥

গীতে যথা।

লসন্ত অতি, প্রচণ্ড প্রতাপ, ধেনু ভুবন বন্দিত ইয়া। চঞ্চল খুররেণু, গত দিবি দেব, বৃন্দনন্দিত ইয়া॥ আয়ত বন

প্রপন্ন রঞ্জন, গমন মঞ্জু কুঞ্জর গঞ্জন, মৃদুতর তনু সুচিক্কণা-ঞ্জন, নৃত্যত দৃগ, নবীন খঞ্জন, কামিনীগণ ধৈর্য্য বিভঞ্জন; গোপ মধ্য বিলসতইয়া। বিকসিত শ্বেত সরোজ কানন, বিজয় স্বচ্ছ ঝলকতাননা, মঞ্জু অলকাবলি অলি সম, শ্যামরঙ্গ তরলিত ইয়া। তা তা থিরা মিরা কিটি ঝিক্ ঝিক্, ঝাঙ্কিটি তা ঝুক, বুঙ্ক ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, তেনাতি আই আইয়া। আইয়া শ্যামঘন সুবর্ণিত ইয়া ॥ধ্রু॥ বাজত যন্ত্র, সুগান সুশ্রুতি, সুরযুক্ত মধুরিম ছন্দয়া। বংশীধ্বনি শুনি, রাধিকা গৃহ তেজে, সহ সখীবৃন্দয়া। ললিত নটবর, বেশ নিরখত, নয়ন অনিমিখ নন্দয়া। প্রবল মনসিজ, অঙ্গ থর হর, কম্প গতি অতি মন্দয়া॥ তা তা তাকুট, তাকুট নাকুট, তাকু থৈ তা, থৈ থৈ দিগ তা, থৈতা, তা তা কিটিতক্, থো দি কিটি তক্, থুন্না দ্রুমকট ঝাঁ ঝাঁ কিটিঝক্, ঝাঙ্কণা ঝাঙ্কণা কৃণা কৃণা। মিলত দৃগন্তে, কলিত দোঁ অন্তর, কো জানত অদ্ভুত লগণা॥ কৌতুক অধিক, হোত ব্রজবীথন, শোভা সিন্ধু শ্যামঘন মগনা। বিলসত শ্যম-ঘন মগনা। দিগ দিগ থৈ থৈ থৈ থৈ থৈতা, ধিধি কট ধিধি কট তি, আই আইয়া। ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ, কিন কিন কিন ঝাঁ, ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ, ঝাঁ ঝাঁঙ্কণা ঝাঁঙ্কণা কৃণা কৃণা কৃণা॥

অহে শ্রীনিবাস এই যাবট গ্রামেতে। রাধিকারে মিলে কৃষ্ণ অতি কৌতুকেতে॥ ননদ কুটিলা শ্বাস জটিলা রাধার। লখিতে না পারে কৃষ্ণ চাতুর্য্য অপার॥ কহিতে কি সে সকল সুখের নাই অন্ত। বিবিধ প্রকারে আস্বাদয়ে ভাগ্যবন্ত॥

গীতে যথা॥ ক্বচিদপি সময়ে যথা রাগ।

নাগর বর বর, বরজ ধৃতিহর, হরষ হিয়া পিয়া রসভরে। কুসুম সজ্জ করি, মালিনীবেশ ধরি, যাবটপুর পরবেশ করে॥ আপনি আপনারে, হেরিয়া বারে বারে, বসনে ঝাঁপি মুখ বিহসিয়া। অতি মধুরস্বরে, কহয়ে ঘরে ঘরে, কে লিবে হার আইস লহসিয়া॥ কোকিল যিনি বাণী, শুনিয়া বিনোদিনী, বিশাখা সখী সঞে কহে কথা। অপূর্ব্ব হার হবে, পাছে বা কেহো লিবে, তুরিতে মালিনীরে আন এথা॥ বিশাখা শুনি বাণী, পরম সুখ মানি, মালিনী প্রতি কহে হের আইস। ফিরায়া মালিনীরে, লইয়া আসে ঘরে, আদরে কহে এই খানে বৈস॥ মালিনী পানে চায়া, রাধিকা চলে ধায়া, আনন্দ পায়া মনে মনে ভাবে। এরূপ এ মালিনে, না দেখি কোন খানে, বুঝি এ সুরপুর বাসী হবে॥ এমতি চিত্তে বাসি, মালিনী কাছে বসি, কহয়ে তুয়া হার দেখি ওহে। শুনি দেখায় হার, উপমা নাহি যার, শোভায়ে সবাকার মন মোহে। রাধিকা রসবতী, মদনভরে অতি, পীড়িত পুন পুলকিত হিয়া। চাহিয়া হার পানে, বিচার করে মনে, এরূপ গাথে মোর প্রাণপিয়া॥ সুন্দরী থির নহে, মালিনী প্রতি কহে, মনে করি প্রাণ দিয়ে তোরে॥ গুণ কি কব আমি, ধন্য ধন্য হে তুমি, মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে॥ মালিনী কহে শুন, না বলি পুন পুন, মিছা না কহি কভু কার কাছে। এ হার পরাইব, ও গজমতি লিব, সাজিলে যে দিবে তা লব পাছে॥ মালিনী প্রতি ধনি, কহয়ে প্রিয়বাণী, যে চাহি লেহ তাহা নিজ বলে। শুনিয়া রসে ভাসি, ঈষত হাসি হাসি,

পরান হার রাধিকার গলে ॥ কত যতন করি, রুচির কুচগিরি, উপরে সাজাইয়া করে ঝাঁপে। মালিনী পরশিতে, উল্লাস বাসি চিতে, অমনি ধনি থরহরি কাঁপে ॥ বুঝিয়া নরহরি, যতেক সহচরী, রহয়ে দূরে হরষিত মনা। নিভৃত মন্দিরেতে না পারে থির হৈতে, অনঙ্গ রঙ্গে মাতে দুই জনা ॥

রুচিচ্চ পৌরবী ॥

নাগরবর বরজশশী, নারী সুবেশ ধরি বিহসি, রসের ভরে যাবট পুরে প্রবেশ করয়ে। যিনি সজল জলদ ঘটা, ললিত প্রতি অঙ্গের ছটা, পহিরে বাস ভূষণ শোভা পরাণ হরয়ে ॥ রাধিকা তাঁরে নিরখি দূরে, বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে, কহয়ে নিজ সখীর প্রতি করেতে ধরিয়া। এ ধনি কোথা হইতে আইলো, দেখহ রূপে করিল আলো, আনহ এথাই ইহাঁরে অতি যতন করিয়া ॥ বিনোদিনীর ব্যাকুলবাণী, শুনিয়া সখী মরম জানি, সে ধনি যথা আইসে তথা তুরিতে চলয়ে। চতুর করি নিকটে গিয়া, মধুর তর বচন কৈয়া, হৈয়া হরষ লৈয়া, তারে সুপ্রবেশে নিলয়ে ॥ আইসে পাশে উলাসে ধনি, বসায়া তারে রমণী মণি, আদরে কহে কখন আমি না দেখি তোমারে। অশেষ সুখ পাইনু আজি, নিশ্চয় বলি কপট তেজি, কি কাযে একা যাইছ, কোথা বলহ আমারে ॥ অমিয়া সম বচন শুনি, অধিক সুখে মগন ধনি, দরিদ্র জন যেন পরম রতন পাইল। সুচারু চান্দ বদন পানে, চাহিয়া কহে চাতুরী মনে, শুন গো যদি পুছিলে কিছু কহিতে হইল ॥ অধিক সাধে মনের মত, শিখিনু বেশ রচনা যত, করিনু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীনা। সে সব প্রকাশি-

বার তরে, ফিরিয়ে এই বরজ পুরে, গুণ বিচার করয়ে হেন না পাইয়া প্রবীণা॥ তাহাতে এক রমণী মোরে, কহিল বৃথা ফিরহ পুরে, এথা পরম চতুরা অভিমন্যুর ঘরণী। রূপে গুণে কি হবেক রম্মা, জগতে কেহো নাহিক সমা, যাহার পদ পরশে ধন্য মানয়ে ধরণী॥ আছয়ে বহু নায়িকা এথা, কত না কব তাদের কথা, তিলেক বশ করিয়া যারে রাখিতে নারয়ে। সে শ্যাম শশী সুঘর বর, নাহিক কেহো যাহার পর, তাহার প্রেমে অধীন হৈয়া সতত ফিরয়ে॥ যাহ সে খানে মানহ কথা, গুণের পূজা হইবে তথা, এতেক শুনি অন্তরে অতি উল্লাস হইনু। কি কব তুয়া আগে সে বাণী, আইনু তাঁর বচন মানি, যেরূপ তেঁহো কহিল তাহা দেখিতে পাইনু॥ এ বাণী শুনি সুন্দরী রাই, অন্তরে অতি আনন্দ পাই, কহেন বেশ রচহ ওগো আপন জানিয়া। পাইয়া অনুমতি সুভাসে, উছাহে উঠি বৈশয়ে পাশে, বেশের যত সামগ্রী দাসী দেওয়ে আনিয়া। যতনে ধনি ধৈরয ধরী, মধুর পৃষ্ঠ মাধুরী হেরি, রচয়ে বেণী ফণি নিরখি মুনিরে মোহয়ে। পরশ রসে হরষ হিয়া, নয়নে চারু কাজর দিয়া, আচরে মুখ মোছয়ে সাধে অধিক সোহয়ে॥ সুচারু চাঁপা পরায়া কানে, আপনা ধন্য করিয়া মানে, সো-পিয়া সিঁথে সিন্দূর ভালে সুচিত্র রচয়ে। নাসায় দিয়া বেশর খানি, দোলায়া কহে মধুর বাণী, উপমা নাহি মদন ইথে মুরুছে নিচয়ে। চিবুকে চারু কস্তুরী বিন্দু, দিতে উথলে আনন্দাম্বু, তা দেখি দূরে নিমিখ আঁখি ফিরাতে নারয়ে। পরশি কুচ রুচির তর, কাচুলি দিতে অথির কর, ভুরুরধর ধৃতি কেশ না ধরিতে পারয়ে॥ অতুল তনু সঘনে কাঁপে,

বদনে মুখ ও মুখে ঝাঁপে, তা দেখি সখী কহে চিবুকে অঙ্গুলি ধরিয়া। ইকি বিষম না শুনি কানে, রমণী হৈয়া রমণী সনে, এরূপ ক্রিয়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া॥ অপূর্ব্ব বেশ রচিলে তুমি, কি কব নিজ সখীরে আমি, না বুঝি যারে তারে আপন করিয়া জানয়ে। ভাল যে কেহ নাহিক এথা, নহে এ অতি লাজের কথা, কারে কব এ দুঃখ নিষেধ কভু না মানয়ে॥ শুনিয়া স্মিতবদনী রাই, লজ্জিত শ্যাম পানেতে চাই, কহয়ে ওহে চপল ইথে কেবা না হাসিবে। নাগর কহে কর উচিত, বাঁধহ ভুজ পাশে ত্বরিত, তব সে ঘনশ্যাম সুখের সায়রে ভাসিবে॥

কচিচ্চ গৌরী॥

শ্যাম সুনাগর বর সুখকারি, কুন্দলতা সহ যুগতি বিচারি, অপরূপ নারী বেশ ধরে রাই দরশন আশে হরষ হৈয়া। যশোদা প্রেরিত কুন্দলতা সতী, যাবটেতে চলে অতুলিত গতি, তা সহ সুন্দর চলে চারু করে থারি করি কিছু সামগ্রী লৈয়া॥ প্রবেশি যাবটে জটিলার পায়, প্রণময়ে হেরি হরষ হিয়ায়, হাতে ধরি অভিমন্যুর, জননী কহে কত ভাঁতি মধুর কথা। কুন্দলতা তহি চাতুরি প্রকাশি, সামগ্রী দেখায়া নিকটেতে বসি, যশোমতি বাণী কৈয়া অনুমতি পাইয়া চলে রাই বিলসে যথা॥ রসবতী অতি আনন্দ হইয়া, হাসি কুন্দলতা পানেতে চাহিয়া, কত কত মতে কৌতুকেতে পাশে বৈসায়য়ে সাধে ধরিয়া হাতে। প্রাণ পিয়া কথা পুছিয়া যতনে, পুন কহে রাই চাহিয়া তা পানে, এ নব রঙ্গিণী কোথাকে

পাইলে কেন বা আইস তোমার সাথে ॥ শুনি কুন্দলতা আনন্দস্রোতে ভাসি, কহে আমাদের, পড়স নিবাসি, এ নবীনা বধূ অধিক সাধের, পাছে পরিচয় দিব যে আমি । মোর মুখে শুনি তুয়া গুণকথা, নিতি সাধ করে আসিবারে এথা, দেহি বিয়াকুল আনিলাম আজি, নিজ জন সম জানিবে তুমি ॥ বহু গুণে বিহি গড়িল ইহারে, জগতে উপমা দিব বা কাহারে, সদা থাকে অতি গোপনে, আপন কাযে বিচক্ষণা চরিত চারু । কি কহিব আর চাতুরীর কথা, পরশিতে নাশে দেহাদির বেথা, সুখময়ী তুয়া সখীগণ মাঝে হেন মৃদুকর নাহিক কারু ॥ শুনি বিনোদিনী উলসিত চিতে, মনে হৈল তনু পরশ করাইতে, বুঝি কুন্দলতা শ্যামাবধূ প্রতি, কহে ভঙ্গি করি ঈষত হাসি । সফল হল যে মনে ছিল সাধা, আপন করিয়া নিল তোহে রাধা, তাহে চারু কর কমলে চরণ চাপিয়া সিঞ্চহ অমিয়া রাশি ॥ শুনি বাণী মনে মানি মহাসুখ, আঁখিভরি হেরি সুধামাখা মুখ, পালঙ্কের পাশে বসি হাসে মৃদু, চরণপরশে রসের ভরে । চকিত চঞ্চল কাঁপে রাইতনু, বাতাতুর হেমলতা তড়িৎ যনু, অনুপম গুণ প্রকাশি হাসিয়া শ্যাম শশী থির হইতে নারে ॥ অপরূপ দুঁহু দুঁহ মনলোভা, প্রেমরঙ্গে বহু বাঢ়ে দুঁহু শোভা, ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন, ঘন চুম্বন বিপুল পুলক অঙ্গে । দূরে সখীগণ মনে মহাসুখে, বিহসি বসনে ঝাপি রহে মুখ, আঁখি কোণে ঠারা ঠারি করি, পরিহাস করে কুন্দলতার সঙ্গে ॥ সময় জানিয়া পুন কুন্দলতা, হাসি বিনোদিনী পাশে আসি তথা, হেরি শ্যাম পানে রাই প্রতি কহে, একি বিপরীত করিলা তুমি । বধূ আলিঙ্গিলে বন্ধুয়ার ভাগে,

না জানি যে ও কি করিবেক মনে, এমতি যদি তুয়া ক্রিয়া জানিতু, তবে না ইহাঁরে আনিতু আমি ॥ রাই রঙ্গে কহে নতমুখী হৈয়া, বুঝিলাম লাজে তিনাঞ্জলি দিয়া, এইরূপ বেশ বনাইয়া নিজ, দেয়রে লইয়া বিলস নিতি। এত দিন ইহা গোপনে আছিল, যে সে হউক্ এবে প্রকাশ হইল, এমতি দোঁহে কহে কত, তা শুনি ঘনশ্যাম মন মগন অতি ॥

পুনঃ। গৌরী ॥

শ্যাম সুনাগর, রসের সাগর, গর গর রাই দরশ আশে। চন্দ্রোদয় হেরি, দ্বিজবেশ ধরি, চলিলা যাবটে জটিলা পাশে ॥ দেখি দ্বিজবর, জুড়ি দুই কর, প্রণমিয়া তারে জটিলা কহে। আজু ধন্যমানি, শুনি তুয়া বাণী, গোল কেনে আইলা গোপের গৃহে ॥ শুনি দ্বিজরাজ, কহে আছে কাজ, চন্দ্র পূজি আজি কিছু না খাইনু। তুয়া বধূ খানি, পতিব্রতা জানি, তাঁর হাতে কিছু লইতে আইনু ॥ জটিলা শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া, বিশাখারে কহে মধুর বাণী। রাধা আছে যথা লৈয়া যাহ তথা, যে চান তা দিবে সুকৃতি মানি ॥ করযোড় করি, চরণেতে ধরি, আশীর্ব্বাদ নিতে কহিবে তারে। অমঙ্গল যাবে, মঙ্গল হইবে, ধেনুধন এই দ্বিজের বরে ॥ এতেক শুনিয়া, দ্বিজে সঙ্গে লইয়া, আইলেন যথা রমণী মণি। শাশুড়ী বচন, কৈল নিবেদন, পরম আনন্দ পাইলা শুনি ॥ অপূর্ব্ব আসনে, বসাইয়া ব্রাহ্মণে, প্রণমি বিনয় বচন কৈয়া। দধি দুগ্ধ ঘৃত, আদি যত যত, আনিল

নিকটে যতন পায়া ॥ দ্বিজ বেরি বেরি, রাই পানে হেরি, বিশাখারে কহে শুনহ সখি। নিতি নানা ছান্দে, পূজিয়ে যে চান্দে, সে চান্দ ইহাঁর বদনে দেখি ॥ পাইনু সমীপে, উপেক্ষি কিরূপে, আগে সুধাপান করিতে হৈল। এত কহি হাসি, প্রেমরসে ভাসি, রায় মুখশশি চুম্বন কৈল ॥ বিনোদিনী কহে, ইকি কর অহে, ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে। দ্বিজ কহে ভুখ, গেল মন দুখ, সুখ পাই মুখ অমৃত পানে ॥ রোষে রস-বতী, বিশাখার প্রতি, কহে না বুঝি এ তোমার খেলা। বিশাখিকা ভণে, জানিলাম মনে, অলৌকিক শাশুড়ী বোর লীলা ॥ শুনি শশিমুখী, হাসে নত আখি, তা দেখি ঘনশ্যাম প্রিয় হাঁসি। রাইয়ে ক্রোড়ে করি, কাঁপে থরহরি, কিবা সে অনঙ্গ রঙ্গেতে ভাসি ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-লীলা মনোরম ॥ সর্ব্ব ভাষা বিজ্ঞ কৃষ্ণ রসের মূরতি। কোকি-লাদি শব্দ উচ্চারিতে প্রাজ্ঞ অতি ॥ সঙ্কেত প্রযুক্ত মিলে অভিমন্যালয়ে। দৈবযোগে কোন দিন মিলন না হয়ে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ॥

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতী বাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণ কোলিবিটপী ক্রোড়ে গতা সর্ব্বরী ॥

কৃষ্ণ মহা কৌতুকী পরমানন্দময়। কোকিল সৌভাগ্য হেতু সে শব্দে মিলয় ॥ যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর।

লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর॥ এক দিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া। কোকিল সদৃশ শব্দ করে' হর্ষ হৈয়া॥ সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর। যে শুনে বারেক তার ধৈর্য্য যায় দূর॥ জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয় বাণী। কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি॥ বিশাখা কহয়ে এই মো সভার মনে। যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে॥ বৃদ্ধা কহে যাও শুনি উল্লাস অশেষ। রাই সখী সহ বনে করিলা প্রবেশ॥ হৈল মহাকৌতুক সুখের সীমা নাই। সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই॥ কোকিলের শব্দ কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে। এ হেতু কোকিলাবন কহয়ে ইহারে॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ আঁজনক গ্রাম। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম॥ শ্রীরাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জ্জনে। হইলা ভূষিত নানা রত্নাদি ভূষণে॥ কেশবন্ধনাদি করি অঞ্জন পরিতে। অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে॥ সেই ক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে। এথা আসি কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে॥ আগুসরি আনি কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা। বৃন্দাবিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা॥ দেখে অঙ্গ শোভা নেত্রে না দেখে অঞ্জন। জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ॥ রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া। দিলেন রাধিকা নেত্রে মহা হর্ষ হৈয়া॥ অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল। এ হেতু এ স্থান নাম আঁজনক হৈল॥ এই বিদ্যুদ্বারি গ্রাম বিজো আরি কয়। এ গ্রাম প্রসঙ্গ শুনি কেবা না দ্রবয়॥ অহে শ্রীনিবাস ব্রজে অক্রূর আসিতে। হৈল এই ধ্বনি আইলা রামকৃষ্ণে নিতে॥ রাত্রি বাস আনন্দে করিয়া নন্দালয়ে। নন্দাদিক সহ প্রাতে মথুরা চলয়ে॥ ব্রজ

শূন্য হৈল রামকৃষ্ণের গমনে। কহিতে কি তাহা যে দেখিল সেই জানে॥ কৃষ্ণেরে দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ। নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরয়ে নয়ন॥ সে দশা দেখিতে দারু পাষাণ বিদরে। লক্ষ লক্ষ মুখে তা বর্ণিতে কেহ নারে॥ চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়াগণ। এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরোহণ॥ কৃষ্ণমুখ পদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা। হা হা প্রাণনাথ বলি মূর্চ্ছিত হইলা॥ স্থির বিজুরির পুঞ্জ আকাশ হইতে। যৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে॥ বিজুরির পুঞ্জ জ্ঞান হইল সভার। এই হেতু বিজোআরি নাম সে ইহার॥ পরশো নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে। পরশো নাম হৈল যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে॥ রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা॥ লোক দ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া। কালি পরশ্বের মধ্যে মিলিব আসিয়া॥ এ হেতু পরশোনাম হইল ইহার। কহিতে না জানি যৈছে চেষ্টা গোপিকার॥ পরশো নিকট এই শী নামেতে গ্রাম। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হইল শী নাম॥ এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। গোপিকার দশা দেখি কহে বারে বারে॥ মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন। এই হেতু শীঘ্র শী কহয়ে সর্ব্বজন॥ রথে চড়ি কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায়। কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ হৈলা মৃত্যু প্রায়॥ অসংখ্য গোপীর নেত্র অঞ্জন সহিতে। নেত্রে অশ্রু বুক বাহি পড়ে পৃথিবীতে॥ একত্র হইয়া জল চলে নদী পারা। সবে কহে এই হয় যমুনার ধারা॥ এই গোপিকার প্রেম অশ্রুময় স্থান। অহে শ্রীনিবাস এ দেখয়ে ভাগ্য-

যান্॥ দেখ এই কামাই করালা গ্রাম দ্বয়। কাম্াই গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয়॥ ললিতার স্থান এই করালা গ্রামেতে। লুধৌনী গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে॥ এই করলা গ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি। করালার পুত্র গোবর্দ্ধন যার পতি। চন্দ্রভানু পিতা ইন্দুমতী মাতা যার। চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠ ভগ্নী রাধিকার॥ শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা পঞ্চ সহোদর। সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর॥ চন্দ্রভানু রত্নভানু সুভানু শ্রীভানু। ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য্য সম তেজ যনু॥ গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে। সখীস্থলী গ্রামে কভু রহে করালাতে॥ পদ্মা আদি যূথেশ্বরী রহি এই ঠাঁই। কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই॥ ওই যে পিয়াসো গ্রামে কৃষ্ণে প্যাস * হৈল। বলদেব আনিজল কৃষ্ণে পিয়াইল॥ এ সাহার গ্রামে উপনন্দের বসতি। অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১৬ শ্লোকঃ॥

শ্বেতশ্মশ্রু ভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণা
ভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিং যোহচ্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্ব্বুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ
সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতান্নাম্নোপনন্দঃ সদা॥

উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ প্রথা। যার পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥ শ্রীনন্দের প্রিয় গুণ কহিল না হয়। পরম পণ্ডিত কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয়॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ১৭ শ্লোকঃ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মগাত্র্যর্বাতিমধুরোজ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ

---

* পিপাসা॥

পাণ্ডিত্যৈর্জিতগীষ্পপতির্ব্রজপতেঃ সখ্যে কৃতাবস্থিতিঃ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ॥

সুভদ্রের ভার্য্যা কুন্দলতা নাম যার। কৃষ্ণ সে জীবন যেহঁ সখী রাধিকার॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৩২ শ্লোকঃ॥

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতিমহিষ্যাজ্ঞয়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্ত্বেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং তাং॥

সাহার গ্রামেতে যে আনন্দ দিবা রাতি। তাহা বিবরিয়া কহে কাহার শকতি॥ এই সাঁখি নামে গ্রাম দেখ এই খানে। শঙ্খচূড় দুষ্টে কৃষ্ণ বধিলা আপনে॥ শঙ্খচূড় মাথে মণি ছিল তাহা লৈয়া। বলদেব পাশে আসি দিলা হর্ষ হৈয়া॥ এই কথোদূর যথা ছিলা বলরাম। তথা রামকুণ্ড এবে রামতলাও নাম॥ বলদেব মণি মধুমঙ্গল দ্বারায়। রাধিকারে দিলা মহা-কৌতুক তাহায়॥ অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এই খানে। কৌ-তুকে বিহ্বল রাই সখীগণ সনে॥ ছত্রবনে কৃষ্ণে রাজা করি সখাগণ। রাজ আজ্ঞা বলে করে সর্ব্বত্র শাসন॥ মধুমঙ্গলাদি সবে প্রগল্‌ভ বচনে। কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে॥ মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার। তাঁর এ রাজ্যেতে নাই অন্য অধিকার॥ যদি কেহ পুষ্পচয়নেতে এথা আইসে। তবে দণ্ড দিব তারে লৈয়া রাজা পাশে॥ ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে

বার বার। রাধিকার রাজ্যে কে করয়ে অধিকার ॥ ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগণ। রাধিকারে উমরাও কৈলা সেইক্ষণ ॥ উমরাও যোগ্য সিংহাসনে বসি রাই। সখীগণ প্রতি কহে চতুর্দ্দিকে চাই। মোর রাজ্যে অধিকার করে যেই জন। পরাভব করি তারে আন এই ক্ষণ ॥ শুনি সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করিবারে। বৃন্দা বিনির্ম্মিত পুষ্পযষ্টি লৈয়া করে ॥ সহস্র সহস্র সখী চলে চারি ভিতে। সুবলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে॥ মধুমঙ্গলেরে না কহিয়া পলাইল। কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে ধরিল ॥ পুষ্পমালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা। উমরাও পাশে শীঘ্র লইয়া আইলা ॥ দেখি মধুমঙ্গলে কহয়ে বার বার। কার রাজ্যে করাও কাহার অধিকার ॥ তোমা সবা সহ দণ্ড দিব সে রাজারে। যেন ঐছে কর্ম্ম আর কভু নাহি করে ॥ শুনি মধু কহয়ে করিয়া মুণ্ড হেট। ঐছে দণ্ড কর যাতে ভরে মোর পেট ॥ উমরাও কহে এই পেটার্থি ব্রাহ্মণে। ছাড়ি দেহ যাউক রাজার সন্নিধানে ॥ সখীগণ দিলা মধুমঙ্গলে ছাড়িয়া। বন্ধন সহিত মধু চলিল ধাইয়া ॥ মহাদর্পে রাজা বসি রাজসিংহাসনে। মধুমঙ্গলেরে কহে ঐছে দশা কেনে ॥ বিমর্শ হইয়া মধু কহে বার বার। তোমারে করিনু রাজা এই ফল তার ॥ তেহঁ উমরাও তাঁর প্রতাপ অপার। তুমি কি করিবে তাঁর রাজ্যে অধিকার ॥ যে কন্দর্প জগতের ধৈর্য্য ধন হরে। সে কন্দর্প কাঁপে তাঁর নেত্র ভঙ্গিদ্বারে ॥ তাহাতে মানহ তুমি আমার বচন। নিজাঙ্গ সমর্পি লেহ তাঁহার শরণ ॥ কৃষ্ণ কহে মধু যে কহিলা সর্ব্বোপরি। তোমারে বান্ধিল দুঃখ সহিতে

না পারি ॥ মধু কহে তোমার মঙ্গল মাত্র চাই। অপমান হইলেও কোন দুঃখ নাই ॥ এত কহি কৃষ্ণ হস্ত করি আকর্ষণ। রাধিকার নিকটে আইসে সেই ক্ষণ ॥ প্রাণনাথ গমন দেখিয়া সুখে রাই। হইলেন অধৈর্য্য লজ্জার সীমা নাই ॥ উমরাও বেশ রাই ঘুচাইতে চায়। সখী কহে এই বেশে রহিবে এথায় ॥ রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণ দেখি দূরে। হইলা অধৈর্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ কৃষ্ণচেষ্টা দেখি মধু উল্লাস হিয়ায়। রাধিকা সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায় ॥ রাধিকা দক্ষিণ পাশে কৃষ্ণে বসাইল। কৃষ্ণ বামে রাই কি অদ্ভুত শোভা হৈল ॥ রাধিকার প্রতি মধু কহে বার বার। এবে কৃষ্ণ দেহ রাজ্যে কর অধিকার ॥ কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন রত্ন। সে তোমার ভেট তা লইবে করি যত্ন ॥ শুনি মধু বচন ললিতা হাঁসি সুখে। দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে ॥ মধু কহে কৈলা দোষ বান্ধিলা আমায়। ঐছে লক্ষ লড্ডু ভুঞ্জাইলে দোষ যায় ॥ এত কহি ভঙ্গি করি মোদক ভুঞ্জয়। সখী সুবেষ্টিত দুহুঁ শোভা নিরীক্ষয়ে ॥ মোদক ভুঞ্জিয়া [illegible] ভাসে। বহু কার্য্য আছে বলি চলয়ে উল্লাসে ॥ উমরাও রাজা দোঁহে নিকুঞ্জ ভবনে। করিলা প্রবেশ অতি উল্লাসিত মনে ॥ সুরত সমরে দোঁহে শ্রমযুক্ত হৈলা। বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রম দূর কৈলা ॥ অহে শ্রীনিবাস রঙ্গ কহিতে কি আর। উমরাও নাম গ্রাম এ হেতু ইহার ॥

বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয়। এই যে কিশোরী কুণ্ড সদা শোভাময় ॥ দেখি এ অপূর্ব্ব বন মহাহর্ষ মনে।

লোকনাথগোস্বামী ছিলেন এই খানে॥ যে বৈরাগ্য তাঁর তা কহিতে অন্ত নাই। শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাই॥ ফল মূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়। যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥ বর্ষাশীতাদিতে এই বৃক্ষ তলে বাস। সঙ্গে জীর্ণ-কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্ব্বাস॥ আপনি হইতা সিক্ত অতিবৃষ্টি নীরে। ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে॥ অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া। রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ। হইল ব্যাকুল এথা করিতা ক্রন্দন॥ ঐছে কত কহি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। রাঘবপণ্ডিত নেত্র জলেই সাঁতারে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম ধূলায় লোটায়। ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ভাসে নেত্রের ধারায়॥ কত ক্ষণে শ্রীপণ্ডিত সুস্থির হইয়া। দোঁহে স্থির করি আগে চলে দোঁহে লৈয়া॥ পণ্ডিত কহয়ে নরীসেমরী এ গ্রাম। শ্যামরী কিন্নরী এ গ্রামের পূর্ব্ব নাম॥ রাধিকার মানভঙ্গ উপায় না দেখি এই খানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী॥ (বীণাযন্ত্র বাজাইয়া আইলা এথায়।) শ্রীরাধিকা কহে এ কিন্নরী সর্ব্বথায়॥ শুনি বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা। নিজ রত্নমালা তার গলে পরাইলা॥ কিন্নরী কহয়ে মানরত্ন মোরে দেহ। অনুগ্রহ করিয়া আপন করি লেহ॥ এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে। দূরে গেল মান মগ্ন হইলা উল্লাসে॥ এইরূপে এ দুই গ্রামের নাম হয়। এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয়॥ অহে শ্রীনিবাস আগে দেখ ছত্র বন। এই খানে হৈলা রাজা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কৃষ্ণ রাজা হৈলে কিছু দিনে পৌর্ণমাসী।

রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি ॥ বৃন্দারণ্য-রাণী রাধা রাধাস্থলী স্থানে। অভিষেকে যে রঙ্গ তা কহিতে কে জানে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১ শ্লোকঃ ॥

সার্দ্ধং মানসজাহ্নবী-মুখনদীসর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদিসুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ।
বৃন্দারণ্যবরেণ্যরাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥

দেখহ খদিরবন বিদিত জগতে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এথা গমন মাত্রেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতং।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ কৃষ্ণ এই খানে। সখা সহ নানা খেলা খেলে গোচারণে ॥ দেখহ সঙ্গমকুণ্ড অতি মনোরম। কৃষ্ণ সহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম ॥ পরম নির্জ্জন এথা সুখে লোকনাথ। মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূগর্ব্বের সাথ ॥ এই যে কদম্বখণ্ডি শোভা মনোহর। এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ বকথরা গ্রাম এ যাবট সন্নিধানে। বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলেন এই খানে ॥ নেওছাক স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন বিলাস ॥ ছাক শব্দে ভক্ষণ সামগ্রী ব্রজে কয়। কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন তেঞি যশোদা প্রেরয় ॥ আর যত গোপবালকের মাতাগণে। সবে ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠায়েন এই বনে ॥ এই ভাণ্ডাগোর গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রী-

কৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস॥ এবে গ্রাম নাম লোকে ভাদালি কহয়। এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

ভাণ্ডাগোরমিতি খ্যাতং গুহ্যমস্তি ততো মম।
লভন্তে মনুজা ভূমিসিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ॥
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাবৃতং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
লোকং বৈদ্যাধরং গত্বা মোদতে কৃতনিশ্চয়ঃ॥
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমিগুহ্যং পরং মম।
চতুর্ব্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মম ভক্তির্ব্যবস্থিতা॥
অর্দ্ধরাত্রেষু শৃণ্বন্তি গীতং কর্ণসুখাবহং॥

এত কহি আর নানা স্থান দেখাইয়া। পুন নন্দীশ্বরে আইলা উল্লসিত হৈয়া॥ নন্দাদি চরিত্রে কিছু কহি শ্রীনিবাসে। দাঁড়াইলা শ্রীপাবন সরোবর পাশে॥ সনাতন গোস্বামির কুটীর দর্শনে। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ রাঘব পণ্ডিত কহে শ্রীনিবাস প্রতি। কহি কিছু যৈছে গোস্বামির এথা স্থিতি॥ বৃন্দাবন হৈতে আসি এ নির্জ্জন বনে। প্রেমেতে বিহ্বল সদা কৃষ্ণ আরাধনে॥ সঙ্গোপনে রহে ভক্ষণের চেষ্টা নাই। কেহো না জানয়ে কে আছয়ে এই ঠাই॥ কৃষ্ণ গোপ বালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া॥ দাঁড়াইলা গোস্বামি সম্মুখে হর্ষ হৈয়া॥ গোরক্ষক বেশ মাথে উষ্ণীষ শোভয়। দুগ্ধ ভাণ্ড হাতে করি গোস্বামিরে কয়॥ আছহ নির্জ্জনে তোমা কেহো নাহি জানে। দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে॥ এই

দুগ্ধ পান কর আমার কথায়। লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিহ এথায়॥ কুটীরে রহিলে মো সভার সুখ হবে। ঐছে রহ ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে॥ এত কহি গোপালের হইল গমন। মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধপান কৈলা সনাতন॥ দুগ্ধ পান মাত্রে প্রেমে অধৈর্য্য হইলা। নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া বহুখেদ কৈলা॥ অলক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা। ব্রজবাসিদ্বারে এক কুটীর করাইলা॥ ঐছে সনাতনের হইল বাসালয়। মধ্যে মধ্যে এথা শ্রীরূপের স্থিতি হয়॥ এক দিন শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতনে। ভুঞ্জাইতে দুগ্ধান্নাদি করিলেন মনে॥ ঐছে মনে করি পুন সঙ্কোচিত হৈলা। শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা॥ ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুল শর্করাদিক লৈয়া। গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া॥ রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ। শীঘ্র পাক করি কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ॥ মাতা মোর এই কথা কহিল কহিতে। কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে॥ এত কহি শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা। শ্রীরূপ গোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা॥ কৃষ্ণে সমর্পিয়া শ্রীগোস্বামী সনাতনে। করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে॥ সনাতন গোস্বামী সামগ্রী সুগন্ধিতে। না জানে কতেক সুখ উপজয়ে চিতে॥ দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ॥ সনাতন সামগ্রী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল। শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বার বার। ঐছে ভক্ষদ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর॥ এত কহি শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা। শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদযুক্ত হৈলা॥ স্বপ্ন-

ছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন। প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা সনাতন॥ অহে শ্রীনিবাস যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য্য। বৈষ্ণব-সমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য্য॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ বিচ্ছেদ কথাতে। কান্দয়ে বৈষ্ণব মূর্চ্ছাগণ পৃথিবীতে॥ অগ্নিশিখা প্রায় জলে রূপের হৃদয়। তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ না হয়॥ কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল। অগ্নি দগ্ধপ্রায় তার দেহে ব্রণ হৈল॥ দেখিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার। ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া কহিতে কি আর॥ কি কহিব যত সুখ এই নন্দীশ্বরে। এত কহি চলে গোস্বামির শ্রীকুটীরে॥ তথা বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সুচরিত্রে। সনাতন গোস্বামির পুরো-হিত পুত্র॥ শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্ব্বাংশে সুন্দর। এ সবে দেখিতে তাঁর উল্লাস অন্তর॥ শ্রীউদ্ধব দাস মাধবাদি যে যে ছিলা। পরস্পর মিলি সবে মহা হর্ষ হৈলা॥ ব্রজবাসিগণ অতি উল্লসিত মনে। ভক্ষণ সামগ্রী আনাইলা সেই ক্ষণে॥ সে দিবস তথা মহা মহোৎসব হৈল। (নামসঙ্কীর্ত্তনে সবে রাত্রি গোঙাইল॥) এ হেন অপূর্ব্ব কথা যে করে শ্রবণ। অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥

শ্রীগোপাল দাস আদি যত বিজ্ঞবর। হইল সবার মহা-উল্লাস অন্তর॥ শ্রীরাঘব দোঁহে লৈয়া রজনি প্রভাতে। বিদায় হইয়া চলে পরিক্রমা পথে॥ শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস নরোত্তমে কয়। আগে এই দেখহ বৈঠান গ্রাম হয়॥ যবে যে করয়ে পরামর্ষ গোপগণ। এই খানে আসিয়া বৈসয়ে সর্ব্বজন॥ গোপগণ বৈসে এই হেতু এ বৈঠান। এবে লোকে কহে ছোট বড় দুই নাম॥ ব্রজবাসিস্নেহে

বদ্ধ হৈয়া বর্ষ মনে। সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই খানে॥ যেরূপে রহিল এথা সে চারু চরিত্র। কহিয়ে কিঞ্চিৎ যাতে জগৎ পবিত্র॥ সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগণে। নিরন্তর প্রাণের অধিক করি মানে॥ ব্রজপরিক্রমা যবে করেন গোঁসাই। গ্রামে গ্রামে রহে সে সুখের সীমা নাই॥ এক গ্রামে রহি আর গ্রামে যবে যায়। গ্রামবাসী লোক গোস্বামির পাছে ধায়॥ কিবা বাল বৃদ্ধ কেহ ধৈর্য্য নাহি মানে। গোস্বামির বিচ্ছেদে কান্দয়ে সর্ব্বজনে॥ সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন করিয়া। নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া॥ ক্রন্দন সম্বরি সবে নিজ গৃহে গেলে। তবে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে॥ যে গ্রামে যাইব সেই গ্রামবাসিগণ। দূরে হৈতে দেখে সনাতনের গমন॥ কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষগণে। সবে কহে ঐ দেখ রূপসনাতনে॥ ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয়। রূপে দেখিলেও রূপ সনাতন কয়॥ গ্রামিলোকগণ কেহ স্থির হৈতে নারে। আগুসরি চলে সনাতনে আনিবারে॥ বহু রত্ন লভ্যে দরিদ্রের সুখ যৈছে। সনাতন দর্শনে সবার সুখ তৈছে॥ অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত স্ত্রী পুরুষগণ। পুত্র ভাবে সনাতনে করয়ে লালন॥ কেহ কহে অরে পুত্র মোসবে ভুলিয়া। কিরূপে আছিলা কোথা মরি এ চিন্তিয়া॥ ঐছে কহি সবে সনাতন-মুখ চাই। আপনা নির্ম্মঞ্ছে মনে মহাসুখ পাই॥ স্ত্রী পুরুষ যুবা যার জন্ম সে গ্রামেতে। তা সবার ভ্রাতৃভাব বিহ্বল স্নেহেতে॥ কেহ কহে ভ্রাতা তুমি আছিলা কেমনে। বুঝি মো সবারে কভু না করিলা মনে॥ কেনে ভ্রাতা মো সবারে

হইলা নির্দ্দয়। ঐছে কত কহে নেত্রে অশ্রুধারা বয়॥ বালিকা বালক আসি চরণ স্পর্শিতে। করে নিবারণ সবে নারে নিবারিতে॥ কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ। সঙ্কোচিত হৈয়া সবে করয়ে দর্শন॥ অহে শ্রীনিবাস সনাতনের দর্শনে। প্রণামাদি ক্রিয়া কারু স্মৃতি নাই মনে॥

গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া। হস্তে ধরি লৈয়া চলে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া॥ দিব্য বৃক্ষ তলে সবে মনের উল্লাসে। সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারি পাশে॥ দধি দুগ্ধ নবনীত আদি গৃহ হৈতে। আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে॥ ভোজন কৌতুক সমাধিয়া কত ক্ষণে। সুস্থির হইয়া সুখে বৈসে সর্ব্বজনে॥ সনাতন গোস্বামী পরম স্নেহাবেশে। সবে সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গল জিজ্ঞাসে॥ কার কত কন্যা পুত্র বিবাহ কোথায়। কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভায়॥ গাভী বৃষাদিক কত কৃষীকর্ম্ম কার। কার গৃহে শস্য কত কৈছে ব্যবহার॥ শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি। ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি॥ গোস্বামিরে ক্রমে সবে সব নিবেদয়। কারু দুঃখ শুনিতেই মহা দুঃখী হয়॥ সনাতন প্রবোধে তাহার দুঃখ ক্ষয়। এ সব প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত করয়॥ প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া শীঘ্র করি সনাতন। স্নানাদিক করিতেই আইসে সর্ব্বজন॥ দধি দুগ্ধাদিক সবে শীঘ্র আনাওয়। সনাতন গোস্বামিরে ভুঞ্জিতে কহয়॥ ভুঞ্জেন শ্রীগোস্বামী সবারে ভুঞ্জাইয়া। দেখয়ে সবার শোভা উল্লসিত হৈয়া॥ পূর্ব্ব মত গ্রামে হৈতে করিতে গমন। ব্যাকুল হইয়া কান্দে ব্রজবাসিগণ॥ যৈছে স্নেহচর্য্যা

তা কহিতে অন্ত নাই। বিবিধ প্রকারে সবে প্রবোধে গোসাঁই ॥ কথো দূর সঙ্গে সবে গমন করিতে। দেন নিজ শপথ সবারে ফিরাইতে ॥ এই রূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ। আইসেন বৈঠান গ্রামেতে সনাতন ॥ সনাতনে দেখিয়া গ্রামের লোক যত। যে আনন্দে মগ্ন তা কহিবে কেবা কত ॥ সনাতন সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসয়। গোঙায়েন দিবা নিশি উল্লাস হিয়ায় ॥ এক রাত্রি বাস এ নির্ব্বন্ধ সবে জানে। হইয়া ব্যাকুল তেঞি কহে সনাতনে ॥ কথো দিন থাকিলে সবার ভাল হয়। মান মো সবার কথা না হও নির্দ্দয় ॥ প্রাতঃকালে যাবে এই নির্ব্বন্ধ তোমার। ছাড়হ নির্ব্বন্ধ প্রাণ রাখহ সবার ॥ ঐছে গ্রামবাসী কত কহেন কান্দিয়া। এ হেতু রহিল এথা সবে সুখ দিয়া ॥ বৈঠান গ্রামীয় আর নিকটস্থ যত। সবে সনাতন গুণে মগ্ন অবিরত। অহে শ্রীনিবাস মহা আনন্দ এথায়। দেখ নীপবন মন মোহয়ে শোভায় ॥ এই কৃষ্ণকুণ্ড এথা কৌতুক অশেষ। এ কুন্তলকুণ্ডে কৃষ্ণ কৈল কেশবেশ ॥ এই বেড়োখোর কুঞ্জ ভবন মাঝার। বিলসয়ে দোহে বন্ধ করি কুঞ্জদ্বার ॥ চরণপাহাড়ি এই পর্ব্বতের নাম। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম ॥ সখা সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্ব্বতে। গো-গণ চরয়ে দূরে দেখে চারিভিতে ॥ ভুবনমোহন বেশে বংশী করে লৈয়া। দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ (বংশীবাদ্যারম্ভ মাত্রে জগৎ মাতিল।) যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আইল ॥ (বংশীগান শ্রবণে স্থগিত সবে হৈলা। তুলনা কি গানে এই পর্ব্বত দ্রবিলা ॥) বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায়। তা সবার

পদচিহ্ন দেখহ শিলায় ॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এ রহিল। এই হেতু চরণপাহাড়ি নাম হৈল ॥ দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই হারোয়াল গ্রাম। এথা বিলসয়ে রঙ্গে রাই ঘনশ্যাম ॥ পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইলা। খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহা লজ্জা পাইলা॥ ললিতা কহয়ে রাই পাশক ক্রীড়াতে। অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে॥ হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে। দেখিব কন্দর্প যুদ্ধে কেবা জিতে হারে॥ এত কহি নিকুঞ্জমন্দিরে দোহে থুইয়া। সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ হইল পরমানন্দ কহিতে কি আর। এই হারোয়ালে হয় অদ্ভুত বিহার॥ দেখহ সাতোড়া নাম গ্রাম শোভা করে। এথা শ্রীশন্তনমুনি আরাধে কৃষ্ণেরে॥ সূর্য্যকুণ্ড নন্দনকূপ বাদ্যশিলা আর॥ অপূর্ব্ব পর্ব্বত এথা কৃষ্ণের বিহার॥ দেখ পাই গ্রাম রাই সখীগণসনে। কৃষ্ণের অন্বেষণ করি পাইল এখানে॥ দেখ এ চলনশিলা এথা শ্যামরায়। চলিতে নারয়ে প্রেমে বৈসয়ে শিলায়॥ দেখহ কামরি গ্রাম কৃষ্ণ এই খানে। কামে ব্যস্ত হৈয়া চাহে রাই পথ পানে॥ দেখ এ বিছোর গ্রাম এথা চন্দ্রমুখী। কৃষ্ণ সহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী॥ ক্রীড়াবসানেতে দোহে চলে নিজালয়। বিচ্ছেদপ্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয়॥ দেখহ কদম্বখণ্ডী তিলোয়ার গ্রাম। এথা ক্রীড়ারত নাই তিলেক বিশ্রাম॥ এই যে শৃঙ্গারবট কৃষ্ণ এই খানে। রাধিকার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে॥ এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাস্থান। এবে এ হইল ললাপুর নাম গ্রাম॥ এই যে বাসোলী গ্রাম কৃষ্ণাঙ্গ সুবাসে। ভ্রমর মাতিব কি জগৎ ধৈর্য্য

নাশে ॥ এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয় সখীগণ সঙ্গে। নিরন্তর মগ্ন হোলিখেলাদিক রঙ্গে ॥ অহে দেখ পয় গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ এখানে। পয়ঃ পান কৈলা কৃষ্ণ সখাগণ সনে ॥ এ কোটর বন কোট বন সবে কয়। এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥ এই দধি-গ্রামে কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল। গোপাঙ্গনা সহ মহা কৌতুক বাঢ়িল ॥ এই শেসশায়ী ক্ষীর সমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্ত শয্যাতে ॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯১ শ্লোকঃ ॥

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥

এই শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে ॥ করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাঢ়িল। সে প্রেম আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল ॥ প্রভুতেজ দেখি ভাগ্য-বন্ত লোকগণ। আনন্দে উন্মত্ত নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ পরস্পর কহে এ মনুষ্য কভু নয়। সন্ন্যাসির বেশ এ ঈশ্বর সত্য হয় ॥ কেহ কহে অহে ভাই ইথে নাহি আন। এ সন্ন্যাসী এই শেষশায়ী ভগবান্ ॥ ঐছে কত কহে কেহ স্থির হৈতে নারে। প্রভু-মুখচন্দ্র নিরীখয়ে বারে বারে ॥ অহে শ্রীনিবাস প্রভু চরিত্র অপার। প্রভু জানাইলে সে পারয়ে জানিবার ॥ এই দেখ কদম্বকানন মনোহর। এথা বিহরয়ে রঙ্গে রসিক

শেখর ॥ এই ব্রজ সীমা খম্ব হয়ে খামী গ্রাম। এথা গোচারয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম ॥ বনচারী আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস। এ সব ব্রজের সীমা অহে শ্রীনিবাস ॥ যমুনা নিকট গ্রাম খয়রো এখানে। বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে ॥ দেখহ উজানি স্থান যমুনা এখানে। বহয়ে উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে ॥ দেখহ খেলনবন এথা দুই ভাই। সখা সহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম। এ খেলন বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম ॥ অহে শ্রীনিবাস এই রামঘাট হয়। এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয় ॥ যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি। তথা হৈতে দূর এ রামের রাসস্থলী ॥ কহিতে কি তেহোঁ কোটি সমুদ্রগভীর। কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ পরম সুধীর ॥ দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা। চৈত্র বৈশাখ দুই মাস স্থিতি কৈলা ॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি প্রবোধে সবারে। সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ নানা অনুনয়বিজ্ঞ রোহিণীতনয়। কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানা প্রকারে শান্তয় ॥ নিজ প্রিয়া গোপীগণ মনোহিত করে। যে সব সহিত পূর্ব্বে বসন্তে বিহরে ॥ কে বর্ণিতে পারে সে কৌতুক অতিশয়। শঙ্খচূড়ে বধ কৃষ্ণ করে সে সময় ॥ বলদেবপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সম্বলিত। হোরিক্রীড়া রঙ্গ বৃদ্ধি হৈল যথোচিত ॥ রামকৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়াসনে। বিলসয়ে যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥

তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
চরিতে চতুর্থ প্রক্রমে ॥

ততশ্চ পশ্যাত্র বসন্তবেশৌ
শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ ।
চিক্রীড়তুঃ স্বস্ব যূথেশ্বরীভিঃ
সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ ॥
নৃত্যন্তৌ গোপীভিঃ সার্দ্ধং গায়ন্তৌ রসভাবিতৌ ।
গায়ন্তীভিশ্চ রামাভির্নৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতৌ ॥

পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার। বলদেব প্রেয়সীগণের নাহি পার ॥ কৃষ্ণক্রীড়া কালে অনুৎপন্ন বালাগণ। বলদেব প্রিয়ায় সে সবার গণন ॥ এ সকল গোপীরতিবর্দ্ধন বলাই। যৈছে ক্রীড়ারত তা কহিতে অন্ত নাই ॥ চৈত্র বৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়। রোহিণীনন্দন যাতে ব্রজে বিলসয় ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ ॥
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাহন্ ॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব প্রিয়াসনে। করিবেন রাসক্রীড়া এ উল্লাস মনে ॥ কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত। পরম কৌতুকে এথা হৈলা উপনীত ॥ এই রম্য যমুনা পুলিন উপবন। সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন ॥ পূর্ণচন্দ্র কিরণে রজনী উজিয়ার। বিকসিত পুষ্পপুঞ্জ শোভা চমৎকার ॥ ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর। নানা পক্ষী নানা শব্দ করে নিরন্তর ॥ লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে। কুরঙ্গ কুরঙ্গী রঙ্গে চতুর্দ্দিকে ফিরে ॥ বৃক্ষতলে রহি দেখে রোহিণীনন্দন। কিবা সে অপূর্ব্ব ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ শ্রীরামের শোভা দেখি আনন্দ অন্তরে। স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে ॥

গীতে যথা রাগ বেলাবলী ॥

জয় রোহিণীনন্দন বলবীর। কম্বু কুন্দ কর্পূর রজতগিরি গরবহারি রুচি রুচির শরীর ॥ ধ্রু ॥ মঞ্জুল কেশ অলককুল চঞ্চল ঝলমল তিলক তরুণীচিত চোর। লোচন কমল বিশাল ভৃঙ্গ ভুরু টলমল কুণ্ডলশ্রবণ উজোর ॥ নাসা খগপতি চঞ্চু চন্দ্র জিনি আননে অমিয় বরিষে অনিবার। সুবলিত বাহু বলনী বলয়া কর পরিসর বক্ষে বিলসে মণিহার ॥ সিংহ দরপভর ভঞ্জন কটিতট নীল বসন পহিরণ অনুপাম। সুগঠন জানু যুগল জনরঞ্জন পদনখ নিকর নিছনি ঘনশ্যাম ॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব সন্দর্শনে। ত্রিজগতে ধৈর্য্য বা ধরিব কোন জনে ॥ এথা রাম রত্নসিংহাসনে বিলসয়। রাসো-ৎসব বেশের সুসমা অতিশয় ॥ বলদেব শোভা কোটি কন্দর্প জিনিয়া। প্রতি অঙ্গ বলনী মুনীন্দ্র মোহনীয়া ॥ অঙ্গের ছটায় ত্রিজগত আলো করে। কোটি কোটি চন্দ্রের কিরণ দর্প হরে ॥ শিরে চারু চাঁচর চিক্কণ কেশ জাল। মণিময় মুকুট বেষ্টিত পুষ্পমালা ॥ ললাট উজ্জ্বল ভুরু ভ্রমরের পাঁতি। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রারুণ পদ্মভাতি ॥ জিনিয়া খগেন্দ্র চঞ্চু নাসিকা সুন্দর। নিরুপম শ্রীমুখ মণ্ডল মনোহর ॥ পাকা বিম্বফল যিনি ওষ্ঠাধর আভা। মুক্তামদ নাশে মঞ্জু দশনের শোভা ॥ রজত দর্পণ যিনি শ্রীগণ্ড যুগল। কর্ণে এক কুণ্ডল করয়ে ঝলমল ॥ কি মধুর চিবুক উপমা নাই দিতে। সিং-হের গরব হরে গ্রীবার ভঙ্গিতে ॥ ত্রিবলি বলিত কণ্ঠ সু-ললিত কক্ষ। তরুণী না ধরে হিয়া হেরি পীন বক্ষ ॥ কি ছার কুঞ্জরকর শ্রীভুজের আগে। কত সাধে কে বা না পরশ

রস মাগে ॥ অঙ্গদ বলয়া নানা ভূষণে ভূষিত। বামকরে শৃঙ্গ নানা রতনে জড়িত ॥ বৈজয়ন্তী মালা গলে দোলে অনিবার। ভ্রময়ে ভ্রমর যাতে করয়ে গুঞ্জার॥ উদর মধুর নাভি মধ্য অতি ক্ষীণ। পরিধেয় নীলিম বসন তনুলীন ॥ উলট কদলি উরু রসের আলয়। পদতলে অরুণ গরব পরাজয় ॥ চরণ মাধুরী মোদ বাঢ়ায় সবার। তাহাতে নূপুর সে চঞ্চল অনিবার ॥ নখের কিরণে অন্ধকার দূর করে। কি দিব তুলনা নাই ভুবন-ভিতরে ॥ বলদেব ধ্যান ঐছে পুরাণে প্রচার। ভাগ্যবন্ত জন সে দেখয়ে অনিবার ॥ ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন। যাঁর শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন ॥ এই খানে বলদেব ত্রিভঙ্গ হইয়া। বাজায় মোহন শিঙ্গা উল্লসিত হিয়া ॥

গীতে যথা—মালকোষ ॥

আজু মধুর মধু যামিনী পূরণ শশি শোহয়ে। যমুনা বন পুলিন হেরি, উনমত চিত বেরি বেরি, বায়ত বলদেব শৃঙ্গনাদ জগত মোহয়ে ॥ ধ্রু ॥ কর্ণত ধ্বনি প্রেয়সীগণ, পার্শতি শ্রুতি তেজি ভবন, আয়ত হিয় হর্ষ সরস, সুসমা মন রঞ্জয়ে। কিঙ্কিণী রিণি ঝিনিন ঝনন, নূপুর রব ধিরজ হরণ, কঞ্জ চরণ ধরণ মঞ্জু, খঞ্জন গতি গঞ্জয়ে ॥ বহু পিয় চউতোর সকল, কামিনী বনি বেশ বিমল, দামিনী জিনি ঝলকন্ত অতি, কৌতুক পর-কাশয়ে। নাহ পরম কৌতুক রত, মৃদু মৃদু মৃদু ভাখত কত, চাতুরী ময় বচন চারু, অমিয়গরব নাশয়ে ॥ চঞ্চল যুগ ভ্রমর-নয়ন, ললনাকুল কমল বয়ন, মাধুরী মধু পিয়ত মগন ঘন ভণ তন আয়য়ে। বিপুল পুলক উয়ত দেহ, অতুলিত নিত ললিত

লেহ, নরহরি কিএ বুঝব পরশ পর রস উমতায়ে ॥

এথা শ্রীবলাইর অতি অদ্ভুত বিলাস। এক মুখে কি বলিব তাহে শ্রীনিবাস ॥ কৌমুদী গন্ধ বায়ু সেবিত নিরন্তর। কিবা চন্দ্রকিরণ উজ্জ্বল মনোহর ॥ যমুনোপবন ক্রীড়া রত বলরাম। লক্ষ লক্ষ প্রিয়ায় বেষ্টিত অনুপম ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥

প্রিয়াসহ বারুণী পানেতে মহারঙ্গ। সর্ব্বত্র বিদিত এই বারুণীপ্রসঙ্গ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩ শ্লোকঃ ॥

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণীবৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥
তদ্গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥

মদিরাধিষ্টাত্রী দেবী সুধা সহোৎপন্না। রামে জানাইল মুই বরুণের কন্যা ॥

তথাহি হরিবংশে ॥

সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘেতি ॥

এথা প্রিয়াগণ সহ রোহিণীকুমার। রাসারম্ভে মত্ত হইলেন অনিবার ॥ মৃদঙ্গ পিনাক বীণা আদি যন্ত্রগণে। বিবিধ ভঙ্গিতে বাজায়েন বহুজনে ॥ প্রেয়সী প্রবীণা নানা রাগ আলাপয়।

শ্রুতি স্বর মূর্চ্ছনা গ্রামাদি প্রকাশয় ॥ গায় প্রাণনাথের চরিত্রে গোপীগণ। ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ ॥ শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই। গীত বাদ্য নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই ॥)

গীতে যথা—শঙ্করাভরণ ॥

নৃত্যত বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ। দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি দৃমি কট, ধা দৃগু দৃগুধ বিথুঙ্কট, তক তক ধিকি তক থোরি, কু কু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ গীম ধুনত অতি সুমধুর পীন পরম পরিসর উর, মঞ্জুল বন মাল অতুল, দোলত অলি সঙ্গ। গণ্ড রজত দর্পণ দর, চঞ্চল শ্রুতি কুণ্ডল বর, বঙ্কিম দিঠি খঞ্জন ভুরু, ভামিনি কৃত রঙ্গ ॥ হস্তক কৃত ভাঁতি সুঘট, মস্তক মণি মোর মুকুট, কুটিল অলক ঝলকত কত, মনমথ মদভঙ্গ ॥ পদতল থল কমল ভাল, ধর তঁহি তঁহি বিবিধ তাল, উঘটত তক থৈ থৈ থৈ, ত্তিতক গিনঞ্জ ॥ ঝুনু নু নু নু নু নূপুর ধ্বনি, কোই ধিরজ ধরত ন শুনি, কিঙ্কিণী রণ রণি রণি রব, উপজাত হিয় উমঙ্গ। প্রেয়সীগণ বদন চন্দ্র, চুম্বত হসি মন্দ মন্দ, গায়ত মনরঞ্জন ঘনশ্যাম রসতরঙ্গ ॥

পুনঃ কেদার ॥

বাজে ঝিগ ঝিগ ঝিগ ঝেন্দ্রাং, দৃগু দৃগু দৃমি দিগ্‌দ্রাং, তাল ত্রিপুট প্রকটত মৃদু মর্দ্দন গতি ঘোর। তকথৈ থৈ তাথৈ তা থোদিথুন্না থোং ক্বণা, ক্বণা ঝিনি না না না না কৃত, রতিপতি মতি ভোর ॥ সুন্দর বল বীর ধীর, নৃত্যত রবিতনয়াতীর, রাস রভস প্রেয়সীগণ, বিলসত চউতোর। চঞ্চল পগ ভাঙ্গ ঝিনিনি, ঝঙ্কৃত কটি কিঙ্কিণী মণি, ঝনু নু নু নু নূপুর রব মুনি

গণ মনচোর ॥ ঝলকত মণিকুণ্ডল কপোল, মঞ্জুল বনমাল লোল, সৌরভ ভর বলিতপুঞ্জ, গুঞ্জত অলি যোর। সরস পরশ হসত মন্দ, চমকত রব বদন চন্দ, পীযূষরস পীয়ত ঘনশ্যাম দৃগ চকোর ॥

প্রেয়সী সকল মহা আনন্দ অন্তরে। বলদেবে বেঢ়িয়া অদ্ভুত নৃত্য করে ॥

গীতে যথা কেদার ॥

আজু পূনিম পূরণ শশী নির্ম্মল মধু যামিনী। ধা ধা ধিগি তগধিলঙ্গ, দ্রাম দৃমি দৃমি বাজ মৃদঙ্গ, নৃত্যত বলদেব বলিত, বিলসত সব ভামিনী ॥ ধ্রু ॥ কিঙ্কিণী মৃদুনাদ নূপুর, নিরুপম গতি গান মধুর, হস্তকচয় চঞ্চল দৃগ, ভঙ্গিম অভিরামিণী। গীম ধুনত মন্দ মন্দ, হসত লসত দশন বৃন্দ, ভগব কি ঘন-শ্যাম সুতনু, ঝলকত যনু দামিনী ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

আজু কি মধুর মধু নিশা। চাঁদে আলো কৈলে সব দিশা॥ যমুনা পুলিন পরিসরে। প্রিয়াসহ বলাই বিহরে ॥ কিবা রাস-মণ্ডল সুষমা। চতুর্দ্দিকে গোপী মনোরমা ॥ বায় নানা যন্ত্র কুতূহলে। গায় গীত রসের হিলোলে ॥ প্রাণনাথে বেঢ়ি নৃত্য করে। শোভায় ভুবন মন হরে ॥ রসিক শেখর বলরাম। নাচয়ে জিনিয়া কোটি কাম ॥ সঘনে সুচারু শৃঙ্গপূরে। জগত মাতায়ে সে না সুরে ॥ কত না চাতুরী প্রকাশয়ে। প্রিয়া ভুজে ভুজ আরোপয়ে ॥ বদনে বদন বিধু দিয়া উলাসে ধরিতে নারে হিয়া ॥ পুরায় সবার অভিলাষ। নিছনি এ নরহরিদাস ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীরামের রাসলীলা। প্রভু-ভক্তগণ বহু-প্রকারে বর্ণিলা॥ যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনি এই খানে। জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে॥

গীতে যথা ভূপালী।

শ্রীরাসবিলাসী বলবীর। তিলে তিলে বিহ্বল হইতে নারে থির॥ কে বুঝে বলাইর এই লীলা। অনায়াসে লাঙ্গলে যমুনা আকর্ষিলা॥ বসিয়া রমণীগণ সঙ্গে। যমুনায় জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥ জলযুদ্ধ করি উঠে তীরে। পরে বাস ভূষণ শোভায় প্রাণ হরে॥ বলরাম রসের মূরতি। করে মধুপানাদি মদনমদে মাতি॥ প্রিয়াসহ নিকুঞ্জভবনে। সুতয়ে কুসুম শেষে কত উঠে মনে॥ দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ। প্রাণ-নাথে নারে ছাড়ি যাইতে ভবন॥ বলাই কত না আদরিয়া। করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া॥ সবে গেলা নিজ নিজ বাসে। নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে॥

এথা প্রিয়াগণ সঙ্গে বিবিধ বিহার। নিশান্তে হইল গৃহ গমন সবার॥ এই খানে যমুনা পাইয়া মহাভয়॥ বলদেব পাদপদ্মে পড়ি প্রণময়॥ আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে। দুই কর যুড়িয়া অনেক স্তুতি করে॥

গীতে যথা দেশপাল॥

হে রাম রোহিণীতনয় নলিনাক্ষ যদুকুল তিলক বলদেব প্রণতবন্ধো। ভক্ত বৎসল হলায়ুধ মোদসদন গুণধাম ভয় হরণ করুণৈকসিন্ধো॥ হে জগতবন্দ্য চন্দ্রাস্য সুন্দর শৃঙ্গ-বাদ্যাতিনিপুণ ধিকি ধিকট ধেন্না। স রি গ সরিগম পম গরিম

পধনিতি অয়ি কুরু কৃপাং ময়ি নৃহরিনাথ তেম্না ॥

মনের উল্লাসে পুন প্রণমে যমুনা। কহিতে কি অন্য হিন্তাচন্তায় নিপুণা ॥

গীতে যথা শ্রীরাগঃ ॥

জয় জয় রেবতী রমণ রসালয়, নিখিল ভুবন জন রঞ্জন রে। অমল কমলদল লোচন, ধৃতি ভর মোচন, গজগতি গঞ্জন রে ॥ চন্দ্রবদন নবতাণ্ডবপণ্ডিত, হলধর যদুকুল মণ্ডন রে। কম্বু কুন্দনিভ, নীলাম্বর ধর, মকরধ্বজমদ খণ্ডন রে ॥ শরণাগত রক্ষক, নরহরিমব, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ত্রিগড়তিয়া। এই অই অই অই, আই অতি অইত, তেম্না তেম্না তি অতি অই ইয়া ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস সে না কথা। যমুনাকে প্রসন্ন গোসাই হৈলা এথা ॥ বিবিধ কৌতুক এই রাসবিলাসেতে। এ রামের রাসস্থলী বিখ্যাত জগতে ॥ কি বলিব রামঘাট-প্রদেশ সুন্দর। ভক্তগোষ্ঠী বন্দনা করয়ে নিরন্তর ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৪ শ্লোকঃ ॥

আকৃষ্টা যা কুপিতহলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা
ধীরা যান্তী লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।
অদ্যাপীত্থং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বন্দেহদ্ভুতমিদমহো রামঘট্টপ্রদেশং ॥

রামঘাট প্রসঙ্গ শুনিতে যার মন। অনায়াসে ঘুচে তার ভববন্ধন ॥ শ্রীরাসাবলাসী রাম নিত্যানন্দ রায়। তীর্থপর্য্যটনকালে রহিলা এথায় ॥ গোপ শিশু সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল। ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি দুগ্ধ মূল ফল ॥ বলদেব

আবেশে নারয়ে স্থির হৈতে। আপনা লুকায় না পারয়ে লুকাইতে ॥ সবে কহে এই সেই রোহিণীনন্দন। অবধূত বেশে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখি নিতাইর রীত। কিবা নারী বৃদ্ধ যুবা সবেই মোহিত ॥ নিতাইচান্দের এথা অদ্ভুত বিহার। এই যে শাকট বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁর ॥ এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্। বলদেব বিনু সে ধরিতে নারে প্রাণ ॥ নিত্যানন্দ রাম ভক্ত রক্ষার কারণ। বলদেব-রূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন ॥ শ্রীরাসবিলাসী নিত্যানন্দ বল-রামে। স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এই খানে ॥ এথা নিত্যা-নন্দ রঙ্গ দেখি দেবগণ। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥ এই বৃক্ষ তলে ধূলাবেদীর উপর। শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ হলধর। শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার ॥ কত দিনে পাষণ্ডির হইব উদ্ধার ॥ (ক) নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কতদিনে। হইবেন ব্যক্ত গিয়া দেখিব নয়নে ॥ ঐছে কত কহে কেহ বুঝিতে না পারে। নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে ॥ রামঘাট নিকট দেখহ কচ্ছবন। কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ ॥ দেখহ ভূষণবন এ অতিনির্জ্জনে। কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল সখাগণে ॥ এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান। এ সব দর্শনে কার না জুড়ায় প্রাণ ॥ এত কহি পণ্ডিত চলয়ে ধীরে ধীরে। দেখি বনশোভা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ চলয়ে ভাণ্ডীর পথে উল্লাসঅন্তরে। এবে লোক কহয় অক্ষয়বট তারে ॥ ভাণ্ডীরনিকটে গিয়া সুমধুর ভাষে। অতিস্নেহে পণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ দেখহ ভাণ্ডীরবট স্থান অনুপম। এথা

(ক) বলরামের নিত্যানন্দ ভাবে উক্তি ॥

ভাল বিলসয়ে কৃষ্ণ বলরাম ॥ সখা সহ মল্লবেশে খেলা খেলাইতে। প্রলম্ব অসুর আসি মিশাইল তাতে ॥ বলরাম কৌতুকে প্রলম্ব বধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা ॥ এক দিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর তলায়। বংশীবাদ্য কৈল যাতে জগত মাতায় ॥ বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য্য হইলা। সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥ হইল পরমানন্দ দোঁহার অন্তরে। সখীগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ প্রতি কহে মৃদুভাষে। সখা সহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন এথা মল্লবেশ ধরি। সখাগণসহ সুখে মল্ল যুদ্ধ করি। মোর সম মল্ল যুদ্ধ কেহো না জানয় ॥ অনায়াসে করি অন্যমল্লে পরাজয় ॥ হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার। মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥ এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ। কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥ কৃষ্ণ পানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধ স্থলেতে প্রবেশে ॥ মহামল্ল যুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ ॥

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং মুদা
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোত্ত্বাণ্ডীরকং তং ভজে ॥

ঐছে নানা কৌতুকে বিহ্বল ভাণ্ডীরেতে। ভাণ্ডীরে যে বিলাস তা কে পারে বর্ণিতে ॥ ভাণ্ডীর নিকটে দেখ এই আরাগ্রাম। মুঞ্জাটবী এ পুন ঈষিকাটবী নাম ॥ এথা দাবা-

নল পান করি কৃষ্ণচন্দ্র। রক্ষা কৈল গো গোপাদি হৈল মহানন্দ ॥ ঐ যে ভাণ্ডীরী গ্রাম যমুনার পার। উহা মুঞ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার ॥ অহে শ্রীনিবাস এই দেখ তপোবন। এইখানে কৈল তপ গোপকন্যাগণ ॥ দেখ গোপী-ঘাট এথা গোপীগণ আইলা। যমুনা স্নানেতে অতি উল্লসিত হৈলা ॥ এই চীরঘাট এথা গোপকন্যাগণ। কাত্যায়নী পূজিয়া সবার হর্ষ মন ॥ পরিধেয় বস্ত্র রাখি যমুনার কূলে। স্নান করিবারে সবে প্রবেশিলা জলে ॥ অলক্ষিতে সবাকার বস্ত্র চুরি করি। নীপ বৃক্ষ উপরে কৌতুক দেখে হরি ॥ গোপকন্যাগণ মহা লজ্জিত হইয়া। কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥ নিজ মনোবৃত্তি কৃষ্ণে করিয়া প্রকাশ। দিলেন সবারে বস্ত্র হইয়া উল্লাস ॥ বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ। নিজ নিজ আত্মা কৃষ্ণে করি সমর্পণ ॥ এই নন্দঘাট দেখ নন্দাদিক এথা। করিলা যমুনাস্নান ইথে বহু কথা ॥ একাদশী নিরাহার করি দ্বাদশীতে। স্নানহেতু প্রবেশয়ে কালিন্দীজলেতে ॥ বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল। কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা নন্দ ভয় পাইলা। তেঞি ভয় নামে গ্রাম বজ্র বসাইলা॥ এত কহি চলিলেন ভয়গ্রাম হৈতে। পরিক্রমা মধ্যে যে যে স্থান তা দেখিতে ॥ শ্রীনিবাসে কহে এই দেখ বৎস বন। এথা চতুর্ম্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ ॥

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতিমহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে ক্রুতমপহৃতে বৎসপালোৎকরে চ।

তত্তদ্রূপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎপ্রসূনাং
মোদং চক্রেঽশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাং ॥

এই যে উনাই গ্রাম এথা সখাসঙ্গে। বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানা রঙ্গে ॥ এই বলিহারা নাম গ্রাম এই খানে। বাল-কাদি হরে চতুর্ম্মুখ হর্ষ মনে ॥ পরিশ্রম নাম স্থান দেখহ এথা-তে। চতুর্ম্মুখ ছিলা কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে ॥ সেই স্থান নাম এ সকল লোকে জানে। কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এখানে ॥ শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা রাখি সঙ্গোপনে। সেই শিশু বৎস দেখে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ সেই এই এই সেই বলে বার। এই হেতু সেই নাম হৈল সে ইহার ॥ এচোমুহা গ্রামে ব্রহ্মা আসি কৃষ্ণপাশে। করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৭ শ্লোকঃ ॥

বাঢ়ং বৎসকবৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধাস্তয়ৈ-
র্ব্রহ্মা সাশ্রমপূর্ব্বিপদ্যনিবহৈর্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্-
স্মেরং ভীরুচতুর্ম্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥

অঘাসুরে বধে কৃষ্ণ এই সর্পস্থলী। অঘবন নাম লোকে কহয়ে সপৌলী ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৫ শ্লোকঃ ॥

প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর-
স্যারণ্যোদ্ভটপাবকোৎকটবিষৈর্দ্দৃষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রং প্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥

এথা পুষ্প বর্ষে দেব জয়ধ্বনি করে। এ হেতু জয়েত গ্রাম কহয়ে ইহারে॥ সবে কহে অঘাসুর বধে এসিয়ান। তেঞি এশেয়ানো গ্রাম সেহোনা আখ্যান॥ এই দেখ তরোলী বরোলী গ্রামদ্বয়। পূর্ব্ব গোপকৃত গ্রাম সকলে কহয়॥ অহে শ্রীনিবাস আর দেখ রম্যস্থান। এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগবান্॥ এত কহি কৃষ্ণকুণ্ডটীলায় চড়িয়া। চতুর্দ্দিকে চাহে মহা প্রফুল্লিত হৈয়া॥ শ্রীনিবাসে কহে দেখ মঘেরা এ গ্রাম। পূর্ব্বে জানাইল মঘহেরা হয় নাম॥ অহে দেখ তমাল কানন ঐ খানে। বাঢ়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে॥ এত কহি কৌতুকে নামিয়া টীলা হৈতে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে পরম স্নেহেতে॥ এ আটস্থ গ্রামে মহাকৌতুক হইল। অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল॥ এই শক্রস্থান এবে শকরোয়া কয়। ব্রজে বৃষ্টি করি শক্র এথা পাইলা ভয়॥ এই বরাহর গ্রামে বরাহরূপেতে। খেলাইলা কৃষ্ণপ্রিয় সখার সহিতে॥ দেখ হরাসলী গ্রাম অহে শ্রীনিবাস। এই রসস্থলী কৃষ্ণ এথা কৈলা রাস॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৬৩ শ্লোকঃ॥

বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবল্লুবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরীপরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী॥

এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া। পুনঃ নন্দঘাটে আইলা মহাহর্ষ হৈয়া॥ শ্রীনিবাসে কহে এই নির্জ্জন এথাতে। শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাতরূপেতে॥ কহি সে প্রসঙ্গ একদিন বৃন্দা-

বনে। শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জ্জনে॥ গ্রীষ্ম সময়েতে স্বেদ ব্যাপয়ে অঙ্গেতে। শ্রীজীব বাতাস করে রহি একভিতে॥ যৈছে রূপগোস্বামির সৌন্দর্য্যাতিশয়। তৈছে শ্রীজীবের শোভা যৌবন সময়॥ কেবা না করয়ে সাধ শ্রীরূপে দেখিতে। শ্রীবল্লভভট্ট আসি মিলিলা নিভৃতে॥ ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ মঙ্গলাচরণ। দেখি ভট্ট কহে ইহা করিব শোধন॥ এত কহি গেলা স্নানে যমুনার কূলে। শ্রীজীব চলিলা জল আনিবার ছলে॥ শ্রীবল্লভভট্ট সহ নাহি পরিচয়। মঙ্গলাচরণে কি সন্দেহ জিজ্ঞাসয়॥ শুনি শ্রীবল্লভভট্ট যে কিছু কহিল। শ্রীজীব সে সব শীঘ্র খণ্ডন করিল॥ প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার। শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার॥ কতক্ষণ করি চর্চ্চা, চর্চ্চা সমাধিয়া। শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুন গিয়া॥ অলপ বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে। তাঁর পরিচয় হেতু আইনু উল্লাসে॥ শ্রীরূপ কহেন কিবা দিব পরিচয়! জীবনাম শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয়॥ এই কথোদিন হৈল আইলা দেশ হৈতে। শুনি ভট্ট প্রশংসা করিলা সর্ব্বমতে॥ রূপ সমাদরে ভট্ট করিলা গমন। শ্রীজীব যমুনা হৈতে আইলা সেই ক্ষণ॥ শ্রীরূপ কহেন শ্রীজীবেরে মৃদুভাষে। মোরে কৃপা করি ভট্ট আইলা মোর পাশে॥ মোর হিত লাগি গ্রন্থ শুধিব কহিলা। এ অতি অলপ বাক্য সহিতে নারিলা॥ তাহে পূর্ব্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন। মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন॥ গোস্বামির আজ্ঞায় চলিলা পূর্ব্ব পানে। কথোদূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে॥ গোস্বামির আজ্ঞা নাই নিকটে আসিতে। এ হেতু আইলা

এথা নির্জ্জন বনেতে॥ রহি পত্রকুটীরে খেদিত অতিশয়। কভু কিছু ভুঞ্জে কভু উপবাস হয়॥ দেহ হৈতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে। প্রভু পাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে॥ অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামী আইলা। গ্রামিলোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া গেলা॥ পরম উল্লাসে বসাইয়া গোস্বামিরে। জিজ্ঞাসি কুশল পুনঃ কহে ধীরে ধীরে॥ অলপবয়স এক তপস্বী সুন্দর। কথোদিন হৈল রহে এ বন ভিতর॥ ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার। কভু ফল মূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার॥ বহু যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূমচুর্ণ লৈয়া। করয়ে ভক্ষণ তাহা জলে মিশাইয়া॥ ঐছে শুনি জানিল আছয়ে জীব এথা। বাৎসল্যে হইয়া আর্দ্র চলিলেন তথা॥ শ্রীজীব ছিলেন পত্রকুটীরে বসিয়া। গোস্বামির দর্শনে ধরিতে নারে হিয়া॥ লোটাইয়া পড়ে গোস্বামির পদতলে। শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি বিস্মিত সকলে॥ স্নেহাবেশে সনাতন জিজ্ঞাসিল যাহা। শ্রীজীব সঙ্ক্ষেপ ক্রমে নিবেদিল তাহা॥ শুনি শ্রীগোস্বামী জীবে রাখি সেইখানে। গ্রামিলোকে প্রবোধি গেলেন বৃন্দাবনে॥ গোস্বামির গমন শুনিয়া সেই ক্ষণে। শ্রীরূপ গেলেন গোস্বামির দরশনে। গোস্বামী শ্রীরূপে জিজ্ঞাসেন সমাচার। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা কি আর॥ শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন। জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন॥ গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে। দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হালিছে। ঐছে কহি জীবের বৃত্তান্ত জানাইল। শ্রীরূপ শ্রীজীবে সেই ক্ষণে আনাইল॥ শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ

গোসাঁই। করিলেন শুশ্রূষা কৃপার সীমা নাই॥ শ্রীজীবের আরোগ্যে সবার হর্ষ মন। দিলেন সকলভার রূপ সনাতন॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুগ্রহ হৈতে। শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে॥ বৃন্দাবনে আইলা দ্বিগ্বিজয়ী এক জন। বহু লোক সঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥ তেঁহ কহে যদি চর্চ্চা না পার করিতে। তবে মোর জয় পত্রী পাঠাহ ত্বরিতে॥ শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইল। পত্রী পাঠে দিগ্বিজয়ী পরাভব হৈল॥ ঐছে দর্প করি যত দিগ্বিজয়ী আইসে। পরাভব হইয়া পলায় নিজ দেশে॥ শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার। অহে শ্রীনিবাস এই কুটীর তাঁহার॥ ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা। সুরুখুরু গ্রামে আসি সে দিন রহিলা॥ তথা যৈছে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে। তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে॥ তথা হৈতে দূরস্থ গ্রামেও দেখাইল। যথা যে বিলাস তাহা সঙ্ক্ষেপে কহিল॥ সুরুখুরু হৈতে করি প্রভাতে গমন। শ্রীনিবাসে কহে এই দেখ ভদ্রবন॥ কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে। নাকপৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি বন প্রভাবেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমং।
তত্র গত্বাচ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাকলোকং স গচ্ছতি॥

পরম নির্জ্জন দেখ এ ভাণ্ডীর বনে। নানা খেলা খেলে রামকৃষ্ণ সখাসনে॥ যোগিগণপ্রিয় এ ভাণ্ডীরবন হয়। দর্শন মাত্রেতে গর্ভযাতনা ঘুঁচয়॥ সর্ব্ব বনোত্তম এ ভাণ্ডীর শাস্ত্রে কহে। এথা বাসুদেব দৃষ্টে পুনর্জন্ম নহে॥ ভাণ্ডীরে

নিয়ত স্নানাদিক করে যে। সর্ব্বপাপে মুক্ত ইন্দ্রলোক যায় সে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমং।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমং।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥

সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া। ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ায় বসিয়া ॥ এ হেতু ছাহেরি নাম গ্রাম এই হয়। যমুনা নিকট স্থান দেখ শোভাময় ॥ এই মাধগ্রাম মহা আনন্দ এখানে। নানা ক্রীড়া করে রামকৃষ্ণ সখা সনে ॥ মৃত্তিকা নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র মাঠ নাম। মাঠোৎপত্তি প্রশস্ত এ হেতু মাঠগ্রাম ॥ দধি মন্থনাদি লাগি ব্রজবাসিগণ। লয়েন অসঙ্খ্য মাঠ ঐছে সবে কন ॥ রামকৃষ্ণ সখা সহ এ বিল্ববনেতে। পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে ॥ দেবতাপূজিত বিল্ববন শোভাময়। এ বন গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতং।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে, করে স্নান। সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে পরম] ভাগ্যবান্। দেখ অতিপূর্ব্বে এই ধারা যমুনার ॥

মানসরোবর ছিলা যমুনা ওপার ॥ এবে হইলেন যমুনার ধারা-দ্বয়। মধ্যে মানসরোবর অতিশোভাময় ॥ এই আর দেখ এ প্রদেশে নানা গ্রাম। কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুপম। অহে শ্রীনিবাস এই দেখ লোহবন। লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গো-চারণ ॥ নানা পুষ্প সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান। এথা লোহ-জঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥ লোহজঙ্ঘবন নাম হয়ত ইহার। এ সর্ব্ব পাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতং।
নবমন্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনং ॥

দেখ এ প্রদেশে নানা স্থান মনোহর। সর্ব্বত্র বিহরে সদা নন্দের কুমার ॥ এত কহি সর্ব্বত্রই করিল দর্শন। কৃষ্ণ বলরাম নৃসিংহাদি মূর্ত্তিগণ ॥ যমুনা নিকট যাই শ্রীনিবাসে কয়। এই ঘাটে কৃষ্ণ নৌকাক্রীড়া আরম্ভয় ॥ সে অতি কৌতুক রাই সখীর সহিতে। দুগ্ধাদি লইয়া আইসেন পার হৈতে ॥ দেখি সে অপূর্ব্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া। এক ভিতে রহে অতিজীর্ণ নৌকা লৈয়া ॥ শ্রীরাধিকা সখীসহ কহে বারে বারে। পার কর নাবিক যাইব শীঘ্র পারে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নৌক্রীড়ায়াং ২৬৯ শ্লোকঃ ॥

কুরু পারং যমুনায়া, মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহূতঃ।
তরিতট কপটশয়ালু র্দ্বিগুণালস্যো হরির্জয়তি ॥

কতক্ষণে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায়। কিছু দূর চলে অতি আনন্দ হিয়ায় ॥ উপজিল যে কৌতুক কহিতে না পারি। বর্ণিলেন কবিগণ এ রঙ্গ বিস্তারি ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ২৭২।
২৭৪। ২৭৫। ২৭৬। শ্লোকাঃ॥
জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিথমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ॥
বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরং॥
পয়ঃ পূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণাচ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।
অহো মে দুর্দ্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো
হরির্বারং বারং তদপি করতালীং রচয়তি॥
পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি॥

মহাবনে গিয়া শ্রীপণ্ডিত প্রেমাবেশে। শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে॥ দেখ নন্দ যশোদা আলয় মহাবনে। এথা যে যে রঙ্গ তাহা কে বর্ণিতে জানে॥ এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল। পুত্রমুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল॥ ব্রজগোপ গোপী ধাই আইসে এ অঙ্গণে। পুত্রজন্ম উৎসব হইল

এই খানে॥ বহুদান কৈল নন্দপুত্র কল্যাণেতে। পরম অদ্ভুত সুখ ব্যাপিল জগতে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯ শ্লোকঃ॥

আবির্ভাবমহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা।
দিব্যালঙ্কৃতিরত্নপর্ব্বততিলপ্রস্থাদিকং চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎ কাননং॥

স্তবমালাগীতাবল্যাং প্রথমং নন্দোৎসবে॥ ভৈরবঃ॥

পুত্রমুদারসূত যশোদা। সমজনি বল্লবততিরতিমোদা॥ ধ্রুং॥ কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং। নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারং॥ কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং। বিকিরতি কোঽপি দধি নবনীতং॥ কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্ত্তিং। পশ্যতি কোঽপি সনাতনমূর্ত্তিং॥

পুনস্তত্রৈব॥ আসাবরী॥

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণং। গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রাজনাথ তোষয় তূর্ণং॥ সূনুরদ্ভুতসুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ং। দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিতদায়ং॥ ধ্রুং॥ তাবকাত্মজবীক্ষণক্ষণনন্দি মদ্বিধচিত্তং। যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেধি দিৎসতি পিত্তং॥ শ্রীসনাতনচিত্তমানসকেলিনীলমরালে। মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥

অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি। কৈল কৃষ্ণজন্মের লৌকিক যে যে বিধি॥ এই দেখ নন্দের গোশালা স্থান এথা। গর্গাচার্য্যে নন্দ জানাইল মনঃকথা॥ কংসভয়ে গর্গ রামকৃষ্ণের গোপনে। কৈল নামকরণ এথাই হর্ষ মনে॥ পূতনা

বধিলা এথা ব্রজেন্দ্রকুমার। এই খানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূত-নার॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে। শকট ভঞ্জন করি-লেন এই খানে॥ উত্তান শয়নে কৃষ্ণ শোভা অতিশয়। শৈশবে অদ্ভুতলীলা দেখিতে বিস্ময়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণশৈশবে ১৩০ শ্লোকঃ॥

অতিলোহিতকরচরণং মঞ্জুলগোরোচনালসন্তিলকং।
হঠপরিবর্ত্তিতশকটং মুররিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে॥

এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি মায়ের ক্রোড়েতে। স্তনদুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গীতে॥ যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি নিরীক্ষণ। আনন্দে বিহ্বল হৈয়া পিয়ায়েন স্তন॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩১ শ্লোকঃ॥

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্য্যাপ্তমেকং স্তনং
সদ্যঃ প্রস্নুতদুগ্ধদিগ্ধমপরং হস্তেন সংমার্জ্জতঃ।
মাত্রা চাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মানে মুহু-
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধাম ধবলা দন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ॥

এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাসুখে। হামাগুড়ি যান, কি মধুর হাসি মুখে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩২ শ্লোকঃ॥

গোষ্ঠেশ্বরীবদনফুৎকৃতি লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনু সঞ্চরন্তং।
কিঞ্চিন্নবস্মিত সুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি॥

এথা কৃষ্ণে গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা। অঙ্গুলী নির্দ্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা॥

তথাহি তত্রৈব ১৩০ শ্লোকঃ ॥

কাননং ক্ব নয়নং ক্ব নাসিকা

ক্ব শ্রুতিঃ ক্বচ শিখেতে দেশতঃ।

তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো

বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥

এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হৈয়া হাসে। দেখি মাতা পুত্রে কত কহে মৃদু ভাষে ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৪ শ্লোকঃ ॥

ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনং।

ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥

পরমসুন্দর কৃষ্ণ বসি এই খানে। দুগ্ধপান লাগি চাহে জননীর পানে ॥ এথা তৃণাবর্ত্ত দুষ্ট কৃষ্ণেরে লইয়া। উঠিল আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি চারি পানে। তৃণাবর্ত্তে বধে এই কংসের আরামে ॥ এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকাভক্ষণ কৈল সুখে। ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে ॥ এ হেতু ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট নাম সে ইহার। দেখ যমুনার তীর শোভা চমৎকার ॥ যশোদা আনন্দে বসি গোপীগণ সনে। দেখয়ে পুত্রের চারুশোভা এ অঙ্গনে ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৫ শ্লোকঃ ॥

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গণে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণং।

কিঙ্কিণীবলয়হার নূপুরৈরঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনং ॥

শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা। বর্ণে কবিগণ সুখে এ অদ্ভুত কথা ॥

তথাহি তত্রৈব শৈশবেঽপি তারুণ্যে ১৩৬ শ্লোকঃ ॥

অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে সুচাটু দৃশোর্দৃশা-
বলিকমলিকে কৃত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমং।
শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ॥
তত্রৈব। ১৩৮। ১৩৯। ১৪০। শ্লোকঃ॥
বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতং।
নবনবগোপবধূটী-স্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি॥
পুনঃ॥
নীতং নব নবনীতং কিয়দিতি যশোদয়া পৃষ্টঃ।
ইয়দিতি গুরুজন সবিধে বিধুমুখনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ॥
ক যাসি ননু চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকং।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্ বলা-
ল্লসৎপুলকমণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ॥
এথা কৃষ্ণ মনে বিচারয়ে মাতৃভয়। নবনীত চৌর্য্যেতে নিপুণ অতিশয়॥
তত্রৈব ১৪১ শ্লোকঃ॥
দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমং।
মাতৃভীতিপরিবর্ত্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে॥
এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সম্বোধয়ে দেবতায়। শুনিয়া সে বাক্য মাতা ব্যাকুল হিয়ায়॥
তত্রৈব ১৪৭ শ্লোকঃ॥
শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব

ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো দৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ .
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতংপাতু বঃ॥
এথা নন্দ যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাঁইতে॥ শ্রীরাম প্রসঙ্গাদি শুনান নানা মতে॥

তত্রৈব ১৫১। ১৫২। শ্লোকঃ॥
রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং পিতু
র্বাচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ॥
পুনঃ॥
শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামস্ব নিদ্রা
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্ব্বাং কুরুষ।
ব্যক্তস্তম্ভান্নরহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য॥

এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বন্ধিলা। বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ. কৌতুকে করিলা॥ এই যমলার্জ্জুন ভঞ্জন তীর্থস্থল। অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্ম্মল জল॥ মিলয়ে অনন্ত ফল স্নানোপবাসেতে। ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন গমনেতে॥ দেখ গোপীশ্বর মহাপাতক নাশয়। কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণলীলাময়॥ সপ্তসামুদ্রিক কূপ দেখ এই খানে। পিণ্ড প্রদানাদি ফল ব্যক্ত সে পুরাণে॥

তথাহি আদিবারাহে॥
মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ং।

তস্মিন্ গত্বাতু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥
যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।
পর্য্যন্তং যত্র শকটং ভিন্নভাণ্ডকটীঘটং।
তত্র স্নানোপবাসেন অনন্তফলমাপ্নুয়াৎ ॥
তত্র গোপীশ্বরো নাম মহাপাতকনাশনং ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণচৈতন্য এথায়। জন্মোৎসব স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায় ॥ ভাবাবেশে প্রভু নৃত্যগীতে মগ্ন হৈলা। কৃপা করি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ কৈলা ॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখিয়া প্রভুরে। হইয়া অধৈর্য্য হরি হরি ধ্বনি করে ॥ সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার। সবে কহে ন্যাসী নহে কৃষ্ণ এ নির্দ্ধার ॥ প্রভুপ্রেমে লোক সব উন্মত্ত হইয়া। ঐছে কত কহে ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ভঙ্গি বুঝে শক্তি কার। মহাবনে হৈল মহা আনন্দ পাথার ॥ মদনগোপালে দেখি অধৈর্য্য হইলা। কে বর্ণিব প্রভুর এ অলৌকিক লীলা ॥ অহে শ্রীনিবাস স্থান করহ দর্শন। এই খানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন ॥ মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্। সনাতনে দেখি-লেই সবে পায় প্রাণ ॥ সনাতন মদনগোপাল দরশনে ॥ মহাসুখ পাইয়া রহয়ে মহাবনে ॥ রমণক বালু এই যমুনার তীরে। এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে ॥ এক দিন মহাবনবাসি শিশু সনে। গোপশিশু রূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে ॥ নানা খেলা খেলয়ে তা দেখি সনাতন। মনে বিচারয়ে এ সামান্য শিশু নন ॥ খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে। সনাতন চলি-লেন তাহার পশ্চাতে ॥ মন্দিরে প্রবেশে শিশু তথা সনাতন।

শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন ॥ সনাতন মদনগোপালে প্রনমিয়া। আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥ গোস্বামির প্রেমাধীন মদনগোপাল। ব্যাপিল জগতে যার চরিত্র রসাল॥ দেখ এই কূপে গোপকূপ সবে কয়। শ্রীগোকুল মহাবন দুই এক হয়॥ এই শ্রীগোকুল মহাবন শোভা অতি। ক্রমে উপ-নন্দাদিক গোপের বসতি॥ গোকুলে কৃষ্ণের বাল্য লীলা অতিশয়। যাতে উল্লসিত গোপ গোপীর হৃদয়॥ অহে শ্রী-নিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন। দেখ এ বৃক্ষের শোভা না হয় বর্ণন গোকুল নিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়। গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি এথাই বৈসয়॥ যে রূপে হইল এথা প্রভুর গমন। তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেক কোন জন॥ প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি অগ্রবনে। আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে॥ তাঁর ভার্য্যা রেণুকা রেণুকা নামে গ্রাম। যথা জন্ম লভিলেন শ্রী-পরশুরাম॥ রেণুকা হইতে শীঘ্র রাজগ্রাম দিয়া। এই বৃক্ষ তলে রহে গোকুলে আসিয়া॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে দ্বিতীয়সর্গে॥

ততঃ প্রয়াগমাগাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুং।
প্রেমানন্দ সুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ॥
শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্য মত্তবারেন্দ্রলীলয়া॥
হুঙ্কারগম্ভীররাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ।
ব্রজন্ ক্রমাত্তামুত্তীর্য্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ॥
তত্রৈব রেণুকানাম গ্রামো যত্র যুধাং পতিঃ।

জমদগ্নির্মহাত্মাচ পুণ্যক্ষেত্রে হ্যপ্যবাতরৎ ॥
তত্রৈব যমুনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং সদা।
রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলঃ ॥

এথা মহামত্ত হৈয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে। বহুলোক সঙ্গে গেলা কৃষ্ণ জন্মস্থানে ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি। কৈল কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥ এথা যত প্রাচীন গোপিকা মহাসুখে। কৃষ্ণের মঙ্গলগীত গায়েন কৌতুকে ॥ এইখানে বৈসে নন্দাদিক গোপগণ। পরস্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষণ ॥ এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া। সবে স্থির কৈল বৃন্দাবনে রহি গিয়া ॥ গোকুল রাবল আদি হৈতে গোপগণ। দেখ এই পথে সবে গেলা বৃন্দাবন ॥ পথে মহা কৌতুক ভাণ্ডীরবন পাশে। হইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে ॥ গোবৎসাদি সবে সঙ্কলয়ে এক ঠাই। তেঞি সকরৌরী গ্রাম কহয়ে তথাই ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ এ রাবল গ্রাম। এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম ॥ শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এই খানে। যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯০ শ্লোকঃ ॥

গান্ধর্ব্বিয়া জনিমণিরভূৎ যত্র সঙ্কীর্ত্তিতায়া-
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদাগর্ভ্ভখন্যাং।
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে
রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপূরো মমাস্তাং ॥

গীতে যথা ॥

আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে। জন্মিলা রাধিকাদেবী

কৃত্তিকা উদরে॥ দিশা দশ করে আলো রূপের ছটায়। যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায়॥ সুকোমল তনু যিনি কনকলবনী। আহামরি কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী॥ জননী জনক ধৃতি ধরিতে না পারে। কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে॥ জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন। গায়এ মঙ্গলগীত গোপনারীগণ॥ বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল। নাচয়ে সকল লোক বলে ভাল ভাল॥ দধি দুধ হলদি অঙ্গণে ছড়াইয়া। হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গী প্রকাশিয়া॥ বিপ্র বন্দিগণে দান করে নানা ভাঁতি। দেখি ঘনশ্যাম ওনা রঙ্গ সুখে মাতি॥

পুনঃ॥

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া। নব বাস ভূষাপরি, ধায়ত গোপনারী, রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া॥ ধ্রু॥ কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া। বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি, বালিকা বদনবিধু হেরিয়া॥ সুভানু সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু, নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া। বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীতগায় প্রেমে মাতি, বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া॥ ঘৃত দধি দুগ্ধ সেহ, হরিদা সলিল কেহ, ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া। মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল কত, কৌতুক দেখয়ে নরহরিয়া॥

মাতা পিতা প্রকট সময়ে শোভা দেখি। আনন্দে অধৈর্য্য ফিরাইতে নারে আঁখি॥ কন্যার মঙ্গল হেতু করে নানা দান। কে পারে, বর্ণিতে তা দেখয়ে, ভাগ্যবান্॥ এথা শ্রীরাধিকা বহু বালিকা সহিত। করয়ে ভ্রমণ দেখি মাতা উল্লসিত॥ গণ-

সহ বৃষভানু বৈসে এই ঠাই। রাবলে যে রঙ্গ তা কহিতে অন্ত নাই॥ অহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গণসনে। গোকুল হইতে আসি রহে এই খানে॥ দেখিয়া রায়লগ্রাম যৈছে ভাবাবেশ। আনের কা কথা তা বর্ণিতে নারে শেষ॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করে হরিধ্বনি। সবে কহে দেখ ভাই ন্যাসিশিরোমণি॥ প্রভু মুখচন্দ্র সুধা পানে মত্ত অতি। উল্লসিত হৈয়া কেহ কহে কারু প্রতি॥ মনে বিচারিনু ইহঁ কৃষ্ণ সুনিশ্চয়। এই বেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে ইচ্ছাময়॥ কেহ কহে এই গৌরদেহ দরশনে। কহিতে না আইসে মুখে যাহা হয় মনে॥ ঐছে কত কহি লোক চৈতন্য কৃপায়। না ধরে ধৈরজশক্তি নেত্রের ধারায়॥ অলৌকিক লীলা প্রভু প্রকাশি এখানে। মথুরা গেলেন সেই সনৌড়িয়া * সনে॥ অহে শ্রীনিবাস এই পরম নির্জ্জন। এথা রাধিকার বাল্যলীলা মনোরম॥ ঐছে কত কহি রাত্রি রাবলে রহিল। কৃষ্ণ কথা রসে নিশী প্রভাত হইল॥ শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তম সনে। যে প্রেমে নিমগ্ন তা বর্ণিব কোন জনে॥ এ সব প্রসঙ্গ যত্নে যে করে শ্রবণ। তারে মিলে রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণ॥

প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা। হইয়া যমুনা পার মথুরা আইলা॥ উগ্রসেন বসুদেব কংসের আলয়। যথা যশোদার কন্যা কংসে আকর্ষয়॥ দেবীরে বধিতে কংস উদ্ধত যে খানে। বসুদেব কারাগারে ছিলেন যে স্থানে॥ বাসুদেব মূত্রোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে। কৃষ্ণে লৈয়া বসুদেব চলিলা

* ব্রাহ্মণবিশেষ॥

যে পথে ॥ বসুদেব যে খানে যমুনা পার হৈলা। পুত্রে রাখি গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা ॥ শ্রীনিবাসে সে সকল স্থান দেখাইয়া। রাঘবপণ্ডিত কত কহে বিবরিয়া ॥ বিশ্রাম তীর্থেতে স্নান করি হর্ষ মনে। কৃষ্ণগঙ্গা তীরে আইলা অম্বিকাকাননে ॥ শ্রীঅম্বিকাদেবী গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি। শ্রীনিবাস নরোত্তম হৈলা মহাসুখী ॥ রাঘবপণ্ডিত দোঁহে কহে ধীরে ধীরে। দেখহ অপূর্ব্ব স্থান কৃষ্ণগঙ্গাতীরে ॥ এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া। আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া॥ গোকর্ণাখ্য মহাদেব অম্বিকা দোঁহারে। পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে॥ এই রম্যস্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা। অকস্মাৎ মহাকাল সর্পে গ্রস্ত হৈলা ॥ পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি কৃষ্ণ সেইক্ষণে। মন্দ মন্দ হাঁসি সর্পে স্পর্শিলা চরণে ॥ প্রভু পাদপদ্ম স্পর্শে উল্লাস অন্তর। সর্পদেহ গেল হৈল দিব্য কলেবর ॥ পূর্ব্বে সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ছিলা। বিপ্রশাপে সর্পদেহ প্রভুরে কহিলা ॥ করিয়া প্রভুর চারুচরণ বন্দন। নিজস্থানে গমন করিলা সুদর্শন ॥ নন্দাদিক গোপস্নেহে মহা হর্ষ হৈলা। সখাসহ রামকৃষ্ণে লৈয়া গৃহে আইলা ॥ দেখ শ্রীঅক্রূর তীর্থ তীর্থশ্রেষ্ঠ হয়। সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয় ॥ কহিব কি ফল স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে। মুক্ত হয় সংসারে বিশেষ কার্ত্তিকেতে ॥ সর্ব্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়। অক্রূরতীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয় ॥ সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে। রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ॥
পূর্ণিমায়াস্তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যাস্তু বিশেষতঃ॥
আদিবারাহেচ॥
তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমং।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ॥
অক্রূরেচ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ছিলেন নিভৃতে॥ বৃন্দাবনে লোক ভীড় এ হেতু এথায়। ভিক্ষা করিতেন আসি উল্লাস হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন। তাঁর মনোবৃত্তি বা বুঝিবে কোন জন॥ দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য স্থানে। করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনি-গণে॥ অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা। গোপশিশু-বাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা॥ সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল॥ পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল॥ মুনিপত্নী-গণ মহা মনের আনন্দে। এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে॥ গণ সহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই। ভোজনে কৌতুক যত তার অন্তনাই॥ হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়। এ ভোজন স্থল নাম সকলে জানয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৬ শ্লোকঃ॥

অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতং।

শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞসুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ বৃন্দাবনশোভা। উপমা কি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোলোভা॥ বৃন্দানিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন। সর্ব্বপাপ নাশে এ দুর্ল্লভ রম্য হন॥

তথাহি আদিবারাহে॥

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতকনাশনং॥
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী গোপালকৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব দানব দুর্ল্লভং॥

ব্রহ্ম রুদ্রাদিক বৃন্দাবন সেবারত। মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত॥ লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তিপরায়ণা যৈছে। গোবিন্দের প্রিয় হয় তৈছে॥ বিলসয়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যে থানে। সখা সহ রামকৃষ্ণ রত গোচারনে॥ জীবমাত্রে মুক্তি দেন সর্ব্ব তীর্থময়। সর্ব্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবনানন্দালয়॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতং।
হরিণাধিষ্ঠিতং তত্র ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতং॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতং॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা যথা ভক্তিপরায়ণা।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমং যথা বৃন্দাবনং ভুবি॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।

বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্ব্বৃতঃ ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানিচ ॥
পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে ॥
বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতকনাশনং।
সমস্তদুঃখ-সংহন্তৃ জীবমাত্রবিমুক্তিদং ॥

নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন। বৃন্দাবন শোভায় বিমুগ্ধ গোপীগণ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নব কাননং।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং ॥
তত্রৈব ২১ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ ॥
বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূর নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্ত সত্বং ॥

অহে শ্রীনিবাস সর্ব্ব শাস্ত্রে নিরূপণ। কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ॥ এথা পশু পক্ষি বৃক্ষ কীট নরাদয়। যে বৈসয়ে অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয় ॥ কৃষ্ণদেহ রূপ পঞ্চযোজন এ বন। সূক্ষ্ম রূপে দেবাদি রহয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ কভু না ছাড়য়। আবির্ভাব তিরোভাব যুগে যুগে হয় ॥ তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর। প্রেম নেত্র বিনা চর্ম্মচক্ষু অগোচর ॥

তথাহি গৌতমীয়ে নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষাঃ কীটনরামরাঃ॥
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ং।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে॥
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং॥
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাব-তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে॥
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥

অহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মহিমা। যে সে রূপে কহে কেহ নাহি পায় সীমা॥ বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ লোকে এ প্রচার। শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ পঞ্চযোজন বিস্তার॥ লোকে যে কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়। অচিন্ত্য ধামের শক্তি সর্ব্ব সমাধয়॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দে যে দেখে ভাগ্যবান্। সে না যায় যমপুর সর্ব্বত্র প্রমাণ॥

তথাহি আদিবারাহে॥

বৃন্দাবনেচ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিং॥

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আলয়। সেবকে বেষ্টিত সদা শোভা অতিশয়॥ অহে শ্রীনিবাস তাহা কি আর কহিতে। যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ॥

তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনং।
তৎসেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া॥
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ।
তত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ॥
বৃন্দাবনে মহাসদ্ম যৈর্দ্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ।
গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থা মহীতলে॥

শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়। বিগ্রহের ন্যায় লীলা করে ইচ্ছাময়॥ প্রাপঞ্চিক লোক দেখে প্রতিমা আকার। স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার॥ মৌনমুদ্রাদিক অঙ্গীকার করি অঙ্গে। পরিকরে দেন সুখরসের তরঙ্গে॥ বৃন্দাবনে অষ্টদল পদ্ম কর্ণিকায়। প্রিয়াসহ বিলসে কি অদ্ভুত শোভায়॥

তথাহি অথর্ববেদে॥

গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মে ষোড়শদলমধ্যে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোহপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরোবেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজত ইতি। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধাচ ইত্যাদি॥

তথাহি সম্মোহনতন্ত্রোক্তিঃ॥

গোবিন্দসহিতাং ভূরিহাবভাবপরায়ণাং।
যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং প্রণমামি নিরন্তরং॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠ পরম আশ্চর্য্য। যোগপীঠে গোবিন্দের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য॥

তথাহি পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে ॥

পার্ব্বত্যুবাচ ॥

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যামৃতমদ্ভুতং।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপানিধে ॥

ঈশ্বর উবাচ ॥

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমন্দারশোভিতে।
যোজনোচ্ছ্রিততদ্বৃক্ষৈঃ শাখাপল্লবমণ্ডিতে ॥
মহৎ পদং মহদ্ধামমহানন্দরসাশ্রয়ে।
প্রবালকুসুমৈর্গন্ধৈর্ম্ভালিবৃন্দসেবিতৈঃ ॥
তত্রাধস্তাৎসিদ্ধপীঠে গোবিন্দস্থলমব্যয়ং।
সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতিমৃগ্যং নিরন্তরং ॥
তত্র শুদ্ধে হেমপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে।
তন্মধ্যে মঞ্জুনির্ম্মাণং যোগপীঠং সমুজ্জ্বলং ॥
তত্রাষ্টকোণনির্ম্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরং।
তত্রোপরিচ মাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনোজ্জ্বলং ॥
তস্মিন্নষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখাশ্রয়ে।
গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ॥
শ্রীমদ্গোবিন্দমত্রস্থং বল্লবীবৃন্দসেবিতং।
দিব্যং ব্রজবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরং ॥
ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভং।
যৌবনোদ্ভিন্নবয়সাদ্ভুতবিগ্রহধারিণং ॥

বৃন্দাবনপতি শ্রীগোবিন্দ প্রেমালয়। রাধাসহ সদ্য সিংহাসনে বিলসয় ॥ যোগপীঠাষ্টকোণ প্রকৃতি সুবেষ্টিত। সিংহাসন রত্নমণ্ডপাদি অতুলিত ॥

তথাহি বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে শ্রীবরাহ উবাচ ॥
কর্ণিকা তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ং ।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতং ॥
তথাহি ॥
কর্ণিকায়াং মহালীলা তল্লীলারসতদ্গিরৌ ।
যত্র কৃষ্ণো নিত্যবৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ ॥
কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ।
দলং তৃতীয়কং রম্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং ॥
তথাহি ॥
গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ।
গোবিন্দং তত্র সংস্থঞ্চ বল্লবীবৃন্দবল্লভং ॥
দিব্যব্রজবয়োরূপং বল্লবীপ্রীতিবর্দ্ধনং ।
ব্রজেন্দ্রং নিয়তৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভং ॥
তথাহি পৃথিব্যুবাচ ॥
পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং পরাৎপরং ।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণং ॥
বরাহ উবাচ ॥
রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতং ।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষং সুসুন্দরং ॥
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকং ।
তত্রৈব যোগপীঠেচ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে ॥
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃতয়ো মূলপ্রকৃতিরাধিকা ॥
সম্মুখে ললিতাদেবী শ্যামলাপিচ বায়বে ।

উত্তরে শ্রীমধুমতী ধন্যৈশান্যাং হরিপ্রিয়া ॥
বিশাখাচ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃ পরং।
পদ্মাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋর্তে ক্রমশঃ স্থিতাঃ ॥
যোগপীঠস্য কোণাগ্রে চারুচন্দ্রাবলী প্রিয়া।
প্রকৃত্যষ্টৌ তদন্যাশ্চ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥
প্রধানা প্রকৃতিশ্চাদ্যা রাধিকা সর্ব্বসাধিকা।
চিত্রবেশাচ বৃন্দাচ চন্দ্রা মদনসুন্দরী ॥
সুপ্রিয়াচ মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া।
সম্মুখাদিক্রমে দিক্ষু বিদিক্ষুচ তথা স্থিতা ॥
ষোড়শী প্রকৃতিশ্রেষ্ঠাপ্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তদ্বত্তু ললিতা প্রিয়া ॥
গৌতমীয়তন্ত্রে ॥
রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং।
কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতং ॥

গোবিন্দের মাধুর্য্যেতে জগৎ মাতায়। যে দেখে বারেক তারে কিছুই না ভায় ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥
পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১১১ শ্লোকঃ ॥
স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥

গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সুন্দর। মৌন মুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজাতি মনোহর ॥

তথাহি গোপালতাপন্যাং পূর্ব্ববিভাগে ১৩ শ্লোকঃ ॥

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং ।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ং ।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগং ॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং ।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥

তত্রৈব ৩৫ শ্লোকঃ ॥

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদিচ ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমধুর বৃন্দাবনে। কে বা না প্রণত এই তিনের চরণে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। সবার সর্ব্বস্ব এই তিনের চরণ ॥ মদনমোহন কহি মদনগোপালে। এ নাম বিখ্যাত ইহা জানয়ে সকলে ॥

গোপালতাপন্যাং পূর্ব্ববিভাগে ৩৭। ৪১। ৪৩ শ্লোকঃ ॥

গোপালায় গোবর্দ্ধনায় গোপীনাথায়
গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এ কহিতে নাই পার। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে হয় এ সব প্রচার ॥

তথাহি ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ॥

কোহসৌ গোবিন্দদেবোহস্তি যস্ত্বয়া সূচিতঃ পুরা ।
কীদৃশং তস্য মাহাত্ম্যং কিং স্বরূপঞ্চ শঙ্কর ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ॥

গোপাল এব গোবিন্দঃ প্রকটাপ্রকটঃ সদা ।

বৃন্দাবনে যোগপীঠে সএব সততং স্থিতঃ ॥
অসৌ যুগচতুষ্কেঽপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ।
পূজিতো নন্দগোপাদ্যৈঃ কৃষ্ণেনাপি সুপূজিতঃ ॥
চীরহর্ত্তা ব্রজস্ত্রীণাং ব্রতপূর্ত্তিবিধায়কঃ।
চিদানন্দশিলাকারো ব্যাপকো ব্রজমণ্ডলে ॥
কিশোরতামতিক্রম্য বর্ত্তমানো দিনে দিনে।
তাম্বূলপূজিতমুখো রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ ॥
রত্নবদ্ধচতুঃকূলং হংসপদ্মাদিসঙ্কুলং।
ব্রহ্মকুণ্ড নাম কুণ্ডং তস্য দক্ষিণতো দিশি ॥
রত্নমণ্ডপমাভাতি মন্দারতরুভির্বৃতং।
তন্মধ্যে যোগপীঠাখ্যং সাম্রাজ্যপদমুত্তমং ॥
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রাজ্য-সাম্রাজ্যরসরঞ্জিতঃ।
ইহৈব নির্জ্জিতঃ কৃষ্ণো রাধয়া প্রৌঢ়হাসয়া ॥
তস্যাঙ্গশ্রীঃ সদা বৃন্দা বীরা চাখিলসাধনা।
যোগপীঠস্য পূর্ব্বত্র নাম্না লীলাবতী স্থিতা ॥
দক্ষিণস্যাং স্থিতা শ্যামা কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী।
পশ্চিমে সংস্থিতা দেবী ভগিনী নাম সর্ব্বদা ॥
উত্তরত্র স্থিতা নিত্যং সিদ্ধেশী নাম দেবতা।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে দশবক্ত্রশ্চ দক্ষিণে ॥
পশ্চিমে চ চতুর্বক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্র উত্তরে।
সুবর্ণবেত্রহস্তা চ সর্ব্বত্র শাসনে স্থিতা ॥
মদনোন্মাদিনী নাম রাধিকায়াঃ প্রিয়া সখী।
পাদপে পাদয়ত্যেব গোবিন্দং মানবিহ্বলং ॥
রতিপতিমানদাপি সাক্ষা-

দিহযুগলাকৃতি ধাম কামদন্তে।
হরিমণিনবনীলমাধুরীভিঃ
পদি পদি মন্মথগোধমুচ্চিনোতি ॥
মন্মথদ্বিতয়ং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণায়েতি সৎপদং।
গোবিন্দায় ততঃ পশ্চাৎ স্বাহায়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥
গোবিন্দস্য মহামন্ত্রঃ কালে পূর্ব্বানুরাগভাক্।
ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি গোবিন্দং যুগলাত্মকং ॥
লক্ষ্মীমন্মথরাধেতি গোবিন্দাভ্যাং নমঃ পদং ॥
এতস্য জ্ঞানমাত্রেণ রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥
অনয়োস্তু ঋষিঃ কামো বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতং।
দেবতা নিত্যগোবিন্দো রাধাগোবিন্দ এবচ ॥
যোগপীঠেশ্বরী শক্তিঃ ষড়ঙ্গং কামবীজকৈঃ।
ধ্যায়েদ্গোবিন্দদেবং নবঘনমধুরং দিব্যলীলানটন্তং
বিস্ফূর্জ্জন্মল্লকচ্ছং করযুগমুরলীরত্ন দণ্ডাশ্রিতঞ্চ।
অংসন্যস্তাচ্ছপীতাম্বরবিপুলদশাদ্বন্দ্বগুচ্ছাভিরামং
পূর্ণং শ্রীমোহনেন্দ্রং তদিতরচরণাক্রান্তদক্ষাঙ্ঘ্রিনালং ॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং যাবল্লক্ষচতুষ্টয়ং ॥
তিলাজ্যহবনস্যান্তে গোগপীঠেশ্বরৌ যজেৎ।
চম্পকাশোকতুলসীকহ্লারৈঃ কমলৈস্তথা ॥
রাধাগোবিন্দযুগলং সাক্ষাৎ পশ্যতি চক্ষুষা।
শ্রীমন্মদন গোপালোহপ্যত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
কৈশোররূপীগোপালো গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ।
উভয়োস্তারতম্যেন গোপীনাথোহতিসুন্দরঃ ॥
ধীরোদ্ধতস্তু গোপালো ধীরোদাত্ততয়োচ্যতে।

গোবিন্দো গোপিকানাথো যো ধীরললিতাকৃতিঃ ॥
সিংহমধ্যস্তু গোপালস্ত্রিভঙ্গললিতাকৃতিঃ।
গোবিন্দো গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলো বিটঃ ॥
ত্রিসন্ধ্যমন্যদন্যদ্ধি মাধুর্য্যং গোবিদাং পতৌ।
গোবর্দ্ধনদরীদণ্ডে পল্লবাদিবিচিত্রিতে ॥
বাল্যতঃ সমতিক্রান্তঃ কৈশোরাৎ পরতো গতঃ।
বগাহমানঃ কন্দর্পং শ্রীগোবিন্দো বিরাজতে ॥
নানারত্নমনোহারিণ্যেতস্মিন্ যোগপীঠকে।
সহজোহি প্রভাবোহয়ং নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি ॥
অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু যা সিদ্ধির্বহুবৎসরৈঃ।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে সৈকেনাহ্না প্রজায়তে ॥
প্রাতর্বালার্কসঙ্কাশং সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবিং।
মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভং পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ ॥
সায়ং সিন্দূরপূরাভং রাত্রৌ চ শশিনির্ম্মলং।
তমস্বিনীষ্বিন্দ্রনীলময়ূখমেচকপ্রভং ॥
বর্ষাসু চ সদা ভাতি হরিদ্বর্ণমণিপ্রভং।
শরৎসু চন্দ্রবিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগবৎ ॥
শিশিরে হীরকপ্রখ্যং বসন্তে পল্লবারুণং।
গ্রীষ্মে পীযূষপূরাভং যোগপীঠং বিরাজতে ॥
মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নমশোকলতিকাবৃতং।
অধশ্চোর্দ্ধং মহারত্নময়ূখৈঃ পরিতোবৃতং ॥
চন্দ্রাবলী দুরাধর্ষং রাধাসৌভাগ্যমন্দিরং।
শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গারমণ্ডপং ॥
সৌভাগ্যমণ্ডপং নাম মহামাধুর্য্যমণ্ডপং।

সাম্রাজ্যমণ্ডপং নাম তথা স্থরতমণ্ডপং।
আনন্দমণ্ডপং নাম তথা স্থরতমণ্ডপং।
ইত্যষ্টৌ যোগপীঠস্য নামানি শৃণু পার্ব্বতি ॥
নামাষ্টকং যঃ পঠতি প্রভাতে
শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য।
গোবিন্দদেবং বশয়েৎ স তেন
প্রেমাণমাপ্নোতি পরস্য পুংসঃ ॥
ইতূর্দ্ধাম্নায়ে যোগপীঠপ্রকাশনো
নামৈকোনবিংশঃ পটলঃ ॥

এত কহি শ্রীপণ্ডিত উল্লাস অন্তরে। ভোজনটীলাতে হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥ কথো দূরে গিয়া কহে স্থমধুর কথা। করিলেন তপস্যা সৌভরিমুনি এথা ॥ দেখহ যমুনাতীরে স্থান স্থনির্জ্জন। সোনরথ নাম গ্রাম জানে সর্ব্বজন ॥ এই যে কালিয়হ্রদ দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য্য বিলাস ॥ কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া। কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া ॥ কালিয়দমন করে কালিন্দীর জলে। কালীসর্প-ফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥ কালিয়সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা। এথা হৈতে রমণক দ্বীপে পাঠাইলা ॥ এ কালিয়হ্রদে স্নানাদিক করে যে। অনায়াসে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সে ॥ বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহত্যাগ হৈলে। পুরাণে কহয়ে আর নানা ফল মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
কালীয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি।

শ্রীদশমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকঃ

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।

উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যে কদম্বে চড়ি কৃষ্ণহ্রদে ঝাঁপ দিলা। সে বৃহৎ বৃক্ষ শোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।

কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ॥

শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধিচ।

সচ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞশুভশীতলঃ॥

পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশো দশঃ।

এ কালীয়তীর্থ তীর্থপাপ বিনাশয়। কালীতীর্থ স্নানে বহু কার্য্যসিদ্ধি হয়॥

তথাহি সৌরপুরাণে॥

ততঃ কালিঙ্গতীর্থাখ্যং তীর্থমঘোবিনাশনং।

অনৃত্যদ্যত্র ভগবান্ বালঃ কালিয়মস্তকে॥

তত্র যস্তু কৃতস্নানো বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ।

অনন্যজনদুষ্প্রাপং কৃষ্ণসাযুজ্যমশ্নুতে॥

দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে। মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল বিদিত পুরাণে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্ট্বাদিত্যান্ বসুন্ধরে।

আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে॥

আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে।
মনসাভীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥
সৌরপুরাণে ॥
দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনং।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামঘো বিনশ্যতি ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণকালীহ্রদ হৈতে। কালীকে দমন করি আইলা এ টীলাতে॥ সূর্য্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ত্ত জানিয়া। শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২ শ্লোকঃ ॥
সূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত্ত উগ্রাতপৈ-
র্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্ যদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ ক্ষণং পশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে
স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্যনামতদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥

অহে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর আজ্ঞায়। সনাতন ব্রজে আসি রহিলা এথায়॥ প্রভু আসিবেন আজ্ঞা ছিল সনাতনে। তাঁর লাগি স্থান কৈলা দেখ এ নির্জনে॥ সনাতনে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি। স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি॥ বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে। সনাতন লোটাইয়া পড়িলা চরণে॥ সনাতনে প্রভু করি দৃঢ় আলিঙ্গন। সর্ব্বমতে সন্তোষিয়া হৈলা অদর্শন॥ অদ্ভুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে। সদা বৃন্দাবনে বিহরয়ে ইচ্ছামতে॥ দেখ প্রস্কন্দন ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভং ॥
তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাত্রামুঞ্চত প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে ॥ সেই ঘর্ম্ম জল সূর্য্যকন্যায় মিলিল। এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৩ শ্লোকঃ।

অত্যন্তাতপসেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈ-
র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যত্তীর্থমুচ্চৈরভূৎ।
তত্তুংকোমলসান্দ্রসুন্দরতরশ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-
দ্গন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥

প্রস্কন্দনঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে। প্রেমাবেশে কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর। কথোদিন ছিলা এই বনের ভিতর ॥ এই বটবৃক্ষ তলে কৃষ্ণে আরাধয়। কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয় ॥ এ প্রভুর জন্মাদি গমন যৈছে এথা। শুন শ্রীনিবাস কহি সঙ্ক্ষেপে সে কথা ॥ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর শচী জগন্নাথ। প্রকটিলা অদ্বৈত ঈশ্বর সেই সাঁথ ॥ জীব প্রতি অদ্বৈতের করুণা অশেষ। জনমের ছলে ধন্য কৈল বঙ্গদেশ ॥ বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম। কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান ॥ কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহা ধন্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য ॥ তৈছে তাঁর পত্নী নাভাদেবী পতিব্রতা। জগতের পূজ্যা যেঁহে অদ্বৈতের মাতা ॥ দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা

ধানে। নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে॥ এক দিন শ্রীকু-
বের নাভার সহিতে। বৈষ্ণবের নিন্দা শুনি চাহয়ে মরিতে॥
কোন ভাগ্যবান্ দোঁহে দেখি মৃত্যুপ্রায়। করিলা দোঁহারে
স্থির কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ তথাপিহ দুঃখী হৈয়া করিলা শয়ন।
কিছু নিদ্রা হৈতে দেখে অপূর্ব্ব স্বপন॥ মহা তেজোময় এক
পুরুষ সুন্দর। তপ্তহেম পর্ব্বত জিনিয়া কলেবর॥ এ পুরুষ
আর এক পুরুষসুন্দরে। সুমধুর বাক্য কহে ধরি দুই করে॥
কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে। শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও
পৃথিবীতে॥ তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব। অগ্র-
জের সহ শীঘ্র প্রকট হইব॥ শুনিয়া এতেক বাক্য মহাহর্ষ
চিত্তে। শুভক্ষণে প্রবেশিলা নাভার গর্ব্ভেতে॥ ঐছে দেখি
বিপ্রের আনন্দ অতিশয়। নিদ্রাভঙ্গ হৈতে হৈল ব্যাকুল হৃদয়॥
বিপ্র মহাশাস্ত্রজ্ঞ বিচার কৈল চিতে। গুপ্তরূপে ঈশ্বরের
প্রকট কলিতে॥ ঐছে বহু মনে হৈতে হইলা বিহ্বল। পত্নী-
সহ নারে নিবারিতে নেত্রজল॥ সেই দিন হৈতে নাভা হৈলা
গর্ব্ভবতী। পুন নবগ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি॥ তথাই
প্রকট হৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর। জগতের হৈল মহা উল্লাস অন্তর
অকস্মাৎ এই ধ্বনি হৈল ইহাঁ হৈতে। প্রকটিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
পৃথিবীতে॥ নিত্যানন্দ রামে ইহোঁ ত্বরিতে আনিব। পরি-
করবৃন্দ সহ সুখে বিহরিব॥ খণ্ডিব জীবের দুঃখ চিন্তা নাই
আর। ঘরে ঘরে হবে প্রেমভক্তির প্রচার॥ সঙ্কীর্ত্তন আনন্দ-
সমুদ্র উথলিব। ধন্য এই কলি কেহ বঞ্চিত নহিব॥ ঐছে
নানা ধ্বনি শুনি সবে হর্ষ হয়। কুবের ভবন হৈল মঙ্গল

আলয় ॥ দিনে দিনে বাড়ে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর। দেখে ভাগ্য-বন্ত লোক উল্লাস অন্তর ॥ অদ্বৈত আপনা সদা লুকাইয়া রয়। কভু শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে ব্যক্ত হয় ॥ অদ্বৈতে পাইয়া নবগ্রাম বাসীলোক। আনন্দে ভাসয়ে পাশরিয়া দুঃখ শোক ॥ কমলাক্ষ অদ্বৈত প্রভুর দুই নাম। অদ্বৈত বলিয়া সবে ডাকে অবিরাম ॥ অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি চমৎকার। দেখে ভাগ্যবন্ত তা বর্ণিতে শক্তি কার ॥ শ্রীঅদ্বৈত সবার নেত্রের তারা প্রায়। শয়নে স্বপনে অদ্বৈতের গুণ গায় ॥ ধন্য এ সকল লোক বলি বার বার। ধন্য বঙ্গদেশ যাতে প্রভু অবতার ॥ প্রেম ভক্তিময় শ্রীকুবের মহাধীর। কহিলেন সবারে যাইব গঙ্গাতীর ॥ গ্রাম বাসি প্রিয় বন্ধুবর্গের সহিতে। আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥ শান্তিপুরে কৈল বাস প্রসন্ন হৃদয়। কভু নবদ্বীপে বন্ধুবর্গেরে মিলয় ॥ অদ্বৈত করায় যত্নে শাস্ত্র অধ্যয়ন। হইলা পণ্ডিত প্রভু পতিত পাবন ॥ যদ্যপি হ মাতা পিতা পুত্র তত্ত্ব জানে। বাৎসল্যে সে সব কিছু স্মৃতি নহে মনে ॥ শান্তিপুর-বাসী যত পরম পণ্ডিত। অদ্বৈতের চেষ্টা দেখি সকলে বিস্মিত ॥ কেহ কহে অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয়। মনুষ্য কি ঐছে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ধন্য এ কুবের বিপ্র ঐছে পুত্র যার। ইহা হৈতে হবে বুঝি মঙ্গল সবার ॥ এইমত নানা কথা কয় সর্ব্বজন। হইলা অদ্বৈতচন্দ্র সবার জীবন ॥ অদ্বৈত প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে। জননীজনকে সুখ দেন নানা মতে ॥ কথোদিনে পিতা মাতা হৈলা অদর্শন। গয়া করিবারে প্রভু করয়ে গমন ॥ গয়া ছলে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিল। মাধবেন্দ্র

পুরীস্থানে দীক্ষা মন্ত্র নিল॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং॥

প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ং।

শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুং বন্দে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়িনমিতি॥

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কার। করয়ে ভ্রমণ প্রেমে মত্ত অনিবার॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে। দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে॥ সর্ব্বত্র দর্শন করি আইলা বৃন্দাবনে। এথা ব্রজবাসিগণ রাখিলা যতনে॥ ফল মূল দুগ্ধ কিছু করয়ে আহার। অদ্বৈতের তেজ দেখি লোকে চমৎকার॥ প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন। কৃষ্ণে কি দেখিব বলি করয়ে ক্রন্দন॥ এইরূপ নানা ভাব হয় ক্ষণে ক্ষণে। কৃষ্ণে আরাধয়ে এ যমুনা সান্নিধানে॥ জানি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকট সময়। এথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা বিজয়॥ অদ্বৈত-চন্দ্রের লীলা অমৃত সমান। অহে শ্রীনিবাস এ আস্বাদে ভাগ্য-বান্॥ যে বট বৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি। সর্ব্বত্র হইল সে অদ্বৈতবট খ্যাতি॥ এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্ব্বপাপ ক্ষয়। পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥ দেখ কালিন্দীর তীরে তরুলতাগণ। সদাই নবীন অতিশয় সুশোভন॥ এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ পুরাতন অতিশয়। এথা রাধাকৃষ্ণ সখী সহ বিলসয়॥ পূরব সোঙরি কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞি। এথা আসি বসিলা সুখের সীমা নাই॥ এত কহিতেই প্রেমে বিহ্বল পণ্ডিত। শ্রীনিবাসে কহে গোরাচান্দের চরিত॥ শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। নবদ্বীপনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ নবদ্বীপে

শচী জগন্নাথমিশ্র-ঘরে। অবতীর্ণ হৈলা প্রভু অদ্বৈতহুঙ্কারে॥ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। সহস্র বদনে তাহা নারে বর্ণিবার॥ পিতার বিয়োগ হৈলে কথোদিন পরে। লোক-রীতি প্রায় আইলা গয়া করিবারে॥ তথা শ্রীঈশ্বরপুরী মহা-ভাগ্যবান্। দেখি গৌরচন্দ্রে যেন পাইলেন প্রাণ॥ ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। ঈশ্বরপুরীরে কৈলা পরম আদর॥ নিজ দীক্ষামন্ত্র তাঁর কর্ণেতে কহিয়া। লইলেন মন্ত্র ভূমে পড়ি প্রণমিয়া॥ ঈশ্বরপুরীরে গুরু করি গৌররায়। নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ভুবন পাবন বিশ্বম্ভরে শিষ্য করি। প্রেমানন্দে মত্ত হৈলা শ্রীঈশ্বরপুরী॥ যদি কহ জগতের গুরু গৌরচন্দ্র। তাঁর গুরু অন্য এ শুনিতে লাগে ধন্দ॥ তাহাতে কহিয়ে লোক শিক্ষার কারণ। আপনি আচরি ধর্ম্ম করয়ে স্থাপন॥ প্রভুর এ অলৌকিক লীলা কেবা জানে। করিলেন ধন্য মাধ্বীসম্প্রদা আপনে॥ সম্প্রদানিবিষ্ট হৈলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। অন্যত্র দীক্ষিতে মন্ত্র নিষ্ফল নিশ্চয়॥ শ্রী মাধ্ব রুদ্র সনক সম্প্রদায় চারি॥ কলিতে বিদিত কহে পুরাণে বিস্তারি॥

তথাহি পদ্মপুরাণে॥

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-মাধ্ব-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ॥

ভক্তি অধিকারী এ সম্প্রদা চতুষ্টয়। সংক্ষেপে কহিয়ে সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।

নারায়ণরূপে হন এ সবার গুরু ॥ শ্রীনারায়ণের প্রিয়া, শিষ্যা পুন তাঁর। সর্ব্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর ॥ শ্রীশব্দেতে লক্ষ্মী তাঁর শাখা, উপশাখা। হইল অনেক তাহা কে করিবে লেখা ॥ সেই গণে রামানুজ আচার্য্য হইল। তাহা হৈতে রামানুজ সম্প্রদা চলিল॥ শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্বে নাম তাঁর হয়। অত্যাদরে রামানুজাচার্য্য সবে কয় ॥ নিজনামে রামানুজভাষ্য যেহঁ কৈল। তাঁর শাখা উপশাখা জগৎ ছাইল ॥

অহে শ্রীনিবাস মাধ্বী সম্প্রদা বিষয়। এবে কিছু কহি আগে কহিব যে হয় ॥ শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াবান্। জগৎ ব্যাপিল শিষ্য প্রশিষ্যাদি তান ॥ সেই গণ মধ্যেতে শ্রীমধ্ব শিষ্য হৈলা। প্রথমেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য তেহঁ কৈলা ॥ এই হেতু মধ্বাচার্য্য নাম হৈল তাঁর। সেই হৈতে মাধ্বচার্য্য সম্প্রদা প্রচার ॥ শ্রীআনন্দ তীর্থ তাঁর আর এক নাম। সর্ব্বত্রে বিদিত সর্ব্বগুণে অনুপম ॥ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য যতেক অন্ত নাই। ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ব্যাপিল সর্ব্বঠাঁই ॥

শ্রীনারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ॥ বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে। ভক্তি-রসে মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য সনে ॥ পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে। বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদাখ্যা হৈল তাহা হৈতে ॥

সনক সম্প্রদা ঐছে শুন শ্রীনিবাস। নারায়ণ হৈতে হংস-বিগ্রহ বিলাস ॥ তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ॥ সেই গণ মধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল। তাহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদা চলিল ॥ নিম্বাদিত্য

প্রভাব পরম চমৎকার। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যতে ব্যাপিল সংসার॥

শ্রী মাধ্ব রুদ্র সনক সম্প্রদায়গণে। হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব কারণে॥ যৈছে রামানুজাচার্য্যগণের মধ্যেতে। রামানন্দাচার্য্য হৈলা পূজ্য সর্ব্বমতে॥ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যাদি অনেক তাহায়। রামানন্দি খ্যাতি হইলেন সম্প্রদায়॥ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য। কৈল অনুভাষ্য তেহোঁ সর্ব্বমতে আর্য্য॥ হইল তাঁহার খ্যাতি বল্লবী বিদিত। কি বলিব অন্য সম্প্রদায় এই রীত॥ প্রভু ধন্য কৈল মাধ্বীসম্প্রদা কলিতে। প্রভুর গুর্ব্বাদি নাম কহি পূর্ব্ব হৈতে॥ সর্ব্বাদিক পরব্যোম নাথ নারায়ণ। তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের ভূষণ॥১॥ তাঁর শিষ্য শ্রীনারদ মুনি প্রেমময়॥ ২॥ শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর শিষ্য হয়॥ ৩॥ হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার॥৪॥ নিজ নামে ভাষ্য কৈল মহিমা অপার॥ সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা চলিল। শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য্য তাঁর শিষ্য হৈল॥ ৫॥ তাঁর শিষ্য নরহরি॥ ৬॥ শ্রীমাধব তাঁর॥ ৭॥ শ্রীঅক্ষোভ তাঁর শিষ্য সর্ব্বত্র প্রচার॥ ৮॥ জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য॥ ৯॥ তাঁর জ্ঞানসিন্ধু॥ ১০॥ তাঁর শিষ্য মহানিধি দীনহীন বন্ধু॥ ১১॥ তাঁর বিদ্যানিধি॥ ১২॥ তাঁর রাজেন্দ্র বিদিত॥ ১৩॥ জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত॥ ১৪॥ ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা। ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা॥ জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্যের শুদ্ধরীত। নাম শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য বিদিত॥ ১৫॥ তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ তেহঁ। বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণুসংহিতা

গ্রন্থ যেঁহ ॥ ১৬ ॥ তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয় ॥ ১৭ ॥ তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয় ॥ ১৮॥ তাঁর শিষ্য পুরীশ্বর করুণানিধান ॥ ১৯ ॥ তাঁর শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥২০॥

তথাহি শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত-শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥
তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাভূচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ॥
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাং।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ ॥
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া ॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ ॥
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ।

জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং।
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ॥
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ ॥
প্রীতপ্রেয়োবৎসলত্বোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ।
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যো পুরী যতিঃ ॥
ঈশ্বরাখ্যপূরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকমিতি ॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য প্রভু গৌররায়। পুরীর মহিমা প্রভু নিজ মুখে গায় ॥ প্রভুর অদ্ভুত ভক্তি কে পারে বুঝিতে। নিমানন্দ সম্প্রদা চলিল প্রভু হৈতে ॥ প্রভুনাম মধ্যে মুখ্য নিমাই পণ্ডিত। নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে অতি প্রতী ॥ প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি নদীয়ায়। নিমাইসম্প্রদা বলি অদ্যাপি হ গায় ॥ নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ। এই হেতু অবনিবিখ্যাত নিমানন্দ ॥ পূর্ব্বে জানাইল অন্য সম্প্রদায় যৈছে। প্রভু প্রভাবেতে মাধ্বী সম্প্রদায় ঐছে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বক্রেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্য-শ্রীগোপাল গুরু-গোস্বামিকৃত পদ্যে ॥

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এবচ।
শ্রীল মধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা ॥
অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা ॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা ॥

যঁাল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরঃ ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

অহে শ্রীনিবাস গয়া হৈতে গৌরহরি। চলিলেন ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি ॥ পূর্ব্বে নবদ্বীপে লুকাইলা ভক্তদ্বারে। পুন লুকাইতে চাহে লুকাইতে নারে ॥ অল্প দিনে গৌরচন্দ্র গিয়া নদীয়ায়। হইলেন ব্যক্ত প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায় ॥ অদ্বৈতাদি প্রভুর যতেক ভক্তগণ। সবার হইল মহা প্রফুল্লিত মন ॥ যে সুখ বাড়িল নিত্যানন্দের মিলনে। তাহা লক্ষ মুখে বা বর্ণিব কোন জনে ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সঙ্গে গৌররায়। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত নদীয়ায় ॥ পরম অদ্ভুত কর্ম্ম করি দিনে দিনে। ছাড়িবেন গৃহাশ্রম করিলেন মনে ॥ জগতের নাথ গোরা ভুবনমোহন। জীবে কৃপা লাগি কৈলা সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু বিহ্বল হইলা। নিত্যানন্দ অদ্বৈতভবনে লৈয়া গেলা ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি প্রভু গোরাচান্দে। দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাহি বান্ধে ॥ দেবতা মনুষ্য মিলি হৈল একযোগ। অদ্বৈতভবন বেঢ়ে লক্ষ লক্ষ লোক ॥ হরি হরি ধ্বনি সবে করে অনিবার। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে হৈল চমৎকার ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দর্শন দানেতে কৈল সর্ব্বজনে ধন্য ॥ সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তন করয়ে গৌরহরি। চন্দনে ভূষিত অঙ্গ অদ্ভুত মাধুরী ॥ চতুর্দ্দিকে প্রভুর যতেক ভক্তগণ। সবে মিলি করে মহামধুর কীর্ত্তন ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর। না ছাড়ে প্রভুর পাশ উল্লাস অন্তর ॥ শ্রীভুজ তুলিয়া প্রভু হরি হরি বলে। সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে ভাসয়ে

নেত্রজলে ॥ হেন প্রভু চৈতন্যচান্দের দরশনে। হইলা বিহ্বল লোক আপনা না জানে নিভৃতে রহিয়া কেহ কারু প্রতি কয়। বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয় ॥

তথাহি সামবেদে ॥

॥ ওঁ ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি ॥

কেহ কহে ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বম্ভর। যুক্ত সর্ব্ব লক্ষণ এ সকলের পর ॥

তথাহি ॥

ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো
নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ
কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো
দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজ রসা-
স্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোঽস্যাং ॥
ইতি তু আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরং ॥

কেহ কহে এই কলি প্রথম সন্ধ্যায়। স্বশক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রে বেদে গায় ॥

তথাহি অথর্ব্ববেদে পুরুষবোধন্যাং ॥

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমন্থু শিক্ষয়তি ॥

অস্য ব্যাখ্যা ॥

সপ্তমে সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো
ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনী শক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য
প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং
অবতীর্ণো ভূত্বা সহ স্বৈঃ স পার্ষদৈঃ স্বমন্ত্র
হরেকৃষ্ণাদিজনান্ শিক্ষয়তি উপদিশতি ॥

কেহ কহে দেখ হেমঅঙ্গ সুচিক্কণ। আহা মরি কি অপূর্ব্ব চন্দন ভূষণ ॥

তথাহি সহস্রনামস্তোত্রে ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদীতি ॥

কেহ কহে সবার পরাণচোরা গোরা। ইহার চরিতে ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥ পীতবর্ণ ধরে এই প্রশস্ত কলিতে। শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ॥

তথাহি দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকঃ ॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

কেহ কহে কৃষ্ণবর্ণ ইহার অন্তর। বাহিরে প্রকায় গৌর-কান্তি মনোহর ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সঙ্গেতে বিলসয়। সঙ্কীর্ত্তন যাজনেতে ইহারে মিলয় ॥

তথাহি তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং ॥
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কেহ কহে সকলের ত্রাতা এই প্রভু। এমন দয়ালু আর না হইবে কভু ॥ কলিযুগ ধর্ম্ম এই নাম সঙ্কীর্ত্তন। অবতরি কৈল সুখে ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥

তথাহি গীতায়াং ৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

কেহ কহে কে বুঝিবে প্রভুর বিলাস। কলিযুগ ধন্য কৈল করিয়া সন্ন্যাস ॥

তথাহি সহস্রনামস্তোত্রে ॥

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

কেহ কহে কলিতে জীবের ভাগ্য অতি। করিয়া সন্ন্যাস প্রভু নাশয়ে দুর্ম্মতি ॥

তথাহি উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

কেহ কহে হরিনাম মহামন্ত্রদানে। জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডয়ে আপনে ॥

তথাহি ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কেহ কহে হরি কৃষ্ণ রাম নামাক্ষরে। প্রসবে অদ্ভুত অর্থ স্বাদে বিজ্ঞবরে ॥

তথাহি শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিকৃত পদ্যে ॥

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহং।

হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।

অন্তো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥
আনন্দৈক সুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥
বৈদগ্ধীসার সর্ব্বস্বং মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতং।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

এই রূপ নানা কথা কহি সর্ব্বজন। শ্রীচৈতন্যপদে কৈল আত্মসমর্পণ ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি প্রভু গৌর রায়। অদ্বৈত-ভবনে ঐছে আনন্দে গোঙায় ॥ নবদ্বীপ হৈতে যে যে আইলা শান্তিপুরে। সবা মনোহিত কৈলা বিবিধপ্রকারে ॥ শ্রীশচী মায়েরে প্রবোধিয়া নানা মতে। তাঁর পাদপদ্ম ধূলি লইলা মাথাতে ॥ শচী ঠাকুরাণী স্নেহে বিহ্বল হইলা। নীলাচলে স্থিতি হয় ঐছে আজ্ঞা দিলা ॥ মায়ের আজ্ঞাতে প্রভু করিল গমন। কে বর্ণিব যৈছে হইলেন ভক্তগণ ॥ কপট সন্ন্যাসি-বেশে ভ্রমি সর্ব্ব দেশ। মথুরামণ্ডলে আসি করিলা প্রবেশ ॥ মথুরার সনৌড়িয়া বিপ্রে করি সঙ্গে। ভক্তাবেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে মহারঙ্গে ॥ যথা যে যে লীলা পূর্ব্বে করয়ে আপনে। অজ্ঞাতের প্রায় তা জিজ্ঞাসে সর্ব্বজনে ॥ অন্য মুখে শুনিতে উল্লাস অতিশয়। এ হেন কৌতুকে মত্ত শচীর তনয় ॥ ক্রমে ক্রমে উপবন বন ভ্রমণ করিয়া। আইলেন বৃন্দাবনে মথুরা হইয়া ॥ যমুনাপুলিনে যৈছে ভাবের বিকার। লক্ষমুখ হইলেও নারি বর্ণিবার ॥ অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক চতুর্দ্দিকে ধায়। প্রেমে মহামত্ত হৈয়া গোরাগুণ গায়। লোকভীড় ভয়ে প্রভু অক্রূরে যাইয়া। তথাই করেন ভিক্ষা নির্জ্জন পাইয়া। মধ্যে মধ্যে

বসিয়ে তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে। নিত্যানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের জলে ॥ এ আমলী তলে মহা কৌতুক হইল। কৃষ্ণদাস রাজ-পুতে অতিকৃপা কৈল ॥ অহে শ্রীনিবাস এ আমলী তলা হৈতে। নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে ॥ এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ যে করয়ে দরশন। অবশ্য তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ দেখ এ অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে। সকলে শৃঙ্গারবট কহয়ে ইহারে ॥ এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস। বাঢ়াইলা সুবলাদি সখার উল্লাস ॥ ইহারেও নিত্যানন্দবট কেহো কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয় ॥ নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা আগমন। সংক্ষেপে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ চৈতন্যের এক দেহ নিত্যানন্দ রাম। তাঁর জন্মস্থান রাঢ়ে একচক্রা গ্রাম ॥ হাড়াই পণ্ডিত পিতা মাতা পদ্মাবতী। পুত্রগত প্রাণ স্নেহ বর্ণি কি শকতি ॥ পরম আনন্দে পদ্মাবতীর তনয়। একচক্রা গ্রামে নানা লীলা প্রকাশয় ॥ নানা অবতারে যে সকল লীলা কৈল। তাহা সে আবেশে সব লোকে দেখাইল ॥ একচক্রা দেশবাসী লোক ভাগ্যবান্। নিত্যানন্দচন্দ্র যা সবার ধন প্রাণ ॥ নিত্যানন্দ বাঢ়াইয়া সবার পীরিতি। দ্বাদশ বৎ-সর গৃহে করিলেন স্থিতি ॥ নিত্যানন্দ অন্তর বুঝিতে কেবা পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা স্থির হৈতে নারে ॥ এক দিন প্রভু মনে মনে বিচারয়। এবে যে যাইয়ে তথা এ উচিত নয় ॥ শ্রী-কৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে প্রকটিয়া। বাল্যাবেশে আছেন আপনা লুকাইয়া ॥ যবে ব্যক্ত হৈয়া ভক্ত সহ বিহরিব। তবে নব-দ্বীপে গিয়া তাঁহারে মিলিব ॥ এবে শীঘ্র এমন করিব তীর্থা-

টনে। ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে॥ হেন কালে গ্রামে আইলা এক ন্যাসিবর। লোকে জিজ্ঞাসয়ে হাড়ো পণ্ডিতের ঘর॥ লোকদ্বারে জানি হাড়ো ওঝা ঘরে গেলা। সন্ন্যাসিরে দেখি ওঝা মহা হর্ষ হৈলা॥ সেই ক্ষণে ওঝা নানা সামগ্রী করিয়া। সন্ন্যাসিরে নিবেদিল ভক্ষণ লাগিয়া॥ ন্যাসী কহে বিপ্র কিছু যাচিঞা করিয়ে। প্রতিশ্রুত হৈতে পারো তবে সে ভুঞ্জিয়ে॥ প্রতিশ্রুত হৈয়া সন্ন্যাসিরে ভুঞ্জাইল। ন্যাসী যাত্রাকালে নিত্যানন্দে মাগিনিল॥ নিত্যানন্দচান্দ চিত্তে ধৈর্য্যা-বলম্বিয়া ন্যাসি সঙ্গে চলে পিতা মাতা প্রবোধিয়া॥ এইরূপে হইলেন ঘরের বাহির। এ অতি অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন ধীর॥ নবীন বয়স শোভা ভুবনমোহন। যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন॥ যে দিকে চলয়ে নিত্যানন্দ প্রেমময়। সেই দিকে ধায় লোক অধৈর্য্য হৃদয়॥ প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে। চলে একেশ্বর মহাগজেন্দ্র গমনে॥ দ্বাপরে করিলা যৈছে তীর্থ পর্য্যটন। সেইরূপ সর্ব্ব তীর্থে করয়ে ভ্রমণ॥ ভ্রমিতে দক্ষিণ গেলা পাণ্ডুর পুরেতে। তথা দেখিলেন প্রভু শ্রীবিট্‌ঠল নাথে॥ সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ। শ্রীমাধব-পুরীর সতীর্থ তেঁহো হন॥ নিত্যানন্দে আনি বিপ্র আপন ভবনে। ভুঞ্জায়েন ফল মূল দুগ্ধাদি যতনে॥ পাণ্ডুরপুরের লোক মহা ভাগ্যবান্। নিত্যানন্দে দেখি সবে জুড়ায় পরাণ॥ প্রভুর যে মনোবৃত্তি তাহা কেবা জানে। শ্রীবিট্‌ঠলনাথে দেখি রহয়ে নির্জ্জনে॥ অকস্মাৎ গ্রামে সে বিপ্রের আর্ত্তিমতে। আইলা তাঁর গুরু লক্ষ্মীপতি দূর হৈতে॥ বহু শিষ্য সঙ্গে

সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ। শিষ্যে যে বাৎসল্য তাঁর কে করু বর্ণন॥ অত্যন্ত প্রাচীন অনির্ব্বচনীয় কার্য্য। সর্ব্বত্র বিদিত ভক্তি পথে মহা আর্য্য॥ কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা। যাঁরশিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী এই সীমা মাধবেন্দ্রপুরী প্রেম ভক্তিরসময়। যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥ শ্রীঈশ্বরপুরী রঙ্গপুরী আদি যত। মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত॥ গৌড় উৎকলাদিদেশে মাধবেরগণ। সবে কৃষ্ণভক্ত প্রেমভক্তি পরায়ণ॥

মাধ্বী সম্প্রদায় যাঁর পরম সুখ্যাতি। গুণের সমুদ্র লক্ষ্মী-পতি প্রিয় অতি॥ লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র শিষ্যের ভবনে। করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা আলাপনে॥ লক্ষ্মীপতি সেই পুনঃ পুনঃ কয়। আজু কি মঙ্গল দেখি তোমার আলয়॥ আই-লাম কত বার তোমার ভবনে। ঐছে সুখ কভু না উপজে মোর মনে॥ ইথে বুঝি কোন বা ভক্তের অধিষ্ঠান। বিপ্র কহে তুয়া অনুগ্রহ বলবান্॥ প্রভু ইচ্ছামতে বিপ্রে স্ফূর্ত্তি না হইল। ঐছে কত কথায় দিবস গোঙাইল॥ নিশাভাগে নির্জ্জনে বসিয়া ন্যাসিবর। গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর॥ প্রভু বল-দেবে তাঁর অনন্য ভকতি। ক্রন্দন করিয়া কহে বলদেব প্রতি॥ অহে বলদেব মু অধম দুরাচারে। কর অনুগ্রহ যশ ঘুষুক সং-সারে॥ ঐছে কত কহি ধৈর্য্য না যায় ধরণে। অবনি লোটায় অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ একে অতিবৃদ্ধ তাহে খেদ অতিশয়। হইল অবশ যৈছে কহিল না হয়॥ অত্যন্ত উদ্বেগে ন্যাসীনারে স্থির হৈতে। অকস্মাৎ নিদ্রাকর্ষে প্রভু ইচ্ছামতে॥ বলরাম রূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে। শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা

স্বপ্নচ্ছলে ॥ কিবা শোভা কন্দর্পের দর্প করে দূর। রজত-পর্ব্বত নিন্দে অঙ্গ সুমধুর ॥ আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥ কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবন-মন মোহে। বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে ॥ বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর। উপমার স্থান নাই ভুবন ভিতর ॥ বদন মণ্ডল জিনি পূর্ণিমার শশী। বচনের ছলে সে ঢালয়ে সুধারাশি ॥ প্রিয় লক্ষ্মীপতি প্রতি কহে ধীরে ধীরে। শুনিতে তোমার খেদ হৃদয় বিদরে ॥ অহে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণ মোর প্রাণেশ্বর। জন্মে জন্মে হও তুমি তাঁহার কিঙ্কর ॥ লক্ষ্মীপতি প্রভুর চরণে ধরি কয়। ঐছে ভেদবুদ্ধি মোর কভু যেন নয় ॥ শ্রী-লক্ষ্মীপতির এই বচন শুনিয়া। প্রভু বলদেব কিছু কহেন হাসিয়া ॥ এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রের কুমার। অবধূত-বেশ শিষ্য হইব তোমার ॥ এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে। এত কহি মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে ॥ পাইয়া সে মন্ত্র লক্ষ্মীপতি হর্ষ হৈলা। প্রভু অনুগ্রহ করি অন্তর্ধান কৈলা ॥ প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে। হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই খানে ॥ নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয়। কি অদ্ভুত তেজ এ মনুষ্য কভু নয় ॥ ঐছে কত বিচারিয়া আসি বিজ্ঞবর। অনিমিষ নেত্রে দেখে শ্রীমুখ সুন্দর ॥ প্রভু প্রণময়ে লোটাইয়া ক্ষিতিতলে। অস্তে ব্যস্তে ন্যাসী তুলি লইলেন কোলে ॥ নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার। মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥ নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে। নেত্রজলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে ॥ শ্রীবল-

দেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষা-মন্ত্র দিল ॥ দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দে করি কোলে। হইলা বিহ্বল হিয়া আনন্দে উথলে ॥ লক্ষ্মীপতিপ্রিয় নিত্যানন্দ দয়া-ময়। কিবা না করিতে পারে যেঁহ স্বেচ্ছাময় ॥ বাঢ়াইলা মাধ্বী সম্প্রদার মহানন্দ। ভকতবৎসল প্রভু প্রেমানন্দকন্দ ॥

তথাহি প্রচীনৈরুক্তং ॥

নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ং।
শ্রীমাধ্বিসম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্তবৎসলং ॥

লক্ষ্মীপতিস্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ। বাঢ়াইলা তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥ অতি শীঘ্র অন্যত্রে গেলেন তথা হৈতে। প্রভুর এলীলা অন্যে না পারে বুঝিতে ॥ ব্যাকুল হইলা ন্যাসী নিত্যানন্দ বিনে। কারে কিছু না কহে চিন্তয়ে মনে মনে ॥ রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যা-নন্দ দেখা দিল ॥ দেখি নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর। নিবা-রিতে নারে দুই নয়নের নীর ॥ বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেই, ক্ষণে। তাহা দেখি লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে ॥ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বার বার। মোরে ভাঁড়াইতে এ তোমার অবতার ॥ ব্রহ্মাদি না জানে আনে নারে জানিবারে। আপনি জানাও যারে সে জানিতে পারে ॥ মো ছার মূর্খের কেনে কৈলা বিড়ম্বন। অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ ॥ শ্রীলক্ষ্মী-পতির ঐছে বচন শ্রবণে। হইলেন নিত্যানন্দ মূর্ত্তি সেইক্ষণে ॥ বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি রূপের মাধুরী। লক্ষ্মীপতি অধৈর্য্য হইলা শোভা হেরি ॥ নিত্যানন্দ রাম করে করুণা প্রকাশ। শ্রীলক্ষ্মী-

পতির পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥ এ সকল অন্যে জানাইতে নিষেধিয়া। অন্তর্ধান কৈলা প্রভু পুনঃ প্রবোধিয়া ॥ প্রভু অদর্শনে দুঃখী হৈলা লক্ষ্মীপতি। দূরে গেল নিদ্রা দেখে পোহাইল রাতি ॥ কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য্য। সেই দিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য্য ॥ দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ। অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ॥ কহিতে কি জানি লক্ষ্মীপতির চরিত। নিত্যানন্দপ্রিয় যেঁহ জগতে বিদিত ॥ পাণ্ডুরগ্রামীর ভক্তি কহনে না যায়। অদ্যাপি প্রবল ভক্তি নিতাইর কৃপায় ॥ এথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন ইচ্ছায় ॥ তীর্থপর্য্যটন করে উল্লাস হিয়ায় ॥ কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে। দেখা হৈল প্রতীচীতীর্থের সমীপেতে ॥ যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে। তাহা কে বর্ণিব যে দেখিল সেই জানে ॥ নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মাধবেন্দ্রবাক্যং ॥

জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি ॥

তত্রৈব কবিবাক্যং ॥

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ শ্রীঈশ্বরপুরী আদি দেখি চমৎকার। নিত্যানন্দে গাঢ় রতি হইল সবার ॥ কথোদিন দোঁহে কৃষ্ণরসে মগ্ন হৈলা। মনের আনন্দে দিবা রাত্রি গোঙাইলা ॥ নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া পুরীস্থানে। সেতুবন্ধ গেলা রামেশ্বর দরশনে ॥

শ্রীমাধবপুরীশ্বরাদিক শিষ্যে লৈয়া চলিলা সরযূতীর্থে বিদায় হইয়া ॥ হৈলা মৃত্যুপ্রায় দোঁহে দোঁহার বিরহে ॥ এক কৃষ্ণ প্রেমাবেশে রক্ষা পাইলা দোঁহে। যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম সুধীর। ভ্রমিলেন সর্ব্বত্র হইতে নারে থির ॥ কথোদিন আসি প্রভু মথুরা নগরে। বাল্যাবেশে বালক সহিত ক্রীড়া করে ॥ নিত্যানন্দ চান্দেরে বারেক দেখে যেঁহ। তিলার্দ্ধেক সঙ্গ না ছাড়িতে পারে সেহ ॥ পরম মধুরমূর্ত্তি নিত্যানন্দ রায়। নিত্যানন্দে দেখিতে অসঙ্খ্য লোক ধায় ॥ নিত্যানন্দ স্থির না রহয়ে এক ঠাঁই। করয়ে ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই। মধ্যে মধ্যে শ্রীগোকুল মহাবনে যাই ॥ মদনগোপালে দেখি রহেন তথাই ॥ নন্দের আলয় দেখি কত উঠে মনে। করিয়া রোদন চলে তীর্থ পর্য্যটনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ॥

গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া। বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি। চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দাবনে। খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনাপুলিনে ॥ এই যে অপূর্ব্ব বটবৃক্ষের তলাতে। ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে ॥ ক্ষণে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার। ক্ষণে কহে কোথা প্রাণ কানাই আমার ॥ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টলমল। অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ ঐছে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনেতে বিহরে। নিত্যানন্দ চেষ্টা কে বুঝিতে শক্তি ধরে ॥ জানিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে। গুপ্তরূপে বিহরি বিহরে ব্যক্তরূপে ॥

মনে মনে হাসি নিত্যানন্দ হলধর। নিরন্তর পুলকে পূর্ণিত কলেবর॥ হইলা অধৈর্য্য সে প্রভুর আকর্ষণে। নবদ্বীপে গমন করিলা এথা হনে॥ বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থ পর্য্যটন। যথা যে বিলাস তাহা কে করু বর্ণন॥ এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ক্রীড়াস্থান। যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যভান্॥ অহে শ্রী-নিবাস এই চীরঘাট হয়। কেহ বা চয়নঘাট ইহারে কহয়॥ একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণসনে। রাসাদি বিলাস অন্তে এথা আইলা স্নানে॥ বস্ত্রাদিক রাখি এই নীপ বৃক্ষতলে। সূক্ষ্ম খর্ব্ব বস্ত্রপরি নামিলেন জলে॥ হইয়াছিলেন শ্রান্ত বিবিধ বিলাসে। শ্রমশান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনাপরশে॥ বারি বিহ-রণে মহারঙ্গ উপজিল। সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল॥ কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে। করি বস্ত্র গোপন প্রবেশে পুন জলে॥ কত ক্ষণ জলকেলি করি উঠে তীরে। বস্ত্র না দেখিয়া সবে চিন্তিত অন্তরে॥ কৃষ্ণ সে সময়ে অদ্ভুত শোভা হেরি॥ দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি॥ শ্রমশান্তি বস্ত্র চৌর্য্যাদিক এথা হৈল। আর এইস্থানে কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া কৈল॥ অহে শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণ সখীসনে। নিধুবন ক্রীড়া রত এই নিধুবনে॥ এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ॥

তথাহি আদিবারাহে॥

গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশিতীর্থে বসুন্ধরে॥
তস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ॥

কেশিবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে। যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫ শ্লোকঃ ॥

হেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লন্নেত্র-বিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবত্তৃণবদ্বিদীর্য্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥

অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীধীরসমীরে। কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অশেষ প্রকারে ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন। মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁর প্রিয়গণ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৫ সর্গে ২ গীতে
শ্রীরাধিকাং প্রতি দূতীবাক্যং ॥

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎ কুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥

তত্রৈব গীতং ॥

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালীতি।

দেখ শ্রীরাধিকা মানভঞ্জন এখানে। এ মণিকর্ণিকা কৃষ্ণ বিলসে এ বনে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই যমুনা নিকট। পরম অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট ॥ বংশীবট ছায়া জগতের দুঃখ

হরে। এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে॥ ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে। গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর সানেতে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

আদিলীলায়াং ১ পরিচ্ছেদ ১৭ শ্লোকঃ॥

শ্রীমদ্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।

কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

যমুনাপ্লাবিত ওই বংশীবটস্থান। বংশীবট যমুনায় হৈলা অন্তর্ধান॥ তার এক ডাল আনি গোস্বামী আপনে। করিলা স্থাপন এ পূর্ব্বের সন্নিধানে॥ দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য-স্থল। সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল॥ বংশীরবে সব ছাড়ি অধৈর্য্য হিয়ায়। গোপীগণ আসি কৃষ্ণে মিলয়ে এথায়॥ গোপগণ কৃষ্ণশোভা-সমুদ্রে সাঁতারে। কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি স্থির হৈতে নারে॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি মনের উল্লাসে। কে বুঝে মরম যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে॥ কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী প্রেমের পরীক্ষা। পুনঃ গৃহে যাইতে দিলেন বহু শিক্ষা॥ রাসারম্ভে অসমতা দেখি গোপীগণে। রাধাসহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল মনে॥ এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র হৈয়া অদর্শন। গোপিকাবিলাপ সুখে করিলা শ্রবণ॥ কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষ লতায়। জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল হিয়ায়॥ করি কৃষ্ণ-লীলানু-করণ গোপীগণ। এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য বর্ণন॥ রাধি-কার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈলা। এই খানে তাঁরে রাখি অদ-র্শন হৈলা॥ এথা অন্য গোপীগণ দেখি রাধিকারে। কহিল অনেক অতি অধৈর্য্য অন্তরে॥ সবে এক হৈয়া কৃষ্ণদর্শন-

লালসে। গাইল কৃষ্ণের গুণ অশেষ বিশেষে॥ এই খানে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন। পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ॥ যত্নে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইলা এথা। এই খানে পরস্পর হৈল বহু কথা॥ শ্রীযমুনাপুলিন দেখহ শ্রীনিবাস। এই খানে কৃষ্ণ আরম্ভিলা মহারাস॥ শত কোটি অঙ্গনাবেষ্টিত কুতূহলে। বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাসমণ্ডলে॥ হৈল কল্পসম রাত্রি শ্রীরাস-বিহারে। বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে॥ স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিকশেখর। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে রাসক্রীড়ায় তৎপর॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমাদধ্যায়ে॥

তত্রা রভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং।
দিবৌকসাং সদারাণ মত্যোৎসুক্যভৃতাত্মনাং॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলং॥
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-

র্ভজ্যন্মধ্যেশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো-
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতং॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতা।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধুসাধ্বিতি॥
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥ ইতি॥
শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব্বপ্রবন্ধে ২৬ পূরণে ৩৩ অঙ্কাবধি॥
যথা রাগঃ॥

জয় জয় সদ্গুণসার। জগতি বিশিষ্টং কলয়িতুমিষ্টং গোকুলসদবতার॥ ধ্রু॥ ১॥

কমলভবেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর পত্নীচিন্তিতসেব। রাজসি রাসে বলিতবিলাসে নিজরমণীভির্দেব॥ ২॥ নটবৎ পরিকরনিখিল-কলাধর রচিতপরস্পরমোদ। আলিঙ্গনমুখরিততমমহাসুখ বল্লববধূহৃততোদ॥ ৩॥ ব্যতিবীক্ষণকৃত সাত্বিকপরিবৃত-মণ্ডল-মনু বহুমূর্ত্তে। ব্রজতরুণীগণ রচিতনয়নপণ সচিত বশীকৃত পূর্ত্তে॥ ৪॥ চরণকঞ্জধৃতি করপল্লবকৃতি চিল্লীবলিতবিহারান্। মধ্যভঙ্গততি-মণিকুণ্ডলগতি-পুলকস্বেদ বিকারান্॥ ৫॥ কলয়তি ভবতা ঘনসাম্যবতা তড়িদিব সর্ব্বা ললনা। অপি বঃ পরিমিতিতরতমতামিতি সেয়ং জ্ঞপয়তি তুলনা॥ ৬॥ সুমধুর-কণ্ঠে নৃত্যোৎকণ্ঠে তব রতিমাত্রপ্রীতে। ত্বৎস্পর্শামৃত মদচয়-সংবৃতচিত্তে ভাবক্রীতে॥ ৭॥ যুবতীজাতে গীতজশাতেনাহৃত-

বিশ্বপ্রভবে। যস্ত্বং রাজসি তৎসুখভাগসি নম এতস্মৈ প্রভবে॥ ৮॥ যা সহ ভবতা বিস্ময়মবতা স্বরজাতীরতিশুদ্ধং। গায়তি সেয়ং নিখিলৈর্গেয়ং কলয়তি নিজগুণরুদ্ধং॥ ৯॥ তত উৎকর্ষং বলয়িতহর্ষং বলয়তি যেয়ং গানে। সা শ্রীরাধা বলিতারাধা ভবতা কলিতা মানে॥ ১০॥ যেয়ং রাসে শ্রমজবিলাসে বিগলম্মল্লীবলয়া। সা ভবদংসে লসদবতংসে ধরতি করং বরকলয়া॥ ১১॥ যাচাং সংপরিভুজপরিঘং পরিচুম্বতি তব সবিনোদং। হৃষ্যতি সেয়ং তম্বগণেয়ং যদ্রোমচ সামোদং॥১২॥ চল কুণ্ডলধর গণ্ডমুকুরবর সমিষস্পর্শবিধানে। তাম্বূলদ্রবপরিবর্ত্তাদ্দ্ব-ময়সে চুম্বনদানে॥১৩॥ এষা নর্ত্তনকীর্ত্তন বর্ত্তন সিঞ্জিতজাতসুতালা। তব রামানুজকরমতুলাম্বুজমিষমাধাদ্ধৃদি বালা॥ ১৪॥ অথ রাসক্রম-পরিবলিতশ্রম-বনিতালক্ষিত দেহ। পরিতোভ্রমণক-গণবিশ্রমকণক-সমুদিতপরমস্নেহ॥ ১৫॥ কবিকৃতনিশ্চয়-শুভ্রযশশ্চয়মালাসমুদয়হারিন্। জয় জয় জয় জয়, জয় জয় জয় জয়, জয় জয় রাসবিহারিন্॥ ১৬॥

অহে শ্রীনিবাস রাসবিলাস বিস্তার। যমুনাপুলিনে সে শোভার নাই পার॥ উজ্জ্বলরজনী পূর্ণচন্দ্রের কিরণে। যমুনা সলিলশোভা বর্ণিব কি আনে॥ এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সঙ্গে। যমুনায় জলকেলি কৈল নানা রঙ্গে॥ পরমকৌতুকী কৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়ারত। কৈল যৈছে বিশ্রাম তা বর্ণিবে কে কত॥ রজনীপ্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সনে। গৃহে গতি যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে॥

তথাহি তত্রৈব ২৯ পূরণে ৯৩ শ্লোকাবধি ললিতরাগঃ॥

জাগরণাদপথ কুঞ্জবরে। বীক্ষিতভাস্কররুচিনিকরে॥ কান্তা-নিদ্রাভঙ্গকরে। অপি সঙ্কলিতস্বপরিকরে॥ মম ধীর্ম্মজ্জতি কংসহরে। মৌলিশিখোপরি পিঞ্ছধরে॥ ধ্রু॥ মুহুরুল্লসিত-যুবতীনিকরে। সমমনয়া যহিরনয়চরে॥ ঘনগহনাধ্বনি গমন-পরে। তত্রচ বহুকৃতসুখবিতরে॥ আশাস্তম্ভিতবিরহগরে। ধাম্নি সনাতনশর্ম্মহরে॥ ১॥

মহারাসবিলাসে সকল গোপিকার। কৈল মনোরথ পূর্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার॥ শ্রীরাসবিলাস মহাসুখের আলয়। শুনিলে এ সব অভিলাষ পূর্ণ হয়॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ ভুবনমোহন। শ্রীরাসবিলাসি রাধিকার প্রাণধন॥ ভুবনমোহিনী রাধা রাস-বিলাসিনী। কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়া রমণীর শিরোমণি॥ কৃষ্ণসুখ যাতে তাহা করয়ে সদায়। শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণে অন্য নাহি ভায়॥ শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ সনে। সদা রাসবিলাসে বিহ্বল বৃন্দাবনে॥ এথা এক দিবস হইল মহারঙ্গ। কহিতে বাঢ়য়ে সাধ সে সব প্রসঙ্গ॥ বৃন্দা মনে কৈল আজি বিবিধ বিধানে। দেখিব বিলাস রাই কাণু সখীসনে॥ এই হেতু বৃন্দা লৈয়া অনুচরীগণ। রাসলীলারম্ভের করয়ে আয়োজন॥ নৃত্যস্থলী বিরচয়ে যে সব বিধানে। সে সকল ভেদ নাট্যশাস্ত্রেও না জানে॥ যৈছে চন্দ্রকিরণ নির্ম্মল উজিয়ার। তৈছে নৃত্যস্থলী শুভ্র শোভা চমৎকার॥ এই কুঞ্জালয়ের অঙ্গণ পরিসরে॥ চন্দ্রের কিরণ কি অদ্ভুত শোভা করে॥ চতুর্দ্দিকে শুভ্র পুষ্পা-সন সর্ব্বোপরি। মধ্যে শুভ্র সিংহাসন রাখে যত্ন করি॥ তাম্বূল বীটিকা রত্নসম্পুটে রাখয়। যাহার সৌগন্ধ সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥

নানা পুষ্পভূষা আদি অনেক প্রকার। সুগন্ধি চন্দন আদি লেখা নাই তার ॥ লক্ষ লক্ষ চামর শোভায় চিত্ত হরে। মৃদঙ্গাদি নানা যন্ত্র রাখে থরে থরে ॥ শুক কোকিলাদি পক্ষে করয়ে আদেশ। গাও কৃষ্ণ রাধিকার চরিত্র অশেষ ॥ ময়ূরগণেরে কহে নৃত্য করিবার। নিদেশে ভ্রমরগণে করিতে ঝঙ্কার ॥ হেনই সময়ে সে বৃন্দার অনুচরী। শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥ তুহু গতি বিলম্বে চিন্তিত হৈয়া তুমি। মোরে আজ্ঞা কৈলা তথা গিয়া ছিনু আমি ॥ পৌর্ণমাসী উপদেশে কৃষ্ণ হর্ষ হৈয়া। পুষ্পবনে ছিলা রাই পথ নিরখিয়া ॥ শ্রীরাধিকা গৃহ হৈতে আসি সখীসনে। মিলিলেন কৃষ্ণ এই পুষ্পের কাননে ॥ দোঁহার মিলনে পৌর্ণমাসী হর্ষ হৈলা। তোমার যে ক্রিয়া তাহা দোঁহে জানাইলা। এত কহিতেই হৈল দোঁহার গমন। কিবা পাদপদ্মের বিন্যাস মনোরম ॥ দোহেঁ দোহাঁ নিরখিয়া ॥ কহিতে সে শোভার অবধি নাহি হয়। নিরখিতে নয়ন নিমিষ দূরে রয় ॥ তুঁহু রূপছটা আলো করে ত্রিভুবন। সজল জলদঘটা দামিনীদমন ॥ ললিতাদি সখী সুবেষ্টিত শোভা অতি। ঝলমল করে সে সবার অঙ্গদ্যুতি ॥ অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে কুঞ্জের মাঝার। মন্দ মন্দ নূপুরের ধ্বনি অনিবার ॥ রাই কানু সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিয়া। বৃন্দা বিরচিত শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া ॥ দোহেঁ হাসি বৈসে সে বিচিত্র সিংহাসনে। চতুর্দ্দিকে সখীসুখে আপনা না জানে ॥ লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন। শুক কোকিলাদি গায় তুঁহু গুণগণ ॥ সুমধুর বাদ্যপ্রায় ভ্রমর গুঞ্জরে। চতুর্দ্দিকে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য

করে॥ বৃন্দাদেশে সবে নিজগুণ প্রকাশিল। এই ছলে বৃন্দা মনোরথ জানাইল॥ পরম সুঘড় কৃষ্ণরসের মূরুতি। হাসি নেত্রকোণে কি কহিল বৃন্দাপ্রতি। বৃন্দা চন্দনাদি পুষ্প ভূষা সমর্পিতে। যে কৌতুক বাঢ়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে॥ ললিতা সে তাম্বূলসম্পুট উঘাড়িয়া। হৈলা হর্ষ রাইহস্তে তাম্বূল অর্পিয়া॥ শ্রীরাধিকা তাম্বূলবীটিকা লৈয়া সুখে। দিলেন সুভঙ্গীতে কৃষ্ণের চান্দমুখে॥ মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ অধৈর্য্যহৃদয়। তাম্বূল ভক্ষণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥ শ্রীরাস বিলাস করিবেন এই মনে। অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে চায রাইমুখ-পানে॥ আনন্দের মূর্ত্তি কৃষ্ণরসের নিধান। কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া ভঙ্গী তাঁন॥ ময়ূর চন্দ্রিকা মাথে শোভয়ে অশেষ। বংশী ন্যস্ত অধরে কি সুমধুর বেশ॥ বৃন্দা মনোরথ-সিদ্ধি করিবার তরে। শ্রীরাধিকা সহ কৃষ্ণ এথাই বিহরে॥ অসংখ্য প্রেয়সী তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধা। যেহঁ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ করে সব সাধা॥ রাধিকার বেশ যৈছে কে পারে কহিতে। ললিতাদি বেশের উপমা নাই দিতে॥ রাধিকার গণ যত লেখা নাই তার। ললিতাদি সখীর যূথের নাই পার॥ লক্ষ লক্ষ অঙ্গ-নাতে বেষ্টিত হইয়া। বিলসয়ে কৃষ্ণরাই স্কন্ধে বাহু দিয়া॥ শ্রীরাসবিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন। হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন সর্ব্বজন॥ কহিতে কি সঙ্গীতের রীত চমৎকার। সর্ব্বচিত্তা-কর্ষক এ সর্ব্বত্র প্রচার॥ অহে শ্রীনিবাস পূর্ব্বে ব্রহ্মা বেদ হৈতে। প্রকাশে সঙ্গীতবেদ বিদিত জগতে॥

তথাহি॥

পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥

সাম ঋক্ অথর্ব্বাদি বেদচতুষ্টয়। ইথে জন্মে গীত পাঠ রস অভিনয়॥

তথাহি॥

ঋগ্‌ভ্যঃ পাঠ্যমভূদ্‌গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যতে।
যজুর্ভ্যোঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রহ্মা শিব আদি এ সঙ্গীত প্রচারক। এ মহামধুর সর্ব্বজগতে ব্যাপক॥

তথাহি॥

ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
দশাস্যবায়ুরম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ॥

সঙ্গীত স্বরূপ গীত বাদ্য নৃত্যত্রয়। গীত বাদ্য দ্বয়ে কেহ সঙ্গীত কহয়॥ গীত নৃত্য বাদ্যের প্রভাব অতিশয়। দেব মনুষ্যাদি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥

তথাহি সঙ্গীতপারিজাতে॥

গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীতমিতীরিতং॥

সঙ্গীতশিরোমণৌ॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে॥
গীতবাদ্যে উভে এব সঙ্গীতমিতি কেচন॥
তত্তির্য্যঙ্ নরদেবাদিমনোহারি প্রকীর্ত্তিতং॥ ইতি॥

মার্গ দেশী ভেদে সে সঙ্গীত দ্বিপ্রকার। স্বর্গে মার্গাশ্রিত

ব্রহ্মা আচার্য্য যাহার॥ নানা দেশভেদে দেশী ভূতল আশ্রিত। মার্গে দেশীদ্বয় ঐছে শাস্ত্রে সুবিদিত॥

তথাহি সঙ্গীতসারে॥

মার্গদেশী বিভেদেন সঙ্গীতং ভবতি দ্বিধা।
স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জিতং॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

মার্গদেশী বিভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীৎ স্বয়ং॥
ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসঙ্গিতং।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্॥
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ॥

গীতাদির উৎপত্তি কারণ নাদ হয়। নাদ স্বয়ং হরিনাদ তত্ত্বকে জানয়॥

তথাহি॥

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥

সঙ্গীতদামোদরে॥

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ॥

আঞ্জনেয়ঃ॥

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি॥

নাদের উৎপত্তি অগ্নি বায়ু হৈতে হয়। আকাশাদি বা-য়ু

তেও সে নাদ জন্ময় ॥ নাদের উৎপত্তি স্থান নাভি অধোদেশে। নাভি ঊর্দ্ধে ভ্রমি মুখে ব্যক্ত হয় শেষে ॥ নাদোৎপত্তি প্রকারের রীত বহু হয়। কেহ কেহ নাদোৎপত্তি অন্যে নিরূপয় ॥

তথাহি সঙ্গীতসারে ॥

নকারঃ প্রাণবায়ুঃ স্যাদ্দকারো হব্যবাহনঃ।
তাভ্যামুৎপদ্যতে যস্মাত্তস্মান্নাদোঽয়মুচ্যতে ॥
নাদাভ্যাং প্রাণাগ্নিভ্যাং জাতো নাদ ইত্যর্থঃ ॥

সঙ্গীতমুক্তাবল্যাং ॥

আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেঽভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

নাদ ত্রিধা প্রাণিতে অপ্রাণিতেও হয়। প্রাণি অপ্রাণি যোগেও সম্ভব এ ত্রয় ॥ প্রাণি-দেহোদ্ভব বিনা অপ্রাণি নির্দ্ধার। প্রাণী অপ্রাণী বংশাদি সম্ভব প্রচার ॥ মুখ নাসাস্পর্শ বায়ু-যোগে ধ্বনি হয়। এই হেতু প্রাণী অপ্রাণী সম্ভব কয় ॥

তথাহি ॥

সচ প্রাণিভবোঽপ্রাণিভবশ্চোভয়সম্ভবঃ।
আদ্যঃ কায়ভবো বীণাসম্ভবস্তু দ্বিতীয়কঃ ॥
তৃতীয়শ্চাপি বংশাদিসম্ভবঃ স ত্রিধা মতঃ ॥

ব্যবহারে নাদ ত্রিধা মন্দ্র মধ্য তার। হৃদি কোটি মূর্দ্ধি, স্থান ক্রমে এ প্রচার ॥ মন্দ্র হইতে দ্বিগুণ উচ্চ মধ্য হয়। মধ্য হৈতে দ্বিগুণ তারাখ্য এই ত্রয় ॥

তথাহি ॥

ব্যবহারেত্বসৌ নাদঃ প্রোচ্যতে ত্রিবিধো বুধৈঃ।
মন্দ্রো হৃদিস্থিতঃ কণ্ঠে মধ্যস্তরাশ্চ মূর্দ্ধনি॥
দ্বিগুণঃ কিল মানেন পূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরঃ॥

ঐছে নাদোৎপত্তি নাদজ্ঞানের প্রকার। রাসে গোপীগণ গাত করয়ে প্রচার॥ কৃষ্ণের আহ্লাদে গোপী মুখোদ্গত গীতে। সঙ্গীত প্রভাব ব্যক্ত সকল শাস্ত্রেতে॥

তথাহি॥

শ্রুতিস্মৃত্যাদিসাহিত্য নানাশাস্ত্রবিদোঽপিচ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাঃ স্মৃতাঃ॥
ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে জ্ঞানযজ্ঞস্তবাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গফলপ্রদং॥

বিশেষমাহ॥

সঙ্গীতদামোদরে॥

সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ॥
গীতেন হরিণা বদ্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বলাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ॥
পরমানন্দ বিবর্দ্ধন, মভিমত ফলদং বশীকরণং।
সকলজনচিত্তহরণং, বিমুক্তিবীজং পরং গীতং॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণরসের আলয়। গীতজ্ঞের শিরোমণি রাসে বিলসয়॥ পরম অদ্ভুত শোভা শ্রীরাসমণ্ডলে। পরস্পর গীত প্রকাশয়ে কুতূহলে॥ গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার। ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার॥ অনুরাগ জনক এ ধাতু মাতু হয়। গীত অবয়ব ধাতু মাতু রাগাদয়॥

সঙ্গীতসারে ॥

গীতং রঞ্জক ধাতু মাতু সহিতমিতি ॥

গীতস্যাবয়বো ধাতু রাগাদির্মাতু রুচ্যতে ॥

ধাতু নাদাত্মক ইথে অনেক বিচার। নাদাত্মক নাদ আত্মা স্বরূপ যাহার ॥

নারদসংহিতায়াং ॥

ধাতু মাতু সমাযুক্তং গীতমিত্যভিধীয়তে।

তত্র নাদাত্মকং গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে ॥

এথা নাদপদে নাদ জন্য শ্রুতি স্বর। মূর্চ্ছনা তালাখ্য গ্রাম প্রকার বিস্তর ॥ নাদ হৈতে অনেক শ্রুতির জন্ম হয়। শ্রুতি হইতেই জন্ম স্বরষড়্জাদয় ॥ স্বর হৈতে মূর্চ্ছনা জন্মে মূর্চ্ছনা হইতে। তালাখ্যা গ্রাম সম্ভব বিদিত জগতে ॥

তথাহি ॥

নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্তাভ্যঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ।

তেভ্যঃ স্যুর্মূর্চ্ছনা স্তাভ্যস্তালাখ্যা গ্রামসম্ভবা ॥ ইতি ॥

অহে শ্রীনিবাস এই প্রসঙ্গানুসারে। কহিব যে ক্রম তাহা কহি অল্পাক্ষরে ॥ নাদশ্রুতি স্বরগ্রামমূর্চ্ছনা প্রচার। তালবর্ণ গ্রহস্বর অংশস্বর আর ॥ ন্যাসস্বর জাতি এ সকল এ ক্রমেতে। অল্পে জানাইয়া ঐছে বিস্তারে অন্যেতে ॥

তথাহি ॥

নাদঃ শ্রুতিঃ স্বরগ্রামমূর্চ্ছনা তালবর্ণকাঃ ॥

স্বরাগ্রহাংশন্যাসাখ্যা জাতিশ্চেতি ক্রমাদিহ ॥

নাদ জানাইল এবে জান শ্রুত্যাদয়। রাসে কৃষ্ণ প্রিয়াসহ গীতে প্রকাশয় ॥ অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীরাস-

মণ্ডলে। কি বলিব মূর্ত্তিমন্ত হৈলা এ সকলে॥ নাদ হৈতে শ্রুতি যৈছে প্রকট প্রকার। তাহা প্রকাশিতে কৃষ্ণ কৌতুক অপার॥ সে নাদ মারুতাহত শ্রুতি দ্বাবিংশতি। দ্বাবিংশতি নাড়ী বক্র ঊর্দ্ধ হৃদে স্থিতি॥ যত নাড়ী তত শ্রুতি সর্ব্বত্র বিদিত। ক্রমে উচ্চ উচ্চ যুক্ত বীণাদি লক্ষিত॥ কফাদিকে দুষ্ট কণ্ঠে শ্রুতিব্যক্ত নহে। এইরূপ অনেক প্রকার সবে কহে॥

তথাহি শ্রুতয়ঃ॥

সনাদঃ শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ স্যান্মারুতাহতঃ।
দ্বাবিংশতিস্তির্য্যগূর্দ্ধা নাড্যো হৃদয়মাশ্রিতাঃ॥
তা যাবত্যস্তু তাবত্যঃ শ্রুতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ক্রমাদুচ্চোচ্চতাযুক্তা বীণাদাবেব লক্ষিতাঃ॥
কফাদি দুষ্টে কণ্ঠে যত্তাসাং ব্যক্তির্নজায়তে॥

দ্বাবিংশতি শ্রুতি ষড়্জাদিক সপ্ত স্বরে। বিভাগ ব্যবস্থা ঐছে কহে বিজ্ঞবরে॥ মধ্যমে পঞ্চমে ষড়্জে শ্রুতি চতুষ্টয়। ঋষভস্বরে ধৈবতস্বরে শ্রুতিত্রয়॥ গান্ধারে নিষাদে দ্বয় এই দ্বাবিংশতি। শ্রুতি হৈতে জন্মে স্বর এ প্রসিদ্ধ অতি॥

তথাহি॥

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারে নিষাদকে॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিশেষেতে। কহি বহু সম্মত ষড়্জাদি জন্মে যাতে॥ নান্দী বিশালা সুমুখী বিচিত্রা এ চারি। ইথে জন্মে ষড়্জ স্বর সর্ব্ব মনোহারী॥ ১॥ চিত্র- ঘনা কন্দলিকা ঋষভে এ ত্রয়॥ ২॥ গান্ধারে সরঘামালা

শ্রুতি নামদ্বয় ॥ ৩ ॥ মধ্যমস্বরে মাগধী শিবামাতঙ্গিকা। মৈত্রেয়ী এ চতুষ্টয় সর্ব্বাংশে অধিকা ॥ ৪ ॥ বালা কলা কলরবা শার্ঙ্গরবী নাম। পঞ্চমে এ চতুষ্টয় শ্রুতি অনুপম ॥ ৫ ॥ মাতা রসা অমৃতে ধৈবতে এই ত্রয় ॥ ৬ ॥ নিষাদে বিজয়া মধুকরী শ্রুতিদ্বয় ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥

নান্দী-বিশালা-সুমুখী-বিচিত্রাঃ ষড়্জাঃ স্মৃতাঃ ॥
ষড়্জস্তা ইতি ষড়্জং জনয়ন্তীতি ষড়্জাঃ।
চিত্রাঘনা কন্দলিকা ঋষভে তিস্র ঈরিতাঃ ॥
গান্ধারে সরঘামালা মধ্যমে মাগধী শিবা।
মাতঙ্গিকাচ চৈত্রেয়ী চতস্রঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
বালা কলা কলরবা শার্ঙ্গরব্যপি পঞ্চমে।
যাতরসামৃতা চেতি তিস্রো ধৈবত নামনি ॥
নিষাদ নামনী দ্বেচ বিজয়া মধুকর্য্যপি।
ইতি স্বরাণাং শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি রুদীরিতাঃ ॥

স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্য জনকসম্বন্ধে ষষ্ঠী। স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ ॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন সিদ্ধি প্রভাবত্যাদয়। ইহাতে অনেক আর প্রকার আছয় ॥

তথাহি কোহলীয়ে ॥

সিদ্ধিঃ প্রভাবতী কান্তা সুভদ্রাচ মনোহরা।
সাধয়ন্তয়ীং স্বরং ষড়্জং প্রজাপতি মুখোদ্গতাঃ। ইত্যাদয়ঃ।

শ্রুতি স্থানে স্বর যৈছে ব্রহ্মাণ্ড না জানে। সঙ্গীতজ্ঞগণ মাত্র লক্ষণ বাখানে ॥

তথাহি ॥

শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ ।

জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রুতিস্বরূপ কে জানে। হইল কেবলব্যক্ত রাসে রম্য গানে॥ যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতি করয়ে প্রচার। তৈছে শ্রীরাধিকা ব্যক্ত করে চমৎকার ॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ অতিশয়। দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে হইয়া বিস্ময় ॥ শ্রুতিগণ নিজ নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে। স্বরসহ শ্রুতি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়ে ॥

অথ স্বরাঃ ॥

শ্রুতিস্থানে হৃদয় রঞ্জক যে সে স্বর। কিম্বা স্বর সকল শ্রোতার মনোহর ॥

তথাহি ॥

স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্ফুরন্ হৃদয়রঞ্জকঃ ।

এতেন স্বরশব্দস্য যোগরূঢ়ত্ব মুচ্যতে ।

কিম্বা শ্রোতুর্মনো যস্মাদ্রঞ্জয়ন্তি ততঃ স্বরা ইতি ॥

সপ্তস্বর সংজ্ঞা ষড়্জ ঋষভ গান্ধার। মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ আর ॥ স রি গ ম প ধ নি অপর সংজ্ঞা হয়। সপ্তস্বর মধ্য তার এই ভাব ত্রয় ॥ ক্রমে এ তিনের হৃৎকণ্ঠ মস্তক স্থান। মন্ত্র হৈতে দ্বিগুণ দ্বিগুণ উচ্চ গান ॥

তথাহি ॥

ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা ।

ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তাত্র কীর্ত্তিতাঃ ।

স রি গ ম প ধ নি শ্চে,-ত্যে তেষামপরাভিধাঃ ।

তে ত্রিধা স্যুর্মন্দ্র মধ্যতারভাবং সমাশ্রিতাঃ ।

ত্রীণি স্থানানি তেষাং হি হৃদিমন্দ্রোঽভিজায়তে।
কণ্ঠে মধ্যো মূর্দ্ধ্নি তারো দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরং॥

ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরের উৎপত্তি প্রকার। সঙ্গীতজ্ঞ কৈল অতি কৌতুকে প্রচার॥

তত্র ষড়্‌জস্বরঃ॥

বক্ষ নাসা কণ্ঠ তালু রসনা দশন। এই ছয় স্থানে ষড়্‌জ-

তথাহি॥

নাসাং কণ্ঠ মুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্।
ষড়্‌ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাত্তস্মাৎ ষড়্‌জ ইতি স্মৃতঃ॥

দামোদরস্ত্বন্যথাহ॥

বায়ুঃ সংমূর্চ্ছিতো নাভের্নাভ্যাশ্চ হৃদয়স্য চ।
পার্শ্বয়োর্মস্তকস্যাপি ষণ্ণাং ষড়্‌জঃ প্রজায়তে। ইতি॥

ষড়্‌জ স্বরোৎপত্তি ঐছে শাস্ত্রে সুনির্দ্ধার।
ঋষভাদি স্বরোৎপত্তি সুগমপ্রচার॥

অথ ঋষভস্বরঃ॥

নাভিমূলাদ্যদা বায়ুরুত্থিতঃ কুরুতে ধ্বনিং।
ঋষভস্যেতি নির্যাতি হেলয়া ঋষভঃ স্মৃতঃ॥

অথ গান্ধারস্বরঃ॥

নাভেঃ সমুদ্গতো বায়ুর্গলে শ্রোত্রে চ চালয়ন্।
সশব্দং যেন নির্যাতি গান্ধার স্তেন কথ্যতে॥

অথ মধ্যমস্বরঃ॥

মধ্যমো মধ্যমস্থানাৎ শরীরস্যোপজায়তে।
নাভিমূলাচ্চ গম্ভীরঃ কিঞ্চিত্তারঃ স্বভাবতঃ॥

অথ পঞ্চমস্বরঃ॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ তথৈব চ।
এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বরঃ॥
এতেষাং স্থাননিয়মমাহ॥
হৃদিপ্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমধ্যগঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যান- সর্ব্বশরীরগঃ॥
অথ ধৈবতস্বরঃ॥
গত্বা নাভেরধোভাগং বস্তিং প্রাপ্যোর্দ্ধগঃ পুনঃ।
ধাবন্নিব চ যো যাতি কণ্ঠদেশং স ধৈবতঃ॥
অথ নিস্বাদস্বরঃ॥
ষড়্জাদয়ঃ ষড়েতেঽত্র স্বরাঃ সর্ব্বে মনোহরাঃ।
নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে॥

সপ্তস্বর রূপ জান সাম্য ধ্বনি মতে। শিখী কহে ষড়্জ স্বর বিখ্যাত জগতে॥ চাতক ঋষভ হয়ে ছাগ গান্ধার। ক্রৌঞ্চ * মধ্যমাখ্যা পিক পঞ্চম প্রচার॥ ভেক ধৈবত হস্তী নিষাদ স্বর কয়। স্বর রূপ ঐছে কেহ অন্য মত কয়॥

তথাহি॥
ময়ূরঃ ষড়্জ মাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ।
ছাগো গান্ধার মাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমং।
কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে ভেকো বদতি ধৈবতং।
নিষাদং ভাষতে হস্তীত্যেতদ্ধ্বন্যাদিসম্মতং॥
দামোদরস্তু॥
ময়ূর বৃষভচ্ছাগ ক্রৌঞ্চকোকিলবাভিনঃ।

---

* ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ বক। পিক—কোকিল॥

মাতঙ্গশ্চক্রমেণাহ স্বরানেতান্ সুতুর্গমান্ ইতি ॥

পুন এই সপ্ত স্বর সংজ্ঞা চতুষ্টয়। বাদী সম্বাদী বিবাদী অনুবাদী হয় ॥ সপ্তস্বর মধ্যে বাদী স্বর কহি তারে। বহু প্রয়োগেতে যে রাগাদি নির্ণয় করে ॥ পঞ্চমের তুল্য শ্রুতি সম্বাদিক হয়। ক্বচিৎ মধ্যম স্বর সম্বাদী না হয় ॥ গান্ধার নিষাদ আর ঋষভ ধৈবত। এ চারি বিবাদী শত্রু শাস্ত্র সুসম্মত ॥ পক্ষান্তরে ঋষভ ধৈবত স্বর আর। গান্ধার নিষাদ বিবাদী এ হয় প্রচার ॥ এ সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর। অনুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি ॥

তে বাদি সম্বাদিবিবাদ্যনুবাদ্যভিধাঃ পুনঃ।
স্বরাশ্চতুর্ব্বিধাঃ প্রোক্তা স্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥
প্রচুরো যঃ প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদিনিশ্চয়ং।
সমশ্রুতিশ্চ সংবাদী পঞ্চমস্য ন স ক্বচিৎ ॥
গণি বিবাদিনৌ স্যাতাং বিধয়ো বাপি তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি দন্তিল সম্মতং ॥

রাজা বাদী স্বর পাত্র সম্বাদী নির্ধার। বিবাদী স্বর শত্রু এ সর্ব্বত্র প্রচার ॥ অনুবাদী এ রাজা পাত্রের অনুচর। এ সব স্বরূপ হয় অন্য অগোচর ॥

তথাহি ॥

বাদী নৃপস্তথা পাত্রং সম্বাদ্যথ বিবাদ্যরিঃ।
অনুবাদী ত্বনু চরো রাজ্ঞঃ পাত্রস্য চেরিতঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এ সকল রম্যস্বর। গীতে প্রকাশয়ে কৃষ্ণ রসিকশেখর ॥ কৃষ্ণ আগে ললিতা গায়েন লৈয়া বীণা।

স্বর স্বরূপাদি ব্যক্ত করিতে প্রবীণা॥ শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণ লজ্জিত অন্তরে। কে বুঝিবে সে সবে যে অভিলাষ করে॥ স্বরগণ সুকৃতি মানয়ে আপনারা। স্বরের অদ্ভুত গতি গ্রামেতে প্রচারা॥

অথ গ্রামাঃ॥

স্বর সূক্ষ্মভাব সংযোজন কহি গ্রাম। ষড়্‌জ মধ্যম গান্ধার ত্রয় গ্রাম নাম॥ ষড়্‌জ মধ্যম দ্বয় বিদিত পৃথিবীতে। দেবলোকে গান্ধার প্রশস্ত সর্ব্ব মতে॥ গ্রামত্রয় মধ্যে ষড়্‌জ গ্রাম শ্রেষ্ঠ হয়। মূর্চ্ছনা গ্রাম শাস্ত্রে নিরূপয়॥

তথাহি॥

গ্রামস্বরাণামতিসূক্ষ্মভাবং, সংযোজনং স্থানকুলং ত্রিধা সঃ।
ষড়্‌জস্তথা মধ্যম এব ভূম্যাং, গান্ধারনামা কিল দেবলোকে॥

অপরঞ্চ॥

স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম ইষ্যতে॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বরসন্দোহরূপিণঃ।
ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারসংজ্ঞাভিস্তে সমন্বিতাঃ।
মূর্চ্ছনাধারভূতাস্তে ষড়্‌জগ্রামস্ত্রিষূত্তম ইতি॥

গ্রামত্রয়ে সপ্ত স্বর মূর্চ্ছনা প্রচার। ষড়্‌জ গ্রামে স রি গ ম প ধ নি নির্ধার॥ ম প ধ নি স রি গ মধ্যম গ্রামে হয়। গ ম প ধ নি স রি গান্ধারে সুনিশ্চয়॥

পারিজাতে॥

স রি গ ম প ধ নিশ্চ মপৌধ নি স রী গ চ।
গম পধ নি সা রিশ্চ গ্রামত্রিতয়-মূর্চ্ছনা॥

অন্যেঽপি ॥

স রি গ ম প ধ নীতি ষড়্জ গ্রামস্য মূর্চ্ছনাঃ।
ম প ধ নি স রি গেতি মধ্যমগ্রামমূর্চ্ছনাঃ ॥
গ ম প ধ নি স রীতি গান্ধারগ্রামমূর্চ্ছনাঃ ॥

প্রতি গ্রামে ঐছে সপ্ত স্বর সুবিস্তার। সদে ভেদ্ব ক্রমে একবিংশতি প্রকার॥ এ এব বিদিত ভরতাদি নিরূপয়। জাতি শ্রুতি স্বর আদি গ্রাম প্রাপ্ত হয় ॥

কোহলোঽপি ॥

জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ। ইতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই মধুর বৃন্দাবনে। পরম আনন্দ রাসে কৃষ্ণপ্রিয়া সনে॥ বিবিধ প্রকারে প্রকাশয়ে গ্রামত্রয়। শিব ব্রহ্মাদির যাতে জন্ময়ে বিস্ময় ॥ প্রাণনাথে রাধিকা প্রশংসি বার বার। গ্রাম সঞ্চারয়ে যাতে কৃষ্ণে চমৎকার॥ অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ রাই আলিঙ্গয়॥ ললিতাদি সখীর উল্লাস অতি- শয়॥ যে কৌতুক গানে তাহা কহি কি শকতি। গ্রাম ত্রয়ে মূর্চ্ছনা প্রকাশে নানা ভাতি ॥

অথ মূর্চ্ছনাঃ ॥

মূর্চ্ছনা গ্রাম সম্ভব ভরত কহয়। স্বর সংমূর্চ্ছিত গ্রামে রাগ প্রাপ্ত হয়॥

তথাহি ॥

স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে।
মূর্চ্ছনামিতি তামাহুর্ভরতা গ্রামসম্ভবাং ॥

অপরঞ্চ ॥

যত্র স্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং

প্রাপ্তশ্চ তামাহ মুনিশ্চ মূর্চ্ছনাঃ।
গ্রামোদ্ভবাস্তাঃ স্বরসপ্তসংযুতাঃ
স্থানত্রয়ে স্যুঃ পুনরেকবিংশতিঃ॥

গ্রামত্রয়ে ত্রিসপ্ত স্বর মূর্চ্ছনা হয়। মূর্চ্ছনাখ্যা ললিতা মধ্যমা চিত্রাদয়॥

তথাহি॥

ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণীচ মতঙ্গজা।
সৌবীরা বর্ণমধ্যা চ ষড়্জমধ্যা চ পঞ্চমী।
মৎসরী মৃদুমধ্যা চ শুদ্ধান্তাচ কলাবতী।
তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরী বরা।
নাদাবতী বিশালা চ ত্রিষু গ্রামেষু বিশ্রুতাঃ।
একবিংশতিরিত্যুক্তা মূর্চ্ছানাশ্চন্দ্রমৌলিনা॥

মূর্চ্ছনা জ্ঞানেতে সুখ বাঢ়ে অনুক্ষণ। ভরতাদি কহয়ে মূর্চ্ছনা প্রয়োজন॥

তথাহি॥

শিরাগ্রে মূর্চ্ছনাং কৃত্বা ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥

ওহে শ্রীনিবাস গ্রামসম্ভব মূর্চ্ছনা। ইহে যে প্রকার তা না জানে অন্য জনা॥ প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ মনের উল্লাসে। অদ্ভুত ভঙ্গীতে রাসবিলাসে প্রকাশে॥ কি বলিব কৃষ্ণ মহা-রসিকশেখর। বিস্তারয়ে নানা তাল গান মনোহর॥

অথ তালাঃ॥

মূর্চ্ছনা হয়েন তালশুদ্ধাদি নিশ্চয়। সপ্তস্বরোদ্ভব তাল এহো নিরূপয়॥ তাল ঊনপঞ্চাশৎ শাস্ত্রেতে প্রচার। পৃথক্ পৃথক্ কূট তাল সুবিস্তার॥ পঞ্চসহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ এ হয়।

তাল সংজ্ঞা অনেক প্রভাব অতিশয় ॥

তথাহি ॥

মূর্চ্ছনা এব তালাঃ স্যুঃ শুদ্ধা আরোহণাশ্রিতাঃ ॥

দামোদরস্তু ॥

বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যে মূর্চ্ছনাঃ শেষসংশ্রয়াঃ।
তালাস্তে হপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ ॥
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতালাঃ পৃথক্ পৃথক্।
ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান্ কাৎর্স্যেন বক্ষ্যতি ॥
গ্রামাণাং মূর্চ্ছনানাঞ্চ তালানাং বহবো ভিদাঃ।
প্রকৃতানুপযোগিত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ নেরিতাঃ ॥

তদুক্তং তালাধিকারে ॥

তালাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন্ত্যমী। ইতি ॥
অগ্নিষ্টোমিকতালেন শিবং স্তুত্বা শিবো ভবেৎ।
তালানামিহ শুদ্ধানামগ্নিষ্টোমাদিকা ভিধাঃ ॥
সন্তি প্রয়োগবৈধুর্য্যান্ন ময়া তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

এ সকল তালের সৌভাগ্য অতিশয়। মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া কৃষ্ণ আগে বিলসয় ॥ ললিতাদি যূথেশ্বরী সখী রাধিকার। পৃথক্ পৃথক্ তাল করয়ে সঞ্চার ॥ রাই কানু পরম আনন্দে সখীসনে। প্রকাশয়ে বর্ণ গান বিচিত্র বন্ধানে ॥

অথ বর্ণমাহ ॥

গান ক্রিয়া আরম্ভ প্রযুক্ত স্বর বর্ণ। সে চারি প্রকার যাতে গায়ক প্রসন্ন ॥ স্থায়ী বর্ণ আরোহাবরোহী বর্ণ আর। সঞ্চারী এ চতুষ্টয় লক্ষণ প্রচার ॥ এক এব স্বর বহি বহি প্রয়োগেতে। স্থায়ী বর্ণ হয় এ বিদিত সর্ব্বমতে ॥ আরো-

হ্যাবরোহী স্বর স্থায্যনুগতার্থ। এ ত্রয় মিশ্রিত বর্ণ সঞ্চারী সম্মত॥

তথাহি॥

স্বরো গানক্রিয়ারম্ভপ্রযুক্তো বর্ণ উচ্যতে।
স্থায্যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীতি চতুর্ব্বিধঃ॥

প্রত্যেকং লক্ষণমাহ॥

স্থায়ং স্থায়ং প্রয়োগঃ স্যাদেকস্যৈব স্বরস্য চেৎ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থসংজ্ঞিকৌ॥

পরৌ আরোহি স্বরোঽবরোহিস্বরশ্চ, তৌ অন্বর্থসংজ্ঞিকৌ অনুগতার্থনামানৌ। অর্থস্তু আরোহতীত্যর্থে আরোহী অবরোহতীত্যবরোহীত্যর্থঃ॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্মিন্ স্বরে পুনঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরা্বন্বর্থনামকৌ॥
এতৎ সংমিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারীতি নিগদ্যতে॥

এতেষাং স্থায্যারোহাবরোহিস্বরাণাং॥

স রি গ ম প ধ নী এ বর্ণ সপ্ত স্বর। রচনা বিশেষ অলঙ্কার বহুতর॥

তথাহি॥

বর্ণা ভবন্ত্যলঙ্কারা রচনায়া বিশেষতঃ॥

স্থায়ী ষড়্‌বিংশতি দ্বাদশারোহনিশ্চয়। দ্বাদশাবরোহ সঞ্চারী দ্বাদশ হয়॥ সবে মিলি দ্বাষষ্টি প্রকার অলঙ্কার। ইথে বহু ভেদ তাহা শাস্ত্রেতে প্রচার॥

তথাহি॥

ষড়্‌বিংশতিঃ স্থায়িনঃ স্যুরোহিণো দ্বাদশৈব তু।
সঞ্চারিণো দ্বাদশৈব দ্বাদশৈবাবরোহিণঃ। ইতি ॥
ইতি প্রসিদ্ধালঙ্কারা দ্বাষষ্টিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অলঙ্কার প্রয়োজন বহুবিধ হয়। স্বর জ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসাদিক শাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি ॥

স্বরজ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসৌ রঞ্জলাভশ্চ জায়তে।
বর্ণজ্ঞান-বিচিত্রত্বমলঙ্কারপ্রয়োজনং ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

অলঙ্কারাদ্বিনা রাগা বিস্তারং নাপ্নুবন্তিহি। ইতি ॥

স্থায়িবর্ণমাহ ॥

স্থায়ি বর্ণে অলঙ্কার দিশা ঐছে কয়। যে বর্ণে আরম্ভ তাহা অন্তে পুন হয় ॥ ইথে জানাইয়ে ভদ্র নাম অলঙ্কার। একেক স্বরের হানিক্রম এ প্রস্তার ॥

তথাহি পারিজাতে ॥

যমারভ্যাগ্রিমং গত্বা পুনঃ পূর্ব্বস্বরং বদেৎ ॥
ভদ্রনাম হ্যলঙ্কারমাঞ্জনেয়ো বদেৎ সুধীঃ।
একৈকস্য স্বরস্যাত্র হানাদেব ক্রমো ভবেৎ ॥

উদাহরণং।

সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ। ধনিধ, নিসনি, সরিস ॥

আরোহ বর্ণমাহ ॥

ঐছে দিগ্‌ দর্শাইয়ে আরোহালঙ্কারে। বিস্তীর্ণাখ্যা দীর্ঘ বর্ণ হয় সপ্ত স্বরে ॥

পারিজাতে ॥

মূর্চ্ছনাদেঃ স্বরাদ্যত্র ক্রমেণারোহণং ভবেৎ।
স্থিত্বা স্থিত্বা স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ স বিস্তীর্ণোঽভিধীয়তে॥

উদাহরণং।

সা রী গা মা পা ধা নী॥

আদিদ্বয় হ্রস্ব দীর্ঘ তৃতীয় অক্ষর। প্রচ্ছাদন নাম অলঙ্কার মনোহর॥

পারিজাতে॥

হ্রস্বমাদ্যদ্বয়ং কৃত্বা দীর্ঘং কৃত্বা তৃতীয়কং।
হনূমানাহ সর্ব্বজ্ঞঃ সদ্ধিঃ প্রচ্ছাদনং পরং॥

উদাহরণং।

সরিগা, রিগমা, গমপা। মপধা, পধনী, ধনিসা॥

উদ্বাহিত নাম আদ্য উক্ত চতুর্ব্বার। দ্বিতীয় দ্বিবার দ্বি ত্রি বর্ণ একবার॥

পারিজাতে।

আদ্যং স্বরং চতুর্ব্বারং দ্বিবারঞ্চ তৃতীয়কং।
সকৃদুক্ত্বা তৃতীয়ন্তু তথা সকৃচ্চতুর্থকং॥
উদ্বাহিতোঽলঙ্কারস্তু হনূমদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

উদাহরণং।

সস সস রিরি গম। রিরি রিরি গগ মপ। গগ গগ মম পধ। মম মম পপ ধনি। পপ পপ ধধ নিস॥

অবরোহ বর্ণমাহ॥

অবরোহ অলঙ্কার এই রূপ হয়। কহিতে বাহুল্য ইহা অন্যেও না কয়॥

পারিজাতে ॥

অবরোহক্রমাদেতে দ্বাদশা অবরোহিণী।

গৌরবাদবরোহস্য লেখনং ন কৃতং ময়া ॥

সঞ্চারিবর্ণমাহ ॥

সর্ব্বত্র সঞ্চরে এই সঞ্চারী ইহাতে। দিগ্ দর্শাইয়ে গায়কের সুখ যাতে ॥ আদ্য দ্বয় বর্ণ ত্রিরাবৃত্তি তার পর। তৃতীয় বর্ণের পর দ্বিতীয় অক্ষর ॥ ঐছে উক্ত প্রসাদ নামেতে অলঙ্কার। এ সকল জ্ঞানে সুখ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

পারিজাতে ॥

সঞ্চারিতাশ্চ সর্ব্বত্র সঞ্চারিণো যতস্ততঃ।

আদ্যত্রয়ং ত্রিরাবৃত্ত্যা তৃতীয়ঞ্চ দ্বিতীয়কং ॥

উক্ত্বা তত্র প্রসাদং তমলঙ্কারং জগুর্বুধাঃ ॥

উদাহরণং।

সরি সরি সরি গরি। রিগ রিগ রিগ মগ। গম গম গম পম। মপ মপ মপ ধপ। পধ পধ পধ নিধ। ধনি ধনি ধনি সনি ॥

ইথে এক অলঙ্কারাপেক্ষ নাম হয়। ক্রমে উক্ত প্রথম হইতে স্বরত্রয় ॥

পারিজাতে ॥

ক্রমাৎ স্বরত্রয়ং যত্র জগুরাক্ষেপকং বুধাঃ ॥

উদাহরণং।

সরিগ, রিগম, গমপ। মপধ, পধনি, ধনিস ॥

কোকিলাখ্য বর্ণ সিংহাবলোকন প্রায়। সরি গ সরি গম এ প্রকার ইহায় ॥

পারিজাতে ॥

সরী গশ্চ সরী গোম ইত্যেতৈঃ কোকিলো ভবেৎ ॥

উদাহরণং ।

সরিগ সরিগম । রিগম রিগ মপ । গমপ গমপধ । মপধ মপধনি । পধনি পধনিস ॥

এ সকল স্বর বর্ণালঙ্কার মধুর । ঐছে উচ্চারয়ে যাতে দুঃখ যায় দূর ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চারু মুখচন্দ্র হৈতে । ঝরে যেন সুধা বর্ণালঙ্কার রূপেতে ॥ শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখী-গণ সঙ্গে । গায় বর্ণালঙ্কার পরমাদ্ভুত রঙ্গে ॥ গন্ধর্ব্বাদি গণের হইল দর্প চূর । জগতে উপমা নাই ঐছে সুমধুর ॥ সভা প্রশংসিয়া কৃষ্ণ উল্লসিত মনে । অনিমিষ নেত্রে চাহে রাইমুখ পানে ॥ গ্রহ স্বর অংশ স্বর ন্যাস স্বর ত্রয় । প্রকাসয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ রসের আলয় ॥

অথ গ্রহস্বরমাহ ॥

সপ্তস্বরে যে স্বর গীতাদে সমর্পয় । সেই গ্রহস্বর মুনি ভরতাদি কয় ॥

তথাহি ॥

স গ্রহস্বর ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ ।

সংগীতপারিজাতে চ ॥

গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে ॥

অংশ স্বরমাহ ॥

অংশ স্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে । ভরতাদি ঐছে বহু প্রভাব বাখানে ॥

তথাহি ॥

যো রঞ্জিব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্ব্বে হ্নুগামিনঃ।
যঃ স্বয়ংগ্রহতাং যাতো ন্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ॥
যস্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং স বাদ্যংশো নৃপোপমঃ॥

বাদী রাগাদিনিশ্চয়কর্ত্তেতি গীতপ্রকাশকারঃ। যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাত ইত্যনেন অংশস্বরস্য গ্রহস্বরকারণমিত্যর্থঃ॥

অপরঞ্চ॥

রাগাণাং জীবভূতা যে প্রোক্তাস্তে হ্ংশস্বরা বুধৈরিতি॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে॥

ন্যাস স্বরমাহ॥

ন্যাসস্বর গীতাদিক সমাপ্ত করয়। সে পায় আনন্দ যার ইথে জ্ঞান হয়॥

তথাহি॥

ন্যাসঃ স্বরস্তু সংপ্রোক্তো যো গীতাদিসমাপ্তিকৃৎ।

তথা সঙ্গীতপারিজাতে।

ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের আবেশে। গ্রহ অংশ ন্যাস-স্বর বিন্যাস প্রকাশে॥ শিব ব্রহ্মাদির যাতে হয় চমৎকার। ঐছে স্বর জাত্যাদিক করয়ে প্রচার॥

অথ জাতিমাহ॥

যাতে হইতে জন্মে রাগ তারে জাতি কয়। সে রাগের মাতা পুন জাতি ভেদত্রয়॥ শুদ্ধা বিকৃতাখ্যা হয় এ দ্বয় মিলনে। সঙ্কীর্ণাখ্যা এই ত্রয় কহে বুধগণে॥

তথাহি ॥

যস্যা রাগজনিস্তু জাতিরিহ সা রাগস্য মাতাপি সা।
শুদ্ধাখ্যা বিকৃতা দ্বয়োশ্চ মিলনাৎ সঙ্কীর্ণকা চ ত্রিধা ॥

শুদ্ধা জাতি সপ্তমে ষড়্জাদি স্বরাখ্যান। শুদ্ধা জাতা বিকৃতা কহয়ে বিদ্যাবান্ ॥ বিকৃতাখ্যা একাদশ শাস্ত্রে নিরূপয়। শেষা সঙ্কীর্ণাখ্যা সে বিকৃতা জাতা হয় ॥ শুদ্ধা বিকৃতা এ অষ্টাদশ পরকার। এ দ্বয়ে আচার্য্যগণ কৈলা অঙ্গীকার ॥ শুদ্ধা জাতি ষাড়্জর্ষভা আদি সংজ্ঞা কয়। বিকৃতা ষড়্জ কৈশিকী আদি নাম হয় ॥ ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জ গান্ধার যোগে জাত। ঐছে বিকৃতাখ্যা হয় সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥

তথাহি ॥

শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ।
তা এব বিকৃতাঃ শেষা জাতা বিকৃতিসঙ্করাৎ ॥
ইতি দ্বিধেত্যন্যে।
তদুক্তং হরিনায়কেন।
শুদ্ধাভির্বিকৃতাভিশ্চ মিলিতা জাতয়ঃ পুনঃ।
অষ্টাদশ সমুদ্দিষ্টাস্তা রাগাণাঞ্চ মাতরঃ। ইতি ॥
অয়মেব পক্ষঃ প্রধানইব
প্রতিভাতি, যতঃ প্রাচীনাচার্য্যৈরঙ্গীকৃতঃ।
তদুক্তং নিবন্ধান্তরে।
ষাড়্জর্ষভী চ গান্ধারী মাধ্যমী পাঞ্চমী তথা।
ধৈবতী চাথ নৈষাদী সপ্তৈতাঃ শুদ্ধ জাতয়ঃ।
স্যাৎ ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জ মধ্যমাচ ততঃ পরং।
গান্ধারী পঞ্চমান্ধ্রীচ ষড়্জাপি চবতী তথা।

কার্ম্মারবী নন্দয়ন্তী গান্ধারোদীচ্চরাপিচ।
মধ্যমোদীচ্চরা রক্তগান্ধারী কৈষিকীত্যপি॥
এবমেকাদশ প্রোক্তা বিকৃতা ভরতাদিভিঃ।
শুদ্ধা-সিদ্ধা-বিকৃতানামথ হেতুন্ প্রচক্ষমহে॥
ষড়্জ গান্ধারিকাযোগাজ্জায়তে ষড়্জকৈশিকী।
ষাড়্জকা মধ্যমাভ্যাস্তু জায়তে ষড়্জমধ্যমা॥
গান্ধারীপঞ্চমীভ্যাস্তু জাতা গান্ধারপঞ্চমী। ইত্যাদয়ঃ॥

এ অষ্টাদশের গ্রাম সম্বন্ধ প্রকার। বিস্তারি বর্ণিলা ভরতাদি গ্রন্থকার॥ শ্রুতি আদি অন্তে জাতি কহিল অল্পেতে। এ সব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত জানহ বীণাতে॥

তথাহি॥

শ্রুতিমারভ্য জাত্যন্তং ময়া যদ্বৎ সমীরিতং।
তত্তদ্বীণাস্বেব কিঞ্চিদ্বুধৈর্জ্ঞেয়ং ন চান্যতঃ॥

রাগের জননী জাতি রাসে মূর্ত্তিমন্ত। যানে নিজ সুকৃতি কহিতে নাই অন্ত॥ অহে শ্রীনিবাস রাসক্রীড়া সর্ব্বোপরি। কে কহিতে জানে যৈছে গানের মাধুরী॥ রাই কানু কণ্ঠ ধ্বনি জিনি বীণানাদ। প্রকাশয়ে জাতি যাতে সখীর আহ্লাদ॥ পৃথক্ পৃথক্ রাগগণে প্রকাশিতে। যে কৌতুক বাঢ়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে॥

অথ রাগমাহ॥

ভরতাদি কহে এই রাগের লক্ষণ। ত্রিজগদ্বর্ত্তী চিত্ত রঙ্গে রাগগণ॥ ষোড়শ সহস্র রাগ শাস্ত্রে নিরূপয়। সে সকল মেরু চতুঃপার্শ্বে বিলসয়॥ সে সকল রাগমধ্যে রাগ ষট্‌ত্রিংশত। জগতে বিশ্রুত এই কহে বিজ্ঞ মত॥

তথাহি ॥

যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্ত্রিতয়বর্ত্তিনাং।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥

নারদপঞ্চমসারসংহিতায়াং।

সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতং।
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি তু ষোড়শ ॥

অপরঞ্চ ॥

এষু রাগেষু ষট্ ত্রিংশদ্রাগা জগতি বিশ্রুতাঃ।
সন্তি মেরুচতুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বে তেঽপীতি কেচন ॥

ষট্ত্রিংশতে রাগ ছয় রাগিণী ত্রিংশত। প্রতি রাগে পঞ্চ-ভার্য্যা এহো সুসম্মত ॥ ভৈরবাদি রাগ ছয় এ ছয় ক্রমেতে। ভৈরবী আদি রাগিণী বিদিত শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে ॥

ভৈরবোঽথ বসন্তশ্চ রাগো মালবকৈশিকঃ।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ নটনারায়ণস্তথা ॥
এতে পুংসঃ ষড্রাগাঃ ক্রমাত্তদ্রাগিণীর্ব্রুবে ॥
ভৈরবী কৈশিকী চৈবভাষা বেলাবলী তথা।
বঙ্গালীচেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেহ বল্লভাঃ ॥ ১ ॥
আন্দোলিতাচ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।
মল্লারীচেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য সদানুগাঃ ॥ ২ ॥
গৌরী গুণ্ডকিরী চৈব বরাড়ীচ ক্ষমাবতী।
কর্ণাটী চেতি রাগিণ্যঃ প্রিয়া মালবকৈশিকে ॥ ৩ ॥

গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সাবরী।
রামকির্য্যপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৪ ॥
ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুবল্লভাঃ ॥ ৫ ॥
তারামণী সুধাভীরী কামোদী গুজ্জরী তথা।
ককুভা চেতি রাগিণ্যো নটনারায়ণপ্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥

কেহ কহে ষট্‌রাগ রাগিণী ষট্‌ত্রিংশত। প্রতিরাগে ভার্য্যা ছয় এহো সুসঙ্গত ॥

তথাহি নারদপঞ্চমসারসংহিতায়াং।
রাগাঃ ষড়থ রাগিণ্যঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চারুবিগ্রহাঃ।
শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরপ্রেমরসার্ণবঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরাদ্রবিতোঽভবৎ ॥
তত্র রাগঃ ॥
মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাটঃ ষট্‌ পুংরাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ধানসী মালসী রামকেরীচ সিন্ধুরা তথা।
আসাবরী ভৈরবীচ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ১ ॥
বেলাবলীচ প্রবরা কানড়ী মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২ ॥
বেলা পারীচ গৌরীচ গান্ধারী সুভগা তথা।
কৌমারী চৈব বৈরাটী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৩ ॥
তোড়ীচ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুজ্জরীচ বিভাষাচ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৪ ॥
মায়ূরী দীপিকা চৈব দেশকারীচ পাহড়া।

বরাড়ী মারহট্টাচ এতা হিন্দোলযোষিতঃ ॥ ৫ ॥
নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৬ ॥

ঐছে নানা প্রকার কহয়ে বিদ্যাবান্। কল্পান্তরাভিপ্রায়ে এ হয় সমাধান ॥ দেশে দেশে রাগগণ নাম ভিন্ন হয়। কেহ না করিতে পারে রাগের নির্ণয় ॥

তথাহি ॥

দেশে দেশে ভিন্ননাম্নাং রাগাণাং তত্ত্বনির্ণয়ং।
কোঽপি কর্ত্তুং ন শক্নোতি ন বীণায়া ন তন্ময়া ॥

রাগভেদ ত্রিধা সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়। সম্পূর্ণ ষাড়ব আর ঔড়ব এ ত্রয় ॥

তথাহি ॥

সম্পূর্ণাঃ ষাড়বাস্তত্র ঔড়বশ্চেতি তে ত্রিধা ॥

তে রাগাঃ ॥

তত্র সম্পূর্ণাঃ ॥

যে যে রাস সপ্তস্বরে করয়ে গায়ন। সম্পূর্ণা কহয়ে তারে গীতবিজ্ঞগণ ॥

তথাহি ॥

সম্পূর্ণাস্তে তু যে তত্র জায়ন্তে সপ্তভিঃ স্বরৈঃ।

সপ্তস্বরে সম্পূর্ণা এ পূর্ণ রাগ কয়। শ্রীরাগ নট্ট কর্ণাট আদি বহু হয় ॥

তথাহি ॥

শ্রীরাগনট্টকর্ণাকা এতে গুপ্তবসন্তকাঃ।
শুদ্ধা ভৈরব বঙ্গাল সোমরাগাত্রপঞ্চমাঃ ॥

কামোদো মেঘরাগশ্চ তথা দ্রাবিড়গৌড়কঃ।
বারাটী গুজ্জরী তোড়ী মালবশ্রীশ্চ সৈন্ধবী॥
মালবশ্রীঃ মালসী, সৈন্ধবী সিন্ধুড়েত্যর্থঃ।
দেবকী চৈব রামক্রী তথা প্রথমমঞ্জরী।
নট্টা বেলাবলী গৌরীত্যাদ্যাঃ সম্পূর্ণকা মতাঃ॥
আদিপদেন অন্যেঽপি নাটাদ্যা গৃহ্যন্তে।
তদুক্তং সঙ্গীতসারে॥
নাটঘণ্টারবো নট্টনারায়ণকভূপঞ্জী।
শঙ্করাভরণশ্চেতি পূর্ণরাগা ইমে মতাঃ॥

এ সম্পূর্ণা রাগ গান ফল অতিশয়। সর্ব্বত্র বিদিত সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়॥

তথাহি কোহলীয়ে॥
আয়ুর্ধর্ম্মো যশঃ কীর্ত্তির্বুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ।
রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়তে॥

সম্পূর্ণাদি রাগ মূর্ত্তি রসাদি প্রকার। কহিতে কি এ সকল শাস্ত্রে সুবিস্তার॥ সম্পূর্ণাদি মধ্যে কোন কোন রাগ কেহ। গায় বিপর্য্যয় কল্পভেদে সত্য সেহ॥

তথ ষড়বা॥

ষট্‌স্বরে উত্থিত যে সকল রাগ হয়। সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহে ষাড়ব কহয়॥

তথাহি॥
ষাড়বাস্তেঽভিধীয়ন্তে যে রাগাঃ ষট্‌স্বরোত্থিতাঃ।
গৌড় কর্ণাট গৌরাদি রাগ ষাড়বেতে।
সঙ্গীতজ্ঞ কহে গান ফল বহু ইথে॥

তথাহি ॥

গৌড়ঃ কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী ধন্নাসিকা তথা।

কোলাহলাচ বল্লালী দেশাখ্যা শাবরী তথা ॥

খম্বাবতী হর্ষপুরী মল্লারী হুংচিকা ততঃ।

ইত্যাদ্যাঃ ষড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়কসম্মতাঃ ॥

আদিপদেনান্যে হপি শ্রীকণ্ঠাদ্যা গৃহ্যন্তে।

তদুক্তং সঙ্গীতসারে ॥

শ্রীকণ্ঠৈশ্চৈব ভৌলীচ তারাষালগগৌড়কঃ।

শুদ্ধাভীরী মধুকরী ছায়া নীলোৎপলাপি চ।

ইতি ষাড়বগণনে।

ফলমাহ কোহলঃ ॥

সংগ্রামে বীরতা রূপ-লাবণ্য-গুণকীর্ত্তনং।

গানে ষাড়বরাগাণাং গদিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥

অথ ঔড়বাঃ ॥

পঞ্চস্বরে যে রাগ উত্থিত সে ঔড়ব। ঔড়বে অনেক রাগ কহে বিজ্ঞ সব ॥

তথাহি ॥

তে খ্যাতা ঔড়বা যে হি জায়ন্তে পঞ্চভিঃ স্বরৈঃ।

মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔড়বেতে। বহু ফল মিলে এই ঔড়ব গানেতে ॥

তথাহি ॥

মধ্যমাদিশ্চ মল্লারো দেশপালশ্চ মালবঃ।

হিন্দোলো ভৈরবো নাগধ্বনির্গোণ্ডকৃতিস্তথা ॥

ললিতাচ ততশ্ছায়া তোড়ী বেলাবলী তথা।

প্রতাপপূর্ব্বিকা প্রোক্তা সৈন্ধবী দ্বিতীয়ং তথা।
ইত্যাদ্যা ঔড়বাঃ প্রোক্তা রাগা জনমনোহরাঃ ॥
আদিপদেন তুরস্কগৌড়াদয়ো হপি গৃহ্যন্তে।
তদুক্তং সঙ্গীতসারে ঔড়বগণনে।
তুরস্ক-গৌড়ৌ গান্ধারপুলিন্দমেঘরঞ্জকাঃ। ইতি ॥
ফলমাহ কোহলঃ ॥
ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয়শোকবিনাশনে।
ঔড়বাস্তু প্রগাতব্যা গ্রহশান্ত্যর্থকর্ম্মণে ॥
অথ সঙ্কীর্ণাঃ ॥

কহিল যে রাগ এ অন্যোন্য সংসর্গেতে। সঙ্কীর্ণা কহয়ে বিজ্ঞে শ্রুতি শোভা যাতে ॥

অত্র হরিনায়কঃ ॥
এষামন্যোন্য সংসর্গাৎ রাগাণাং বহুশোহভিধাঃ।
অত্র কেচিত্তু সঙ্কীর্ণাঃ কথ্যন্তে শ্রুতিশোভনাঃ ॥

পৌরবী কল্যাণী আদি সঙ্কীর্ণাখ্য হয়। সঙ্কীর্ণার্থ রাগ-দ্বিত্র্যাদি সংযোগময় ॥

তত্র পৌরবী ॥

দেশী মল্লারী অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয়। ঐছে এ সুগম রাগবিজ্ঞে প্রকাশয় ॥

তথাহি ॥
দেশাখ্যায়াশ্চাথ মল্লারিকায়াঃ
স্যাদংশাভ্যাং পৌরবীয়ং প্রদিষ্টা।
কল্যাণী ॥
বারাট্যাখ্যা নাটকর্ণাটকেভ্যঃ

সম্ভূতেয়ং মঞ্জু কল্যাণিকাখ্যা ॥
সারঙ্গঃ ॥
সারঙ্গঃ স্যাত্তোড়িধন্নাসিকাভ্যাং
গৌরী ॥
শ্রীরাগঃ স্যাদ্দেগৌড়রাগাচ্চ গৌরী।
নট্টমল্লারিকা ॥
জাতা নাটস্যাথ মল্লারকস্য
স্যাদংশাভ্যং নট্টমল্লায়িকা চ ॥
বল্লবী ॥
দেশাখ্যা শাবরী যোগাদ্বল্লবী পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ণাটিকা ॥
কর্ণাটতো ভৈরবতোঽংশকাভ্যাং
কর্ণাটিকাখ্যা গদিতা সকম্পা।
মুখাবরী ॥
সৈন্ধবী তোড়িকা যোগাৎ সমুৎপন্না মুখাবরী ॥
আশাবরী ॥
মল্লারসৈন্ধবী তোড়ী যোগাদাশাবরী ভবেৎ ॥
রামকেলী ॥
গুজ্জরীদেশিকাসঙ্গাদ্রামকেলিরজায়ত ॥
অন্যে ঽপি সন্তি ভূয়াংসো রাগাঃ সঙ্কীর্ণলক্ষণাঃ।
যে যে যথাশ্রুতা দেশে জ্ঞেয়াস্তে তে তথা বুধৈঃ ॥

এ সব রাগের যে যে কালে গানযুক্ত। সে সকল সময় সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত॥ অসময় গানে গায়কের দোষ হয়। গুজ্জরী রাগাদি গানে সে দোষ নাশয় ॥

তথাহি ॥

সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবং।
শ্রেণীবদ্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদং ॥ ইতি ॥
লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিদ্গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ।
সুরসা গুজ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে ॥ ইতি ॥

বসন্ত রামকেরী গুজ্জরী এই ত্রয়ে। সর্ব্বকাল গানে কোন দোষ না জন্ময়ে ॥

তথাহি রত্নমালায়াং ॥

বসন্তো রামকেরী চ গুজ্জরী সুরসাপিচ।
সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোঽভিজায়তে ॥

নারদস্তু বিশেষমাহ ॥

দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতং ॥ ইতি ॥

এ সকল রাগ মূর্ত্তি ধরি সাবহিতে। আপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে ॥ কি বলিব শ্রীনিবাস শ্রীরাসমণ্ডলে। নানা রাগ গানে সুখসমুদ্র উথলে ॥ গানের তুলনা নাই ভুবন ভিতর। পরম অদ্ভুত সুধাবর্ষে পরস্পর ॥ কৃষ্ণ রাই মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করি। প্রকাশয়ে গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী ॥ গীতের লক্ষণ কিছু পূর্ব্বে উক্ত হৈল। এবে জান যৈছে গীতভেদ প্রকাশিল ॥ অনিবদ্ধ নিবদ্ধ দ্বিবিধ গীত হয়। অনিবদ্ধ রাগালাপ রূপী নিরূপয় ॥ বন্ধহীন যে গীত সে অনিবদ্ধ হন। রাগালাপ কহি রাগ প্রকটীকরণ ॥

তথাহি ॥

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদীরিতং।
আলপ্তির্ব্বন্ধহীনঃ স্যাদ্রাগালাপনরূপিণী ॥

তদুক্তং ॥

আলপ্তির্বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতং ॥ ইতি ॥

রাগস্য আলাপনং-প্রকটীকরণমিত্যর্থঃ ॥

আলাপ বর্ণালঙ্কার দুই মত হয় । আতানারি এক আর সরিগমাদয় ॥ হুঙ্কারমাত্র এ আতানারি চতুষ্টয়ে । হরি গৌরী হর ব্রহ্মা ক্রমে নিরূপয়ে ॥

তথাহি নারদসারসংহিতাদৌ ॥

হুঙ্কারাৎ প্রসবশ্চৈব যথা বেদস্য ওমিতি ।

তা শব্দেনোচ্যতে গৌরী নাশব্দেনোচ্যতে হরঃ ।

তানেতি শব্দহুঙ্কারাৎ প্রোথাপ্যন্তে শনৈঃ শনৈঃ ॥

তত্রেচ ॥

আকারেণ হরিঃ প্রোক্তো রিকারেণ পিতামহঃ ।

আতানারীতি শব্দেন সর্ব্বেষামেব সম্ভবঃ ॥

সরি গম পধনী সপ্ত বর্ণালঙ্কার । যড়্জাদিক স্বর বর্ণালাপ এ প্রচার ॥ আলাপে গমক স্থান অতি বিচিত্রিত । ইথে নানা ভঙ্গি মনোহর এ বিদিত ॥ যতেক অতাল তাহা আলাপে প্রবেশ । গীতজ্ঞ আলাপভেদ কহয়ে অশেষ ॥

হরিনায়কস্তু ॥

বর্ণালঙ্কারসংযুক্তো গমকস্থানচিত্রিতা ।

আলপ্তিরুচ্যতে তজ্জ্ঞৈর্ভূরিভঙ্গিমনোহরা ॥ ইতি ॥

এতেন অতালানাং সর্ব্বেষাং আলাপে প্রবেশ ইত্যর্থঃ ।

বর্ণালঙ্কারস্তু নিরর্থকহুঙ্কারাদিশব্দঃ সঙ্গীতোক্তসরিগমে-ত্যাদি বর্ণালঙ্কারশ্চ ॥

আলপ্তের্বহুধা ভেদা ন প্রপঞ্চভিয়েরিতাঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস রাসমণ্ডলী মাঝারে। করয়ে আলাপ সবে অশেষ প্রকারে॥ সে আলাপে কারে বা চমক নাই লাগে। কি ছার কোকিল সে কণ্ঠের ধ্বনি আগে॥ আলাপসময়ে অতি অদ্ভুত বিলাস। নিজ নিজ চতুরতা করয়ে প্রকাশ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে। জগৎ মাতায় তার উপমা কি দিতে॥ বীণাযন্ত্রে আলাপয়ে বৃন্দাবনেশ্বরী। কে বর্ণিতে পারে তার আলাপমাধুরী॥ ললিতাদি সখী নানা যন্ত্রে আলাপয়। আনের কা কথা শুনি পাষাণ গলয়॥ এক মুখে কে কহিবে আলাপপ্রসঙ্গ। উথলয়ে যেন সুধাসমুদ্র-তরঙ্গ। অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হৈয়া পরস্পরে। গায়েন নিবদ্ধ গীত বিবিধ প্রকারে॥

অথ নিবদ্ধমাহ॥

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয়। শুদ্ধা, ছায়া নগ ক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয়॥

তথাহি॥

বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।

শুদ্ধং, ছায়া নগং ক্ষুদ্রমিতি তচ্চ ত্রিধা মতং॥

তৎ নিবদ্ধমিত্যর্থঃ॥

তত্র শুদ্ধমাহ॥

আলাপ ধাতু অঙ্গ সংযুক্ত শুদ্ধ হয়। আলাপ সার্থক পদ এথা নিরূপয়॥

তথাহি॥

আলাপৈর্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ সংযুক্তং শুদ্ধমুচ্যতে।

আলাপোঽত্র সার্থকপদৈরেবেতি সাম্প্রদায়িকা ইত্যর্থঃ॥

হরিনায়কস্তু ॥

আলাপো গমকালপ্তিরক্ষরৈর্বর্জ্জিতা মতেত্যাহ ॥

নিরূপিল নিবদ্ধ গীতের ভেদত্রয়। শুদ্ধ শালগ সঙ্কীর্ণ ঐছে কেহ কয় ॥

সঙ্গীতসারে ॥

শুদ্ধ-শালগ-সঙ্কীর্ণভেদাদ্গীতং ত্রিধা মতং ॥

তত্র ক্ষুদ্রগীতমেব সঙ্কীর্ণশব্দেনোচ্যতে ॥

তচ্চ স্যাত্রিবিধন্তু শুদ্ধকমিদং ছায়া নগং ক্ষুদ্রকং। ইতি তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥

কেহো কহে নিবদ্ধ গীতের সংজ্ঞাত্রয়। প্রবন্ধ বস্তু রূপক এ প্রসিদ্ধ হয়। ধাতু চতুষ্টয় আর ষড়ঙ্গ ইহায়। হইলে প্রকৃষ্ট বদ্ধ প্রবন্ধ কহায় ॥ শুদ্ধ গীতে প্রবন্ধ কহয়ে বিজ্ঞ-গণ। এবে জানো বস্তু আর রূপক লক্ষণ ॥ ধাতু ত্রয়াদি পঞ্চাঙ্গের বস্তু নিরূপয়। দ্বি ধাতুক অঙ্গদ্বয়ে রূপক কহয় ॥

হরিনায়কস্তু ॥

সংজ্ঞাত্রয়প্রবন্ধস্য প্রবন্ধো বস্তুরূপকং।

চতুর্ভির্ধাতুভির্বদ্ধস্ত্বঙ্গৈঃ ষড়্ভিশ্চ কল্পিতঃ ॥

প্রকৃষ্টো যশ্চ বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে ॥ ইত্যর্থঃ ॥

এতেন শুদ্ধগীতমেব প্রবন্ধ ইত্যুচ্যতে ॥

ত্র্যাদিভির্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ পঞ্চভির্বস্তু কথ্যতে।

দ্বিধাতুকং তথা দ্ব্যঙ্গরূপকং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ইতি ॥

অথ ধাতুমাহ ॥

প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু নিরূপয়। অবয়ব জানো ভাগ বিশেষ কহয় ॥

কেহো কহে ধাতু চারি উদ্গ্রাহক আর। মেলাপক ধ্রুবাভোগ ক্রমে এ প্রচার॥ উদ্গ্রাহ প্রথম মেলাপক তদুপরি। তার পর ধ্রুব অন্তে আভোগ এ চারি॥

তথাহি॥

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্দ্ধা প্রকীর্ত্তিতঃ।
উদ্গ্রাহক-মেলাপক-ধ্রুবা ভোগ ইতি ক্রমাৎ॥
উদ্গ্রাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগস্ত্বন্তিমো মতঃ॥

প্রবন্ধ লক্ষণে কেহো ঐছে নিরূপয়। উদ্গ্রাহ ধ্রুব আভোগ ধাতু এই ত্রয়॥ গীতের প্রথম পাদ উদ্গ্রাহ কহয়ে। ধ্রুব মধ্যে অন্তেতে আভোগ নিরূপয়ে॥

তথাহি শিরোমণৌ॥

উদ্গ্রাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবো মধ্য আভোগশ্চান্তিমঃ স্মৃতঃ॥
ধ্রুবত্বাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুনরুপাদানাদিত্যর্থঃ॥

ধ্রুব আর আভোগের মধ্যে যে চরণ। অন্তরাখ্যা ধাতু তারে কহে বিজ্ঞগণ।

তথাহি হরিনায়কেনোক্তং॥

ধ্রুবাভাগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ॥ ইতি॥

আভোগেতে কবি নায়কের নাম হয়। এই হেতু গীতজ্ঞ আভোগ সংজ্ঞা কয়॥

তথাহি॥

আভোগে কবিনাম স্যাত্তথা নায়কনাম চ॥

প্রবন্ধে যে ধাতু সে লক্ষণ ঐছে হয়। গীত বিজ্ঞগণ

নানা গীতে প্রকাশয় ॥

গীতে যথা ॥

পঠমঞ্জরী ॥

উদিত পূরণ, নিশি নিশাকর, কিরণ করু তম দূরি। ভানু-নন্দিনী, পুলিন পরিসর, শুভ্র শোভত ভূরি ॥

উদ্গ্রাহঃ ॥

মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল, চলত মলয় সমীর। ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু কত কূহকে কোকিল কীর ॥

মেলাপকঃ ॥

বিহরে বরজ কিশোর। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী পেখি পরম বিভোর ॥

ধ্রুবঃ ॥

দেব দুলহ সুরাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ। বংশীকর গহি, অধর পরশত, মোদ ভরুহিয় মাঝ ॥ রাধিকাগুণ চরিত-ময় বর বিরচিব বহুবিধ গীত। গানরত রতিমাথ মদ ভর হরণ নিরুপম নীত ॥

অন্তরা ॥

কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জনু মেহ। ভনব কিয়ে ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ ॥

আভোগঃ ॥

অথাঙ্গান্যাহ ॥

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার। ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ গীত সর্ব্বত্র প্রচার ॥ স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল। এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥ স্বর সরি গম পধাদিক নিরূপয়।

গুণ নামযুক্ত মতে বিরুদ কহয়॥ পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে। তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে॥ পাঠ বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি। তাল চচ্চৎ পুট যত্যাদিক যথাবিধি॥ এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য্য নিরূপয়। বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয়॥

তথাহি॥

প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি স্বরশ্চ বিরুদঃ পদং।
তেনক পাঠতালৌচ স্বরাঃ সরি গ মাদয়ঃ॥
গুণোল্লেখতয়া যত্তদ্বিরুদং পরিকীর্ত্তিতং।
ততো হন্যবাচিকং যত্তু তৎ পদং সমুদাহৃতং॥
তেনেতি শব্দস্তেনঃ স্যান্মঙ্গলার্থে হ্বধারিতঃ।
ধাং ধাং ধুগ ধুগেত্যাদ্যাঃ পাঠা বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ।
আদি যত্যাদিকাস্তালাস্তালঃ স কথয়িষ্যতে॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

পদতালস্বরাঃ পাঠাস্তেন বিরুদনামকঃ।
ইতি গীতে ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনীষিভিঃ॥
পদানি বাচকাঃ শব্দাস্তালাশ্চচ্চৎপুটাদয়ঃ।
স্বরাঃ ষড়্জাদয়স্তে স্যুঃ পাঠো বাদ্যোদ্ভবাক্ষরং।
তেন স্যান্মঙ্গলঃ শব্দো বিরুদং গুণনামযুক্॥

প্রবন্ধের জাতি পঞ্চ মেদিনী নন্দিনী। দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি॥ ষড়ঙ্গ মেদিনী নাম পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী। চারি অঙ্গ দীপনী এ ত্রয়াঙ্গ পাবনী॥ অঙ্গদ্বয় তারাবলী গীত-বিজ্ঞ কহে। ইথে জান একাঙ্গ প্রবন্ধ সিদ্ধ নহে॥

তথাহি॥

জাতয়ঃ স্যুঃ প্রবন্ধানাং পঞ্চৈব মুনিসম্মতাঃ।
মেদিনী নন্দিনী দীপন্যথ স্যাৎ পাবনী তথা॥
তারাবলী তথৈতাসাং লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে।
ষড়ঙ্গা মেদিনী প্রোক্তা পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী তথা॥
দীপনী চতুরঙ্গা স্যাৎ পাবনী ত্র্যঙ্গিকা মতা।
দ্ব্যঙ্গা তারাবলী প্রোক্তা পুরাণৈর্গীতবেদিভিঃ।
এতেন একাঙ্গঃ প্রবন্ধো ন ভবতীতি প্রতিপাদিতং॥
সঙ্গীতপারিজাতে॥
প্রবন্ধজাতয়ঃ পঞ্চ বর্ত্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
ষড়্‌ভিরঙ্গৈর্মেদিনী স্যান্নন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ॥
চতুর্ভির্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভিরঙ্গৈস্তু পাবনী।
দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে॥

শুদ্ধ প্রবন্ধের ভেদ অন্ত নাহি হয়। বিবিধ প্রকারে সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়॥

তথাহি॥
ভেদঃ শুদ্ধপ্রবন্ধানামানন্ত্যাদেক এব হি॥
তত্রাপি॥
তালেনৈকেন বাদ্যাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বহুভিস্তথা।
প্রবন্ধান্ সুকবির্নূনং যথেচ্ছমুপকল্পয়েৎ॥
কিঞ্চ॥
বহুতালাঃ প্রবন্ধাস্তু রাগৈর্ব্বহুভিরেবচ।
একরাগেণ বা কল্প্যাঃ পাঠাদীনাং বিধানতঃ।
ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান্ কাৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি॥
তদুক্তং॥

ন রাগাণাং ন তালানাং ন বাদ্যানাং বিষেশতঃ।
নাপি প্রবন্ধগীতানামন্তো জগতি বিদ্যতে॥ ইতি॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রিয়াসহ রাসে। ব্রহ্মাদি অগম্য শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশে॥ গানে মগ্ন রাই কানু শোভা নিরখিয়া। বৃন্দাদেবী আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাগুণ মহিমা বর্ণনে। করয়ে নিদেশ শুক শারী পিকগণে॥ বৃন্দাদেশে হর্ষ শুক শারী পিকগণ। শ্রীকৃষ্ণরাধিকা গুণ করয়ে বর্ণন॥

শুকঃ প্রাহ। ষড়ঙ্গা মেদিনী গীতে যথা॥

জয় জনরঞ্জন কঞ্জনয়ন ঘন অঞ্জননিভ নব নাগর ঐ ঐ।
গোকুল কুলজা কুলধৃতি মোচন চন্দ্রবদন গুণ সাগর ঐ ঐ॥
নন্দ তনুজ ব্রজভূষণ রসময় মঞ্জুল ভুজ মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ।
শ্রীবৃষভানু তনয়া হৃদিসম্পদ মদনার্ব্বুদ মদ মর্দ্দন ঐ ঐ॥
গীত নিপুণ নিধুবন নয় নন্দিত নিরুপম তাণ্ডবপণ্ডিত ঐ ঐ।
ভানুতনয়া পুলিনাঙ্গণ পরিসর রমণীনিকর মণিমণ্ডিত ঐ ঐ॥
বংশীধর ধরণীধর কৃত বন্ধুর অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ।
কুন্দরদন কমনীয় কৃশোদর বৃন্দাবিপিন পুরন্দর ঐ ঐ॥
কৃষ্ণকেলি কলহৈক ধুরন্ধর ধা ধা ধি ধি ত গ ধেন্না ঐ ঐ।
স স্বরি গরি নরহরিনাথ এ ই অ ইতি অই অই অতেন্না ঐ ঐ॥

সারিকা প্রাহ॥

মেদিনী গীতে যথা॥

জয় জগত বন্দিনী, বিদিত নৃপনন্দিনী, রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী। শ্যাম মনোরঞ্জিনী, ধৈর্য্য ভর ভঞ্জিনী, কঞ্জ-খঞ্জন মীন গঞ্জি মৃগলোচনী॥ কান্তিজিত দামিনী, পরম অভি-রামিণী, ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদমর্দ্দিনী। মঞ্জু মৃদুহাসিনী,

ললিত কলভাষিণী, ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্দ্ধিনী॥ সুভগ শৃঙ্গারিণী, নব নব বিহারিণী, বৃন্দাবিপিনবিনোদিনী গজ-গামিনী। রাসরসরঙ্গিণী, মধুরতরঙ্গিণী, সকল রমণীমণি নর-হরি-স্বামিনী॥ ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা বিত কতো থুন্না দৃমিকি ত্রিগণ্ড তকতা তা থৈয়া। সরি রিগম পমগ মম্ম গরি সাস্সাতি অই তেন্না তেন্না তে নাং তি অই ঐ আ॥

পিকঃ প্রাহ। পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী। গীতে যথা॥

জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় কেশব কমলেক্ষণ জন রঞ্জনু আ।
যুবতি কঞ্জবন কুঞ্জর মঞ্জু প্রিয়া হৃদি পঞ্জর খঞ্জনু আ॥
বন্ধুর বদনচন্দ্র মধুরস্মিত রাধাধৃতি ভর ভঞ্জনু আ।
সুন্দর নটবর নন্দতনুজ নব নব তরুণী নয়নাঞ্জনু আ॥
সরি গম গম পম মম্মম গরিস তেন্না তেন্নাতি অতি অই ইয়া।
অই নরহরি মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ আই অতি অই তিয়া॥

অহে শ্রীনিবাস পক্ষিগণ নানা মতে। গায় রাধাকৃষ্ণের সুযশ শুদ্ধ গীতে॥ গীত প্রবন্ধের ভেদ কহিল না হয়। শক্তি বর্ণ বিশেষাদি শাস্ত্রে নিরূপয়॥ এলাদি ঢুষ্কর তাহে গীত ষড়্বিংশতি। সুগম দুর্গম শাস্ত্রে প্রকাশিল ইথি॥ প্রথমেই পঞ্চতালেশ্বর নাম হয়। তদুপরি বর্ণ স্বরে ভেদ চতুষ্টয়॥ স্বরাদি বর্ণ স্বর পাঠাদি বর্ণ স্বর। পদাদি বর্ণ স্বর তেনাদি বর্ণ স্বর॥ তদুপরি স্বরার্থ মাতৃকা গীত কয়। গীতবিজ্ঞ ঐছে ষড়্বিংশতি নিরূপয়॥

তথাহি॥

এলাদ্যা ঢুষ্করাঃ সন্তি প্রবন্ধা মুনিভাষিতাঃ।
তেভ্যঃ ষড়্বিংশতিঃ প্রোক্তা হরিনায়কসূরিণা॥

কথ্যন্তে ক্রমশস্তে চ নামমাত্রেণ কেবলং।
পঞ্চতালে স্বরো বর্ণস্বরশ্চৈবাঙ্গচারিণী ॥
স্বরার্থমাতৃকা চৈব তথা রাগকদম্বকঃ।
স্বরাদ্যকরণং বর্ণ্যান্যথ তালার্ণবস্তথা ॥
শ্রীরঙ্গঃ শ্রীবিলাসশ্চ পঞ্চভঙ্গিস্ততঃ পরং।
পঞ্চাননো মাতিলকো সিংহনীলস্তথাপরঃ ॥
ত্রিভঙ্গিহংসনীলশ্চ তথা হরিবিলাসকঃ।
সুদর্শনঃ স্বরাঙ্গঃ শ্রীবর্দ্ধনো হর্ষবর্দ্ধনঃ ॥
বীরঃ শ্রীমঙ্গলশ্চৈব লাহড়ী চ প্রকীর্ত্তিতা ॥
নবরত্নাভিধঃ প্রোক্তস্তথা সরভনীলকঃ ॥
কণ্ঠাভরণনামা চেত্যেতে ষড়্‌বিংশতির্মতাঃ।
চন্দ্রপ্রকাশকাদ্যাশ্চ বিদ্যন্তে ষট্‌ তথাপরে ॥ ইতি ॥

এ সকল প্রবন্ধ লক্ষণ সুবিদিত। বর্ণে কল্যাণ যাতে সর্ব্ব মনোহিত ॥ বৃন্দাদেশে ভ্রমর পরম কুতূহলে। স্বরার্থ প্রবন্ধ গায় গুঞ্জরের ছলে ॥ স্বরার্থ প্রবন্ধাক্ষর সরি গমাদয়। শুদ্ধ মিশ্র দ্বিভেদে যথেচ্ছা নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

যত্র স্বরাক্ষরৈরেব বাঞ্ছিতার্থোঽভিধীয়তে।
স স্বরার্থো ভবেদ্দ্বেধা শুদ্ধমিশ্রপ্রভেদতঃ ॥

স্বরাক্ষরৈঃ সরি গম পধনিভির্যথেচ্ছং বাঞ্ছিতার্থোঽভিধীয়তে চেত্তদা স্বরার্থ ইত্যর্থঃ ॥

স্বরার্থ প্রবন্ধ রঙ্গে ভৃঙ্গ প্রকাশয়। শুনি শ্রীললিতাদি সখীর সুখোদয় ॥

তদ্যথা ॥

রাগঃ কেদারঃ ॥

জয় রসিকশেখর কৃষ্ণকোমল অঙ্গ অঞ্জন ঘনতিমা। স্মিত অমৃত ত্রক্ষিত মুখ মৃগাঙ্ক সুকিরণ নির্ম্মল কৃতদিশা ॥ জিত-জলজ মঞ্জু বিশাল লোচন তরুণীগণ ধৃতি ধনহরা। ব্রজবিজয়ি নবযুবরাজ নটবর বংশীধর অরুণাধরা ॥ রতিনাথ মদহর মধুর রাসবিলাসি সুন্দর নিরুপমা। ব্রজরমণীমণি-মুখপদ্ম পরিমল লুব্ধ বঙ্ক রতন সমা ॥ নবকুঞ্জ ভূপ ভুজঙ্গ দমন মনোজ্ঞবেশ বিবিধবিধা। ঘনশ্যাম মৃদবর্দ্ধন পম গমম্মগরি মপ ধনি পধ

ঐছে নানা পক্ষিগণে বৃন্দা নিদেশয়। বিবিধপ্রবন্ধ গানে সবে সন্তোষয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণপ্রিয়া সহ রাসে। শুদ্ধ-গীত প্রবন্ধের সীমা পরকাশে ॥ শুদ্ধ মধ্যে কেহ শূড় প্রবন্ধ কহয়। কেহ ছায়ালগ মধ্যে শূড় প্রকাশয় ॥

অথ ছায়ালগঃ ॥

শুদ্ধ ছায়া লগ্ন হেতু ছায়ালগ কয়। ইথে তাল বাদ্যাদি কল্পিত শূড় হয় ॥ বহু তালে গুম্ফন এ শূড় মনোহর। ছায়া-লগ সংজ্ঞা রসালগ নামান্তর ॥

তথাহি ॥

শুদ্ধস্য লগতিচ্ছায়াং যত্তু চ্ছায়ালগং বিদুঃ।
রঞ্জকং তত্তবেত্তালৈর্বাদ্যাদ্যৈঃ শূড়কল্পিতং ॥

বহুতালানামেকত্র গুম্ফনং শূড় ইত্যর্থঃ। ছায়াংলগতীত্য-নেন শুদ্ধস্য যৎকিঞ্চিল্লক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥

তদুক্তং ॥

উক্তানামেব ভাবানাং ছায়ামাত্রং ভবেদ্যদি।
ছায়ালগঃ স বিজ্ঞেয়ো মুনিভির্ভরতাদিভিঃ॥
অস্য সালগমিতি নামান্তর মপীত্যর্থঃ। তদুক্তং হরিনায়কেন॥
অথ ছায়ালগো যস্তু শূড়ঃ স এব সালগঃ॥ ইতি॥
মতভেদে সালগ শূড় বহুত্ব হয়। তথাচ ধ্রুবকাদি প্রশস্ত নিরূপয়॥
তথাহি দামোদরপঞ্চমসারসংহিতয়োঃ।
ধ্রুবকো মণ্ঠকশ্চৈব প্রতিমণ্ঠো নিশারুকঃ॥
বাসকঃ প্রতিতালশ্চ তথান্যা চৈকতালিকা।
যতিশ্চ ঝুমরী চেতি সালগং শূড়মীরিতং॥
ধ্রুবকাদীনাং ভেদমাহ॥
ধ্রুবকাঃ ষোড়শ প্রোক্তা মণ্ঠকাঃ ষট্প্রকারকাঃ।
প্রতিমণ্ঠাশ্চ পঞ্চৈব সপ্ত খ্যাতা নিশারুকাঃ॥
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ।
একতালীচ ত্রিবিধা চতস্রো যতয়ো মতাঃ॥
একৈব ঝুমরিশ্চেতি সালগাঃ কথিতা ইমে।
কেহপ্যাহুশ্চর্চ্চরীকাদ্যাঃ সন্ত্যন্যে দশ সালগাঃ।
ঊনবিংশতিরেবং তে ভবন্তি ভূরি সালগাঃ॥
ধ্রুবকাদি লক্ষণ দুষ্কর অতিশয়। নয়তালে শূড় এ সর্ব্বার্থে সুখোদয়॥
তথাহি॥
আদির্যতির্নসারুশ্চাজ্ঞতালস্ত্রিপুটস্তথা।
রূপকো ঝম্পকো মণ্ঠ একতালীতি কীর্ত্তিতা॥

এভিস্তু নবভিস্তালৈঃ কথিতঃ শূড় উচ্যতে ।
ইত্যেষ রংগুকঃ শূড়ো গানে বাদ্যে চ নর্ত্তনে ॥ ইতি ॥

শূড়াদি প্রবন্ধ ভেদ বিবিধ প্রকার। লক্ষণোদাহরণাদি শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ গীতে তাল যুক্ত তাল বিনা শুদ্ধি নয় । যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয় ॥ তাল শব্দ ব্যুৎপত্তি অনেক পরকার ॥ আচার্য্যগণেতে তাহা করিল প্রচার ॥

তথাহি ॥
বিনা তালেন গীতাদের্গীতশুদ্ধির্ন জায়তে ।
কর্ণধারং বিনা নাব ইবাতস্তান্ * প্রচক্ষ্মহে ॥
তত্রাচার্য্যৈস্তালপব্দে ব্যুৎপত্তির্বহুধেরিতা ॥

তত্র হরিনায়কঃ ॥
সময়স্য সমত্বেন রঞ্জকত্বেন চাধিকং ।
তালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যত্তালো নিগদ্যতে ॥ ইতি ॥
তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি । তল প্রতিষ্ঠায়াং ধাতুঃ ॥

সঙ্গীতসারেতু ॥
তকার ঈশো গিরিজা লকার-
স্তালস্ততঃ স্যাৎ শিবশক্তিযোগাৎ ।
তলেস্তু ধাতোর্যঞি বেহতাল-
স্তালোহথবা স্যাত্তলয়োস্তু যোগাৎ ॥

রত্নমালায়াং ॥
তকারঃ শরজন্মা স্যাদকারো বিষ্ণুরুচ্যতে ।
লকারো মারুতঃ প্রোক্তস্তালে দেবা বসন্ত্যমী ॥

বাচস্পতিস্তু ॥
হস্তাঙ্গুলিপ্রসরণা কুঞ্চনাদিক্রিয়া হি যা ।

---
* অতঃ কারণাৎ তান্ প্রচক্ষ্মহে বদাম ইতি যোজনা ।

তয়া কালস্য মানং যৎ স তাল ইহ কথ্যতে ॥ ইতি ॥

অথ তালানাহ ॥

তাল চঞ্চৎপুট চাচ পুটাদি প্রধান। একাধিক শত তাল সর্ব্বত্র প্রমাণ ॥

তথাহি ॥

চঞ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ ষট্ পিতা পুত্রকস্তথা।
সম্পর্কেহষ্টক উদঘট্ট আদিতালশ্চ দর্পণঃ ॥
চর্চ্চরীসিংহলীলশ্চ কন্দর্পঃ সিংহবিক্রমঃ।
শ্রীরঙ্গো রঙ্গলীলশ্চ রঙ্গতালঃ পরিক্রমঃ ॥
প্রত্যঙ্গো গজলীলশ্চ ত্রিভিন্নো বীরবিক্রমঃ।
হংসলীলো বর্ণলীলো রাজচুড়ামণিস্তথা।
রঙ্গদ্যোতো মাজতালঃ সিংহবিক্রীড়িতস্তথা ॥
বনমালীবর্ণতালো মিশ্রো রঙ্গপ্রদীপকঃ ॥
হংসনাদঃ সিংহনাদো মল্লিকামোদসংজ্ঞকঃ।
ততঃ শরভলীলশ্চ রঙ্গাভরণ এবচ ॥
ততস্তুরগলীলশ্চ তস্মাচ্চ সিংহনন্দনঃ।
জয়শ্রীর্বিজয়ানন্দঃ প্রতিতালো দ্বিতীয়কঃ ॥
মকরন্দঃ কীর্ত্তিতালো বিজয়ো জয়মঙ্গলঃ।
রাজবিদ্যাধরো মঠ্যো জয়তালঃ সুদুর্ব্বলঃ ॥
ততো নিঃশারুকঃ ক্রীড়াত্রিভঙ্গী কোকিলপ্রিয়ঃ।
শ্রীকান্তো বিন্দুমালীচ সমতালশ্চ নন্দনঃ ॥
উদীক্ষণো মল্লিকাচ ঢেঙ্কিকা বর্ণমণ্ঠিকা।
অভিনন্দোহন্তরক্রীড়া লঘুতালশ্চ দীপকঃ ॥
অনঙ্গতালো বিষমো সান্দীকুন্দমুকুন্দকৌ।

একতালীচ কঙ্কালশ্চতুশ্চালশ্চ খংখুড়ী॥
অভঙ্গো রাজঝঙ্কারস্তথৈব লঘুশেখরঃ।
প্রতাপশেখরশ্চান্যো গজঝম্পশ্চতুর্মুখঃ॥
ঝঙ্কারঃ প্রতিমণ্ঠশ্চ তথা তালস্তৃতীয়কঃ।
তস্মাদুপরি বিজ্ঞেয়ো বসন্তো ললিতঃ শিবঃ॥
করশাখাচ ষট্‌তালো বর্দ্ধনো বর্দ্ধকস্তথা।
রাজনারায়ণস্তস্মাদ্বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মদনশ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ পার্ব্বতীলোচনস্তথা।
ততঃ সারঙ্গতালঃ স্যাত্ততঃ শ্রীনন্দিমর্দ্ধনঃ॥
লীলাবিলোকিতশ্চান্যো ললিতাপ্রিয় এবচ।
জনকশ্চৈব লক্ষ্মীশো রাগবর্দ্ধনসংজ্ঞকঃ॥
উৎসবশ্চেতি তালানামেকেনৈবাধিকং শতং॥ ইতি॥
দামোদরাদাবেতেষাং কেষুচিদ্দৃশ্যতে হন্যথা।
ঋষীণাং মতবাহুল্যাদ্বিকল্পে তেষু কা ক্ষতিঃ॥

এ সকল তালের লক্ষণোদাহরণ। করিল প্রচার সুখে সঙ্গীতজ্ঞ গণ॥ তালাঙ্গ পঞ্চধা অনুদ্রুতাদিক কয়। আর লঘু মাত্রাদি নিয়ম নিরূপয়॥

তথাহি॥
অনুদ্রুতো দ্রুতশ্চৈব লঘুর্গুরুতরঃ পরং।
প্লুতশ্চৈব ক্রমেণৈব তালাঙ্গানি তু পঞ্চধা॥
অনুদ্রুতং বিনান্যেষাং সঙ্গাদলগপাত্মিকাঃ।
লঘ্বেকমাত্রঞ্চ গুরুর্দ্বিমাত্রঃ
প্লুতস্ত্রিমাত্রো দ্রুতমর্দ্ধমাত্রং।
অনুদ্রুতস্তু দ্রুতকার্দ্ধমাত্রং

বিরাম ইত্যস্য ভবেচ্চ নাম ॥

অনুদ্রুত দ্রুত লঘু গুরু প্লুতেত্যাকারঃ ॥ ( আকারো যথা—, ।, ৬, । । ।, ) ॥ এতেষাং সাবধিকঘাতস্থানমাহ ॥

দ্রুত হস্তাঘাত উচ্চাঙ্গুলি চতুষ্টয়। লগপাষ্ট যোলো চতুর্ব্বিংশতি এ হয় ॥

তথাহি ॥

দ্রুতাশ্রয়স্তু কথিতং চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতং ॥

উচ্ছ্রিতং উচ্চমিত্যর্থঃ ॥

লঘুরষ্টাঙ্গুলঃ প্রোক্তো গুরুঃ স্যাৎ যোড়শাঙ্গুলঃ।

প্লুতস্ত্র্যষ্টাঙ্গুলশ্চাপি দ্রুতঃ কিঞ্চিৎকরক্রিয়া ॥

অথৈবাং ধরণপ্রকারমাহ ॥

সশব্দ নিঃশব্দ তাল দ্বিবিধ ধরণ। গুরুপ্লুতদ্বয়াদে নিঃশব্দ প্রয়োজন ॥ তালৈক সশব্দ এক নিঃশব্দ গুরুতে। প্লুতে এক শব্দদ্বয় নিঃশব্দানুদ্রুতে ॥ নিঃশব্দরহিত তাল লঘু দ্রুতদ্বয়। উচ্চ হস্তাঘাতে তাল সশব্দ কহয় ॥

তথাহি ॥

সশব্দং শব্দহীনঞ্চ তালস্য ধরণং দ্বিধা।

উচ্চৈর্ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেক এব লঘোঃ পরং।

গুরোর্ঘাতদ্বয়ং প্রোক্তমেকো নাদঃ পরো হ্স্বনঃ।

সোঽপ্যর্দ্ধং যাতি চ লঘোরর্দ্ধনাদাদ্দ্রুতা ইতিঃ ॥

প্লুতে ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেকো ঘাতদ্বয়ং ততঃ।

তন্নিঃশব্দমেক ঊর্দ্ধং প্রপতেদপরস্ত্বধঃ ॥

তালের প্রভেদ যত তার নাই অন্ত। শ্রীরাসমণ্ডলে সবে হৈলা মুর্ত্তিমন্ত ॥ কৃষ্ণ হস্তদ্বয় যোগে মধুর ভঙ্গিতে।

ঐছে তাল ধরে তার উপমা কি দিতে॥ শ্রীরাধিকা অদ্ভুত ভঙ্গিমা প্রকাশিয়া। হস্তে হস্ত সংযোজয়ে ঈষৎ হাসিয়া॥ হস্তাঘাত বলয়াদি ধ্বনি সম্মিলনে। যে অপূর্ব্ব হয় তা বর্ণিব কুন জনে॥ নানা ভাতি হস্তাঘাত নানা তাল গীতে। লক্ষ্মী আদি বিস্ময় সে উপমা কি দিতে॥ রাধিকার গণ যত সবে চমৎকার। কেহ কুন তালে গীতে করয়ে প্রচার॥ ছায়ালগে গীত যে দুষ্কর অতিশয়। ললিতা সুন্দরী তাহা সুখে প্রকাশয়॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ ললিতাদি প্রতি। ক্ষুদ্র গীত গাইতে দিলেন অনুমতি॥

অথ ক্ষুদ্রগীতমাহ॥

তাল ধাতু যুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত। ধাতু পূর্ব্ব উক্ত উদ্গ্রাহাদি যথোচিত॥

তথাহি॥

তালধাতুযুতং বাক্যমাত্রং ক্ষুদ্রমিতীর্য্যতে॥

শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয়। অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয়॥ ক্ষুদ্রগীতভেদ চারি চিত্রপদা আর। চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালী প্রচার॥

তথাহি॥

তচ্চতুর্ব্বিধমেব স্যাত্তত্র চিত্রপদাগ্রিমা।

চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালীতি প্রভেদতঃ॥

এ সকল গীতের লক্ষণ সুবিস্তার। পদ বৈচিত্রীতে চিত্র কলাখ্যা প্রচার॥

তথাহি॥

কেবলং পদমাত্রেণ বৈচিত্র্যং যত্র দৃশ্যতে।

ন ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং জ্ঞেয়া চিত্রপদেতি সা ॥
পদবৈচিত্র্যন্তু অকঠোরানুপ্রাসপ্রসাদাদিগুণযুক্তত্বং ॥
ইতি চিত্রপদা ॥

অথ চিত্রকলা ॥

চিত্রকলা ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন অন্য সম। পাদত্রয় অষ্টাবধি এ গীত নিয়ম ॥

তথাহি ॥

উদ্গ্রাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে যদি।
ত্র্যাদ্যাষ্টাবধিপাদাঢ্যা জ্ঞেয়া চিত্রকলাহি সা ॥

ধ্রুবপদাদি লক্ষণ সর্ব্বত্র বিদিত। ভাষা সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত ॥ গীত সংস্কৃত ভাষাদি প্রসিদ্ধ হয়। দিব্যাদি প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥

তদুক্তং ॥

দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব গীতং স্যাদ্দিব্যমানুষং।
দিব্যং সংস্কৃতসম্পন্নং মানুষং প্রাকৃতোত্থিতং ॥
সংস্কৃতপ্রাকৃতোত্থঞ্চ দিব্যমানুষমুচ্যতে।
কেচিদ্দেশবিশেষোত্থভাষয়া মানুষং বিদুঃ ॥
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যা দেশভাষাদিহেতবঃ।
যেষু যেষু চ দেশেষু যা ভাষাশ্চৈকবল্লভাঃ ॥
তাস্তু তত্তজ্জনালাপাদাহৃত্য প্রতিযোজয়েৎ ॥

কেহ গীত রচনাদি বিশেষ নিরূপয়। সম অর্দ্ধ সম বিষমাখ্য ভেদত্রয় ॥

তথাহি কোহলে ॥

সমমর্দ্ধসমং চেতি বিষমং গীতকং ত্রিধা।

পাদৈঃ সমানমাত্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সমমুচ্যতে ॥
তৃতীয়প্রথমৌ পাদৌ সমৌ তু দ্বিচতুর্থকৌ।
জায়তে যস্য গীতস্য তদর্দ্ধসমমীরিতং ॥
চত্বারোঽপি পৃথক্ পাদা যস্য মাত্রানুসংখ্যয়া।
তদ্গীতং বিষমং প্রাহুর্ম্মুনয়ো ভরতাদয়ঃ ॥

গীতে যে বিশেষ আর অন্যে কি জানয়। শ্রীরাসবিলাসে কৃষ্ণ সব প্রকাশয় ॥ সখীগণ গানে কৃষ্ণ উল্লসিত মনে। কত প্রশংসিয়া আলিঙ্গয়ে সখীগণে ॥ সখী আলিঙ্গনে রাধিকার মহাসুখ। আনে কি জানিবে গীতে বাঢ়ে যে কৌতুক ॥ কহিতে কি গীত গুণ বহুবিধ হয়। যে সকল শ্রীরাসমণ্ডলে বিলসয় ॥

অথ গীতগুণাঃ ॥

গীতগুণ গীতজ্ঞ এ করিলা প্রচার। গ্রহ লয় যতি মান বিচিত্র প্রকার ॥ ধাতু পুনরুক্ততাত্র এ নবনবত্তা। মাতুবাক্যে নৈকার্থতা রাগ স্বরম্যতা ॥ গমক অর্থ নৈর্ম্মল্যেতে না নঃ পাঠস্বর। বিবিধ আকার সংযোজন মনোহর ॥ গীত গুণ জান এই গ্রহাদিক নয়। ইথে আর বিবিধ প্রকার ভেদ হয় ॥

তথাহি ॥

গীতস্যাথ গুণাগ্রহো লয়যতী মানস্য বৈচিত্র্যকং,
স্যাদ্ধাতোঃ পুনরুক্ততা নবনবত্বং চেতি নৈকার্থতা।
মাতোরাগস্থরম্যতাথ গমকশ্চার্থস্য নৈর্ম্মল্যকং,
তেন্নানাং স্বরপাঠয়োশ্চ বিবিধাকারেণ সংযোজনং ॥
কিঞ্চ ॥

এষু সর্ব্বেষ্বপি গুণেষ্বাবশ্যকতমস্ত্বিদং ॥
গুণালঙ্কাররসবদ্বাক্যস্য গ্রহণন্তু যৎ ॥

গ্রহাদি যতেক গুণ কৈল নিরূপণ। ইহা নানাপ্রকারে বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥

তত্র গ্রহমাহ ॥

গ্রহ অনাগত সম অতীত এ ত্রয়। অনাগত গ্রহাদি এ সংজ্ঞা তিন হয় ॥

তথাহি ॥

তালো গীতগতেঃ সাম্যকারী তস্য গ্রহস্ত্রয়ঃ।
অনাগত-সমাতীত-সংজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র তে মতাঃ ॥

অনাগতমাহ ॥

গীতারম্ভ পূর্ব্ব তাল গ্রহণ হইলে। অনাগত গ্রহ সংজ্ঞা কহয়ে সকলে ॥

তথাহি ॥

গীতারম্ভাদ্যদা পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ং।
তালস্য ন্যসনাদুক্তস্তদৈবানাগতগ্রহঃ ॥

অত্র গীতাদৌ যদক্ষরমধিকং গৃহ্যতে তদনাগতং তালাভ্যন্তরে কদাপি ন প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥

সমমাহ ॥

সমকালোদ্ভব তাল গীত যদি হয়। তবে তার সম গ্রহ সংজ্ঞা বিজ্ঞে কয় ॥

তথাহি ॥

গীতোচ্চারণমাত্রেণ যদা তালস্য সঙ্গতিঃ।
তদা সমগ্রহঃ প্রোক্তঃ সমকালসমুদ্ভবাৎ ॥

ঐছে অতীত গ্রহ প্রকার বহু ইথে। সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রকাশিল নানা মতে ॥

তথাহি ॥

কলা যাস্তু পতিষ্যন্তি পশ্চাৎ সা প্রথমে যদি।
বিন্যস্য গীয়তে তালস্তদা তালগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি ॥

অথ লয়ঃ ॥

লয় গ্রহাদিক ক্রিয়া সমতা স্থরিতে। দ্রুত বিলম্বিত মধ্য ভেদত্রয় ইথে ॥

তথাহি ॥

গীতবাদ্যপদন্যাসক্রিয়াণাং সমতা মিথঃ।
তথা ক্রিয়াতালয়োর্ব্বা লয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
ইতি বাচস্পতিঃ ॥

হরিনায়কস্তু ॥

ক্রিয়ান্তরেণ বিশ্রান্তির্লয় ইত্যভিধীয়তে ॥ ইতি ॥
স ত্রিধা কথিতঃ প্রাজ্ঞৈ দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ।
একমাত্রো দ্রুতো মধ্যো বিশ্রান্তির্দ্বিগুণাদ্দ্রুতাৎ।
বিলম্বিতস্তু দ্বিগুণঃ সর্ব্বেহমী সর্ব্বতালগাঃ ॥

কেহ তাল নিরূপণ করয়ে ইহাতে। লয় গান বিশেষ রূপত্ব সর্ব্বমতে ॥

যতিমাহ ॥

লয় প্রবর্ত্তনের নিয়ম যতি হয়। স্রোতোবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা, ভেদ ত্রয় ॥ বিশ্রাম বিশেষ এ তিনেতে নিরূপণ। ইথে নানা প্রকার বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি ॥

লয়প্রবর্ত্তনস্যৈব নিয়মো যতির্ভবেৎ।
শ্রোতোবহা সমা গোপুচ্ছিকেতি ত্রিবিধৈব সা॥

শ্রোতোবহা সমা গোপুচ্ছিকা লয়ত্রয়। লক্ষণ সুগম জানো শাস্ত্রে বিস্তারয়॥

মানমাহ॥

বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া মান কয়। এ আবর্ত্ত বর্দ্ধমান সংজ্ঞা এক হয়॥ দ্বিতীয় আবর্ত্ত বর্দ্ধমানাখ্য নির্দ্ধার। এ দ্বয় লক্ষণ জানো সুগম প্রচার॥

তথাহি॥

বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া মানমিহোচ্যতে।
তালবিশ্রামকারিত্বান্মানং তালসমাপ্তিকৃৎ॥
তচ্চেদ্ধ্রুবে দ্বিতীয়ায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা।
আবর্ত্তো বর্দ্ধমানাখ্যস্তালো তালজ্ঞসম্মতঃ॥
মানং ধ্রুবে তৃন্তিমায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা।
আবর্ত্তো হীয়মানাখ্যস্তদা প্রোক্তো মনীষিভিঃ॥

অথ ধাতোঃ পুনরুক্ততা॥

ধাতু পুনরুক্ততা প্রকার কহে ভব্য। গীত অবয়ব পুনঃ পুনঃ গান নব্য॥

মাতোর্বাক্যস্য নৈকার্থতা॥

মাতুবাক্য নৈকার্থতা ঐছে নিরূপয়। একার্থ বাক্যভঙ্গিতে প্রয়োগ না হয়॥ ধাতু মাতু লক্ষণ পূর্ব্বেই জানাইল। সুগম প্রকার তেঞি বিস্তার নহিল॥

রাগস্থরম্যতা মাহ॥

রাগস্থরম্যতা ব্যক্ত বহু দুঃখ নাশে। কর্ণ প্রিয় আদি

গুণ রাগজ্ঞ প্রকাশে ॥

তথাহি ॥

কর্ণপ্রিয়ং যতিস্থং স্যাচ্ছঙ্গ্যযুক্তং সুখাবহং।
মন্দ্রমধ্যমতারাঢ্যং রাগরম্যত্বমীহিতং ॥

গমকমাহ ॥

স্বরের কম্পন হয় গমকস্বরূপ। শ্রোতাগণ-চিত্তে অতি উপজয় সুখ ॥ গমকের ভেদ পঞ্চদশ পরকার। তিরিপাদি ক্রমে সব লক্ষণ প্রচার ॥

তথাহি ॥

স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃচিত্তসুখাবহঃ।
তস্য প্রভেদস্তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিতস্তথা ॥
লীল আন্দোলিত-বলি-ত্রিভিন্ন-কুবলাহতাঃ।
উল্লাসিতঃ প্লাবিতশ্চ হুঙ্কৃতো মুদ্রিতস্তথা ॥
নামিতো মিশ্রিতঃ পঞ্চদশেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

এষাং লক্ষণমাহ ॥

লঘিষ্ট-ডমরু-ধ্বনি-কম্পানুকৃতিসুন্দরঃ।
দ্রুতত্র্য্যাংশবেগেন তিরিপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১ ॥
বেগে দ্রুতত্তৃতীয়াংশনির্ম্মিতে স্ফুরিতে মতঃ ॥ ২ ॥
দ্রুতার্দ্ধমানগানেন কম্পিতং গমকং বিদুঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥
লীলস্তু দ্রুতবেগেনান্দোলিতো লঘুবেগতঃ ॥ ৫ ॥
বলির্ব্বিবিধবক্রত্বযুক্তো রাগবশাদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ত্রিভিন্নস্তু ত্রিভিঃ স্থানেষ্ববিশ্রান্তঘনস্বরঃ ॥ ৭ ॥
কুবলো বলিরেব স্যাৎ গ্রন্থিনঃ কণ্ঠকোমলঃ ॥ ৮ ॥
স্বরমগ্রিমমাহত্য নিবৃত্তস্ত্বাহতো মতঃ ॥ ৯ ॥

উন্নামিতঃ স তু প্রোক্তো যঃ স্বরানুত্তরোত্তরান্ ॥ ১০ ॥
ক্রমাদ্দগচ্ছেৎ, প্লাবিতস্তু প্লুতগানেন কম্পনং ॥ ১১ ॥
হৃদয়ঙ্গমহুঙ্কারগর্জ্জিতো হুঙ্কতো মতঃ ॥ ১২ ॥
মুখমুদ্রণসম্ভূতো মুদ্রিতো গমকো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
স্বরাণাং নমনাদুক্তৌ নামিতো ধ্বনিবেদিভিঃ ॥ ১৪ ॥
এতেষাং মিলনান্মিশ্রস্তস্য স্যুর্ভূরয়ো ভিদাঃ ॥
নোক্তাঃ প্রয়োগানর্হত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ তে ময়া ॥
এতদভ্যাসপ্রকারস্তু ॥
মাঘপৌষনিশায়াস্তু শেষপ্রহরমাত্রকে।
সাধকঃ সলিলে স্থিত্বা গমকান্ সাধয়েদিমান্ ॥

পঞ্চদশ প্রকার গমক এই হয়। কেহ সপ্ত স্বরভেদে সপ্ত-মত কয় ॥

তথাহি স্বরস্য কম্পো গমকঃ স্বরভেদাৎ স সপ্তধা ॥ ইতি ॥
সপ্তস্বরভেদেন সপ্তপ্রকারো ভবতীত্যর্থঃ—
ইদন্তু নারদসংহিতায়াং দৃষ্টং ॥
অথার্থনৈর্ম্মল্যং ॥

উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয়। অদোষ রসযুক্তার্থ নৈর্ম্মল্য কহয় ॥

তথাহি ॥
উচ্চারণেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনং।
সুখতাহদোষরসযুগর্থনৈর্ম্মল্যমেব তৎ ॥
তেন পাঠস্বরাণাঞ্চ বৈচিত্র্যেণ নিবেশনং।
পাঠস্বরান্তে তেনস্য প্রয়োগো নাদিতঃ কচিৎ ॥ ইতি ॥

গুণাদির অভাবে যে দোষ হয় গীতে। তাহা কিছু

জানো, এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে ॥ তালহীনে রোগ; ধাতুহীনে ধনক্ষয়। ধাতু মাতু পদ বিনা গীত রিপু হয় ॥

তথাহি ॥

তালহীনে কায়রোগো ধাতুহীনে ধনক্ষয়ঃ।
ধাতুমাতুপদং যত্র নাস্তি তদ্গীতকং রিপুঃ ॥

অথ গীতদোষমাহ ॥

গীতে দোষ অনেক প্রকার কেহ কয়। কেহ অল্পে বাণী-স্খলনাদি নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

গীতেষু দোষাঃ স্খলনাদিবাণ্যা-
স্তালাদ্যভাবেন নিবন্ধনঞ্চ।
স্যাদ্ধাতুমাত্বাদিহতিঃ কটূক্তী-
রসাদিহানিঃ শ্রবণাপ্রিয়ত্বং ॥
ইত্যাদি দোষা গীতেষু বহবো যদি সন্ত্যপি।
নোক্তাস্তে চেদ্গ্রহস্তেষাং জ্ঞানে তত্তদ্বিলোক্যতাং ॥ ইতি ॥

গীত গায় যে জন গায়ক কহি তারে। গায়ক-লক্ষণ ব্যক্ত বিবিধ প্রকারে ॥

গায়কলক্ষণমাহ ॥

গায়ক ত্রিবিধ উত্তম মধ্যম অধম। এ তিন লক্ষণশাস্ত্রে কহয়ে সুগম ॥

তথাহি।

গায়কস্ত্র ত্রিধা প্রোক্তো উত্তমো মধ্যমোঽধমঃ।
মৃষ্টধ্বনিঃ সুশারীরো নানারাগপ্রভেদবিৎ ॥
গ্রহমানলয়োপেতস্তালজ্ঞো বিজিতশ্রমঃ।

ত্রিস্থানস্পর্শগমকেষ্বনায়াসলসদ্গতিঃ।
প্রবন্ধগানকুশলঃ সাবধানক্রিয়াপরঃ।
আয়ত্তকণ্ঠস্থায়িজ্ঞো নির্দ্দোষো ধারণান্বিতঃ।
উত্তমো মধ্যমঃ প্রোক্তো গুণৈঃ কতিপয়ৈরিতঃ॥
গুণযুক্তোঽপি দোষাঢ্যো যস্তু সোঽধম উচ্যতে॥

শিক্ষাকারাদিক আর পঞ্চ পরকার। শিক্ষায় নিপুণ-শিক্ষাকারাদি প্রচার॥

তথাহি॥

শিক্ষাকারোঽনুকারশ্চ রসিকো ব্যঞ্জকস্তথা।
ভাবকশ্চেতি গীতজ্ঞাঃ পঞ্চধা গায়নং জগুঃ॥
অন্যূনশিক্ষণে দক্ষঃ শিক্ষাকারো মতঃ সতাং।
অনুকার ইতি প্রোক্তঃ পরভঙ্গ্যনুকারকঃ॥
রসাবিষ্টস্তু রসিকো রঞ্জকঃ শ্রোতৃরঞ্জকঃ।
গীতস্যাতিশয়াধানাদ্ভাবকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

গায়ক ত্রিবিধ আর কহে বিজ্ঞগণ। এক দ্বয় বহুত্ব এ সুগম লক্ষণ॥

তথাহি॥

একলো যমলো বৃন্দো গায়কশ্চেতি স ত্রিধা।
এক এব তু যো গায়েদসাবেকলগায়নঃ॥
স দ্বিতীয়স্তু যমলঃ স বৃন্দো বৃন্দগায়নঃ॥

গায়কদোষমাহ॥

গায়কের দোষ হয় অনেক প্রকার। ভয় অব্যক্ত পদাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার॥

তথাহি॥

ভীতোঽব্যক্তপদঃ শিরোবিচলিতঃ ফুৎকারকো বিস্বরঃ
স্যাৎ সন্দষ্টরদো নিমীলনয়নো গ্রামাব্যবস্থস্তথা।
গায়ন্ বক্রগলঃ স্বরাল্পবহুলঃ স্যাদ্দ্রাগিসংমিশ্রকঃ
কম্পাঙ্গোঽনবধানকো বিরসকৃৎ কাকস্বরঃ সত্বরঃ॥
কাকঃ ক্রূররব ইত্যর্থঃ॥
কিঞ্চ॥
বিতালকো গীততনুপ্রসারকঃ
করালকচ্ছাগগলোঽব্যবস্থিতঃ।
উৎফুল্লগণ্ডস্ত্বনুনাসিকঃ স্যা-
দেবং হি দৃষ্টো কিল গায়নঃ স্যাৎ॥
সন্ত্যন্যে বহবো দোষো নোক্তা বিস্তরশঙ্কয়া।
গ্রন্থান্তরেভ্যস্তজ্জ্ঞেয়া অনুক্তা গুণদোষকাঃ॥

রাগ যকারাদি আর যতেক প্রকার। সঙ্গীতজ্ঞ গণ তাহা করিলা বিস্তার॥

অপ্রাকৃত এ গীতাদি নাহি দোষ লেশ। প্রসঙ্গে কহিল কিছু করিতে উদ্দেশ॥ গুণ দোষ রহিত কৃষ্ণ পুরুষ উত্তম। যে করয়ে লীলা সেই সর্ব্ব মনোরম॥ অলোক পুরুষ সেই লোকতুল্য লীলা। দেখিয়া শুনিয়া গলে তৃণ কাষ্ঠ শিলা॥ যে সে কোন রূপে তাহা যে করে বর্ণন। দুঃসঙ্গ বিমুক্ত হৈয়া পায় সে চরণ॥ ওহে শ্রীনিবাস কি কহিব রাসরঙ্গে। প্রকাশয়ে কৃষ্ণ সে সকল প্রিয়াসঙ্গে॥ নাদ শ্রুতি স্বরাদি যতেক পরকার। ভরতাদি মুনিও না পায় অন্ত যার॥

ব্রহ্মাদির পরম বিস্ময় জন্মে যাতে। হেন সে অদ্ভুত সব প্রকাশয়ে গীতে॥ সুসংস্কৃত নানা দেশ ভাষা গীতগণ।

গায়েন সে সব রীতে করিয়া বর্ণন ॥ ক্ষণে একা গায় ক্ষণে রাধিকা সহিত। কে বর্ণিতে পারে সে দোঁহার গানগীত ॥ ক্ষণে ললিতাদি সখীগণের সহিতে। গায়েন রাধিকাকৃষ্ণ অদ্ভুত ভঙ্গিতে ॥ সে সকল কণ্ঠধ্বনি অমৃতের সার। তাহে নানা গমকের অদ্ভুত সঞ্চার ॥ শুনিতে সে গান কেহ স্থির হৈতে নারে। উপমার স্থান নাই ভুবনভিতরে ॥ যৈছে গান তৈছে নানাবাদ্য মহাশ্চর্য্য। বাদ্যধ্বনি জগত্ত্রয়ের হরে ধৈর্য্য ॥

অথ বাদ্যমাহ ॥

বাদ্যে গীত তাল শোভা বাদ্য চতুষ্টয়। তত আনদ্ধ শুষির ঘনাখ্যা শাস্ত্রে কয় ॥ তত বীণাদি আনদ্ধ মুরজাদি হন। বংশ্যাদি শুষির কাংস্য তালাদিক ঘন ॥

তথাহি ॥

ন বাদ্যেন বিনা যস্মাদ্গীতং তালশ্চ শোভতে।
তস্মাম্মাঙ্গল্যমস্মাভির্বাদ্যমত্র নিগদ্যতে।
তত আনদ্ধশুষিরঘনানীতি চতুর্ব্বিধং।
ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং।
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংশ্যতালাদিকং ঘনং ॥

সঙ্গীতদামোদরে ॥

ততং শুষির মানদ্ধং ঘনমিত্থং চতুর্ব্বিধং।
ততং তন্ত্রীগতং বাদ্যং বংশ্যাদ্যং শুষিরং তথা।
চর্ম্মাবনদ্ধমানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতং ॥

নামমাত্র কিছু জানাইয়ে চতুষ্টয়ে। সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্য লক্ষণাদি প্রকাশয়ে ॥

ততং যথা ॥

তত বাদ্য অলাবণী ব্রহ্মবীণা আর। কিন্নরী লঘু কিন্নরী আদি এ প্রচার॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে॥

অলাবনী ব্রহ্মবীণা কিন্নরী লঘুকিন্নরী।
বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া॥
হস্তিকা কুব্জিকা কূর্ম্মা সারঙ্গীপরিবাদিনী॥
ত্রিশরী শততন্ত্রী চ নকুলৌষ্ঠা চ কংশরী।
ঔড়ম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধঃ পুষ্কলস্তথা॥
গদাবারুণ হস্তশ্চ রুদ্রোহথ স্বরমণ্ডলঃ।
কবিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥

তথাচ॥

অপরা কচ্ছপী বীণা সৈব রূপবতী ক্বচিৎ॥
ইয়মেব রূপবতীত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ॥
রুদ্রেতি রুদ্রবীণা॥

আনদ্ধং যথা॥

আনদ্ধ প্রভেদ জানো মর্দ্দলাখ্যা আর। মুরজ ঢক্কা পটহ আদি এ প্রচার॥

তথাহি॥

মর্দ্দলো মুরজশ্চৈব ঢক্কা পটহ চাঙ্গবঃ।
পণবঃ কুণ্ডলী ভেরী ঘটবাদ্যঞ্চ বর্ব্বরঃ॥
ডমরুষ্টমকির্ম্মস্থো হুড়ুক্কা মড্ডু ডিণ্ডিমৌ।
উপাঙ্গ দর্দ্দুরাবিত্যাদিক মানদ্ধ মীরিতং॥

আনদ্ধ মর্দ্দল শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার। কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্ম্মিত এ দ্বয় প্রকার॥ গর্ব্ব বাদ্যোত্তম এ মর্দ্দল সংযো-

গেতে। সর্ব্ব বাদ্য শোভা পায় বিদিত শাস্ত্রেতে॥ মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদি দেব স্থিতি নিরন্তর। পরম মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব মনো-হর॥

তথাহি সঙ্গীতদর্পণে॥

আনদ্ধে মর্দ্দল শ্রেষ্ঠেতি॥

সঙ্গীতদামোদরে॥

মৃত্তিকানির্ম্মিতাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

এবং মর্দ্দলকঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ববাদ্যোত্তমোত্তমঃ॥

অস্য সংযোগ মাসাদ্য সর্ব্বং বাদ্যঞ্চ শোভতে॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

মধ্যদেশে মৃদঙ্গস্য ব্রহ্মা বসতি সর্ব্বদা।

যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ॥

সর্ব্বদেবময়ো যস্মান্মৃদঙ্গঃ সর্ব্বমঙ্গলঃ॥

মৃদঙ্গ নির্ম্মাণ বাদ্য ভেদাদি লক্ষণ। বিবিধ প্রকারে বর্ণে সঙ্গীতজ্ঞ গণ॥ বাদ্যোদ্ভব বর্ণ কেহো কহয়ে বিংশতি। কেহ কিছু কহে বর্ণ বিন্যাস সুরীতি॥

তথাহি পারিজাতে॥

উমাপতি প্রণীতাস্তে পাঠবর্ণাশ্চ বিংশতিঃ॥ ইত্যাদয়ঃ॥

মৃদঙ্গ বালকের লক্ষণ বহু হয়। ধীর বাদ্য বিশারদাদিক কেহ কয়॥

তথাহি॥

ধীরো বাদ্য বিশারদঃ প্রবচনঃ পাঠাক্ষর ব্যঞ্জক-

স্তালাভ্যাস রতঃ সমস্ত গমক প্রৌঢ় প্রকাশ ক্ষমঃ।

নানাবাদ্য বিবর্ত্ত নর্ত্তন পটুঃ সভ্যস্থ গীতক্রমঃ

সন্তুষ্টো মুখবাদকৌ দ্রুতকরো মার্দ্দঙ্গিকঃ কীর্ত্তিতঃ॥

এ সকল বিস্তারিল সঙ্গীতজ্ঞ গণ। শুষির বাদ্য প্রভেদ অতি রসায়ন॥

অথ শুষিরং॥

শুষির বাদ্য প্রভেদ নানা নিরূপয়। বংশী পাবী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খাদয়॥

তথাহি॥

বংশোঽথ পাবী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খ কোহলাঃ।
ডোড়হী মুরলী বুক্কা শৃঙ্গিকা স্বরনাভয়ঃ।
শৃঙ্গলাপিক বংশশ্চ চর্ম্মবংশস্তথা পরঃ।
এতে শুষির ভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥

বংশাখ্য লক্ষণ শাস্ত্রে বহুবিধ হয়। মঞ্জুল সরল পর্ব্ব দোষ হীনাদয়॥

তথাহি॥

মঞ্জুলঃ সরলশ্চৈব পর্ব্ব দোষ বিবর্জ্জিতঃ।
বৈণবং খদিরোঽপি স্যাদ্রক্ত চন্দনজোঽথ বা॥
বৈণবো বংশ ইত্যর্থঃ॥
শ্রীখণ্ডজোঽথ সৌবর্ণো দন্তি দন্ত ময়োঽথ বা।
কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেণ সোঽন্বিতঃ॥ ইত্যাদয়ঃ॥

বংশিকা প্রমাণ হয় ষড়ঙ্গুল হৈতে। অষ্টাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত এ শাস্ত্র মতে॥

তথাহি॥

পঞ্চাঙ্গুলোঽয়ং বংশঃ স্যাৎ একৈকাঙ্গুলবর্দ্ধিতঃ।
ষড়ঙ্গুলাদিনাম্না স্যাদ্যাবদষ্টাদশাঙ্গুলং॥

অঙ্গুলী ন্যূনেতে বংশীনাম বহু হয়। মহানন্দাদি প্রশস্ত শাস্ত্রে নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়স্তু জয়স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গ মুনিসম্মতাঃ ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুল মানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে ॥

বংশী গুণ দোষাদি প্রকাশে বিজ্ঞগণ। এ সব প্রচার জানাইয়ে বাদ্য ঘন ॥

অথ ঘনং ॥

ঘনবাদ্যে করতাল কাংশ্য বল আর। জয় ঘণ্টা সুক্তিকাদি বিবিধ প্রকার ॥

তথাহি ॥

করতালঃ কাংশ্যবলো জয় ঘণ্টাথ সুক্তিকঃ।
কম্পকা ঘটাবাদ্যঞ্চ ঘণ্টাতোদ্যঞ্চ ঘর্ঘরং ॥
ঝঞ্ঝা তালশ্চ মঞ্জীরঃ কর্ত্তুর্ঝঙ্কুর এবচ।
দ্বাদশৈতে মুনীন্দ্রেণ কথিতা ঘন সংজ্ঞকাঃ ॥

করতালাদি লক্ষণ শাস্ত্রেতে প্রচার। ততাদিক বাদ্যে দেবাদির অধিকার ॥

তথাহি ॥

ততং বাদ্যঞ্চ দেবানাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ শৌষিরং।
আনদ্ধং রাক্ষসানাঞ্চ মানবানাং ঘনং বিদুঃ ॥

এ সব বাদ্যের মহা সৌভাগ্য উদয়। শ্রীরাসমণ্ডলে

হৈল শোভা অতিশয়॥ ওহে শ্রীনিবাস রাসে কি অদ্ভুত রীত। বায় নানা বাদ্য যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত॥ সর্ব্ব বাদ্য বিশারদ ব্রজেন্দ্র তনয়। প্রেয়সী—বেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয়॥ বাজায়েন বংশী কি বা অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে। ত্রিজগতে শোভার উপমা নাই দিতে॥ মন্ত্র মধ্য তারে স্বরালাপ মনোহর। বংশী-ধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর॥ ভুবনমোহিণী রাধা রসের মুরতি। বাজায়েন অলাবনী যন্ত্র শুদ্ধ রীতি॥ ষড়্জ আর মধ্যম গান্ধার গ্রাম ত্রয়। যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্য প্রকাশয়॥ ললিতা কৌতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা। শ্রুতি আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা॥ বিশাখা সুন্দরী মহা মধুর ভঙ্গিতে। বাজায় কচ্ছপী বীণা নানা ভেদ মতে॥ রুদ্র-বীণা বাজায়েন সুচিত্রা সুন্দরী। স্বর জাতি প্রভেদ প্রকাশে ভঙ্গি করি॥ বিপঞ্চী বাজান রঙ্গে চম্পক লতিকা। মূর্চ্ছনা তালাদি প্রকাশেন সর্ব্বাধিকা॥ রঙ্গদেবী বাজারেন যন্ত্রক বিলাস। তাহা কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ॥ সুদেবী সুন্দরী রঙ্গে সারঙ্গী বাজায়। নানা রাগ প্রভেদ প্রবন্ধ ব্যক্ত তায়॥ বাজান কিন্নরী তুঙ্গবিদ্যা কুতূহলে। করয়ে অমৃত বৃষ্টি শ্রীরাস-মণ্ডলে॥ ইন্দুলেখা রঙ্গেশ্বর মণ্ডল বাজায়। স্বরের প্রভেদ ব্যক্ত করয়ে হেলায়॥ শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ যত। সবে সর্ব্ব প্রকারে সকল বাদ্যে রত॥ কেহ বায় মর্দ্দল মাদক সর্ব্ব মতে। প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে॥ কেহ কেহ মুরজ উপাঙ্গ বাদ্য বায়। যাহার শ্রবণে ধৈর্য্য না রহে হিয়ায়॥ কেহ বায় ডমরু পরম চাতুর্য্যেতে। শিব প্রিয় ডমরু এ বিদিত জগতে॥

তথাহি সঙ্গীতপারিজাতে ॥

দ্বিমুষ্টির্ডমরুজ্জ্ঞেয়ো দ্বিমুখো মধ্য সূক্ষ্মকঃ।
তদাস্যং মুষ্টিমানেন সূক্ষ্মেণ চর্ম্মণা যুতঃ ॥
তত্র সংলগ্ন সূত্রস্থ গ্রন্থিভ্যাং বাদ্যতে চ সঃ।
উমাপতেঃ করে নিত্যং বাদ্য মেতৎ সুশোভতে ॥

কেহ কেহ করতালাদিক বাদ্য বায়। শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত বাদ্যের ঘটায় ॥ শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ হত। নানা বাদ্য যুক্তে শোভা কে কহিবে কত ॥ সর্ব্ব বাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত এক মেলে। সুধা বৃষ্টি করে যেন শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ শ্রীবৃন্দা-দেবীর অতি আনন্দ অন্তর। যোগান অদ্ভুত বাদ্য শাস্ত্র অগোচর ॥ রাই কাণু নিমগ্ন হইয়া বাদ্য রসে। করয়ে নর্ত্তন অতি মনের উল্লাসে ॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ যথোচিত। করয়ে নর্ত্তন ভেদ জানাই কিঞ্চিৎ ॥

অথ নৃত্যমাহ ॥

নর্ত্তন ক্রমেতে নাট্য নৃত্য নৃত্যত্রয়। বেদোদ্ভব এ তিন নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় ॥

নর্ত্তনং ত্রিবিধং নাট্যং নৃত্য নৃত্য মিতি ক্রমাৎ ॥

তত্র নাট্যং যথা ॥

যে লোক স্বভাবাবস্থা ভেদ সুপ্রকার। সে নাট্য অঙ্গাভিনয় যুক্ত এ প্রকার ॥

তথাহি ॥

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
সোঽঙ্গাভিনয়ৈর্যুক্তো নাট্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

অপরঞ্চ ॥

নাটকস্থিত বাক্যার্থ পদার্থাভিনয়াত্মকং।
তত্রাদ্যং ভরতেনোক্তং রসভাবসমন্বিতং॥
নাটকাদিষু তন্নূন মুপযুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
অথ নৃত্যং॥
দেশ রীত প্রতীত যে তালাদি আশ্রিত। সে নৃত্যবিলাস অঙ্গ বিক্ষেপ বিদিত॥
তথাহি॥
দেশরীত্যা প্রতীতো য স্তাল মানলয়াশ্রিতঃ।
সবিলাসাঙ্গ বিক্ষেপো নৃত্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
বিলাসো যথা॥
নায়কালোকনাদৌ তু বিশেষো হি ক্রিয়াসু যঃ।
শৃঙ্গার চেষ্টা সহিতো বিলাসঃ স নিগদ্যতে॥
নৃত্যমাহ॥
নৃত্যাখ্য লক্ষণ সর্ব্বাভিনয় বর্জ্জিত। অঙ্গের বিক্ষেপ মাত্রাদিক এ বিদিত॥
তথাহি॥
গাত্রবিক্ষেপ মাত্রস্তু সর্ব্বাভিনয় বর্জ্জিতঃ।
আঙ্গিকোক্তপ্রকারেণ নৃত্যং নৃত্যবিদো বিদুঃ॥ ইতি॥
নাট্য নৃত্য নৃত্যত্রয় হয় দ্বিপ্রকার। মার্গ দেশী ভেদ ইহা শাস্ত্রে সুপ্রচার॥
তথাহি॥
এতত্ত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গদেশীতি ভেদতঃ॥
তত্র মার্গমাহ॥
ব্রহ্মাদ্যৈর্মার্গিতং শম্ভোঃ প্রযুক্তং ভরতাদিভিঃ।

গান্ধর্ব্বং বাদনং নৃত্যং যৎ স মার্গ ইতি স্মৃতঃ॥

মার্গিতং ম্রিতি প্রার্থিত মিত্যর্থঃ॥

দেশীমাহ॥

দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং নরং।

গানং বাদ্যং তথানৃত্যং তদ্দেশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

মার্গ নাট্য বিংশতি কোহলে নিরূপয়। নাটক প্রকরণ ভাণ প্রহসনাদয়॥ কেহ কহে মার্গ নাট্য দশ পরকার। নাটিকা প্রাকরণিকাদিক এ প্রচার॥ দন্তিনাদি দেশী নাট্য ষোড়শ কহয়। ষট্টক ত্রোটক গোষ্ঠী বৃন্দকাথ্যাদয়॥ ঐছে নানাপ্রকার নাট্যাঙ্গ মনোহিত। এথা দিগ্‌দর্শাইনু শাস্ত্রে সুবিদিত॥ নৃত্য নৃত্য দ্বয়েতে তাণ্ডব লাস্যদ্বয়। কহয়ে নৃত্যজ্ঞ যাতে সর্ব্ব সুখোদয়॥

তথাহি॥

তাণ্ডবং লাস্য মিত্যেতদ্দ্বয়ং দ্বেধা নিগদ্যতে।

দ্বয়ং নৃত্যং নৃত্তঞ্চেত্যর্থঃ॥

তাণ্ডব উদ্ধত প্রায়াদিক নৃত্য হয়। পুরুষ স্ত্রী দ্বয়ে এ তাণ্ডব লাস্য দ্বয়॥

তথাহি॥

তাণ্ডুক্ত মুদ্ধতপ্রায়ং প্রয়োগং তাণ্ডবং বিদুঃ॥

তণ্ডুর্নামশম্ভোর্গণবিশেষ ইত্যর্থঃ॥

নারদসংহিতায়াং॥

পুং নৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং

স্ত্রীনৃত্যং লাস্য মুচ্যতে॥ ইতি॥

তাণ্ডব দ্বিবিধ প্রেরণী তাণ্ডব আর। বহুরূপ তাণ্ডব এ

সুগম প্রবার ॥

তথাহি ॥

প্রেরণী বহুরূপং চেত্যেবং স্যাত্তাণ্ডবং দ্বিধা ॥

তত্র প্রেরণী যথা ॥

অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথাভিনয়শূন্যতা ।

যত্র সা প্রেরণী প্রোক্তা সংজ্ঞা দেশীতি লোকতঃ ॥

বহুরূপং যথা দামোদরে ॥

ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী ।

তাণ্ডবং বহুরূপঞ্চ তদ্বাণীগত মুদ্ধতং ॥

প্রেরণী বহুরূপ অন্যত্র বিস্তারিত । লাস্য কন্দর্পবর্দ্ধন শাস্ত্রে সুবিদিত ॥

লাস্যমাহ ॥

লাস্য নৃত্য দ্বিবিধ স্ফুরিত লাস্য আর । যৌবত লাস্য এ দ্বয় সর্ব্বপ্রচার ॥

তথাহি ॥

লাস্যং তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজবর্দ্ধনং ।

স্ফুরিতং যৌবতঞ্চেতি তদপি দ্বিবিধং মতং ॥

স্ফুরিতমাহ ॥

যত্রাদ্যেঽভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ ।

নায়িকা নায়কো যত্র নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হি তৎ ॥

আদ্যে প্রধানে রসে । রসজনকৈর্ভাবৈশ্চেষ্টিতৈরিত্যর্থঃ ॥

আশ্লেষ আলিঙ্গনমিত্যর্থঃ ॥

যৌবতলাস্যমাহ ॥

মধুরাবদ্ধলীলাভি র্নটীভির্যত্র নৃত্যতে ।

বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতং ॥

অথ নৃত্যমাহ ॥

নৃত্য নামমাত্র কহি ইথে ভেদ ত্রয়। বিষম বিকট লঘু শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥

তথাহি ॥

নৃত্যঞ্চাপি ত্রিধা প্রোক্তং বিষমং বিকটং লঘু।
বিষমং তৎ সমুদ্দিষ্টং যদ্রজ্জুভ্রমণাদিকং ॥
বিরূপবেশাবয়বব্যাপারং বিকটং মতং।
উপেতং করণৈরল্পৈরঞ্চিতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতং ॥

অঞ্চিতাদি করণবিশেষঃ স চ বক্ষ্যতে। কোহলোক্তনৃত্য-বিশেষাড়াম্বকা ভাণিকাদয়স্তূক্তা এব ॥

ওহে শ্রীনিবাস নর্ত্তনের নানা গতি। সম্যক্ কহিবে ঐছে কাহার শকতি॥ শ্রীরাসমণ্ডলে কৃষ্ণ রসিকশেখর। প্রকাশে নর্ত্তন শিব ব্রহ্মা অগোচর॥ কৃষ্ণের অদ্ভুত নৃত্যে কে বা ধৈর্য্য ধরে। সখীসহ রাই ভাসে সুখের সায়রে॥ পরস্পর নৃত্যে মহাকৌতুক বাঢ়য়। পরম আশ্চর্য্য সে অঙ্গের অভিনয় ॥

অথাঙ্গাভিনয়ঃ ॥

অঙ্গ অভিনয় ত্রিধা অঙ্গোপাঙ্গ আর। প্রত্যঙ্গ এ তিনে ভেদ অনেক প্রকার ॥

তথাহি ॥

তত্রাঙ্গানামুপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং নিরূপণং।
যথামতীহ ক্রিয়তে শার্ঙ্গদেবাদিসম্মতং ॥

অঙ্গ অভিনয় শির অংশ কহি আর। উরঃ পার্শ্ব হস্ত কটি পদ এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

সপ্তাঙ্গানি শিরোহংসোরঃপার্শ্বহস্তকটী পদং ॥

প্রত্যঙ্গ জানহ নয় প্রকার সুন্দর। গ্রীবা বাহু অংশ মণিবন্ধ পৃষ্ঠোদর ॥ উরু আর জঙ্ঘা জানু ভূষণ এ নয়। প্রত্যঙ্গাভিনয়ে নৃত্যবিজ্ঞ নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

প্রত্যঙ্গানি নব গ্রীবা বাহ্বংসমণিবন্ধকৌ।

পৃষ্ঠোদরোরু জঙ্ঘাশ্চ জানুনী ভূষণানি চ ॥

উপাঙ্গ দ্বাদশ অভিনয় সুপ্রকার। মূর্দ্ধ দৃক্ তারা ভ্রূকুটী মুখাদি প্রচার ॥

তথাহি ॥

দ্বাদশোপাঙ্গানি মূর্দ্ধাদৃক্ তারা ভ্রূকুটী মুখং।

নাসে নিশ্বাসচিবুকে জিহ্বাগণ্ডরদাধরান্।

মুখরাগমুপাঙ্গেষু শার্ঙ্গদেবো গৃহীতবান্ ॥

কেহো কহে ষড়ঙ্গ প্রত্যঙ্গ দশ হয়। ত্রয়োবিংশতি প্রকার উপাঙ্গাভিনয় ॥ এ সব বিস্তার অঙ্গ প্রধান ইহাতে। কিছু জানাইয়ে সর্ব্বচিত্তাকর্ষে যাতে ॥

তথাহি ॥

তত্রাঙ্গানাং প্রধানত্বাৎ তান্যুচ্যন্তে সমাসতঃ ॥

তত্রাদৌ শির আহ ॥

শিরঃকর্ম্ম ধূত বিধূত আধূত আর। অবধূত আদি চতুর্দ্দশ পরকার ॥

তথাহি ॥

ধূতং বিধূতমাধূতমবধূতঞ্চ কম্পিতং।

আকম্পিতোদ্বাহিতে চ পরিবাহিতমঞ্চিতং॥
নিকুঞ্চিতং পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তাধোমুখে তথা।
লোলিতঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং চতুর্দ্দশবিধং শিরঃ॥
আকম্পিতমিতি ঈষৎকম্পিতমিত্যর্থঃ॥

তত্র ধূতং॥

ক্রমে অল্প বক্র শিরঃকম্প ধূত হয়। বিষাদ বিস্ময়াদিকে ধূত নিরূপয়॥

তথাহি॥

ক্রমেণ শনৈকেস্তির্য্যক্ ধূতমুক্তং ধূতং শিরঃ॥
প্রতিষেধে হলিপ্সিতে চ বিষাদে বিস্ময়ে ভবেৎ॥

বিধূতাদি লক্ষণ জানহ এই মত। অংশ অভিনয় ঐছে ব্যক্ত সুসম্মত॥

অথাংসৌ॥

অংশ পঞ্চ এক লগ্ন উচ্চ কর্ণ আর। উচ্ছ্রিত স্রস্ত লোলিত লক্ষণ প্রচার॥

তথাহি॥

একোচ্চৌ লগ্নকর্ণৌ চোচ্ছ্রিতৌ স্রস্তৌ চ লোলিতৌ।
ইত্যুক্তৌ পঞ্চধা স্কন্ধৌ নাম্নৈব ব্যক্তলক্ষণৌ॥

একোচ্চাভিনয় মুষ্টি কুন্ত প্রহারেতে। ঐছে কর্ণ লগ্নাদির লক্ষণ শাস্ত্রেতে॥

তথাহি॥

একোচ্চৌ কথিতৌ স্কন্ধৌ মুষ্টিকুন্তপ্রহারয়োঃ।
আশ্লেষে শিশিরে চাংসৌ কর্ণলগ্নৌ সতাং মতৌ॥
উচ্ছ্রিতৌ হর্ষগর্ব্বাদৌ স্রস্তৌ দুঃখে শ্রমে মদে।

মূর্চ্ছায়াং চাথ কর্ত্তব্যৌ লোলিতৌ বিটনর্ত্তনে॥

বিটনর্ত্তনে জারপুরুষনর্ত্তন ইত্যর্থঃ।

নৃত্যৈর্জ্জর্গদিতৌ হাস্যে হুড্ডুকাবাদ্যবাদনে॥

ইত্যংসৌ পঞ্চধা॥

অথ উরঃ

বক্ষ অভিনয় পঞ্চ সমাভুগ্ন আর। নির্ভুগ্ন কম্পিতোদ্বাহিত এ প্রচার॥

তথাহি॥

স্যাদ্বক্ষঃ সম মাভুগ্নং নির্ভুগ্নঞ্চ প্রকম্পিতং।

উদ্বাহিতং পঞ্চধেতি তেষাং লক্ষাভিদধ্মহে॥

তত্র সমং॥

বক্ষ সৌষ্ঠবাদি জান সম অভিনয়। আভুগ্নাদি লক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ নিরূপয়॥

তথাহি॥

সৌষ্ঠবাধিষ্ঠিতং বক্ষশ্চতুরস্রাঙ্গসংশ্রয়ং।

প্রকৃতিস্থং সমং প্রাহুঃ স্বভাবাভিনয়ে সমং॥ ইত্যাদয়ঃ॥

অথ পার্শ্বং॥

পার্শ্ব বিবর্ত্তিত অপসৃত প্রসারিত। নত উন্নত এ পঞ্চলক্ষণ বিদিত॥

তথাহি॥

বিবর্ত্তিতং চাপসৃতং প্রসারিতমথো নতং।

উন্নতং চেতি সংচক্ষুঃপার্শ্বং পঞ্চবিধং বুধাঃ॥

বিবর্ত্তনাত্রিকস্য স্যাৎ পরাবৃত্তে বিবর্ত্তিতং॥ ইত্যাদয়ঃ॥

ত্রিকস্য পৃষ্ঠদেশস্য ইত্যর্থঃ॥ পৃষ্ঠবংশাধরে ত্রিকং॥ ইতি॥

হস্তঃ ॥

হস্ত অভিনয় ত্রিধা সংযুতাখ্যা আর। অসংযুতা নৃত্য হস্তা এ ত্রয় প্রচার ॥

তথাহি ॥

অসংযুতা সংযুতাশ্চ নৃত্যহস্তা ইতি ত্রিধা।
হস্তকাঃ কথিতাস্তজ্জ্ঞৈঃ সামান্যা নৃত্যভেদতঃ ॥

এক হস্তে অভিনয় কর্ম্ম অসংযুতা। হস্তদ্বয়ে কর্ম্ম যে সে হয়েন সংযুতা ॥ নৃত্য মাত্রস্থিত কিছু বস্তু না প্রচারে। অঙ্গ হাব সহ নৃত্য হস্তা কহে তারে ॥

তথাহি ॥

হস্তেনৈকেন কর্ম্মাণি যেষাং তে স্যুরসংযুতাঃ।
যেষাং হস্তদ্বয়েনৈব কর্ম্ম তে স্যুস্তুসংযুতাঃ ॥
নৃত্যমাত্রস্থিতা যেতু ন কিঞ্চিদ্বস্তুবাচিনঃ।
অঙ্গহারেন সহিতা নৃত্যহস্তাস্তু তে মতাঃ ॥

হস্তের সঞ্চার ত্রিধা নৃত্যজ্ঞ কহয়। উত্তান পার্শ্বগ অধো-মুখ এই ত্রয় ॥

তথাহি ॥

উত্তানঃ পার্শ্বগশ্চৈব তথাধোমুখ এব চ।
হস্তসঞ্চার স্ত্রিবিধো ভরতেন * প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

কেহ কহে পঞ্চদশ ইহাও মানিয়ে। ক্রমপ্রাপ্ত মতে অসংযুত জানাইয়ে ॥

অসংযুতমাহ ॥

অসংযুতা হস্তক পতাকা কহি আর। ত্রিপতাকাদিক

---

*। নাট্যশাস্ত্রাণাং সূত্রকারো ভরতঃ ॥

চতুর্বিংশতি প্রকার॥ ইহাতে অধিক কেহ কহে চতুষ্টয়। কেহ কহে ত্রিংশত এ সুসম্মত হয়॥ অসংযুতা অর্থবশে সং-যুতা প্রমাণ। এ সব বিস্তারি নিরূপয়ে বিদ্যাবান্॥

তথাহি॥

পতাকস্ত্রিপতাকোঽর্দ্ধচন্দ্রাখ্যঃ কর্ত্তরীমুখঃ।
অরালমুষ্টিশিখর-কপিত্থখটকা মুখাঃ॥
শুকতুণ্ডঃ কাঙ্গুলশ্চ পদ্মকোষোঽথ পল্লবঃ।
সূচীমুখঃ সর্পশিরাশ্চতুরো মৃগশীর্ষকঃ॥
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ ভ্রমরো মুকুলস্তথা।
ঊর্ণনাভশ্চ সংদংশস্তাম্রচূড়োঽপরঃ কপিঃ॥
অমী অসংযুতা হস্তাশ্চতুর্ব্বিশতিরীরিতাঃ।
উপধানঃ সিংহমুখঃ কদম্বশ্চনিকুঞ্জকঃ॥
অসংযুতেষু চতুরোঽধিকানেতান্ পরে জগুঃ।
ত্রিংশদ্দামোদরেণোক্তা অমী হস্তা অসংযুতাঃ॥
অসংযুতা অর্থবশাদেতে স্যুঃ সংযুতা অপি॥

এ সকল হস্তকের লক্ষণ প্রকার। যে বিষয়ে প্রয়োগ তা শাস্ত্রেতে প্রচার॥ হস্তক লক্ষণ অতি বিস্তারিত হয়। এথা দর্শাইয়ে দিশা যৈছে অভিনয়॥

পতাকামাহ॥

অঙ্গুষ্ঠ বক্রতা তর্জ্জনী মূল সমাশ্রিত। আর সর্ব্বাঙ্গুল সোঝা পতাকা বিদিত॥

তথাহি॥

অঙ্গুষ্ঠো যস্য বক্রঃ সন্ তর্জ্জনীমূলসংশ্রিতঃ।
ঋজবোঽঙ্গুলয়ঃ শ্লিষ্টাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ॥

পতাকাভিনয় স্পর্শাদিক বহুস্থানে। ইহা নানা প্রকারেতে নৃত্যজ্ঞ বাখানে॥

তথাহি॥

এষ স্পর্শে চ পেটে চ পতাকা তালিকাদিষু।
জ্বালাস্বর্দ্ধগতাস্তস্যাঙ্গুল্যঃ প্রবিরলাশ্চলাঃ॥
ধারাস্বধোগতা পক্ষিপক্ষে তস্য কটিস্থিতিঃ।
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্নুচ্ছ্রিতেষু পুষ্করে গ্রহণে ত্বধঃ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্ কটিক্ষেত্রাৎ উৎক্ষেপাভিনয়ে করঃ।
কটিক্ষেত্রাৎ কটিস্থান ইত্যর্থঃ॥
আভিমুখ্যে মুখক্ষেত্রমাগচ্ছন্নিজপার্শ্বতঃ।
কম্পাঃ পার্শ্বে নিষেধে চ পার্শ্বে বিভজনে পৃথক্॥
পতাকং চ শনৈর্ঘর্ষোন্মর্দ্দনে মার্জ্জনে তথা।
শিলাদিস্থূলবস্তূনাং ধারণোৎপাটনাদিষু॥
উচ্ছ্রিতৌ বিচ্যুতৌ কার্য্যাবেতাবন্যোন্যসম্মুখৌ।
উচ্ছ্রিতৌ উচ্চগতৌ ইত্যর্থঃ।
অধোগতোচ্ছ্রিততলাঙ্গুলির্ব্বায়ূর্ম্মিবেগয়োঃ।
সরঃপল্ললনির্দ্দেশৈঃ স্বস্তিকীভূয় বিচ্যুতা।
সরঃ পল্ললঃ ক্ষুদ্রপুষ্করিণীত্যর্থঃ।
কার্য্যো পতাকো বিশ্লিষ্য স্বস্তিকাকারতাং গতৌ॥
ছেদনে গোপনাদর্শবাচনপ্রোঞ্ছনেষু চ।
প্রোঞ্ছনে পোঁছনে ইতি ভাষা ইত্যর্থঃ।
অধোমুখোত্তালতলৌ হস্তৌ কিঞ্চিৎ প্রসারিতৌ॥
কৃত্বা প্রদর্শয়েদ্বেলাং বিলং গ্রাহং গৃহং গুহাং।

যদ্যপি নির্ব্বিশেষেন হস্তপ্রয়োগা উক্তাস্তথাপি লোকপ্রযুক্তিমনুসৃত্যৈব প্রযোজ্যং॥

তদুক্তং ॥

লোকপ্রয়োগমুদ্বীক্ষ্য নাট্যাঙ্গমুপজীব্য চ।

তত্তচ্চেষ্টানুসারেণ হস্তকান্ সংপ্রযোজয়েৎ ॥

ঘর্ষণচ্ছেদনাদর্শ বিভাগাদো স্ফুটং হি তৎ ॥

ইতি পতাকঃ ॥

ঐছে ত্রিপতাকাদি নৃত্যজ্ঞ নিরূপয়। ইথে যে কৌতুক তাহা অন্যে কি বুঝায় ॥

ইত্যসংযুতহস্তাঃ ॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং সংযুতমাহ ॥

সংযুত হস্তক ত্রয়োদশ নিরূপয়। অঞ্জলি কপোত কর্কট স্বস্তিকাদয় ॥

তথাহি ॥

অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা।

দোলপুষ্পপুটোৎসঙ্গখঠকা বর্দ্ধমানকঃ ॥

গজদন্তশ্চাবহিত্থো নিষধো মকরস্তথা।

বর্দ্ধমানশ্চেতি হস্তাঃ সংযুতাঃ স্যুস্ত্রয়োদশ ॥

অত্রাঞ্জলিঃ ॥

পতাকা দ্বিহস্ত তল সংশ্লিষ্ট অঞ্জলি। দেবাদি নমস্কারাদি ক্রিয়াযুক্তাঙ্গুলি ॥

তথাহি ॥

পতাকহস্তৌ তলয়োঃ সংশ্লিষ্টশ্চেত্তদাঞ্জলিঃ।

নমস্কারে দেবতানাং শিরঃস্থোঽয়মুদীরিতঃ ॥

গুরূণাস্তু নমস্কারে মুখক্ষেত্রগতো ভবেৎ।

নমস্কারে তু বিপ্রাণাং হৃদিস্থঃ সদ্ভিরিষ্যতে ॥

অন্যেষ্বনিয়মো জ্ঞেয়স্ত্রিভিঃ কার্য্যো যথেষ্টতঃ ॥

ইত্যঞ্জলিঃ ॥

কপোতাদি সংযুত লক্ষণ বহু হয়। বিবিধ প্রকার নৃত্য-বিজ্ঞ বিস্তারয় ॥

অথ নৃত্যহস্তাঃ ॥

নৃত্য হস্তা নৃত্য উপযোগি মাত্র হয়। এ ত্রিংশৎ প্রকার দ্বাত্রিংশ কেহ কয় ॥ চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎ প্রকার। এসভার লক্ষণাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥

তথাহি ॥

চতুরস্রাবথোদ্বৃত্তৌ হস্তৌ তেন মুখাভিধৌ ॥

ইত্যাদয়ঃ ॥

হস্তক অনন্ত বিজ্ঞে দিগ্ দর্শাইল। আর যে যে হস্তক প্রকারে বিস্তারিল ॥

তথাহি ॥

দিঙ্মাত্রদর্শনায়ৈতে ময়োক্তা হস্তকা ইমে।

আনন্ত্যাদভিনেয়ানাং সন্ত্যনন্তাঃ পরে করাঃ ॥

ইতি হস্তঃ ॥

অথ কটিমাহ ॥

কটি অভিনয় পঞ্চ কম্পিতোদ্বাহিত। ছিন্না বিবৃতা রেচিতা লক্ষণ বিদিত ॥

তথাহি ॥

কম্পিতোদ্বাহিতা ছিন্না বিবৃতা রেচিতা তথা।

কটি পঞ্চবিধা প্রোক্তেতি ॥

অথ পদং ॥

পদগম অঞ্চিত কুঞ্চিত সূচ্যাদয়। ত্রয়োদশ প্রকার নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

সমো ২ঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রতলসঞ্চরঃ।
মর্দ্দিতোদঘাটিতৌ চেত্যগ্রগঃ পার্শ্বগপার্ষ্ণিগৌ ॥
তাড়িতোদ্ঘট্টিতোচ্ছেধ উদঘাটিত ইতি ক্রমাৎ।
ত্রয়োদশবিধঃ প্রোক্তশ্চরণো নৃত্যকোবিদৈঃ ॥
স্বভাবেন স্থিতৌ পাদৌ সমঃ পাদো২ভিধীয়তে ॥
ইতি সপ্তাঙ্গানি ॥

প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার। নৃত্যজ্ঞ গণেতে তাহা করিল বিস্তার ॥ আর যে যে নাট্য ক্রিয়া প্রচারিল ইথে। সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে ॥ ওহে শ্রীনিবাস রাসে ব্রজেন্দ্রতনয়। ব্রহ্মাদি দুর্জ্জেয় যাহা তাহা প্রকাশয় ॥ অঙ্গ অভিনয়ের উপমা নাই দিতে। নানা ভাব প্রকাশয়ে অশেষ ভঙ্গিতে ॥ শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ যত। প্রকাশয়ে ভঙ্গি তা কহিবে কে বা কত ॥ পরম অদ্ভুত শোভা কহিল না হয়। সখীগণ মধ্যে রাই কানু বিলসয় ॥ কহিতে কি দোঁহার মাধুর্য্য মনোহর। বিবিধ প্রকারেতে বর্ণয়ে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি গীতে ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ যথা রাগঃ ॥

রাস বিনোদিয়া শ্যামরায়! ভঙ্গিতে ভুবন মুরুছায় ॥ দলিত অঞ্জন ঘন ঘটা। যিনি সুকোমল অঙ্গ ছটা। ময়ূরচন্দ্রিকা শিরে শোহে। যুবতি গণের মন মোহে ॥ বিচিত্র তিলক চারু ভালে। কে না ভুলে অলক অরালে ॥ দুটি

ভুরু কামের কামান। আঁখি কোণে শরের সন্ধান॥ চঞ্চল কুণ্ডল শ্রুতিতটে। দোলয়ে মুকুতা নাসাপুটে॥ বদনচন্দ্রমা চারি দেশে। বরিষে অমিয়া হাসি লেশে॥ পরিসর বুকের মাধুরী। করয়ে ধৈরজধন চুরি॥ গলে বিলসয়ে বনমালা। হেরি হিয়া ধরে কি অবলা?॥ ভুজার বলনি প্রাণ হরে। জগৎ মাতায় কৃশোদরে॥ বসন ভূষণ সাজে ভালি। উরু নিন্দে উলট কদলি *॥ বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়। নরহরি নিছনি তাহায়॥ ১॥

যথা রাগঃ॥ অথ শ্রীরাধিকায়াঃ॥

রাস বিলাসিনী রাই রাসে। সখীমাঝে বিলসে শ্যামের বাম পাশে॥ আহা মরি রূপের কি ছটা। আলো করে জগ জিনি উপমার ঘটা॥ বদনে চান্দের মদ নাশে। অমিয়া গরব হরে সুমধুর হাসে॥ ভুরু দুটি ভ্রমরের পাঁতি। কমল নয়ন কোণে ভঙ্গি নানা ভাঁতি॥ নাসায় বেশর ভাল সাজে। কি নব সিন্দুর বিন্দু ললাটের মাঝে॥ শ্রবণে তাড়ঙ্ক † মনো-রমা। কনক দর্পণ নিন্দে গণ্ডের সুষমা॥ বলয়া কঙ্কণ করে শোহে। কাঁচুলি অঞ্চিত কুচ কানু মন মোহে॥ কিঙ্কিণী বলিত মাজা ক্ষীণ। পরিধেয় বিচিত্র বসন তনু লীন॥ ললিত নিতম্ব উরুদেশ। যে গঢ়িল তার কি রহিল ধৃতি লেশ॥ মণিময় নূপুর চরণে। নরহরি নিছনি সু নখের কিরণে॥ ২॥ রাই কানু সখী সহ বিবিধ প্রকারে। শ্রীবৃন্দাদেবীর মনোরথ

* কদলী বৃক্ষকে যদি মূল দেশ উপরে করা যায়, তাহার ন্যায় জাঙ্ঘ।

† তাড়ঙ্ক কর্ণভূষণ, কাণতাড়্কা।

পূর্ণ করে ॥ কিবা রঙ্গ উপজয়ে শ্রীরাসমণ্ডলে। মৃদঙ্গাদি নানা বাদ্য বাজে এক মিলে ॥ নাচয়ে রসিকশিরোমণি শ্যামরায়। কত সাধে সে নৃত্য মাধুরী কবি গায় ॥

গীত যথা ॥ রাগঃ কেদারঃ ॥

নৃত্যত ব্রজনাগর রসসাগর সুখধামা। ঝমকত মঞ্জীর চরণ, নানা গতি তাল ধারণ, ধৈরজ ভর হরণ, ভূরি ভঙ্গিম নিরূপামা ॥ ধ্রু ॥

ললনা কুল কৌতুক ধৃত, বিবিধ ভাঁতি হস্তক নত, মস্তক অভিনয় নব—শিখি পিঞ্ছ বলিত বামা। মঞ্জু বদন রদনচ্ছদ, নিরসই চন্দ্র অরুণ মদ, কুন্দ রসন দমকত, মধুরস্মিত জিত কামা ॥ চারুপাঠ উঘটত কত, ধা ধা ধিকি ধিকি তক তত, থৈ থৈ থৈ থো দি দৃমিকি, দৃমিকট দিদি দ্রামা। তাত্তা তক থোঙ্গ থোঙ্গ, থবি কুকুধা ধিলঙ্গ, ধিক্কট ধিধি কট, ধিধি ধিল্লি লিলি ললামা ॥ কটি ভূষণ ধ্বনি রসাল, লম্বিত উর পুহপ মাল, দোলত অলকালি ভাল, ভালয় অভিরামা। ঝলকত শ্রুতি কুণ্ডল মণি, চঞ্চল নব খঞ্জন জিনি, কঞ্জনয়ন চাহনি, নিরমঞ্জন ঘনশ্যামা ॥ ১ ॥

পুনঃ ॥ কেদারঃ ॥

শ্যামরসময় রাসমণ্ডল মধ্য লসত সু ভঙ্গিতে। ললিত বেশ বিলাস অতিশয় নিপুণ নব নব সঙ্গীতে ॥ জাতি শ্রুতি স্বর গ্রাম মুরুছন তান সরস প্রকাশঈ। থোদিত কত থৈতা থৈ থৈ বদত মৃদু মৃদু হাসঈ ॥ মঞ্জু বদন ময়ঙ্ক ঝলকত মদন মদভর ভঞ্জএ। লোল লোচন কঞ্জ চাহনি যুবতিগণ হৃদি

রঞ্জএ ॥ ঝন নন নন শব্দকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজঈ। নিছনি নরহরি মধুর নৃত্যে মৃদঙ্গ দৃমি দৃমি বাজঈ ॥ ২ ॥

পুনঃ ভুপালী ॥

নাচয়ে রসিক শ্যামরায়। দেখি কে না পরাণ জুড়ায়? ॥ কি মধুর ছান্দে মৃদু হাসে। যুবতি ধৈরজ ধর্ম্ম নাশে ॥ দোলয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে। গণ্ডের ছটায় কে না ভুলে ॥ করয়ে কতনা অভিনয়। যাহাতে মদন পরাজয় ॥ চঞ্চল দীঘল আঁখি কোণে। কি রস ঢালয়ে কেবা জানে ॥ চরণ কমলে তাল ধরে। নূপুরের ধ্বনি প্রাণ হরে ॥ তা থৈ তা থৈ থৈ থৈয়া। কহে কি ভঙ্গিতে রৈয়া রৈয়া ॥ দৃমি দৃমি মাদল বাজয়ে। নরহরি পরাণ নিছয়ে ॥ ৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস রাই নৃত্য চমৎকার। কবিগণ বর্ণে কিছু, নাহি পায় পার ॥

তথাহি গীতে ॥ কেদারঃ ॥

নৃত্যতি রাধা ধৃতি ভর ভঙ্গিনী গজগামিনী। মঙ্গলময় হীন মলিন, কোমল কালিন্দী পুলিন, ধনি ধনি ধনি নির্ম্মল বর সরস পুলিন যামিনী ॥ ধ্রু ॥

বাজত মৃদুতর মৃদঙ্গ, ধিগি ধিগি ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা দৃগু দৃগু বোন্দ্রাং দৃমি, দৃমি দৃমি দৃমি দ্রামিনী। ঝুনু নুনু পগ নুপুর ধ্বনি, কিঙ্কিণী কটি ঝিনি নিনি নিনি, ঝঙ্কৃত কর বলয় ঝনন, ঝনন অতিরামিণী ॥ প্রফুল্লিত মুখকঞ্জ বসন, দশনাবলি ললিত হসন, নিগদত তক থৈ থৈ, থৈ তক সুখধামিনী। সুলল্লিত মণিভূষণ গণ, গীম ধুনত কৌতুক ঘন, লোল লোচনা-

ঞ্চল ভরু, অলক ফুল ললামিনী। চামীকর গরব হরণ, পরম মধুর মধুরিমতন, আবৃত বসনাঞ্চল চল, ঝলকত অনুপামিনী। হস্তক বহুভীতি করত, শোভা রস পুঞ্জ ঝরত, নরহরি বহু নিছনি নিরখি—লজ্জিত স্মরকামিনী ॥ ১ ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

নৃত্যতি রাসবিলাসিনী রাধা। বাজত মৃদঙ্গ ধিক ধিক ধা ধা ॥ ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনহরই। মুখশশি হসনি অমিয় যনু ঝরই ॥ উঘটত থৈ থৈ ধিকি তক ধেন্না। আই অতি অই অতি ওইঅ তেন্না ॥ কঞ্জনয়ন গতি খঞ্জন দলয়ে। অভিনয় কৃতকর শোভিত বলয়ে ॥ কিঙ্কিণী মুখর বলিত কটি ক্ষীণা। পহিরণ বসন তরল তনুলীনা ॥ ঝনন ঝলিতমণি নূপুর চরণে। নরহরি নিছনি ললিত পগ ধরণে ॥ ২ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

নাচে রাই রমণীর মণি। চরণে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী ॥ ফণি জিনি বেণী পীঠে দোলে। গ্রীবার ভঙ্গিমা কিবা রসের হিল্লোলে ॥ কি মধুর অভিনয় করে। তাথৈআ তাথৈআ থৈয়া কহি তাল ধরে ॥ বদনে চান্দের মদ নাশি। হাসিতে বরিষে কি অমিয়া রাশি রাশি ॥ আঁখি অভিনয় কত ছান্দে। মাতায় মদন ভূপ বরজের চান্দে ॥ নরহরি কি দিব উপমা। জগৎ করয়ে আলো অঙ্গের সুষমা ॥ ৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস রাই কানু কত রঙ্গে। করয়ে অদ্ভুত নৃত্য ললিতাদি সঙ্গে ॥

তথাহি গীতে। কেদারঃ ॥

আজু রাস বিলাস অতিশয়, শ্যাম শোহত পরম রসময়,

রাধিকা করকঞ্জহি মহিধর চরণ রঞ্জনা। হসিতবদনে সুপাঠ উঘটত, থৈতাথৈ থৈ তাথৈ ততথো, দি দি দিগণ হস্ত অভিনয়, মদন মদভর ভঞ্জনা॥ রমণীমণি নিজপ্রাণ প্রিয়মুখ, নিরখি বাঢ়ত গাঢ় মনসুখ, বিপুল পুলকিত গাত পদতল, তালধৃত গতি চঞ্চলে। বাদত দৃমি দৃমিকি দৃমিধা, থৈ তথৈ তত থৈ তথৈথা, থুং নুং নুং রসপুঞ্জ বরষত লোল লোচন অঞ্চলে॥ যুগল ছবি অবলোকি প্রমুদিত, নিছই জলধর তড়িত অতুলিত, নৃত্য রত ললিতালি লহু লহু, গীম ধুনত সুভঙ্গিতে। মধুর স্বরকত ভাঁতি উচরত, থৈ তাথৈ থৈ দৃমি কি দৃমি তথো, দিগ দিগ দিগ দিগ থৈ তাথৈ, প্রবিণাতিশয় সহ সু সঙ্গীতে॥ বনি সুবেশ বিশাখিকা দিক নটত, ঘন ঘন তাধিক ধিগিতি রটত, ধিগিতি ধিগি ধিগি, ধিক্ক ধৈকট, ধা ধি নি নি নি নিনিধিন্নিনা। দৃমিকি দৃমি দৃমি মর্দ্দল ধ্বনি হর, ধৃতি ঘনশ্যামভাণ অনিবার, তিঅই অইতি অইআ, আইঅতি অইঅ তিন্নিনা॥ ১॥

পুনঃ কেদারঃ॥

আজু কি নব পুণিম নিশা। যমুনা পুলিন ঝলকহ রাগে শশি উজোরএ দিশা॥ রাই কাণু কি মধুর ছাঁদে। নাচে দুহুঁ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ভুজা আরোপিয়া কাঁধে॥ তিলে তিলে কি কৌতুক চিতে। দোঁহেবায় বাঁশি, মিশাইয়া মুখ, তার কি উপমা দিতে॥ চারুনয়নে নয়ন নিয়া। অধরে অধর, পরশয়ে রস, আবেশে উলাস হিয়া॥ বাম দক্ষিণ যুগলকরে। প্রকাশয়ে কত, ভাঁতি অভিনয়, মদন ধৈরয হরে॥ তা তা তাথৈ তাথৈ কহে। অনিবার রব বদনচান্দে কি অমিয়া

ধারা বহে॥ দৃমি দৃমিকি মৃদঙ্গ বাজে। মহীতলে তাল, ধরয়ে চরণে, কি নব নূপুর সাজে॥ ললিতাদি দেখি সে না শোভা। নটন ভঙ্গিতে, গায় নানা মতে, নরহরি মন-লোভা॥ ২॥

ওহে শ্রীনিবাস রাসবিলাস বিশেষ। বর্ণে কবিগণ যাতে আনন্দ অশেষ॥ এ সব শ্রবণে নানা অমঙ্গল নাশে। রাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে অনায়াসে॥ শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ ভুবন মোহন। যমুনায় জলকেলি করে কতক্ষণ॥ তাহে যে কৌতুক তাহা কে বর্ণিতে পারে। রচয়ে বিচিত্র বেশ এই কুঞ্জাগারে॥ দোঁহে মহারঙ্গে এথা করয়ে শয়ন। নিশান্ত সময়ে জাগায়েন সখীগণ। দোঁহে সখীসহ নিজ নিজ গৃহে যান। দোঁহার বিচ্ছেদে দোঁহে না ধরে পরাণ॥ সখীগণ নানারূপে দোঁহে প্রবোধয়। দোঁহে নিজগৃহে সুপ্তি স্বপ্নেতে মিলয়॥

তথাহি গীতে॥

সখীসহ রাই শ্যামরায়। বিপুল বিলাস রাসে উল্লাস হিয়ায়॥ জলকেলি করিবার তরে। প্রবেশি যমুনাজলে কত ভঙ্গি করে॥ পরস্পর বারি বরিষয়। ভিজয়ে বসন তনু লীন শোভাময়॥ লাজে ধনি চাহি শ্যাম পানে। লুকায় অগাধ জলে কমলের বনে॥ কালিয়া সে বিভোল প্রেমেতে। চুম্বয়ে কমল রাইমুখের ভ্রমেতে। ললিতাদি সখী চারি পাশে। দেখিয়া শ্যামের রঙ্গ মৃদু মৃদু হাসে॥ রাই সখী-ইঙ্গিত পাইয়া॥ দাঁড়ায় শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া॥ বাঢ়য়ে কৌতুক তিলে তিলে। করি জলকেলি উঠে যমুনার কূলে॥ পিয়ে মধু মদনে মাতিয়া।। সুরত সমর সুখে উথ-

লয়ে হিয়া ॥ নিশিশেষে নিকুঞ্জ হইয়ত। চলে সচকিত গতি অলখিত পথে ॥ দোঁহে নিজ নিজ গৃহে গিয়া। সুতয়ে বিচ্ছেদ-দুঃখে ব্যাকুল হইয়া। স্বপনে মিলয়ে মোদ চিতে। নরহরি নিছনি এ দোঁহার পিরিতে ॥

পুন আসি বিলসয়ে এই কুঞ্জাগারে। ক্রমে কবি বর্ণে ইহা বিবিধ প্রকারে ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১ সর্গে ৪র্থং পদ্যং ॥

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথনক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥

গীতে যথা ॥

রজনী শেষ, নবকুঞ্জে শয়ন, ব্রজভূষণ শ্যামগোরি নব-লেহ। কৌতুকে জাগি, কঠিন গুরুজন ভয়ে, চলু অতি তুরিত সুতহি পুন গেহ ॥ স্নানাদিক রত, প্রাতে ধনি যশোমতী, গৃহ-গত কৃত রন্ধন সখি সঙ্গ। গোদোহন করু, স্নান কানুসুখে, গণসহ ভুঞ্জি শয়নের বহুরঙ্গ ॥ পূর্ব্বাহ্নে বন,-গমন ধেনু সহ বিলসি চপল চলু কুণ্ডকতীর। প্রিয় অদর্শন, সহি পুন ধনি নিজ,-প্রেষিত দূতী পথ নিরিখে অথির ॥ মধ্যাহ্নে সখী,-সহ সুন্দরী নিজ,-কুণ্ডনিকট প্রিয় মিলনে উলাস। বংশীহরণ মধু-পান স্নান রবি,-পূজন অরুকত বিবিধ বিলাস ॥ গৃহ চলু গোরী সাজি অপরাহ্নহি, সখীসহ প্রিয় পথ রহই নেহারি। ধেনু-সখা সঞে, শ্যাম গমন গৃহ, ও মুখ লখি ব্রজজন সুখ ভারি ॥ সাঁঝহু সময়ে, জননী করু লালন, গোদোহন আদি করহু

রঙ্গ। রাইক প্রেষিত, বিবিধ দ্রব্য সুখে, ভুঞ্জই প্রিয় সুবলাদিক সঙ্গ॥ সময় প্রদোষে, সাজি ব্রজনাগর, শুনি গুণিগান গমন করু কুঞ্জ। রাই রমণী মণি, বনী অলখিত গতি, সখীসহ শ্যাম মিলনে সুখপুঞ্জ॥ মধুর নিশা নব,-নৃত্য গীতরত, রাস-বিলাস ভুবনে অনুপাম। কুঞ্জভবনে রতি, কেলিকলহ দুঁহু, শয়ন সেবই সুখে সখী ঘনশ্যাম॥ ১॥

ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনার কূলে। ঝুলে কৃষ্ণ প্রিয়া সহ বিচিত্র হিন্দোলে॥

গীতে যথা। মল্লার॥

আজু ঝুলত নাগর রাজ। মহামঞ্জু নিকুঞ্জ কি মাঝ॥ নব নির্ম্মিত রত্নহি ডোর। তহি রাজত রঙ্গ বিভোর॥ বাম-ভাগেতে সুন্দরী শোহে। শ্যামসুন্দরের মন মোহে॥ দুহু রূপ নিরুপম ছটা। দূরে দামিনী জলদঘটা॥ হেমমণি বিভূ-ষণ গায়। অতি বিচিত্র বসন তায়॥ গলে দোলে সুললিত হার। নেত্র ভঙ্গি কি উপমা তার॥ মুখচন্দ্রে সুমধুর হাসি। অনিবার ঝরে সুধারাশি॥ দোহে অধরে অধর দিয়া। রহে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া॥ ললিতাদি সখী চারি পাশে। রঙ্গ দেখি কি আনন্দে ভাসে॥ হাসি ঝুলায়ই মন্দ মন্দ। মিলি গায়ই গীত সুছন্দ॥ কেহ কেহ মৃদঙ্গাদি বায়। চারু চামর কেহ ঢুলায়॥ বরষা ঋতু রীতি অশেষ। বহে মন্দ সমীর সুদেশ॥ বেঢ়ি বৃক্ষলতা রুচিকারী। নানা পুষ্প প্রফুল্লিত ভারি॥ ভ্রমে ভৃঙ্গ ধ্বনি পরতেক। শিখী কোকিল পক্ষ অনেক॥ ঘন দাদুর * শবদ বহু। রস বাদর ঝুমি রহু॥

* দাদুর অর্থাৎ ভেক (বেঙ্) দর্দ্দুর।

কহুকো উপমা নহু থোর। ঘনশ্যাম সে কৌতুকে ভোর ॥১॥

দেখহ ফল্গুণ খেলাস্থান শ্রীনিবাস। এথা রাই কাণুর কি অদ্ভুত বিলাস ॥

গীতে বসন্তঃ ॥

আজু পরম, রঙ্গ হরষে, শ্যাম রসিক রাজ। বেশ বিরচি বিলসত নব,-কুঞ্জ ভবনমাঝ। রাধা বিধুবদনী বনী, কি উপমা নহু থোরি। নাহ সমীপ, ভঙ্গিম সঞে, বাজত রস ভোরি ॥ ডারত দুঁহু, ফাগু দুঁহুক অঙ্গ অঙ্গ অরুণ ভেল। মৃগমদ চন্দন পরাগ, কুঙ্কুম পুন দেল ॥ সহচরীগণ, হেরি দুঁহুক, শোভা বহু ভাঁতি। বাজত কত, যন্ত্র চরিত, গায়ত মৃদ মাতি ॥ চঞ্চল মন,-মোহন ঘন, ছাড়ত পিচকারি। ভীগল তনু, বসন লাগি সচকিত সুকুমারী ॥ ললিতা দলি,-তাঞ্জন জল নাগর শীরে ঢালি। হো হো হো, হোরি উচরি, বিরচই করতালি ॥ কেলিকলহ,-পটু নটবর, কাহুক গহি আনি। চুম্বিবদন, কাহুক কুচ,-কমলে ধরই পাণি ॥ কাহুক পরিরম্ভই বহু, কহি সুমধুর বাত। লোচন শর, বরিষে পরষে পরশ,-পর পুলকিত গাত, ঐছে ফাগু, খেলা সুখ, কোন করব অন্ত। মানি সুকৃতি, অতিশয় ঋতু,-রাজ ঋতুবসন্ত ॥ মঙ্গল ময়, জয় জয় পিক, কুহকত অনিবারি। ভণব কি ঘন,-শ্যাম বিপুল, কৌতুক বলিহারি ॥

ওহে শ্রীনিবাস মহাকৌতুক এথায়। রাই কুঞ্জদেবী হৈলা সখীর ইচ্ছায় ॥

গীতে যথা। যথা রাগঃ ॥

সুন্দরী সখীসহ, করিয়া যুগতি, শ্যামে মিলিবারে চলয়ে

রঙ্গে। নিকুঞ্জে প্রবেশি, বৈসে একা সুখে, সুচারু বসন ঝাপিয়াঁ অঙ্গে॥ নাগর বর ত,-রুতলে তরল, রাই পথ হেরে প্রেমের ভরে। কুঞ্জেতে সে ধনি,-পানে চা'য়া ধা'য়া, যা'য়া পুছে বৃন্দাদেবীরে ধীরে॥ কহ কহ নব,-নিকুঞ্জে একাকী, কেবা বসিয়াছে অপরূপ বেশে। হেন শোভা কভু, না দেখি ভুবনে, উমার মূরতি উপমা কিসে॥ শুনি বৃন্দা, ব্রজরাজ সুত প্রতি, কহে ইহ এই নিকুঞ্জদেবী। মোর মত পরা,-ক্রম ত্যজি তুমি, জানিহ ইঁহার চরণ সেবি॥ শুনি বাণী বিদ,-গদ পতিবর, পরমাদর দরশ আশে। চঞ্চলচিত, চারুকুঞ্জে গিয়া, দাঁড়ায় ও নব দেবীর পাশে॥ যুড়ি দুই কর, কহে আজু মম, সাধ সিধি হ'বে তোমারে সেবি। বঞ্চনা না করি, কর দয়া দুখ,-হবে নিবেদিয়ে শুনহ দেবি!॥ মোর প্রাণপ্রিয়া, হিয়ার পুতলি, বৃষভানু সুতা রমণী মণি। তাঁর অদরশ, না সহে পরাণে, কত শত যুগ ক্ষণেকে গণি॥ তেঁহ কুলবত, অতি মৃদু সদা, প্রাণ কাঁপে গুরুজনের ডরে। তাহে শুভঙ্করী, এই ক'রো যেন, তাঁরে কেহ কিছু কহিতে নারে এত কহি কানু, প্রণময়ে পদ, পরশি কুসুম অঞ্জলি দিয়া। তা দেখি ললিতাদি, থাকিয়া গুপতে, হাসে অতিশয় পুলক হিয়া॥ বৃন্দাদেবী কহে, কি কর কালিয়া, এরূপ পূজনে কি ফল পা'বে। প্রতি অঙ্গ দিয়া, পূজ প্রতি অঙ্গ, তবে সে এ দেবী প্রসন্ন হবে॥ শুনি শশিমুখী, ঘুঙটে বদন,-রাখি মৃদু হাসে আনন্দে ভাসি। নেত্রকোণে নিবা,-রয়ে যে [illegible], সে প্রকাশয়ে পুন ঈষৎ হাসি॥ মদন মদে, মাতিয়া নাগর, হেরি হাসি ভাসি আনন্দ জলে। আইস আইস মোর, প্রাণ প্রিয়া

দেবি !, ইহা বুলি তুলি করয়ে কোলে ॥ ললিতা লতামাঝ তেজিয়া নিকটে, আসি কহে কত বুঝাব আমি। কুঞ্জদেবী বলি, ভয় নাহি করো, বিপরীত রতি লম্পট তুমি ॥ ইথে, দোষ না মানো ?, শুনিয়া কহয়ে, যাবে দোষ তুয়া পরশ পা'য়া। ইহা শুনি নর,-হরি সহ সহচরী হাসে মুখে বসন দিয়া ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে। হৈলা মহা ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ রাই বিনে ॥ দূতীমুখে রাধিকার শুনিয়া গমন। মহানন্দে মত্ত হৈলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ নেত্র মন রাধিকা-গমনপথে থুইলা। আপনা না চিনে ঐছে বিহ্বল হইলা ॥ এথা রাধাপ্রিয় সখীগণের ইচ্ছায়। কৃষ্ণ আগে চলে চন্দ্রাবলী দূতীপ্রায়॥

গীতে যথা। যথা রাগঃ ॥

রাধা সুধামুখী, সুখি সখীগণে, রাখি কথোদূরে কৌতুক অতি। প্রাণসম প্রিয়া, পাশে চলে একা, অলখিত চন্দ্রাবলীর দূতী ॥ নিকুঞ্জে নাগর, গর গর রাই, দরশন আশে বিভোর হৈয়া। কত মনোরথ, করে মনে মনে, পিয়া পথপানে সঘনে চা'য়া ॥ তথা ভৃঙ্গগণ, ভ্রমে ভঙ্গি ভূরি,-রঙ্গে রহে করি গুঞ্জর ছলা। চন্দ্রাবলী দূতী, ফিরে বনে কেনে, না জানিয়ে শুনি চমকে কালা ॥ হেনই সময়ে, সে দূতী তুরিত উপনীত পাশে চাহি তা পানে। বিমরিষ মুখ, মলিন বিষম, সঙ্কট জানিয়া ব্যাকুল মনে ॥ থির হৈয়া পুন, চাতুরী প্রকাশি, দূতী প্রতি কহে আদর করি। যাহ তুয়া পাছে, পাছে যাব বেগে, দূতী কহে ছাড়ি যাইতে নারি ॥ তুয়া বিনু চন্দ্রা,-বলী না জীয়য়ে,

কি করু সে দশা দেখহ যা'য়া। উঠ উঠ আর, না সহে বিলম্ব, এত কহি পায় ধরয়ে ধা'য়া ॥ পরশে পরম, পরশন দূতী, কতরূপে স্তুতি ধরয়ে মেনো। দূতী সুপরশ, পাই শ্যামশশী, বিবশ সাপিনী দংশয়ে যেনো ॥ চঞ্চললোচনে, চাহে বৃন্দা প্রতি, কহে কহ ইকি হইল মোরে। বৃন্দা কহে কেনে, ভাব ভাল হবে, বারেক দূতীরে করহ কোরে ॥ শুনি সুচতুর, মণি অনিবার, দূতী কোরে করি আনন্দে ভাসে। দূরে থাকি তাহা দেখি সখী সব, বৃন্দা পানে চা'য়া ঈষৎ হাসে ॥ ললিতা ললিত, মল্লী বল্লী মধ্য, তেজি রোষে কহে ভ্রূভঙ্গি করি। যাহ যাহ তথা, এথা বৃথা স্থিতি, রীতি অনুপম সহিতে নারি ॥ কত বা না কর, ও রতি লম্পট, সে সকল কথা রহিল দূরে। চন্দ্রাবলী সহ, যেরূপ তোমার, তাহা জানিলাম দূতীর দ্বারে ॥ আহামরি তুয়া, পিরিতি এরূপ, পুলক কভু না দেখিয়ে অঙ্গে। আমা সভাকারে, কিসের সঙ্কোচ, চন্দ্রাবলী সুধা পিবহ রঙ্গে ॥ শুনি কানু কহে, যিনি চন্দ্রাবলী, এ চান্দবদনে অমিয়া রাশি। পাইনু অনুমতি, পান করি এবে এত কহি মুখ চুম্বয়ে হাসি ॥ চিবুক পরিধরি, কর পল্লব, পরিহাস করে রসের ভরে। উরূপরি রাখি, রচিয়া সুবেশ, বিলসয়ে নব পালঙ্ক'পরে ॥ জানি সুসময়, প্রিয় সখী দুঁহু, শ্রম নিবারয়ে যতন করি। পাইয়া ইঙ্গিত, রঙ্গে নরহরি, করয়ে চামর ওরূপ হেরি ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস আর এ রসকুঞ্জেতে। যৈছে বিহরয়ে তাহা কে পারে কহিতে ॥ পরম অদ্ভুত লীলা সখী বিস্তারয়। মনের আনন্দে তাহা সখী আস্বাদয় ॥ সখী বিনা সুখ না জন্মায়ে:

কদাচিৎ। সখীর মাহাত্ম্য হয় সর্ব্বত্র বিদিত ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ সখীভেদে ১মঃ শ্লোকঃ ॥

প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণরসের মুরুতি। যে যে স্থানে যে যে লীলা কহি কি শকতি ॥ নায়ক প্রভেদে সর্ব্বত্রেই বিলসয়। নায়কের শিরোমণি ব্রজেন্দ্রতনয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥

ধামভেদে নায়কের ভেদ ষণ্ণবতি ৯৬। ব্রজে পূর্ণতম কৃষ্ণ ভাব উপপতি ॥ সহস্র সহস্র যূথেশ্বরীগণ সঙ্গে। সর্ব্ব নায়-কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে রঙ্গে ॥ যূথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী শ্রী-রাধিকা। সর্ব্বত্র বিদিত ইথে রাধিকা অধিকা ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

অত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়স্তু তয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ ॥
অভূদাকুলিতো রাসঃ প্রমদাশতকোটিভিঃ।
পুলিনে যামুনে তস্মিন্নিত্যেষাগমিকা প্রথা।
তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধিকা সহ যৈছে কৃষ্ণের বিহার। তাহা বিস্তারিয়া বা বর্ণিতে শক্তিকার ॥ এথা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে বিলসয়।

ধীরোদাত্ত নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয়॥ ধীরোদাত্ত হয় সর্ব্ব-মানে প্রবীণ অতি। পরমগভীর বিনয়াদি শুদ্ধ রীতি॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ॥

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।

অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥

অয়ং রঘুনাথবৎ॥

কৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক মনোহর। এই কুঞ্জমন্দিরে বিলসে নিরন্তর॥ বিদগ্ধ নিশ্চিন্ত পরিহাসরত অতি। প্রেয়সীর বশ পরমানন্দ রীতি॥

তত্রৈব॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।

নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

অয়ং কন্দর্পবৎ॥

ধীরশান্ত নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্র-তনয়। শাস্ত্রদর্শী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকাতিশয়॥ বিনয়াদি গুণ প্রকাশয়ে প্রিয়াপাশ। এ কুঞ্জভবনে অতি অদ্ভুত বিলাস॥

তত্রৈব॥

সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।

বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥

অয়ং যুধিষ্ঠিরবৎ॥

ধীরোদ্ধত নায়কের যৈছে গুণ ক্রিয়া। কৃষ্ণ এথা প্রকাশে যাহাতে হর্ষপ্রিয়া॥ আত্মশ্লাঘাদিক সে পরম চমৎকার। যে কৌতুক এ কুঞ্জে তা না হয় বিস্তার॥

তত্রৈব॥

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥
অয়ং ভীমসেনবৎ ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণরসের মুরতি। ব্যক্ত কৈলা অনুকূল নায়কের রীতি ॥ অনুকূল নায়কের নাহি সমতুল। এক-নায়িকাতে অনুরাগ অনুকূল ॥ অনুকূল নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার। একা রাই সঙ্গে এথা অদ্ভুত বিহার ॥

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ ॥
অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গস্মৃতিং ব্রজেৎ ॥

রাধা প্রেমাধীন কৃষ্ণ যৈছে দুঁহু প্রীতি। বিবিধপ্রকারে কবি বর্ণে সে না রীতি ॥

তথাহি শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণৌ শ্রীযমুনা গঙ্গাং প্রত্যাহ ॥

গীতে যথা—পৌরবী ॥

ওহে প্রাণসম, সখি সুখময়ি !, বিকাইনু মুই তোমার গুণে। এবে কহি শুন, শ্যামসুন্দরের অধিক পিরীতি যাহার সনে॥ চন্দ্রাবলী ব্রজে, বিদিতা সুন্দরী, অপরূপরূপে লজ্জিতা রমা। নবীনযৌবনী, রসিকিনী ধনি, সে গুণ চরিতে নাহিক সমা ॥ সুবলিত নব,-নিকুঞ্জমন্দিরে, শ্যামসহ রঙ্গে বিলসে নিতি। শ্যামরসমর, মাতয়ে তেমতি, তাঁর প্রেমাধীন কে বুঝে রীতি ॥ পরানন্দসিন্ধু, মাঝে ভাসে যবে, সে ধনি রতন-পরশ ক'রে। মুখশশি সুধা,পানে নিমগন, তখন নাগরে কিছু না

স্ফুরে॥ যদি সে সময়ে, রাধা তনুগন্ধ, কিঞ্চিৎ সে নাসা পরশে গিয়া। তখনি তাহারে, তেজিয়া চঞ্চল কালাধায় যেন পাগল হৈয়া॥ কি আর বলিব, ইথে জানো চিতে, যা সনে কাণুর অধিক লেহা। নরহরি হেন, প্রেমের নিছনি, গণইতে গুণ কে বাঁধে থেহা॥

পুনস্তত্রৈব॥ কামোদঃ॥

কি বলিব ওগো, জগতে অতুল, রাধামাধবের পিরীতি খানি। প্রাণ এক তনু, ভিন ভিন কেবা, গড়িয়াছে কত আনন্দ মানি॥ যদি বল দুঁহু, এক ইথে কেন, হইল দোহার বরণ ভিনো। তাহ তুয়া প্রতি, কহয়ে কিঞ্চিৎ, যতন করিয়া সে কথা শুনো॥ বিবিধ বরণ, আছে তাথে শ্যাম, গৌর-বরণে অধিক শোভা। তাহার অবধি, দেখা'য়া জগতে, ছান্দে জগজন নয়নলোভা॥ আর বলি ওহে, কালিয়া চঞ্চল, যখন দেখয়ে রঙ্গিণী রাধে। আতুর হইয়া, তখন ভুবাহু, পসারিয়া কোরে করয়ে সাধে॥ সে সময়ে যদি, বিপক্ষ লোকেতে, হঠাৎ নিকটে দেখে এ রীতি। ঘন তড়িতাদি, ভ্রমে ভুলে কেহ, লখিতে নারয়ে কৌতুক অতি॥ আর বলি সেই, সু-কবি বিধাতা, বহুজনে অনেক আনন্দ দিতে। নিরখিয়া শ্যাম, গৌর রুচির, উপমা রচিব অনেক মতে॥ এই হেতু কত, কত ভিন নহে, রাইপ্রেমে গঢ়া শ্যামের দেহা। রাধা কাণু, তনু, প্রেমময় এই, জগতে বিদিত দেহের লেহা॥ এ দোঁহার রীতি, আনে কি জানিব, জানয়ে কেবল রসিকজনে। এ রসে বঞ্চিত, যে হইল নর,-হরি তাহে পশু সমান গণে॥

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে। হইল মিলন স্থির চন্দ্রাবলী সনে॥ হইলা চঞ্চল কৃষ্ণ তাঁহারে মিলিতে। তেঁহ অভিসার কৈলা নিজসখী সাঁথে॥ হেনকালে রাধিকার নিকুঞ্জ-গমন। শুনি এথা হৈতে চলে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধিকা নিকটে আসি অধৈর্য্য হইলা। চন্দ্রাবলী মিলনাদি সকল ভুলিলা॥ এই কুঞ্জে রাই সহ হৈল যে বিলাস। তাহা না কহিতে জানি ওহে শ্রীনিবাস॥ দক্ষিণ নায়ক কৃষ্ণ ক্রিয়া রসময়। সর্ব্ব-নায়িকাতে সম দক্ষিণ কহয়॥ প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র এই-খানে। যৈছে বিলসয়ে তা কহিতে কেবা জানে॥

তত্রৈব॥

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্বযোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোহপি জ্ঞেয়োহসৌ খলু দক্ষিণঃ॥
যদ্বা॥
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু তুল্যো দক্ষিণ উচ্যতে॥

দক্ষিণানুকূলনায়কের যেই রীতি। রাসে প্রকাশিল কৃষ্ণ-রসের মুরুতি॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ৮ পরিচ্ছেদে॥

শত কোটি গোপী লৈয়া শ্রীরাস বিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁহারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা হরি॥ সম্যক্‌বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলাবাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ইতস্তত ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া । বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া ॥ শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ । তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ এথা কৃষ্ণ শঠ নায়কতা প্রকাশয় । সাক্ষাতে প্রিয়, পরোক্ষেতে অপ্রিয় করয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥

এই খানে কৃষ্ণ ধৃষ্টনায়কের ক্রিয়া । প্রকাশে নায়িকা আগে উল্লাসিত হৈয়া ॥ অন্য নায়িকার ভোগ চিহ্নেও নির্ভয় । মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবীণ অতিশয় ॥

তত্রৈব ॥

অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ ।
মিথ্যাবচন দক্ষশ্চ ধৃষ্ঠোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥

এথা কৃষ্ণ রাধা প্রাণপ্রিয়ার সহিতে । যে বিলাসে বিহ্বল তা কে পারে বর্ণিতে ॥ মধ্যবয়স্থিতা রাধা গুণরত্ন খনি । যে বিদিতা সর্ব্বনায়িকার শিরোমণি ॥ সর্ব্বনায়কাবস্থা কৃষ্ণে সম্ভব যৈছে । সর্ব্বনায়িকাবস্থা শ্রীরাধিকাতে তৈছে ॥

তত্রৈব ॥

যথাস্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে ।
তত্রৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥

স্থানভেদে স্বীয়া পরকীয়া নিরূপয় । তিন শত যাটি নায়িকার ভেদ হয় ॥ ব্রজে পরকিয়া রাধা নায়িকা উত্তমা । মুগ্ধাদি

প্রভেদে বিলসয়ে নাহি সীমা॥ ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ-ভবনে। বিলসয়ে কৃষ্ণ, মুগ্ধা নায়িকার সনে॥ সখীর অধীন মুগ্ধা নবীনযৌবনা। নব কামকলা চাতুর্য্যে অল্পপ্রবীণা॥ মান বিষয়েতে মৃদু অক্ষমা তাহায়। কৃষ্ণে মিলাইয়া সখী মহাসুখ পায়॥

তত্রৈব॥

মুগ্ধা ১ নববয়ঃকামা ২ রতৌ রামা ৩ সখীবশা ৪।
রতচেষ্টাস্বতিব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ৫॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা ৬।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥

মানে বিমুখী যথা।

মৃদ্বী ১ তথা ক্ষমা ২ চেতি সা মানে বিমুখী দ্বিধা॥

এই যে নিকুঞ্জ দেখ ওহে শ্রীনিবাস। এথা মধ্যা প্রিয়া সহ কৃষ্ণের বিলাস॥ মধ্যা ব্যক্তযৌবনা প্রবীণা সর্ব্বমতে। ধীরাদিক ভেদত্রয় মানবিষয়েতে॥

তত্রৈব॥

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা॥
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি ৫ মানে কুত্রাপি কর্কশা ৬॥
ত্রিধাসৌ মানবৃত্তিঃ স্যাদ্ধীরাধীরোভয়াত্মিকা॥

ধীরমধ্যা মানে এই কুঞ্জ পরিসরে। বক্র উক্তি পবিত্র ভর্ৎসন কৃষ্ণে করে॥

তত্রৈব॥

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং॥

এ কুঞ্জে অধীরমধ্যা ক্রোধে প্রাণনাথে। নির্ভয় নিষ্ঠুর বাক্যে সখী সুখ যাতে ॥

তত্রৈব ॥

অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লবং রুষা ॥

ধীরা ধীরমধ্যা কৃষ্ণে বাষ্পযুক্ত হৈয়া। কহে, বক্রবাক্যে এথা সখীপানে চা'য়া ॥

তত্রৈব ॥

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং ॥

সর্ব্বরসোৎকর্ষ মধ্যা নায়িকা এ হয়। মধ্যা রাধাকৃষ্ণে এথা আনন্দ বিতরয় ॥

তত্রৈব ॥

সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তং মৌগ্ধ্যপ্রাগল্ভ্যয়োর্যুতিঃ ॥

একুঞ্জে প্রগল্‌ভা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী। কৃষ্ণে সুখ দিতে কত প্রকাশে চাতুরী ॥ সুরতে উৎসুকা যৈছে কহিল না হয়। মানবৃত্তে প্রগল্‌ভা ধীরাদি ভেদ ত্রয় ॥

তত্রৈব ॥

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥

এই কুঞ্জে ধীরপ্রগল্‌ভা মানেতে প্রবীণা। করি ক্রোধ গোপন সুরতে উদাসীনা ॥

তত্রৈব ॥

উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থাচ সাদরা ॥

অধীর প্রগল্‌ভা এই নিকুঞ্জভবনে। কর্ণোৎপলে তাড়ে কৃষ্ণে নিষ্ঠুর তর্জ্জনে ॥

তত্রৈব ॥

সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ং ॥

ধীরাধীরপ্রগল্‌ভার ক্রোধ অলক্ষিত। এ কুঞ্জে ভঙ্গিতে কৃষ্ণ তর্জ্জয়ে কিঞ্চিৎ ॥

তত্রৈব ॥

ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে ॥

দেখ শ্রীনিবাস এই কুঞ্জে শ্রীরাধিকা। করায়েন কৃষ্ণে অভিসার প্রেমাধিকা ॥ শ্রীরাধিকা অভিসার করি সঙ্গোপনে। সময়-উচিত বেশে মিলে কৃষ্ণসনে ॥ অভিসারিকা নায়িকা রাধিকা রূপসী। কভু সখীসঙ্গে কভু একা মিলে আসি ॥

তত্রৈব ॥

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং চাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥

বাসকসজ্জা নায়িকা এ কুঞ্জভবনে। শয্যাদিক সজ্জা করে হর্ষে সখীসনে ॥ কৃষ্ণের গমনপথে অর্পয়ে নয়ন। বার বার দূতীরে করয়ে নিরীক্ষণ ॥ বাসকসজ্জা নায়িকা রাধিকাসুন্দরী। প্রকাশে যে চেষ্টা তাহা কহিতে না পারি ॥

তত্রৈব ॥

স্ববাসক-বশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া সঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণং।
সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥

এই কুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত আছিল। কৃষ্ণের বিলম্বে সে না উৎসাহ ঘুচিল। বাড়িল বিরহ উৎকণ্ঠার সীমা নাই। বিরহোৎকণ্ঠিতাবস্থা রাধিকা এথাই॥ না আইল কেনে কৃষ্ণ তর্কনা করয়। হৃত্তাপ কম্পাদি চেষ্টা কহিল না হয়॥

তত্রৈব॥

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কনং।
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ॥

অন্যকান্তা ভোগচিহ্ন করিয়া ধারণ। করিলেন কৃষ্ণ এই কুঞ্জে আগমন॥ অতি ক্রোধে ধৃষ্ট নায়কের পানে চাই। খণ্ডিতা নায়িকাবস্থা রাধার এথাই॥

তত্রৈব॥

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা॥
এষা তু রোষ-নিঃশ্বাস-তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ॥

বিপ্রলব্ধাবস্থা নাই তমাল কুঞ্জেতে। আসিবেন কৃষ্ণ না আইলা চিন্তে চিতে॥ সেই এ তমালকুঞ্জ দেখ শ্রীনিবাস। বিপ্রলব্ধা চেষ্টা যৈছে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥

তত্রৈব॥

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ চিন্তা খেদাশ্রু মূর্চ্ছা নিঃশ্বিতাদি ভাক্॥
এই কুঞ্জে কলহান্তরিতাবস্থা রাই। মানান্তে পশ্চাৎ তাপ করেন এথাই॥ প্রলাপাদি চেষ্টা যৈছে কহিল না হয়। দেখি সখীগণ নানা যুক্তি বিচারয়॥

তত্রৈব॥
যা সখীনাং পুরঃ প্রাপ্তং পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ গ্লানি-নিঃশ্বসিতাদয়ঃ॥
প্রোষিত ভর্ত্তৃকাবস্থা রাধিকা এথাতে। কৃষ্ণ দূরদেশ গে'লে নারে স্থির হৈতে॥

তত্রৈব॥
দূরদেশং গতে কৃষ্ণে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥
প্রিয়সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যং চিন্তাদয়ো মতাঃ॥
কৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যাইতে মথুরায়। এথা যৈছে হৈলা রাই কহনে না যায়॥

তথাহি হংসদূত কাব্যে ২ শ্লোকঃ॥
যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দ সদনা-
ন্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনুবিন্দন্ মধুপুরীং।
তদাহ্মাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ-
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী॥
কি বলিব অক্রূরের ব্রজে যশ নাই। অদ্যাপি অক্রূরে

ক্রূর কহে দুঃখ পাই॥ পরস্পর অক্রূরে নিন্দয়ে বার বার। না বুঝয়ে ব্রজের মরম যে প্রকার॥ গান্ধিনী আপন মায়ে প্রসবসময়। দিল মহাদুঃখ ইহোঁ তাহারি তনয়॥ অক্রূরের নাম কেহ শুনিতে না পারে। মনে করিতেই দুঃখসমুদ্রে সাঁতারে॥ দেখ যমুনার কূলে কুঞ্জ শোভায়য়। এথা রাই কাণু কি আনন্দে বিলসয়॥ সুরতান্তে রাই যে কহেন কৃষ্ণ প্রতি। তাহাই করেন কৃষ্ণ প্রেমাধীন অতি॥ স্বাধীনভর্ত্তৃ-কাবস্থা রাধা প্রকাশয়। তিলে তিলে যে কৌতুক কহিল না হয়॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৪৯ লক্ষণং॥

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

সলিলারণ্যবিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পুষ্পের কাননে। ভ্রমে রাধামাধব বেষ্টিত সখীগণে॥ অনুরাগে রাধিকার উথলয়ে হিয়া। প্রাপ্ত প্রেমবৈচিত্ত্য দশানুরাগ ক্রিয়া॥

তত্রৈব স্থায়িভাবপ্রকরণে ১১২ লক্ষণং॥

সদানুভূত মপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।

অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ।

বিপ্রলম্ভে ঽস্য বিস্ফূর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ॥

কিবা প্রেমবৈচিত্ত্য দশায় প্রেমাধিকা। হইতে বিশ্লেষ বুদ্ধি ব্যাকুল রাধিকা॥ কোথা কৃষ্ণ বলি অশ্রু ঝরয়ে নয়নে। নিকটেই কৃষ্ণ তাহা স্মৃতি নাই মনে॥

তত্রৈব ॥

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।

যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য সম্ভোগ নহে পৃথকত। সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ ইথে সুসঙ্গত ॥ প্রেমবৈচিত্ত্য বিলাস হয় পরম মধুর। বর্ণে কবিগণ যাতে তাপ যায় দূর ॥

গীতে যথা ॥ কামোদঃ ॥

রাই কাণু রসের আবেশে। বৈসে একাসনে সখীগণ চারি পাশে ॥ কিবা অনুরাগের তরঙ্গ। না ধরে ধৈরয ধনি হৈল ক্ষীণ অঙ্গ ॥ সখীরে সুধায় বারে বারে। প্রাণনাথ ছাড়ি কোথা গেলেন আমারে ॥ আর কি পাইব প্রাণনাথে। এত কহি করাঘাত করে নিজ মাথে ॥ ভাসে দুটি নয়নের জলে। ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস লোটায় মহীতলে ॥ রসিকশেখর শ্যামরায়। দেখিয়া বিষম দশা প্রবোধে রাধায় ॥ প্রবোধে পরাণ জুড়াইল। ঘুচিল বিচ্ছেদবুদ্ধি দুঃখ দূরে গেল ॥ সখী কি কহিলা আঁখি কোণে। পুলকে বলিত হৈয়া বিলসে গোপনে ॥ কালা আলিঙ্গয়ে মেলি বাহু। লাজে নতমুখী রাই হাসে লহু লহু ॥ মাধব ধরিতে নারে ধৃতি। মুখে মুখ ঝাপয়ে মদনমদে মাতি ॥ উচকুচ যুগে কর দিতে। না জানে আছয়ে কোথা কত উঠে চিতে ॥ হাসি নিবীবন্ধ খসাইয়া। রহয়ে কুসুমশেযে অঙ্গ গড়াইয়া ॥ তনু তনু মিশা শোহে হেন। নীলমণি কনক দামিনী ঘন যেন ॥ বাঢ়য়ে কৌতুক অতিশয়। দুঁহু বেশ বিরচিয়া দোঁহে নিরিখয় ॥ সময় জানিয়া সহচরী। শ্রম উপশমে কত কহে ধিরি ধিরি ॥ নরহরি সখীর ইঙ্গিতে। করয়ে

সুবাতাস ঘরম নিবারিতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দীকাননে। বিলসয়ে কৃষ্ণ পঞ্চবিধ সখাসনে ॥ চেট বিট বিদূষক পীঠমর্দ্দ আর। প্রিয়-নর্ম্ম এই পঞ্চ সহায় তাঁহার ॥ বিবিধ প্রকারে করে কৃষ্ণের সহায়। এসব সখার গুণ কেবা নাহি গায় ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায়ভেদপ্রকরণে ১ লক্ষণং ॥

অথ তস্য সহায়াঃ স্যুঃ পঞ্চধা চেটকো বিটঃ।
বিদূষকঃ পীঠমর্দ্দঃ প্রিয়নর্ম্মসখস্তথা।
নর্ম্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা।
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপীপ্রসাদনং।
নিগূঢ়মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ॥

এথা কৃষ্ণ চেট ভৃঙ্গ ভঙ্গুরাদি সনে। বিলসে যে সব দক্ষ সকল সন্ধানে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

সন্ধানশ্চতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্‌ভধীঃ।
স তু ভঙ্গুরভৃঙ্গারাদিকপ্রোক্তোত্র গোকুলে ॥

বিট সখা কড়ার ভারতী আদি এথা। কৃষ্ণবেশ বিন্যাসে নিপুণাদ্ভুত প্রথা ॥

তত্রৈব ॥

বেশোপচার কুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কামতন্ত্র-কলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে।
কাড়রো ভারতী বন্ধ ইত্যাদির্বিট ঈরিতঃ ॥

এথা বিদূষক বসন্তাদি সখাগণ। বাঢ়ায় কৌতুক কৃষ্ণ করিতে ভোজন ॥

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গ বচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।
বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ॥

পীঠমর্দ্দ শ্রীদাম গুণের অন্ত নাই। করে কত কৃষ্ণের সহায় এক ঠাঁই॥

তত্রৈব॥

গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দ্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্যথা হরে॥

প্রিয়নর্ম্ম সখা সুবলাদিক এথায়। কৃষ্ণসুখ যাতে তাহা করে সর্ব্বথায়॥

তত্রৈব॥

আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্ম্মসখো বরঃ।
স গোকুলে তু সুবলস্তথা স্যাদর্জ্জুনাদিকঃ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ এ রম্য কাননে। স্বয়ং মিলে গোপিকা কর্ষয়ে বংশীস্বানে॥ স্বয়ং দূতী রাধিকাপ্ত-দূতী যৈছে তাঁর। তৈছে শ্রীকৃষ্ণের ইথে আনন্দ অপার॥

তত্রৈব॥

হরিপ্রিয়া প্রকরণে বক্ষ্যন্তে যাস্তু দূতিকাঃ।
অত্রাপি তা যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবেদিভিঃ॥
তত্র স্বয়ং বংশী চ। স্বয়মিতি স্বয়ং দূতীত্যর্থঃ॥

বীরা বৃন্দাদিক শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী। এ কুঞ্জে মিলায় দোঁহে কি অদ্ভুত রীতি॥

তত্রৈব ॥

বীরা বৃন্দাদিরপ্যাপ্তদূতী কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা।

বীরা প্রগল্‌ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা ॥

অন্যাঃ সাধারণা দূত্যো বীরাদ্যাঃ কথিতা হরেঃ।

লিঙ্গিন্যস্তাস্তু বক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ সাধারণা দ্বয়োঃ ॥

কি বলিব এথা সখ্যাদিক রাধিকার। করয়ে সহায় যৈছে না হয় বিস্তার ॥ রাধিকার সখী পঞ্চবিধা সখী আর। নিত্যসখী প্রাণসখী আদি এ প্রচার ॥ এ সকল সখী লৈয়া রাধিকাসুন্দরী। এই কুঞ্জে রহেন কৃষ্ণের পথ হেরি ॥

তত্রৈব ॥

তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।

সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চকাশ্চন।

প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥

সখী কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদি এথা। যতনে সাধয়ে রাধিকার মন কথা ॥

তত্রৈব ॥

সখ্যঃ কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

নিত্যসখী কস্তূরী মণিমঞ্জরিকাদি। এথা রাধা মনোবৃত্তি সাধে নিরবধি ॥

তত্রৈব ॥

নিত্যসখ্যস্তু কস্তূরীমণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥

প্রাণসখী বাসন্ত্যাদি রাধা তুল্য প্রায়। এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণে কৌতুক বাঢ়ায় ॥

তত্রৈব ॥

প্রাণসখ্যঃ শশিমুখীবাসন্তীলাসিকাদয়ঃ।
গতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়েণেমাঃ স্বরূপতাং॥
স্বরূপতাং তুল্যতামিত্যর্থঃ॥

প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি অনুপমা। এ কুঞ্জে বিহ্বল দেখি দোঁহার সুষমা॥

তত্রৈব॥
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা।
কমলামাধুরীমঞ্জুকেশীকন্দর্পসুন্দরী॥
মাধবীমালতীকামলতাশশিকলাদয়ঃ॥

পরম-প্রেষ্ঠসখী ললিতাদিক এথায়। দোঁহে মিলাইয়া মহা উল্লাস হিয়ায়॥

তত্রৈব॥
পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।
সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগণাগ্রিমাঃ।
আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া।
ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে॥

ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ আবাসে। স্বয়ং দূতী আপ্ত-দূতী চাতুর্য্য প্রকাশে॥

তথাহি তত্রৈব॥
অথাশ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণয়া।
এতাসাং পূর্ব্বরাগাদ্যৌ দূত্যযুক্তি বিলিখ্যতে।
দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্ত্তিতা॥

স্বয়ং দূতী এথা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন। বাচিকাঙ্গিক চাক্ষুষে

সাধে প্রয়োজন॥ স্বয়ং দূতী শ্রীরাধিকা সর্ব্বাংশে প্রবীণা। বিলসয়ে এ কুঞ্জে সুখের নাহি সীমা॥

তত্রৈব॥

অত্যৌৎসুক্যক্রুটদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাদিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥
স্বাভিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্বকাননে। সদা রাধাসুখ বাঞ্ছে আপ্তদূতীগণে॥ আপ্তদূতীগণ চেষ্টা কহিল না হয়। অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারী ত্রয়॥

তত্রৈব॥

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্গোপসুভ্রুবাং।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা॥

বিশ্রম্ভো বিশ্বাস ইত্যর্থঃ—

অমিতার্থা দূতী অতি-প্রবীণা ইঙ্গিতে। রচিয়া উপায় দোঁহে মিলায় এথাতে॥

তত্রৈব॥

জ্ঞাত্বাঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
উপায়ৈর্মিলয়েত্তৌ দ্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ং॥

নিসৃষ্টার্থা দূতীকে অর্পয়ে কার্য্যভার। এ কুঞ্জে করেন যুক্তি ঘটনা দোঁহার॥

তত্রৈব॥

বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে॥

পত্রহারী দূতীমাত্র পত্রিকা লইয়া। দেন দোঁহে, দোঁহে মিলে নিকুঞ্জে আসিয়া॥

তত্রৈব॥

সন্দেশমাত্রং যা যূনোর্নয়েৎ সা পত্রহারিকা॥

দূতী শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী আর। পরিচারিকা ধাত্রেয়ী সর্ব্বত্র প্রচার॥ বনদেবী সখী আদি এ সব কুঞ্জেতে। নিজ নিজ গুণ প্রকাশয়ে হর্ষচিতে॥

তথাহি তত্রৈব॥

তাঃ শিল্পকারী-দৈবজ্ঞা-লিঙ্গিনী-পরিচারিকাঃ।

ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে॥

শিল্পকারী নানা শিল্পে প্রবীণা এথায়। দেখাইয়া শিল্প, সুখী করেন দোঁহায়॥ দৈবজ্ঞাপ্ত দূতী গণনায় বিচক্ষণা। কহে এই কুঞ্জে অদ্য দোঁহার ঘটনা॥ লিঙ্গিনী তাপসীবেশা যৈছে পৌর্ণমাসী। পৌর্ণমাসী দোঁহে মিলায়েন এথা আসি॥

তত্রৈব॥

লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা॥

পরিচারিকা লবঙ্গমঞ্জর্য্যাদি রঙ্গে। রাধিকারে এ কুঞ্জে মিলান কৃষ্ণসঙ্গে॥

তত্রৈব॥

লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমত্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ॥

ধাত্রেয়ী যাবট হৈতে আনিয়া রাধায়। এ কুঞ্জে কৃষ্ণের সহ কৌতুকে মিলায়॥ বনদেবীগণ বনে রহে সর্ব্বক্ষণ। এই কুঞ্জে দেখে রাই কানুর মিলন॥ সখী এই কুঞ্জে দোঁহে

কৌতুকে মিলায়। সখীরিত বিদিত কে বা না যশ গায়॥

তত্রৈব॥

আত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোন্যমচ্ছলং।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥
বাচ্যব্যঙ্গমিতি দ্বেধা তদ্দূত্যমুভয়োরপি॥

তত্তস্যাঃ সখ্যাঃ—
উভয়োর্নায়ক নায়িকয়োরিত্যর্থঃ॥

বিবিধ প্রকারে এই নিকুঞ্জ আলয়ে। সম্ভোগে দোঁহার সুখ সখী বিস্তারয়ে॥ মুখ্য গৌণ রূপে সম্ভোগ অষ্ট পরকার। পূর্ব্ব রাগাদিকে সংক্ষিপ্তাদি এ প্রচার॥

তথাহি তত্রৈব॥

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ।
মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ॥
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥

পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ সংক্ষেপেতে। সখী দোঁহে মিলান সুপ্রকারে এথাতে॥

তত্রৈব॥

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥

বিবিধ প্রকারে মান ভঞ্জন হইলে। এথা সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে সুখ সখী মিলে॥

তত্রৈব ॥

যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।

উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥

অদূর প্রবাসে সম্পন্ন সে ভেদদ্বয়। এথাতে সম্ভোগ সুখ সখী আস্বাদয় ॥

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।

দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ ॥

আগতিঃ ॥

লৌকিক ব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ ॥

প্রাদুর্ভাবঃ ॥

প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।

আবির্ভবত্যকস্মাদস্যং প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে ॥

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সুদূর প্রবাসে। আচ্ছন্ন প্রকাশ ভেদে এ কুঞ্জে বিলাসে ॥

তত্রৈব ॥

দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।

উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥

ছন্নপ্রকাশভেদেন কৈশ্চিদেষাং দ্বিরূপতা।

ইষ্টাপ্যত্র নহি প্রোক্তা নাত্যুল্লাসকরী যতঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পথে রাই রঙ্গে। প্রবেশয়ে এ কুঞ্জ-ভবনে গণসঙ্গে ॥ রাধিকার গণ যত অন্ত নাই তার। ললিতাদি সখী মধ্যে শোভা চমৎকার ॥ সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণা সখী শ্রীললিতা। রত্নপ্রভা আদি অষ্ট গুণে সুবেষ্টিতা ॥

তথাহি শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা ।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী ॥
বিশাখার সৌন্দর্য্য উপমা নাহি হয়। বেষ্টিত মাধবী আদি গণাষ্ট শোভয় ॥
তথাহি তত্রৈব ॥
মালতী মাধবী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা ।
হরিণী চপলানাম্নী সুরভী চ শুভাননা ॥
সর্ব্বাংশে প্রবীণা সুচিত্রাদি সুচরিতা। কুরঙ্গাক্ষী আদি নিজ গণাষ্টে অন্বিতা ॥
তত্রৈব ॥
কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা ।
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কুন্দকাক্ষী সুমন্দিরা ॥
চম্পকলতার অতি অদ্ভুত মাধুর্য্য। রসালিকা আদি অষ্টগণে শোভাশ্চর্য্য ॥
তত্রৈব ॥
রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা ।
কামিনী কামনগরী নাগরী নাগবেণিকা ॥
শ্রীরঙ্গদেবীর রূপে কেবা ধৈর্য্য ধরে। মঞ্জু মেধাদি গণাষ্ট শোভা চিত্ত হরে ॥
তত্রৈব ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা ।
তনুমধ্যা মধুস্যন্দ্রা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥
সুদেবী রাধিকা প্রীতে সদা প্রফুল্লিতা। তার অষ্টগণ তুঙ্গভদ্রাদি বিদিতা ॥

তত্রৈব ॥

তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মেদিনী মদনালসা ॥

তুঙ্গবিদ্যা পরমরূপসী শোভা অতি। কলকণ্ঠী আদি অষ্ট গণাদ্ভুত রীতি ॥

তত্রৈব ॥

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা।
ইন্দুলেখা সর্ব্বচিত্তাকর্ষে সুচরিতে। কাবেরী আদি গণাষ্ট উপমা কি দিতে ॥

তত্রৈব ॥

কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা ॥

ওহে শ্রীনিবাস ললিতাদি গণসঙ্গে। এই কুঞ্জে দোঁহার মিলন দেখি রঙ্গে ॥ তিলে তিলে উল্লাসে ধরিতে নারে হিয়া। ললিতাদি সখীর পরমাদ্ভুত ক্রিয়া ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

মিথঃ প্রেম ১ গুণোৎকীর্ত্তি ২ স্তয়ো রাসক্তিকারিতা ৩।
অভিসারো ৪ দ্বয়োরেব সখ্যা কৃষ্ণে সমর্পণং ৫।
নর্ম্মা ৬ শ্বাসন ৭ নেপথ্যং ৮ হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং ৯।
ছিদ্রসংবৃতি ১০ রেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ১১ ॥
শিক্ষা ১২ সঙ্গমনং কালে ১৩ সেবনং ব্যজনাদিভিঃ ১৪।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ ১৫ সন্দেশপ্রেষণং তথা ১৬ ॥
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ ১৭ সখীক্রিয়া ॥

ওহে শ্রীনিবাস কহিবার সাধ্য নাই। কৃষ্ণ মনোহিত

পুষ্পবাটী এক ঠাঁই ॥ কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর। গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর॥ এই সদাশিব বৃন্দা বিপিন পালয়। ইহাঁকে পূজিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়॥ গোপীগণ সদা কৃষ্ণ সঙ্গের লাগিয়া। নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া॥ কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর। গোপিকা পূজিত তেঞি নাম গোপীশ্বর॥ ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করয়ে সদায়। বৃন্দাবনে প্রীতিবৃদ্ধি ইহার কৃপায়॥

তথাহি॥

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ং।
সর্ব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদং॥

তথাচ স্তবামৃতলহর্য্যাং॥

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতননারদেড্যঃ।
গোপেশ্বরব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জ্জন। বহু গুল্মলতাবৃত অতি সুশোভন॥ এথা স্নান এক রাত্রি উপবাস কৈলে। গন্ধর্ব্বাদি সহ ক্রীড়া করে কুতূহলে॥ প্রাণত্যাগ হৈলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুল্মলতাবৃতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ॥
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চক্রীড়মানঃ স মোদতে।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥

ব্রহ্মকুণ্ড পার্শ্বে আর যে যে চমৎকার। তাহা কি কহিব কৈল পুরাণে প্রচার॥

তথাহি বারাহে॥

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বে হ্শোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিং॥

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল। নারদমুনির মনোরথ পূর্ণ কৈল॥ ওহে শ্রীনিবাস এই বেণুকূপ হয়। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অতিশয়॥ প্রিয়াগণ তৃষ্ণাযুক্ত কৃষ্ণ তা জানিয়া। ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া॥ বেণু ফুকিতেই শব্দ প্রবেশে পাতালে। অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ জলে॥ সবে জলপান করি প্রশংসে কৃষ্ণেরে। বেণুকূপ নাম তেঞি বিদিত সংসারে॥ ওহে শ্রীনিবাস কালিদমনের দিনে। দাবানল পান কৃষ্ণ কৈলা এই খানে॥ এই দাবানল স্থান যে করে দর্শন। সংসার দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন॥ এই শ্রীগোবিন্দস্বামি তীর্থ মহোত্তম। দেখহ অপূর্ব্ব শোভা নাহি যার সম॥ এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। এথা গোবিন্দের অতি অদ্ভুত বিলাষ॥

তথাহি সৌরপুরাণে॥

গোবিন্দস্বামিতীর্থাখ্যমস্তি তীর্থং মহোত্তম।।
বাসুদেবতনূজস্য বিষ্ণোরত্যন্ত দুর্ল্লভং॥
গোবিন্দস্বামিনামাত্র বসত্যর্কোহুকোহচ্যুতঃ।
তত্র স্নাত্বা তমভ্যর্চ্চ্য মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ॥

ব্রজে নানা লীলা শুনি মাধুর্য্যাদি যত। ব্রহ্মাদি অগম্য আনে জানিব বা কত॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৪ শ্লোকঃ॥

ন ব্রহ্মা নচ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
সম্যগ্ জ্ঞাতুমিহাঞ্জসার্হতি তথা যস্যোল্লসন্মাধুরীং।
কিন্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্দ্ধং স্বমাত্রা স্ফুটং
প্রেম্নাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে॥

সর্ব্ব চিত্তাকর্ষ এই দ্বাদশ কানন। ভূমিগত হৈয়া ভক্ত-বন্দে অনুক্ষণ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৮ শ্লোকঃ॥

গন্ধব্যাকুল-ভৃঙ্গসঞ্চয়চমূ-সংস্পৃষ্ট-পুষ্পোৎকরৈ-
র্ভ্রাজৎকল্পলতাপলাশিনিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্ফুটং।
যানি স্ফারতড়াগপর্ব্বতনদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহুর্দ্বাদশ॥

ওহে শ্রীনিবাস ভক্ত সদা সংপ্রার্থয়ে। অন্য প্রসঙ্গেও যেন ব্রজে বাস হয়ে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৫ শ্লোকঃ॥

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
স্নাতোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্ম্ম নির্ভরঃ প্রতিমুহুর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম॥

ব্রজভূমে বৈসে যে সে কৃষ্ণপ্রিয় হন। তা সবারে বন্দে নিত্য ভাগ্যবন্তগণ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০০ শ্লোকঃ ॥

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষে জন্মার্পিতবিবিধকর্ম্মাপ্যনুদিনং।
ক্রমাদেষ তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়তমা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥

ব্রজস্থিত তৃণগুল্ম কীটাদিক যত। সে সবে প্রণমে ভাগ্যবন্ত অবিরত ॥

তথাহি তত্রৈব ১০২ শ্লোকঃ ॥

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীটকমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

কেহো রাধাকৃষ্ণ নামোচ্চারি নেত্রনীরে। কৃষ্ণকেলি-স্থান সিঞ্চিবারে বাঞ্ছা করে ॥

তথাহি তত্রৈব ১০৩ শ্লোকঃ ॥

ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিমগতৈ-
র্লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তবদহং।
পতন্ ক্বাপি ক্বাপ্যুচ্ছ্বলিতনয়নদ্বন্দ্বসলিলৈঃ
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী। মনে অভিলাষ সদা রাখি নেত্রে ভরি ॥ তোমা দোঁহা লৈয়া মহা আনন্দে ভ্রমিনু। পুন না হইবে হেন মনে বিচারিনু ॥ জন্মে জন্মে তুমি দুই প্রভুর কিঙ্কর। এত কহি পণ্ডিতের অধৈর্য্য অন্তর ॥ নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর। নেত্রজলে ভাসে দোঁহে ধৈর্য্য

গেল দূর ॥ পণ্ডিতের পদতলে পড়ে লোটাইয়া। পণ্ডিত নয়নজলে সিঞ্চে কোলে লৈয়া ॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের চরিত্র কীর্ত্তনে। হইলেন মত্তদেহ স্মৃতি নাই মনে ॥ বৃন্দাবনভূমে প্রণমিয়া বারবার। করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার ॥ এইরূপ নির্জ্জনে বসিয়া তিন জন। করিলেন কতক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ চলিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে। যাঁর রূপ মাধুর্য্যাদি বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণসদন। মহাযোগপীঠ তাহা রত্নসিংহাসন ॥ তাতে বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগোবিন্দ নাম সাক্ষাৎ মন্মথমথন ॥ যাঁর ধ্যান লোকে সদা করে পদ্মাসনে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসনে ॥ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ইথে নাহি আন। যেই অজ্ঞ জন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥ সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। ঘোর নরকে পড়য়ে কি বলিব আর ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈস্তে রাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং ॥
দ্রষ্টুং ন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিষু লোকেষু তেঽধমাঃ।
শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি হি ॥

তথাচ ॥

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া তিন জন। হৈল মহানন্দ জুড়া-

ইল নেত্র মন ॥ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত তিনে দেখিয়া উল্লাসে। শ্রী-মালা প্রসাদ দিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥ রাঘবপণ্ডিত ক্রমে সব নিবেদিয়া। সর্ব্বত্র দর্শন কৈলা উল্লাসিত হৈয়া। শ্রীজীব-গোস্বামির বাসা গেলেন ত্বরায়। শ্রীজীবের মহানন্দ দেখিয়া সবায় ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীজীবেরে। কহিল সকল শুনি উল্লাস অন্তরে ॥ দুই এক দিবস রহিয়া বৃন্দাবনে। রাঘবপণ্ডিত শীঘ্র গেলা গোবর্দ্ধনে ॥ ওহে শ্রোতা মথুরামণ্ডল পরিক্রমা। সংক্ষেপে কহিল ইথে অদ্ভুত মহিমা। এ মাহাত্ম্য যত্নে পড়ে যে সবে শুনয়। শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত সে উদ্ধারে পক্ষদ্বয় ॥

তথাহি আদিবরাহে ॥

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং ॥
কুলানি তে তারয়ন্তি দ্বে শতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণেতে সুখ যত। সেই সে জানয়ে যে ব্রজের অনুগত ॥ ব্রজে লীলাস্থলী নাম করহ কীর্ত্তন। অনায়াসে হবে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ লীলা আস্বাদহ ভক্ত-গণের সহিতে। মিলিবে নির্ম্মল ভক্তি ভক্তের কৃপাতে ॥ ভক্তস্থানে সাবধান হবে সর্ব্বমতে। যেন কোন অকৌশল নহে তাঁর চিতে ॥ অকৌশল হইলে সব হয় অন্তরায়। প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহিয়ে এথায় ॥ এক দিন শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবনে। ভাবয়ে মানসে মহা উল্লাসিত মনে ॥ রাধিকার বেশ বিরচয়ে সখীগণ। পৃষ্ঠদেশে রহি কৃষ্ণ করে নিরী-ক্ষণ ॥ কৃষ্ণ যে দেখেন তাহা রাধিকা না জানে। জানাইতে

সখীর কৌতুক বাঢ়ে মনে॥ বিচিত্রবন্ধানে কেশ করিয়া বন্ধন। রাধিকার আগে সখী ধরিলা দর্পণ॥ শ্রীরাধিকা নিজ মুখশোভা নিরখিতে। কৃষ্ণমুখচন্দ্র দেখে সেই দর্পণেতে॥ ব্যস্ত হইলেন রাই লজ্জা অতিশয়। লইয়া বসন শীঘ্র সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁপয়॥ সখীগণ হাসে মহাকৌতুক হইল। শ্রীরূপগোস্বামী সেই সঙ্গেই হাসিল॥ হেনকালে আইলা বৈষ্ণব এক জন। শ্রীরূপে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মন॥ শ্রীরূপ হাসেন দেখি কিছু না কহিলা। বিমর্ষ হইয়া সনাতন আগে গেলা॥ বৈষ্ণব কহয়ে গেনু শ্রীরূপ দেখিতে। আমারে দেখিয়া তেঁহ লাগিলা হাসিতে॥ মনোদুঃখী হৈয়া তাঁরে কিছু না কহিনু। না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু॥ যে নিমিত্ত হাসে তা কহিলা সনাতন। শুনি বৈষ্ণবের হৈল খেদযুক্ত মন॥ বৈষ্ণব কহেন এ সময়ে কেন গেনু। তাঁর মন না বুঝিয়া অপরাধ কৈনু॥ ঐছে সে বৈষ্ণব অতি ব্যাকুল হইলা। সনাতন-গোস্বামী তাঁহারে স্থির কৈলা॥ এথা রূপ মগ্ন ছিলা লীলা-দরশনে। সে আনন্দ অন্তর্দ্ধান হৈল সেই ক্ষণে॥ শ্রীরূপ ব্যাকুল হৈয়া চতুর্দ্দিকে চায়। মনে স্থির কৈল কেহ আইলা এথায়॥ অপরাধ হৈল মোর তাঁর অসম্মানে। ঐছে বিচারিয়া চলে গোস্বামির স্থানে॥ সে বৈষ্ণব শ্রীরূপের গমন দেখিয়া। ভূমে পড়ি প্রণময়ে কথো দূরে গিয়া॥ অতিদীনপ্রায় শ্রী-রূপের প্রতি কয়। অপরাধ কৈনু মুঞি ক্ষম মহাশয়॥ এই কতক্ষণ হৈল তথা গিয়াছিনু। না বুঝি তোমার ক্রিয়া মনে কিছু কৈনু॥ গোস্বামির পাশে আসি কৈনু নিবেদন। তেঁহ অনুগ্রহ করি ঘুচাইলা ভ্রম॥

তুমি যদি অনুগ্রহ করহ আমারে। তবে মন স্থির হয় কহিনু তোমারে॥ শুনিয়া শ্রীরূপ অতি কাতর অন্তরে। ভূমে পড়ি প্রণমি কহয়ে যোড় করে॥ অপরাধ কৈনু কত কহিতে না পারি। অপরাধ ক্ষম মোর অনুগ্রহ করি॥ ভক্তি-রসাবেশে দোঁহে দৈন্য বহু কৈল। অপরাধ ক্ষমাইয়া দোঁহে স্থির হইল॥ দোঁহে আইলা সনাতনগোস্বামির পাশে। কথোক্ষণ মগ্ন হৈলা কৃষ্ণকথা রসে॥ শ্রীরূপের এ প্রসঙ্গ সকলে শুনিল। শুনিয়া সবার অতি বিস্ময় হইল॥ ওহে ভাই বৈষ্ণবেতে সাবধান হবে। প্রাণপণ করি অপরাধ ক্ষমাইবে॥ বৈষ্ণবের দোষ দৃষ্টে হবে সাবধান। নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণ গান॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবতগণ এই কয়। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রিয়ভক্ত-দ্বারে। অন্যেরে দিলেন শিক্ষা এইত প্রকারে॥ ভক্ত পাদ-পদ্ম ধরি মস্তক উপর। ভক্তিরস সায়রে ডুবহ নিরন্তর॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ব্রজপরিক্রমাদিবর্ণনং নাম পঞ্চমস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

# অথ ষষ্ঠতরঙ্গ।

-০৪৪০-

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ গুণমণি। জয় নিত্যানন্দ রাম প্রেমরত্ন খনি॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র করুণার সিন্ধু। জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণবন্ধু॥ জয় জয় দয়াময় পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস॥ জয় জয় শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন। জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম দুই জনে। বিলসয়ে পরম আনন্দে বৃন্দাবনে॥ একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর। নরোত্তম প্রতি কহে বচন মধুর॥ আজি নানা মঙ্গল দেখিয়ে ক্ষণে ক্ষণ। স্পন্দন করয়ে বাহু দক্ষিণ নয়ন॥ অকস্মাৎ মহাসুখ উপজয়ে চিতে। অবশ্য মিলিব কোন বৈষ্ণবসহিতে॥ নরোত্তম করয়ে শুনিনু যাঁর কথা। সেই দুঃখী কৃষ্ণদাস মিলিবেন এথা॥ ঐছে কত কহে বিচারিয়া হর্ষ মনে। চলিলেন জীবগোস্বামির দরশনে॥ এথা শ্যামানন্দ আইলা গোসাঞির বাসায়। গোসাঞি পাইলা প্রীত তাঁহার চেষ্টায়॥ পূর্ব্বে জানাইল এই শ্যামানন্দ রীত। এবে কিছু কহি যাতে হয় মহাহিত॥ চৈত্র পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ। দিনে দিনে বাড়িলেন যৈছে বাড়ে চন্দ্র॥ বাল্য পৌগণ্ডাদি গৃহে করিলা বিলাস। নব্যযৌবনেতে গৃহে হইলা উদাস॥ ফাল্গুন মাসেতে শ্যামানন্দ মহাধীর। গৃহ ছাড়িবেন মনে করিলেন স্থির॥ দণ্ডেশ্বরগ্রামে

মাতা পিতার সাক্ষাতে। বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা গ্রামেতে॥ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হৈলা। তাঁর পাদ-পদ্মে নিজ আত্মা সমর্পিলা॥ ফাল্গুন পূর্ণিমা শুভক্ষণে শিষ্য হৈয়া। চলিলেন বৃন্দাবনে ইষ্ট আজ্ঞা পাইয়া॥ কথোদিন করি নানা তীর্থ পর্য্যটন। মহাসুখে কৈলা ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে অতি আনন্দ অন্তরে। আইলেন শ্যামানন্দ রাধাকুণ্ডতীরে॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভা নিরখিয়া। নেত্র-জলে ভাসে মহাবিহ্বল হইয়া॥ শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি দাস ব্রজবাসী। জিজ্ঞাসিলা সকল পরমানন্দে ভাসি॥ শ্রীদাস-গোস্বামির নিকটে লৈয়া গেলা। শ্যামানন্দ গমনবৃত্তান্ত জানাইলা॥ শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া বার বার। করয়ে প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীদাস-গোস্বামী অতি অনু-গ্রহ কৈল। বসাইয়া নিকটে কুশল জিজ্ঞাসিল॥ শ্যামানন্দ ক্রমে সব কৈল নিবেদন। শুনি গোস্বামির অতি হর্ষ হৈল মন॥ সে দিবস আপনার নিকটে রাখিয়া। বৃন্দাবনে পাঠা-ইলা লোক সঙ্গে দিয়া॥ তেঁহ জীবগোস্বামির স্থানে লৈয়া গেলা। শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত সকল জানাইলা॥ শ্যামানন্দ পড়িয়া গোস্বামি-পদতলে। আপনা মানয়ে দীন, ভাসে নেত্র-জলে॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতি বাৎসল্য-স্নেহেতে। আলিঙ্গন করি আজ্ঞা করিলা বসিতে॥ জিজ্ঞাসিয়া শ্রীগৌড়ভক্তের সমাচার। জিজ্ঞাসয়ে দুই প্রভু সেবার প্রকার॥ শ্রীহৃদয়-চৈতন্যের চেষ্টা জিজ্ঞাসিল। ক্রমে ক্রমে শ্যামানন্দ সব নিবে-দিল॥ আপন বৃত্তান্ত কহে করি পরিহার। ভক্তি গ্রন্থাস্বাদ কৈছে হইবে আমার॥ গোস্বামী কহেন কিছু চিন্তা না

করিবে। শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ আস্বাদিবে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমনাম শ্রবণেতে। পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ উল্লাস মনেতে॥ গোস্বামির প্রতি পুন করে নিবেদন। আজ্ঞা হৈলে করি গিয়া দোঁহার দর্শন॥ এত কহিতেই নরোত্তম শ্রীনিবাস। হৃষ্ট হৈয়া আইলেন গোস্বামির পাশ॥ শ্রীনিবাসে গোস্বামী কহেন হর্ষ চিতে। দুঃখী কৃষ্ণদাস এই আইলা গৌড় হৈতে॥ হৃদয়-চৈতন্যঠাকুরের শিষ্য হন। কহিতে কি তাঁর অলৌকিক গুণগণ॥ তাঁসবার মঙ্গল সম্বাদ শুনাইলা। এই কথোক্ষণ রাধাকুণ্ড হৈতে আইলা॥ তোমা দোঁহা দেখিতে উদ্বিগ্ন অতিশয়। এত কহি শ্যামানন্দে দিল পরিচয়॥ শ্যামানন্দ ভুমিতলে পড়ি প্রণমিতে। শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া না পারে ছাড়িতে॥ নরোত্তমে প্রণমিতে তেঁহো প্রণমিয়া। আলিঙ্গন কৈল অতি স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥ স্বাভাবিক প্রেমচেষ্টা কহিল না হয়। শ্যামানন্দমিলনে আনন্দ অতিশয়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। যে অদ্ভুত রীত তা কহিতে কেবা জানে॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতিপ্রসন্ন হইলা। শ্যামানন্দে ভক্তিগ্রন্থারম্ভ করাইলা॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্যামানন্দে সমর্পিল। কথোদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈল॥ শ্রীশ্যামানন্দের ভক্তিরীত চমৎকার। মধ্যে মধ্যে অম্বিকা পাঠান সমাচার॥ রাধিকার দাসীভাব এই ইচ্ছা মনে। শ্রীগুরু-আজ্ঞায় লভ্য হৈল জীবস্থানে॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি। করিলেন মানস সেবার অধিকারী॥ রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল। জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল॥

দিনে দিনে বাড়ে শ্যামানন্দ ভক্তিরীত। বৃন্দাবনবাসী সবে হৈলা উল্লাসিত॥ শ্রীজীবগোস্বামি-পদে নির্ম্মল ভকতি। শ্রী-নিবাস নরোত্তম সঙ্গে সদা স্থিতি॥ গণসহ নিতাই চৈতন্য গুণগানে। নিরন্তর মহামত্ত আপনা না জানে॥ শ্রীগুরু শ্রী-হৃদয়চৈতন্য প্রভু বলি। যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি॥ সিদ্ধভক্ত-ক্রিয়া না বুঝিয়া জীব মূর্খ॥ করয়ে কুতর্ক ইথে পায় মহাদুঃখ॥ শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ার। সর্ব্বত্র দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে অপার॥ শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধামদনমোহন। রাধাগোপীনাথে দেখি নিছয়ে জীবন॥ কি অদ্ভুত এ তিনের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥ কে আছে এমন যে ধৈরয ধরে চিতে॥ সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন। একাদশী পূর্ণিমামাবস্যায় নিয়ম॥ যে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে। সে সময়ে যে শোভা উপমা নাই দিতে॥ শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট হইলা। সে সময়ে শ্রীমতী রাধিকা নাহি ছিলা॥ ছিলেন শ্রী-মদনমোহন প্রভু ঐছে। সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা যৈছে॥ মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার। পুরুষোত্তম-জানা নাম সর্ব্বাংশে সুন্দর॥ তেঁহো দুই প্রভুর এ সম্বাদ শুনিয়া। যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া॥ বৃন্দাবন নিকট আইলা কথোদিনে। শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে॥ সেবা অধি-কারি প্রতি মদনমোহন। স্বপ্নচ্ছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন॥ পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভানে। রাধিকা ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে॥ আগুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ। ছোট শ্রীরাধিকা মোর বামেতে রাখহ॥ বড় ললিতায় রাখো

আমার দক্ষিণে। ইহা শুনি অধিকারী চলে সেই ক্ষণে॥ দোঁহারে আনিয়া অতি আনন্দ অন্তরে॥ আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করিলা সত্বরে॥

তথাহি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতস্তবামৃতলহর্য্যাং॥

তরণিজাতীরভুবি তরণিকরবারক-
প্রিয়কষণ্ডস্থমণিসদনমহিতস্থিতে।
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদরমিতরাধয়া
মদনগোপাল নিজসদন মনুরক্ষ মাং॥

শ্রীমদনগোপাল বিলাস ব্যক্ত হৈল। বৈষ্ণবসমাজে মহা-কৌতুক বাঢ়িল॥ এ অদ্ভুত কথা ক্ষেত্রে শুনি বড় জানা। আনন্দে বিহ্বল অতি না জানে আপনা॥ শ্রীগোবিন্দে ঠাকু-রাণী পাঠাইতে চায়। করয়ে যতন কত না দেখে উপায়॥ এক দিন চিন্তাযুক্ত হৈয়া নিদ্রা গেলা। স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ হইলা॥ পুরুষোত্তমজানারে কহয়ে ধীরে ধীরে। শ্রীগোবিন্দ-নিকট পাঠাহ শীঘ্র মোরে॥ শ্রীজগন্নাথের চক্র-বেড় ভ্রমণেতে। মোরে দেখি রাধিকা কল্পনা কৈলা চিতে॥ বহুকাল চক্রবেড়মধ্যে আছি আমি। সকলে কহেন মোরে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥ আমি যে রাধিকা ইহা কেহ নাহি জানে॥ এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেইক্ষণে॥ নিদ্রাভঙ্গে বড় জানা অতিত্রস্ত হৈলা। চক্রবেড়মধ্যে গিয়া সাক্ষাৎ দেখিলা॥ চক্রবেড়ে রাধিকার যৈছে হৈল স্থিতি। প্রসঙ্গ পাইয়া কহি সংক্ষেপে সম্প্রতি॥ যৈছে শ্রীগোপাল গোবিন্দের স্থান হৈতে। আইলা দক্ষিণে পদব্রজে সাক্ষ্য দিতে॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥
শ্রীগোবিন্দস্থানবাসী শ্রীগোপালো দয়াম্বুধিঃ।
সাক্ষ্যং দাতুং ব্রাহ্মণস্য স্বপদাভ্যাং যযৌ গতঃ ॥
অদ্যাপি রাজতে ওড্রদেশেঽসৌ ভক্তবৎসলঃ।
কর্ত্তুঃ ন কর্ত্তুং তৎ কর্ত্তুং সমর্থো হরিরীশ্বরঃ ॥

শ্রীগোপাল গমন অন্যত্র বিস্তারিত। তৈছে কহি শ্রীরাধিকা গমন কিঞ্চিৎ ॥

কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে। আইলা উৎকল দেশে ভক্তাধীন মতে ॥ উৎকল দেশেতে গ্রাম শ্রীরাধানগর। তথা বৈসে এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রবর॥ পরমবৈষ্ণব বৃহদ্ভানুনাম তাঁর। সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সে সর্ব্বত্র প্রচার ॥ শ্রীরাধিকা সে বৃহদ্ভানুর কন্যা প্রায়। তাঁর গৃহে বিলসয়ে উল্লাস হিয়ায়॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥
অত্রাপি শ্রূয়তে কাচিৎ কথা পৌরাতনী শুভা।
বিপ্রো বৃহদ্ভানুনামা দাক্ষিণাত্যঃ সুবৈষ্ণবঃ।
ওড্রদেশনিবাসী স রাধানগরগ্রামকে।
পুত্রীভাবেন তেনেয়ং কতি বর্ষাণি সেবিতা।
যদিয়ং করুণা তস্যাস্তত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটং ॥

বৃহদ্ভানু বিপ্রের বাৎসল্য যে প্রকার। তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার ॥ তিলার্দ্ধেক না দেখিলে যুগ হেন মানে। রাধা সে সর্ব্বস্ব রাধা বিনা নাহি জানে॥ কথোদিন পরে বিপ্র হৈলা সঙ্গোপন। লোকমুখে রাজা তাহা করিলা শ্রবণ॥ ক্ষেত্রস্থ সে রাজা জগন্নাথপ্রিয় অতি। শ্রীরাধানগরে আসি দেখে দিব্য মুর্ত্তি॥ মহা বিজ্ঞ রাজা

সদা চিন্তে মনে মনে। শ্রীরাধিকা তাঁরে আজ্ঞা করয়ে স্বপনে॥ জগন্নাথালয়ে মোরে রাখ শীঘ্র লৈয়া। রাজা মহাহর্ষ হৈলা ঐছে আজ্ঞা পাইয়া॥ শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় রম্য স্থানে। রাখিল শ্রীরাধিকারে পরম যতনে॥ চক্রবেড়ে বহু দিন অতীত হইল। ইহঁ লক্ষ্মী এই কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥ লক্ষ্মী বলি সকলেই করয়ে পূজন। সেহ সত্য শ্রীরাধিকা পূর্ণলক্ষ্মী হন॥ এইরূপে চক্রবেড়ে করিলেন স্থিতি। কে বুঝিতে পারে লীলা কাহার শকতি॥ বৃন্দাবনগমনের সময় হইল। তেঞি পুরুষোত্তম জানায় জানাইল॥ স্বপ্নাদেশে রাজপুত্র পরম যতনে। বহুলোক সঙ্গে পাঠাইলা বৃন্দাবনে॥ শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা। গৌড় উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা॥ যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল॥ গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে। হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে॥ শ্রীরাধিকা সহ গোবিন্দের শোভা যৈছে। এক মুখে তাহা বা বর্ণিব কে বা কৈছে॥ ঐছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন। এ সকল বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবিগণ॥ সাধনদীপিকাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার। এ সব যে শুনে প্রেমভক্তি লভ্য তাঁর॥ শ্রীরাধিকা সহ গোপীনাথের প্রকট। পূর্ব্বে জানাইল বংশীবটের নিকট॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়ার প্রাণধন॥ এই তিন গৌড়িয়ার সর্ব্বস্ব সবে জানে। গৌড়িয়াকে আত্মসাৎ কৈলা এই তিনে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

"এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে কৈলা আত্মসাৎ। এই তিন ঠাকুর বন্দো তিনে মোরনাথ ॥" শ্যামানন্দ এ তিনের আশ্চর্য্য দর্শনে। তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নারে মনে ॥ শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ। রাধাদামোদরে দেখি প্রফুল্লনয়ন ॥ লোকনাথ ভূগর্ভ গোপালভট্ট আদি। সবে শ্যামানন্দে করে কৃপার অবধি ॥ শ্রীগোস্বামিগণের সমাধি যে যে ঠাঁই। তাহা দেখি যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই। মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্যামকুণ্ডে গিয়া। আইসে দাসগোস্বামির দর্শন করিয়া॥ শ্রীশ্যামানন্দের বৃন্দাবনে যৈছে ক্রিয়া। বর্ণিলেন কেহ তা বর্ণিবে বিস্তারিয়া ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয়। এ দোঁহার সঙ্গে সদা সুখে বিলসয় ॥ শ্রীশ্যামানন্দের অলৌকিক চেষ্টা দেখি। শ্রীনিবাস আচার্য্য হয়েন মহাসুখী ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কি আশ্চর্য্যরীতি। একমুখে কহে হেন কাহার শকতি॥ নবদ্বীপ বৃন্দাবনে প্রভুর বিহার। মানসে ভাবয়ে তাহা যথা যে প্রকার ॥ নবদ্বীপলীলা যৈছে করয়ে ভাবনা। তাহা বিস্তারিয়া বা বর্ণিব কোন জনা ॥ এক দিন পরমনির্জ্জনে শ্রীনিবাস। চিন্তয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিলাস ॥ ব্রহ্মাদিবন্দিত নবদ্বীপ রম্যস্থান। বসন্তাদি ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান্ ॥ শোভয়ে বিবিধ বৃক্ষলতা পুষ্পময়। কোকিলাদি শব্দে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ নবদ্বীপমধ্যে কি আশ্চর্য্য মায়াপুর। সে স্থান দর্শনে সর্ব্বতাপ যায় দূর ॥ তথা গৌরসুন্দর বিচিত্র সিংহাসনে। বিলসয়ে উল্লাসে বেষ্টিত প্রিয়গণে ॥ সে অপূর্ব্ব শোভা নিরখিয়া শ্রীনিবাস। প্রভুর আদেশে সব রহি প্রভুপাশে ॥ সুগন্ধি

চন্দন লৈয়া পরমযতনে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিলা বিচিত্রবন্ধানে॥ নানা পুষ্পহার দিয়া প্রভুর গলায়। চামরে ব্যজন করে কৌতুক হিয়ায়॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র সুধাপানে। শ্রীনিবাস বিহ্বল আপনা নাহি জানে॥ ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টল মল। সুদীর্ঘ লোচনে বহে প্রেমানন্দজল॥ ভাবের বিকার বহু দেহে নাই স্মৃতি। শ্রীনিবাস চেষ্টা দেখি প্রভু হর্ষ অতি॥ আপন গলার মালা দিলা ভক্তদ্বারে। পাইয়া সে মালাস্পর্শ আনন্দে সাঁতারে॥ আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান হৈল হেনকালে। প্রভুদত্ত মালা দেখে আপনার গলে॥ শ্রীমালার শোভা সৌগন্ধের সীমা নাই। প্রতিদিকে ভ্রমর করয়ে ধাওয়া ধাই॥ আচার্য্য করিলা শীঘ্র মালা সঙ্গোপন। অলক্ষিত তাহা দেখিলেন কোন জন॥ আচার্য্যের কার্য্য সঙ্গোপনে নিতি নিতি। নবদ্বীপবিহারে নিমগ্ন দিবা রাতি॥ ঐছে বৃন্দাবনলীলাসমুদ্রতরঙ্গে। নিরবধি ভাসয়ে পরম প্রেমরঙ্গে॥ এক দিন শ্রীনিবাস বসন্তসময়ে। শ্রীকৃষ্ণের হোলী ক্রীড়া মানসে ভাবয়ে॥ ফাল্গুণস্থ লীলা নামে স্থান এক হয়। এবে ফাগুতলা তারে সকলে কহয়॥ পরম নির্জ্জনস্থান শোভা মনোহর। মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ বায়ু বহে নিরন্তর॥ চতুর্দ্দিকে কিবা নব কদম্বের বন। সারী শুক পিক আদি শব্দ রসায়ন॥ প্রফুল্লিত নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে। লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে॥ কুরঙ্গ কুরঙ্গীগণ ফিরে মত্ত হৈয়া। সখী সহ রাইকানু দেখে দাঁড়াইয়া॥ তথা বৃন্দা লক্ষ লক্ষ দাসীগণ সঙ্গে। হোলীখেলা দ্রব্য সজ্জ করে নানা রঙ্গে॥

বিবিধ প্রকার ফল্গুনাদি সাজাইলা। বীণাদিক নানা যন্ত্র সুমেলি করিলা॥ সখীসহ রাইকানু উল্লাস অন্তরে। হোলী খেলা আরম্ভ করিলা কুঞ্জাগারে॥ সখীগণ বেষ্টিত রাধিকা মহারঙ্গে। ডারয়ে অপূর্ব্ব ফাগু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে॥ সখীর ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস দাসীরূপে। ফগুন যোগান রহি রাধিকা-সমীপে॥ কি অদ্ভুত বন্ধানে খেলয়ে রাই শ্যাম। শোভা দেখি মূর্চ্ছিত হয়েন কোটি কাম॥ উড়য়ে ফল্গুন হৈল অরুণ আচ্ছন্ন। নানা যন্ত্র বাদ্য কোলাহলে রুদ্ধ কর্ণ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ কৌতুকী অপার। সবার উপরে ফাগু বর্ষে অনিবার॥ সিক্ত করি মৃগমদ কুঙ্কুমাদি জলে। আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে নানা ছলে॥ নিরুপম হোলী খেলা খেলে দুই জন। পুলকে পূর্ণিত ললিতাদি সখীগণ॥ সকলেই সুস্থির হইয়া কথোক্ষণে। রাইকানু দোঁহে বসাইলা সিংহাসনে॥ শ্রম দূর করি কৈল চামরে বাতাস। শ্রীনিবাস দাসীর পূরিল অভিলাস॥ হৈল সেবা সমাধান বাহ্য জ্ঞান হৈতে। দেখে ফাগুময় অঙ্গ নারে লুকাইতে॥ ঝলমল করে ফাগু সৌগন্ধি অপার। স্থির হৈতে নারে নাসা স্পর্শয়ে যাহার॥ নিতি নিতি ঐছে নানা মানসে বিহ্বল। কে বর্ণিতে পারে যৈছে প্রেম অনর্গল॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেখি প্রেমক্রিয়া। নরোত্তম আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া॥ শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানসে সেবন। তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোনজন॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। বিল-সয়ে নিকুঞ্জে পরম প্রেমরঙ্গে॥ শ্রীরাধিকা কৌতুকে কহয়ে সখী প্রতি। এথা ভক্ষ্য দ্রব্য শীঘ্র করো সুসঙ্গতি॥ ললি-

তাদি সখী মহা উল্লসিত হৈয়া। ভক্ষণসামগ্রী সবে করে যত্ন পাইয়া॥ নরোত্তম দাসীরূপে অতিযত্ন মতে। দুগ্ধ আবর্ত্তন করে সখীর ইঙ্গিতে॥ উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা। চুল্লী হৈতে দুগ্ধ পাত্র হস্তে নামাইলা॥ হস্ত দগ্ধ হৈল তাহা কিছু স্মৃতি নাই। দুগ্ধ আবর্ত্তন করি দিলা সখী ঠাঁই॥ মনের আনন্দে রাধাকৃষ্ণে ভুঞ্জাইল। অবশেষ লভ্যমাত্রে বাহ্য জ্ঞান হৈল॥ দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্রে কৈলা সঙ্গোপন। জানিলেন মর্ম্ম অন্তরঙ্গ কোন জন॥ শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানস ভাবনা। তাহা বিস্তারিয়া বা কহিবে কোন জনা॥ সদা মন ভ্রমে নব-দ্বীপ বৃন্দাবনে। আনন্দে বিহ্বল শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে॥ শ্রী-নিবাস আচার্য্য শ্রীনরোত্তমে লৈয়া। মধ্যে মধ্যে রহেন শ্রী-গোবর্দ্ধনে গিয়া॥ এক দিন শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরাতে। শুনি বংশীধ্বনি ত্রিজগৎ মুগ্ধ যাতে॥ বংশীধ্বনি শ্রবণেতে হইলা বিহ্বল। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টল মল॥ প্রবেশিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরায়। কৃষ্ণাঙ্গ সৌগন্ধ আসি প্রবেশে নাসায়॥ সে সৌগন্ধ পাইয়া সুখের সীমা নাই। মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা তথাই॥ কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইল দোঁহার। সম্মুখে দেখয়ে এক গোপের কুমার॥ অপূর্ব্ব উষ্ণীষ মাথে সুন্দর শরীর। করে এক যষ্টি মাত্র অত্যন্ত সুধীর॥ হেন গোপপুত্রে দেখি করিয়া আদর। জিজ্ঞাসয়ে শ্রীনিবাস উল্লাস অন্তর॥ কহ কহ গোপপুত্র কি হেতু এখানে। তেঁহো কহে তোমা দোঁহা রক্ষার কারণে॥ এথা নানা ভয় তাহা না জানো তোমরা। গোচারণে এথা সব

জানি যে আমরা ॥ দূরে হৈতে দেখিনু তোমরা দুই জন। ভূমে পড়িয়াছ কারো নাহিক চেতন ॥ সঙ্গিগণ ছাড়ি আইনু অতিব্যস্ত হৈয়া। বহুক্ষণ হৈল এথা আছি দাঁড়াইয়া ॥ এবে নিরুদ্বেগ চিত্তে গোচারণে যাই। এত কহি অদর্শন হইলা তথাই ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চিন্তয়ে মনে মনে। কোথা গেলা গোপের কুমার এই খানে ॥ অদর্শন হৈলা সিক্ত করি বাক্যা-মৃতে। আপন দুর্দ্দৈব দোষে নারিনু চিনিতে ॥ ঐছে কত কহে দোঁহে বসি বৃক্ষতলে। ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ভাসে নয়নের জলে ॥ মনের দুঃখেতে দোঁহে দিবা গোঙাইল। কথোরাত্রে কৃষ্ণেচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল ॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা ব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্যামলসুন্দর মূর্ত্তি ভুবনমোহন ॥ নটবর বেশ বংশী করে সুশোভয়। মুখচন্দ্র-ছটায়ে মদন মুরুছয় ॥ মধুর মধুর হাসি কহে ধীরে ধীরে। মোহিত হইলা মোর মুরলীর স্বরে ॥ মূর্চ্ছিত হইলা অঙ্গ সৌগন্ধ পাইয়া। তোমা দোঁহা আগে মুই আইনু ধাইয়া ॥ গোপবালকের ছলে দিনু দরশন। চেতন পাইলে ছলে করিনু গমন ॥ হইলা ব্যাকুল দোঁহে আমার লাগিয়া। দেখা দিনু দেখ মোরে প্রসন্ন হইয়া ॥ এত কহি কথোক্ষণে হৈলা অদর্শন। স্বপ্ন ভঙ্গে নহে নেত্রধারা নিবা-রণ ॥ কতক্ষণে দোঁহে অতি সুস্থির হইয়া। হৈল প্রাতঃ-কাল প্রাতে কৈল প্রাতঃক্রিয়া ॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের বিলাস অতিশয়। সে সব প্রসঙ্গে সদা উল্লাস হৃদয় ॥ ঐছে মধ্যে মধ্যে রাধাকুণ্ডে করে বাস। দোঁহে দাসগোস্বামির দর্শনে উল্লাস ॥ যৈছে দাসগোস্বামির কৃপা দোঁহা প্রতি। তাহা

বর্ণিবারে মোর নাহিক শকতি॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি প্রেমময়। তাঁ সভার যৈছে স্নেহ কহিল না হয়॥ এ সবার স্নেহানন্দে বিহ্বল হইয়া। কৃতার্থ মানয়ে কুণ্ডশোভা নিরখিয়া॥ একদিন শ্রীনিবাস মধ্যাহ্ন সময়। নরোত্তম সঙ্গে নানা নিকুঞ্জে ভ্রময়॥ নরোত্তম প্রতি কহে এই পথ দিয়া। সূর্য্য পূজে শ্রীরাধিকা সূর্য্যালয়ে গিয়া॥ এত কহিতেই অকস্মাৎ সেই স্থানে। নূপুরের শব্দ আসি শামাইল কাণে॥ যে আনন্দে উন্মত্ত হইলা দুইজন। সে সব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন॥ নন্দগ্রাম জাবট বর্ষাণ আদি স্থানে। যে কৌতুকে বিহ্বল তা কহিতে কে জানে॥ বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা। কহিতে না জানি যে যে রহস্য দেখিলা॥ গোস্বামী সকল যৈছে অনুগ্রহ কৈল। গ্রন্থবিস্তারের ডরে বর্ণিতে নারিল॥ সকল গোস্বামী মিলি দঢ়াইলা চিতে। শ্রীনিবাসে শীঘ্র গৌড়দেশ পাঠাইতে॥ এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রকাশ। গ্রন্থলৈয়া গৌড়ে যাইবেন শ্রীনিবাস॥ গ্রন্থরত্ন প্রদান করিব স্থানে স্থানে। গমন হইব শুক্লপক্ষে অগ্রায়ণে॥ শ্রীনিবাস এথা হৈতে করিলে গমন। কি রূপে ধরিবে ধৈর্য্য প্রভু প্রিয়গণ॥ মো সভার অন্তর কি রূপে হবে থির। এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমনীর॥ না ধরে ধৈরয বিজ্ঞ ব্রজবাসিগণ। শ্রীনিবাসাচার্য্য যেন সবার জীবন॥ শ্রীনিবাসচেষ্টায়ে কে বা না সুখপায়। অতি দীনহীন যেঁহো মানে আপনায়॥ যাঁর ভক্তিপ্রথা দেখি শ্রীজীব গোসাঞি। নিরন্তর অন্তরে সুখের সীমা নাই॥ একদিন শ্রীজীবাদি গোবিন্দমন্দিরে।

হইলা একত্র সবে উল্লাস অন্তরে ॥ শ্রীগোবিন্দ দেবে কহে সুমধুর ভাষে। গ্রন্থবিতরণ শক্তি দেহ শ্রীনিবাসে ॥ এতকহিতেই গোবিন্দের কণ্ঠ হৈতে। ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনিবাসে দিতে ॥ আস্তে ব্যস্তে পূজারী শ্রীমালা যত্নে লৈয়া। শ্রীনিবাসে দিলেন প্রেমাশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ শ্রীনিবাস শ্রীমালা লইয়া যত্ন করি। হইলা অধৈর্য্য শ্রীগোবিন্দ-মুখ হেরি ॥ পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে। নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবারিতে ॥ গোবিন্দের অনুগ্রহ দেখি শ্রীনিবাসে। সবে প্রশংসয়ে মহা মনের উল্লাসে ॥ শ্রীজীবগোস্বামি আদি সবে সেইক্ষণে। করিল দিবস স্থির শ্রীগৌড়গমনে ॥ অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী প্রশস্ত। সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ত্রস্ত ॥ শ্রীজীবগোস্বামী দাসগোস্বামির পাশে। বিদায় হইতে পাঠাইলা শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীদাসগোসাঞির কথা কহনে না যায়। নিরন্তর দগ্ধে হিয়া বিরহ ব্যথায় ॥ কোথা শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন বলি। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥ অতিক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ যদ্যপি হ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥ ভূমে পড়ি প্রণমি উঠিতে নাহি পারে। ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে ॥ অনুকূল কৈলে প্রশংসরে বার বার। দেখি সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥ প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে। সেবে কি অদ্ভুতসুখে আপনা পাসরে ॥ দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনামগ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দুনয়নে ॥ দাসগোস্বামির চেষ্টা বুঝিতে কে

পারে। সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যবিহারে ॥ নির্জ্জনে বসিয়া করে গ্রন্থানুশীলন। হেনকালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন ॥ শ্রী-নিবাস দাসগোস্বামির সন্দর্শনে। আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে ॥ শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা। জিজ্ঞাসিয়া কুশল নিকটে বসাইলা ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ আইল সেই ক্ষণে। প্রণমিলা দাসগোস্বামির শ্রীচরণে ॥ অতি অনুগ্রহে দাসগোস্বামী দোঁহায়। জিজ্ঞাসি কুশল শ্রীনিবাসপানে চায় ॥ শ্রীনিবাস শ্রীগৌড় গমন নিবেদিল। শুনি শ্রীগোস্বামী সুখে অনুমতি দিল ॥ সর্ব্বমতে সাবধান করি শ্রীনিবাসে। আলি-ঙ্গন করি দুই নেত্রজলে ভাসে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দে কৈল আলিঙ্গন। সবে বন্দিলেন যত্নে গোস্বামিচরণ ॥ বিদায় হইলা গোস্বামির স্নেহ যৈছে। বর্ণিতে করিয়ে সাধ শক্তি নাহি তৈছে ॥ এ সবে হইলা যৈছে বিদায়ের কালে। তাহা দেখি কেবা না ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞ-গণ। এ তিনে লইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন। আর যে যে স্থানে যে যে বৈষ্ণব আছিলা। শুনিয়া সম্বাদ সভে বৃন্দাবনে আইলা। শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজবাসি বৈষ্ণবেরে। করি সমা-দর বাসা দিলেন সভারে। মথুরার কোন ভাগ্যবন্ত মহাজনে। অনুগ্রহ করি আজ্ঞা করয়ে তাহানে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া গ্রন্থগণ। দুই চারিদিনে গৌড়ে করিব গমন ॥ যেরূপে যায়েন শীঘ্র করহ উপায়। শুনি মহাজন ধন্য মানে আপ-নায় ॥ শীঘ্র রাজপাত্রে পদাতিক গাড়ি কৈলু। সঙ্গে দিতে প্রবীণ মনুষ্য নিযোজিলু ॥ পথের নির্ব্বাহ হেতু মুদ্রা দিয়া

তাঁরে। হইল প্রস্তুত জানাইলা গোস্বামিরে॥ গোস্বামীহ দেখি গ্রন্থভার-চতুষ্টয়। রাখে কাষ্ঠ-সম্পুটে নিবারি বর্ষাভয়॥ হইল সম্পুট পূর্ণ গ্রন্থরত্নগণে। দূরে যায় তাপ সে গ্রন্থের সন্দর্শনে॥ যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সজ্জ কৈল। সে সব গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে জানাইল॥ নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কথো দিয়া। মৃদু মৃদু কহে শ্রীনিবাস মুখ চা'য়া॥ রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব। বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব॥ এত কহি শ্রীনিবাসে লৈয়া সেই ক্ষণে। চলিলেন শ্রীমদনগোপাল দর্শনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীমদনগোপালে দেখিয়া। না ধরে ধৈরয প্রেমে উমড়য়ে হিয়া॥ হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ। ভঙ্গিতে বিদায় কৈল মদনমোহন॥ শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞি। সবে যে প্রবোধে তা কহিতে অন্ত নাই॥ সনাতন গোস্বামির সমাধি দর্শনে। যেরূপ হইল তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতন বলি। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ বিলুঠয়ে ধূলি॥ সনাতন চরিতে নিমগ্ন অতিশয়। অন্যের দুর্গম সনাতনের হৃদয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পরম আনন্দে। নীলাচলে যাঁর কথা কহে রামানন্দে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

ইহাঁর যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন। পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥ তোমার বিষয়ত্যাগ তাঁর তৈছে রীতি। দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি॥ ঐছে প্রভু স্থানে স্থানে কহে ভক্তগণ। প্রভু-প্রিয়পাত্র শ্রীগোস্বামী সনাতন॥ ঐছে পরমদুঃখে দুঃখী কেহ নাই আর। কৃপার সমুদ্র-ক্রিয়া জগতে অপার॥

তথাহি বিলাপে ॥
বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সমন্ধং।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী-
সনাতনং তং প্রভু মাশ্রয়ামি ॥

তাঁর শাখা শ্রীরূপগোস্বামী সর্ব্বোপরি। শ্রীরাজেন্দ্র-গোস্বামী কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী ॥ কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর। গোস্বামী শ্রীভগবন্ত দাসাদি প্রচার ॥ সনাতনগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসাচার্য্য। নিবারিতে নারে নেত্রধারা কি আশ্চর্য্য ॥ শ্রীজীবগোস্বামী স্থির করি নানা মতে। শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা আপন বাসাতে ॥ তথা শ্রীনিবাস করি ধৈর্য্যাবলম্বন। কৈল রূপগোস্বামির সমাধি দর্শন ॥ ভূমে পড়ি প্রণমিয়া বিদায় হইতে। নয়নে বহয়ে ধারা নারে স্থির হৈতে ॥ শ্রীরূপ-গোস্বামী চারুচরিত্র চিন্তিয়া। শ্রীনিবাস আচার্য্যের উমড়য়ে হিয়া ॥ আহা মরি শ্রীরূপের মহিমা অপার। যে যৈছে বর্ণয়ে তাহা সর্ব্বত্র প্রচার ॥

যথা শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত নাটকস্থং। ৯ অঙ্কে ৪৩ পদ্যং ॥
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে,
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে,
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

সাধনদীপিকায়াং ॥
মতাদ্বহিষ্কৃতা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ।

তেষু সঙ্গো ন কর্ত্তব্যো রাগান্ধপান্থিকৈঃ খলু ॥

পুনঃ ॥

শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজদ্বন্দ্বং বন্দে মুহুর্মুহুঃ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ ॥

পুনঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥

পুনঃ সাধনদীপিকায়াং ॥

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে ! সদা ত্বং

রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপং।

রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং

তস্যাদ্বিতীয়সুতনুং রঘুনাথদাসং ॥

শ্রীরূপ গোসাঞি কি অদ্ভুত গুণগণ। ঐছে নানা প্রকারে বর্ণিলা বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি গীতে ॥ বিভাষঃ ॥

যৌ কলিরূপ শরীর না ধারত। তৌ ভূতল ব্রজ, প্রেম মহানিধি, কৌন কপাট উঘারত ॥ ধ্রু ॥

কো সব ত্যজি, ভজি শ্রীবৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিচারত। মিশ্রিত খীর, নীর বিনু হংসন, কৌন পৃথক্ করি পারত ॥ কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজরীত। কো জানত, রাধা মাধব রতি, কো জানত সবনীত ॥ যাকে চরণ, প্রসাদ সকল জন, গাই গাই সুখ পায়ত। কি রতি বিমল শুনত জন মাধো, হৃদে আনন্দ বাঢ়ায়ত ॥

আনের কা কথা কৃষ্ণচৈতন্য আপনে। হয়েন অধৈর্য্য শ্রীরূপের গুণগণে॥ সর্ব্বত্র বিদিত এক হিতে অন্ত নাই। প্রভু প্রিয়গণ প্রাণ শ্রীরূপগোসাঞি॥ ওহে ভাই সনাতন রূপের মহিমা। কতরূপে গায় কেহ নাহি পায় সীমা॥

তথাহি গীতে। বিভাষঃ॥

জয় মেরো প্রাণ সনাতন রূপ। অগতিন কে, গতি দোউ ভায়া, যোগ যজ্ঞকে যূপ॥ ধ্রু॥

বৃন্দাবনকে, সহজ মাধুরী, প্রেমসুধাকে কূপ। করুণা-সিন্ধু, অনাথন বন্ধু, ভক্ত সভাকে ভূপ॥ ভক্তিভাগবত, মত হি আচরণ, কুশল সুচতুর চমূপ। ভুবন চতুর্দ্দশ, বিদিত বিমল যশ রসনাকে রস ভূপ॥ চরণকমল, কোমলরজ ছায়া, সীতজ কলিরবি ধূপ। ব্যাস উপাসক, সদা উপাসে, রাধাচরণ অনূপ॥

পুনর্বিভাষঃ॥

জয় মেরে সাধু শিরোমণি রূপ সনাতন। জিনকে ভক্তি, এক রস নিবহী, প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন॥ ধ্রু॥

বৃন্দাবনকী, সহজ মাধুরী, রোম রোম সুখ গাতন। সব তেজি কুঞ্জকেলি ভজি অহর্নিশি, অতি অনুরাগ রাধাতন। করুণা-সিন্ধু, কৃষ্ণচৈতন্যকে, কৃপা ফলী দো ভ্রাতর। তিন বিনু ব্যাস, অনাথন যেসে সুখে তরুবর পাতন॥

রূপ সনাতন ক্রিয়া কে বর্ণিতে পারে। সংক্ষেপে কহিলু কিছু প্রসঙ্গানুসারে॥ শ্রীনিবাস শ্রীরূপের সমাধিসম্মুখে। কৈল যে প্রার্থনা তা কে কবে এক মুখে॥ শ্রীনিবাস শ্রীরূ-

পের অনুগ্রহমতে। বিদায় হইয়া চলে সমাধি হইতে॥ শ্রীজীবের প্রাণধন রাধাদামোদরে। করয়ে দর্শন গিয়া অধৈর্য্য অন্তরে॥ রাধাদামোদর প্রভু রসের আলয়। শ্রীনিবাস প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়॥ কৈল যৈছে বিদায় কহিতে সাধ্য নাই। শ্রীমালা প্রসাদ দিলা শ্রীজীবগোসাঞি॥ শ্রীদামোদরের কৃপা দেখি শ্রীনিবাসে। হইলা অধৈর্য্য অতি মনের উল্লাসে॥ শ্রীনিবাসে নিকটে রাখিয়া কথোক্ষণ। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সস্নেহ বচন॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। গোস্বামির পাশে যাহ ধৈর্য্যাবলম্বিয়া॥ আমি এথা হৈতে যাই গোবিন্দমন্দিরে। তথা যে আছয়ে কার্য্য সাধিব সত্বরে॥ কথোক্ষণ পরে তথা আমিহ যাইব। সর্ব্বত্রে তোমার আজি বিদায় হইব॥ এত প্রহি শ্রীগোবিন্দমন্দিরে চলিলা। গ্রন্থারোহণের গাড়ী তথা আনাইলা॥ আর যে যে কার্য্য শীঘ্র করি সমাধান। শ্রীভট্টগোস্বামি-পাশে করয়ে পয়ান॥ এথা শ্রীনিবাস দোঁহে লইয়া সঙ্গেতে। গোস্বামির পাশে চলে বিদায় হইতে॥ সেই পথে নির্জ্জন কুঞ্জেতে বৃক্ষতলে। দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস। অতি ক্ষীণ দেহ নাই জীবনের আশ॥ শ্রীনিবাস গিয়া তাঁর করিল দর্শন। প্রণমিতে কৈল তেঁহো দৃঢ় আলিঙ্গন॥ দ্বিজহরিদাসাচার্য্য অতি স্নেহাবেশে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥ রজনী প্রভাতে কালি গৌড়ে যাত্রা হবে। আমি যে কহিয়ে তাহা অবশ্য করিবে॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ আমার তনয়। জন্মে জন্মে সেই দুই তোমার শিষ্য হয়॥ গৌড়ে গিয়া সে দোঁহারে দীক্ষামন্ত্র দিবা। পরম

দুর্ল্লভভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা॥ শুনি শ্রীনিবাস হইলেনস্তব্ধপ্রায়॥ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রবোধে তাহায়॥ আপন প্রভাব যৈছে না জান আপনে। ইথে কিছু চিন্তামাত্র না করিহ মনে॥ পালিবে বচন মোর ইথে নাই দোষ। ঐছে কহি শ্রীনিবাসে করিল সন্তোষ॥ হরিদাসাচার্য্যের অদ্ভুত গুণগণ। কহিয়ে তাঁহার যৈছে ব্রজেতে গমন॥ প্রভু বিদ্যমানে প্রভু আজ্ঞায় সকলে। করে যাতায়াত গৌড় ব্রজ নীলাচলে॥ পণ্ডিতজগদানন্দ আসি বৃন্দাবনে পুন। গৌড় হৈয়া প্রভু গেল সন্নিধানে॥ ঐছে ভক্তগোষ্ঠী গৌড় ক্ষেত্র ব্রজপুরে। নিরন্তর ভাসে সুখ সমুদ্র পাথারে॥ অদ্বৈত ইচ্ছায় প্রভু লীলা সম্বরিল। দুঃখের সমুদ্রে সব জগৎ ডুবিল॥ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে। দেহ ত্যাগ করিবেন করিলেন মনে॥ তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নাহি পারে। নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে॥ কিছুই না ভায় হিয়া জলে অগ্নিপ্রায়। কোথা গেলা প্রভু বলি অবনি লোটায়॥ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব রজনী বিহানে। না রাখিব প্রাণ প্রভু গৌরচন্দ্র বিনে॥ ঐছে বিচারিতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল॥ কিবা সে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন। জগৎ করয়ে আলো অঙ্গের কিরণ॥ কনক বিদ্যুৎ কি উপমা তাঁর আগে। কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প ভয়ে ভাগে। বদনচন্দ্রমা জিনি পূর্ণিমার শশী। বরিষয়ে সুধা কি মধুর মৃদু হাসি॥ কিবা বাহু বক্ষ পীন নেত্র মনোহর। কি নব ভঙ্গিতে গতি গঞ্জিয়া কুঞ্জর॥ দ্বিজ হরিদাস দেখি বিহ্বল হিয়ায়। ধরি সে চরণ মাথে ধূলায় লোটায়॥ ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীভুজযুগলে। দ্বিজ হরিদাসে তুলি লই-

লেন কোলে ॥ ভক্তাধীন প্রভু ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। নেত্র-জলে সিঞ্চিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে ॥ শুনিতে তোমার খেদ বিদরে হৃদয়। তুমি যে করিলা মনে এ উচিত নয় ॥ প্রেমের স্বরূপ মোর প্রিয় শ্রীনিবাস। তেঁহো গৌড়ে গ্রন্থরত্ন করিব প্রকাশ ॥

কহিতে কি এ সকল পূর্ব্বেই জানহ। তাঁরে মিলি তাঁহারে করিবা অনুগ্রহ ॥ আর এই তোমার নন্দন দুই জনে। করাইবা শ্রীমন্ত্রগ্রহণ তাঁর স্থানে ॥ সর্ব্বসিদ্ধি হবে শ্রীনিবাস কৃপা হৈতে। এ দোঁহার ভক্তিবল ব্যাপিব জগতে ॥ তোমা সহ সাক্ষাৎ হইব বৃন্দাবনে। বিলম্ব না করো শীঘ্র যাহ সেই থানে ॥ নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি। মধ্যে মধ্যে আমারে দেখিতে পাবে তুমি ॥ ঐছে কত কহি করি দৃঢ় আলিঙ্গন। ভকতবৎসল প্রভু হৈলা অদর্শন ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈতে অতি ব্যাকুল হইলা। দেখি প্রাতঃকাল, প্রাতে প্রাতঃ-ক্রিয়া কৈলা ॥ পুত্রে বোলাইয়া কহে মধুর বচনে। অদ্য আমি গমন করিব বৃন্দাবনে ॥ তোমা দোঁহাকার ভাগ্য কহিল না হয়। শ্রীচৈতন্য প্রভু অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ওহে বাপু প্রভু প্রিয় শ্রীনিবাসস্থানে। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবা কথো দিনে ॥ তেঁহ ব্রজে গিয়া পুন আসিব গৌড়েতে। পরম অমূল্য ভক্তি গ্রন্থ প্রচারিতে ॥ তাঁরে দেখিতেই তাঁর প্রভাব জানিবে। দেবের দুর্ল্লভ ভক্তিরত্ন লভ্য হবে ॥ ঐছে কত কহি পুত্রে, হইয়া বিদায়। গৃহে হৈতে চলে কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছায় ॥ কথো-দিনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা। কিছু দিন পরম আনন্দে গোঙাইলা ॥ দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা তার পর। কহিতে সে

সব কথা বিদরে অন্তর ॥ রূপ সনাতন গুণ সোঙরিয়া কান্দে। সে দশা দেখিতে কেউ স্থির নাই বান্ধে ॥ কি কহিব হরিদাসাচার্য্যের যে রীতি। যাহার স্মরণে মিলে নির্ম্মল ভকতি ॥ এইরূপে বৃন্দাবনে গমন তাঁহার। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈলু বিস্তার ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া। পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়ে অনেক কহিয়া ॥ হইয়া অধৈর্য্য অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে। করিতে বিদায় সে নেত্রের জলে ভাসে ॥ শ্রীনরোত্তমেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন। কহিল যতেক তাহা না হয় বর্ণন ॥ শ্যামানন্দে আলিঙ্গন করি কৃপাময়। হইয়া ব্যাকুল মহামঙ্গল চিন্তায় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য আদি হইয়া বিদায়। নেত্রজলে ভাসে অতি অধৈর্য্য হিয়ায় ॥ যমুনার তীরে এক বৃক্ষ মনোহর। পরমনির্জ্জন স্থান অন্য অগোচর ॥ কানাঁয়া নামেতে এক বিপ্র ব্রজবাসী। কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষ তলে বসি ॥ তথা শ্রীনিবাস গিয়া প্রণমিতে তাঁরে। তেঁহ আলিঙ্গন করি ছাড়িতে না পারে ॥ অশ্রুজলে সিঞ্চিয়া করয়ে বার বার। এই যে হইল দেখা না হইব আর ॥ তুমি প্রেমময় গৌড়ে গ্রন্থ প্রচারিবা। অনায়াসে জীবের কল্মষ নাশাইবা ॥ রূপ সনাতনের করুণাপাত্র তুমি। তোমার সৌভাগ্য তা কহিব কত আমি ॥ এত কহি রূপ সনাতনের চরিতে। হৈলা মহা-বিহ্বল নারয়ে স্থির হৈতে ॥ রূপ সনাতন প্রতি যৈছে প্রীত তাঁর। কহি কিছু বিস্তারি নারিয়ে বর্ণিবার ॥

কানাইর মাতা অতিস্নেহের আলয়। রূপসনাতনে তাঁর বাৎসল্যাতিশয় ॥ কে বুঝিতে পারে কানাইর যৈছে রীতি। রূপ সনাতনের নিকটে সদা স্থিতি ॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতনে পরম

আদরে। মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করায়েন লৈয়া ঘরে॥ ফল মূল শাকাদি মিলয়ে যবে যাহা। দোঁহার বাসায় অতিযত্নে দেন তাহা॥ এক দিন শ্রীকৃষ্ণ কানাইরূপ ধরি। সনাতন গোস্বামিরে দিলা মাধুকরী॥ কানাইর ছলে ঐছে কৃষ্ণের বিলাস। হইল কানা,য়া গুণ সর্ব্বত্র প্রকাশ॥ কানাইরে কেহ না ছাড়য়ে তিলমাত্র। সনাতন রূপের পরম প্রিয়পাত্র॥ সনাতন রূপ গোস্বামির অদর্শনে। ছাড়িব জীবন এই দঢ়াইল মনে॥

সে দোঁহার ইচ্ছামতে রহিল জীবন। গৃহত্যাগ করি কৈল ব্রজেতে ভ্রমণ॥ যমুনার তীরে বাস কৈল বৃক্ষ তলে। ধূলায় লোটায় সদা ভাসে নেত্রজলে॥ রূপ সনাতন বলি ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস। সে দুহু বিহনে নাই জীবনের আশ॥ সে দশা দেখিয়া শ্রীনিবাস নহে স্থির। বিদায় হইলা নেত্রে বহে প্রেমনীর॥ শ্রীভূগর্ব্ভগোস্বামির নিকটে যাইয়া। প্রণমিল তাঁরে সবে ভূমে লোটাইয়া॥ তেঁহ স্নেহাবেশে করিলেন আলিঙ্গন। শ্রীনি-বাস ক্রমে সব কৈল নিবেদন॥ গোস্বামী করিল আজ্ঞা প্রবোধি সবারে। যাত্রাকালে যাবো কালি গোবিন্দমন্দিরে॥ বিদায় করিতে প্রাণ বিদরে আমার। এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ কিবা গোস্বামির স্নেহ কহিতে কে পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমর্পিলেন সবারে॥ সবে গোস্বামির পদে পুন প্রণমিয়া। চলিলেন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীভট্টগোস্বামী পাশে করিতে গমন। পথে আর বৈষ্ণবের পাইলা দর্শন॥ তাঁ সবারে প্রার্থনা করিয়া কত মতে। অনুমতি পাইয়া চলিলা কুঞ্জপথে॥ সেই পথে আইসেন শ্রীজীবগোসাঞি। তেঁহ লৈয়া চলে ভট্টগোসাঞির ঠাঞি॥ শ্রীগোপালভট্ট বসি

আছয়ে নির্জ্জনে। সমর্পিয়া নেত্র মন শ্রীরাধারমণে। ক্ষণে নিজকৃত পদ্য পঢ়য়ে সুস্বরে। শুনিতে সে নামাবলী কে বা ধৈর্য্য ধরে॥

তথাহি॥

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ! হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল!।
কালিন্দীপ্রিয়নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ!
শ্রীগোবিন্দমুকুন্দসুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়॥

শ্রীভট্টগোস্বামী চেষ্টা কহনে না যায়। শ্রীজীব গমন শুনি পথপানে চায়॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসাদি সহিত। শ্রীভট্ট-গোস্বামি-পাশে হৈলা উপনীত॥ প্রণমিয়া গোস্বামিরে কহে বার বার। শ্রীনিবাসে করো পূর্ণ শক্তির সঞ্চার॥ শ্রীনিবাস মাথে ধরো চরণযুগল। নির্ব্বিঘ্নে যায়েন যেন শ্রীগৌড়মণ্ডল॥ পাষণ্ডিগণের দর্প করিয়া খণ্ডন। সচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ-বিতরণ॥ ঐছে কত শুনি কহে শ্রীভট্টগোসাঞি। করিল প্রার্থনা রাধারমণের ঠাঞি॥ শ্রীরাধারমণ শ্রীনিবাসে কৃপা করি। করিল বিদায় যৈছে কহিতে না পারি॥ শ্রীভট্টগোসাঞি দেখি কৃপা শ্রীনিবাসে। শ্রীপ্রসাদি মালা আনি দিল স্নেহাবেশে॥ শ্রীনিবাস ভূমিতে পড়িয়া বার বার। করয়ে প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীগোপালভট্ট স্থির করি মৃদু-ভাষে। শ্রীরাধারমণে সমর্পিলা শ্রীনিবাসে॥ শ্রীনিবাসে করি অনুগ্রহের অবধি। আজ্ঞা কৈলা অচিরে হউক সব সিদ্ধি॥ নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচন। মনোরথ সিদ্ধি করু শ্রীরাধা-

রমণ ॥ শ্যামানন্দ প্রতি স্নেহে কহে বারে বারে। শ্রীরাধা-রমণ কৃপা করুণ তোমারে ॥ এত কহি সবারে করেন আলি-ঙ্গন। এ সকলে কৈল যত্নে চরণ বন্দন। শ্রীভট্টগোস্বামী কহে জীবগোস্বামিরে। কালি প্রাতে যাইব শ্রীগোবিন্দমন্দিরে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী প্রণমিয়া সবাসনে। চলিলেন লোকনাথ-গোস্বামির স্থানে ॥ গোস্বামী আছেন একা নিভৃতে বসিয়া। শ্রীরাধাবিনোদ-মুখচন্দ্রে নেত্র দিয়া ॥ দেখি লোকনাথ শ্রীজী-বের আগমন। স্নেহাবেশে হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন ॥ প্রণ-মিয়া শ্রীজীব কহয়ে মৃদু ভাষে। 'কালি প্রাতে যাত্রা করি-বেন গৌড়দেশে ॥ লোকনাথ শ্রীরাধাবিনোদে জানাইলা। তাঁর অনুগ্রহমালা শ্রীনিবাসে দিলা ॥ শ্রীনিবাস আদি সবা প্রতি স্নেহাবেশে। কহিল যতেক তা কহিতে না আইসে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। ভূমে পড়ি প্রণময়ে গোসাঞির চরণে ॥

লোকনাথগোস্বামী ধরিতে নারে হিয়া। নেত্রজলে সিঞ্চিল সবারে আলিঙ্গিয়া ॥ ধৈর্য্যাবলম্বিয়া কহে শ্রীজীবের আগে। এ সবার ভার যে তোমারে সব লাগে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী নানা দৈন্য প্রকাশিয়া। সবা সহ চলে গোস্বামিরে প্রণ-মিয়া ॥ গিয়া গোপীনাথের করিলা সন্দর্শন। কিবা সে অদ্ভুত ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ দেখিতে সে শোভা যাহা হইল অন্তরে। এক মুখে তাহা কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ॥ শ্রীজীব-শ্রীমধুপণ্ডিতাদি প্রতি কয়। শ্রীনিবাস গমন নির্ব্বিঘ্নে যেন হয় ॥ শ্রীমধুপণ্ডিত গোপীনাথে জানাইল। শ্রীনিবাসে প্রভু আজ্ঞামালা আনি দিল ॥ শ্রীনিবাস ভূমে প্রণময়ে বার

বার। বিদায় হইতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শ্রীনিবাসে সুস্থির করিয়া সর্ব্বজনে। আজ্ঞা কৈল পুনশ্চ আসিবা বৃন্দাবনে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি। কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥ প্রেমাবেশে সবে এ সবারে আলিঙ্গিলা ॥ সবে ভূমে পড়ি সে সকলে প্রণমিলা ॥ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি কহয়ে সকলে। একত্র হইল কালি প্রাতে যাত্রাকালে ॥ শুনিয়া শ্রীজীব নিদেশয়ে শ্রীনিবাসে। এবে যাহ সবে গোপীশ্বরের আবাসে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি গেলেন গোপীশ্বরে। শ্রীজীবগোস্বামী গেলা গোবিন্দমন্দিরে ॥ শ্রীনিবাস করি গোপীশ্বরের দর্শন। করিল প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥ গোপীশ্বর পরম প্রসন্ন শ্রীনিবাসে। অলক্ষিতে বিদায় করিলা বিপ্রবেশে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইয়া। গোপীশ্বরে যে কহে তা শুনি দ্রবে হিয়া ॥ প্রণমিয়া যত্নে শ্রীশঙ্কর গোপীশ্বরে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি চলে ধীরে ধীরে ॥ কাশীশ্বর গোস্বামির সমাধি দেখিয়া। করিলেন প্রণাম ধূলায় লোটাইয়া ॥ কাশীশ্বর মহিমা কহিতে কেবা জানে। শ্রীগৌরগোবিন্দে যে আনিলা বৃন্দাবনে ॥ গোবিন্দের দক্ষিণেতে তাঁরে বসাইয়া। দেখি দুঁহু শোভা সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥ শ্রীচৈতন্য শ্রীকাশীশ্বরের প্রেমবশে। শ্রীবিগ্রহ রূপে আইলা পশ্চিম প্রদেশে ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবশতঃ স্বয়ং।
চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া পশ্চিমং দেশমাগতঃ ॥

প্রভু প্রিয় কাশীশ্বর বিদিত ভুবনে। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন মগ্ন যাঁর গুণে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য সে সব সোঙরিয়া। হই-লেন অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া ॥ বার বার প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে। না জানে কি হবে হিয়া বিদায় হইতে ॥ রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির গুণগণ। শ্রবণ মাত্রেতে কার না জুড়ায় মন ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে অধ্যাপক চর্চ্চা * শ্রবণেতে। বৃহ-স্পতি সাধুবাদ করে হর্ষ চিতে ॥ ভাগবত পাঠের উপমা দিতে নাই। ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই ॥ যার ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময়। ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে কয় ॥ শ্রীনিবাসাদিক ভূমে পড়ি প্রণমিয়া। গোবিন্দ-মন্দিরে গেলা বিদায় হইয়া ॥ গোবিন্দ দর্শনে মহাবিহ্বল হইলা। শ্রীজীবগোস্বামি সঙ্গে বাসায় চলিলা ॥ অনুরাগ প্রবল বাঢ়য়ে ক্ষণে ক্ষণে! নিজকৃত গীত গায় আপনা না জানে ॥ শ্রীরাধিকা সখী প্রতি কহে বার বার। দেখিল গোবিন্দ রূপ অমিয়া পাথার ॥

সুহই রাগঃ।

বদন চাঁন্দ কুন্ কুন্দারে কুন্দিল গো, কে না কুঁদিল দুটি আঁখি। দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে গো, সেই সে পরাণ তার সাক্ষী ॥ রতন কাটিয়া কে বা যতন করিয়া গো, কে না গঢ়াইয়া দিল কানে। মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণে গো, যোগী হৈল উহারি ধি[illegible]য়ানে ॥ নাসিকা

* চর্চ্চা—আলোচনা।

উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো, সোনায় মণ্ডিত তায় বিজুরি জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥ সুন্দর কপালে শোহে সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি। হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥ মদন ফাঁদুয়া গুনা চূড়ার টালনি গো, উহা না শিখিয়াছিল কোথা। এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো, এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো, হাতের উপরে লাগি পাঙ। তেমন করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাঙ॥ করিবর কর জিনি বাহুর বলনী গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে। যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো, তাহারি পরশ রস মাগে॥ ঠমকি ঠমকি যায় যায় তেরচ নয়নে চায় যেনমত গজরাজ মাতা। শ্রীনিবাস দাসে কয় ও রূপ লখিল নয় রূপসিন্ধু গঢ়িল বিধাতা॥ * ॥

অনুরাগে শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাই বাঁধে। কি মধুর মাধুরী দেখিনু বলি কান্দে॥ শ্রীজীবগোস্বামী কত যত্ন করি স্থির। স্নেহের আবেশে গেলা আপন কুটীর॥ শ্রীনিবাস আপনার বাসায় রহিলা। নরোত্তম শ্যামানন্দ নিজ বাসা গেলা॥ সর্ব্বত্রে দর্শনাবেশে দিবস গোঙাই। রাত্রে যে করয়ে খেদ তার অন্ত নাই॥ দুটী বাহু তুলিয়া কহয়ে বারে বারে। এ সুখে বঞ্চিত বিধি করিল আমারে॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। মো অধমে পুন কি দিবেন দরশন॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধারমণ

প্রভুরে। পুন কি দেখিব প্রভু রাধাদামোদরে॥ শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু আনি ব্রজপুরে। পুন কি দিবেন পাদপদ্ম সেবা মোরে॥ গোস্বামী শ্রীলোকনাথ করুণাবিগ্রহ। মো অধমে পুন কি করিব অনুগ্রহ॥ কৃপাময় ভূগর্ভ গোস্বামী কৃপা করি। পুন কি আনিব মো পাপির কেশ ধরি॥ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস দয়ানিধি। পুন কি করিব মোর মনোরথ সিধি॥ শ্রীজীবগোস্বামী দীন দুঃখির জীবন। পুন কি দেখিব আমি তাঁর শ্রীচরণ॥ হাহা প্রভু প্রিয়গণ মো হেন দুর্জ্জনে। পুন ব্রজে আনি কি রাখিবা সন্নিধানে॥ ঐছে কত কহিতে কহিতে নাই পারে। কণ্ঠরুদ্ধ হয় নেত্র জলেই সাঁতারে॥ শ্রীনরোত্তমের খেদকহা নাইযায়। যাহার শ্রবণে দারু পাষাণ মিলয়॥ শ্যামানন্দ অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে। করয়ে যতেক খেদ কহিতে কে পারে॥ করিতে না পারে কেহো ধৈর্য্যাবলম্বন। বিচ্ছেদ চিন্তায় নিশি করে জাগরণ॥ শ্রীনিবাস চিত্তে যে যে উদ্বেগ উপজয়। তাহা সে জানেন শ্রীগোবিন্দ দয়াময়॥ শ্রীগোবিন্দ দেবের ইচ্ছায় রাত্রিশেষে। হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ শ্রীনিবাসে॥ স্বপ্ন ছলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে। গজেন্দ্রগমন আইলা আচার্য্য অগ্রেতে॥ জিনি পুঞ্জ অঞ্জন জলদ নীলমণি। রূপের ছটায় কোটি মদন নিছনি॥ নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর। শিরে শিখি পিঞ্ছচূড়া পরম সুন্দর। প্রত্যঙ্গ অদ্ভুত শোভা উপমা কি তায়। সুদীর্ঘ লোচন ভঙ্গী ভুবন মাতায়॥ লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা জিনিয়া চান্দ মুখে।

হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে মহাসুখে ॥ অহে শ্রীনিবাস খেদ কর সম্বরণ। শুনিতে না জানি প্রাণ করয়ে কেমন ॥ তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি না জান তা তুমি। নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি ॥ মোর মনোহভীষ্ট যে তা অনেক প্রকারে। করিলু প্রকাশ রূপসনাতন দ্বারে ॥ তোমা দ্বারে গ্রন্থরত্ন করি বিতরণ। হরিব জীবের দুঃখ দিয়া প্রেমধন ॥ যে জন লইবে আসি শরণ তোমার। তারে আমি অবশ্য করিব অঙ্গীকার ॥ হইব তোমার শিষ্য ভাগ্যবন্তগণ। তা সবা লইয়া আস্বাদিবা সঙ্কীর্ত্তন ॥ কুন মতে কিছু চিন্তা না করিহ চিতে। মধ্যে মধ্যে ঐছে মোরে পাইবা দেখিতে ॥ এত কহি শ্রীনিবাসে করি অনুগ্রহ। হইলেন কি অদ্ভুত শ্রীগৌর বিগ্রহ ॥ দেখি শ্রীনিবাস নারে ধৈর্য্য ধরি বারে। লক্ষ লক্ষ লোচন মাগয়ে বিধাতারে ॥ ভূমে পড়ি করয়ে শ্রীচরণ বন্দন। প্রভু শ্রীনিবাস মাথে ধরয়ে চরণ ॥ আলিঙ্গন করি গৌড়ে বিদায় করিয়া। মন্দিরে প্রবেশে গৌরমূর্ত্তি সম্বরিয়া ॥ শ্রীগোবিন্দ অদর্শনে ব্যাকুল হৃদয়। জাগিয়া দেখয়ে নিশি প্রভাত সময় ॥ পরম গভীর শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরি। বসিল নিভৃতে প্রাতঃক্রিয়াদিক করি ॥ শ্রীনরোত্তমের তথা হৈল আগমন। সঙ্গে শ্যামানন্দ সর্ব্বমতে বিচক্ষণ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য এ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। শ্রীজীবগোস্বামি পাশে মিলিলেন গিয়া ॥ তেঁহ শ্রীনিবাসাদি সবারে সঙ্গে করি। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে আইলা শীঘ্র করি ॥ তথা সব মহান্তের হৈল আগমন। তাঁ সবার নাম কহি শুভের

কারণ। গোস্বামী গোপাল ভট্ট অতি দয়াময়। ভূগর্ভ শ্রী-লোকনাথ গুণের আলয়॥ শ্রীমাধব শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। শ্রীমধুপণ্ডিত যার চরিত্র আশ্চর্য্য॥ প্রেমী কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। রাঘবপণ্ডিত প্রেমভক্তি অধিকারী॥ যাদব আচার্য্য নারায়ণ কৃপাবান্। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ গোসাঞি গোবিন্দঈশান। শ্রীগোবিন্দ বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার। শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার॥ দ্বিজ হরিদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রী-গোপালদাস যার অলৌকিক কাজ॥ আইলা বৈষ্ণব যত কত নিব নাম। ব্রজবাসিগণ আইলা আনন্দের ধাম॥ শ্রীজীব-গোস্বামী কৃষ্ণ পণ্ডিতাদি সুখে। আনাইলা গ্রন্থরত্ন সবার সম্মুখে॥ সবাকার অনুমতি পা'য়া সেইক্ষণ। করাইলা গাড়ীতে গ্রন্থের আরোহণ॥ গ্রন্থের সম্পুট * রাখাইলা সাব-ধানে। গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা কৈল সর্ব্বজনে॥ শুভক্ষণে গাড়ী চালাইলা গাড়োয়ান্। আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্যবান্॥ আর এক লোক যোগ্য সর্ব্বপ্রকারেতে। অতিসাবধানে চলে গাড়ীর সঙ্গেতে॥ এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে। কথোদূর সকল গোস্বামী চলে সাথে॥ কহি কত অতিশয় ব্যাকুল হিয়ায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যেরে করিলা বিদায়॥ শ্রী-নিবাসাদি অতি ব্যাকুল হইয়া। চলিলেন সবার চরণে প্রণ-মিয়া॥ শ্রীজীবগোস্বামী আদি বিজ্ঞ কথো জন। করিলেন শ্রী-মথুরা পর্য্যন্তগমন॥ আর সবে নিজ নিজ বাসায় চলিলা। কে

* সম্পুট—পেটারা॥

বর্ণিব বিচ্ছেদে যেরূপ সবে হৈলা॥ এথা মথুরায় সবে হৈলা উপনীত। মথুরানিবাসী লোক অতি উল্লসিত॥ সে দিবস যে কৌতুক মথুরা নগরে। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নাহি বর্ণিবারে॥ কৃষ্ণকথারসে দিবারাত্রি গোঙাইয়া। মথুরাহইতে চলে প্রভাতে উঠিয়া॥ শ্রীজীবগোস্বামী কথোদূর গেলা সঙ্গে। বিদায় সময়ে ভাসে দুঃখের তরঙ্গে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুরে করি কোলে। করিলেন সিক্ত দুটী নয়নের জলে॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সমর্পিয়া। বিদায় করিলা অতি ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীনরোত্তমেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন। কহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্যামানন্দে সমর্পণ করিয়া স্নেহেতে। আলিঙ্গন করি তারে নারে স্থির হৈতে॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব। শ্রীগোপাল মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব॥ সকলে অধৈর্য্য হৈলা বিদায়ের কালে। শ্রীনিবাস আদি সিক্ত হৈলা নেত্র জলে॥ পরস্পর আলিঙ্গন প্রণামাদি যৈছে। সে অতি আশ্চর্য্য তা বর্ণিব কে বা কৈছে॥ মথুরার গৃহস্থ বৈষ্ণব শিষ্টগণ। সে সকলে করিলেন অনেক ক্রন্দন॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সে সব সহিতে। যথাযোগ্য মিলিলেন কান্দিতে কান্দিতে॥ বিদায় হইলা শ্রীআচার্য্য বিজ্ঞবর। সবে বাহুড়িয়া গেলা নিজ নিজ ঘর॥ শ্রীজীবগোস্বামি আদি গেলা বৃন্দাবন। সকলে করেন শুভ চিন্তা অনুক্ষণ॥ এথা শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সাবধানে। চলিলেন গৌড়ে লৈয়া গ্রন্থ রত্নগণে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীগৌড়গমন। যে শুনে তাহারে মিলে ভকতি রতন॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তাকরি॥ ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥*॥

॥*॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য বৃন্দাবনাদ্গৌড়গমন বর্ণনং নাম ষষ্ঠ স্তরঙ্গঃ ॥*॥ ৬ ॥*॥

## সপ্তম তরঙ্গ।

—––•:•:•—––

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণারসিন্ধু॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত দেব গুণের আলয়। জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥ জয় প্রেমভক্তি দাতা পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস॥ জয় সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র রামানন্দ। জয় বাসুদেবঘোষ মাধব মুকুন্দ॥ জয় ধনঞ্জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় নরহরি গৌরীদাস কাশীশ্বর॥ জয় দাস গদাধর শ্রীধর বিজয়। জয় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীসঞ্জয়॥ জয় ভট্ট গোপাল শ্রীরূপ সনাতন। জয় রঘুনাথদাস দুঃখির জীবন॥ জয় শ্রীভূগর্ত্ত লোকনাথ শ্রীরাঘব। জয় রঘুনাথ ভট্ট আচার্য্য যাদব॥ জয় জয় শ্রীজীব যে গুণের নিধান। জয় কবিরাজ কৃষ্ণদাস দয়াবান্॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর। জয় নরোত্তম যাঁর মহিমা প্রচুর॥ জয় জয় শ্যামানন্দ চরিত্র অপার। শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস নাম পূর্ব্বে যার॥ জয় শ্রীবৈষ্ণবগণ দয়ার অবধি। যা সভার অনুগ্রহে হয় সর্ব্বসিদ্ধি॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ রত্নগণ। চলে গৌড়পথে করি গৌরাঙ্গ স্মরণ॥ সঙ্গে নরোত্তম ঐছে দেহ ভিন্ন মাত্র। শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ পাত্র॥ নরোত্তম শ্যামানন্দসহ শ্রীনিবাস। নির্ব্বিঘ্ন চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস॥ নীলাচলে

যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া। সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া॥ বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথেগমন। সেইপথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥ স্থানে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া। দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া॥ বন পথে চলিতে আনন্দ অতিশয়। কুন দিন কোথাও না হয় কুন ভয়॥ যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না লিখিল॥ সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন। নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন॥ রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণ যত্নে। গণিয়া দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে॥ রাজা প্রতি কহে গিয়া এক মহাজন। গাড়ী ভরি লৈয়া যায় অমূল্য রতন॥ দস্যুগণ মুখে শুনি হৈলা উল্লসিত। যে রূপ রাজার ক্রিয়া কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥ দস্যুকর্ম্ম করে সদা লৈয়া দস্যুগণ। যারে দেখি ভয়ে লোক কাঁপে সর্ব্বক্ষণ॥ আর যে যে দুর্নীত কহিতে অন্ত নাই। সবে এক পুরাণ শুনয়ে বিপ্র ঠাঁই॥ ঐছে বীরহাম্বীর দুর্জয় দস্যুগণে। আজ্ঞা কৈল সজ্জ হৈয়া যাহ এই ক্ষণে॥ অর্থ সহ গাড়ী এথা গোপনে আনিবে। দেখাইবে ভয় কারু প্রাণে না মারিবে॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে দস্যুগণ। তা সবারে দেখিতে কাঁপয়ে শিষ্টগণ। যৈছে রাজা তৈছে এ সকল অনুচর। দস্যুকর্ম্ম করিতে উল্লাস নিরন্তর॥ বনবিষ্ণুপুর হৈতে দূরদেশ গিয়া। লইল এ সব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ীর সহিতে। পঞ্চকুটী হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর

পথে ॥ নির্ব্বিঘ্নে আইলু দেশে ঐছে বিচারয়। বিষ্ণুপুরে রাজা দুষ্ট ইহা না জানয় ॥ রাজধানী বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে। বনে মধ্যে বৃহদ্‌গ্রাম আইলা সেই খানে। ভক্ষণাদি ক্রিয়া দিবসেই সমাধিল ॥ কৃষ্ণকথা সুখে অর্দ্ধ রাত্রি গোঙাইল ॥ সে রাত্রিতে সকলেই করিতে শয়ন। হইলেন নিদ্রাগত নাহিক চেতন ॥ গ্রামবাসি শিষ্ট লোক চিন্তে মনে মনে। কৃষ্ণ কি করিবে রক্ষা এই মহাজনে ॥ নিশ্চিন্তে আছয়ে সবে শঙ্কা না জানায়। সাবধান করিতেও নারি রাজভয় ॥ এথা রাজা দুষ্ট অল্প ধনের কারণে। বহুদূর পর্য্যন্ত পাঠায় দস্যুগণে ॥ এই মহাজন গাড়ি ভরি ধন লৈয়া। কি রূপে আইলা পথে নির্ব্বাহ করিয়া ॥ কেহ কহে এ হয় ধার্ম্মিক মহাজন। এ হেতু হরিতে ধন নারে দস্যুগণ ॥ কেহ কহে দস্যুগণ আছে লাগ লৈঞা। না জানি কখন হানা দিবেক আসিয়া ॥ ঐছে কত কহে লোক রহি নিজালয়ে। এথা দস্যুগণ নানা উপায় চিন্তয়ে ॥ কেহ কহে ওহে ভাই কর এই কাজ। দস্যুর সমাজে যেন না পাইয়ে লাজ ॥ তামড় গ্রামের সন্নিধানে লজ্জ হৈলা। তথা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিলা ॥ রঘুনাথ-পুরের নিকটে নিশাভাগে। হৈলা পরাভব সবে সে সবার আগে ॥ এবে আইলা বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে। যার যৈছে বল বুদ্ধি প্রকাশ এখানে ॥ অদ্য গাড়ী সহ অর্থ দিলে সে রাজারে। হইব প্রসন্ন নহে বধিব সবারে ॥ ঐছে কহি সবে

এক সংঘট্ট হইয়া। পূজে চণ্ডী ছাগ মেষ মহিষাদি দিয়া॥ চণ্ডীপদে প্রণমি কহয়ে বারে বারে। কার্য্য সিদ্ধি করি রক্ষা করহ সবারে॥ ঐছে কত কহি আচার্য্যাদিসন্নিধানে। আগে পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চৌর এক জনে॥ তেঁহ আসি দেখে সবে নিদ্রাগত হৈলা। জানি সুসময় গিয়া দস্যু জানাইলা॥ দস্যু-গণ শীঘ্র আসি ভয়ঙ্করবেশে। স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে প্রবেশে॥ রাত্রিশেষে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিয়া। দিলেন রাজারে সব বৃত্তান্ত কহিয়া॥ বনবিষ্ণুপুরের যতেক শিষ্টাগণ। শুনিলেন রাজা হরিলেন বহুধন॥ নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কহে কারু প্রতি। অতি মন্দ কার্য্য রাজা দুষ্টমতি॥ বৃন্দাবন হৈতে মহাজন ধন লৈঞা। ক্ষেত্রে চলে জগন্নাথ দর্শন লাগিয়া॥ তারে দুঃখ দিল এ পাপিষ্ঠ দুরাচার। বুঝিল ইহার কভু নহিব উদ্ধার॥ কেহ কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন করিয়া। বন-বিষ্ণুপুর যাবে উচ্ছন্ন হইয়া॥

ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারত ভূমিতে। কেহ না পারয়ে এ পাপিরে দণ্ড দিতে॥ কেহ কহে এ দুষ্ট রাজার এই রীতি। করিব নরক ভোগ কভু নাই গতি॥ কেহ কহে এ দুষ্টের সকল অনীত। কহ দেখি ইহার কিরূপে হবে হিত॥ কেহ কহে হিতকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ। কলিতে যে কৈল কৃপা না হয় বর্ণন॥ নবদ্বীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই। মহাপাত-কির শিরোমণি দুই ভাই॥ যার ভয়ে কাঁপে লোক সে দুই

পামরে। কৃপা করি উদ্ধারিলা নদিয়া বিহারে॥ যাহারে দেব মনুষ্যে মিশাই। করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই॥ জগাই মাধাই হইলেন ভক্তরাজ কহিতে কে জানে অলৌকিক তাঁর কাজ॥ কেহ কহে সে কৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান্। জীবে কৈল ব্রহ্মাদি দুর্লভ রত্নদান॥ সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন এবে কে করিব হেন দুষ্টের তারণ॥ কেহ কহে ওহে ভাই বলিয়ে তোমায়। হেন দুষ্ট তরে তাঁর ভক্তের কৃপায়॥ কেহ কহে সে ভক্তের দুর্লভ দর্শন। এ পাপিষ্ঠ দেশে কেনে হবে আগমন॥ কেহ কহে ভক্তের এ রীত শাস্ত্রে কয়। জীব উদ্ধারিতে সর্ব্বদেশেই ভ্রময়॥ ভক্ত দ্বারে সব কার্য্য সাধে সেই প্রভু। ভক্ত কৃপা বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহে কভু॥ কেহ কহে অহে মোর মনে এই হয়। অবশ্য আসিব এথা কুল মহা-শয়॥ তাঁর কৃপালেশে না রহিব দুঃখ লব। ঘুচিব দুর্ব্বুদ্ধি রাজা হইব বৈষ্ণব॥ এত কহি প্রভুরে প্রার্থয়ে বার বার। ঘুচাহ রাজার এ অনীত ব্যবহার॥

ঐছে শিষ্টলোকগণে হিত চিন্তা করে। এথা রাজা ধন লাভে হর্ষ নিজঘরে॥ দস্যুগণ প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া। বসন ভূষণ দিল প্রশংসা করিয়া॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনে বিচারয়। এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয়॥ বহুদিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে। এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে॥ বুঝিলু অমূল্যরত্ন আছয়ে ইহায়। এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে

চায়॥ গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিয়া আপনে। দেখয়ে সম্পুট মধ্যে *গ্রন্থরত্নগণে॥ গ্রন্থদৃষ্টি মাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন। পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্নে করে সন্দর্শন॥ বিস্ময় হইয়া রাজা কহে গণি তারে। কেমন গণিলা তুমি বলহ আমারে॥ তেঁহ কহে মহারাজ যখন গণিয়ে। অমূল্যরতন ইথে তখনি দেখিয়ে॥ শুনি রাজা কহে কিছু না করিহ ভয়। যখন যে গণ তাহা সব সত্য হয়॥ এবে যে গণিলা নহে অসত্য বচন। সর্ব্বপ্রকারেতে এ অমূল্যরত্ন হন॥ এ অমূল্যরত্ন প্রাপ্তি বহুভাগ্যে হয়। ঐছে কত কহি দস্যু পানে নিরীক্ষয়॥ ব্যাকুল হইয়া দস্যে কহে বারে বারে। কাহু না বধিলা সত্য বলহ আমারে॥ দস্যু কহে সে সকলে নিদ্র্যাগত ছিলা। গাড়ী লৈয়া আইলু তাহা কেহ না জানিলা॥ পূর্ব্বেই আপনে নিষেধিলা মো সবারে। প্রাণে কি মারিব কার্য্যসিদ্ধি এ প্রকারে॥ শুনি রাজা স্থির হৈয়া কহে নিজগণে॥ কৈলু যে কুক্রিয়া তা ফলিল এত দিনে॥ কুন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা। তাঁর কোপানলে ভস্ম হইব সর্ব্বথা॥ যদি পাই এই গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন। তবে ত তাঁহার পায়ে লইব শরণ॥ অহে ভাই মো পাপির মনে এই হয়। মোরে অনুগ্রহ তেঁহ করিব নিশ্চয়॥ এত কহি দূত পাঠাইয়া অন্বেষণে। গাড়ীসহ গ্রন্থরত্ন রাখিলা যতনে॥ শুনিয়া গ্রন্থের কথা রাজার বনিতা। দর্শন করিতে তেঁহ হৈলা উৎকণ্ঠিতা॥ কি বলিব গ্রন্থরত্নগণের বিজয়ে। রাজার ভবন শোভা করে

অতিশয়ে॥ অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল। ঘুচিল লোকের দুষ্ট চেষ্টা সে সকল॥ রাজা বীরহাম্বীরের সদা এই মনে। যাঁর গ্রন্থ তাঁরে বা দেখিব কত ক্ষণে॥ ঐছে বিচারিয়া রাজা ব্যাকুল হইলা। হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকর্ষিলা॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ সুন্দর। জিনি হেম পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর॥ শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া। চিন্তা না করিহ তেঁহ মিলিব আসিয়া॥ হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর। জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর॥ এত কহি অদর্শন হৈতে হেনকালে। হৈল নিদ্রাভঙ্গ রাজা ভাসে নেত্র জলে॥ কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বোলে বার বার। চতুর্দ্দিকে চাহে মর্ম্ম না করে প্রচার॥ এথা দস্যুগণে গ্রন্থগাড়ী লৈয়া গেলে। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ জাগিলা সকলে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভাত সময়ে। ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষয়ে॥ কিছু খোজ না পাইয়া করয়ে ক্রন্দন। ই কি বজ্রঘাত হৈল, কহে সর্ব্বজন॥ নরোত্তম কহে আমি প্রাণ তেয়াগিব। শ্যামানন্দ কহে এই অনলে পশিব॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হৈল যাহা। কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা॥ সঙ্গের যতেক লোক কাতর অন্তরে। নিশ্চয় করিল আর না যাইব ঘরে॥ গ্রন্থচুরি কথা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হৈল। আচার্য্যাদি মহাদুঃখ সমুদ্রে ডুবিল॥ কত ক্ষণে করি সবে ধৈর্য্যাবলম্বন। পরস্পার কহে যাহা না হয় বর্ণন॥ শ্রীনিবাসে অকস্মাৎ কহে

কুন জনে । বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ যাহ রাজাস্থানে ॥ এ বাক্য শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস । ঐছে আর দেখে নানা মঙ্গল প্রকাশ ॥ প্রভুভঙ্গি জানি সবে করিয়া আশ্বাস । শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস ॥ খেতরিগ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন । প্রভুলোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন ॥ শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে । অম্বিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে ॥ পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈলে । নহিবা উদ্বিগ্ন আসি মিলিবা সকালে ॥ ঐছে কত কহি দোঁহে বিদায় করিল । দোঁহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ আচার্য্যের বাক্য না লঙ্ঘিয়া দুই জন । গেলেন খেতরিগ্রামে স্থির নহে মন ॥ কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা । প্রথমেই শ্রী সম্বোধে শক্তিসঞ্চারিলা ॥ শ্রীনরোত্তমের দর্শনেতে সর্ব্বলোক । মহাহর্ষ হৈলা পাসরিলা দুঃখ শোক ॥ মহাযত্নে দোঁহে রাখি পরম-নির্জ্জনে গ্রন্থচুরি কথা শুনি দুঃখী বিজ্ঞগণে ॥ এথা শ্রীনিবাস বিদায় করিয়া । হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ সঙ্গের মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল । বনবিষ্ণুপুরে একা শীঘ্র প্রবেশিল ॥ মহান্তের হৃদয় বুঝিবে কুন জন । গ্রন্থের উদ্দেশে করে একাকী ভ্রমণ ॥ যেখানে সেখানে লোক কহে পরস্পরে । অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা বিষ্ণুপুরে ॥ কিবা এ দেবতা কিবা ঈশ্বরের অংশ । দেখিতে সৌন্দর্য্য কার নহে ধৈর্য্য ধ্বংস ॥ এত কহি আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া । চতুর্দ্দিকে ধায় লোক

উল্লাস হইয়া॥ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণ তনয়। আচার্য্য দর্শনে তাঁর হৈল প্রেমোদয়॥ তেহঁ দেউলিতে নিজগৃহে লৈয়া গেলা॥ আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিলা॥ আচার্য্যঠাকুর তাঁরে জিজ্ঞাসিল যাহা। ক্রমে বিস্তারিয়া তেঁহ কহিলেন তাহা॥ ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া। রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া॥ আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে। ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্যমানে॥ বসিতে দিলেন আনি অপূর্ব্ব আসন। কিছু জিজ্ঞাসিতে করে আচার্য্য বারণ॥ অহে রাজা ভাগবত কথা সাঙ্গ পরে। যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহা কহিব তোমারে॥ যে, আজ্ঞা বলিয়া রাজা মনে বিচারয়। ইহঁ গ্রন্থ-রত্নের অধ্যক্ষ সুনিশ্চয়॥ মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দরশন। করিমু ইহার পদে আত্মসমর্পণ॥ ঐছে বিচারিয়া রাজা এক দৃষ্টে চায়। আচার্য্য শেষেতে কিছু কহিল রাজায়॥ পূর্ব্বেই রাজার হইয়াছে শুদ্ধ মন। শুনিতে যথার্থ অর্থ করে নিবেদন॥ অহে মহাশয় এই হয় মোর মনে। ভাগবত পদ্য ব্যাখ্যা কর শ্রীবদনে॥ শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্যঠাকুর। জানিল রাজার দুষ্টবুদ্ধি গেল দূর॥ আচার্য্য কহেন কি শুনিতে হয় মন। রাজা কহে শ্রীভ্রমর গীতা কিছু কন॥ রাজার বচনে মগ্ন হইলেন সুখে। রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে॥ আচার্য্যঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল। অশ্রুত অদ্ভুত অর্থ সুধা-বৃষ্টি কৈল॥ সভামধ্যে সবার নেত্রেতে ঝরে জল। শ্রীবীর-

হাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল ॥ রাজার পাঠক নাম ব্যাস চক্রবর্ত্তী। কে কহিতে পারে তাঁর হৈল যৈছে আর্ত্তি ॥ যে যে জন ছিলেন শ্রীকথার সময়। সে সবার চেষ্টাতে অন্যের প্রেমোদয় ॥ আত্মবিস্মারিত হৈলা আচার্য্যঠাকুর। স্থির হৈতে নারে তার আবেশ প্রচুর ॥ আচার্য্যচরণে পড়ি শ্রীবীরহাম্বীর। কথা সমাধান হইলেও নহে স্থির ॥ কত ক্ষণে সুস্থির হইয়া ভাবে মনে। কৈলু মহাঘোর অপরাধ এ চরণে ॥ ঐছে দৈন্য রসে মগ্ন শ্রীবীরহাম্বীর। নেত্র জলে ভাসয়ে হইতে নারে স্থির ॥ অতি নির্জ্জনেতে আচার্য্যেরে বাসা দিয়া। সন্ধ্যা সময়েতে শীঘ্র মিলিলেন গিয়া ॥ প্রণমিয়া যোড়করে করে নিবেদন। বিবরিয়া কহ প্রভু কৈছে আগমন ॥ ঐছে বাক্য শুনিয়া আচার্য্য হর্ষচিতে। রাজা প্রতি কহে এবে কহি সংক্ষেপেতে ॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। ব্রজে সংগোপন কৈলা প্রকট বিহার ॥ সময় পাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা মহারঙ্গে ॥ নবদ্বীপে কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিহার। শেষ শিবাদিক তাহা নারে বর্ণিবার ॥ শাস্ত্রে যে প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ করিল। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেতে জগৎ মাতাইল ॥ কথো দিন গণ সহ করি গৃহবাস। কেশব ভারতী স্থানে করিলা সন্ন্যাস ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বিদিত হইল। জীবে কৃপা লাগি সর্ব্ব তীর্থেতে ভ্রমিল ॥

ভক্তে সুখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস। তথা চলাচল

ব্রহ্মের অদ্ভুত বিলাপ ॥ তাঁর প্রিয়ভক্ত গৌড়রাজার উজীর। মহৈশ্বর্য্যবন্ত মহাপণ্ডিত গভীর ॥ রূপ সনাতন নাম বিদিত ভুবনে। সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া গেলেন বৃন্দাবনে॥ তথা বাস কৈলা মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে। ব্রজে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা শাস্ত্র-মতে ॥ বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া পাথার। উঘাড়িলা ব্রজ-লীলা রত্নের ভাণ্ডার ॥ শ্রীমদ্ভাগবতার্থাদি প্রকাশিলা যত। তাহা এক মুখে আমি কহিব বা কত॥ মুই মহা অযোগ্য জন্মিয়া গৌড়দেশে। বৃন্দাবন গেলু প্রভুগণের আদেশে॥ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির শিষ্য হৈলু। গোস্বামির গ্রন্থাদিক অধ্যয়ন কৈলু॥ শ্রীজীব গোস্বামী আদি মহাবিজ্ঞগণ। গৌড়ে গ্রন্থ প্রকাশিতে কৈল সমর্পণ॥ সাবধানে লইয়া আইলু এই দেশে। কথোদূরে গ্রন্থ চুরি হৈল রাত্রি শেষে॥ সবে মিলি কৈলু ইতস্ততঃ অন্বেষণ। অনেক প্রকারে কৈলু ধৈর্য্যাবলম্বন॥ নরোত্তম নামে এক রাজার কুমার। পরম বৈরাগ্য সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার॥ শ্যামানন্দ নামে এক প্রবীণ সর্ব্বাংশে। সে দোঁহারে পাঠাইলু নিজ নিজ দেশে॥ সঙ্গে যে আছয়ে ব্রজ-বাসী অস্ত্রধারী। সে সবে রাখিলু এক স্থানে বাসা করি॥ গ্রন্থ লাগি সর্ব্বত্রেই ভ্রমণ করিলু। পুরাণ পাঠের শুনি এথা আইলু॥ কহিলু বৃত্তান্ত কিছু কহিতে কি আর। গ্রন্থ অদ-র্শনে হিয়া বিদরে আমার॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ বচন শ্রবণে। ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরণে॥ কান্দিয়া কহয়ে মুই

দস্যু অধিকারী। করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি॥ প্রভু ঘরে বনপথে কৈলা আগমন। দূত মুখে বার্ত্তা মুই পাইলু তখন॥ অর্থ প্রাপ্ত হেতু হৈল আনন্দ আমার। গণাইলু গণকে সে গণিল নির্দ্ধার॥ অতিবড় মহাজন মহারত্ন আনে। হইব অবশ্য প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে॥ এ বাক্য শুনিয়া দস্যুগণে পাঠাইলু। প্রাণে না মারিবে কারু এতেক কহিলু॥ দস্যুগণ অনায়াসে গাড়ি লৈয়া আইল। দেখিয়া সিন্দুক মোর মহা-হর্ষ হৈল॥ সিন্দুক খুলিয়া দেখি গ্রন্থরত্নগণ। দর্শন মাত্রেতে মোর ফিরিগেল মন॥ হৈলু উৎকণ্ঠিত গ্রন্থ অধ্যক্ষে দেখিতে। শীঘ্র পাঠাইলু দূতগণে অন্বেষিতে॥ অন্তর্যামি প্রভু তুমি পতিতপাবন। মু অধমে অকস্মাৎ দিলা দরশন॥ দর্শন মাত্রেতে আত্ম সমর্পিলু পায়। অপরাধ ক্ষমি কৃপা করহ আমায়॥ মোরে মহাপাপি দেখি ঘৃণা না করিবে। পাপে মুক্ত হঙ যৈছে উপায় করিবে॥ এত কহি পড়ি আচার্য্যের পদতলে। আচার্য্যের চরণ সিঞ্চয়ে নেত্রে জলে॥ দেখিয়া রাজার অতি ব্যাকুল হৃদয়। আচার্য্য করিলা অনুগ্রহ অতি-শয়॥ অশেষ প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল। কহিতে কি প্রেমের সমুদ্রে উথলিল॥ রাজা আচার্য্যের সে সকল লোক-গণে। শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিলা রম্য স্থানে॥ রাজা আচা-র্য্যেরে যত্নে স্নান করাইলা। যথা গ্রন্থরত্ন তথা লইয়া চলিলা॥ আচার্য্যের হৈল মহাপ্রফুল্লিত মন। গ্রন্থ দেখি যে আনন্দ

না হয় বর্ণন ॥ রাজা গ্রন্থ পূজাইয়া বিবিধ প্রকারে। অন্তঃ-পুরে লইয়া গেলেন আচার্য্যেরে ॥ আচার্য্যে দর্শন করি রাজার ঘরণী। আনন্দে বিহ্বল যৈছে কহিতে না জানি ॥ প্রণমিয়া আচার্য্যের চরণ যুগলে। আপনা মানয়ে ধন্য ভাসে নেত্র জলে ॥ শ্রীআচার্য্য করি কৃপা রাজার ভার্য্যায়। রাজা সহ আইলেন নির্জ্জন বাসায়। রাজা পুনঃ পুনঃ কহে চরণে পড়িয়া। কৈলু যে কুকর্ম্ম তাহে স্থির নহে হিয়া ॥ রাজার হৃদয় জানি আচার্য্যঠাকুর ॥ পুনঃ পুনঃ কহে সব চিন্তা কর দূর ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সোঁপিলু তোমারে। সেই পাদপদ্ম চিন্ত হৃদয় মাঝারে ॥ আপনাকে সাপরাধ মানি সর্ব্বক্ষণ। নিরন্তর করিবে এ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ এত কহি রাজার হরিতে সব ক্লেশ। হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ ॥ পুন রাজা প্রতি কহে মধুর বচনে। সদা সাবধান হবে শ্রবন কীর্ত্তনে ॥ কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন। এই নামমন্ত্র জীবে কৈলা বিতরণ ॥ অহে রাজা গোসাঞির গ্রন্থাস্বাদ পরে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা করাব তোমারে ॥ এত কহি ভক্তিঅঙ্গ কিছু জানাইয়া। রাজা বীরহাম্বীরের স্থির কৈল হিয়া ॥ ·গোষ্ঠীর সহিত রাজা উল্লাস হিয়ায়। বিকাইল শ্রীনিবাস আচার্য্যের পায় ॥ গ্রন্থ চুরি প্রাপ্ত দস্যু রাজারউদ্ধার। এইকথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রচার ॥

বল্লভ ব্যাস আদি সর্ব্বজন। আচার্য্যের পাদপদ্মে লইলা শরণ ॥ আনন্দসমুদ্র উথলিল বিষ্ণুপুরে ॥ ভক্তিদেবী অনুগ্রহ

কৈলা ঘরে ঘরে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগুণে। হইলা বিহ্বল সবে অন্য নাহি জানে ॥ গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভুগণ যত। এ সবার নাম গুণে মত্ত অবিরত ॥ বাঢ়িল আর্ত্তি বৈষ্ণব-দর্শনে। হৈল গাঢ়রতি নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা গাইতে। যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে কহিতে ॥ নিজ নিজ ভাগ্য শ্লাঘা করি সর্ব্বজন। নিরন্তর করে সবে শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে। করযোড় করি কহে আচার্য্যের পাশে ॥ অহে প্রভু মো সবার দুঃখ নিবারিলা। দেবের দুর্ল্লভ রত্ন প্রদান করিলা। অহে প্রভু এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে। গ্রন্থচুরি হৈল এ জানিল সর্ব্বজনে ॥ গ্রন্থ প্রাপ্তি মু অধম দস্যুর দমন। ঐছে পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন ॥ আর এই জানাইবা গোস্বামি-গণেরে। যেন মো পাপিরে সবে অনুগ্রহ করে ॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দ যথা। ঐছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হবে তথা ॥ শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্য আপনে। পূর্ব্বেই লিখিল পত্রী দিল রাজা স্থানে ॥ রাজা পত্রী দেখি হর্ষ হৈলা অতিশয়। আচার্য্য ঠাকুর পুন রাজারে কহয় ॥ গাড়ী সহ যে লোক আইলা ব্রজ হৈতে। সে সবা যাইব গাড়ী লইয়া ত্বরিতে ॥ এত কহি আচার্য্য আপনে যত্ন পাইয়া। পত্রী দিল সঙ্গিলোকগণে কত কৈয়া ॥ রাজা সে সকল লোকে প্রণমি ভূমিতে। করিল সম্মান যত কে পারে কহিতে ॥ যে গাড়ীতে

আইলেন গ্রন্থ মহারত্ন। তাহাতেই নানাদ্রব্য দিলা করি যত্ন। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে। দিলেন বিভাগ করি আর যত স্থানে॥ লইয়া সে সব দ্রব্য অস্ত্রধারিগণ। বিদায় হইয়া শীঘ্র করিলা গমন॥ গাড়ী সহ সবে মহা উল্লসিত হৈয়া। গোস্বামিরে দিলা পত্রী বৃন্দাবনে গিয়া॥ আদ্যোপান্ত কহিল সকল সমাচার। শুনিয়া ঘুচিল সব উদ্বেগ সবার॥ পত্রী পাঠে বিশেষ সম্বাদ জ্ঞাত হৈয়া। চিন্তয়ে মঙ্গল মহাহর্ষে কত কৈয়া॥ শ্রীবীরহাম্বীর যে যে দ্রব্য পাঠাইলা। শ্রীজীবগোস্বামী তাহা সর্ব্বত্রেই দিলা॥ শ্রীনিবাস পত্রী পাঠাইব এই মনে। শ্রীজীবগোস্বামী মহাহর্ষ ক্ষণে ক্ষণে॥ এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর শীঘ্র করি। নিজ প্রভু পত্রী পাঠাইলেন খেতরি॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ সনে। চিন্তায় ব্যাকুল হৈয়া আছেন নির্জ্জনে॥ খেতরি গ্রামেতে আসি দূত জিজ্ঞাসয়। কোথায় আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুর হৈতে। পত্রী পাঠাইল এই জানাহ ত্বরিতে॥ শুনি শীঘ্র কেহ মহাশয়ে জানাইল। বনবিষ্ণুপুর হৈতে মনুষ্য আইল॥ আচার্য্য প্রভুর পত্রী আছে তার ঠাঁই। এ কথা শ্রবণে কি আনন্দ অন্ত নাই॥ দূতে আনি নিকটে মঙ্গল জিজ্ঞাসয়। দূত কহে পরম মঙ্গল মহাশয়॥ শুনি শ্যামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্রুজলে। দুই বাহু পসারি দূতেরে করে কোলে॥ দূত মহাব্যস্ত মহাশয়ে পত্রী দিয়া। দোঁহার পায়

ভূমে লোটাইয়া॥ পত্রীপাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার। ধরিতে নারয়ে হিয়া আনন্দ অপার॥ পিতৃদোর পুত্র দক্ত সন্তোষ রাজায়। জানাইল অগ্রে ঐছে মধুর কথায়॥ গ্রন্থ-প্রাপ্তি হৈল শীঘ্র বনবিষ্ণুপুরে। শ্রীআচার্য্য কৈল কৃপা শ্রী-বীরহাম্বীরে॥ গ্রন্থ প্রাপ্তি রাজা বীরহাম্বীরের ত্রাণ। শুনি সন্তোষের জুড়াইল মন প্রাণ॥ পরম আনন্দে শ্রীসন্তোষ বিজ্ঞবর। রাজদূতে করিলেন সম্মান বিস্তর॥ আদ্যোপান্ত সকল শুনিল তাঁর স্থানে। বহু অর্থ ব্যয় কৈল মঙ্গল বিধানে॥ সন্তোষের রীত দেখি সকলে বিস্মিত। শ্রীঠাকুরমহাশয় হৈলা উল্লসিত॥ শ্রীশ্যামানন্দেরে বসাইয়া নিজপাশে। লিখিলেন পত্রী শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিলা। শ্যামানন্দ উৎকলে যাবেন জানাইলা॥ শ্রীবীর-হাম্বীরে পত্রী পৃথক্ লিখিল। তাহে তাঁর পরম সৌভাগ্য জানাইল॥ পত্রীদ্বয় লৈয়া দূত বিষ্ণুপুরে গেলা। পত্রীদিয়া রাজারে সকল নিবেদিলা॥ রাজা নিজ দূতের সৌভাগ্য প্রশং-সিয়া। শ্রীআচার্য্য আগে চলে উল্লসিত হৈয়া॥ এথা শ্রীনি-বাসাচার্য্য লৈয়া শিষ্যগণ। গোস্বামির গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥ সভামধ্যে বসিয়া আছেন সূর্য্যপ্রায়! দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায়॥ শ্রীবীরহাম্বীর শ্রীআচার্য্য আগেগিয়া। করিল প্রণাম যত্নে ভূমে লোটাইয়া॥ আচার্য্যে কহয়ে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে। খেতরি হইতে পত্রী আইল এই প্রাতে॥ মো

পাপিরে অনুগ্রহ করি অতিশয়। লিখিলেন এ পত্রী ঠাকুর মহাশয়॥ প্রভুকে এ পত্রী লিখিলেন এত কৈয়া। দিলেন পত্রিকা অতি উল্লসিত হৈয়া॥ আচার্য্য পড়েন পত্রী শুনি সর্ব্বজনে। নিবারিতে নারে অশ্রু সবার নয়নে॥ পত্রী পাঠ হৈলে রাজা পুন নিবেদিল। পত্রী বহির্ভূত দূত মুখে যে শুনিল॥ যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে। করিল মঙ্গল ক্রিয়া বিবিধ বিধানে॥ ব্রাহ্মণগণেরে দান কৈল যে প্রকার। সে সব শুনিতে মহা উল্লাস সবার॥ রাজারে আইল মহাশয়ের লিখন। ইথে ভূপ সৌভাগ্য প্রশংসে সর্ব্বজন॥ কতক্ষণ রহি রাজা আচার্য্যসভায়। অনুমতি লৈয়া গৃহে গেলেন ত্বরায়॥ শ্রীমহাশয়ের পত্রী পড়িয়া নিভৃতে। হইলা বিহ্বল রাজা নারে স্থির হৈতে॥ হেন কালে রাণী আসি করে নিবেদন। কৃপা করি মোরে পত্রী করাহ শ্রবণ॥ শুনিয়া রাণীর বাক্য রাজা সেই ক্ষণে। শুনাইল পত্রী অতি উল্লসিত মনে॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী আপনা পাসরে। বিধি প্রতি প্রার্থনা করয়ে বারে বারে॥ প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তমে। কৃপা করি বারেক দেখাহ মু অধমে॥ এত কহি রাণী নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া। রাজার চরণ ধরি পড়ে লোটাইয়া॥ রাজার প্রতি কহে এবে সার্থক জীবন। অনায়াসে পাইলা কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ রাজা কহে সে ধন বর্ল্লভ অতিশয়। মোরে কি স্পর্শিব মুই মহা পাপাশয়॥ গোঙাইলু বৃথা জন্ম

মুই দুরাচার। যত অপরাধ কৈলু লেখা নাই তার॥ এত কহিতেই রাজা অধৈর্য্য হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুলি ধরণি লোটায়॥ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বুলি। করে কত খেদ পুন দুটী বাহু তুলি॥ গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ বক্রেশ্বর। হরিদাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর॥ গৌরীদাস কাশীশ্বর রূপ সনাতন। লইয়া এ সব নাম করয়ে ক্রন্দন॥ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস পুন কহে রাণী প্রতি। মো সম সংসারে ঐছে নাহিক দুর্ম্মতি॥ নবদ্বীপে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়া প্রিয়গণ॥ শুনি সে প্রভুর লীলা না দ্রবিল হিয়া। করিলু কুতর্ক কত ঐছে মোর ক্রিয়া॥ না জানি কি শুভ ক্ষণে গ্রন্থ চোরাইলু। তেঞি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুরে পাইলু॥ মুই হেন লোহপিণ্ড মোরে দ্রবাইল। কৃপা করি সে লীলাসমুদ্রে ডুবাইল॥ দয়ার অবধি মোর প্রভু শ্রীনিবাস। করিব সফল যে জন্মিবে অভিলাষ॥ চিন্তা না করিহ পাবে তাঁর প্রিয়গণে। ওপদ করহ সার জীবনে মরণে॥ ঐছে কত কহে রাজা প্রশংসে রাণীরে। বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥ এথা মহাশয় হর্ষে পত্রী পাঠাইয়া। উৎকণ্ঠিত আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া॥ স্নেহের আবেশে বিচারয়ে মনে মনে। কি রূপে হইব স্থির শ্যামানন্দ বিনে॥ কালি প্রাতে শ্যামানন্দ যাবেন উৎকলে। এত বিচারিতে সিক্ত হৈলা নেত্রজলে॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম স্নেহের মুরুতি। শ্যামানন্দ যৈছে স্নেহ

কহি কি শকতি ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্যামানন্দে কয়। রজনী প্রভাতে হবে গমন নিশ্চয় ॥ দেশে গিয়া শীঘ্র এথা পত্রী পাঠাইলে। তোমারে মিলিব তথা গিয়া নীলাচলে ॥ অত্যন্ত ব্যাকুল হৈয়া ছিলা শ্যামানন্দ। এ কথা শুনিয়া মনে বাড়িল আনন্দ ॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া। গোঙাইলা দিবা রাত্রি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি রজনী-প্রভাতে। শ্যামানন্দে বিদায় করয়ে উৎকলেতে ॥ মুদ্রাদি সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা। গমন কালেতে মহাব্যাকুল হইলা ॥ শ্যামানন্দ সিক্ত হৈয়া নয়নের জলে। নরোত্তমে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে ॥ তৈছে শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রণমিয়া। নেত্রজলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিয়া ॥ শ্যামানন্দে বিদায় করিয়া মহাশয়। হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয় ॥ খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারি পানে। সকলে ব্যাকুল শ্যামানন্দের গমনে ॥ শ্রীরাজা সন্তোষ দত্ত নিজগণ লৈয়া। বহু দৈন্য কৈল শ্যামানন্দে প্রণমিয়া ॥ শ্যামানন্দ সন্তোষে করিয়া আলিঙ্গন। হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ ॥ শ্রীরাজা সন্তোষ পদ্মাবতী তীরে গিয়া। নেত্র জলে ভাসয়ে নৌকায় চড়াইয়া ॥ মহাধীর শ্যামানন্দ চড়িয়া নৌকায়। পদ্মাবতী পার হৈলা অধৈর্য্য হিয়ায় ॥ তথা স্নানাদিক করি রহি কত ক্ষণ। পদ্মাবতী প্রণমিয়া করিলা গমন ॥ গৌরাঙ্গ দর্শন করি কণ্টক নগরে। নবদ্বীপ হইয়া গেলেন শান্তিপুরে ॥ যে যে স্থানে যে যে ভক্ত

অনুগ্রহ কৈল। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না বর্ণিল॥ অম্বিকা নগরে শীঘ্র গমন করিয়া। প্রভুর আলয়ে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ শ্রীহৃদয় চৈতন্যের চরণ দর্শনে। যে আনন্দ হৈল তা বর্ণিতে কে বা জানে॥ তেহোঁ মহা অনুগ্রহ করি শ্যামানন্দে। দেখাইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দে॥ শ্যামানন্দ করি দুই প্রভুর দর্শন। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥ মৌনমুদ্রারূপে দুই প্রভু বিলযয়। শ্যামানন্দে অনুগ্রহ কৈলা অতিশয়॥ কহিতে কি জানি এই প্রভুর বিলাস। যাঁর সেবা রত শ্রীপণ্ডিত গৌরীদাস॥ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু পণ্ডিতের রীত। যাঁর প্রেমাধীন প্রভু ভুবনে বিদিত॥ গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়। শ্রীসুবলচন্দ্র যেঁহো গুণের আলয়॥ শ্রীসুবল কৃষ্ণপ্রিয় পরম সুন্দর। যাঁর চরিত্রাদি যত্নে বর্ণে দ্বিজবর॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

পশ্চিম বিভাগে ৩ লহর্য্যাং ১৭ অঙ্কে॥

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং

হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনং।

সুবলং কুবলয়নয়নং

নয়ন নন্দিতবান্ধবং বন্দে॥

স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২২ শ্লোকঃ॥

গাঢ়ানুরাগভরতো বিরহস্য ভীত্যা

স্বপ্নেহপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তং।

যো রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতা-
স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥ ১ ॥
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায় ভেদে ৭ অঙ্কে ॥

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলি প্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি ॥

শ্রীসুবল গৌরীদাস বিদিত সর্ব্বত্র। অভিন্ন চৈতন্য নিত্যা-নন্দ প্রিয়পাত্র ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১২৮ শ্লোকঃ ॥
সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ ॥
অন্যত্রাপি ॥
পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাসং গুণান্বিতং।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দপ্রিয়মহং ভজে ॥

সরখেল সূর্য্যদাসপণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরী-দাসপণ্ডিত প্রচার ॥ শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া ॥ পরম বিরক্ত সদা রহয়ে নির্জ্জনে। পণ্ডিতের মনোবৃত্তি প্রভু ভাল জানে ॥ এক দিন শান্তিপুর হৈতে গৌররায়। গঙ্গাপার হৈয়া আইলেন অম্বিকায় ॥ পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর গিয়া-ছিলু। হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু ॥ গঙ্গাপার হৈনু

নৌকা বাহিয়ে বৈঠায় । এইলেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥ ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে । এত কহি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে ॥ পণ্ডিতে লইয়া প্রভু গেল নদীয়ায় । করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায় ॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত । পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত ॥ কিছু দিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায় । প্রভু দত্ত গীতাপাঠ করেন সদায় ॥ প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতা খানি । দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি ॥ প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে । অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ॥ পণ্ডিতের সুযশ কহিতে অন্ত নাই । যাঁহার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য নিতাই ॥ সদা মত্ত নিতাই চৈতন্যগুণ গানে ! নিত্যাই চৈতন্য বিনা অন্য নাহি জানে ॥ নিতাই চৈতন্য দুটী নয়নের তারা । আনে কি জানিব এ অদ্ভুত প্রেমধারা ॥ না জানি কি আনন্দ বাঢ়য়ে সন্দর্শনে । দুঃখের অবধি হয় তিলেক বিহনে ॥ পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি । এক দিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি ॥ নবদ্বীপ হৈতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে । মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্ম্মাণ করিবে ॥ অনায়াসে নির্ম্মাণ হইব মূর্ত্তিদ্বয় । তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥ শুনিয়া পণ্ডিত অতি উল্লসিত হৈলা । যত্নে দারুবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলা ॥ যে নির্ম্মাণ কৈল সে প্রভুর কৃপাপাত্র । আপনে প্রকটয়ে অন্যের ছলমাত্র ॥ দেখিয়া অদ্ভুত মূর্ত্তি পণ্ডিত উদার । হইলা অধৈর্য্য নেত্রে

ধারা অনিবার ॥ আপনা মানিয়া ধন্য লৈয়া প্রিয়গণ। অভি-ষেক ক্রিয়ার করয়ে আয়োজন ॥ লোকশাস্ত্র মতে শ্রীবিগ্রহে শুভ ক্ষণে। অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ নিতাই চৈতন্যচাঁদে করিয়া দর্শন। মহানন্দে মগ্ন হৈলা প্রভু প্রিয়গণ॥ ভুবনমোহন দুই প্রভু কলেবর। ভক্তগোষ্ঠী বিনা এ অন্যের অগোচর ॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাস প্রেমাধীন। জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রি দিন ॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের গৃহেতে। যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে ॥ কহিতে কি জানি পণ্ডিতের অভিপ্রায়। নিরন্তরমগ্ন দুই প্রভুর সেবায় ॥ এক দিন নিতাই চৈতন্য প্রেমাবেশে। মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে গৌরীদাসে ॥

তোমার যে রীত তা জানিবে কুন জনা। প্রেমায় বিহ্বল তুমি না জান আপনা ॥ অহে সখা সুবল সে সব নাই মনে। যে কৌতুক যমুনাপুলিন গোচারণে ॥ ঐছে কত কহি দুই প্রভু প্রেমধাম। হৈল শ্যাম শুক্লরূপ কৃষ্ণ বলরাম ॥ শিঙ্গা বেত্র বেণু শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ। কিবা গোপবেশ শোভা ভুবন-মোহন ॥ দেখি গৌরীদাস হৈলা আত্ম বিস্মরিত। সেই ভাবে মত্ত কে বুঝিবে এ না রীত ॥ প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া কত-ক্ষণে। নিতাই চৈতন্য চান্দে দেখে সিংহাসনে ॥ এই রূপ দুই প্রভু করে নানা রঙ্গ। গৌরীদাস উল্লাসে ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ এক দিন গৌরীদাস করিয়া রন্ধন। দুই প্রভু প্রতি কহে

করহ ভোজন ॥ পণ্ডিতের ঐছে মৃদু বচন শুনিয়া। না করে ভোজন রহে মৌনাবলম্বিয়া ॥ দেখিয়া প্রভুর ভঙ্গী পণ্ডিত ঠাকুর। কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর ॥ বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে। তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে ॥ এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি। হাসি প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধিরি ধিরি ॥ অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন। অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন॥ নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি। অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্ব্বোপরি ॥ গৌরীদাস কহে ঐছে কভু না করিব। এক শাক সিদ্ধ পক্ব করি ভুঞ্জা-ইব ॥ পণ্ডিতের কথা শুনি দুই প্রভু হাসে। করয়ে ভোজন কিছু কহয়ে উল্লাসে ॥ এ অপূর্ব্ব শাক পাক কৈলা কুনমতে। হইলাম তৃপ্ত এক শাক ভক্ষণেতে ॥ ঐছে প্রশংসিয়া দোঁহে করয়ে ভোজন। পণ্ডিত সে রঙ্গ দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ এক দিন গৌরীদাস উল্লাস অন্তরে। কিছু অলঙ্কার পরাইতে সাধ করে ॥ পণ্ডিতের মন জানি প্রভু উল্লসিত। হইলেন নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত ॥ রত্ন সিংহাসনে দোঁহে আছে দাঁড়াইয়া। দেখি শোভা পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশিয়া ॥ হইলেন অধৈর্য্য নাহিক বাহ্যলেশ। কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে পূর্ব্ব বেশ ॥ গৌরীদাস মনে মনে করয়ে বিচার। কভু না দেখিনু এ অদ্ভুত অলঙ্কার ॥ অলঙ্কার পরাইতে অভিলাষ ছিল। কিবা পরাইব এবে সে ভ্রম ঘুচিল ॥ ঐছে বিচারিতে প্রভু পণ্ডিতেরে কয়।

পুষ্পের ভূষণে সুখ বাড়ে অতিশয়॥ শুনি সুমধুর বাক্য পণ্ডিত আপনে। পরাইলা পুষ্পভূষা পরম যতনে॥ ক্রমে লম্বমান মালা চরণ পর্য্যন্ত। অতি মনোহর সে শোভার নাহি অন্ত॥ প্রভু আগে পণ্ডিত দর্পণ দিল আনি। বাড়িল কৌতুক যত কহিতে না জানি॥ পণ্ডিতের ক্রিয়া ঐছে ব্যাপিল জগতে। কহিলু কিঞ্চিৎ এই আপনা শোধিতে॥ হেন পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য। পণ্ডিত ঠাকুর বিনা যে না জানে অন্য॥ পূর্ব্বে শ্রীহৃদয়ানন্দ নাম সবে জানে। নিরন্তর প্রভু সেবা করে সাবধানে॥ হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল যেন মতে। যৈছে পণ্ডিতের কৃপা কহি সংক্ষেপেতে॥ এক দিন রজনী প্রভাতে গৌরীদাস। আইলেন গদাধরপণ্ডিতের পাশ॥ গদাধরপণ্ডিত দেখিয়া গৌরীদাসে। কত না আদর করি বসাইলা পাশে॥ মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে বার বার। প্রভাতে দেখিলু আজি মঙ্গল আমার॥ গৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে। হইব মঙ্গল মোর আইলু তে কারণে॥ পণ্ডিত গদাই কহে কি দিয়া তুষিব। গৌরীদাস কহে আমি মাগিয়া লইব॥ গদাধর কহে এই সকল তোমার। যে ইচ্ছা লইবে তাহা ইথে কি বিচার॥ পণ্ডিত ঠাকুর কহে হৃদয়েরে চাই। শুনি হৃদয়েরে ডাকে পণ্ডিত গোসাঁই॥ আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা দোঁহার চরণে॥ পণ্ডিত গোসাঞি কত কহি হৃদয়েরে। সমর্পণ কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে॥ শ্রী-

হৃদয়ে পণ্ডিত গোসাঞির কৃপা যত। সর্ব্বত্র বিদিত তা কহিবে কে বা কত॥ বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল। অল্প দিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইল॥ বাৎসল্যে বিহ্বল তমু মমতা কৈলা। পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা॥ পণ্ডিত গদাই গৌরীদাসের যে রীতি। প্রভু কৃপা বিনা জানে কাহার শকতি॥ কত ক্ষণ গৌরীদাস গদাধর পাশে। রহিলেন প্রভুর বিলাস-কথা-রসে॥ পণ্ডিত গোসাঞি-স্থানে হইয়া বিদায়। লইয়া হৃদয়ানন্দে আইলা বাসায়॥ কথোদিনে হৃদয়েরে দীক্ষা-মন্ত্র দিলা। নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে সমর্পিলা॥ হৃদয় হইলা মগ্ন প্রভুর সেবায়। তাহা দেখি গৌরীদাস উল্লাস হিয়ায়॥ কে বুঝিবে গৌরীদাসপণ্ডিতের রঙ্গ। ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত প্রেমের তরঙ্গ॥ এক দিন হৃদয়ানন্দের প্রতি কয়। হইল প্রভুর জন্ম উৎসব সময়॥ শিষ্য গৃহে সামগ্রী করিয়া আয়োজন। বাসায় আসিব শীঘ্র ঐছে মোর মন॥ প্রভুর সেবায় সদা হবে সাবধান। এত কহি বাসা হৈতে করিলা পয়ান॥ প্রভুর অদ্ভুত লীলারসে মত্ত হৈয়া। নির্জ্জনে ভ্রময়ে প্রিয়সঙ্গি-গণে লৈয়া॥ বাসায় হৃদয়ানন্দ চিন্তে মনে মনে। এত দিন প্রভুর বিলম্ব হৈল কেনে॥ এথাহ সামগ্রী বহু প্রস্তুত হইল। প্রায় উৎসবের দুই দিবস রহিল॥ ঐছে চিন্তি প্রভু পদ করিয়া স্মরণ। সর্ব্বত্র করিল উৎসবের নিমন্ত্রণ॥ উৎসবের পূর্ব্বদিন পণ্ডিত আইলা। নিমন্ত্রণ কথা শুনি মনে হর্ষ হৈলা॥

বাহ্যে ক্রোধ করি করে হৃদয়ে ভৎর্সন। মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ ॥ নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা। যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিয় এথা ॥ ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণ যুগলে। গঙ্গাতীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে ॥ এথা গৌরীদাস শ্রীউৎসবারম্ভ কৈল। সর্ব্বত্র হইতে সব মহান্ত আইল ॥ হেন কালে এক মহাজন যত্ন করি। বিবিধ সামগ্রী পাঠাইলা নৌকাভরি ॥ গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দেরে জানাইলা। তেঁহ ঠাকুরের স্থানে কহি পাঠাইলা ॥ শুনি বাহ্যে ক্রোধ করি কহে কহ গিয়া। করুক উৎসব সে সামগ্রী সব লৈয়া ॥ পাইয়া গুরুর আজ্ঞা আনন্দে হৃদয়। করে মহোৎসব যৈছে কহিল না হয় ॥ হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের আগমন। সবে মিলি করয়ে অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন ॥ খোল করতাল ধ্বনি গগন স্পর্শিল। যেন মহা আনন্দের সিন্ধু উথলিল ॥ নাচয়ে বৈষ্ণব সব মণ্ডলী-বন্ধনে। নিরন্তর প্রেম অশ্রু সবার নয়নে ॥ নিতাই চৈতন্য দুই প্রভু প্রেমময়। নাচে সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে দেখয়ে হৃদয় ॥ কিবা সে নর্ত্তন-ভঙ্গী ভুবন মাতায়। জগৎ করয়ে আলো দোঁহার শোভায় ॥ দুঁহু মুখচন্দ্রে সে চন্দ্রের গর্ব্ব নাশে। হৃদয়ানন্দের নেত্রে আনন্দ বরিষে ॥ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে জয় ধ্বনি কোলাহল। শুনি গৌরীদাস এথা আনন্দে বিহ্বল ॥ গঙ্গাদাসে পণ্ডিত কহয়ে ধীরে ধীরে। সেবার সময় হৈল যাহ শ্রীমন্দিরে ॥ বড় গঙ্গাদাস শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া। শূন্য সিংহাসন দেখি কহিল

আসিয়া॥ শুনি পণ্ডিতের কি অপূর্ব্ব ভাবোদয়। জানিল হৃদয় প্রেমে বশ প্রভুদ্বয়॥ মন্দ মন্দ হাসি এক যষ্টি লিয়া করে। বাহ্যে প্রকাশয়ে ক্রোধ আনন্দ অন্তরে॥ চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সঙ্কীর্ত্তন। দেখে দুই প্রভু তথা করয়ে নর্ত্তন॥ দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ। অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশে॥ চৈতন্য চন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস। প্রবেশে হৃদয়-হৃদে দেখে গৌরীদাস॥ হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্যচান্দে দেখি। নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আঁখি॥ বাহ্যে ক্রোধাবেশ ছিল তাহা ভুলি গেলা। পড়িল হাতের যষ্টি তাহা না জানিলা॥ প্রেমের আবেশে বাহু পসারিয়া ধায়। হৃদয়ে করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায়॥ হৃদয়ের প্রতি কহে তুই ধন্য ধন্য। আজি হৈতে তোর নাম হৃদয়চৈতন্য॥ এত কহি সিক্ত করিলেন নেত্রজলে। পড়িল হৃদয় লোটাইয়া পদতলে॥ হৃদয়চৈতন্য লৈয়া ঠাকুর পণ্ডিত। হৈলা প্রভুমন্দির প্রাঙ্গণে উপনীত॥ কহি কি আনন্দে দেখি দোঁহার মাধুরী। হৃদয়ে করিলা শ্রীসেবার অধিকারী॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল আনন্দ অপার। যৈছে মহামহোৎসব নারি বর্ণিবার॥ হৃদয়ে যে কৃপা তাহা ব্যাপিল সংসারে। হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল এ প্রকারে॥ হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের জীবন। যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ প্রিয় শ্যামানন্দে কৃপা করি অতিশয়। উৎকলে বিদায় দিতে ব্যাকুল হৃদয়॥ শ্যামানন্দ প্রভু পাদ-

পদ্মে প্রণমিয়া। বিদায় হইতে নেত্রজলে ভাসে হিয়া॥ নিতাই চৈতন্যে মনোবৃত্তি জানাইল। প্রণমি প্রাঙ্গণ ধূলি ধূষর হইল॥ করি কত প্রার্থনা প্রভুর পরিকরে। অম্বিকা হইতে চলে চলিতে না পারে॥ দেখিয়া ব্যাকুল সে প্রভুর প্রিয়গণ। শ্যামানন্দে কহে কত প্রবোধ বচন॥ উৎকলে প্রভুর ভক্তি রত্ন বিতরিয়া। অম্বিকা আসিবে পুনঃ সময় পাইয়া॥ ঐছে কত কহে শুনি দূরিকানন্দন। উৎকলে চলয়ে চিন্তি শ্রীগুরুচরণ॥ নিরন্তর নিতাই চৈতন্য গুণ গায়। আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায়॥ শ্যামানন্দে দেখি মহা-পাষণ্ডির গণ। আপনা মানয়ে ধন্য মাগয়ে শরণ॥ গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম। যথা পূর্ব্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাস স্থান॥ তার পর উৎকলেতে করিলেন বাস। কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস॥ সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন। শ্যামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন॥ তথা হৈতে গিয়া শীঘ্র ধারেন্দাগ্রামেতে। হইলা উদ্বিগ্ন শুভ পত্রী পাঠাইতে॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুরমহাশয়ে। লিখি-লেন সব সমাচার পত্রীদ্বয়ে॥ শ্রীমহাশয়ের যে মনুষ্য সঙ্গে ছিল। তারে পত্রী দিয়া অতি যত্নে পাঠাইল॥ পত্রী পাঠাইয়া প্রেমভক্তি প্রকাশয়। করয়ে উৎকল ধন্য হইয়া সদয়॥ এথা শ্রীঠাকুর মহাশয় পত্রী পায়া। পত্রী পড়ি সবে শুনাইলা হর্ষ হৈয়া॥ মহাশয় পুনঃ সেই মনুষ্যের দ্বারে। শ্রীআচার্য্যে পত্রী

পাঠাইলা বিষ্ণুপুরে ॥ পত্রী পাঠাইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়। শ্রী-নবদ্বীপাদি স্থান দর্শনে চলয় ॥ শ্রীনরোত্তমের পত্রী পাইয়া আচার্য্য। কি অপূর্ব্ব স্নেহা বেশে হইলা অধৈর্য্য ॥ জানি মহাশয়ের পত্রীতে সমাচার। শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী পড়ে বার বার ॥ শ্রীশ্যামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া। জানাইলা সবারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে। মস্তকে ধরিল পত্রী লৈয়া প্রভুর পাশে ॥ শ্রীশ্যামানন্দের গুণ চরিত্র শ্রবণে। সে দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত ক্ষণে ক্ষণে ॥ দেখিয়া রাজার চেষ্টা আচার্য্যঠাকুর। তিলে তিলে বাড়ে মনে আনন্দ প্রচুর ॥ শ্রীআচার্য্য রাজা প্রতি কহে ধীরি ধীরি। যাইব শ্রী-খণ্ড যাজিগ্রাম শীঘ্র করি ॥ রাজা কহে বনবিষ্ণুপুর কৈলা ধন্য। প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর হইবে অরণ্য ॥ আচার্য্য কহেন কুন চিন্তা না করিবে। বনবিষ্ণুপুরে শীঘ্র দেখিতে পাইবে ॥ রাজা কহে সঙ্গে করি লেহ মো পামরে। আচার্য্য কহেন হবে কিছু দিন পরে ॥ রাজা কহে প্রৌঢ় রাখিতে না পারি। মনে যে উপজে তাহা করিতেও নারি ॥ এত কহি রাজা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। শ্রীআচার্য্য প্রবোধিলা অনেক প্রকারে ॥ আচার্য্য বচনে করি ধৈর্য্যাবলম্বন। নিজ অন্তঃপুরে শীঘ্র করিলা গমন ॥ রাণী প্রতি কহিল এ সব সমাচার। তেঁহ কহে বিষ্ণুপুর হবে অন্ধকার ॥ রাজা কহে এবে তাঁরে না পারি রাখিতে। রাণী কহে এহ সত্য বিচারিনু চিতে ॥ প্রভু যাইবেন ধৈর্য্য ধরিব

কেমনে। এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ শ্রীবীরহাম্বীর বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া। প্রভু আগে গেলেন রাণীকে প্রবোধিয়া ॥ আচার্য্য প্রভুর যৈছে হইব গমন। সে সব উদ্যোগ রাজা কৈলা সেইক্ষণ ॥ সকল প্রস্তুত করি আচার্য্য প্রভুরে। করি কত প্রার্থনা আনিল অন্তঃপুরে ॥ রাজার বনিতা নিজ প্রভু সন্দর্শনে। হইলেন যৈছে তা বর্ণিব কুন জনে ॥ প্রণমি ভূমিতে কত প্রার্থনা করিলা। প্রভু যাত্রাকালে দুঃখ সমুদ্রে ডুবিলা ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু সে ভক্তির বশ হৈয়া। বাসা আইল অতি অনুগ্রহে প্রবোধিয়া ॥ আচার্য্যের হবে যাজিগ্রামেতে গমন। ইহা শুনি গ্রামবাসী করয়ে ক্রন্দন ॥ কেহ কারু প্রতি কহে হৈয়া মহাদুঃখী। না হয় গমন হেন উপায় না দেখি ॥ ঐছে কত কহি লোক দেখি বারে ধায়। সবে প্রাণ সমর্পয়ে আচার্য্যের পায় ॥ নেত্র ভরি করি আচার্য্যের সন্দর্শন। করয়ে প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥ শ্রীআচার্য্যপ্রভু বনবিষ্ণুপুর হৈতে। করিলা গমন বহু সমৃদ্ধি সহিতে ॥ রাজা গণ সহ সঙ্গে চলে কথোদূর। প্রভু আজ্ঞা করে এবে যাহ বিষ্ণুপুর ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে রাজা হইলা যেমন। তাহা দেখি ধৈর্য্য ধরে কে আছে এমন ॥ গণ সহ রাজা গেলা বনবিষ্ণুপুর। যাজিগ্রামে চলিলেন আচার্য্যঠাকুর ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমনের কথা। ব্যাপিল সর্ব্বত্র লোক কহে যথা তথা ॥ আচার্য্য আইসে ঘরে করিয়া শ্রবণ। যাজিগ্রামবাসী লোক পাইল জীবন ॥ সবে

লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী আগে গিয়া। কহিল সংবাদ অতি উল্লসিত হৈয়া॥ আচার্য্যের মাতা শুনি পুত্রের গমন। বাৎসল্যে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে প্রবেশিয়া। গেলা যথা জননী আছেন পথ চায়া॥ প্রণমিলা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরণে। তেঁহ পুত্র মুখ দেখে প্রসন্ন নয়নে॥ তিলে তিলে আনন্দে উথলে তনু মন। দরিদ্র পাইল যেন ঘটভরাধন॥ যাজিগ্রাম বাসী লোক ধাইয়া আইল। শ্রীনিবাসে দেখি নেত্র প্রাণ জুড়াইল॥ সবে সন্তোষয়ে শ্রীআচার্য্য মৃদুভাষে লোকের সংঘট্ট বহু আচার্য্য আবাসে॥ ঐছে লোক গতায়াত হৈলে তার পর। হইল নির্জ্জন সন্ধ্যা সময় সুন্দর॥

শিষ্যাদি সহিত শ্রীআচার্য্য নিজালয়ে। বসিলেন কি অপূর্ব্ব শোভা সে সময়ে॥ ভক্তিগ্রন্থালাপ সদা আচার্য্যের মুখে। চতুর্দ্দিকে দেখয়ে সুকৃতিগণ সুখে॥ যাজিগ্রাম নিকটাদি স্থিত বিজ্ঞগণ। স্নেহাবেশে আইলেন আচার্য্য ভবন॥ আচার্য্য শুনিলা আইসেন বিজ্ঞবৃন্দ! আগুসরি গেলা হৈল মিলনে আনন্দ॥ আচার্য্যঠাকুর তা সবারে আনি ঘরে। বসাইলা আসনে পরম সমাদরে॥ আচার্য্য চেষ্টায় বিজ্ঞ বৈষ্ণব বিহ্বল। আচার্য্যে জিজ্ঞাসে ক্রমে বৃত্তান্ত সকল॥ আচার্য্য কহেন যৈছে গেলা বৃন্দাবন। যৈছে স্বপ্নে কৃপা কৈল রূপ সনাতন॥ যৈছে ভট্ট গোপালের অনুগ্রহ হৈল। যৈছে গোস্বামির গ্রন্থ অধ্যয়ন কৈল॥ যৈছে বৃন্দাবন ভূমে ভ্রমণ

করিলা। যৈছে গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে আগমন কৈলা॥ যৈছে গ্রন্থ চুরি হৈল বনবিষ্ণুপুরে। গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈল যৈছে আইলা নিজ ঘরে॥ আদ্যোপান্ত এ সকল প্রসঙ্গ শুনিতে। নানা ভাবোদয় হৈল বৈষ্ণবের চিতে॥ সকল বৈষ্ণব স্থির হৈয়া কতক্ষণে। এক দৃষ্টে চাহে শ্রীনিবাসে মুখ পানে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য মধুর মৃদু ভাষে। এথা প্রভুগণ কৈছে আছেন জিজ্ঞাসে॥ শুনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কহে ধীরি। মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি॥ দিবা রাত্রি মূর্চ্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে। করয়ে প্রলাপ সদা ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রিয়-গণ। নিরন্তর গোরা গুণ করয়ে কীর্ত্তন॥ ঠাকুরের দশা দেখি কে বা ধৈর্য্য ধরে। আনের কা কথা দারুপাষাণ বিদরে॥ এই কথোদিন হৈল দাস গদাধর। নবদ্বীপ হৈতে আইলা কণ্টকনগর॥ গোরা গুণ গাইয়া গোঙায় দিবা রাতি। দেখিতে সে দশা বিদরিয়া যায় ছাতি॥ করয়ে প্রলাপ ক্ষণে মৌন ধরি রহে। ক্ষণে গদাধর পণ্ডিতের গুণ কহে॥ ক্ষণে নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। ক্ষণে কহে কোথা গেলা পণ্ডিত শ্রীবাস॥ ক্ষণে কহে প্রভু এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে। আর কত দিন বা রাখিব পৃথিবীতে॥ ঐছে কত কহি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া। মৃত্যপ্রায় রহে প্রভু প্রাঙ্গণে পড়িয়া॥ রহয়ে নির্জ্জনে না ভুঞ্জয়ে অন্ন জল। বিচ্ছেদাগ্নি দাহে দেহ করে টলমল॥ অহে শ্রীনিবাস নবদ্বীপে প্রভুগণ। দিনে দিনে প্রায় হইলেন

সঙ্গোপন ॥ কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া। হইলেন অদর্শন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য হইলা মূর্চ্ছিত। নিশ্চল শরীর নাসা নিশ্বাসরহিত ॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি বৈষ্ণব সকলে। হইলা ব্যাকুল বক্ষ ভাসে নেত্র জলে ॥ কথো রাত্রে আচার্য্যের হৈল বাহ্যজ্ঞান। করয়ে ক্রন্দন যাতে বিদরে পাষাণ ॥ শ্রীগোপালদাস নামে এক মহাশয়। শ্রীনিবাসে কোলে করি কত প্রবোধয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থির হৈলা কত ক্ষণে। প্রায় রাত্রি শেষ হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে ॥ সকলেই কিছু কাল করিলা শয়ন। শ্রীনিবাসে নিদ্রা দেবী কৈলা আক-র্ষণ ॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমময়। হইলা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি কন্দর্প বিজয় ॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নেত্র মনোহর। শ্রী-মুখমণ্ডল নিন্দি কোটি শশধর ॥ কনক মৃণাল জিনি শ্রীভুজ যুগলে। স্নেহে শ্রীনিবাসে ধরি করিলেন কোলে ॥ বিরহাগ্নি-জ্বালা হৈতে যৈছে শান্তি হয়। তাহা করিলেন শ্রীঅদ্বৈত কৃপাময় ॥ করি কত বাৎসল্য মধুর মৃদু ভাষে। মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ তোমা হৈতে হবে বহু জীবের নিস্তার। প্রভু-মত সর্ব্বত্রেই করিবা প্রচার ॥ কহিবেন বিজ্ঞ-গণ বিবাহ করিতে। করিবা বিবাহ দুঃখ না করিবা চিতে ॥ ঐছে কত কহি প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান। শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনী বিহান ॥ প্রভু অদ্বৈতের চারু চরিত্র চিন্তিয়া। নিবা-রিতে নারে অশ্রু উমরয়ে হিয়া ॥ আপনা প্রবোধি প্রাতে

প্রাতঃক্রিয়া সারি। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে গেলেন শীঘ্র করি॥ শ্রীখণ্ডেতে প্রবেশিয়া মনের আনন্দে। গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গিয়া দেখে গৌরচান্দে॥ ভূমে লোটাইয়া কৈল প্রণতি বিস্তর। হইল হেমাব্জ অঙ্গ ধূলায় ধূষর॥ শ্রীনিবাস আইলা শুনি শ্রী-রঘুনন্দন। ঠাকুরের আগে গিয়া কৈল নিবেদন॥ যদ্যপি শ্রীঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ হিয়া। তথাপি হইলা হর্ষ এ কথা শুনিয়া॥ শ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুরভাসে। জুড়াক নয়ন আন দেখি শ্রীনিবাসে॥ শুনি ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে। শ্রীনিবাসে মিলে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ শ্রীরঘুনন্দন অতি গুণের নিধান। শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইলা যেন প্রাণ॥ শ্রী-নিবাস শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে। আলিঙ্গন করি না ছাড়য়ে কোলে হৈতে॥ কি বা সে অদ্ভুত স্নেহে উমড়য়ে হিয়া। নিবারিতে নারে নেত্রধারা আলিঙ্গিয়া॥ শ্রীনিবাস ভাসে দুই নয়নের জলে। দীন প্রায় রহে রঘুনন্দনের কোলে॥ শ্রী-রঘুনন্দন নেত্রজলে সিক্ত করি। লৈয়া গেলা যথা শ্রীঠাকুর নরহরি॥ বসিয়া আছেন তেঁহো পরম নির্জ্জনে। শ্রীনিবাস অধৈর্য্য হইলা সে দর্শনে॥ আহা মরি সে না রূপে পরাণ জুড়ায়। কনক চম্পক কি উপমা হয় তায়॥ সে হেন অ রূপ হইল মলিন। অতিসুকোমল তনু ক্ষণে ক্ষণে মুখের মাধুরী সে চান্দের শোভা যৈছে। জল বিনা জলজ যেন ন এবে তৈছে॥ যে নয়ন যুগলে আনন্দ বরিষয়। সে নয়নে

সদা অশ্রুধারা অতিশয়॥ হেন নরহরি প্রভু পানে চায়া চায়া। প্রণময়ে ভূমে ভক্তিরসে মত্ত হৈয়া॥ শ্রীঠাকুর নরহরি দেখি স্নেহাবেশে। আইস বাপ বুলি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥ শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া হইলা বিহ্বল। নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥ প্রেমজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে। করে ধরি বসাইলা আপনার পাশে॥ পরম বাৎসল্যে হস্ত বুলা-য়েন গায়। দেখি সে অদ্ভুত রীত কে না সুখ পায়॥ অতি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসয়ে যাহা। শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে নিবেদয়ে তাহা॥ আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিল। নরোত্তম ক্ষেত্রে গেলা তাহা জানাইল॥ শুনি এ সকল মনে উপজিল যাহা। আনের শকতি কি কহিতে পারে তাহা॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ বচনে। নরোত্তমে দেখি শীঘ্র সাধ বড় মনে॥ বুঝি নরোত্তম এথা আসিব ত্বরায়। বহু কার্য্য সিদ্ধি হবে তাহার দ্বারায়॥ তাঁর সহ তুমি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হবা। দারুণ বিচ্ছেদজ্বালা হৈতে জুড়াইবা॥ অহে বাপ ভাল হৈল আইলা শীঘ্র করি। এ সময়ে তোমারে দেখিলু নেত্র ভরি॥ চিরায়ু হইয়া কর ভক্তি উপার্জ্জন। ভক্তিগ্রন্থ সর্ব্বত্র করহ বিতরণ॥ হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম। না বুঝিব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥ এ সব পাষণ্ডে উদ্ধারিবা ভক্তি-বলে। গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে॥ তুমি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের নিত্যদাস। প্রভু পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥ তোমার জননী

তেঁহ পরম বৈষ্ণবী। কথো দিন রহ যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি॥ তাঁর মনোবৃত্তি যাহা করিতেই হয়। ইথে কিছু তোমার নহিব অপচয়॥ বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে। এত কহি কহে পুন শ্রীরঘুনন্দনে॥ বিবাহ করিতে কহি কৈছে মনে লয়। শুনি কহে মো সবার মনে এই হয়॥ ঠাকুর কহয়ে ইথে না করহ ব্যাজ। শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্বতত্ত্ব জানে। ঘুচাইল লজ্জাদি কহিয়া কত তানে॥ ঠাকুরের ঐছে ইচ্ছা আচার্য্য জানিল। প্রভু অদ্বৈতের স্বপ্নাদেশ বিচারিল॥ মৌন ছাড়ি কহে আজ্ঞা নারি লঙ্ঘিবার। আচার্য্য-বচনে সুখ জন্মিল সবার॥ শ্রীঠাকুর নরহরি প্রিয় শ্রীনিবাসে। যাজিগ্রামে বিদায় করিল মৃদুভাষে॥ শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাস করে ধরি। প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলেন ধীরি ধীরি॥ শ্রীখণ্ড-নিবাসি যত বৈষ্ণবের সনে। মিলিলেন শ্রীনিবাস প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ তথা কথোক্ষণ রহি হইয়া বিদায়। খণ্ড হৈতে যাজিগ্রাম গেলেন ত্বরায়॥ তথা কতক্ষণ রহি স্থির হৈতে নারে। অতিশীঘ্র আইলেন কণ্টকনগরে॥ প্রেমাবেশে গৌরা-ঙ্গের দর্শন করিলা। গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ধূলিধূষর হইলা॥ চলিলা নির্জ্জনে যথা দাস গদাধর। কি বলিব তাঁর যৈছে ব্যাকুল অন্তর॥ নাহিক ভোজন পান কিছুই না ভায়। ধূলায় ধূষর সদা ধরণি লোটায়॥ হেমপদ্ম জিনি সে না অঙ্গ সুমধুর। হইল মলিন যৈছে বচনের দূর॥ তিলার্দ্ধেক মাত্র নাই জীব-

নের আশ । গোরাগুণ গায় ক্ষণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ক্ষণে নিত্যানন্দ গুণ চরিত্র সোঙরি । লইয়া অদ্বৈত নাম রহে মৌন ধরি ॥ ক্ষণে গদাধর পণ্ডিতের নাম লৈয়া । কহয়ে কাতরে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ অহে গদাধর পূর্ব্বে মনে যে আছিল । আগে ছাড়ি গেলা মোর ভাগ্যে তা নহিল ॥ ঐছে কত কহে অন্যে বুঝিতে দুষ্কর । গদাধর মহিমা জানেন গদাধর ॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস গদাধরে । যে অদ্ভুত স্নেহ তা বর্ণিতে কে বা পারে ॥ শ্রীনিবাস হেন গদাধর আগে গিয়া । ভূমে প্রণময়ে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ প্রভু গদাধর দেখি প্রিয় শ্রীনিবাসে । বাহু পসারিয়া ক্রোড়ে কৈল স্নেহাবেশে ॥ অতি অনুগ্রহে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে । প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেখিনু তোমারে ॥ তুমি গৌড়ে হৈতে যৈছে গেলা বৃন্দাবন । যেরূপ রহিলা তথা কৈলা অধ্যয়ন ॥ শ্রীগোপালভট্ট যৈছে দীক্ষামন্ত্র দিল । প্রভু-প্রিয়গণ যত অনুগ্রহ কৈল ॥ তথা অতি স্নেহে নরোত্তমেরে মিলিলা । রামকেলি গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিলা ॥ নরোত্তম সহ যৈছে ব্রজেতে ভ্রমণ । গৌড়েতে গমন যৈছে লৈয়া গ্রন্থ-গণ ॥ যৈছে দস্যুরাজ গ্রন্থ হরিয়া লইল । যৈছে বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈল ॥ এ সব শুনিলু বাপ কহিতে কি আর । মনে হয় নরোত্তমে দেখি এক বার ॥ অহে শ্রীনিবাস এই উপজে হিয়ায় । নরোত্তমদাস শীঘ্র আসিব এথায় ॥ এত কহি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া । কিছুকাল রহিলেন মৌনাবলম্বিয়া ॥

কে বুঝিতে পারে চেষ্টা পুন শ্রীনিবাসে। ব্যাকুল হইয়া কহে গদ গদ ভাষে॥ নবদ্বীপে দেখি গিয়াছিলা যে প্রকার। দিনে দিনে বাড়িল সে দুঃখের পাথার॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আদি প্রভু-প্রিয়গণ। দেখিতে দেখিতে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন॥ যৈছে অদর্শন হৈলা দেবীবিষ্ণুপ্রিয়া। কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া॥ প্রায়নবদ্বীপ হইলেন অন্ধকার। যে কেহ আছেন মৃত্যুদশা সে সবার॥ কি বলিব এথা মুই আইলু তথা হৈতে। রহিল নির্লজ্জ প্রাণ এ পাপ দেহেতে॥ শুনি শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। হইলেন সিক্ত দুই নেত্র অশ্রুধারে॥ কতক্ষণে দাস গদাধর স্থির করি। স্নেহাবেশে কহে শ্রীনিবাস মুখ হেরি॥ চিরজীবী হৈয়া বাপ রহি পৃথিবীতে। ভক্তিমর্ম্ম প্রকাশিবে স্বগণ সহিতে॥ পরমদুর্ল্লভ শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন। নিরন্তর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ॥ করিবে বিবাহ শীঘ্র সবার সম্মত। হইবেন অনেক তোমার অনুগত॥ ঐছে কত কহি অনুগ্রহে শ্রীনিবাসে। করিলেন বিদায় যাইতে মাতা পাশে॥ শ্রীনিবাস বিদায় হইয়া গৃহে গেলা। জননীর পরম আনন্দ বাড়াইলা॥ সমাচার পত্রী লিখি মনুষ্যের দ্বারে। শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা বনবিষ্ণুপুরে॥ যাজিগ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ। গোস্বামির গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥ যৈছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে। তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ কুমতাবলম্বী শুনি ভক্তির ব্যাখ্যান। দূরে পলায়েন

যৈছে সিংহ ভয়ে শ্বান ॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি জানি পণ্ডিতের গণ। শ্রীনিবাস পদে আসি মাগয়ে শরণ ॥ এ সব শুনিতে যার উপজে আনন্দ। তারে গণ সহ কৃপা করে গৌরচন্দ্র ॥ শ্রদ্ধা-যুক্ত জনেরে শুনায় সদা যেহ। কৃষ্ণভক্তি রসের সমুদ্রে ডুবে সেহ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণচিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম সপ্তম স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

# অষ্টম তরঙ্গ

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর তনয়। জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমময়॥ জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস॥ জয় গৌরীদাস শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় গৌরচন্দ্রের যতেক পরিকর॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সময়॥ ভক্তিশাস্ত্রে অধ্যাপক আচার্য্যঠাকুর। মায়াবাদিগণের করয়ে দর্পচুর॥ শিষ্যগণ সঙ্গে যাজিগ্রামে বিলসয়। নরোত্তম—পথ সর্ব্বক্ষণ নিরীক্ষয়॥ শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে। আচার্য্যের সদা এই চিন্তা মনে মনে॥ এথা শ্রীঠাকুর নরোত্তম হৃষ্ট হৈয়া। নবদ্বীপ চলে গৌরচরিত্র চিন্তিয়া॥ নবদ্বীপে সমীপে যাইয়া মহাশয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয়॥ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথার॥ ঘরে ঘরে পরম উৎসব নিতি নিতি। কেহ না জানয়ে কৈছে যায় দিবা রাতি॥ নবদ্বীপে নিরানন্দ নহে কুনজন। নিরন্তর করি গৌরচন্দ্রের দর্শন॥ এমন সময়ে মোর জনম নহিল। হেনসুখ

সম্পত্তি না দেখিতে পাইল ॥ ঐছে কত কহি নেত্রজলে ভাসি যায়। কথো দূর গিয়া নবদ্বীপপানে চায় ॥ দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নদীয়ানগরে। আনন্দের নদী বহে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ চতুর্দ্দিকে ফিরে লোক হরিধ্বনি করি। পরস্পর কহে গোরা-চাঁদের মাধুরী ॥ পরিকর-মধ্যে গোরা ভুবনমোহন। সঙ্কীর্ত্তনে করে অতি অদ্ভুত নর্ত্তন ॥ জয় জয় কোলাহল হয় অনিবার। পরম মঙ্গলময় শোভা নদীয়ার ॥ দেখিতে দেখিতে হৈলা আনন্দে বিহ্বল। আপনা না জানে নেত্রে ঝরে প্রেমজল ॥ কত ক্ষণে পুন নেহারয়ে স্থির হৈয়া। দুঃখের সমুদ্রে যেন ভাসয়ে নদীয়া ॥ হইয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়। কি দেখিনু স্বপ্ন প্রায় মনে মনে কয় ॥ চলিতে না পারে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। বৈসে এক অপূর্ব্ব অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ॥ কি বলিব বৃক্ষের প্রভাব অতিশয়। ছায়াস্পর্শ মাত্র হৈল ধৈর্য্যাদি উদয় ॥ নরোত্তম পুন মনে মনে বিচারিয়া। চতুর্দ্দিকে চায় আপনাকে প্রবোধিয়া ॥ সেই পথে দেখে এক প্রাচীন বিপ্রেরে। জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে ॥ সে বিপ্রের প্রতিদিন আছয়ে নিয়ম। বৃক্ষতলে আসিয়া রহয়ে কত ক্ষণ ॥ নিমাইর ক্রীড়াস্থান ইথে প্রীত অতি। চাহিয়া বৃক্ষের তলে চলে মন্দগতি ॥ নরোত্তমে দেখি বিপ্র মনে বিচারয়। নিমাই চান্দের কৃপাপাত্র এ নিশ্চয় ॥ নহিলে এ দারুণ তাপেতে দগ্ধ হিয়া। তাহাতেও বাঢ়ে সুখ ইহারে দেখিয়া ॥ কি অপূর্ব্ব

মূর্ত্তি কিবা মুখের মাধুরী। কিবা দীর্ঘ নেত্রেতে ঝরয়ে প্রেম-বারি॥ অকস্মাৎ ইহোঁ এথা আইলা কোথা হৈতে। ঐছে মনে বিচারি চাহয়ে জিজ্ঞাসিতে॥ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে নরোত্তমে। কি নাম তোমার বাপ আইলা কোথা হনে॥ নরোত্তম বিপ্রে নিজ পরিচয় দিয়া। করিল প্রণাম অতি বিনীত হইয়া॥ বিপ্র নরোত্তমের পাইয়া পরিচয়। করিতেই কোলে নেত্রজলে সিক্ত হয়॥ পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন করি। বৃক্ষতলে বসি কিছু কহে ধীরি ধীরি॥ অহে বাপ নদীয়াতে হৈল সেই সুখ। তাহা কি কহিব চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ॥ যে দিন হইতে গেলা নিমাঞি ছাড়িয়া। সে দিবস হৈতে শূন্য হইল নদীয়া॥ অকস্মাৎ না জানি কি হৈল তাঁর মনে। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা ভারতীর স্থানে॥ কহিতে না আইসে মুখে সন্ন্যাসের কথা। সোঙরিতে যে কেশ হিয়ায় বাড়ে ব্যথা॥ ভুবনমোহন বেশ দেখিনু নয়নে। সে পরে কৌপীন ইহা সহে কি পরাণে॥ কি বলিব কেবল বঞ্চিলা মো সবায়। নহিলে কি নিমাই নদীয়া ছাড়ি যায়॥ সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি কৈল নীলাচলে বাস। তথা নিজগণ সঙ্গে অদ্ভুত বিলাস॥ লোক গতায়াতে শুভ সংবাদ পাইয়া। নবদ্বীপবাসির হইত হর্ষ হিয়া॥ নীলাচলে তাঁর অদর্শন অকস্মাৎ। শুনি নদীয়ায় যেন হৈল বজ্রাঘাত॥ নদীয়ায় নিমাইর অসংখ্য পরিকর। প্রায় বহু জন হৈলা নেত্র অগোচর। নদীয়ার যে দশা কহিতে

নাই পার॥ দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার। শ্রীবাস-পণ্ডিত-আদি অদর্শন হৈতে॥ নদীয়ায় যে হৈল তা কে পারে কহিতে। নিমাইর পত্নী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর কথা কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া॥ সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মী অলৌকিক গুণ-গণ। এই কথো দিনে তেঁহ হৈল অদর্শন॥ নিমাঞির বিচ্ছে-দাগ্নি দগ্ধয়ে সবায়। যে কেহ আছেন জিয়া সেহো মৃত্যু-প্রায়॥ নবদ্বীপবাসির তিলেক ধৈর্য্য নাই। শয়নে স্বপনে কহে কোথা হে নিমাই॥ পরস্পর কহে লোক নিমাইচরিত। নিরন্তর ক্রন্দন করয়ে বিপরীত॥ নদীয়ার যে দিকে যে পথে যেবা যায়। শুনিতে ক্রন্দন সে কান্দয়ে উভরায়॥ নদীয়ায় যে কেউ ছিলেন দুষ্টাচার। কি বলিব এবে যৈছে খেদ সে সবার॥ আনের কা কথা মুঞি তর্কনিষ্ঠ ছিনু। মনুষ্য বালকভ্রমে চিনিতে নারিনু॥ নিমাই সাক্ষাৎ নারায়ণ শাস্ত্র-মতে। অলৌকিক ক্রিয়া তাঁর ব্যাপিল জগতে॥ বাল্যকাল-বধি চেষ্টা দেখিনু তাঁহার। তাহা সোঙরিতে হিয়া বিদরে আমার॥ কি বলিব এই যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে। করিতেন শাস্ত্র-চর্চ্চা মহাকুতূহলে॥ যৈছে উড়ুগণেতে বেষ্টিত শশধর। তৈছে শিষ্যবর্গমধ্যে নিমাই সুন্দর॥ দূরে হৈতে সে শোভা দেখিনু নেত্র ভরি। অদ্যাপি হ তিলার্দ্ধেক পাসরিতে নারি॥ অহে বাপ নরোত্তম কহি তোর ঠাঞি। এক দিন এথা দেখা দিলেন নিমাঞি॥ চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ। তাঁর মধ্যে বিল-

সয়ে শচীর নন্দন ॥ দেখি সে অদ্ভুত শোভা মূর্চ্ছিত হইনু। চেতন পাইয়া দেখি পুন না দেখিনু ॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া বিচারিনু মনে। নদীয়ায় সদা বিহরয়ে শিষ্যসনে ॥ সেই হৈতে প্রতিদিন আসিয়ে এথায়। তাঁর ইচ্ছামতে আজি দেখিনু তোমায় ॥ নিমাঞি চান্দের কৃপাপাত্র হও তুমি। তেঞি গোপনীয় কথা কহিলাম আমি ॥ শুনিয়া বিপ্রের অতি সস্নেহ বচন। বিপ্র-পদধূলি মাথে লৈলা নরোত্তম ॥ অশ্রু-যুক্ত হইয়া বিপ্রের প্রতি কয়। মু অজ্ঞেরে অনুগ্রহ কর মহাশয় ॥ বিপ্র নরোত্তমে কহে করি আলিঙ্গন। চিরকাল কর বাপ ভক্তি উপার্জ্জন ॥ ঐছে কহি কত ক্ষণ রাখিলেন কোলে। নরোত্তম অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ নরোত্তম প্রতি পুন ধীরে ধীরে কয়। নবদ্বীপ বসতি বিস্তার অতিশয় ॥ সর্ব্বত্রেই দর্শন করিবে পরিকরে। এই পথে প্রথমে যাইবে মায়াপুরে ॥ তথা শচী জগন্নাথ মিশ্রের ভবন। যথা অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণ ॥ এত কহিতেই বিপ্র অধৈর্য্য হইলা। নরোত্তম সেই পথে গমন করিলা ॥ নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়। লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥ তথা অতি কাতরে জিজ্ঞাসে কারু স্থানে। জগন্নাথ মিশ্রের ভবন কুন খানে ॥ তেঁহ কহে এই পথে করহ গমন। ঐ দেখ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন ॥ এত কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়। ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস নরোত্তম পানে চায় ॥ নরোত্তম নেত্রধারা নারে নিবা-

রিতে। ধীরে ধীরে প্রবেশে মিশ্রের ভবনেতে। তথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কৃপাময়। নরোত্তমে দেখি মনে মনে বিচারয়॥ যদ্যপিহ দারুণ দুঃখেতে দগ্ধে হিয়া। তথাপিহ পাই সুখ ইহাঁরে দেখিয়া॥ ব্রজ হৈতে গ্রন্থ লৈয়া আইলা শ্রীনিবাস। বুঝি তাঁর প্রিয় এই নরোত্তমদাস॥ রামকেলি গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিলা। সেই নরোত্তম ঐছে মনে বিচারিলা॥ নরোত্তম প্রতি কহে কি নাম তোমার। নরোত্তম পরিচয় দিল আপনার॥ শুক্লাম্বর নিজ পরিচয় জানাইয়া। নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥ নরোত্তম লোটাইয়া পড়িলা চরণে। নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ করে কত খেদ প্রভু প্রাঙ্গণে পড়িয়া। ব্রহ্মচারী স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥ তথা নরোত্তম প্রভু প্রিয় ঈশানেরে। করিতে প্রণাম ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। শ্রীঈশান নরোত্তমে করি আলিঙ্গন॥ অতি স্নেহাবেশে মুখ করে নিরীক্ষণ॥ নরোত্তম প্রতি কহে অশ্রু-যুক্ত হৈয়া। ভাল কৈলা বাপ এ সময়ে দেখা দিয়া॥ বৈষ্ণ-বের গতায়াতে তোমা সবাকার। আদ্যোপান্ত শুনিনু সকল সমাচার॥ এত কহি পুন কিছু কহিতে না পারে। ব্রহ্ম-চারী নরোত্তমে নিল নিজ ঘরে॥ তথা দামোদর পণ্ডিতের দরশনে। হইয়া অধৈর্য্য প্রণমিলা সে চরণে॥ ব্রহ্মচারী দিলা শ্রীপণ্ডিতে পরিচয়। পণ্ডিত শ্রীনরোত্তমে দৃঢ় আলি-ঙ্গয়॥ অতি স্নেহে নরোত্তমে কহে বার বার। তোমারে

দেখিতে সাধ ছিল মো সবার। প্রভুর ইচ্ছায়ে প্রাণ আছয়ে শরীরে। ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে॥ ঐ হেন দারুণ দুঃখ না পারি সহিতে। বুঝি শ্রীনিবাসে পুন না পাব দেখিতে॥ ঐছে কত কহি নরোত্তমে স্থির কৈল। শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সবে মিলাইল॥ সঙ্গোপন হৈলা যে যে প্রভু-প্রিয়গণ। সে সকলে স্বপ্নচ্ছলে দিলেন দর্শন॥ প্রভু পরি-করে অনুগ্রহ কৈল যত। তাহা এক মুখে বা বর্ণিব আমি কত॥ নরোত্তমে অল্প দিন রাখি নদীয়ায়। সবে শীঘ্র নীলা-চলে করিলা বিদায়॥ নরোত্তম সর্ব্বত্রেই বিদায় হইয়া। ভাসে নেত্র ধারায় ধরিতে নারে হিয়া॥ প্রভুর ভুবনে আসি ঈশানঠাকুরে। আজ্ঞা মাগিলেন নীলাচল যাইবারে॥ প্রভু-প্রিয় ঈশানঠাকুর অতি স্নেহে। ব্যাকুল হইয়া নরোত্তম প্রতি কহে॥ অহে নরোত্তম শীঘ্র যাইবে শ্রীক্ষেত্রে। দিনে দিনে অন্ধকার হয়েছে সর্ব্বত্রে॥ এই কথো দিবস হইল তথাকার। লোকদ্বারে পাইনু সকল সমাচার॥ গোপীনাথ আচার্য্যাদি প্রভুর ইচ্ছায়। যেরূপ আছেন তাহা কহা নাহি যায়॥ তথা গিয়া তাঁ সবার দর্শন করিবে। শ্রীখণ্ড কণ্টকনগরেতে শীঘ্র যাবে। শ্রীনিবাস সহ পুন আসিবে এথায়। পুন দেখি মনে এই কহিল তোমায়॥ না জানি ইহার মধ্যে কখন কি হবে। শান্তিপুর খড়দহ হইয়া যাইবে॥ এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন। কে বুঝে অন্তর অশ্রু নহে

নিবারণ ॥ নরোত্তম অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে। নবদ্বীপ হইতে চলিলা শান্তিপুরে ॥ হইয়া নিমগ্ন সীতানাথের লীলায়। করে কত খেদ তাহা কহনে না যায় ॥ শান্তিপুর গ্রাম পানে করি নিরীক্ষণ। হইনু বঞ্চিত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুর পুরন্দর। শান্তিপুরে বিহরে প্রপঞ্চ অগোচর ॥ নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল। পূর্ব্বদিন শ্রীঅচ্যুতানন্দে জানাইল ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ পথপানে নিরীখয়। এথা নরোত্তম শান্তিপুরে প্রবেশয় ॥ শান্তিপুরবাসী লোক প্রভু সঙ্গোপনে। যে রূপে আছেন তা বর্ণিব কুন জনে ॥ নরোত্তম আচার্য্য ভবন জিজ্ঞাসিতে। কান্দিয়া কহয়ে কেউ যাহ ঐ পথে ॥ নরোত্তম নয়নে অনেক ধারা বয়। চলে সেই পথে অতি ব্যাকুলহৃদয় ॥ প্রভু সীতানাথ করি অতি অনুগ্রহ। অন্য অলক্ষিত দেখা দিলা গণ সহ ॥ নরোত্তম প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইলা। প্রভুর ইচ্ছায় শীঘ্র চেতন পাইলা ॥ প্রভুর মন্দিরে প্রবেশয়ে স্থির হৈয়া। দেখেন অচ্যুতানন্দ আছেন বসিয়া ॥ বিনা পরিচয়ে পরিচয় ব্যক্ত হৈল। নরোত্তম শ্রীঅচ্যুতানন্দে প্রণমিল ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু বিচ্ছেদে কাতর। হইল মলিন ক্ষীণ হেম কলেবর ॥ নরোত্তম পানে চাহি অধৈর্য্য হৃদয়। বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে আলিঙ্গয় ॥ সিঞ্চয়ে শ্রীনয়নের জলে কলেবর। কে বুঝিতে পারে যৈছে অধৈর্য্য অন্তর ॥ নরোত্তম প্রতি কহে সুমধুর কথা। বহু দিন তোমারে

রাখিতে নারি এথা ॥ এ সময়ে বিলম্বের নাই প্রয়োজন। শীঘ্র নীলাচলচন্দ্রে করহ দর্শন ॥ তথা প্রভুর গণ শীঘ্র করিব বিদায়। সাধিব অনেক কার্য্য তোমায় দ্বারায় ॥ ঐ কত কহি শ্রীঅচ্যুত নরোত্তমে। মিলাইলা প্রভু অদ্বৈতের প্রিয়গণে ॥ সকলেই নরোত্তমে অতিস্নেহ করি। রাখিলেন শান্তিপুরে দিন তিন চারি ॥ নীলাচল যাইতে শীঘ্র করিলা বিদায়। নরোত্তম যাত্রা যৈছে কহনে না যায় ॥ শীঘ্র হরিনদী গ্রামে গঙ্গা-পার হৈয়া। নিতাই চৈতন্য দেখে অম্বিকায় গিয়া ॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের জীবন। কিবাদ্ভুত সেবা শোভা ভুবন-মোহন ॥ নরোত্তম প্রভুর প্রাঙ্গণে লোটাইয়া। করিল প্রণাম নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ হৃদয়চৈতন্য আদি প্রভুপ্রিয়গণ। সবা সহ হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥ হইল যে সব কথা তা সবার সনে। বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্য কারণে ॥ নরোত্তমে অতিস্নেহ করিয়া সকলে। করিলেন বিদায় যাইতে নীলা-চলে ॥ সকলের নয়নে বহয়ে অশ্রুধার। নরোত্তম নেত্রে অশ্রু বহে অনিবার ॥ নিতাই চৈতন্য পদে আত্মসমর্পিয়া। অম্বিকা হইতে চলে ব্যাকুল হইয়া। যে সকল গ্রামে বৈসে প্রভু প্রিয়গণ। সে সকল গ্রাম হৈয়া করিলা গমন ॥ কি অপূর্ব্ব গমন চাহয়ে চারিভিতে। সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে দূরে হৈতে ॥ সপ্তঋষি তপস্যার স্থান শোভাময়। শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারাত্রয় ॥ সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ

হরে। যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥ যৈছে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের গমন। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে এথা ইথে দেহ মন॥ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আদেশে। যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ-দেব গৌড়দেশে॥ উৎকল হইতে গৌড়দেশে প্রবেশিয়া। গৌড়পৃথ্বী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া॥ গৌড়ভূমি যৈছে তাহা না হয় বর্ণন। বহু পুণ্যতীর্থের যে মস্তকভূষণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ২ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে॥

গৌড়ক্ষোণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-
প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীং।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্ মূর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী॥

তীর্থময় গৌড়পৃথ্বী মহিমা কে জানে। প্রভু ইচ্ছা হৈল কথো দিন পর্য্যটনে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথক দিবস। করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন রস॥ পর্য্যটন করিতে নিতাইর অতি প্রীত। যাতে হয় সকল জীবের মহাহিত॥ সর্ব্বতীর্থময় গঙ্গা তাঁর দুই পার্শ্বে। করয়ে ভ্রমণ নিত্যানন্দ মহাহর্ষে॥ নদীয়ায় শ্রীশচী-মায়ের দরশনে। যাইবেন শীঘ্র এই হইয়াছে মনে॥ রামদাস গদাধরদাসাদি সহিত। পাণিহাটী গ্রামে প্রভু হৈলা উপনীত॥ প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের আলয়েতে। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ সুখ ব্যাপিল

জগতে ॥ মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই। ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অন্ত নাই ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে। তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥ পাণিহাটীগ্রামে শুনি প্রভুর গমন। চতুর্দ্দিক্ হইতে আইসে ভক্তগণ ॥ যে স্থান হইয়া ভক্ত করয়ে পয়ান। পুণ্য তীর্থময় হয় সে সকল স্থান ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়। সেই স্থান হয় অতি পুণ্য-তীর্থময় ॥ ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস। পাণি-হাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ ॥ যে বিলাস দাস গদাধরের মন্দিরে। তাহা এক মুখে কে কহিতে শক্তি ধরে ॥ খড়দহে প্রভু পদ্মাবতীর তনয়। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত অতিশয় ॥ পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম প্রকাশিলা তথা ॥ নানা গ্রামে লোকের করিয়া দুঃখ দূর। সপ্ত-গ্রামে হৈল শুভ গমন প্রভুর ॥ উদ্ধারণদত্তে প্রভু কৈল আত্মসাৎ। তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ কায় মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের

সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর॥ জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর। জয় জয় উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥ যতেক বণিক্ কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥ বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥ সপ্তগ্রামে প্রতি বণি-কের ঘরে ঘরে॥ আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে॥ বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥ বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। বণিক্ অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার॥ সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায়। গণসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥ সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার। শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥ পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল গোকুল নগরে। সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥ বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন। ঐছে বহু বর্ণিলা ঠাকুর বৃন্দাবন॥ উদ্ধারণদত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর। করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর॥ সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রি-বেণীর ঘাটে। দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে॥ যে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয়। সে সকল স্থান হন সর্ব্বতীর্থ-ময়॥ গৌড়ভূমে যত তীর্থ কে করু গণন। প্রভুসঙ্গে সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারণ॥ শান্তিপুরে প্রভু নিত্যানন্দ মহারঙ্গে। মিলিলেন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরের সঙ্গে॥ তথা হৈতে নবদ্বীপে

করিলা গমন। নিত্যানন্দ অঙ্গে শোভে নানা আভরণ॥ শ্রী-চরণে নূপুরের ধ্বনি মনোহর। উপমার স্থান নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥ শেষখণ্ড সূত্রে নারায়ণীর তনয় *। বর্ণিলেন নিত্যা-নন্দ চন্দ্রের বিজয়॥

তত্রৈব॥

অনন্ত চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে। চরণে নূপুর সর্ব্ব মথুরা বিহরে॥ মথুরা শ্রীনবদ্বীপ ভেদ কভু নয়। যে মথুরা সেই নবদ্বীপ সুনিশ্চয়॥ নদীয়া বিহরে পদ্মাবতীর কুমার। নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

রজত নূপুর মল্ল সোহে শ্রীচরণে। পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র গমনে॥ প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে। নির-বাধ বিহরেন সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥ নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজ-ধানী। ঐছে কত কহেন তা কহিতে না জানি॥ নবদ্বীপে নিত্যানন্দ শ্রীশচীমাতায়। যে আনন্দ দেন তাহা কহনে না যায়॥ গণসহ নদীয়া প্রদেশ পর্য্যটনে। যে অদ্ভুত লীলা যা বর্ণিবি কুন জনে॥ নিত্যানন্দ-গুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ। নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥ হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সপ্তগ্রামে। নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে॥ লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়। করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয়॥ প্রভুর বিচ্ছেদ দুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ। এই কথোদিন হৈল, হৈলা

* শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর।

সঙ্গোপন ॥ তাঁর অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার। শুনি নরোত্তম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ হইলা ব্যাকুল যৈছে কহনে না যায়। প্রভুপ্রিয় যে ছিলেন মিলিলা তাহায় ॥ সপ্তগ্রাম হৈতে চলে গঙ্গাতীরে তীরে। যথা যে ভক্তের স্থিতি মিলে সে সবারে ॥ খড়দহ গ্রামে প্রবেশিতে মহাশয়। দেখে যে রহস্য তাহা কহিল না হয় ॥ প্রভু নিত্যানন্দ মনোরথ পূর্ণ কৈলা। প্রভুর ইচ্ছায়ে নরোত্তম স্থির হৈলা ॥ প্রভুর ভবন পানে করিতে গমন। প্রভুপরিকর সহ হইল মিলন ॥ সবে শীঘ্র প্রভুর ভবনে লৈয়া গেলা। শ্রীঈশ্বরী প্রতি এ সম্বাদ জানাইলা ॥ শ্রীবসু-জাহ্নবী দোঁহে বীরভদ্র সনে। বসিয়াছিলেন প্রভুচরিত্র কথনে ॥ শুনি অকস্মাৎ নরোত্তমের গমন। যদ্যপি ব্যাকুল তমু হৈল হর্ষ মন ॥ শীঘ্র অন্তঃপুরে নরোত্তমে বলাইলা। নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাতা বসু জাহ্নবী ঈশ্বরী। অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি ॥ নরো-ত্তমে দুই চারি দিবস রাখিলা। কৃষ্ণকথারসে দিবা নিশি গোঙাইলা ॥ প্রেমের আবেশে নরোত্তমে প্রশংসয়। মহাশয় খ্যাতি সে ইহার যোগ্য হয় ॥ ঐছে পরস্পর কত কহিয়া বিরলে। নরোত্তমে বিদায় করয়ে নীলাচলে ॥ গমনের কালে শ্রীজাহ্নবী ধীরে ধীরে। না জানি কি কহিবা সে নয়নের নীরে ॥ প্রভু বীরভদ্র অতি মধুর—ভাষায়। নরোত্তমে যে কহিল কহা নাহি যায় ॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস ব্যাকুল হইয়া। পথের সন্ধান

সব দিলেন কহিয়া॥ মহেশপণ্ডিত আদি অতিশয় স্নেহে। নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে॥ নরোত্তম ভূমে পড়ি প্রণমি সবায়। খড়দহ হৈতে চলে ব্যাকুল হিয়ায়॥ নীলাচল পথের পথিক নরোত্তম। যথা ভক্তালয়ে তথা করয়ে গমন॥ খানাকুল কৃষ্ণনগরেতে শীঘ্র গেলা। শ্রীঠাকুর অভিরাম পদে প্রণমিলা॥ নিত্যানন্দ বিচ্ছেদে তাহার বাহ্য নাই। তৈছে শ্রীমালিনী উপমার নাই ঠাঁই॥ মালিনী সহিত তেঁহ বহুকৃপা কৈলা। নীলাচল যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিলা॥ শ্রীঅভিরামের চেষ্টা দেখি নরোত্তম। অত্যন্ত ব্যাকুল নেত্রে ধারা নদীসম॥ গোপীনাথ সেবা দেখি উথলে হৃদয়। বিদায় হইলা যৈছে কহিল না হয়॥ সে দেশে ছিলেন যত প্রভুপ্রিয়গণ। সে সব ভক্তের সঙ্গে হইল মিলন॥ সোঙরি ভক্তের গুণ ভাসি নেত্র-জলে। অতি অল্প দিনেই গেলেন নীলাচলে॥ তথা গোপী-নাথ আচার্য্যাদি প্রভুগণ। নরোত্তম পথপানে করে নিরী-ক্ষণ॥ প্রভুর আদেশ পূর্ব্বে আছে এ সকলে। নরোত্তমে প্রবোধ করিতে নীলাচলে॥ প্রভু প্রিয়গণের অন্তর বৃত্তি যাহা। কে আছে এমন যে বর্ণিতে পারে তাহা॥ কানাই-খুটিয়া প্রভৃতি গোপীনাথ কয়। নরোত্তমে দেখি শীঘ্র এই মনে হয়॥ এত দিন আছে দেহ প্রভুর ইচ্ছাতে। আর কত দিন না থাকিব এই মতে॥ তেঁহ কহে লোক মুখে শুনিলু সকল। নবদ্বীপ হৈয়া আসিবেন নীলাচল॥ বুঝি

এথা আসিতে বিলম্ব নাহি আর॥ ঐছে কত কহে চেষ্টা বুঝে শক্তি কার॥ শ্রীশিখি মাহাতি আদি গোপীনাথে কয়। শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন সময়॥ শুনি গোপীনাথাচার্য্য প্রিয়-গণ-সনে। চলিলেন জগন্নাথ দেবের দর্শনে॥ পরস্পর শ্রীনরোত্তমের কথা কয়। যৈছে রামকেলি গ্রামে প্রভু আকর্ষয়॥ প্রভু অনুগ্রহ যৈছে কহিতে কহিতে। জগন্নাথালয়ে যান সিংহদ্বারপথে॥ প্রভুর বিচ্ছেদে দেহ অতিশয় ক্ষীণ। তথাপিহ সূর্য্যপ্রায় যদ্যপি মলিন॥ কহিতে কি করুণার মূর্ত্তি এসকলে। যে দেখে বারেক সে ভাসয়ে নেত্রজলে॥ দূরে রহি নরোত্তম দেখি এ সবায়। নয়নে বহয়ে ধারা অধৈর্য্য হিয়ায়॥ প্রভু-প্রিয়গণ হেন মনেতে বিচারে। পরিচয় পাইনু কুন ব্রাহ্মণের দ্বারে॥ এথা সিংহদ্বারে কেহ কারু প্রতি কয়। অন্য নরোত্তম আসিবেন মনে লয়॥

এত কহিতেই শুভ সংবাদ পাইয়া। নরোত্তম পানে সবে রহয়ে চাহিয়া॥ শ্রীনরোত্তমের ভক্তিময় কলেবর। দীর্ঘ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর॥ অদ্ভুত প্রেমের গতি অধৈর্য্য অন্তরে। ভূমেপড়ি প্রণময়ে প্রভু পরিকরে॥ সবে প্রেমাবেশে নরোত্তমে আলিঙ্গিল। নরোত্তম-অঙ্গ নেত্র-জলে সিক্ত কৈল॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখে দগ্ধ অনিবার। তথাপিহ আনন্দ সে জন্মিল সবার॥ সবে অতি অনুগ্রহ করি কত কৈয়া। জগন্নাথ আগে গেলা নরোত্তমে লৈয়া॥

নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হৃদয়। জগন্নাথ বলদেব শোভা নিরীখয়॥ মেঘপুঞ্জ অঞ্জন রজত কুন্দ জিনি। রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প নিছনি॥ বদনচন্দ্রমা আলো করে ত্রিভুবন। জগৎ মোহয়ে কিবা শ্রীপদ্মলোচন॥ কিবা বাহু বিশাল ভঙ্গিমা মনোহর। ঝলমল করে নানা ভূষণ সুন্দর॥ দুই দিকে দুই প্রভু সুভদ্রা মধ্যেতে। বিলসয়ে সুদর্শন চক্রের সহিতে॥ অনিমিখ নেত্রে নরোত্তম নিরখিয়া। ভাবাবেশে অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া॥ দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥ গোপীনাথাচার্য্য নরোত্তমে স্থির কৈল। প্রভুর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥ নরোত্তমে লইয়া আচার্য্য ধীরে ধীরে। জগন্নাথালয় হৈতে আইলা নিজ ঘরে॥ নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু প্রিয়গণ। সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখে দগ্ধ অনুক্ষণ। তথাহি সবার হৈলা উল্লসিত মন॥ গোপীনাথাচার্য্য সে সবারে মিলাইতে। নরোত্তম সঙ্গে দিলা বিপ্র জগন্নাথে॥ নরোত্তম তাঁ সহ চলয়ে সব ঠাঁই। প্রভুগণে মিলে যৈছে কহি সাধ্য নাই॥ হরিদাসঠাকুরের সমাধি দর্শনে। কৈল যে বিলাপ তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী ছিলা যথা। অতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেলা তথা॥ গোপীনাথে প্রণমিলা পড়িয়া ভূমিতে। গদাধরগুণে কান্দে সে শোভা দেখিতে॥ তথা যে আছেন পণ্ডিতের প্রিয়

গণ। তাঁ সবার চেষ্টা দেখি ঝুরে দুনয়ন ॥ শ্রীমামু গোস্বামী নরোত্তমে নিরখিয়া। আলিঙ্গন কৈল অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥ নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার। প্রভুর ইচ্ছায় দেখা হইল তোমার ॥ বৈষ্ণবের গতায়াতে সকল শুনিনু। সাধ ছিল তোমারে দেখিতে দেখা পানু ॥ ঐছে কত কহি নরোত্তম কর ধরি। লইয়া নির্জ্জনে পুন কহে ধীরি ধীরি ॥ অহে নরোত্তম এই টোটা * নিরখিতে। নিরন্তর কান্দে প্রাণ নারি নিবারিতে ॥ দেখয়ে আরাম মধ্যে অতিরম্য স্থান। এথা যে কৌতুক তা দেখিল ভাগ্যবান্ ॥ মোর প্রভু গদাধর বসিয়া এথায়। পড়িতা শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায় ॥ শ্রীমুখ তুলিয়া যে সকল অর্থ কহে। তাহে কত কত প্রেমানন্দ-নদী বহে ॥ সে কথা শুনিতে সাধ কে বা নাহি করে। যে শুনে বারেক কভু সে নাহি পাসরে ॥ গদাধর-প্রাণনাথ প্রভু গৌরহরি। এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী ॥ এই খানে বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বসিতা এথায় ॥ এথা শ্রীস্বরূপ দামোদর বক্রেশ্বর। শ্রীমুরারি গুপ্ত এথা দাস গদাধর ॥ শ্রীমুকুন্দ নরহরি বসি এই খানে। একদৃষ্টে চাহে গোস্বামির মুখ পানে ॥ রায় রামানন্দ আদি প্রভু প্রিয়গণ। এই সব স্থানে বৈসে তেজ সূর্য্যসম ॥ প্রভুপরিকর শোভা কে পারে কহিতে। দেবের সমাজ লজ্জা পায় নির-

* টোটা—বাগান ॥

খিতে॥ রথযাত্রা কালে ঐছে বিলসে এথায়॥ সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায়॥ অহে নরোত্তম দাস গদাধর সনে। করিতেন কতেক আলাপ এ নির্জ্জনে॥ খণ্ডবাসী নরহরি প্রতি স্নেহ করি। এথা যে কহিল তাহা কহিতে না পারি॥ দামোদরে লইয়া শ্রীগোস্বামী এথায়। কহিলেন যত তাহা রহিল হিয়ায়॥ প্রভু গৌরচন্দ্র সেবা সময় জানিয়া। গোপীনাথ আগে এথা রহে দাঁড়াইয়া॥ দেখি সে শিঙার প্রশংসয়ে বারে বারে। সে সব সোঙরি হিয়া না জানি কি করে॥ গোস্বামির গোপীনাথসেবা ক্ষেত্রে স্থিতি। এ দুই নিয়ম নাই অন্যত্রেতে গতি॥ নীলাচলে রহিবেন শ্রীগৌরসুন্দর। এ হেতু নিয়ম সঙ্গ ছাড়িতে দুষ্কর॥ ক্ষেত্র হৈতে গৌরাঙ্গের অন্যত্র গমনে। গোস্বামী নিয়ম ছাড়ি চলে তাঁর সনে॥ কত রূপে নিষেধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর। তথাপি ব্যাকুল রত্নাবতীর কোঙর॥ অহে নরোত্তম কত কব সে চরিত। প্রভু সঙ্গে চলে যৈছে সর্ব্বত্র বিদিত॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

গদাধরপণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা। ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা॥ পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস আমার যাউক রসাতল॥ প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন। পণ্ডিত কহে কোটি সেবা তৎপাদদর্শন॥ প্রভু কহে সেবা ছাড় আমায় লাগে দোষ। ইহাঁ রহি

সেবা কর আমার সন্তোষ॥ পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥ আই দেখিতে যাব না যাব তোমা লাগি। প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ আমি তার ভাগী॥ এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা। কটকে আসিয়া প্রভু তাঁরে আনাইলা॥ পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝনে না যায়। প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়॥ তাঁহার চরিতে প্রভু অন্তরে সন্তোষ। তাঁর হাতে ধরি কহে করি প্রণয় রোষ॥ প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ। সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দূরদেশ॥ আমা সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমায় ইহা দুখ॥ মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥ এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তাঁহাই পড়িলা॥ পণ্ডিতে লৈয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে বিদায় দিলা। ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥ দেখি এ অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ। হইলা বিস্ময় সবে বুঝিলা কারণ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সার্ব্বভৌম আদি যত। গোস্বামিরে আনিলেন প্রবোধিয়া কত॥ যাবৎ শ্রীগৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে না আইলা। তাবৎ এথায় মহাকষ্টে গোঙাইলা॥ সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত যে হেতু এ অধিকার। বিপ্রভূপপণ্ডিত যতীন্দ্র অত্যুদার॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃতকড়চায়াং॥

অবনিসুরবর শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ

স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গৌরাবতারে।
নরহরিসরকারস্যাপি দামোদরস্য
প্রভুনিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে॥

অহে নরোত্তম কি বলিব তাঁর রীত। যাঁর প্রাণনাথ গৌর সর্ব্বত্র বিদিত॥ গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ কভু সহিতে না পারে। সদা সে দর্শনানন্দসমুদ্রে সাঁতারে॥ বৃন্দাবন হৈতে যবে শ্রী-গৌরসুন্দর। আইলেন এথা সঙ্গে প্রিয় পরিকর॥ পণ্ডিত গোস্বামী নিরখিয়া প্রভু পানে। প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলা এই খানে॥ এথা মহারঙ্গ দেখিলেন ভাগ্যবন্ত। অহে নরোত্তম তা কহিতে নাই অন্ত॥ প্রভু নিত্যানন্দ গৌড় হইতে আসিয়া। দেখিল শ্রীগোপীনাথে এথা দাঁড়াইয়া॥ পণ্ডিত গোসাঞি সহ যে সুখ মিলনে। সর্ব্বত্র বিদিত তা দেখিল ভাগ্যবানে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

"দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা। নিত্যানন্দ আনন্দ অশ্রুর নাই সীমা॥ নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর। ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥ দোঁহে মাত্র দোঁহার দেখিয়া শ্রীবদন। গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ অন্যোন্য দোঁহারে দোঁহে করে নমস্কার। অন্যোন্য বলেন দোঁহে মহিমা দোঁহার॥ দোঁহে কহে আজি হইল লোচন নির্ম্মল। দোঁহে বলে জন্ম আজি আমার সফল॥ বাহ্য-জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে। দুই প্রভু ভাসে প্রেমভক্তির

সাগরে॥ হের সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ। দেখি-চতুর্দ্দিকে পড়ি কান্দে সব দাস॥ কি অদ্ভুত প্রীত নিত্যানন্দ গদাধরে। একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥ গদাধর-দেবের সঙ্কল্প এইরূপ। নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রীত যারে নাই। দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোস্বাঞি॥” অহে নরোত্তম প্রাণ কান্দে তা স্মরণে। হইল দুই প্রভুর মিলন এই খানে॥ এথা দোঁহে স্থির হৈয়া বসি কথোক্ষণ। করিলেন শ্রীচৈতন্যচরিত্র কীর্ত্তন॥ পণ্ডিত গোসাঞি পদ্মাবতীর নন্দনে। নিমন্ত্রণ কৈল অদ্য ভিক্ষা এই খানে॥ নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরের নিমিত্তে। এক মন তণ্ডুল আনিলা গৌড় হৈতে॥ মনে এই সাধ অন্যে না বুঝে এরীত। গোপীনাথে সমর্পিয়া ভুঞ্জিব পণ্ডিত॥ দিলেন সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে এথায়ে। পণ্ডিত গোসাঞি দেখি কত প্রশংসয়ে॥ এথা সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে কৈল পাক। করিল ব্যঞ্জন টোটা হইতে তুলি শাক॥ কোমল তিন্তিড়ী * পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল। অন্নের সৌগন্ধি সব টোটায় ব্যাপিল॥ গোপীনাথে ভোগ দিয়া রাখিলা এথায়। অকস্মাৎ আইলা অন্তর্য্যামী গৌররায়॥ হাসি কহে ঐছে কার্য্য গোপনে দোঁহার। না জানহ ইথে ভাগ আছয়ে আমার॥ কভু ভিন্ন নহি আমি তোমা দোঁহা হৈতে। অনুচিত কৈলে কিছু চাহিয়ে কহিতে॥ শুনি মহা-

* তিন্তিড়ী—তেঁতুল॥

নন্দে শ্রীপণ্ডিত গদাধর। থুইল প্রসাদ অন্ন প্রভুর গোচর॥ প্রভু কহে তিন ভাগ সমান করিয়া। ভুঞ্জিব এ অন্ন তিনে একত্র বসিয়া॥ এত কহি অন্ন ভাগত্রয় শীঘ্র করি। এই খানে ভুঞ্জিতে বসিলা গৌরহরি॥ দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে শ্রীপ-ণ্ডিত। সে শোভা ভাবিতে হিয়া না হয় সম্বিত॥ ভুঞ্জেন শ্রীগৌরচন্দ্র ঈষৎ হাঁসিয়া। শ্রীশাক তিন্তিড়ী পাত্রাম্বলে প্রশং সিয়া॥ ভুঞ্জয়ে শ্রীনিত্যানন্দ উল্লাস হিয়ায়। মন্দ মন্দ হাসি গোস্বামির পানে চায়॥ পরম আনন্দে ভুঞ্জে পণ্ডিত গোস্বা-ঞি। উপজয়ে কৌতুক কহিতে অন্ত নাই॥ আচমন করি তিনে বসিলা এথায়। সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায়॥ অহে নরোত্তম হের দেখহ নির্জ্জনে। বসিতেন শ্রীগোস্বামী এই জীর্ণাসনে॥ এইখানে গোসাঞির জীবন গৌরহরি। একা আসি বসিতেন এ আসনোপরি॥ ভাগবতপদ্যাস্বাদে হৈত অশ্রুপাত। তাহে গ্রন্থ সিক্ত এই দেখহ সাক্ষাৎ॥ এই টোটামধ্যে যত বিলাস দোঁহার। তাহা কহিবার শক্তি না হয় আমার॥ অহে নরোত্তম এই খানে গৌরহরি। না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি॥ দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতি-শয়। তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণহৃদয়॥ ন্যাসিশিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥ প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥ প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হৈল যাহা। লক্ষ

মুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা॥ এই খানে গোস্বামী হইলা অচেতন। এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥ ভকত বৎসল প্রভু গৌরগুণমণি। সবা প্রবোধিলা যৈছে কহিতে না জানি॥ গোস্বামির প্রতি প্রভু কৈল এ আদেশ। বিপ্রপুত্র শ্রীনিবাস পাইল বড় ক্লেশ॥ আইসেন পথে শুনি মোর সঙ্গোপন। করিল নিশ্চয় তেঁহ ছাড়িতে জীবন॥ প্রবোধিনু তারে তেঁহ আসিব এথায়। প্রাণ রক্ষা হবে তাঁর তোমার কৃপায়॥ সর্ব্ব-তত্ত্ব জান তুমি কি আর কহিতে। কিছু দিন রহিবা আমার ইচ্ছামতে॥ ঐছে কত কহি প্রভু কিছু স্থির কৈলা। কত দিনে শ্রীনিবাস এথাই আইলা॥ কিবা প্রেমময় নেত্রে ধারা নিরন্তর। কৈশোর বয়স কি অপূর্ব্ব কলেবর। অহে নরোত্তম শ্রীনিবাস এই খানে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে॥ দুই বাহু পসারি গোস্বামী করি কোলে। শ্রীনিবাস অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্র॥ পিতা মাতা বাৎসল্য করয়ে পুত্রে যৈছে। শ্রীনিবাস প্রতি গোস্বামির ভাব তৈছে॥ গোস্বামী করিলা যৈছে অনুগ্রহ তাঁরে। সে সব সঙরি হিয়া না জানি কি করে॥ শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে। হইয়া ব্যাকুল বসিলেন এইখানে॥ দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীণ। নেত্রজলে ধরণি সিঞ্চয়ে রাত্রি দিন॥ অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস সঘনে। অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এই খানে॥ সে সময়ে যে হইল কহনে না যায়। রহিল জীবনমাত্র তাঁহার

ইচ্ছায়॥ তোমার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কহিল আমারে। এ হেন দুঃখের কালে দেখিনু তোমারে॥ যদ্যপি হৃদয় দগ্ধ হইছে আমার। তথাপি পাইনু সুখ ঐছে আজ্ঞা তাঁর॥ অহে নরোত্তম সদা ধৈর্য্যাবলম্বিবে। প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাসে এ সব কহিবে॥ নীলাচল হইতে শীঘ্র গৌড়দেশ গিয়া। করহ কৃতার্থ জীবে ভক্তিদান দিয়া॥ প্রভু চৈতন্যের অনুগ্রহ তোমা প্রতি। তুমি বিনাশিবে বহুলোকের দুর্গতি॥ সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে মগ্ন হবে। প্রভু মনোবৃত্তি মহানন্দে প্রকাশিবে॥ ঐছে কত কহি প্রেমাবেশে আলিঙ্গিয়া। করিলা বিদায় গোপীনাথে সমর্পিয়া॥ নরোত্তম গেলা কাশীমিশ্রের ভবন। শ্রীগোপালগুরু সহ হইল মিলন॥ তেঁহ নরোত্তম প্রতি অতিস্নেহ করি। সুমধুর বচনে কহয়ে ধীরি ধীরি॥ আছয়ে জীবনমাত্র প্রভুর ইচ্ছায়। দেখিতে এস্থান প্রাণ বিদরিয়া যায়॥ অহে নরোত্তম দেখ পরমনির্জ্জনে। বসিতেন প্রভু একা এই তৃণাসনে॥ এই খানে মহাপ্রভু করিতা শয়ন। শ্রীগোবিন্দ করিতেন পাদসম্বাহন॥ ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেম এথা প্রকাশিলা। কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা॥ নরোত্তম দেখি প্রভু শয়ন আসন। ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন॥ শ্রীগোপালগুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়। নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায়॥ শ্রীগোপালগুরু কত ক্ষণে স্থির হইয়া। নরোত্তমে স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥ যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন

হইলা। সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা॥ শ্রীবক্রেশ্বরের চারু চরিত্র কহিল। শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল॥ নরোত্তম প্রণমিয়া জগন্নাথ সনে। চলিলেন গুণ্ডিচা মন্দির দরশনে॥ বিপ্র জগন্নাথ নরোত্তম প্রতি কয়। এই পথে নীলাচল চন্দ্রের বিজয়॥ রথাগ্রে নর্ত্তন প্রভু কৈলা এই খানে। ভুবন ব্যাপিল সে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥ শ্রীমস্তক দিয়া রথ এথায় ঠেলিলা। ব্রহ্মাদি করিলা স্তুতি দেখি প্রভুলীলা॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্রে কৃপা কৈলা এই খানে। প্রভু পরিকরের আনন্দ হৈল মনে॥ এই খানে মহাপ্রভু নিজগণ লৈয়া। কহে কত শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় দেখিয়া॥ এই টোটা মধ্যে প্রভু পরিকর সনে। ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ হর্ষ মনে॥ এই দেখ গুণ্ডিচামন্দির মনোহর। এথা নানা লীলা কৈলা শচীর কুমার॥ গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনেতে যৈছে সুখ। বর্ণিতে নারিয়ে হইলেও লক্ষমুখ॥ ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভগবান্। এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে কৈলা স্নান॥ ঐছে মহাবিজ্ঞ বিপ্র জগন্নাথদাস। দেখাইলা যথা যথা প্রভুর বিলাস॥ নরোত্তমে লৈয়া আইলা আচার্য্যের ঘরে। নরোত্তম চেষ্টা জানাইলা আচার্য্যেরে॥ আচার্য্যাদি নরোত্তমে যৈছে কৃপা কৈল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ সবে কহে শ্রীনিবাসে না দেখিব আর। তাহারে কহিবা এ সকল সমাচার॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। শুনিয়া তাঁহার কথা পাইনু আনন্দ॥ শীঘ্র

আইলে দেখা বা হইত তাঁর সনে।। ঐছে কত কহে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ নরোত্তমে বিদায় করিয়া শীঘ্র করি। হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি॥ নীলাচল হৈতে নরোত্তম যাত্রা কৈলা॥ শ্যামানন্দে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হৈলা॥ উৎকল মধ্যেতে শ্যামানন্দ বিলসয়। শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদয়॥ অতি মূঢ় পাষণ্ডির করি পরিত্রাণ। দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি করে দান॥ শুনি মহাশয়ের গমন লোকমুখে। গণ সহ আগুসরি গেলা মহাসুখে॥ কি অপূর্ব্ব মিলন দেখিল ভাগ্যবান্। শ্যামানন্দ দেব যেন পাইলেন প্রাণ॥ শ্রীমহাশয়েরে নিজালয়ে লৈয়া আইলা। নৃসিংহপুরের লোক মহাহর্ষ হৈলা॥ বিস্তারিতে নারি এথা যৈছে দুঁহু রীত। দোঁহার অদ্ভুত স্নেহ হইল বিদিত॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ নির্জ্জনেতে বসি। বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইলা দিবা নিশি॥ শ্রীক্ষেত্রের কথা শ্যামানন্দে জানাইয়া। গৌড়দেশে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হইয়া॥ শীঘ্র শ্যামানন্দ নীলাচলে যাত্রা কৈলা। শ্রীঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশে আইলা॥ শ্রীখণ্ড দেখিয়া অশ্রু ঝরয়ে নয়নে। প্রবেশে ঠাকুর নরহরির ভবনে॥ নরোত্তম আইলা শুনি সরকারঠাকুর। হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর॥ নিজ গণ প্রতি কহে গৌড় যাতায়াতে। ইহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে॥ রাজ্যাধিকারী সে নাম কৃষ্ণানন্দ রায়। তাঁর ঘরে জন্মে ইহোঁ প্রভুর ইচ্ছায়॥ বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন এই দ্বারে।

কোথা নরোত্তম দেখি আনহ তাঁহারে ॥ হেন কালে ঠাকুরের আগে নরোত্তম। প্রণময়ে নেত্রে ধারা বহে নদীসম ॥ শ্রী-ঠাকুর নরোত্তম পানে নিরখিয়া। নেত্রজলে সিঞ্চে স্নেহাবেশে আলিঙ্গিয়া ॥ নরোত্তমে যাহা জিজ্ঞাসিলা কৃপা করি। তাহা নরোত্তম নিবেদয়ে ধীরি ধীরি ॥ ক্ষেত্রবাসী যৈছে রহে সে সব শুনিয়া। হৈলা যৈছে ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ নরো-ত্তমে কহে স্থির হৈয়া কতক্ষণে। ত্বরায় আইলা তেঞি দেখিলু নয়নে ॥ প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার। হইবা চিরায়ু ভক্তি করিবা প্রচার ॥ ঐছে কত কহি রঘুনন্দনে সঁপিলা। তেহোঁ মহাপ্রভুর অঙ্গনে লৈয়া গেলা ॥ ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে। প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে ॥ তথা প্রভুগণ সহ হইল মিলন। যাজিগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘু-নন্দন ॥ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আলয়। তথা গেলা নরোত্তম অধৈর্য্য হৃদয় ॥ সবা সহ শ্রীআচার্য্য বাড়ীর বাহিরে। নরোত্তমে দেখে যৈছে কে কহিতে পারে ॥ বিনা প্রণমিতে নরোত্তমে আলিঙ্গিল। পরিচয় দিয়া সবা সহ মিলাইল ॥ নরোত্তমে জিজ্ঞাসে যা নিভৃতে বসিয়া। নরোত্তম কহে তাহা ব্যাকুল হইয়া ॥ নবদ্বীপ আদি নীলাচলের বৃত্তান্ত। সকল কহিতে চাহে নাহি হয় অন্ত ॥ সে সব শুনিতে যৈছে হইলা আচার্য্য। তাহা দেখি অন্যেও ধরিতে নারে ধৈর্য্য ॥ দোঁহার অন্তর যৈছে কে বুঝিবে আনে। ক্রন্দন সম্বরি স্থির হৈলা

কতক্ষণে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রতি কয়। যাইতে খেতরি গ্রাম বিলম্ব না সয়॥ কহিতে কি শীঘ্র প্রকাশিবে প্রয়োজন। করিবে শ্রীবিগ্রহসেবার আয়োজন॥ সবা সহ শীঘ্র আমি যাইব তথাতে। না ভাবিহ যদি হয় বিলম্ব ইহাতে॥ ঐছে কত কহি অতি ব্যাকুল হিয়ায়। লোক সঙ্গে দিয়া শীঘ্র করিলা বিদায়॥ নরোত্তম কণ্টকনগরে প্রবেশিতে। দুই নেত্রে বহে ধারা নারে নিবারিতে॥ নরোত্তম আইলা শুনি দাস গদাধর। দারুণ দুঃখেও সুখ ব্যাপিল অন্তর॥ নরোত্তমদাস গদাধর আগে গিয়া। করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া॥ নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাসগদাধর। কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর॥ বসাইয়া নিকটে যে সব জিজ্ঞাসিল। নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া নিবেদিল॥ শুনি ঠাকুরের হিয়া বিদরিয়া যায়। ছাড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস অগ্নির শিখা প্রায়॥ নরোত্তমে অনুগ্রহ করি যে কহিল। গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে বর্ণিতে নারিল॥ সমর্পিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের রাঙ্গাপায়। খেতরিগ্রামেতে শীঘ্র করিলা বিদায়॥ দাসগদাধরের জীবন গোরাচান্দে। নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥ যথা মহাপ্রভু কৈলা সন্ন্যাসগ্রহণ। সে স্থান দেখিতে ধৈর্য্য নহে সম্বরণ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে। করিলা ধরণী সিক্ত নয়নের জলে॥ করয়ে ক্রন্দন যৈছে কহনে না যায়। না মানে প্রবোধ হিয়া উথড়ে সদায়॥ প্রভু পারিকর যে

ছিলেন স্থানে স্থানে। হইল মিলন তথা তাঁ সবার সনে॥ সে সবে বিদায় কৈল কত প্রবোধিয়া। চলিলেন নরোত্তম রাঢ়-দেশ দিয়া॥ রাঢ়দেশ মধ্যে একচক্রা নামে গ্রাম। যথা জন্মি-লেন প্রভু নিত্যানন্দ রাম॥ নরোত্তম একচক্রা গ্রামে প্রবে-শিতে। প্রভু দেখা দিলা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণরূপেতে॥ যে যে স্থানে প্রভুগণ সঙ্গে বিহরিলা। সে সকলস্থান নরোত্তমে দেখাইলা॥ নরোত্তমে প্রভু নারিলেন ভাঁড়াইতে। হইলা সাক্ষাৎ যৈছে কে পারে বর্ণিতে॥ নরোত্তম দেখি নিত্যানন্দ বলরাম। হইলা মূর্চ্ছিত নেত্রে ধারা অবিরাম॥ প্রভুর ইচ্ছায় কতক্ষণে স্থির হৈলা। প্রভু ইহা অন্যে জানাইতে নিষেধিলা॥ নরো-ত্তম আত্মসমর্পিয়া শ্রীচরণে। একচক্রা প্রদক্ষিণ কৈলা হর্ষ মনে॥ একচক্রাবাসি সকলেরে প্রণমিয়া। চলিলেন নিত্যা-নন্দগুণে মগ্ন হৈয়া॥ খেতরিগ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে। অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতীতীরে॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে। আইলা গ্রামবাসী লোকে আগু-সরি নিতে॥ কহিতে কি সে সবে পরমভাগ্যবান্। নরো-ত্তমে দেখি জুড়াইলা মন প্রাণ॥ মনের উল্লাসে কেহ কহে কারু ঠাঁই। এ অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই॥ কেহ কহে মোর মনে এই চিন্তা হয়। নিজরাজ্য বলি এথা রয় বা না রয়॥ কেহ কহে বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র সমান। অবতরি করে পাষণ্ডের পরিত্রাণ॥ কেহ কহে এথা পাষ-

ণ্ডির সীমা নাই। নিজরাজ্য হইলেও রহিব এক ঠাঁই॥ কেহ কহে এ সকল দেশ উদ্ধারিতে। হৈল আগমন সত্য বিচারিনু চিতে॥ ঐছে কহিয়াও এই সন্দেহ সবার। তীর্থান্তরে যাবে এথা করি অন্ধকার॥ এত কহি সবার নয়নে ধারা বয়। এক-দৃষ্টে নরোত্তম পানে নিরিখয়॥ হইল আকাশবাণী হেনই সময়। এথা নরোত্তম নিরন্তর বিলসয়॥ প্রভুর ইচ্ছায় ইহোঁ প্রকট হইয়া। উদ্ধারে পাষণ্ডিগণে ভক্তি দান দিয়া॥ ঐছে কত ধ্বনি হইল শুনি চমৎকার॥ নরোত্তম চরণে প্রণমে বার বার॥ মহাশয়ে বেড়ি সবে উল্লাস হিয়ায়। গ্রামে প্রবেশয়ে কি বা অপূর্ব্ব শোভায়॥ অতিরম্য পরম নির্জ্জনে লৈয়া গেলা। মহাশয় সেই স্থানে অবস্থিতি কৈলা॥ অতি বৃহদ্গ্রাম শ্রীখেতরি পুণ্য ক্ষিতি। মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব্ব বসতি॥ রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়। ঐছে গ্রাম নাম বহু ধনাঢ্য বৈসয়॥ মিথ্যাসুখে মগ্ন সবে নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান॥ না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ॥ সে সবারে দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়। করয়ে করুণা যৈছে কহিল না হয়॥ শ্রীসন্তোষ রায় আদি সবারে লইয়া। কহে আচার্য্যের কথা ব্যাকুল হইয়া॥ এথা গণ সহ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে। স্থির নহে বিদায় করিয়া নরোত্তমে॥ খণ্ডে শুনিলেন অদ্য গেলা নরোত্তম। সবে মনে গুণে তাঁর চেষ্টা মনোরম॥ শ্রীরঘুনন্দন যাজিগ্রামেতে আইলা। আচার্য্যের বিবাহ

উদ্যোগ শীঘ্র কৈলা ॥ যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্র-বর্ত্তী । আচার্য্যেরে কন্যা দিতে তাঁর মহা আর্ত্তি ॥ শ্রীগো-পালদাস বিপ্রে শ্রীরঘুনন্দন । নিভৃতে কহয়ে অতি মধুর বচন ॥ তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র শ্রীনিবাস । ইহা শুনি গোপালের হইল উল্লাস ॥ বিবাহ প্রসঙ্গ জানাইলা বন্ধুগণে । সবে কহে কন্যাদান কর এই ক্ষণে ॥ বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে । কন্যাদান করয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥ পূর্ব্বে কন্যা নাম সবে দ্রৌপদী কহয় । হইল ঈশ্বরী নাম বিভার সময় ॥ কিবা সে মাধুরী যেন কনকপ্রতিমা । ভক্তি মূর্ত্তি-মতী সে গুণের নাই সীমা ॥ আচার্য্য বিবাহকালে দীক্ষামন্ত্র দিতে । ঈশ্বরীর তেজ যৈছে না পারি কহিতে ॥ প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীগোপাল বিপ্রবর । আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইলা সত্বর ॥ শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপালতনয় । শ্যামানন্দ রাম-চরণাখ্যা কেহ কয় ॥ দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত । এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্র বিদিত ॥ শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী করি কন্যাদান । করিলেন সকলের পরম সম্মান ॥ গ্রামবাসী কিবা স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বজন । সবে কহে ধন্য ধন্য গোপাল ব্রাহ্মণ ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য ঐছে বিবাহ করিল । ইহাতে সবার মহা আনন্দ জন্মিল ॥ শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহবার্ত্তা শুনি । বাৎসল্যে হইলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ দাসগদাধর আদি শুনি স্নেহাবেশে । পরস্পর কত প্রশংসয়ে শ্রীনিবাসে ॥ এথা

শ্রীনিবাস গোস্বামির গ্রন্থগণ। নিরন্তর শিষ্যে করায়েন অধ্যয়ন ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য—বিদ্যাপ্রভাব অপার। শুনি সকলের চিত্তে হয় চমৎকার ॥ গৌরপ্রিয় দ্বিজ হরিদাসের তনয়। শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহে বিচারয় ॥ প্রভুর বিয়োগে পিতা বৃন্দাবন গেলা। এ আচার্য্য স্থানে শিষ্য হইতে আজ্ঞা দিলা ॥ অল্পদিন হৈল এথা আইলা ব্রজে হনে। বিলম্বে কি কাজ শীঘ্র যাইব দর্শনে ॥ এত কহি দুই জনে যাজিগ্রামে গিয়া। আচার্য্যদর্শনে হৈল উল্লাসিত হিয়া ॥ পিতার যে আজ্ঞা তাহা প্রত্যক্ষ হইল। রাধাকৃষ্ণ—প্রেম-সুধা সমুদ্রে ডুবিল ॥ জিজ্ঞাসিতে আচার্য্যে দিলেন পরিচয়। দোঁহে পুনঃ পুনঃ আচার্য্যেরে প্রণময় ॥ পায়া পরিচয় শ্রীআচার্য্য প্রেমাবেশে। করি অতিগৌরব নেত্রের জলে ভাসে ॥ শ্রীদাস-গোকুলানন্দ দোঁহে নিবেদয়। দীক্ষা মন্ত্র দেহ কৃপা কর কৃপাময় ॥ আচার্য্য কহেন কিছু আছয়ে বিলম্ব। এত কহি করাইল গ্রন্থ শুভারম্ভ ॥ দোঁহে গোস্বামির গ্রন্থ করে অধ্যয়ন। দোঁহার অদ্ভুত চেষ্টা না হয় বর্ণন ॥ দোঁহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্নেহ অতি। ঐছে নিজগণ আসি মিলে নিতি নিতি ॥ এক দিন আচার্য্যঠাকুর যাজিগ্রামে। সরোবরতটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে ॥ গণসহ বৈসে তথা তেজ সূর্য্যপ্রায়। সকরুণ-নয়নে পথের পানেচায় ॥ দেখে একজন দিব্য দোলার উপর। সুসজ্জে বিবাহ করি যায় নিজঘর ॥ কন্দর্পসমান শোভা

ভূষণে ভূষিত। অতি সুকোমল তনু জিনি নবনীত॥ রূপে হেমকেতকী চম্পক—মদ হরে। শিরে সুচিক্কণ কেশ ঝলমল করে॥ উজ্জ্বল ললাট ভুরু নেত্র মনোরম। শ্রবণ নাসিকা গণ্ড ছটা নিরুপম॥ বদনচন্দ্রমা চারু অরুণ অধর। সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ বক্ষ পরিসর॥ মধুর উদর নাভি বলিত ত্রিবলী। বাহু জানুলম্বিত ললিত করাঙ্গুলি॥ ক্ষীণ মধ্যদেশ জানু সুন্দর চরণ। পরিধেয় সূক্ষ্ম নব অপূর্ব্ব বসন॥ দেখিয়া আচার্য্য ঐছে করয়ে বিচার। গন্ধর্ব্বতনয় একি অশ্বিনীকুমার॥ কি অপূর্ব্ব যৌবন দেবতা মনে লয়॥ এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ঐছে বিচারিয়া পুছে সঙ্গিলোক প্রতি। কি নাম কি জাতি এ পাত্রের কোথা স্থিতি॥ কেহ প্রণমিয়া কহে এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র নাম কবিনৃপতি বিদিত॥ দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বিপ্রবর। বৈদ্যকুলোদ্ভব বাস কুমারনগর॥ এ সব শুনিয়া শ্রীআচার্য্য দয়াময়। মন্দ মন্দ হাসিয়া গেলেন নিজালয়॥ রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে এ সব শুনিয়া। আচার্য্যে দর্শন কৈল দোলায় থাকিয়া॥ আত্ম সমর্পিয়া ঐছে চিন্তে মনে মনে। পুনরায় দর্শন করিব কত ক্ষণে॥ পরম সুধীর মৌন ধরিয়া রহিলা। বাটী গিয়া মহাকষ্টে দিবা গোঙাইলা॥ রাত্রি যোগে আসি এক বিপ্রের আলয়ে। আচার্য্যচরণ চিন্তে অধৈর্য্য হৃদয়ে॥ রজনী প্রভাতে আচার্য্যের আগে গিয়া। করয়ে ক্রন্দন আচার্য্যেরে নিরখিয়া॥

ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায় পড়িয়া ভূমিতে। বার বার প্রণময়ে নারে স্থির হৈতে॥ গদ গদ স্বরে যে কহয়ে আচার্য্যেরে। সে সব শুনিতে ঐছে কে বা ধৈর্য্য ধরে॥ আচার্য্য-চরণে নিজ মস্তক অর্পিয়া। ভূমে পড়ি রহে ধূলি ধূষরিত হৈয়া॥ আচার্য্য সুবাহু তাঁর ধরি দুই করে। উঠাইয়া হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করে॥ মস্তকে ধরিয়া হস্ত আশীর্ব্বাদ করি। অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে ধীরি ধীরি॥ জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়। অদ্য বিধি মিলাইল হইয়া সদয়॥ ঐছে নরোত্তমে মিলাইলা বৃন্দাবনে। নিরন্তর কে বা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে॥ তেহোঁ এক নেত্র তুমি দ্বিতীয় নয়ন। দোঁহে মোর নেত্র ভুজদ্বয় দুই জন॥ রামচন্দ্র নরোত্তম নাম শ্রবণেতে। স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥ রামচন্দ্র চিত্তবৃত্তি আচার্য্য জানিল। শ্রীনরোত্তমের কথা বিস্তারি কহিল॥ শুনি রামচন্দ্র মনে উপজিল যাহা। রামচন্দ্র আচার্য্যে না জানাইল তাহা॥ হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহয়ে ধীরে ধীরে। মনে যে কহিলা তাহা হইব অচিরে॥ ঐছে কহি অতি অনুগ্রহ প্রকাশিল। গোস্বামির গ্রন্থ পাঠারম্ভ করাইল॥ দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি উল্লাসিত মনে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল শুভ ক্ষণে॥ শিষ্য হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে। বাঢ়িল অদ্ভুত প্রেম দিবসে দিবসে॥ এ সব প্রসঙ্গ কবিরাজ কর্ণপূর। নিজকৃত গ্রন্থে বর্ণিলেন সুমধুর॥ আচার্য্যস্বরূপ রামচন্দ্র প্রেমময়।

শুনিলে এ সব ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল দর্শনাদি বর্ণনং নাম অষ্টমস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

# নবমতরঙ্গ ॥

——०:*:०——

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র। জয় পদ্মাবতীর নন্দন নিত্যানন্দ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত নাভাদেবীর কোঙর। জয় রত্নাবতীর তনয় গদাধর॥ জয় শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ। মু হেন মূর্খের কর বাঞ্ছিত পূরণ॥ জয় জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুণ হইয়া সদয়॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা বনবিষ্ণুপুরে। আচার্য্য দর্শন লাগি উদ্বিগ্ন অন্তরে॥ রাজা এই চিন্তা সদা করে মনে মনে। বিষ্ণুপুরে প্রভু বা আসিব কত দিনে॥ মো অতি অনাথ মোর কেহ নাহি আর। প্রভু বিনা তিলে তিলে দেখি অন্ধকার॥ কে বা না পাইল দুঃখ মোর আচরণে। গোস্বামি সবারে পীড়া দিনু বৃন্দাবনে॥ কৈনু অপরাধ ঐছে কেহ নাহি করে। সে সবে কি অনুগ্রহ কয়িব আমারে। ঐছে কত করি মনে রহে মৌন ধরি। সম্বরে নেত্রের ধারা কত যত্ন করি॥ রাজারে উদ্বিগ্ন দেখি পাত্র মিত্রগণে। করয়ে সান্ত্বনা অতিমধুর বচনে॥ এই অল্প দিন হৈল গেলা এথা হৈতে। বুঝিয়ে বিলম্ব কিছু হইবে আসিতে॥ নহিবে ভাবিত তেহোঁ তুয়া ভক্তিরস। সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই তোমার সুযশ॥ তাঁর অনুগ্রহে সকলের অনুগ্রহ। ইথে মহারাজ কিছু না কর সন্দেহ॥ যদি কহ

ব্রজস্থ প্রভুর প্রিয়গণে। করিব নিগ্রহ ইহা না করিহ মনে॥ এত কহিতেই ব্রজ হৈতে দুই জন। আইলেন গোস্বামির লইয়া লিখন॥ দোঁহে দেখি রাজা মহা অস্তব্যস্ত হৈলা। ভূমিতলে পড়িয়া দোঁহারে প্রণমিলা॥ ঐছে রীত দেখি দোঁহে হৈয়া স্তব্ধপ্রায়। রাজা প্রতি কহে কিছু মধুর ভাষায়॥ বৃন্দাবনে যৈছে সবে প্রশংসে তোমারে। সাক্ষাতে তা দেখি সুখ বাঢ়িল অন্তরে॥ পত্রিকা লইয়া আইনু গোস্বামি সবার। এই পত্রী আচার্য্যের এ পত্রী তোমার॥ এত কহি রাজারে দিলেন পত্রী দ্বয়। পত্রী লৈয়া রাজা নেত্র মস্তকে ধরয়॥ হর্ষে নিজভাগ্য প্রশংসিয়া বার বার। পড়ে নিজপত্রী নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীজীব গোসাঞির মহা মধুর অক্ষর। যে শুনে তাহার হয় অধৈর্য্য অন্তর॥ পত্রী পড়ি রাজা মহা উল্লাসে কহয়। মু হেন অধমে সবে হইলা সদয়॥ অদোষ-দরশী সে প্রভুর ভক্তগণ। ঐছে কত কহে অশ্রু নহে নিবা-রণ॥ রাজার অদ্ভুত চেষ্টা দেখে ভাগ্যবান্। রাজা সে দোঁহার কৈল পরমসন্মান॥ যাজিগ্রামে গোস্বামির পত্রী পাঠাইতে। নিজ সমাচার পত্রী লিখিল ত্বরিতে॥ দুই পত্রী নিজ দুই লোকে সমর্পিল। দোঁহে যাজিগ্রামে আসি আচার্য্যেরে দিল॥ গোস্বামির পত্রী মাথে বন্দিলা যতনে। পড়িতে আনন্দধারা বহে দুনয়নে॥ আচার্য্যঠাকুর কতক্ষণে স্থির হৈলা। তবে সেই মনুষ্য রাজার পত্রী দিলা॥ পত্রী পড়ি আচার্য্যের প্রসন্ন-

হৃদয়। পত্রে ব্যক্ত দর্শন আকাঙ্ক্ষা অতিশয়॥ আচার্য্য রাজায় শীঘ্র পত্রিকা লিখিল। যাইতে বিলম্ব কিছু পত্রে জানাইল॥ আর যে যে সমাচার লিখিল তাহাতে। পত্রিকা দিলেন সেই মনুষ্যের হাতে॥ পত্রী লৈয়া লোক বনবিষ্ণুপুরে গেলা। পত্রী পাঠে রাজা মহা আনন্দ পাইলা॥ এথা শ্রীআচার্য্য শিষ্যগণেরে পড়ায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি কহি গর্জ্জে সিংহপ্রায়॥ আচার্য্যের এই এক চিন্তা নিরন্তর। প্রায় অদর্শন হৈলা প্রভু পরিকর॥ যে কেউ আছেন সে সবার স্থির নয়॥ ঐছে বিচারিতে অতি-ব্যাকুলহৃদয়॥ চিত্তস্থিরমাত্র ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে। আচার্য্যের বিদ্যাবল ব্যাপয়ে সংসারে॥ নানাদেশ হৈতে যে আইসে বিদ্যাবান্। সে সবে পড়ান ভক্তিরত্ন দিয়া দান॥ গোস্বামির গ্রন্থ অধ্যয়নের কারণ। এক দিন আইলা দুই ক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মণ॥ পূর্ব্বে যে আইলা মিলি তাঁসবার সনে। চলিলেন আচার্য্যঠাকুর সন্নিধানে॥ ভক্তিপূর্ব্ব দোঁহে আচার্য্যেরে প্রণমিলা। আচার্য্য প্রণমি দোঁহে আলিঙ্গন কৈলা॥ দোঁহে জিজ্ঞাসয়ে শ্রীক্ষে-ত্রের সমাচার। দোঁহে কহে কহিতে দুঃখের নাহি পার॥ প্রভু পরিকর যে ছিলেন নীলাচলে। নেত্র অগোচর প্রায় হইতেছে সকলে॥ তথা গিয়াছিলা শ্যামানন্দ প্রেমময়। যে দেখিল তাঁর দশা কহিল না হয়॥ কুন কুন মহান্তের দর্শন পাইলা। সে সবার সঙ্গোপনে মৃতপ্রায় হৈলা॥ বিদরে পাষাণ দারু শুনি সে ক্রন্দন। প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন॥

কুন কুন ভাগবত তাঁরে প্রবোধিলা। বিচ্ছেদে ব্যাকুল তেহোঁ বৃন্দাবন গেলা॥ শুনি আচার্যের দুই নেত্রে ধারা বয়। সে দশা দেখিতে কার হিয়া না দ্রবয়॥ আচার্য্য আপনা প্রবোধিয়া সেই ক্ষণে। গোস্বামির গ্রন্থ পড়ায়েন দুই জনে॥ নবদ্বীপ হৈতে এক বৈষ্ণব আসিয়া। মিলিল আচার্য্যে অতি-ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীআচার্য্য অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসয়। কহ নবদ্বীপের সংবাদ কৈছে হয়॥ তেঁহো কহে শুক্লাম্বর আদি ভক্তগণ। এই অল্প দিনে হইলেন অদর্শন॥ এত কহিতেই কেহো আসিয়া কহিলা। দাসগদাধর অদ্য সঙ্গোপন হৈলা॥ শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য নারে স্থির হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ সে দশা দেখিয়া চিন্তা করে সর্ব্বজন। প্রভু ইচ্ছা হৈতে হৈল কিঞ্চিৎ চেতন॥ করি কত বিলাপ কান্দয়ে উচ্চস্বরে। উঠিল ক্রন্দন রোল আচার্য্যের ঘরে॥ সে কান্দন শুনিতে কান্দয়ে পশু পাখী। যে দেখিল সে সময়ে সেই তার সাখী॥ স্থির হৈয়া আচার্য্য কহেন সর্ব্বজনে। আমারে যাইতে শীঘ্র হবে বৃন্দাবনে॥ করিবে তোমরা সবে গ্রন্থানুশীলন। অর্থস্ফুরাবেন প্রভু রূপসনাতন॥ এত কহি গ্রন্থ পড়ায়েন শিষ্যগণে। প্রকারে আচার্য্য বর দিলা সর্ব্বজনে॥ এক দিন শ্রীআচার্য্য চিন্তয়ে অন্তরে। প্রায় সবে ছাড়ি গেলা মু হেন দুঃখিরে॥ এত চিন্তিতেই কেহো কহে উচ্চকরি। অদর্শন হৈলা শ্রীঠাকুর নরহরি॥ ঐছে বাক্যবজ্রাঘাতে স্থির নাহি

শঙ্কে। ভূমিতে লোটায় একি হৈল বলি কান্দে॥ করিতে ক্রন্দন রজনীর শেষ হৈল। ছাড়িব জীবন এই মনে দঢ়াইল॥ প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা হৈল অকস্মাৎ। স্বপ্নচ্ছলে দোঁহে শীঘ্র হইলা সাক্ষাৎ॥ প্রভু দাসগদাধর প্রভু নরহরি। করয়ে প্রবোধ আচার্য্যের করে ধরি॥ এ নহে উচিত তুমি যে করিলা মনে॥ সদা আছি আমরা তোমার সন্নিধানে॥ এত কহি শ্রীনিবাসে করি আলিঙ্গন। স্নেহাবেশে দোঁহে হইলেন অদর্শন॥ দুঁহু অদর্শনে দুঃখ হইল অশেষ। শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি-শেষ॥ না জানি কি রামচন্দ্রে কহিয়া নিভৃতে। বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনী প্রভাতে॥ অতিশীঘ্র মথুরা নগরে প্রবেশিলা। শ্রীবিশ্রাম ঘাটেতে যমুনা স্নান কৈলা। তথা এক মাথুরব্রাহ্মণ দূরহৈতে। শ্রীনিবাসে দেখি মহাবিহ্বল স্নেহেতে॥ গৌড়ে গিয়া শীঘ্র কেনে আগমন হইল। ঐছে বিচারিতে মনে উদ্বেগ জন্মিল॥ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার। শ্রীনিবাস নিবেদিল করি নমস্কার॥ ব্রজের মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে শ্রীনিবাস। কহয়ে মাথুর বিপ্র ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥ মাঘমাসে হৈল এথা তোমার গমন। দিন দশ আগে আইলে পাইতা দরশন॥ মাঘকৃষ্ণা একাদশী দিনে কি আশ্চর্য্য। সঙ্গোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য॥ শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রের ধারায়। নহিল দর্শন বুলি ভূমিতে লোটায়॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি বিপ্র মহাধীর। অনেক প্রকারে শ্রীনিবাসে কৈলা স্থির॥ তথা

হৈতে শ্রীনিবাস গিয়া বৃন্দাবন। গোস্বামি সবার কৈল চরণ-দর্শন॥ সে দিবস বসন্তপঞ্চমী তিথি হয়। শ্রীগোবিন্দমন্দিরে সকলে বিলসয়॥ শ্রীগোপালভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ। শ্রী-জীব গোস্বামি আদি প্রিয়বর্গ সাঁথ॥ অকস্মাৎ শ্রীনিবাসে দেখিয়া সকলে। স্নেহাবেশে ধরি করিলেন সবে কোলে॥ ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে শ্রীনিবাস। দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা সবার উল্লাস॥ শ্রীনিবাসে কুশল সকলে জিজ্ঞাসিল। আদ্যো-পান্ত শ্রীনিবাস সব নিবেদিল॥ শুনি গৌরচন্দ্র প্রিয়ভক্ত সঙ্গোপন। ব্যাকুল হইয়া সবে করেন ক্রন্দন॥ কেহ কহে শ্রীনিবাসে দেখি কৈলু মনে। এত শীঘ্র ইহাঁর গমন হৈল কেনে॥ পাইলা দারুণ দুঃখ এ হেতু গমন। ঐছে কত কহি প্রবোধয়ে সর্ব্ব জন॥ হরিদাসাচার্য্য অদর্শন জানাইতে। সবে যৈছে হৈলা তাহা কে পারে কহিতে॥ শ্রীনিবাসে স্থির করি সবে স্থির হৈলা। গোবিন্দের রাজভোগ আরতী দেখিলা॥ শ্রীনিবাস করি রাধাগোবিন্দদর্শন। প্রেমেতে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন॥ গোস্বামিসকল প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া। ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন পা'য়া॥ নিজ নিজ বাসা সবে গমন করিলা। শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা॥ হেন কালে শ্যামানন্দ আইলা ক্ষেত্রহৈতে। গোস্বামিরে প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে॥ স্নেহাবেশে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন। কহিলেন সুধাময় মধুর বচন॥ শ্যামানন্দে যৈছে

স্নেহ কে কহিতে পারে। ঐছে কৈল মন স্থির হয় যে প্রকারে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন জানাইয়া। রহিলেন কিছু কাল নিভৃতে বসিয়া॥ শ্যামানন্দ দেখিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ ভূমে পড়ি প্রণমিল মনের উল্লাসে॥ শ্রীনিবাস যথাযোগ্য আচরণ করি। বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি॥ পরস্পর কহিয়া সকল সমাচার। নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ মনে করি গোস্বামির প্রবোধ বচন। কতক্ষণে স্থির হইলেন দুই জন॥ শ্যামানন্দে আচার্য্য রাখিয়া সেই খানে। শীঘ্র করি গেলেন শ্রীযমুনা সিনানে॥ স্নান করি জীবগোস্বামিরে নিবেদিয়া। শ্রীভট্টগোস্বামিপদে প্রণমিল গিয়া॥ এই রূপ সর্ব্বত্রই করিয়া ভ্রমণ। শ্রীজীব নিকটে করে গ্রন্থানুশীলন॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্নহৃদয়। দেখি আচার্য্যের বিদ্যা প্রভাবাতিশয়॥ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা। আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা॥ আচার্য্যের হইল অতি আনন্দ অন্তর। গোস্বামির গ্রন্থচর্চ্চা করে নিরন্তর॥ ঐছে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈসে বৃন্দাবনে। গৌড়েতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য বিহনে॥ এক দিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন। রামচন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন॥ হইল সকল শূন্য কহিতে কি আর। বৃন্দাবন যাহ শীঘ্র এ কার্য্য তোমার॥ এত কহি পথের সন্ধান জানাইলা। সেই ক্ষণে রামচন্দ্র যাজিগ্রাম আইলা॥ তথা রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার। শ্রী-

আচার্য্য বিনা সব হইল অন্ধকার॥ না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন। আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন॥ রামচন্দ্র সকলের পায়া অনুমতি। আইলেন নিজগৃহে হৈয়া হর্ষ অতি॥ রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে। শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কতদিনে॥ হইলে তাঁহার সঙ্গ যাবে সব দুখ। দরশন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ॥ প্রভু গৃহে রহিতে নারিব তাহা বিনে। তথা গতায়াত করিবেন গণসনে॥ ঐছে স্থানে রহি যাতে সুখ সর্ব্বমতে। স্থান স্থির হৈল মনে ঐছে বিচারিতে॥ মহাপ্রভু-অন্তর বুঝে হেন কার শক্তি। কাহুকে না প্রকাশিল নিজ মনোবৃত্তি॥ নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্। কার্য্যেতে চাতুর্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান॥ অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে নিভৃতে। যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে॥ এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥ আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম * বহু দিন হৈতে। তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥ শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি। নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥ তাহে এই গঙ্গা-পদ্মা-বতী- মধ্য-স্থান। পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া বুধরি নামে গ্রাম॥ অতি গণ্ডগ্রাম শিষ্টলোকের বসতি। যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥ শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল গতায়াত। সকলে জানেন তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥ তথা বাস হৈলে

* ভৌম—ভূমিসম্পত্তি।

অনেকের সুখ হয়। গোবিন্দ কহয়ে এই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥ গোবিন্দের বাক্যে রামচন্দ্র হর্ষ হৈলা। পরমার্থ রীত বহু উপদেশ কৈলা॥ রামচন্দ্র রজনীপ্রভাতে ভ্রাতা স্থানে। বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা বৃন্দাবনে॥ আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ * মাসশেষে। রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে॥ শ্রীগোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিয়া। কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিয়া॥ তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত। সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত॥ আসিয়া মিলিলা ভদ্র লোক ভাগ্যবান্। সবে করি দিলেন অপূর্ব্ব বাসস্থান॥ সবে মহাসুখী গোবিন্দের সদ্গুণেতে। গোবিন্দ পাইলা সুখ সবার স্নেহেতে॥ ঐছে বিলসয়ে এক চিন্তামাত্র সবে। শ্রীআচার্য্য চরণ কিঙ্কর হব কবে॥ কবে শ্রীআচার্য্য প্রভু দীক্ষা মন্ত্র দিব। উদ্ধারিয়া অধমে আপন করি নিব॥ ঐছে খেদ গোবিন্দ করয়ে অনুক্ষণ। ইথে কহি গোবিন্দের পূর্ব্ব বিবরণ॥ কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার। ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর॥ গীতপদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন। শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিগণ॥ ভগবতী প্রতি ঐছে হইল যেন মতে। তাহার কারণ এবে কহি সংক্ষেপেতে॥ শক্তিউপাসক মাতামহ দামোদর। ভগবতী যাঁর বশীভূত নিরন্তর॥ দামোদর কবিরাজ সর্ব্বত্র প্রচার। তাঁর কন্যা

* মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ মাস

সুনন্দা গোবিন্দ পুত্র যার ॥ মাতৃগর্ভে গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ নাহি হয়। তাহাতে মাতার কষ্ট হইল অতিশয় ॥ দাসী শীঘ্র কহিলেন কবিরাজ প্রতি। সে সময়ে কবিরাজ পূজে ভগবতী ॥ কথা না কহিয়া নেত্র হস্ত ভঙ্গীদ্বারে। শ্রীদুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখায় দাসীরে ॥ লৈয়া যাহ ইহা শীঘ্র করাহ দর্শন। হইব প্রসব দুঃখ হবে নিবারণ ॥ কহিল ভঙ্গিতে যাহা তাহা না-বুঝিল। শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়াইল ॥ হইল প্রসব পুত্র পরমসুন্দর। দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈলা যৈছে শশধর ॥ জন্ম হইল ভগবতী-যন্ত্রোদক পানে। এই এক হেতু ইহা জানে সর্ব্বজনে ॥ অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন সঙ্গহীন। না বুঝিল কুল কর্ম্ম কহয়ে প্রাচীন ॥ আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয়। তাঁর সঙ্গাধীন আর এই এক হয় ॥ উত্তম মধ্যমাধম সঙ্গ শাস্ত্রে কয়। যে যৈছে করয়ে সঙ্গ সেহো তৈছে হয় ॥ ভগবতীপ্রতি আর্ত্তি এ দুই প্রকারে। সবে উপদেশে ভগবতী পূজিবারে ॥ ভগবতী বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়। এই মত উপদেশ গোবিন্দ করয় ॥ রামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য স্থানে শিষ্য হৈতে। গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে ॥ ভগবতী-পাদপদ্ম কৈলে আরাধন। নহিবে কি এ ভববন্ধাদি বিমোচন ॥ হেনকালে অলক্ষে কহয়ে ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি ॥ শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল। ভজিব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দঢ়াইল ॥ আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য হইব সর্ব্বথা।

তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা॥ ঐছে বিচারিয়া চলিতেই যাজিগ্রামে। শুনিলেন শ্রীআচার্য্য গেলা বৃন্দাবনে॥ গোবিন্দের চিত্তে খেদ হৈল অতিশয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে বিচায়॥ বৈষ্ণবগণেও মোর হিতচিন্তা কৈল। কহিল পিতার বার্ত্তা তাহা না শুনিল॥ মোর পিতা চিরঞ্জীবসেন বিদ্যাবান্। চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান॥ এ হেন সন্তান হৈয়া গেলু ছারে খারে। এ কেবল কর্ম্মদোষ কি বলিব কারে॥ মোর সম জগতে অধম নাই আর। মনে যে করিনু তাহা নহিল আমার॥ যদি আচার্য্যের কভু করিতু দর্শন। তবে কিনা ফিরিত আমার দুষ্ট মন॥ মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্যপ্রভুর দরশনে। ফিরিল সে মন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে॥ তাঁরে শ্রীআচার্য্যপ্রভু অনুগ্রহ কৈল। মোর কর্ম্মদোষে তাঁর দর্শন না হইল॥ কি করিব কোথা যাব কি হবে আমার। এত কহি কান্দে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে। অভিলাষ পূর্ণ হবে অলপ দিবসে॥ সেই দিন হৈতে কৃষ্ণে হৈল রতি মতি। দেখি ঐছে চেষ্টা রামচন্দ্র হর্ষ অতি॥ এইত কহিল গোবিন্দের পূর্ব্বরীত। এ সব শ্রবণে কৃষ্ণচন্দ্রে হয় প্রীত॥ তেলিয়া বুধরিগ্রামে গোবিন্দের স্থিতি। তেলিয়ায় নির্জ্জনস্থানেতে প্রীত অতি॥ বুধরি পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম। তথা সর্ব্বারম্ভে বাস সেহ রম্যস্থান॥ বুধরি প্রসিদ্ধ বাসে ব্যক্ত সর্ব্ব ঠাঁই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনা

গোবিন্দের ধৈর্য্য নাই॥ কহিতে কি এথা উৎকণ্ঠিত হৈয়া অতি। রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলা শীঘ্র গতি॥ রামচন্দ্রে দেখি লোক করে ধাওয়া ধাই। সবে কহে এমন কখনু দেখি নাই॥ গৌড়-দেশ হৈতে হৈল ইহাঁর গমন। না জানিয়ে এহোঁ কোন রাজার নন্দন॥ কেহ কহে অহে এ মনুষ্য কভু নয়। ইহোঁ কোন দেবতা মনেতে এই হয়॥ কেহ গিয়া কহে জীব-গোসাঞির অগ্রেতে। অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা গৌড় হৈতে॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরকান্তি কনক জিনিয়া। তারে দেখি না জানি কেমন করে হিয়া॥ মন্দ মন্দ চলে চারু চতুর্দ্দিকে চায়। বিপুল পুলকাবলি শোহে সর্ব্বগায়॥ বৃন্দাবন শোভা দেখি কি ভাব অন্তরে। দীর্ঘ দুই নয়নে অদ্ভুত অশ্রু ঝরে॥ ইহা শুনি শ্রীজীব আচার্য্যে জিজ্ঞাসিলা। আচার্য্য কহেন বুঝি রাম-চন্দ্র আইলা॥ পূর্ব্বে শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্র বিবরণ। করিয়া-ছিলেন গোস্বামিয়ে নিবেদন॥ শ্রীজীব-গোস্বামী কহে রামচন্দ্র কোথা। লোকে নিদেশয়ে শীঘ্র তাঁরে আন এথা॥ এত কহি-তেই রামচন্দ্র তথা আইলা। শ্রীআচার্য্য-গোস্বামির পদে প্রণমিলা॥ দোঁহে রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া বার বার। বসাইয়া নিকটে জিজ্ঞাসে সমাচার॥ রামচন্দ্র প্রথমেই কৈল নিবেদন। যে কহিল খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন॥ আর যে যে বৈষ্ণব যে কহিতে কহিল। তাহা কহি তাঁ সবার চেষ্টা জানাইল॥ গ্রন্থ অধ্যয়ন আদি যৈছে তা কহিতে। হইল অধৈর্য্য ধৈর্য্য ধরিল

যত্নেতে ॥ গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ তীর্থ হৈয়া। যৈছে ব্রজে আইলা তা কহিল বিবরিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামী রামচন্দ্রের কথায়। জানিলেন মহাদুঃখ ব্যাপিল তথায় ॥ গৌড়ে শ্রীনিবাসে শীঘ্র চাহি পাঠাইতে। ঐছে বিচারিয়া হৈলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥ রামচন্দ্রে কহি কত মধুর বচনে। লৈয়া গেলা রাধাদামোদরের দর্শনে। রামচন্দ্র রাধাদামোদরে নিরখিয়া। নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥ শ্রীরূপগোসাঞির দেখি সমাধি তথায়। না রহে ধৈরযলেশ ধরণীলোটায় ॥ হা হা প্রভু রূপ বলি ক্রন্দন করয়। শ্রীজীব করিয়া কোলে কত প্রবোধয় ॥ রামচন্দ্র স্থির হইলেন কত ক্ষণে। ঐছে প্রেমাবেশ হয় সর্ব্বত্র দর্শনে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথে মদনমোহন। রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ ॥ এ সব দর্শনে সুখ অশেষ হইল। সনাতনগোস্বামির সমাধি দেখিল ॥ সমাধি দর্শনে মহাব্যাকুল হইলা। কাশীশ্বরপণ্ডিতের সমাধি দেখিলা ॥ রঘুনাথভট্টের সমাধি নিরখিয়া। কি বলিব যেরূপ বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥ শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথ কৃপাময়। শ্রীভূগর্ভ আদি কৃপা কৈল অতিশয় ॥ রামচন্দ্র আইলা ইহা সর্ব্বত্র ব্যাপিল। দেখিতে কাহার মনে সাধ না জন্মিল ॥ রামচন্দ্র আরীটগ্রামেতে শীঘ্র গেলা। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখি স্নান কৈলা ॥ প্রণমিলা রঘুনাথদাস-গোস্বামিরে। তেঁহো স্নেহে আলিঙ্গিয়া সিঞ্চে নেত্র নীরে ॥ শ্রীরামচন্দ্রের শুনি কবিত্ব মধুর। যে

কৃপা করিল তাহা বচনের দূর ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যত জন। তা সবা সহিত হৈল অপূর্ব্ব মিলন॥ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দর্শন করিলা। ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে মহাহর্ষ হৈলা॥ বৃন্দাবনে শ্রীভট্ট গোস্বামি আদি যত। সবে রামচন্দ্রে প্রশংসয়ে অবিরত॥ শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার। কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার॥ কহিতে কি শ্রীরামচন্দ্রের গুণগণ। যার ইষ্টনিষ্ঠা-যশ গায় সর্ব্ব জন॥ রামচন্দ্র নিজ ইষ্ট আচার্য্য-সঙ্গেতে। ভট্টগোস্বামির সেবা করে নানা মতে॥ বৃন্দাবনে যৈছে বিলসয়ে দুই জন। বাহুল্য-ভয়েতে তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্রীজীবগোসাঞির সুখ বাঢ়ে নিরন্তর। দেখি গুরু শিষ্যের চরিত্র মনোহর॥ শ্রীগৌড়গমন আচার্য্যেরে জানাইলা। আচার্য্য সর্ব্বত্র শীঘ্র বিদায় হইলা॥ বৈশাখের পূর্ণিমা দিবস শুভ তিথি। রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা তথি॥ মহামহোৎসব ভট্টগোস্বামি-বাসায়। দেখিলেন শ্রীনিবাস উল্লাস হিয়ায়॥ সেই দিন শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহাবেশে। যাত্রা করাইলা গৌড়ে প্রিয় শ্রীনিবাসে॥ পূর্ণিমার পরদিন শ্রীজীবগোসাঞি। শ্যামানন্দে সমর্পিলা আচার্য্যের ঠাঁই॥ যে যে গ্রন্থ পূর্ব্বে পরিশোধন করিল। তাহা লোক সঙ্গতি করিয়া সঙ্গে দিল॥ গোস্বামী সকল গোবিন্দের মন্দিরেতে। হইলা ব্যাকুল সবে বিদায় করিতে॥ শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিয়া। চলে গোবিন্দের মুখচন্দ্র নিরখিয়া॥ রামচন্দ্র শ্যামানন্দ ব্যাকুল

অন্তরে। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে গোস্বামি-সবারে॥ শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া চলে কথো দূর। পুনঃ পুনঃ নিষেধয়ে আচার্য্য ঠাকুর॥ বাসায় বলিলা সবে বিদায় করিয়া। আচার্য্য চলিলা শীঘ্র মথুরা হইয়া॥ কথো দিনে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিতে। আগুসরি আইলা রাজা মহাহর্ষ চিতে॥ আচার্য্য প্রভুর পাদ-পদ্ম নিরখিয়া। করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া॥ আচার্য্য রাজার শিরে অর্পিয়া চরণ। ধরি বাহুমূলে তুলি কৈল আলি-ঙ্গন॥ রামচন্দ্র শ্যামানন্দ গুণের আলয়। আচার্য্য দিলেন এ দোঁহার পরিচয়॥ রাজা বীরহাম্বীর পড়িয়া ভূমিতলে। দুঁহু পদে প্রণমি ভাসয়ে নেত্রজলে॥ উল্লাসে কহয়ে রাজা কি ভাগ্য আমার। প্রভুর কৃপায় পাইলু চরণ দোঁহার॥ দোঁহে বীরহাম্বীরে করিয়া আলিঙ্গন। পাইলেন যে আনন্দ না হয় বর্ণন॥ রাজপাত্রাদিক যে রাজার সঙ্গে আইলা। সে সকলে আনন্দ- সমুদ্রে মগ্ন হৈলা॥ প্রভুরে লইয়া রাজা গেলা বাসা-স্থান। নেত্র ভরি দেখে গ্রামবাসী ভাগ্যবান্॥ আচার্য্য ঠাকুর আইলা বনবিষ্ণুপুরে। সর্ব্বত্র ব্যাপিল পরস্পর লোকদ্বারে॥ বনবিষ্ণুপুরে শ্রীআচার্য্য গণসনে। বিলসয়ে দিবসরজনি সঙ্কীর্ত্তনে॥ শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের অলৌকিক রীত। কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের প্রীত॥ দিন দশ শ্যামানন্দে রাখি বিষ্ণু-পুরে। উৎকলে বিদায় করে ব্যাকুল অন্তরে॥ শ্যামানন্দ যাইবেন উৎকল-দেশেতে। ইথে রাজা অধৈর্য্য হইয়া চিন্তে

চিতে॥ মহান্তের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কার। সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া করে জীবের উদ্ধার॥ এথা কথো দিবস নহিল অবস্থিতি। পুন যে দেখিব ঐছে না কৈলু সুকৃতি॥ এতেক চিন্তিয়া বহু দ্রব্য যত্ন মতে। লৈয়া আইলা শ্রীআচার্য্য প্রভুর অগ্রেতে॥ আচার্য্য দেখিয়া সুখ পাইলেন মনে। অগ্রে লৈয়া সামগ্রী চলিলা ভারিগণে॥ শ্যামানন্দ রাজার করিল মনোহিত। অন্যে কি বুঝিব শ্যামানন্দের যে রীত॥ আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারি। শ্যামানন্দে কহে কত আলিঙ্গন করি॥ শ্যামানন্দ সিক্ত আচার্য্যের নেত্রজলে। আচার্য্যেরে প্রণময়ে পড়ি মহীতলে॥ শ্যামানন্দ করে ধরি আচার্য্য ঠাকুর। স্নেহাবেশে সঙ্গেতে চলয়ে কথো দূর॥ শ্যামানন্দ কহি কত আচার্য্য ঠাকুরে। ফিরাইলা আচার্য্য গেলেন বাসাঘরে॥ রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সবা স্থানে। হইলা বিদায় যৈছে বর্ণিতে কে জানে॥ বিদায়ের কালে রাজা যাহা নিবেদিল। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বর্ণিল॥ শ্যামানন্দ চলে মহা ব্যাকুল হইয়া। কান্দয়ে সকল লোক সে পথ চাহিয়া॥ বনবিষ্ণুপুর হৈতে বহু জন সনে শ্যামানন্দ উৎকলে গেলেন অল্প দিনে॥ সর্ব্বত্রেই বিদিত হইল আগমন। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন॥ শ্রীরসিকানন্দ-আদি মহাহর্ষ হৈলা। শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা॥ সমাচার পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুর। পত্রীপাঠে হর্ষ হৈলা

আচার্য্য ঠাকুর ॥ বিষ্ণুপুরে আচার্য্য রহিলা দুই মাস। অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥ দেখিয়া রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার। আচার্য্যের মনেতে হইল চমৎকার ॥ পূর্ব্বে কহিলেন যাহা তাহা সূচাইয়া। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীকাম গায়ত্রী অর্থ যত্নে শুনাইল। হরিনাম জপের নির্ব্বন্ধ করাইল ॥ প্রিয় রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা। জানিবে বিশেষ ইহাঁ স্থানে জানাইলা ॥ দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে বারে বারে। শ্রীজীব গোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে ॥ শ্রীচৈতন্য দাস নাম থুইল তোমার। শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ সর্ব্বাঙ্গে পুলক ধৈর্য্য ধরণে না যায়। ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে প্রভু-পায় ॥ কর যোড় করিয়া কহয়ে বার বার। তুয়া অনুগ্রহে সব সফল আমার ॥ ঐছে কত কহে দাঁড়াইয়া প্রভুপাশে। সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে ॥ রাজা বীরহাম্বীরের রাণী সুলক্ষণা। আচার্য্য প্রভুরে কত করিলা প্রার্থনা ॥ আচার্য্য প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা। পাইয়া যুগলমন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা ॥ শ্রীধাড়িহাম্বীর যোগ্য রাজার তনয়। তাঁরে শিষ্য কৈলা শ্রীআচার্য্য দয়াময় ॥ হৈল বীরহাম্বীরের পরম উল্লাস। শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু তাঁর করে অভিষেক। দেখে ভাগ্যবন্ত লোক কৌতুক অনেক ॥ কেহ কহে কালাচাঁদ কিবা মনোহর। সাক্ষাৎ হইল একি ব্রজেন্দ্র কুমার ? ॥ কেহ কহে রাজার ভাগ্যের

সীমা নাই। হেন শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই॥ রাজার যেমন মনোবৃত্তি তৈছে হৈলা। দেখি কালাচাঁদ-শোভা কেবা না ভুলিলা॥ ঐছে কত কহে চাহি কালাচাঁদ পানে। অভি-ষেক উৎসব বর্ণিব কিবা আনে॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু কৃপা করিয়া রাজায়। সমর্পিল শ্রীকালাচাঁদের দুটি পায়॥ আচার্য্য বিহনে রাজা না জানয়ে আর। আচার্য্যের পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব রাজার॥ আচার্য্যের গুণে হিয়া উমড়ে সদায়। স্বপনেও রাজা আচার্য্যের গুণ গায়॥ এক দিন স্বপ্নে গীত করিল বর্ণন। মহানন্দে রাণী কিছু করিল শ্রবণ॥ জাগিয়া বসিতে রাজা রাণী নিবেদয়। স্বপ্নেতে বর্ণিলা কি অপূর্ব্ব গীতদ্বয়॥ কহি-তেও ভয়, না কহিলে প্রাণ ঝুরে। অনুগ্রহ করিয়া শুনাও এ দাসীরে॥ রাজা কত দৈন্য প্রকাশিয়া মৃদু ভাষে। সুমধুর গীত পাঠ করে প্রেমাবেশে॥

কামোদঃ॥

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইল মনের আশ, তুয়া বিনু গতি নাহি আর। আছিলু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিট, ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥ করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার। পিব পিব করে মন, সব ভেল উচাটন, এ সব তোমার ব্যবহার॥ রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত। শ্রীরাধিকা গণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জ গেহ, জানাইলা দুহু প্রেমরীত॥

যমুনার কূলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই, রাধা কানু বিল-সয়ে সুখে। এ বীরহাম্বীর হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ১ ॥

কামোদঃ ॥

শুনগো মরম সখি, কালিয়া কমল আঁখি, কিবা কৈল কিছুই না জানি। কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম করি খোয়ানু পরাণি। শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জ্বালা, নিবাইতে নাহি পাই পানি। অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥ বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লৈয়া যায় যমুনার তীর। কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক রহি থির ॥ শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহ-পতি ফিরিয়া না চায় ॥ এ বীরহাম্বীর চিত, শ্রীনিবাস অনুগত মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥ ২ ॥

গীত শুনি রাণীর কত না উঠে মনে। না ধরে ধৈরয ধারা বহে দুনয়নে ॥ রাজার চরণে কত করয়ে প্রার্থনা। হইয়া বিহ্বল রাণী না জানে আপনা ॥ রাজা নিজ নেত্রজলে সিঞ্চিত হইলা। স্থির হৈয়া আপনি রাণীরে স্থির কৈলা ॥ মধ্যে মধ্যে উঠে কত তরঙ্গ দোঁহার। সে প্রেম বর্ণিতে হেন শক্তি কি আমার ॥ শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল। বিস্তারের

ডরে তাহা নাহি জানাইল ॥ গোষ্ঠীসহ রাজার অপূর্ব্ব রীত দেখি। গণসহ আচার্য্যঠাকুর মহাসুখী ॥ বনবিষ্ণুপুরে ঐছে আচার্য্যঠাকুর। বহু শিষ্য করি ভক্তি বিতরে প্রচুর ॥ সে সব শিষ্যের অতি অদ্ভুত চরিত। শাখাগণনাতে কিছু হইব বিদিত ॥ কথো জন শিষ্য হৈতে মহা চেষ্টা পাইলা। আপনে না করি অন্য স্থানে করাইলা ॥ শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ। আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন ॥ তেঁহো শিষ্য হইবেন শ্রীরামমন্ত্রেতে। স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে॥ হরিনারায়ণের অপূর্ব্ব চেষ্টা দেখি। শ্রীনিবাসাচার্য্য হইলেন মহাসুখী ॥ তাঁর মনোরথ পূর্ণ করিতে আপনে। হইলা সচেষ্ট অনুগ্রহ কেবা জানে ॥ রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লভট্টের পুত্র ছিলা। পত্রীদ্বারে অতিশীঘ্র তাঁরে আনাইলা ॥ তেঁহো পঞ্চকূটে আসি স্নেহাবিষ্ট মনে। রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে ॥ হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া। শ্রীনিবাস আচার্য্যে দিলেন সমর্পিয়া ॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জানাইলা আচার্য্যঠাকুর। কহিতে কি রাজার চরিত্র সুমধুর ॥ এক দিন আচার্য্যঠাকুর সবা-সনে। বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ হেনকালে আইলা লোক যাজিগ্রাম হৈতে। সমাচার পত্রী দিয়া প্রণমে ভূমিতে॥ সে মনুষ্যে জিজ্ঞাসি কুশল তার পর। পত্রী পাঠে আচার্য্যের অধৈর্য্য অন্তর ॥ পত্রে ব্যক্ত লিখিল গমন শীঘ্র হয়। খণ্ডবাসি আদি অতি উদ্বিগ্নহৃদয় ॥ ঐছে পত্রা সকলেই করিলা শ্রবণ।

হইল ব্যাকুল বীরহাম্বীরের মন ॥ আচার্য্য কহেন নৃপে ব্যাকুল দেখিয়া। খেতরী যাইব খণ্ড যাজিগ্রাম হৈয়া ॥ অতি অল্প বিলম্বে আসিব বিষ্ণুপুরে। রাজা কহে কৃপা করি সঙ্গে লহ মোরে ॥ শ্রীআচার্য্য জানিয়া রাজার মনোবৃত্তি। অতি সুমধুর বাক্যে কহে রাজা প্রতি ॥ নহিব উদ্বিগ্ন এবে স্থির কর মন। শ্রীনরোত্তমের শীঘ্র পাইবে দর্শন ॥ পত্রী পাঠাইব তেঁহো যাজিগ্রাম আইলে। এক যোগে বহু কার্য্য হ'বে তথা গেলে ॥ শুনি হর্ষ হৈলা রাজা গোষ্ঠীর সহিতে। সকলে জানিলা যাত্রা রজনী প্রভাতে ॥ গণসহ শ্রীআচার্য্য রজনি বিহানে। বিষ্ণু-পুর হইতে চলয়ে যাজিগ্রামে ॥ আসিয়া অসংখ্য লোক দর্শন করিল। রাজা যত্নে অনেক সামগ্রী সঙ্গে দিল ॥ শ্রীআচার্য্য-প্রভুসঙ্গে কথোদূর গিয়া। আইলেন বিষ্ণুপুরে বিদায় হইয়া ॥ গোষ্ঠীসহ রাজা এই চিন্তে মনে মনে। পুন প্রভু দর্শন পাইব কত দিনে ॥ আচার্য্যঠাকুর করি রাজারে বিদায়। গণসহ যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায় ॥ গ্রামবাসী লোক দেখি আচার্য্য-ঠাকুরে। পাইলা পরমানন্দ দুঃখ গেল দূরে ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমন হইল। এ কথা লোকের মুখে সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ যাজিগ্রাম হইতে আচার্য্য বিজ্ঞবর। শ্রীখণ্ড গেলেন শীঘ্র কে বুঝে অন্তর ॥ গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গৌরচন্দ্রে প্রণমিতে। দীর্ঘ দুই নেত্রে বারি নারে নিবারিতে ॥ শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনি-বাসে নিরখিয়া। না ধরে ধৈরয স্নেহে উমড়য়ে হিয়া ॥

দুই বাহু পসারি করিয়া আলিঙ্গন। ছাড়িতে নারয়ে বক্ষে রাখে কতক্ষণ॥ শ্রীনিবাস চাহে ভূমে পড়ি প্রণমিতে। তাহা না হইল, বদ্ধ হৈলালিঙ্গনেতে॥ আনে কি বুঝিব মর্ম্ম না হইবে হেন। শ্রীরঘুনন্দন প্রাণ পাইলেন যেন॥ ব্রজস্থিত ভক্তের কুশল জিজ্ঞাসয়। শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া নিবেদয়॥ প্রভুর বিয়োগে সে প্রভুর প্রিয়গণ। দিনে দিনে প্রায় হই-তেছেন অদর্শন॥ এবে যে আছেন চেষ্টা না আইসে কহিতে। তাঁ সবার স্থিতিমাত্র প্রভুর ইচ্ছাতে॥ ব্রজ হৈতে আসি মুই অল্প দিনে গেলু। ইথে হৈল সন্দেহ তা জানি নিবেদিলু॥ শুনিয়ে সকল মহান্তের অদর্শন। হইলা মূর্চ্ছিত নেত্রে ধারা নদীসম॥ শুনি রঘুনন্দন কহয়ে বার বার। দিনে দিনে অবনি হইছে অন্ধকার॥ প্রভু নরহরি প্রিয়গণের সহিতে। ছাড়িয়া গেলেন মোরে দুঃখ ভুঞ্জাইতে॥ কি সুখ থাইয়ে দেহে আছয়ে জীবন। ঐছে কত কহি কান্দে শ্রীরঘুনন্দন॥ প্রভু নরহরির করুণা সোঙরিয়া। কান্দে শ্রীনিবাস ভূমিতলে লোটাইয়া॥ কে ধরে ধৈরয এ দোঁহার কান্দনাতে। উঠিল ক্রন্দন রোল শ্রীখণ্ডগ্রামেতে॥ সে কান্দনে কান্দয়ে বনের পশু পাখী। যে দেখিল সে সময় সেই তার সাথী॥ শ্রীরঘু-নন্দন স্থির হৈয়া শ্রীনিবাসে। স্থির করি অনেক কহিল মৃদু-ভাসে॥ রাখি কতক্ষণ যাজিগ্রামে পাঠাইলা। শ্রীকণ্টক নগর যাইতে আজ্ঞা কৈলা॥ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে আসিয়া

ত্বরায়। কণ্ঠক নগরে গেলা ব্যাকুল হিয়ায়॥ যথা গৌরচন্দ্র কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ। তথা যৈছে হৈলা তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে ভাসয়ে নেত্রজলে। বার বার প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে॥ তথা যে ছিলেন ভক্তগণ স্নেহাবেশে। হইয়া বিহ্বল মিলিলেন শ্রীনিবাসে॥ শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর। যাঁর ইষ্টদেব প্রভু দাস গদাধর॥ নিজ ইষ্ট সঙ্গোপন-দুঃখে দগ্ধ হিয়া। হইলা অধৈর্য্য তেঁহো আচার্য্যে দেখিয়া॥ শ্রী-নিবাসাচার্য্য চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার। স্থির হৈতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ প্রভু গদাধর গুণ করিয়া কীর্ত্তন। দোঁহে কান্দে ফুকরি কান্দয়ে সর্ব্বজন॥ সে কান্দন শুনিতে পাষাণ গলি যায়। দুঃখের তরঙ্গ কত উমড়ে হিয়ায়॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছামতে কতক্ষণে। সবে স্থির হৈয়া বৈসে গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে॥ বৃন্দাবনগমনাদি আচার্য্যে জিজ্ঞাসে। তাহা সব নিবেদিলা সুমধুর ভাষে॥ আচার্য্যের প্রতি কহে শ্রীযদুনন্দন। এক বর্ষ হৈল ব্রজে গমনাগমন॥ দারুণ বিচ্ছেদ দুঃখে বৃন্দাবন গিয়া। শীঘ্র যে আইলা ইথে জুড়াইল হিয়া॥ এই দেখ প্রভু গদা-ধরের আসন। এ নির্জ্জনে কৈলা তুমি তাঁহার দর্শন॥ কি বর্ণিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এই খানে॥ সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে। করিনু সামগ্রী এই দেখহ ভাণ্ডারে॥ সর্ব্বত্রেই নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠা-ইল। মহান্তগণের এই বাসাস্থান কৈল॥ যাজিগ্রাম গিয়া শীঘ্র

এথায় আসিবে। রহিয়া দিবস দশ সব সমাধিবে॥ ঐছে আচার্য্যেরে কত কহিতে কহিতে। ঝরয়ে নয়ন বারি নারে নিবারিতে॥ আচার্য্য ঠাকুর যৈছে চেষ্টা নিরখিয়া। যাজি-গ্রাম চলে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ গ্রামে গিয়া বিষ্ণুপুরবাসি লোক-দ্বারে। সমাচার পত্রী পাঠাইলেন রাজারে॥ শ্রীখণ্ডে যাইয়া শীঘ্র শ্রীরঘুনন্দনে। শ্রীমহোৎসবের কথা কহিল নির্জ্জনে॥ শুনিয়া ঠাকুর অতিব্যাকুল অন্তরে। প্রিয় শ্রীনি-বাসে কিছু কহে ধীরে ধীরে॥ কার্ত্তিকে শ্রীদাস গদাধর-সঙ্গো-পনে। প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষণে ক্ষণে॥ কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা। সে দিবস হৈতে কারু সনে নাই কথা॥ নিরন্তর সিক্ত দুই নেত্রের ধারাতে। তাহা কি বলিব তুমি দেখিলা সাক্ষাতে॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এই খানে॥ সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে। হইল সামগ্রী সব দেখহ ভাণ্ডারে॥ প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের গণে। নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলু স্থানে স্থানে॥ আসিবেন প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন। প্রভু অদ্বৈ-তের পুত্র করিবে গমন॥ রজনি প্রভাতে কালি যাজিগ্রাম দিয়া। কণ্টক নগরে যাব একত্র হইয়া॥ তথা আসিবেন শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ। তাঁ সব্যর দর্শনে জুড়াবে নেত্র মন॥ মহা মহোৎসব সাঙ্গ হৈলে সবে লইয়া। আসিব শ্রীখণ্ডে যাজি-গ্রামেতে রহিয়া॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস মহাহর্ষ হৈলা। বিদায়

হইয়া শীঘ্র যাজিগ্রামে আইলা ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রিয়গণে। কহিল সকল কথা বসিয়া নির্জ্জনে ॥ শুনি সবে সেই ক্ষণে বাসা স্থির কৈলা। করিতে সামগ্রী আয়োজন-যুক্ত হৈলা ॥ শ্রীচৈতন্যগণের গমন হবে এথা। যাজিগ্রামবাসী সবে শুনিল এ কথা ॥ হইল সবার মহা আনন্দ অন্তর। যার যে উচিত কার্য্য করে পরস্পর ॥ আচার্য্য ঠাকুর হৃষ্ট হৈয়া পর দিনে। কণ্টক নগর যাইবেন এই মনে ॥ বাড়ির বাহিরে আসি লৈয়া নিজগণ। শ্রীখণ্ডের পথ-পানে করে নিরীক্ষণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে। যাজিগ্রামে আইলেন রজনী-প্রভাতে ॥ কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্য্যের ঘরে। আচার্য্যাদি সহ গেলা কণ্টকনগরে ॥ কণ্টকনগরে সর্ব্ব মহান্তের গতি। দেখিতে ধায়েন লোক হৈয়া হর্ষ অতি ॥ যে যে মহান্তের আগমন যথা হৈতে। গ্রন্থ বাহুল্যার্থে তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ নাম মাত্র কহি অতি উল্লাস হিয়ায়। যে নাম শ্রবণে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি শ্রীনিধি বিদ্যানন্দ। বাণীনাথ বসু রামদাস কবিচন্দ্র ॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয় শ্রীচন্দ্রশেখর। শ্রীমাধবাচার্য্য কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর ॥ শ্রীকমলাকান্ত বাণীনাথ বিপ্রবর। বিষ্ণুদাস নন্দনপণ্ডিত পুরন্দর ॥ শ্রীচৈতন্যদাস কর্ণপূর প্রেমময়। শ্রীজানকীনাথ বিপ্র গুণের আলয় ॥ শ্রীগোপাল আচার্য্য গোপাল দাস আর। মুরারি চৈতন্যদাস পরম উদার। রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় নারায়ণ। বলরাম দাস আর দাস সনাতন ॥ বিপ্র

কৃষ্ণদাস শ্রীনকড়ি মনোহর। হরিহরানন্দ শ্রীমাধব মহীধর॥ রামচন্দ্র কবিরাজবসন্ত লবনি। শ্রীকাণুঠাকুর শ্রীগোকুল গুণ-মণি॥ শ্রীমাধবাচার্য্য রামসেন দামোদর। জ্ঞানদাস নর্ত্তক গোপাল পীতাম্বর॥ কুমদ গৌরাঙ্গদাস দুঃখির জীবন। নৃসিংহ চৈতন্যদাস দাস বৃন্দাবন॥ বনমালীদাস ভোলানাথ শ্রীবিজয়। শ্রীহৃদয়ানন্দসেন গুণের আলয়॥ লোকনাথপণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত মুরারি। শ্রীকাণুপণ্ডিত হরিদাসব্রহ্মচারী॥ শ্রীঅনন্তদাস কৃষ্ণ-দাস জনার্দ্দন। শ্রীভক্তিরতনদাতা দাস নারায়ণ॥ ভাগবতা-চার্য্য বাণীনাথ ব্রহ্মচারী। চৈতন্যবল্লভদাস ভক্তি অধিকারী॥ শ্রীপুষ্প গোপাল শ্রীগোপালদাস আর। শ্রীহর্ষ শ্রীলক্ষ্মীনাথ-পণ্ডিত উদার॥ কহিতে কি মহান্তগণের নাহি অন্ত। নেত্র-ভরি দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত॥ কিবা সে অদ্ভুত গতি তেজ সূর্য্যপ্রায়। দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায়॥ কিবা প্রভু অদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়। কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দ-ময়॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে দোঁহার প্রাণধন॥ পতিত দুর্গতে যে বিলায় প্রেমভক্তি। এক মুখে বর্ণে সে চরিত্র কার শক্তি॥ প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র। ভুবন পাবন যেঁহো গুণের সমুদ্র॥ বর্ণিবেক কেবা, সে যশের নাহি পার। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় খ্যাতি যার॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

"শ্রীবীরভদ্রগোসাঞি স্কন্ধসম শাখা। তাঁর উপশাখা যত

অসংখ্য তার লেখা ॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত। বেদ-ধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপের তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ অদ্যাপি যাঁহার কৃপাপ্রভাব হইতে। চৈতন্যনিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥” ঐছে গুণ চরিত্র বর্ণয়ে ভক্তগণ। সর্ব্ব প্রকারেতে প্রভু সবার জীবন ॥ প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ। কেহ বীরভদ্র কেহ কহে বীরচন্দ্র ॥ হেন বীরচন্দ্রে যে দেখয়ে একবার। সব ছাড়ি সেই সে চরণ করে সার ॥ দেখি বীর-চন্দ্রের গমন মনোহর। কণ্টকনগর বাসী কহে পরস্পর ॥ দেখ দেখ নিতাই-নন্দন বীরচান্দে। দেখিতে এ শোভা কি মদন ধৈর্য্য বান্ধে ॥ আহা মরি কিবা সুকোমল তনুখানি। কনক বিদ্যুৎ এ না রূপের নিছনি ॥ কিবা চারু চিকণ চাঁচরকেশ মাথে। কিবা ভালে তিলক ভুবন ভুলে যাতে ॥ ভুরু ভৃঙ্গ-পাঁতি দীর্ঘ লোচন পুষ্কর। কি মধুর গণ্ড শ্রুতি নাসিকা সুন্দর ॥ বদনচন্দ্রমা নিন্দি চন্দ্রের মণ্ডল। কুন্দবৃন্দ দূরে দন্ত-দ্যুতি সুনির্ম্মল ॥ পরিসর বক্ষ কিবা গ্রীবার বলনি। কিবা ভুজ ভুজঙ্গ-কুঞ্জর-কর জিনি ॥ কি অদ্ভুত উদর কৃশিম-মধ্য-দেশ। কিবা জানু চরণের মাধুর্য্য অশেষ ॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি করয়ে ঝল মল। যে দেখে বারেক তার জীবন সফল ॥ হেন অপরূপ রূপ নয়নে দেখিলু। জনমের মত এই পদে বিকাইলু ॥ ঐছে পরস্পর কত কহি স্থানে স্থানে। হইলা বিহ্বল

এ-সবার সন্দর্শনে॥ এথা রঘুনন্দন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণেতে। মহান্তগণের আগমন চিন্তে চিতে॥ হেনই সময়ে যদু কহে ধীরে ধীরে। সবে আসি প্রবেশিলা কণ্টকনগরে॥ যদুনন্দনের মুখে এ কথা শুনিয়া। সবা সহ কতো দূরে চলে হর্ষ হৈয়া॥ প্রভুভক্তগণের গমন গঙ্গাতীরে। দেখিতে অধৈর্য্য যৈছে কে কহিতে পারে॥ পরস্পর কি অদ্ভুত মিলন হইল। প্রেমভক্তি রসের সমুদ্র উথলিল॥ যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ। তথা উপনীত হইলেন সর্ব্বজন॥ দেখিতে সেস্থান হিয়া বিদরিয়া যায়। ছাড়ে অতিদীর্ঘশ্বাস অগ্নিশিখা প্রায়॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাস সোঙারিয়া। করয়ে ক্রন্দন সবে ভূমে লোটাইয়া॥ উঠিল ক্রন্দন রোল নহে নিবারণ। কারু স্মৃতি নাহি দেহে ধৈর্য্য বা কেমন॥ সে দশা যে দেখিল সেই সে তার সাখী। আনের কি কথা দেখি কান্দে পশু পাখী॥ পরস্পর সবার গলায় সবে ধরি। করয়ে বিলাপ যৈছে কহিতে না পারি॥ সম্বরিতে নারে নেত্রে ধারা অনিবার। ধূলায় ধূষর অঙ্গ হইল সবার॥ সকল মহান্ত গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে। দেখি গৌরচন্দ্রে স্থির হৈলা কতক্ষণে॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছা বুঝনে না যায়। অকস্মাৎ বাঢ়ে সুখ সবার হিয়ায়॥ কতক্ষণ সবে প্রভু প্রাঙ্গণে রহিয়া। অপূর্ব্ব বাসায় হর্ষে উত্তরিলা গিয়া॥ গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য্য ভক্তিময়। সর্ব্বত্র নিযুক্ত সব কার্য্য সমাধয়॥ প্রতি দিন যে উৎসব তার নাই অন্ত। দেখয়ে

সকল গ্রামবাসী ভাগ্যবন্ত ॥ কিবা কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তায়। মহা মহোৎসব যৈছে কেবা অন্ত পায় ॥ যৈছে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে। তাহার উপমাস্থান নাই ত্রিভুবনে ॥ মহান্তগণের যৈছে শোভা সঙ্কীর্ত্তনে। যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র গোপালনর্ত্তনে ॥ প্রভু বীরভদ্রের যে অদ্ভুত নর্ত্তন। সে সব বর্ণিব সুখে ভাগ্যবন্তগণ ॥ সঙ্কীর্ত্তন স্থানেতে লোকের সংখ্যা নাই। বিলসয়ে দেবগণ মনুষ্যে মিশাই ॥ অশ্রু কম্প পুলকাদি সবার শরীরে। যেছে প্রেমবন্যা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥ সপ্তমী অষ্টমী নবমী এ দিবসত্রয়। কৈছে দিবা রাত্রি যায় কেহ না জানয় ॥ মহা মহোৎসব হৈলে সবে তার পরে। কিছু দিন রহিলেন কণ্টকনগরে ॥ কণ্টকনগর হৈতে শ্রীরঘুনন্দন। সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন ॥ গমন সময়ে যে ব্যাকুল সর্ব্বজন ॥ তাহা এক মুখে কভু না হয় বর্ণন ॥ শ্রীযদুনন্দন আদি কান্দিয়া কান্দিয়া। কহিল যে তাহা শুনি বিদরয়ে হিয়া ॥ যৈছে সমাদর কৈল শ্রীযদুনন্দন। তাহা কে বর্ণিব দেখে ভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন যদুনন্দনে কহয়। শীঘ্র খণ্ডে যা’বে যেন বিলম্ব না হয় ॥ ঐছে কত কহি সুখে সস্নেহবচন। প্রথমেই যাজিগ্রামে গতি বিলক্ষণ ॥ এথা যদুনন্দনাদি সাধি সর্ব্বকার্য্য। যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য ॥ দীন প্রতি দয়া যৈছে কহিল না হয়। বৈষ্ণবমণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয় ॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি

যার গীত ॥ যেঁহ মুখ্য দাস গদাধরের শাখায়। সদা মগ্ন যেঁহ গৌরবিগ্রহ সেবায় ॥ দাস গদাধর শ্রীপণ্ডিত গদাধরে ॥ ভিন্ন জ্ঞান নাহি যাঁর বিদিত সংসারে ॥ প্রসঙ্গ পাইয়া এথা সংক্ষেপে জানাই। চৈতন্যাবতারে রাধা পণ্ডিত গোঁসাই ॥ রাধিকা বিভূতিরূপ দাস গদাধর। জানাইলা কবিকর্ণপূর বিজ্ঞবর ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৪৭ ইত্যাদি শ্লোকাঃ—

শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা ॥
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা ॥
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥
ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী,
ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা;
ত্রিতয়মভূৎ সখী চ রাধিকা চ ॥
ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ।
স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ ॥
অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাং।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশো গদাধরঃ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং ॥

সর্ব্বপ্রকারেতে শ্রেষ্ঠ গদাই পণ্ডিত। শ্রীগৌরচন্দ্রের শাখা জগতে বিদিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

বড়শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি। তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাই ॥ দাস গদাধরের প্রভাব অতিশয়। চৈতন্যের শাখা ও নিতাইর শাখা হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

শ্রীদাস গদাধর শাখা সর্ব্বোপরি। কাজিগণ মুখে বোলাইলা হরি হরি ॥ শ্রীনিত্যানন্দের শাখা দাস গদাধর। জানাইল কৃষ্ণদাস কবি বিজ্ঞবর ॥

তত্রৈব ॥

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্যগোসাইর ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে গৌড়দেশ যাইতে। মহাপ্রভু এই দোঁহে দিলা তার সাঁথে ॥ অতএব দুইগণে দোঁহার গণন। ঐছে বহু ব্যক্ত বরি কহে বিজ্ঞগণ ॥ গদাধরদাস সদা মত্ত ভাবাবেশে। নিত্যানন্দ প্রভু তৈছে তা সহ বিলসে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যাঁর ঘরে দানলীলা করে নিত্যানন্দ ॥ ঐছে গদাধর প্রভু নিত্যানন্দ সনে। নিরন্তর হর্ষ প্রেমভক্তি-রত্ন দানে ॥ অল্পে জানাইলু দাস গদাধরক্রিয়া। জানাইব অন্যত্রেও প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ শ্রীযদুনন্দন দাস গদাধর বিনে। যে রূপে গোঙায় তা বর্ণিব কোন জনে ॥ নিরন্তর তাঁর গুণ করয়ে কীর্ত্তন। ভক্তিরসাবিষ্ট সদা শ্রীযদুনন্দন ॥ নিজ প্রভু মহোৎসব যৈছে সমাধিল। তাহা দেখি লোক সব বিস্মিত হইল ॥ কহিতে কি মহাভাগ্যবন্ত লোকগণ। নেত্র ভরি কৈল সর্ব্ব মহান্ত দর্শন ॥ সকল মহান্ত গেলা যাজিগ্রাম পথে। হইল গমন ধ্বনি শ্রীযাজিগ্রামেতে ॥ যাজিগ্রামবাসী লোক মহাহর্ষ মনে। আগুসরি সবে লৈয়া গেলা বাসস্থানে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহানন্দ হৈল। তাহা একমুখে কিছু বর্ণিতে নারিল ॥ আনে কি জানিব শ্রীনিবাসের হৃদয়। নিরিখয়ে পথপানে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥ হেনকালে যদুনন্দনাদিগণ সনে। কণ্টকনগর হৈতে আইলা হর্ষ মনে ॥ আর যে যে গ্রামে ভাগবতগণ ছিলা। আচার্য্যভবনে সবে একত্র হইলা ॥ মহামহোৎসব হৈল আচার্য্যভবনে। সবে মহামত্ত হইলেন সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ঐছে চারি পাঁচ দিন শ্রীনিবাসঘরে। করিলেন স্থিতি সবে উল্লাস অন্তরে ॥ সর্ব্ব সমাদরে শ্রীনিবাস বিচক্ষণ। শ্রীনিবাসে প্রশংসয়ে ভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন মহাহর্ষ স্নেহাবেশে। না জানি কি নিভৃতে কহিলা শ্রীনি-

খাসে। মহাযত্নে লৈয়া প্রভু পরিকরগণে। চলিলেন শ্রীখণ্ডে পরমানন্দ মনে॥ খণ্ডবাসী লোক অতি উল্লসিত চিত্তে। আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন খণ্ডেতে॥ সেবায় নিযুক্ত যৈছে হৈলা সর্ব্বজন। সে সব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন॥ অন্য-গ্রামী লোকগণ ধায় চারি ভিতে। প্রভু ভক্ত সন্দর্শনে নারে স্থির হৈতে॥ মনের আনন্দে কেহো কারু প্রতি কয়। দেখ প্রভুগণের কি শোভা প্রেমময়॥ পরম দুর্ল্লভ এ দর্শন এক-ত্রেতে। মো সবার ভাগ্যে সবে আইলা শ্রীখণ্ডেতে॥ অল্প-কাল দর্শনেতে তৃপ্ত নহে হিয়া। বুঝি অকস্মাৎ বা যায়েন দুঃখ দিয়া॥ কেহো কহে ওহে ভাই শীঘ্র না যাইব। শ্রীখ-ণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব॥ অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি। যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥ সেই একা-দশীকে আছয়ে দিন চারি। হবে যে উৎসব তা দেখিবা নেত্র ভরি॥ কহিতে কি অতুল দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তনে। মনুষ্যের কথা কি মাতিব দেবগণে॥ ঐছে পরস্পর কত কহে ঠাঁই ঠাঁই। শ্রীখণ্ড নগরেতে লোকের সংখ্যা নাই॥ প্রতিদিন যে উৎসব শ্রীখণ্ডনগরে। তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥ একা-দশীদিনে যে উৎসব অন্তনাই। যে শুনিলু তাহা কিছু সংক্ষেপে জানাই॥ একাদশী প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন। প্রভু পরিকরে কৈল আত্ম নিবেদন॥ গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে আসি মনের উল্লাসে। করাইলা সজ্জা চারু অশেষ বিশেষে। কিবা প্রাঙ্গণের শোভা কহনে না যায়। যে দেখে বারেক তার নয়ন জুড়ায়॥ সর্ব্ব

মহান্তের তথা হৈল আগমন। শোভায় সবার চিত্ত করে আকর্ষণ॥ চন্দন তিলক ভালে অতি সুললিত। পরম উজ্জ্বল বাহু বক্ষ নামাঙ্কিত॥ শ্রীসরকারঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গে। দেখিতেই বিপুল পুলকভরে অঙ্গে॥ শ্রীরঘুনন্দন যাঁরে লাড়ু খাওয়াইল। তাঁরে দেখি মনে মহাকৌতুক বাড়িল। কতক্ষণ কৈল দুই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। হইল যে প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন॥ বিপ্র-বাণীনাথ অতিমধুর বচনে। সর্ব্ব মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে॥ শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ। রাত্রিযোগে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস। শুনি রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস॥ সেইক্ষণে অপূর্ব্ব আসন করাইলা। বসিতে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সত্তেক মহান্ত। বসিলেন আসনে শোভার নাই অন্ত॥ কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দ মনে। প্রভু বীরভদ্র বসিলেন দিব্যাসনে॥

শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে। সর্ব্ব মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে। সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়। শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয়॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে। না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে॥ শুনি শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি প্রণমিয়া। করয়ে যে দৈন্য ধৈর্য্যধরে কে শুনিয়া॥ পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার। বসিলা আসনে শোভা হৈল চমৎকার॥ পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসীচন্দন। করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ॥ কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর

স্বরে। উচ্চারয়ে শ্লোক যেন সুধাবৃষ্টি করে॥ শ্রীরাসবিলাস কথা রসের পাথার। কহিতে অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ বিবিধপ্রকারে প্রতিপদ্য ব্যাখ্যা করে। নানা রাগ প্রভেদ প্রকাশে পদ্যদ্বারে॥ কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য্য ধৈর্য্য নাশে। উপমার স্থান নাই সে মধুর ভাষে॥ মহাবর্ষাপ্রায় প্রেমবর্ষে সে কথায়। সকলে বিহ্বল হর্ষ উথলে হিয়ায়॥ অনিমিখ নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস পানে। নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ মহান্তগণের হয় যে ভাব বিকার। তাহা একমুখে কি বর্ণিব মুই ছার॥ আত্মবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়। শ্রীশুক অর্পিল শক্তি তেঞি ঐছে হয॥ কেহ কহে শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস। তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ॥ কেহ কহে গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি। বুঝি কৃপাশক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই॥ কেহ কহে পণ্ডিতশ্রীবাসাদি কৃপায়। ঐছে পাঠলালিত্য কি তুলনা ইহায়॥ কেহ কহে গৌরপ্রেমস্বরূপ এ হন। এ মুখে সে বক্তা তেঞি ঐছে আকর্ষণ॥ ঐছে স্নেহাবেশে মনে যে হয় সবার। তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া বিস্তার॥ প্রভুপরিকরের কি অদ্ভুতচরিত। করয়ে শ্রবণ যৈছে উপমারহিত॥ শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত আস্বাদনে। কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই না জানে॥ শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান হৈল। প্রার্থনাপূর্ব্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল॥ গ্রন্থে প্রণমিয়া অতি দীনতা অন্তরে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা প্রভুপরিকরে॥ প্রভুপরিকরগণ হইয়া উল্লাস। শ্রীনিবাসে ঐছে স্নেহ করয়ে

প্রকাশ॥ কেহ শ্রীনিবাস শিরে শ্রীহস্ত ধরয়। জুড়াইলু বলি নেত্রজলে সিক্ত হয়॥ হউক তোমার সব মনোরথ সিদ্ধি। তোমাতে বঞ্চিত যে বঞ্চুক তারে বিধি॥ যে লইবে তোমার শরণ সেই ধন্য। অবশ্য মিলিব তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ কেহ হস্তে স্পর্শি মুখে কহে বার বার। এ মুখ সদাই মনে রহুক আমার॥ অধৈর্য্য হইয়া পুন ধীরে ধীরে কয়। তোমা হৈতে জীবের হইবে দুঃখ ক্ষয়॥ কেহ কহে তোমার বালাই লৈয়া মরি। আইসহ তোমারে বারেক কোলে করি॥ কোলে লইয়া তিলেক ছাড়িতে নাহি পারে। মনে হয় রাখে সদা হিয়ার ভিতরে॥ কেহ কেহ কত না করিয়া আশীর্ব্বাদ। ধরিয়া হিয়ায় কহে পূর্ণ হৈল সাধ॥ হৈয়াছে সকল শূন্য তাথে দগ্ধ হিয়া। করিলা শীতল কথামৃত পিয়াইয়া॥ কেহ আলিঙ্গন করি নারে স্থির হৈতে। সমর্পয়ে শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের চরণেতে॥ নরহরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন। এ দোঁহার গুণে মত্ত হয় রাত্রি দিন॥ ভক্তিরস সায়রে ডুবাও হীনজনে। ঐছে কত কহে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ কেহ প্রণমিয়া কহে কৃতার্থ করিলা। শ্রীমদ্ভাগবত কথারসে ডুবাইলা॥ কেহ মহা উল্লাসে রহয়ে মৌন ধরি। ঐছে যে অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণিতে না পারি॥ শ্রীনিবাস প্রতি এ প্রকার আচরণ। দেখে মহানন্দে ভাগ্যবন্ত লোকগণ॥ সর্ব্বমহান্তের মহা আনন্দ জন্মিল। শ্রীরঘুনন্দন গুণে বিহ্বল হইল॥ রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার। সে সব সুযশ বর্ণিবারে শক্তি কার॥ রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতি-

শয়। আপনা মানয়ে দীন দৈন্য প্রকাশয় ॥ এ সকল রীত কি বুঝিব অন্যজন। শ্রীচৈতন্যকথায় গোঙায় কতক্ষণ ॥ প্রভুদ্বয় উত্থাপন আরতি দর্শনে। উঠিলেন সবে শীঘ্র প্রণমি প্রাঙ্গণে ॥ শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের দর্শনেতে হর্ষ হৈলা। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভের উদেযাগ করাইলা ॥ শ্রীরঘুনন্দন নিজগণে নিদেশিল। সবে শীঘ্র গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে আইলা ॥ অবশেষ যে ছিল তা সুসজ্জ করিলা। অতিযত্নে খোল করতালাদি রাখিলা ॥ হইল প্রস্তুত রঘুনন্দনে কহিল। শ্রীরঘুনন্দন প্রভুগণে জানাইল ॥ করিয়া প্রভুর সন্ধ্যা আরতি দর্শন। দেখে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের প্রয়োজন ॥ খোল করতালাদি অনেক নিরখিয়া। প্রশংসয়ে সকলে পরম হর্ষ হইয়া ॥ দেখয়ে অনেক পাত্রে সুগন্ধি চন্দন। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পুষ্পহারগণ ॥ নানা পুষ্পমালা সে সৌগন্ধ অতিশয়। অপূর্ব্ব রচনা সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ঐছে বহু দেখিয়া প্রভুর প্রিয়গণে। পরস্পর কহে কি অপূর্ব্ব আয়োজন ॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে করি পরিহার। প্রসাদি চন্দন মালা কর অঙ্গীকার ॥ শুনি সর্ব্ব মহান্তের বাঢ়িল কৌতুক। পরস্পর পরাইব ইথে মহাসুখ ॥ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীচন্দনমালা সবে কৈলা সমর্পণ ॥ শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল। তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল ॥ শ্রীচন্দন মালা শোভে সর্ব্ব মর্দ্দলেত *। নিরন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা বৈসে যাতে ॥

* মর্দ্দল—খোলবিশেষ মাদল ॥

শ্রীযদুনন্দন শ্রীলোচন দুই জন। লইলেন পুষ্প মালা সুগন্ধি চন্দন ॥ দোঁহে কৃষ্ণমিশ্র গোপালেরে পরাইয়া। দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নয়ন ভরিয়া ॥ পরম আনন্দ মনে শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীবীর-ভদ্রের অঙ্গে চর্চ্চয়ে চন্দন ॥ নানা পুষ্পমালায় বিচিত্র বেশ কৈল। দেখিতে সে শোভা সুখ-সমুদ্রে ডুবিল ॥ প্রভু বীর-চন্দ্রের ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস। শ্রীমালা চন্দন লৈয়া গেলা প্রভু-পাশ ॥ প্রভু বীরচন্দ্র মালাচন্দন আপনে। পরাইলা মহাহর্ষে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে বিহ্বল হইলা। শ্রীমালা চন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা ॥ পরস্পর হৈল মালা চন্দন গ্রহণ। বিস্তারি বর্ণিব ইহা ভাগ্যবন্তগণ ॥ সবে দাঁড়াইলা চারু চন্দ্রা-তপ তলে। পরম অদ্ভুত শোভা সমুদ্র উথলে ॥ প্রভু পরি-করগণ গুণের আলয়। গীত নৃত্য বাদ্যে বিশারদ অতিশয় ॥ উঠিল মঙ্গল ধ্বনি সঙ্কীর্ত্তনস্থলে। চতুর্দ্দিকে বেড়ি কতশত দীপ জ্বলে ॥ পাষণ্ডমর্দ্দন মর্দ্দলের শব্দমাত্রে। পুলক ব্যাপিল সব বৈষ্ণবের গাত্রে ॥ কি বা সে মধুর ঝাঁজ্ বাদ্যের চাতুরী। বাজায় সুছন্দে চারু থমক (১) খঞ্জরী ॥ বাদক সকল পাঠা-ক্ষর উচ্চারয়। শব্দের ঘটায় যেন সুধাবৃষ্টি হয় ॥ গায়ক সকল সে আলাপ বর্ণ রীতে। আলাপয়ে নানা ভাঁতি উপমা কি দিতে ॥ করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়। কহিতে কি রাগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥ (২) শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনা

---

(১) মধ্যে ঝাঁজ্‌সহিত বাদ্যযন্ত্র।

(২) শ্রুত্যাদি—স্বরবিশেষ, পঞ্চম তরঙ্গে বিস্তার দেখ।

তালাদি আর। গমক প্রভেদ প্রকাশয়ে চমৎকার॥ বিবিধ প্রবন্ধে তাল প্রভেদ প্রচারে। আনের কা কথা গন্ধর্ব্বের গর্ব্ব হরে॥ বাঢ়য়ে সবার বল করিতে কীর্ত্তন। যোড়শবর্ষেয় প্রায় হৈলা বৃদ্ধগণ॥ সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্র উথলিল। পশু পক্ষী মনুষ্য দেবাদি মুগ্ধ হৈল॥ সঙ্কীর্ত্তন স্থলেতে লোকের নাহি পার। সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার॥ দেবগণ মিশা-ইয়া মনুষ্যের মেলে। ভাসে সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-সমুদ্র-হিল্লোলে॥ সকল মহান্ত হৈয়া আত্ম বিস্মরিত। করয়ে যেনৃত্য তাহে জগৎ মোহিত॥ কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল দোঁহার নর্ত্তনে। যে আনন্দ তাহা কি বর্ণিব কবিগণে॥ নাচয়ে শ্রীবীরভদ্র ভঙ্গি সুমধুর। যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর॥ দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য কহে লোকগণ। না হৈল অনেক নেত্র হৈল দুনয়ন॥ ইথে না পূরয়ে আর্ত্তি কহিয়া কহিয়া। অনিমিথ নেত্রে সবে রহয়ে চাহিয়া॥ চতুর্দ্দিকে ফিরে অন্ধ ব্যাকুল হৃদয়। শুনিলেন নাচে নিত্যানন্দের তনয়॥ কেহ কাহু প্রতি পুছে কি নাম ইহার। তেহোঁ কহে বীরভদ্র জগতে প্রচার॥ শুনি অন্ধ উল্লসিত অন্তরে বিচারে। যে নাম ইহার ইথে অমঙ্গল হরে॥ ঐছে বিচারিয়া স্তুতি করে মনে মনে। বীর পদ হৈল দুষ্ট সংহার কারণে॥ করিতে জীবের মহা অমঙ্গল ক্ষয়। ভদ্র পদ হৈল তেঞি ওহে দয়াময়॥ বিধাতা করিল অন্ধ না পাই দেখিতে। যে উচিত হয় প্রভু বিচারহ চিতে॥ ঐছে কত কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ কয়। জানিলেন প্রভু

নিত্যানন্দের তনয়॥ সকরুণ হৈয়া চাহে অন্ধগণ প্রতি। অন্ধ নেত্র পাইল কিবা অন্ধের স্বকৃতি॥ স্বচ্ছন্দে দেখয়ে বীরভদ্রের নর্ত্তন। জয় জয় জয় ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন॥ সঙ্কী-র্ত্তনে রজনি হইল অবসান। গোরাগুণ সোঙরিতে বিদরে পরাণ॥ প্রভু পরিকর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে॥ কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন। কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখির জীবন॥ কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গুণের আলয়। কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥ হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ রামানন্দ। কোথা শ্রীমা-ধব বাসু মুরারি মুকুন্দ॥ কোথা মোর গদাধর দাস নরহরি। লইয়া এ সব নাম কাঁদয়ে ফুকরি॥ গণসহ দেখা দেহ গোরা বিনোদিয়া। এত কহি ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া॥ অগ্নিশিখা-সম সে নিশ্বাস নিরন্তর। হইল সবার অঙ্গ ধূলায় ধূষর॥ দারুণ বিয়োগ ব্যথা বাঢ়িল প্রচুর। উঠিল ক্রন্দন রোল ধৈর্য্য গেল দূর॥ ভক্তের ব্যাকুলে প্রভু স্থির হৈতে নারে। না জানি কি রূপে সন্তোষিলেন সবারে॥ শ্রীমহা-প্রভুর এই অলৌকিক লীলা। দুঃখ হৈতে আনন্দ সমুদ্রে ডুবাইলা॥ কিবা সে আনন্দাবেশ হইল সবার। কেহ কারু চরণে ধরয়ে বার বার॥ কেহ কারে আলিঙ্গয়ে প্রফুল্ল বয়ন। আনন্দাশ্রু-জলে পূর্ণ সবার নয়ন॥ পরস্পর বিবিধ প্রকারে সম্বোধয়। দেখয়ে হইল নিশি প্রভাত সময়॥ মঙ্গল আরতি দেখি উল্লসিত মনে। করয়ে প্রণাম সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে॥

সে সময়ে করি প্রভু গণের দর্শন। চতুর্দ্দিকে হরি বোল বোলে লোকগণ॥ লোকের সংঘট্ট যত কহিল না হয়। পরস্পর লোকগণ নানা কথা কয়॥ কেহ কহে অদ্য নিশি শীঘ্র পোহাইল। নিকরুণ বিধি নিশি বৃদ্ধি না করিল॥ এ হেন শ্রীএকাদশী বহু ভাগ্যে মিলে॥ যাতে প্রেমবৃষ্টি কৈলা মহান্ত সকলে॥ কেহ কহে কিবা মহান্তের আচরণ। দেখ উপবাস যৈছে তৈছে জাগরণ॥ কেহ কহে চৈতন্যের পরিকর বিনে। শ্রীএকাদশীতে যে কর্ত্তব্য তা কে জানে॥ কেহ কহে শ্রীএকাদশীতে এই রীত। অন্নাদি গ্রহণ না করিবে কদাচিত॥ এবে কুন কুন পাপী শ্রীএকাদশীতে। অন্যে অন্ন ভুঞ্জায় ভুঞ্জয়ে হর্ষ চিতে॥ না মানয়ে শাস্ত্র করে স্বমত কল্পনা। এ হেন পাপির দেখি পাইয়ে বেদনা॥ কেহ কহে প্রভু পরিকর কৃপা যাঁরে। একাদশী ব্রতের নিয়ম প্রাপ্ত তাঁরে॥ কেহ কহে মো পাপির হইব কি গতি। শ্রীএকাদশীতে কি জন্মিব দৃঢ়রতি॥ কেহ কহে পাপে মগ্ন হৈনু নিরন্তর। না বুঝিনু কিছু মুই বড়ই পামর॥ কেহ কহে বৈষ্ণব পরম কৃপাবান্। করিবেন সর্ব্ব-প্রকারেতে পরিত্রাণ॥ কেহ কহে বড় দুঃখ রাহল হিয়ায়। লোটাইয়া না পড়িনু বৈষ্ণবের পায়॥ কেহ কহে কুন চিন্তা না করিহ আর। এবে অভিলাষ পূর্ণ হবে মো সবার॥ ঐছে কত কহি গিয়া সঙ্কীর্ত্তন-স্থলে। লোটাইয়া পড়ে সিক্ত হইয়া নেত্রজলে॥ দেখিয়া লোকের চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ। যে

কৃপা করিল তাহা না হয় বর্ণন॥ কহিতে কি মহান্তগণের প্রেমাবেশ। শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ॥ কেহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যার। জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার॥ কেহ কহে কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন। অতিদীন হীন দুঃখিজনের জীবন। কেহ কহে কি দৈন্য বিনয় নাই হেন। কেহ কহে কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন॥ কেহ কহে গীত বাদ্য নৃত্যে মহাধীর॥ কেহ কহে রঘুনন্দনের মহাপ্রীতে। হৈল যে কীর্ত্তনানন্দ উপমা কি দিতে॥ ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা। হেনকালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা॥ শুনি নিজশ্লাঘা চিত্তে লজ্জা অতিশয়। হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয়॥ আপনা মানয়ে দীন প্রশংসা না সহে। করয়ে যে দৈন্য শুনি কেবা স্থির রহে॥ রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি সর্ব্বজনে। হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ শ্রীরঘুনন্দনে করি দৃঢ় আলিঙ্গন। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুপ্রিয়গণ॥ শ্রীরঘুনন্দন সবা প্রতি নিবেদয়। শ্রীদ্বাদশী পারণেতে কৈছে আজ্ঞা হয়॥ সবে কহে একত্রে বসিয়া সর্ব্বজন। করিব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদসেবন॥ শুনি রঘুনন্দনের হৈল হর্ষ হিয়া। শীঘ্র নানা সামগ্রী করান যত্ন পাইয়া॥ মহান্ত সকল নিজ নিজ বাসা গেলা। গণসহ সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা॥ এথা নানা পক্কান্নাদি প্রস্তুত হইল। পূজারি প্রভুকে শীঘ্র ভোগ সমর্পিল॥ কতক্ষণ পরে প্রভু সময় জানিয়া। ভোগ সরাইলেন পূজারি হর্ষ হৈয়া॥ সর্ব্বমহান্তেরে আনি শ্রীরঘুনন্দন। করাইল প্রভুর শ্রীভোগের দর্শন॥ প্রভুর

ভোগের শোভা কহনে না যায়। দেখি সর্ব্বমহান্তের উল্লাস হিয়ায়॥

প্রভুর শ্রীআরাত্রিক করিয়া দর্শন। বসিলেন গিয়া যথা করিব ভোজন॥ বসিলেন সবে কিবা অপূর্ব্ব বন্ধানে। হইল অদ্ভুতশোভা ভোজনের স্থানে॥ কদলীর পত্র, পাত্রে সুবাসিত বারি। পরিবেশে কত জন মহাযত্ন করি॥ এথা প্রেমভক্তিময় পূজারি যতনে। প্রভুকে শয়ন করাইলা হর্ষ মনে॥ প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণমিলা। করিতে পরিবেষণ প্রস্তুত হইলা॥ গোধূমচূর্ণের পূপাদিক বহু হয়। দুগ্ধের বিকার নানা ফল মূলাদয়॥ যত্নপূর্ব্ব পাত্রে লৈয়া চলে বহু জনে। ক্রমে পরিবেশন করয়ে হর্ষ মনে॥ সর্ব্বত্রেই সর্ব্বদ্রব্য দিয়া থরে থরে। পরিবেশে শ্রীচরণামৃত মহান্তেরে। শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব্বমহান্ত কহয়। তুমি না বৈসহ ইথে সুখ না জন্ময়॥ শুনি দৈন্য করি কহে শ্রীরঘুনন্দন। করুন ভোজন দেখি জুড়াক নয়ন॥ হরিধ্বনি করি সবে ভুঞ্জেন কৌতুকে। দাঁড়াইয়া শ্রীরঘুনন্দন দেখে সুখে॥ তথা হৈতে শ্রীভোগমন্দিরে শীঘ্র গিয়া। এক ভোগ লইলেন পৃথক্ করিয়া॥ শ্রীঠাকুরনরহরি ছিলা যে নির্জ্জনে। তথা শ্রীপ্রসাদ লৈয়া গেলেন আপনে॥ তেঁহো যে আসনে বসিতেন তাহা লৈয়া। তাথে বসাইলা ধ্যানে দৈন্যে মগ্ন হৈয়া॥ আসন সম্মুখে নানাদ্রব্য সাজাইলা। জলপাত্রে প্রসাদি বাসিত জল দিলা॥ এক পাত্রে প্রসাদি তাম্বূল দিলা আর। অন্য পাত্রে দিলা গৌরাঙ্গের পুষ্পহার॥

ধ্যানে ভক্ষ দ্রব্য আদি সমর্পণ কৈলা। করিয়া প্রার্থনা দ্বারথায় আচ্ছাদিলা॥ বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ। সময় জানিয়া চলে দিতে আচমন॥ দ্বার ঘুচাইয়া দেখে প্রভু নর-হরি। আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ ধরি॥ দেখিতেই মাত্র আত্মবিস্মরিত হৈলা। অদর্শন হৈতে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া দিলা আচমন। ভূমে পড়ি প্রণমিলা সজলনয়ন॥ আসন লইয়া মাথে রাখি পূর্ব্বস্থানে। গেলা শীঘ্র মহান্তগণের সন্নিধানে॥ দেখয়ে ভোজনে কিবা কৌতুক সবার। ভুঞ্জে সবে সামগ্রী প্রশংসি বার বার॥ শ্রীরঘুনন্দন কত করিয়া বিনয়। ভুঞ্জিতে বিশেষ পুনঃ পুনঃ নিবেদয়॥ পরম আনন্দে সবে করিয়া ভোজন। পরস্পর কহি কত কৈল আচমন॥ স্নেহাবেশে কহে সবে শ্রীরঘুনন্দনে। লইয়া সকলে শীঘ্র বৈসহ ভোজনে॥ শ্রীনিবাস আদি সবে শ্রীরঘুনন্দন। ভুঞ্জাইয়া যত্নে কৈল আপনি ভোজন॥ ভুঞ্জয়ে আনন্দে বহু লোক ঠাঁই ঠাঁই। সবে কহে এহেন উৎসব দেখি নাই॥ হৈল মহামহোৎসব দ্বাদশী দিবসে। এ সকল প্রসঙ্গ ব্যাপিল সর্ব্ব-দেশে॥ শ্রীরঘুনন্দন সর্ব্বকার্য্য সমাধিয়া। গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে আই-লেন হর্ষ হৈয়া॥ গৌরাঙ্গের উত্থাপন আরতি দর্শনে। প্রভু-প্রিয়গণ আইলা গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে॥ করি চারু আরতি দর্শন। গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে বসিলা সর্ব্বজন॥ কতক্ষণ কৃষ্ণলীলা আলা-পন কৈলা। সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শনেতে হর্ষ হৈলা॥ সবে প্রণ-মিয়া প্রভু গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে। হইলেন মহামত্ত শ্রীনামকীর্ত্তনে॥

দ্বিতীয়প্রহর রাত্রি ব্যতীত হইল। কিছুকাল বাসা গিয়া শয়ন করিল॥ নিশান্ত সময়ে শীঘ্র শয়ন তেজিয়া। করিলেন সবে দন্তধাবনাদি ক্রিয়া॥ রজনি প্রভাতে রঘুনন্দন আপনে। আইলেন সব মহান্তের বাসাস্থানে॥ পরস্পর হৈল কিবা প্রেম আচরণ। দেখিতে সে সব কার না জুড়ায় মন॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি রঘুনন্দনে কহয়। অদ্য যাত্রা করিতে সমার মন হয়॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে ঐছে ভাগ্য নাই। কিছু দিন সকলে দেখিয়ে এক ঠাঁই॥ যদি মোর ভাগ্যে এথা হৈল আগমন। দুই চারি দিবস ছাড়িয়ে নহে মন॥ বিপ্র বাণীনাথ কহে শ্রীরঘুনন্দনে। কালিপ্রাতে অনুমতি দিবেন আপনে॥ শুনি রঘুনন্দন হাঁসিয়া মন্দ মন্দ। কহে কালি যে হইবে ইথে কি নির্ব্বন্ধ॥ পারণেতে কৈলা কালি পূপাদি ভক্ষণ। পুন আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ॥ অদ্য প্রতি বাসায় রন্ধন শীঘ্র হবে। স্নানাদি করিলে শীঘ্র সুখ পাই তবে॥ শুনি রঘুনন্দনের মধুর বচন। স্নানাদিক করিলা প্রভুর প্রিয়গণ॥ প্রসাদি মিষ্টান্ন নানাবিধ পাত্রে করি। লইয়া আইলা গৌরচন্দ্রের পূজারি॥ শ্রীচরণামৃত সহ সর্ব্বত্রেই দিলা। পরমকৌতুকে সবে সে সব ভুঞ্জিলা॥ হইল সর্ব্বত্রে নানাবিধানে রন্ধন। কৃষ্ণে সমর্পিয়া সবে করিলা ভোজন॥ কৃষ্ণকথা বিনে কেহ রহিতে না পারে। দিবা রাত্রি ভাসে প্রেমসমুদ্রে পাঁথারে॥ শ্রীরঘুনন্দনের আনন্দ অতিশয়। দিবা রাত্রি কৈছে যায় কিছু না জানয়॥ ঐছে সবে দুই চারি দিবস রাখিলা। বিদায় হইব ইথে ব্যাকুল হইলা॥ করিতে

বিদায় কত করি সমাদর। সকলের সঙ্গে দ্রব্য দিলেন বিস্তর ॥ শ্রীবীরভদ্রের দুটি করেতে ধরিয়া। কহিলেন কত নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ কৃষ্ণমিশ্র গোপালের মুখ নিরখিয়া। না জানি কি কহিতে উমড়ি উঠে হিয়া ॥ প্রত্যেক মহান্তগণে যে সব কহয়। তাহা বর্ণিবেন কুন কুন মহাশয় ॥ পরস্পর যে কথা তা শুনিতে দুষ্কর। যে শুনিল তার হৈল বিদীর্ণ অন্তর ॥ প্রাতঃকালে বিদায় হইয়া সর্ব্বজনে। চলিতে অধৈর্য্য অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসি সবে প্রণমিলা। পূজারি প্রসাদ মালা যত্নে আনি দিলা ॥ শ্রীখণ্ড হইতে সবে করিলা গমন। না ধরে ধৈরয খণ্ডবাসী লোকগণ ॥ দারুণ বিচ্ছেদ দুঃখে কত উঠে চিতে। প্রভুগণ সঙ্গে চলে নারে স্থির হৈতে ॥ কথোদূর যাইয়া শ্রীপতি-আদি যত। শ্রীরঘুনন্দনে স্থির কৈল কহি কত ॥ শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ প্রকাশিলা। শ্রীযদু-নন্দন আদি সবে প্রবোধিলা ॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-আচরণ। দেখিতে সে সব কার না দ্রবয়ে মন ॥ হইয়া ব্যাকুল চলিলেন সর্ব্বজনে। শ্রীরঘুনন্দন চাহি রহে পথপানে॥ শ্রীরঘু-নন্দন শ্রীনিবাসাদি- সহিতে। আইলা নিজালয়ে গুণ কহিতে কহিতে ॥ সে দিবস শ্রীখণ্ডে লইয়া সর্ব্বজনে। হইলেন মহা-মগ্ন শ্রীকথা কীর্ত্তনে ॥ তার পর দিন অতি ব্যাকুল হিয়ায়। যে যথা যাবেন তাঁরে দিলেন বিদায় ॥ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস করিলা গমন। কণ্টক নগরে গেলা শ্রীযদুনন্দন ॥ আর যে যে বৈষ্ণব আইলা যথা হৈতে। সে সকলে গেলা নিজ নিজ আল-

রেতে॥ দূরদেশী লোক হর্ষে করিলা গমন। সোঙরিয়া রঘুনন্দনের গুণ-গণ॥ শ্রীখণ্ড নগরে মহা মহোৎসব কথা। যারে তারে যে সে লোক কহে যথা তথা॥ শ্রীমহোৎসবের কথা শুনে যেই জন। অনায়াসে হয় তার তাপ বিমোচন॥ এ সব প্রসঙ্গে যাঁর হয় দৃঢ় রতি। তাঁহারে মিলায় দেবদুর্ল্লভ ভকতি॥ ওহে ভাই ইথে মন দেহ নিরন্তর। না কর অলস সুখ পাইবে বিস্তার॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তি রত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে পুনঃ শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য শ্রীবৃন্দাবনগমনাগমনাদি শ্রীকাটোয়া যাজিগ্রাম শ্রীখণ্ড মহোৎসববর্ণনং নাম নবমস্তরঙ্গঃ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

## দশমতরঙ্গ।

——:o*:o——

জয় নবদ্বীপ নাথ শ্রীগৌরসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ একচক্রার ঈশ্বর॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরের ভূষণ॥ জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর খণ্ড হৈতে। যাজিগ্রামে আইলা নিজ-গণের সহিত॥ পরম সুকৃতি বন্ত জনে করি যত্ন। করয়ে প্রদান গোস্বামির গ্রন্থরত্ন॥ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভক্তি কহে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া। শুনি ভক্তিবিরোধী পলায় নম্র হইয়া॥ পরম আনন্দে আচার্য্যের শিষ্যগণ। নির-ন্তর ভক্তিগ্রন্থ করে অধ্যয়ন॥ সবে সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ গুণা-লয়। দেখি আচার্য্যের মনে হর্ষ অতিশয়॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসাদি-প্রিয়গণে। দীক্ষামন্ত্র দেন শীঘ্র এই হৈল মনে॥ সভা-মধ্যে শ্রীগোকুলানন্দে সম্বোধিয়া। কহে সুমধুর বাক্য ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাস গদাধর। এ দুঁহো-বিরহে দগ্ধ হইল অন্তর॥ রহিতে নারিলু শীঘ্র বৃন্দাবন গেলু। তথাও দারুণ দুঃখসমুদ্রে ডুবিলু॥ গত মাঘ মাসে কৃষ্ণা-

একাদশী দিনে। হরিদাসাচার্য্য সঙ্গোপন বৃন্দাবনে॥ আচার্য্যের অপ্রকটে গোস্বামী সকল। কহিতে না পারি যৈছে হইলা বিকল॥ কিছু দিন রাখি মোরে সবে প্রবোধিলা। অতিশীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করাইলা॥ তাঁ সবার ইচ্ছামতে আইলু ত্বরিত। এবে তোমা সবার হইবে মনোহিত॥ কহিতে কি সকল প্রভুর ইচ্ছা হয়। সর্ব্ব প্রকারেতে স্থির হবে ভ্রাতাদ্বয়॥ আচার্য্যের তিরোভাব তিথি আরাধিতে। আছে অল্প দিবস উদ্যোগ চাহি ইথে॥ শীঘ্র গিয়া কর সামগ্রীর আয়োজন। দুই চারি দিনে হবে আমার গমন॥ কুন বিষয়েতে চিন্তা না করিহ চিতে। সর্ব্ব সমাধান হবে আচার্য্য-কৃপাতে॥ ইহা শুনি শ্রীগোকুলানন্দ ভ্রাতা-সনে। প্রণমিয়া বিদায় হইল সেইক্ষণে॥ রামচন্দ্রকবিরাজ আদিসর্ব্বজন। সবে কথোদূর সঙ্গে করিলা গমন॥ কহি কত সুমধুর কথা দুই জনে। নিজ নিজ বাসায় আইলা কতক্ষণে॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ সবে সম্বোধিয়া। আইলেন শীঘ্র করি কাঞ্চনগড়িয়া। কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামবাসী লোকগণ। আইলা গোকুলানন্দাচার্য্যের ভবন। শ্রীদাস গোকুলানন্দ স্নেহের মুরুতি। বিবরিয়া সকল কহিল সভা প্রতি॥ শুনিয়া বিশিষ্ট লোকগণ ঠাঁই ঠাঁই। করিল সামগ্রী যত তার লেখা নাই॥ পৃথক্ পৃথক্ বহু বাসা নির্ম্মাণয়ে। করি সব প্রস্তুত কহিল ভ্রাতা-দ্বয়ে॥ শুনি শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্য শ্রীদাস। হইল দোঁহার মনে পরম উল্লাস॥ দেখিয়া অনেক সামগ্রীর আয়োজন। কেহো কারু প্রতি

কহে করি সঙ্গোপন॥ কি কার্য্যে এ প্রয়োজন বুঝিতে না পারি। ইহা শুনি কেহ তারে কহে ধীরি ধীরি॥ শ্রীমহাপ্রভুর শাখা হরিদাসাচার্য্য। সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্বমতে মহা আর্য্য॥ মহাপ্রভু নীলাচলে হইলা অদর্শন। তাঁর অদর্শনে শূন্য হৈল ত্রিভুবন॥ প্রভুর বিচ্ছেদে দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য। মৃত্যুপ্রায় হইলেন না রহিল ধৈর্য্য॥ দেহত্যাগ করিবেন এ নিশ্চয় কৈলা। না জানি কি প্রভুর আদেশে স্থির হৈলা॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাসে। কহি সুমধুর বাক্য বসাইলা পাশে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের চরিত্র শুনাইলা। তাঁর স্থানে দীক্ষা মন্ত্র নিতে আজ্ঞা দিলা॥ বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনি প্রভাতে। একাকী চলিলা কেহ নাহি তাঁর সাথে॥ বৃন্দাবনে গিয়া অতিনির্জ্জনে রহিলা। শ্রীনিবাসাচার্য্য তথা যাইয়া মিলিলা॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দে শিষ্য করিবারে। তেঁহ পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা কৈল আচার্য্যেরে॥ বৃন্দাবন হৈতে শ্রীনিবাসাচার্য্য আইলা। পুনঃ গৌড় হৈতে তেঁহ বৃন্দাবন গেলা॥ গত মাঘ মাসে শ্রীআচার্য্য হরিদাস। হৈলা সঙ্গোপন পথে শুনে শ্রীনি-বাস॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য অতিব্যাকুল হইলা। স্বপ্নচ্ছলে দ্বিজ হরিদাস প্রবোধিলা॥ বৃন্দাবন গিয়া পুনঃ আইলা শ্রীনিবাস। শুনি আগমন সবে গেলা তাঁর পাশ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দে তেঁহ অতি স্নেহে। জিজ্ঞাসি কুশল সব কহিলেন দোঁহে॥ দোঁহে পাঠাইয়া শীঘ্র কাঞ্চনগড়িয়া। তেঁহ আইসেন সঙ্গে অনেকে লইয়া॥ এই মাঘ কৃষ্ণা একাদশী শুভদিনে। দীক্ষা

দিব হরিদাসাচার্য্যের নন্দনে ॥ আচার্য্যের তিরোভাব তিথি এই হন। হবে মহা উৎসব এ মহৎ আয়োজন ॥

মহাভাগবতগণ এথায় আসিব। সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্র উথলিব ॥ আইনু কুটুম্ব বাড়ি কার্য্যানুরোধেতে। তেঞি এ সকল কথা পাইনু শুনিতে ॥ যত দিন এ আনন্দ হইব এথায়। তত দিন এথাই রহিব সর্ব্বথায় ॥ ঐছে কত কহি দোঁহে চলে কার্য্যান্তরে। হেনকালে হরি ধ্বনি ব্যাপিল নগরে ॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক অধৈর্য্য হিয়ায়। তাহা দেখি কেহ জিজ্ঞাসয়ে তাঁ সবায় ॥ কি কার্য্যে যাইছ কোথা ঐছে ত্রস্ত হৈয়া। ইহা শুনি কহে কেহ মহামোদ পা'য়া ॥ আচার্য্য ঠাকুর আইলা যাজিগ্রাম হৈতে। লোকমুখে শুনি যাই তাঁর দর্শনেতে ॥ ইহা শুনি চলয়ে পুলকাবৃতদেহে। দেখে মহা-ভীড় শ্রীগোকুলানন্দ গেহে ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুরের করিয়া দর্শন। আপনা মানয়ে ধন্য ঐছে সর্ব্বজন ॥ শ্রীদাস গোকুলা-নন্দে সবে প্রশংসয়। দোঁহার চরিত্র যৈছে কহন না হয় ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ আগুসরি গিয়া। আনন্দে বিহ্বল গৃহে আচার্য্যে আনিয়া ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সর্ব্বজনে। যৈছে সমাদরে তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ যথা যথা করিয়াছিলেন নিমন্ত্রণ। তথা তথা হৈতে আইলা ভাগবতগণ ॥ যথা যথা হইতে যে যে বৈষ্ণবাগমন। তাহা না বর্ণিনু তা বর্ণিব কুন জন ॥ বৈষ্ণবসমূহ দেখি গোকুল শ্রীদাস। না ধরে ধৈরয চিত্তে অদ্ভুত উল্লাস ॥ করয়ে সম্মান যৈছে কহনে না যায়। দেখিতে

সে চেষ্টা সবে মহানন্দ পায় ॥ কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী শিষ্ট-গণ। সবে সর্ব্বপ্রকারে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ ॥ অন্য অন্য গ্রামী লোক নানা দ্রব্য লৈয়া। চতুর্দ্দিকে আইসে মহা উল্লসিত হইয়া ॥ শ্রীমহান্তগণের করিয়া সন্দর্শন। কেহ কারু প্রতি কহে মধুর বচন ॥ জনমিয়া ঐছে শোভা না দেখিনু কভু। শুনিতু, দেখিনু এবে এ আচার্য্যপ্রভু ॥ আহা মরি কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সুষমা * । বুঝি নাই জগতে এ সভার উপমা ॥ মনে এই দুঃখ, কালি রহি এ সকলে। কার্য্য সমাধিয়া যাইবেন প্রাতঃকালে ॥ পরশ্ব দিবস না রহিব কোন জন। ইহা শুনি কেহ কহে সহাস্যবদন ॥ কালি মাঘকৃষ্ণা একাদশী তিথি হয়। এ হেতু এ অনুভব কৈলা মনে লয় ॥ শ্রীএকাশীতে অবৈষ্ণব যাহা করে। তাহা এ বৈষ্ণবগণ করিতে না পারে ॥ শ্রীএকা-দশীর তত্ত্ব বৈষ্ণব সে জানে। দ্বাদশীতে কার্য্য সমাধিব সাব-ধানে ॥ শ্রীএকাদশীর রীত কত জানাইব। অদ্য একবার সবে অন্নাদি ভুঞ্জিব ॥ শ্রীএকাদশীতে এই বৈষ্ণবসকল। কেহ না গ্রহণ করিবেন অন্ন জল ॥ দ্বাদশীদিবসে ভুঞ্জিবেন একবার। শ্রীএকাদশীর ঐছে নিয়ম প্রচার ॥ তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরলে। অন্য ক্রিয়া নাই এই বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥ দ্বাদশী দিবসে করি পরম যতন। বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব অর্পণ ॥ কৃষ্ণের প্রসাদি দ্রব্য দিব্যপাত্রে ভরি। হরিদাসা-

* সুষমা—পরমশোভা ॥

চার্য্যে সমর্পিব যত্ন করি ॥ ঐছে বৈষ্ণবের বহুক্রিয়া মু শুনিলু। তুমি না জানহ তেঞি কিছু জানাইলু ॥ এ কথা শুনিয়া কহে এই হয় হয়। ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিব এ আশয় ॥ ঐছে কহি চিত্ত আর্দ্র হইল তাঁহার। তাহা নিরখিয়া তেঁহ করে আর বার ॥ তুমি মনে কৈলা সবে পরশ্ব যাইব। পরশ্ব দিবস মহা উৎসব হইব ॥ অদ্য বিনা রহিবেন সবে দিন চারি। পরম আনন্দে নিরখহ নেত্র ভরি ॥ দেবের দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রাশি। করহ শ্রবণ মহানন্দে দিবানিশি ॥ ঐছে কত নিভৃতে কহিয়া পরস্পরে। ভাসয়ে সকলে ভক্তিরসের সায়রে ॥ আপনা মানিয়া ধন্য উল্লাস হিয়ায়। লোটাইয়া পড়েন শ্রীবৈ-ষ্ণবের পায় ॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসের প্রশংসয়ে। দোঁহার যে ক্রিয়া তাহা কহিল না হয়ে ॥ দশমী দিবস দোঁহে নিজ-গণসনে। করিলেন প্রেমসুধাবৃষ্টি সঙ্কীর্ত্তনে ॥ একাদশীদিনে কি অদ্ভুত দুঁহু রীত। করিবেন মন্ত্রদীক্ষা ইথে উল্লসিত ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীএকাদশীদিনে। রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিলা দুইজনে ॥ অপূর্ব্ব বিধানে শিষ্য করি হর্ষ হৈলা। রাধা-কৃষ্ণ চৈতন্যচরণে সমর্পিলা ॥ দোঁহে পড়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য পদতলে। প্রেমায় বিহ্বল সিক্ত আনন্দাশ্রুজলে ॥ আচার্য্য-ঠাকুর দোঁহে দিলে আলিঙ্গন। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করে সর্ব্ব-জন ॥ সকল বৈষ্ণব দুই-ভ্রাতার চরিতে। পাইলেন যে আনন্দ তাহা কি কহিতে ॥ শ্রীএকাদশীতে যৈছে শ্রীকথা-কীর্ত্তন। তাহা বর্ণিবেন ভাগ্যবন্ত কবিগণ ॥ শ্রীদাস গোকুলা-

নন্দাচার্য্য দ্বাদশীতে। নানা ভক্ষ্য সামগ্রী করেন যত্ন মতে॥ হইল প্রস্তুত শ্রীআচার্য্যে জানাইলা। আচার্য্য ঠাকুর কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা॥ জানিয়া শ্রীপ্রভুর ভোজন অবসর। ভোগ সরাইতে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥ আম্বূল অর্পণ কৈলা আচমন দিয়া। দেখি নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া॥ অন্য পাত্রে প্রসাদান্ন অনেক যতনে। হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিলেন নির্জ্জনে॥ ভোগ সমর্পিতে যে হইল চমৎকার। সে প্রেম আবেশ কিছু নারি বর্ণিবার॥ ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা। প্রসাদি তাম্বূল আদি যত্নে সমর্পিলা॥ সে সময়ে বৈষ্ণবের যে আনন্দ মনে। যে অদ্ভুত ক্রিয়া তা বর্ণিব কুন জনে॥ শ্রীদাস শ্রীআ-চার্য্য ঠাকুরে নিবেদয়। স্থান সংস্কার হৈল কৈছে আজ্ঞা হয়॥ শুনি শ্রীআচার্য্য যত্নে বৈষ্ণব সকলে। বসাইলা অপূর্ব্ব বঙ্কানে রম্য-স্থলে॥ ক্রমে পরিবেষ্টা পরিবেশন করয়। অন্নাদি সৌগন্ধ সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষয়॥ হরি হরি ধ্বনি করি বৈষ্ণব সকল। ভুঞ্জেন প্রসাদ মহা আনন্দে বিহ্বল॥ ভোজনাবসরে সবে কৈলা আচমন। দেখিতে সে রীত কার না জুড়ায় মন॥ স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয়। বিবিধ প্রকার মহা-প্রসাদ ভুঞ্জয়। ভুঞ্জিল যতেক লোক লেখা নাই তার। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে আনন্দ অপার॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর হর্ষ হৈয়া। ভুঞ্জিল প্রসাদ সর্ব্বলোকে ভুঞ্জাইয়া॥ শ্রীগোকু-লানন্দ শ্রীদাসাদি হর্ষাবেশে। ভুঞ্জিলেন প্রভু-পাত্রে অবশেষ শেষে॥ ভোজনাদি ক্রিয়া সাঙ্গ হইলে সকলে। আইলেন

মহাসুখে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে ॥ ভক্তিমূর্ত্তিময় সবে সুখের আলয়। দেখিতে সে শোভা সর্ব্বলোকের বিস্ময়। চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করয়ে সকলে। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে প্রেমসমুদ্র উথলে ॥ নৃত্য গীত বাদ্যের তুলনা নাই দিতে। সঙ্কীর্ত্তনে যে সুখ তা কে পারে বর্ণিতে ॥ ঐছে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে হইয়া বিহ্বল। না জানে রজনি দিন বৈষ্ণব সকল ॥ প্রেমময় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরে। তিলেক ছাড়িতে প্রাণ না জানি কি করে। দিন চারি পাঁচ মহা আনন্দে রহিলা। হইতে বিদায় অতি অধৈর্য্য হইলা ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দে প্রবোধি যতনে। কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে চলয়ে বিহানে। কহিয়ে দোঁহার চারু চেষ্টা পরস্পরে। গেলেন বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ঘরে ॥ বৈষ্ণববিচ্ছেদে যৈছে হৈলা দুই ভাই। সে সব কহিতে হিয়া বিদরে সদাই ॥ শ্রী-নিবাসাচার্য্য যত্নে দোঁহে স্থির কৈলা। গণসহ দুই চারি দিবস রহিলা ॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসের গুরুভক্তি। একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি ॥ কাঞ্চনগড়িয়াদি গ্রামে যে যে হৈল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নরিল ॥ কাঞ্চনগড়িয়ায় যতেক ভাগ্যবান্। সবে তৃপ্ত কৈল নেত্র কর্ণ মন প্রাণ ॥ মহামহোৎসব-কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল। গণসহ আচার্য্যাতি আনন্দ হৈল ॥ যদ্যপি আচার্য্য বর্য্য ধৈর্য্যাবলম্বনে। তথাপি অধৈর্য্য প্রিয় নরোত্তম বিনে ॥ সঙ্গে লৈয়া পরম প্রবীণ শিষ্য-গণ। শ্রীখেতারগ্রামে শীঘ্র করয়ে গমন ॥ শিষ্যগণ নাম কিছু কহিয়ে এথায়। যে নাম শ্রবণে সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায় ॥ রাগ-

চন্দ্রকবিরাজ গুণের বিধান। শ্রীদাস গোকুলানন্দাচার্য্য দয়াবান্॥ শ্রীকৃষ্ণবল্লব দেউলিগ্রামনিবাসী। চক্রবর্ত্তী ব্যাসাচার্য্য খ্যাতি ভক্তিরাশি॥ ভক্তিমূর্ত্তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ। যাঁরে দেখি কাঁপে মহাপাষণ্ড সমাজ॥ শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো। যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥ কর্ণপূর কবিরাজ পরম সুধীর। শুনি তাঁর কাব্য কেহো হৈতে নারে স্থির॥ ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়। যাঁর ভ্রাতা রূপ নিম্বু বীর ভৌমালয়॥ পঞ্চকূটে সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল। পূর্ব্ববাস কড়ুই কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ কুমুদ্ এ দ্বয়। এ দুই ভ্রাতার গুণ কহিল না হয়॥ চক্রবর্ত্তী শ্যামদাস শ্রীরামচরণ। ব্যবহারে আচার্য্য শ্যালক দুই জন॥ শ্রীরূপ ঘটক যাজিগ্রামে যার বাস। কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী শ্রীগোপালদাস॥ এ সকল শিষ্য-সঙ্গে আচার্য্য ঠাকুর। কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে আইলা কথোদূর॥ রামচন্দ্র প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া। যাইব খেতরিগ্রামে বুধরি হইয়া॥ কেলিয়া বুধরিগ্রামে কনিষ্ঠ তোমার। তারে জানাইবে কে, গমন সমাচার॥ রামচন্দ্র কহে জানাইতে হবে নাই। প্রভুর গমন ধ্বনি হৈল সর্ব্ব ঠাঁই॥ হেনকালে বুধরি হইতে একজন। অতি শীঘ্র আসি কৈল আচার্য্যে দর্শন॥ ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার। জিজ্ঞাসিতে কুশল কহয়ে সমাচার॥ সকল মঙ্গল প্রভু তোমার দর্শনে। শ্রীগোবিন্দ আদি চাহিয়াছে পথ-পানে॥

প্রভু বৃন্দাবনে গেলে গেলা রামচন্দ্র। তেলিয়া বুধরিগ্রামে আইলা গোবিন্দ॥ তেঁহো আত্মা সমর্পিল প্রভুর চরণে। সদা চিন্তে দর্শন পাইব কত দিনে॥ প্রভু বৃন্দাবন হৈতে গমন করিলা। রামচন্দ্রে লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আইলা॥ যাজিগ্রামে আসি বিনাশিলা সর্ব্ব দুঃখ। কণ্টকনগর খণ্ডে হৈলা মহা-সুখ॥ কাঞ্চনগড়িয়াগ্রামে আসি গণসনে। মহামহোৎসবে মগ্ন কৈলা সর্ব্বজনে॥ কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে গমন হইল। প্রভুর এসব কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥ হইনু কৃতার্থ করি প্রভুর দর্শন। ধন্য এই দেশ যাতে হৈল আগমন॥ ঐছে কত কহি প্রণমিয়া শ্রীচরণে। প্রণমিল রামচন্দ্রাদিক সর্ব্বজনে॥ বিদায় হইয়া শীঘ্র বুধরি আইলা। শ্রীআচার্য্য প্রভুর গমন জানা-ইলা॥ শুনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের আগমন। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন॥ শ্রীগোবিন্দ আদি মহা আনন্দ অন্তরে। করয়ে মঙ্গলকার্য্য বিবিধ প্রকারে॥ শীঘ্র বাসা-স্থানের সংস্কার করাইলা। আগুসরি গিয়া সবে আচার্য্যে আনিলা॥ যৈছে শ্রীআচার্য্যে লৈয়া আইলা বাসায়। যৈছে সবে মগ্ন হৈলা আচার্য্য শোভায়। যৈছে আচার্য্যের শিষ্যগণে সমাদরে। যৈছে সুখ তেলিয়া বুধরি ঘরে ঘরে॥ যৈছে নানা প্রকার সামগ্রী আয়োজন। যৈছে মনুষ্যের যাতায়াত সর্ব্বক্ষণ॥ যৈছে সর্ব্ব জনের জন্মিলা প্রেমভক্তি। সে সকল বিস্তারি বর্ণিতে নাই শক্তি॥ তিলে তিলে গোবিন্দের আনন্দাতিশয়। জ্যেষ্ঠ

রামচন্দ্র প্রতি কিছু নিবেদয়॥ মো অজ্ঞের পরিত্রাণ করহ আপনে। সমর্পহ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর চরণে॥ ঐছে কত কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। প্রণময়ে শ্রীজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে। দেখি গোবিন্দের অতি ব্যাকুল অন্তর। স্নেহাবেশে মগ্ন রামচন্দ্র বিজ্ঞবর॥ গোবিন্দে প্রবোধি শ্রীআচার্য্য আগে গিয়া। কহিল গোবিন্দ-মনোবৃত্তি বিবরিয়া॥ শুনি শ্রীআচার্য্য অতি মনের আনন্দে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিন্দে॥ যে অপূর্ব্ববিধানে গোবিন্দে শিষ্য কৈল। শিষ্যকালে সকলের যে আনন্দ হৈল॥ গোবিন্দের যে প্রেম আবেশ শিষ্য হৈয়া। বর্ণিব সে সব ভাগ্যবন্ত বিস্তারিয়া॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ উল্লাস ক্ষণে ক্ষণে। গণ সহ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সেবনে॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ এ ভ্রাতৃদ্বয় প্রতি। আচার্য্যের যৈছে কৃপা কহি কি শকতি॥ আচার্য্যের মনে এই রামচন্দ্র সনে। শ্রীনরোত্তমের দেখা হবে কতক্ষণে॥ এতেক চিন্তিয়া পুন রামচন্দ্রে কয়। নরোত্তম এথা আসিবেন মনে লয়॥ বহু দিন হৈল তাঁর সংবাদ না পাইনু। মোর এ সংবাদ পত্রী পূর্ব্বে পাঠাইনু॥ এথা যে আইনু তেঁহ জানিব কেমনে। কুন এক লোক শীঘ্র যায় তাঁর স্থানে॥ এত কহিতেই এক বিপ্র তথা হৈতে। আসি উপনীত হৈলা আচার্য্যসাক্ষাতে॥ কি অপূর্ব্ব চেষ্টা তাঁর কত উঠে মনে। মহা হর্ষ হৈয়া চায় আচার্য্যের পানে॥ শিষ্যবর্গে বেষ্টিত আচার্য্য শোভা দেখি। ভূমে প্রণময়ে প্রেমজলে পূর্ণ

আঁখি॥ শ্রীআচার্য্য বিপ্রে দেখি সন্তোষাতিশয়। সুমধুর বাক্যে কহে দেহ পরিচয়॥ বিপ্র কহে খেতরিগ্রামেতে মোর বাস। মুঞি বিপ্রাধম মোর নাম দুর্গাদাস॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম দেখি মো পতিতে। তুলিলেন বিষয়বিষ্ঠার গর্ত্ত হৈতে॥ প্রভুর গমন এথা হৈল শুনি তাহা। কহিতে না জানি মনে উপজিল যাহা॥ কাহাকে না কহি, প্রাতে করিনু গমন। হইনু কৃতার্থ দেখি প্রভুর চরণ॥ বিপ্রের বচন শুনি আচার্য্য সন্তোষে। শ্রীনরোত্তমের শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসে॥ বিপ্র কহে নীলাচল হইতে আসিয়া। খণ্ডিলা পাষণ্ডমত ভক্তি প্রকাশিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত গুণে। করিলেন মহামত্ত অধম দুর্জ্জনে॥ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পঞ্চ কৈল প্রিয়া সহ। প্রাপ্ত হৈল প্রিয়া সহ শ্রীগৌরবিগ্রহ॥ প্রাপ্তকথা গোপয়িতে নহিল গোপন। যৈছে প্রাপ্ত তাহা কিছু করি নিবেদন॥ গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্রগ্রাম। তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥ ধান্য সর্ষপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে। তথা সর্পভয়ে কেহ যাইতে না পারে॥ সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ। মন্ত্রৌষধি কৈলে সর্প গর্জ্জে অনুক্ষণ॥ না জানি শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে। রজনিপ্রভাতে শীঘ্র গেলা সেই খানে॥ বিপ্রদাস আসি কৈল চরণ বন্দন॥ অতিদীন হৈয়া কহে কি কার্য্যাগমন॥ বিপ্রদাস প্রতি কহে এ ধান্যগোলায়। আছে প্রয়োজন তেঞি আইনু এথায়॥ বিপ্রদাস কাতর হইয়া

নিবেদয়। না যাবেন গোলাপার্শ্বে তথা সর্পভয়॥ শুনি মহাশয় কহে ঈষৎ হাঁসিয়া। চিন্তা না করিহ সর্প যাবে পলাইয়া॥ এত কহি বৃহৎ গোলাদ্বার উদ্ঘাটিতে। সর্প অন্তর্দ্ধান সবে দেখিল সাক্ষাতে॥ গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দর। ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্বনয়ন গোচর॥ প্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরে। শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসাঘরে॥ সে সময়ে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ যে প্রকার। যে প্রেম প্রকাশ তা কহিতে নাই পার॥ শ্রীমহাশয়ের শিষ্য শ্রীসন্তোষ দত্ত। সর্ব্ব কার্য্য সাধে তেঁহ পরম মহত্ত্ব॥ করিল নির্ম্মাণ শ্রীমন্দির সিংহাসন। মহামহোৎসবের করিলা আয়োজন॥ শ্রীমহাশয়ের মনোবৃত্তি কেবা জানে। সদা চাহি রহে প্রভু তুয়া পথ পানে॥ প্রভু আগমন এথা এ কথা শুনিল। না জানিয়ে কত সুখসমুদ্রে ডুবিল॥ অদ্য পদ্মাবতী পার হইয়া রহিব। রজনি-প্রভাতে কালি এথায় আসিব॥ শুনি শ্রীআচার্য্য নরোত্তমের চরিত। নিজগণসহ হৈলা মহা উল্লসিত॥ দুর্গাদাস বিপ্রে অতি অনুগ্রহ কৈল। নরোত্তমপ্রভাব সবারে জানাইল॥ সবে মগ্ন হৈলা নরোত্তমের গুণেতে। হৈল এই ধ্বনি কালি আসিব এথাতে॥ গ্রামবাসি লোকের আনন্দ অতিশয়। পরস্পর সকলে সৌভাগ্য প্রশংসয়॥ কতক্ষণে নিশি পোহাইব এই মনে। যাইব দর্শনে রামচন্দ্রের ভবনে॥ রামচন্দ্রভবন ছাড়িতে কেউ নারে। মহাকষ্টে রজনি বঞ্চয়ে নিজঘরে॥ রামচন্দ্রভবন

পরমানন্দময়। শ্রীআচার্য্যগণ সহ যথা বিলসয়॥ আচার্য্যের যত স্নেহ রামচন্দ্র প্রতি। মুই মহা অজ্ঞ তাহা কহি কি শকতি॥ গুণের সমুদ্র রামচন্দ্র কবিরাজ। সর্ব্বত্র বিদিত তাঁর অলৌকিক কায॥ বিপ্রমুখে নরোত্তম গমন শ্রবণে। না কৈল প্রকাশ যাহা উপজিল মনে॥ সর্ব্বকার্য্য সমাধায় হইয়া তৎপর। গোঙাইলা দিবারাত্রি দ্বিতীয় প্রহর॥ শ্রীআ-চার্য্যগণ সহ করিলে শয়ন। নির্জ্জনে চিন্তয়ে নরোত্তম গুণ-গণ॥ নরোত্তম নামমাত্রে নারে স্থির হৈতে। পুলক ঝাঁপয়ে অঙ্গ কত উঠে চিতে॥ কেনে হেন হৈল ইহা বিচারিতে মনে। না ভায় * শয়ন নিদ্রা না স্পর্শে নয়নে॥ প্রভু ইচ্ছা মতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥ স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল॥ জিনিয়া কন্দর্প কোটি শ্রীঅঙ্গ সুন্দর। তাহে কি উপমা হেম বিদ্যুৎকেশর॥ শিরে চারু চিকণ কুঞ্চিত কেশ-জাল। ভুবনমোহন গলে দোলে বনমালা॥ শরতের চাঁদ যিনি বদনচন্দ্রমা। কিবা দীর্ঘ লোচন চাহনি অনুপমা॥ আজানু-লম্বিত বাহুদ্বয় দোলাইয়া। গজেন্দ্রগমনে আসি রহে দাঁড়া-ইয়া॥ গৌরচন্দ্রে দেখি রামচন্দ্রকবিরাজ। না জানি কি আনন্দ উথলে হিয়া মাঝ॥ লোটাইয়া পড়িল প্রভুর পদ-তলে। প্রভু কোলে লৈয়া সিক্ত করে প্রেমজলে॥ ঈষৎ হাঁসিয়া কহে সুমধুর ভাষে। আপনা না জান তুমি মোর

* না ভায় —ভাল লাগেনা॥

ইচ্ছাবশে ॥ তুমি মোর প্রিয় মোর প্রিয় নরোত্তম। দোঁহে দোঁহা দেখি পূর্ব্ব হইব স্মরণ ॥ দোঁহে মোর প্রেমভক্তি প্রদান করিবা। জীবের দারুণ তাপত্রয় নিবারিবা ॥ ঐছে কত কহি অতি অনুগ্রহ করি। হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি ॥ প্রভু অদর্শনে রামচন্দ্র স্থির নহে। নদীর প্রবাহপ্রায় নেত্রে ধারা বহে ॥ দেখিয়া ব্যাকুল প্রভু পুনঃ প্রবোধিলা ॥ স্বপ্নচ্ছলে শ্রীনিবাসাচার্য্যে জানাইলা ॥ প্রভুর অদ্ভুত লীলা কে পারে বুঝিতে। ভক্তপ্রেমাধীন প্রভু বিদিত জগতে ॥ রামচন্দ্র প্রভুগুণে মগ্ন অতিশয়। নিদ্রাভঙ্গে দেখে হৈল প্রভাত সময় ॥ প্রাতঃক্রিয়াদিক করি চিন্তে মনে মনে। মহাশয় সহ দেখা হবে কতক্ষণে ॥ হেনকালে অতিশীঘ্র আসি একজন। শ্রীআচার্য্যে প্রণমিয়া করে নিবেদন ॥ পদ্মাবতীপার গ্রাম খেতরি হইতে। শ্রীঠাকুর মহাশয় আইসেন এথাতে ॥ কি অপূর্ব্ব গতি সূর্য্যময় তেজ তাঁর। সঙ্গে যে আইসে কিবা শোভা সে সবার ॥ এই অল্পদূরে মুই আইনু দেখিয়া। তাঁরে দেখি না জানি কি করে মোর হিয়া ॥ আচার্য্য শুনিয়া নরোত্তমের গমন। গণসহ আগুসরি চলে সেইক্ষণ ॥ নরোত্তমে দেখে বাড়ির বাহির হইয়া। দেখিতেই কত সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥ নরোত্তম আচার্য্য ঠাকুরে প্রণমিতে। আচার্য্য লইয়া ক্রোড়ে না পারে ছাড়িতে ॥ কি অদ্ভুত প্রেমানন্দ বাঢ়য়ে দোঁহার। দেখি সকলের হৈল মহা চমৎকার ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর, ঠাকুর নরো-

ভমে॥ মিলাইল শ্রীদাসাচার্য্যাদি প্রিয়গণে॥ যে অপূর্ব্ব মিলন হইল পরস্পরে। তাহা একমুখে কে বর্ণিতে শক্তি ধরে॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে করি নিরীক্ষণ। হইল অধৈর্য্য পূর্ব্ব হইতে স্মরণ॥ নহিল বিশেষ ব্যক্ত হইল কিঞ্চিৎ। কেহো কেহো জানিয়াও নাকৈল বিদিত॥ শ্রীআচার্য্য নরোত্তমে করাবলম্বিয়া। জিজ্ঞাসয়ে কুশল নির্জ্জনে বসাইয়া॥ মহাশয় কহে মহামধুর বচনে। সকল মঙ্গল এবে হইল দর্শনে॥ প্রভু আজ্ঞা কৈল গৌড়ে করিতে গমন। শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবসেবা শ্রীসঙ্কীর্ত্তন॥ তাহে শ্রীবিগ্রহ অনুগ্রহ কৈল আর। হৈল শ্রী-মন্দির আদি সকল সম্ভার॥ শ্রীফাল্গুণপূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহগণে। মনে এই আপনি বসাবে সিংহাসনে॥ আসিবেন শীঘ্র এথা এই মনে ছিল। তাহাতে অনেক দিন বিলম্ব হইল॥ ইহা শুনি আচার্য্য কহেন ধীরে ধীরে। প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা কে বুঝিতে পারে॥ এত কহি বিবাহপ্রসঙ্গ জানাইল। বৃন্দা-বনগমনাদি বিস্তারি কহিল॥ শুনি মহাশয়ের যে হইল অন্তরে॥ তাহা অন্য জন কে বুঝিতে শক্তি ধরে। পরস্পর অনেক প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঐছে গোঙাইলা॥ শ্রীঠাকুর মহাশয়-আদি সর্ব্বজন। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে করিলা শয়ন॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুরে শয়ন নাহি ভায়। কৈছে কার্য্য সমাধান হবে এ চিন্তায়॥ মনে মনে কহে মহাপ্রভু প্রিয়গণ। খেতরি-গ্রামে কি করিবেন আগমন॥ অভিলাষ পূর্ণ কি করিব

গৌররায়॥ এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ভক্তের উদ্বেগ প্রভু না পারে সহিতে। স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা নিদ্রা আকর্ষিতে॥ শ্রীনিবাস আগে কি মধুর ভঙ্গি করি। মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে ধীরি ধীরি॥ ওহে শ্রীনিবাস কিছু চিন্তা না করিবে। নিমন্ত্রণপত্রী শীঘ্র সর্ব্বত্র পাঠাবে॥ যদ্যপি সে সকলের ব্যাকুল হৃদয়। এথা আসিতেই হবে মহাহর্ষোদয়॥ দেখিবে সাক্ষাতে মোর অদ্ভুত বিলাস। পা'বে মহানন্দ পূর্ণ হবে অভিলাষ॥ অনায়াসে সর্ব্বকার্য্য হবে সমাধান। এতকহি মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ প্রভু-অদর্শনে অতিব্যাকুল আচার্য্য। প্রভুর ইচ্ছায় কিছু ধরিলেন ধৈর্য্য॥ রজনিপ্রভাতে সবে একত্র হইলা৭ সর্ব্বত্র লিখিতে পত্রী শীঘ্র যত্ন পাইলা॥ রামচন্দ্রাদিকে বহু আনন্দ ব্যাপিল। বহু নিমন্ত্রণ পত্রী প্রস্তুত করিল॥ পত্রীতে যে লিখিলেন পদ্য সুমধুর। শুনিতে বা কাহার না হয় ধৈর্য্য দূর॥ পত্রী দিয়া অতিযোগ্য পঞ্চদশ জনে। পাঠাইলা নবদ্বীপ আদি স্থানে স্থানে॥ উৎকল দেশেতে শ্যামানন্দ রহে যথা। পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা তথা॥ হৈল ধ্বনি সর্ব্বত্র ফাল্গুণ পূর্ণিমাতে। হবে মহামহোৎ-সব খেতরি গ্রামেতে॥ তেলিয়া বুধরি বাহাদুরপুর আদি। গ্রামে গ্রামে উথলে আনন্দ বারিনিধি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ গায় সর্ব্বজন। দেখিতে সে ক্রিয়া কার না জুড়ায় মন॥ শ্রী-আচার্য্যঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়। গণসহ সকলের মঙ্গল চিন্তয়॥

রামচন্দ্রালয়ে অতি অদ্ভুত বিলাস। দেবের দুর্লভ চারু কীর্ত্তন প্রকাশ॥ কৈছে দিবারাত্রি যায় কেহো না জানিল। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে সবে বিহ্বল হইল॥ শ্রীমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীগোকুল। শ্রীদেবিদাসাদি সর্ব্বগুণেতে অতুল॥ শ্রীগোকুল দেবীদাসাদির বাদ্য গানে। আচার্য্যের যে ভাব তা বর্ণিতে কে জানে॥ একদিন আচার্য্যাতি অধৈর্য্য হৃদয়ে। না জানি কি নির্জ্জনে কহিলা মহাশয়ে॥ প্রিয় রামচন্দ্রে নরোত্তমে সমর্পিলা। নরোত্তম যেন সুখসমুদ্রে ডুবিলা কে বুঝিতে পারে এই আচার্য্যের রীতি। সমর্পিয়া রামচন্দ্রে হৈলা হর্ষ অতি॥ রামচন্দ্রাদিক কথোজন সঙ্গে দিয়া। পাঠাইলা খেতরি আসিব শীঘ্র কৈয়া॥ নরোত্তম বিদায় হইয়া শীঘ্র করি। পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন খেতরি॥ মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য্য। রহেন বুধরিগ্রামে হইয়া অধৈর্য্য॥ রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি। আচার্য্যের সেবা রসে মগ্ন দিবানিশি॥ দেখি গোবিন্দের চেষ্টা আচার্য্য ঠাকুর। কৈল অনুগ্রহ সীমা বচনের দূর॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণিতে গোবিন্দে। আজ্ঞা করিলেন মহা মনের আনন্দে। প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য গীত। সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত। গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা। গোবিন্দে প্রশংসি কবিরাজ খ্যাতি দিলা॥ শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গাওয়াইল গীত। গীতামৃত বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব মনোহিত। যথা রহে অজ্ঞাতরূপে যে প্রিয়গণ। তাঁ সবারে কৃপা করি করে আকর্ষণ॥ বুধারি নিকট

বাহাদুরপুর গ্রাম। তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম ॥ তাঁহার অনুজ বংশীদাসচক্রবর্ত্তী। বিধাতা নির্ম্মিল,তাঁরে যেন স্নেহমূর্ত্তি ॥ অল্পকাল হৈতে আর্ত্তি বিদ্যা অধ্যয়নে। দেখিয়া সে চেষ্টা সুখ পায় সর্ব্বজনে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অতি-শয়। নিরন্তর রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদয় ॥ অদীক্ষিতমতে অতি উদ্বিগ্ন অন্তরে। হইব দীক্ষিত কোথা কিছুই না স্ফুরে ॥ বুধরিগ্রামেতে আচার্য্যের আগমন। শুনি অতি উৎকণ্ঠিত করিতে দর্শন ॥ শীঘ্র গিয়া দেখেন শ্রীগোবিন্দভবনে। আচার্য্য আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত সকল প্রিয়-গণ। আচার্য্যের শোভা সব করে নিরীক্ষণ ॥ দূর হৈতে বংশী-দাস আচার্য্য দেখিয়া। ভূমে পড়ি প্রণময়ে অতিদীন হৈয়া ॥ তিলে তিলে আনন্দ বাড়য়ে অতিশয়। মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত না করয় ॥ কতক্ষণ শ্রীআচার্য্য দর্শন করিয়া। গৃহে চলিলেন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ দেখি বংশী চেষ্টা শিষ্ট-গণে বিচারয়। ইহঁ আচার্য্যের কৃপাপাত্র সুনিশ্চয় ॥ শ্রীআ-চার্য্য দৃষ্টিপাতে শক্তি সঞ্চারিলা। আচার্য্যের মনোবৃত্তি কেহ না জানিলা ॥ আচার্য্যের প্রিয় বংশীদাস মহাধীর। বুঝিতে না পারি তাঁর চরিত্র গভীর ॥ নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে বিচারয়। শ্রীআচার্য্যপ্রভু কি দিবেন পদাশ্রয় ॥ ঐছে কত বিচারিতে উদ্বিগ্ন অন্তর। গোঙাইলা দিবারাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥ অক-স্মাৎ নিদ্রা আকর্ষিতে রাত্রিশেষে। স্বপ্নচ্ছলে আচার্য্য

আইসে বংশী-পাশে ॥ কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে গমন মনোহর। টলমল করে প্রেমময় কলেবর ॥ দীর্ঘ দুই লোচন চাহনি অনুপমা। কে ধরে ধৈরয দেখি মুখের সুষমা ॥ মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে বংশীপানে। নিজপ্রভু জানি বংশী পড়ে শ্রীচরণে ॥ স্নেহাবেশে আচার্য্যঠাকুর বংশীদাসে। আলিঙ্গন করি কহে সুমধুর ভাষে ॥ মহামহোৎসব হ'বে খেতরি গ্রামেতে। এ হেতু শ্রীনরোত্তম আইলেন নিতে ॥ তাঁ সবারে অতিশীঘ্র বিদায় করিয়া। রহিলাম আমি তোমা সবার লাগিয়া ॥ না ভাবিহ রজনিপ্রভাতে শিষ্য করি। তোমা সবা সঙ্গে লৈয়া যাইব খেতরি ॥ এত কহি বংশী শিরে অর্পিয়া চরণ। অতি অনুগ্রহ করি হৈল অদর্শন ॥ প্রভু অদর্শনে অতি ব্যাকুল হৃদয়। জাগিয়া দেখেন নিশি প্রভাত সময় ॥ প্রাতঃকৃত্য করি গেলা উল্লসিত মনে। যথা শ্রীআচার্য্য বিলসয়ে গণ সনে ॥ আচার্য্যচরণে পড়ি যৈছে দৈন্য করে। সে সব শুনিতে কার হিয়া না বিদরে ॥ গণ সহ শ্রীআচার্য্য প্রভুরে লইয়া। আইলেন নিজগৃহে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীআচার্য্যপ্রভু মহা আনন্দ আবেশে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা বংশীদাসে ॥ পরম অপূর্ব্ব বিধানেতে শিষ্য কৈল। গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥ ঐছে আর কথোজনে অনুগ্রহ করি। গণ-সহ মহাহর্ষে চলয়ে খেতরি ॥ অতিশীঘ্র হইয়া শ্রীপদ্মাবতী পার। খেতরি গ্রামেতে পাঠাইলা সমাচার ॥ শুনি শ্রীআ-

চার্য্য ঠাকুরের আগমন। আনন্দে বিহ্বল শ্রীঠাকুর নরোত্তম॥ রামচন্দ্র আদি প্রিয়বর্গের সহিতে। অতি শীঘ্র চলিলেন আগুসরি নিতে॥ শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণসঙ্গে লৈয়া। দিলা পরিচয় আচার্য্যের আগে গিয়া॥ ঐছে আর নিজশিষ্য গণে জানাইল। সবে আচার্য্যের পাদপদ্মে প্রণমিলা॥ শ্রীআচার্য্য যৈছে কৃপা কৈল সর্ব্বজনে। তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেন ভাগ্য-বানে॥ পরস্পর যৈছে প্রিয়গণের মিলন। তাহা বাহুল্যের ভয়ে না হয় বর্ণন॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় আচার্য্যঠাকুরের। পরম আনন্দে লৈয়া চলে বাসা ঘরে॥ সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি আচার্য্য গমন। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন॥ গণসহ আচা-র্য্যের দর্শন করিয়া। নিজ নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে হর্ষ হৈয়া॥ আচার্য্যের দৃষ্টিপাত হৈল যে প্রকার। তাহা এথা বিস্তারি নারয়ে বর্ণিবার॥ গণসহ আচার্য্য লইয়া মহাশয়। মহানন্দে নির্জ্জন আলয়ে প্রবেশয়॥ দেখি স্থান আচার্য্য প্রশংসি প্রিয়-গণে। পৃথক্ পৃথক্ বাসা দিলা সন্নিধানে॥ শ্রীসন্তোষ দত্ত মহা আনন্দ হিয়ায়। পূর্ব্বেই করিল লোক নিযুক্ত বাসায়॥ সর্ব্বপ্রকারেতে সমাধায় সর্ব্বকার্য্য। দেখি সন্তোষের চেষ্টা সন্তোষ আচার্য্য॥ শ্রীআচার্য্য বাসা হইতে শীঘ্র গণসনে। চলে মহাহর্ষে শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শনে॥ প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাবিগ্রহে থুইল যথা। শ্রীঠাকুরমহাশয় লৈয়া গেলা তথা॥ শ্রীআচার্য্য করি মহাপ্রভুর দর্শন। হইলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন॥

আর পঞ্চ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া। হইলা অধৈর্য্য সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥ দেখি মহোৎসবের সামগ্রী আয়োজন। দেখি বাদ্যাস্থানাদি পরমহর্ষ মন ॥ শ্যামানন্দ আসিবেন উৎকল হইতে। তাঁহার বিলম্ব দেখি চিন্তাযুক্ত চিতে ॥ কহিতেই শ্রীশ্যামানন্দের গুণগণ। শুনিলেন লোকমুখে তাঁর আগমন ॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় মনের উল্লাসে। আগুসরি দেখে, আইলা আচার্য্য আবাসে ॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম আচরণ। তাহা দেখিলেন মহাভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীআচার্য্য নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। প্রভুগণ গমন চিন্তয়ে মনে মনে ॥ সে সবার গতি এথা কহি সংক্ষেপেতে। বিস্তারিব নরোত্তমবিলাস গ্রন্থেতে ॥ খড়দহ গ্রামেতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী। করয়ে দিবস স্থির আসিতে খেতরি ॥ হেনকালে প্রভু অলক্ষিত নিদেশয়। যাইতে খেতরি গ্রামে বিলম্ব না সয় ॥ তথা শ্রীনিবাস নরোত্তম গণসনে। চাহি আছে তোমা সবাকার পথপানে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম মোর প্রিয়দাস। করিব সফল যে করিব অভিলাষ ॥ প্রকটাপ্রকট নিজপ্রিয়গণসনে। নাচিব গাইব সে অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তনে ॥ দেখিব সকলে এই আশ্চর্য্য বিলাস। হইবা বিহ্বল ঐছে হইব উল্লাস ॥ মহা মহোৎসব মহানন্দে সমাধিয়া। আসিব এথায় শীঘ্র বৃন্দাবনে গিয়া ॥ এত কহি দেখা দিয়া অন্তর্দ্ধান হৈতে। ঈশ্বরী বিহ্বল হৈয়া চাহে চারি ভিতে ॥ নয়নে আনন্দধারা নহে নিবারণ। শ্রীখেতরি গ্রামে যাত্রা কৈলা

সেই ক্ষণ॥ এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র প্রচার। জন্মিল যে আনন্দ কহিতে সাধ্য কার॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর অলৌকিক রীতি। গমন উদ্যোগ যৈছে কহি কি শকতি॥ খড়দহ আদি গ্রামবাসি-লোকগণ। আইলেন সবে শীঘ্র করিতে দর্শন॥ শ্রীজাহ্নবী দেবী সে সবারে সন্তোষিলা। লোক রীত প্রায় সর্ব্বমতে ভার দিলা॥ শ্রীবসুদেবীরে কিবা কহি সঙ্গোপনে। হইলা বিদায় যৈছে কে বর্ণিতে জানে॥ অতি যত্নে গঙ্গা বীর-ভদ্রে প্রবোধিয়া। খড়দহ হৈতে চলে প্রভু সোঙরিয়া॥ সঙ্গেতে চলিলা মহা ভাগবতগণ। যাঁ সবার দর্শনে পবিত্র ত্রিভুবন॥ কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য্য। রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মহা আর্য্য॥ শ্রীমীনকেতন রামদাস মনোহর। মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর॥ শ্রীশঙ্কর শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই। নৃসিংহ চৈতন্য জীব পণ্ডিত কানাই॥ গৌরাঙ্গ নকড়ি কৃষ্ণদাস দামোদর॥ শ্রীপরমেশ্বরী বলরাম বিজ্ঞবর॥ শ্রীমুকুন্দ দাসবৃন্দাবন আদি করি। এসবার সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী॥ আর যত পরিচারিকাদি চারিপাশে। সে অপূর্ব্ব শোভায় সবার ধৈর্য্য নাশে॥ বিনা যানে শ্রীজাহ্নবী কথোদূর গিয়া। মনুষ্যের যানে চড়ে সঙ্কুচিত হৈয়া॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্ব-রীর গমন দর্শনে। গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট্ট স্থানে স্থানে॥ নয়নভাস্কর হালিসর গ্রামে ছিলা। পরম আনন্দে তেঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা॥ খঞ্জ ভগবানাত্মজ রঘুনাথাচার্য্য। আসিয়া

মিলিলা তেঁহো সর্ব্বগুণে আর্য্য ॥ সে দেশে যে ছিলেন পুরুষ বিজ্ঞগণ। শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে হৈল সবার গমন ॥ নিত্যানন্দ কিঙ্কর বণিক্ ভাগ্যবন্ত। প্রভু সঙ্গে চলে সে সুখের নাই অন্ত ॥ হইল সংঘট্ট বহু আইলা অম্বিকায়। শ্রীচৈতন্যদাস আসি মিলিলা তথায় ॥ সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্ব মতে যোগ্য যেঁহো। গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো ॥ শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যাত্রা কৈলা সেই ক্ষণ। শ্রীহৃদয় চৈতন্যের হইল গমন ॥ শ্রীহৃদয়ানন্দ ভক্তিপ্রদানে প্রবীণ। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যার প্রেমাধীন ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জাহ্নবী ঈশ্বরী। অন্নাদি ভুঞ্জাইল যৈছে বর্ণিতে না পারি ॥ অম্বিকাপ্রদেশে যে যে ভক্ত প্রেমময় ॥ সবে যাত্রা কৈলা হৈল চিত্তে হর্ষোদয় ॥ নবদ্বীপ নিকট আসিয়া সর্ব্বজনে। অনিমিষ নেত্রে চাহে নবদ্বীপে পানে ॥ প্রভু-লীলা সোঙরিতে অধৈর্য্য হৃদয়। অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়য় ॥ উঠিল ক্রন্দন রোল ভাসে নেত্র জলে। মূর্চ্ছিত হইয়া সবে পড়ে মহীতলে ॥ যে অদ্ভুত চেষ্টা তা বর্ণিব কুন জনে ॥ প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা কত ক্ষণে ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি নবদ্বীপ হৈতে। প্রেমাবেশে আইলা সবে আগুসরি নীতে ॥ পরস্পর হৈল যৈছে সবার মিলন। যৈছে গঙ্গাস্নানাদি তা না হয় বর্ণন ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি শ্রীবাসের ভ্রাতাদ্বয়। সবা লৈয়া নবদ্বীপ গ্রামে প্রবেশয় ॥ নবদ্বীপ প্রবেশ সময়ে যে প্রকার ॥ মু অজ্ঞের শক্তি কি বর্ণিতে লেশ তার ॥ শ্রীপতি

শ্রীনিধি লৈয়া গেলেন ভবনে। মহানন্দ হৈল গিয়া শ্রীবাস-অঙ্গণে॥ শ্রীজাহ্নবী কহয়ে কি লাগি এতক্ষণ। শান্তিপুর হৈতে কারু না হইল গমন॥ এত কহিতেই আইলা অদ্বৈততনয়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগোপাল প্রেমময়॥ অচ্যুতের সঙ্গে আইলা ভাগবত যত। তাঁ সবার নামগুণ কে কহিবে কত॥ শ্রীকানু পণ্ডিত আর দাস নারায়ণ। বিষ্ণুদাসাচার্য্য কামদেব জনার্দ্দন॥ বনমালী পুরুষোত্তম আদি দয়াময়। সবে আসি প্রবেশয়ে শ্রী-বাস আলয়॥ আগুসরি শ্রীপতি আনয়ে সর্ব্বজনে। হৈল মহা-নন্দ পরস্পর সম্মিলনে॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী হইয়া হর্ষ অতি। দিন দুই তিন নবদ্বীপে কৈল স্থিতি॥ নবদ্বীপে শ্রীপতি শ্রী-নিধি আদি করি। সবে উল্লসিত হৈলা যাইতে খেতরি॥ প্রভু-গণ সংঘট্ট শোভায় ধৈর্য্য হরে। রজনী-প্রভাতে চলে কণ্টক নগরে॥ আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত। কণ্টকনগরে সবে হৈলা উপনীত। যদুনন্দনাদি মহামনের উল্লাসে। আগু-সরি লৈয়া আইসে গৌরাঙ্গ আবাসে॥ হেন কালে শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন। গণসহ আইলা যেন সাক্ষাৎ মদন॥ পরম অদ্ভুত শোভা উপমা কি দিতে। মনেতে উল্লাস শীঘ্র খেতরি যাইতে। আর যে সকল মহান্তের আগমন। তাহা কে কহিবে কিছু করিয়ে গণন॥ শিবানন্দ সহ বিপ্র বাণীনাথ বর্য্য। বল্লভ চৈতন্য-দাস শ্রীহরি আচার্য্য॥ ভাগবতাচার্য্য আর নর্ত্তক গোপাল। জিতামিশ্র রঘুমিশ্র পরম দয়াল॥ কাশীনাথ পণ্ডিত নয়নমিশ্র

আর। কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ উদ্ধব উদার ॥ শ্রীপুষ্পগোপাল রঘুনাথ দয়াময়। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতাদি গুণের আলয় ॥ এ সবা সহিত সে সবার সম্মিলনে। হৈল যে আনন্দ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ প্রভুর সন্ন্যাসস্থানে আসি সর্ব্ব জন। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥ সবার যে চেষ্টা তাহা কহনে না যায়। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ দাস গদাধরের গৌরাঙ্গদরশনে। কহিতে কি জানি যে আনন্দ হৈল মনে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সে দিবস তথাই। করিলা রন্ধন যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জাইয়া গৌরচন্দ্রে। ভুঞ্জাইলা সকল মহান্তে মহানন্দে ॥ অন্নাদি ভক্ষণে যৈছে উল্লাস সবার। কে বর্ণিবে যে শোভা ভোজনে বসিবার ॥ শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ-আবেশে। শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলেই ভুঞ্জিলেন শেষে ॥ উথলিল প্রেম সিন্ধু কণ্টক নগরে। গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে সবে কীর্ত্তনে বিহরে ॥ শ্রীযদুনন্দন আদি উল্লাসিত চিতে। হইল প্রস্তুত সবে খেতরি যাইতে ॥ হইলেন বৈষ্ণব-সংঘট্ট অতিশয়। কণ্টক নগর হৈতে করিলা বিজয় ॥ যে যে গ্রাম হৈয়া চলে মহান্তসকল। সে সে গ্রামবাসী হয় আনন্দে বিহ্বল ॥ তেলিয়া বুধরি আদি গ্রাম পুণ্য স্থান। সে সকল গ্রামে লোক মহা ভাগ্যবান্ ॥ আইসে প্রভুগণ শুনি ধায় চারি পাশে। করিয়া দর্শন সবে মহানন্দে ভাসে ॥ দেখি লোক আর্ত্তি প্রভুগণ হর্ষ হৈলা। জানিল এ ভক্তি শ্রীনিবাস প্রকাশিলা ॥ সে দিবস কৈলা স্থিতি বুধরি গ্রামেতে। তথা যে ব্যাপিল সুখ তাহা কি কহিতে ॥ সে

দেশ নিবাসী লোক স্থির হৈতে নারে। প্রীতে সঙ্গে চলিলেন পদ্মাবতী তীরে॥ পূর্ব্বে শ্রীসন্তোষ নৌকা নিযুক্ত রাখিলা। গমন মাত্রেতে পদ্মাবতী পার হৈলা॥ হইল গমনধ্বনি খেতরি গ্রামেতে। আনন্দে উথলে লোক নারে স্থির হৈতে॥ খেতরি গ্রামেতে লোক অর্ব্বুদ অপার। খেতরি প্রদেশে যত সংখ্যা নাই তার॥ বালবৃদ্ধ আদি সবে চতুর্দ্দিকে ধায়। বুঝিতে না পারে কেহ কি হৈল হিয়ায়॥ এথা শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি সহিতে। পরম উল্লাসে চলে আগুসরি নীতে॥ যৈছে লৈয়া আইসেন সে প্রেম আবেশ। যৈছে শোভা বর্ণিতে কে পারে তার লেশ॥ চতুর্দ্দিকে দেখি লোক ভাসে নেত্র জলে। প্রভু-গণে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে॥ দেখিয়া লোকের আর্ত্তি কুন মহাশয়। অতি সুমধুর বাক্যে কারু প্রতি কয়॥ এ দেশে না ছিল এ দুর্ল্লভ ভক্তিলেশ। নরোত্তম গুণে ধন্য হৈল হেন দেশ॥ ঐছে কহি লোকের সৌভাগ্য প্রশংসয়। মহানন্দে খেতরি গ্রামেতে প্রবেশয়॥ করুণার মূর্ত্তি যত প্রভু প্রিয়-গণ। গ্রামমধ্যে উদয় হইলা চন্দ্রসম॥ শ্রীনিবাস নরোত্ত-মাদি মহা যত্নেতে। সবে লৈল পৃথক্ পৃথক্ আলয়েতে॥ দেখি সে সে স্থান, হর্ষ সবার অন্তরে। আইলেন সবে যেন আপনার ঘরে॥ হৈল যত বাসা আর যতেক ভাণ্ডার। তাতে যে নিযুক্ত লোক সংখ্যা নাই তার॥ শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজ গণের সহিতে। করে যে মঙ্গলকার্য্য লেখা নাই দিতে॥ এ

সব প্রসঙ্গ অতি সুখের পাঁথার। নরোত্তমবিলাসেতে হইব বিস্তার॥ প্রভুপরিকরের দর্শনে সর্ব্বলোক। দিবা নিশি বিহ্বল না জানে দুঃখশোক॥ স্বপ্নেহ নাহিক কারু অন্য ব্যবহার। এ সকল কথা বিনে কথা নাই আর॥ স্থানে স্থানে লোকগণ মনের উল্লাসে। পরস্পর কহে কত সুমধুর ভাষে॥ কেহ কহে প্রতিদিন যে উৎসব এথা। দেখিব কি কভু না শুনিয়ে ঐছে কথা॥ দেখিল মঙ্গলময় শ্রীখেতরি গ্রাম। শ্রীমহান্তগণের ভবন অনুপম॥ অহে ভাই প্রভুর মন্দির মনলোভা। প্রভু না বসিতে সিংহাসনে এত শোভা॥ কেহ কহে ফাল্গুন পূর্ণিমা কালি হয়। বসিবেন সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ ছয়॥ শ্রীবিগ্রহ অভিষেক করিয়া দর্শন। আনের কা কথা মত্ত হবে দেবগণ॥ কহিতে কি জানি মোর মনে এই হয়। হরিব দারুণ দুঃখ শ্রীবিগ্রহ ছয়॥ সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্র উথলিব। প্রভুগণ সনে সঙ্কীর্ত্তনে বিলসিব॥ কেহ কহে শ্রীরাজা সন্তোষ ভাগ্যবান্। কিবা সঙ্কীর্ত্তন স্থলী করিল নির্ম্মাণ॥ কি অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গণ আবৃত। কত শত কদলী বৃক্ষাদি-সুশোভিত॥ কেহ কহে পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে। কৈল বহু লোক যুক্ত চন্দনঘর্ষণে॥ কেহ কহে নানা বাদ্যবাদক নর্ত্তক। বহুদেশ হৈতে আইলা অনেক গায়ক॥ বন্দিগণ আদি যত তার অন্ত নাই। কি অদ্ভুত লোক কোলাহল ঠাঁই ঠাঁই॥ কেহ কহে অহে ভাই কহিতে কি আর। নিশি পোহাইলে

প্রাণ জুড়ায় আমার ॥ প্রাতে গিয়া প্রভুগণে করিব দর্শন। তথাই রহিব ঘরে নাই প্রয়োজন ॥ কি সুখ খাইতে অদ্য আইলাম ঘরে ঘরে। ঐছে কত কহি দুঃখে আপনা ধিক্কারে॥ কেহ কহে প্রভু এ না দুঃখ ঘুচাইব। এ বিষম নিশা অদ্য শীঘ্র পোহাইব ॥ কেহ কহে বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয়। নহিলে কি ঐছে বাদ্য কোলাহল হয় ॥ কেহ কহে দেখ সুপ্রভাত হৈল নিশি। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে শ্রীফাল্গুনপৌর্ণমাসী ॥ ঐছে কহি ধায় লোক শ্রীমন্দির যথা। পরম অদ্ভুত শোভা দেখে গিয়া তথা ॥ নিজ নিজ বাসা হৈতে মহান্তসকল। আইসেন শ্রীমন্দিরে প্রেমায় বিহ্বল ॥ জিনিয়া গজেন্দ্রগতি তেজ সূর্য্যসম। প্রতি অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত মনোহর ॥ পরিধেয় নবীন বসন সুশোভিত। কপালে তিলক বাহু বক্ষ নামাঙ্কিত ॥ মন্দ মন্দ হাঁসি চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষয়। প্রভুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশয় ॥ মনের উল্লাসে সবে বৈসে দিব্যাসনে। শ্রীজাহ্নবীঈশ্বরী বৈসয়ে সঙ্গোপনে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তমমহাশয়। দেখি শোভাসুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ প্রভুপরিকর সবে শ্রীনিবাস প্রতি। অভিষেকাদি ক্রিয়ায় দিলা অনুমতি ॥ শ্রীনিবাস দীনপ্রায় ভূমে প্রণমিয়া। করয়ে শ্রীবিগ্রহাভিষেকাদিক ক্রিয়া ॥ যে অদ্ভুত পারিপাটী কহিল না নয়। বসাইলা সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল। বিগ্রহগণের সে সে নাম ব্যক্ত কৈল ॥ গৌরাঙ্গ বল্লবী কান্ত শ্রীব্রজমোহন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥ এ ছয়ের অভিষেক শোভা অতিশয়। না ধরে ধৈরয যে বারেক নিরীক্ষয়॥ সর্ব্বমহান্তের মনে হৈল চমৎকার। নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রু ধার। অলক্ষিত দেখি দেব পুষ্পবৃষ্টি করে। পাইয়া পরমানন্দ আপনা পাসরে॥ জয় জয় শব্দ কোলাহল অনিবার। নানা বাদ্য ধ্বনি ধৈর্য্য হরয়ে সবার॥ বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে সুমধুর স্বরে। ভাটগণ বর্ণে শোভা বিবিধপ্রকারে॥ নিরুপম শোভা-বধি শ্রীবিগ্রহগণ। সে বেশ রচিতে ধৈর্য্য ধরে কে এমন॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য মহাযত্নে ধৈর্য্য ধরি। বিরচি বিচিত্র বেশ দেখে নেত্র ভরি॥ সুগন্ধি চন্দন আর যত পুষ্পমালা। বহু-পাত্রে লৈয়া প্রভু আগে সমর্পিলা॥ অপূর্ব্ব বিধানে পূজা করি মহাসুখে। করে আরাত্রিক সবে দেখেন কৌতুকে॥ জয় জয় ধ্বনি হৈল বাদ্য কোলাহল। শুনিতে সে শব্দ দূরে যায় অমঙ্গল॥ আরাত্রিক সমাধায় মহান্তসকলে। পরম আনন্দে প্রণময়ে মহীতলে॥ নরোত্তম সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈয়া। প্রণময়ে শ্রীপ্রভুগণের নাম লৈয়া॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যং॥

গৌরাঙ্গবল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

কত শত লোক প্রবেশিয়া শ্রীঅঙ্গণে। প্রণমে বিহ্বল হৈয়া আরতি দর্শনে॥ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণাতি পরিসর নহে।

তথাপি অসংখ্য লোক এক ভিতে রহে॥ প্রভু ইচ্ছা অঙ্গণ প্রভাব ঐছে হয়। অন্যে কি জানিব এ দুর্লক্ষ্য অতিশয়॥ এ প্রসঙ্গ শুনিতে বিস্ময় হয় আনে। আরতি সময় যে দেখিল সেই জানে॥ আহা মরি অপূর্ব্ব আরতি সমাধিয়া। ভোগ সমর্পিতে আচার্য্যের হর্ষ হিয়া। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে সুচারু বন্ধানে। বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সঙ্গোপনে॥ ভক্ষণাবসর জানি দিয়া আচমন। যত্ন করি করাইলা তাম্বূল ভক্ষণ॥ সুগন্ধ চন্দনসহ পুষ্পমালা দিল। সুচারু চামর বায়ে অতি স্নিগ্ধ কৈল॥ শ্রীমন্দির দ্বার আবরণ ঘুচাইতে। প্রভু অঙ্গ সৌগন্ধি ব্যাপিল চারি ভিতে॥ শ্রীপ্রভুগণের প্রতি অঙ্গের ছটায়। হরিল সবার ধৈর্য্য উপমা কি তায়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য অতি অধৈর্য্য হইয়া। ভূমে পড়ি প্রণময়ে অঙ্গণে আসিয়া॥ আপনা মানয়ে হীন অপরাধ ভয়ে। করয়ে যে দৈন্য তাহা কহিল না হয়ে॥ প্রভুপরিকরে প্রণমিতে বার বার। সবে আলিঙ্গয়ে নেত্রে আনন্দাশ্রু ধার॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী চরণে প্রণময়। তেঁহ অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশয়॥ পরম আনন্দে কহে মধুর বচন। সবে দেহ পুষ্পমালা প্রসাদি চন্দন॥ শুনি শ্রীনিবাস হর্ষে ঈশ্বরী সাক্ষাতে। শ্রীমালা চন্দন নিল অনেক পাত্রেতে॥ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালা চন্দন। প্রভুপরিকর আগে করিলা অর্পণ॥ দেখি সে অপূর্ব্ব সবে হৈয়া উল্লসিত। হইলেন শ্রীমালা চন্দনে বিভূষিত॥ কিবা মালা চন্দনের

শোভা চমৎকার। দেখিতে না হয় নেত্রে নিমিষ সঞ্চার॥ দেবেও মনুষ্যরূপ ধরি সেই খানে। শ্রীমালা চন্দন পরে অন্যে নাই জানে॥ মালা চন্দনেতে যুক্ত হৈলা শিষ্টলোক। যে মালা চন্দনস্পর্শে নাশে দুঃখ শোক॥ পরিল অসংখ্যলোক শ্রীমালা চন্দন। এ কৌতুক দেখে মহাভাগ্যবন্তগণ॥ শ্রীঈ- শ্বরী নৃসিংহচৈতন্যে নির্দেশিল। তেঁহ শ্রীনিবাসাদি সবারে পরাইল॥ শ্রীঈশ্বরী কৈল মালা চন্দন গ্রহণ। হইল সবার অতি উল্লসিত মন॥ শ্রীমালা চন্দন স্পর্শে জাহ্নবী ঈশ্বরী। হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি॥ নরোত্তম পানে কৃপাদৃষ্টে নিরখিয়া। না জানি কি শক্তি সঞ্চারিলা হৃষ্ট হৈয়া॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈততনয়। নরোত্তমে অতি অনুগ্রহ বিস্তারয়॥ সকল মহান্তপ্রিয় নরোত্তম প্রতি। সঙ্কী- র্ত্তন আরম্ভে দিলেন অনুমতি॥ নরোত্তম সবে প্রণময়ে মহী- তলে। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে হিয়া আনন্দে উথলে॥ দীনপ্রায় দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে। কৃপাদৃষ্টে চাহে নিজ পরিকর পানে॥ শ্রীনরোত্তমের প্রিয় পরিকরগণ। সকলেই গীত নৃত্য বাদ্যে বিচক্ষণ॥ প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে। করে হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে॥ অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে। শ্রীবল্লবদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে॥ শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদিক মনের উল্লাসে। বায় কাংস্যতালাদি প্রভেদ পর- কাশে॥ অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়। অনিবদ্ধ গীত

গোকুলাদি আলাপয় ॥ অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ । আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥ আলাপে গমকমন্ত্র মধ্য তারস্বরে । সে আলাপ শুনিতে কেবা, বা ধৈর্য্য ধরে ॥ গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয় । যৈছে সে সভার শোভা কহিল না হয় ॥ নরোত্তম বেষ্টিত এসব পরিকরে । তারা-গণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে ॥ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্যের নাই সীমা । সঙ্কীর্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে । গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহা-নন্দে ॥ বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে । আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে । রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা । শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা ॥ সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগণ । পরম মাদক সুধা নহে তার সম ॥ তাল পাঠাক্ষর চারু ছান্দে উচ্চারয় । বাদকগণের যাতে মোদবৃদ্ধি হয় ॥ ক্রমে ক্রমে গীত বাদ্য বৃদ্ধি হয় যৈছে । শ্রীপ্রভুগণের প্রেমানন্দ বাঢ়ে তৈছে ॥ খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন প্রেমময় । সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল । তাহে স্পর্শাইলা শ্রীচন্দন পুষ্পমাল ॥ গণসহ নরোত্তমে করি আলিঙ্গন । নিজহস্তে পরাইলা শ্রীমালা নন্দন ॥ নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময় । নিবদ্ধ গীতের পরি-পাটী প্রচারয় ॥ শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ । সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ ॥ আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তার

দিতে। হইলা বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে॥ তদুপরি শ্রীরাধিকাকৃষ্ণের বিলাস। গাইবেন মনে এই কৈল অভিলাস॥ গৌরগুণ গীতারম্ভে অধৈর্য্য সকলে। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী-ভাসয়ে প্রেমজলে॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈততনয়। না জানে কি হৈল চিত্তে আনন্দ উদয়॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি মহান্ত সকল। ধরিতে নারয় অঙ্গ করে টলমল॥ সবে একদৃষ্টে নরোত্তমে নিরীক্ষয়। কেহ কেহ শ্রীনরোত্তমের কথা কয়॥ কেহ কহে কি অদ্ভুত গীতাদি প্রকাশে। আহা মরি ইথে বা না কার দুঃখ নাশে॥ কেহ কহে ঐছে গীত বাদ্যাদি না হয়। না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥ কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে। শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে। গীতপ্রথা রক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে। প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিতে॥ সে সময়ে তাহা প্রেম সম্পুটে রাখিল। নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল॥ কেহ কহে হৈল ব্যক্ত প্রভু অদর্শনে। হইব প্রভুর ক্ষোভ নিবৃত্ত কেমনে॥ কেহ কহে গীতপ্রিয় প্রভু ইচ্ছাময়। বুঝি অদ্য সাক্ষাৎ রূপে বা বিলসয়। এ অপূর্ব্ব গীত করিলেন আস্বাদন। মনে এই হয় মুই কৈলু নিবেদন॥ কেহ কহে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। গণসহ প্রভুকে দেখিব এই ঠাঁই। ঐছে কত কহে কারু স্থির নহে মন। গীতামৃত পানে মহামগ্ন সর্ব্বজন॥ গীত প্রভেদাদি যৈছে কে বর্ণিতে পারে। গন্ধর্ব্ব

গণ। মনুষ্যে মিশাই সাধে নিজ প্রয়োজন। নারদাদি ঋষি-গণ অলক্ষ্য রূপেতে। মগ্ন হৈলা সঙ্কীর্ত্তনানন্দ সমুদ্রেতে॥ শিব ব্রহ্মাদিক গানে মগ্ন অতিশয়। করে অভিলাষ যত কিন্নরী ইথে আপনা ধিক্কারে॥ পুষ্পবৃষ্টি গগণে করয়ে দেব-কহিল না হয়॥ তথা তথা পশু পক্ষী সর্পাদি সকল। হইলেন গানানন্দে পরমবিহ্বল॥ সঙ্কীর্ত্তনসমুদ্র উথলে তিলে তিলে। চতুর্দ্দিকে ভাসে লোক নয়নের জলে॥ সকলেই আত্ম বিস্ম-রিত অতিশয়। উন্মত্তের প্রায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষয়॥ কহিতে কি সঙ্কীর্ত্তন সুখের ঘটায়। গণসহ অধৈর্য্য হইলা গোরারায়॥ মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে। সঙ্কীর্ত্তনমেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে॥ কি অদ্ভুত প্রকটপ্রকার সুশোভিত। নিত্যা-নন্দাদ্বৈত গণসহ সুবেষ্টিত॥ সবে হৈলা সঙ্কীর্ত্তন স্থলের ভূষণ। প্রভুগণ মাধুর্য্য ব্যাপিল ত্রিভুবন॥ প্রকটাপ্রকট এ-কত্রে এ চমৎকার। সবে জানে প্রভুর এ প্রকট বিহার॥ প্রভুর এলীলা ব্রহ্মাদির গম্য নয়। গণসহ প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে বিল-সয়॥ পরমবিচিত্র বেশ বিচিত্র ভঙ্গিমা। শোভায় ভুবন ভুলে দিতে কি উপমা॥ মণ্ডলী বন্ধানে চারু নৃত্য আরম্ভিতে। গীত বাদ্য বৃদ্ধি যৈছে কে পারে বর্ণিতে॥ নাচে গৌরচন্দ্র কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি। ভুবনমাতায় প্রেমে করে প্রেমবৃষ্টি॥ মন্দ মন্দ হাসি চাহে নরোত্তম পানে। প্রভু নিত্যানন্দ সে প্রভুর ভঙ্গি জানে॥ নাচে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার। ভরে

ধরণী কম্পয়ে অনিবার॥ অদ্বৈত আচার্য্য নাচে উল্লাস হিয়ায়। করয়ে গর্জ্জন মহামত্ত সিংহপ্রায়॥ নাচয়ে পণ্ডিতগদাধর ধৈর্য্য নাশে। গৌরচন্দ্র সমীপে লইয়া শ্রীনিবাসে॥ শ্রীবাসপণ্ডিত নাচে হইয়া বিহ্বল। মুরারিগুপ্তের নৃত্যে নাশে অমঙ্গল॥ নাচে বক্রেশ্বর সে উপমা নাই দিতে। হৈল অভিলাষপূর্ণ এ গীত বাদ্যেতে॥ হরিদাসঠাকুরের নৃত্য কি মধুর। স্বরূপ গোসাঞির নৃত্যেতাপ যায় দূর॥ দাস গদাধরের নর্ত্তন মনোহর। নাচে রায় রামানন্দ রসের সাগর॥ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি। দেখি এ দোঁহার নৃত্য কেবা ধরে ধৃতি॥ নাচয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈততনয়। নিরন্তর নয়নে আনন্দধারা বয়॥ মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। নাচে যে ভঙ্গিতে তাহা না হয় বর্ণন॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের কিবা নৃত্যাবেশ। শ্রীপতি শ্রীনিধি নাচে আনন্দ অশেষ॥ গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষের নর্ত্তনে। কে আছে এমন ধৈর্য্য ধরিবেক মনে॥ নাচয়ে মুকুন্দ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। বাসুদেব দত্ত বৃহ্মচারী শুক্লাম্বর॥ শ্রীমান্ পণ্ডিত যদু আচার্য্য নন্দন। শ্রীমুকুন্দদত্ত নাচে শ্রীমধুসূদন॥ শ্রীনাথ মহেশ নাচে শ্রীধর শঙ্কর। জগদীশ শ্রীযদুনন্দন কাশীশ্বর॥ রঘুনাথভট্ট নাচে রূপ সনাতন। যে নৃত্য দর্শনমাত্রে জুড়ায় নয়ন॥ নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ধনঞ্জয়। বিপ্র বাণীনাথ শিখী কানাই বিজয়॥ নাচে সূর্য্যদাস শ্রীনৃসিংহ নানা ছান্দে। হৃদয়চৈতন্য নাচে লৈয়া শ্যামানন্দে॥ শ্রীনিবাস শ্রী-

নরোত্তমের প্রিয়গণ। নাচয়ে অসংখ্য লোক কে করু গণন॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মিশাই মানুষে। নাচয়ে কত না সাধে মনের উল্লাসে॥ চতুর্দ্দিকে অসঙ্খ্য লোকের নাই অন্ত। নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত॥ হৈল নৃত্যাবেশ কি অদ্ভুত নৃত্যস্থলে। সবার হৃদয়ে মহা আনন্দ উথলে॥ নৃত্য গীত বাদ্যে হয় যে কাল ব্যতীত। সে কাল অলক্ষ্য সবে সামান্য প্রতীত॥ আহামরি কিবা গীত বাদ্য মনোহর। কিবা নৃত্য নূতন ব্রহ্মাদি অগোচর॥ কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ। কিবা ভক্তমণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র॥ প্রকাশিলা প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা। কিবা এ বিলাস ইহা বুঝে কুন জনা॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ। দুঁহ অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ। কিবা গণসহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে। আলি-ঙ্গন করি কি কহয়ে মৃদুভাষে॥ কহিতে কি ভকতবৎসল গোরারায়। অদর্শন হৈতে ধৈর্য্য না ধরে হিয়ায়। গণসহ সঙ্কী-র্ত্তনে প্রকটিলা যৈছে। অকস্মাৎ প্রভু অদর্শন হৈলা তৈছে॥ অপ্রকট গণসহ অদর্শন হৈলে। রহিলা প্রকট গণ সঙ্কীর্ত্তন স্থলে॥ প্রভু অন্তর্দ্ধানমাত্রে প্রাপ্ত বাহ্যজ্ঞান। সে আবেশ সবার হইল অন্তর্দ্ধান॥ উঠিল ক্রন্দন রোল সঙ্কীর্ত্তন স্থলে। সবে মহা ব্যাকুল ভাসয়ে নেত্রজলে॥ কেহ কহে কোথা গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র। কেহ কহে কোথা শ্রীঅদ্বৈত নিত্যা-নন্দ॥ কেহ কহে কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর। কেহ কহে

কোথা হরিদাস বক্রেশ্বর ॥ কেহ কহে কোথা গেলা শ্রীবাস মুরারি। কেহ কহে কোথা শ্রীমুকুন্দ নরহরি ॥ কেহ কহে কোথা গৌরীদাস গদাধর। কেহ কহে কোথা শ্রীস্বরূপ দামোদর ॥ কেহ কহে গণসহ প্রভু দেখা দিয়া। কোথা গেলা বলি কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ চতুর্দ্দিকে অসঙ্খ্য লোকের আর্ত্তধ্বনি। সে সবার নেত্রজলে কর্দ্দম ধরণী ॥ হাস্য হেতু আইলা যত পাষণ্ডির গণ। সে সবেও কান্দে ধৈর্য্য না যায় ধরণ ॥ করয়ে বিলাপ সবে ঊর্দ্ধ বাহু করি। মো সবার রক্ষা কর প্রভু গৌরহরি ॥ পুনঃ পুনঃ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে। অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ সঙ্কীর্ত্তন সুধাপান করি নিরন্তর। ঐছে কত কহি হয় ধূলায় ধূষর ॥ কহিতে কি জানি কারু ধৈর্য্যমাত্র নাই। ভক্তচেষ্টা উপমা দিবার নাই ঠাঁই ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি প্রিয়ভক্তগণ। পরস্পর কহে ইকি দেখিলু স্বপন ॥ কেহ কহে ভ্রম বা জন্মিল মো সবার। কেহ কহে প্রভু ইচ্ছা নারি বুঝিবার ॥ ঐছে কত কহি কিছু ধৈর্য্যাবলম্বিলা। শ্রীনিবাস নরোত্তমে সবে স্থির কৈলা॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী কহয়ে মৃদুভাষে। পূর্ণ অনুগ্রহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥ যে আজ্ঞা করিল প্রভু তাহা সত্য হৈল। গণসহ এ হেন কীর্ত্তনে নৃত্য কৈল ॥ আচণ্ডালপ্রভৃতি মাতিল প্রভুগণে। খণ্ডিল সবার তাপ প্রেম বরিষণে ॥ প্রভুর এ লীলা অলৌকিক প্রেমময়। ঐছে কত কহিতে হইল হর্ষোদয় ॥ সর্ব্বমহান্তের

মোদ ব্যাপিল হৃদয়ে। হৈল পূর্ব্বপ্রায় চেষ্টা প্রভুর ইচ্ছায়ে॥ দেখি সে সবার রীত জাহ্নবী ঈশ্বরী। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রতি কহে ধীরি ধীরি॥ ফাগু-খেলারম্ভের করহ আয়োজন। শুনি ফল্গু আদি আনাইলা সেই ক্ষণ॥ পৃথক্ পৃথক্ বহুপাত্রে সুশোভয়। দেখি শ্রীঈশ্বরী অতিপ্রসন্ন হৃদয়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম ঈশ্বরীআদেশে। প্রণমি মহান্তগণে কহে মৃদুভাষে॥ ফাগুখেলাইতে ইচ্ছা করুন এখন। শুনি হর্ষে অনুমতি দিলা সর্ব্বজন॥ শ্রীনিবাস পৃথক্ পৃথক্ পাত্র লৈয়া। সবা আগে ফল্গু-আদি দিলা হর্ষ হৈয়া॥ পুষ্পের পরাগ ফাগু আদি যত্ন-মতে। দিলেন পৃথক্ পাত্রে ঈশ্বরী অগ্রেতে॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া। প্রেমানন্দে মগ্ন প্রভু অঙ্গে ফাগু দিয়া॥ মন্দির হইতে আসি বসিনিজাসনে। দেখে যৈছে ফাগু-ক্রীড়া করে প্রভুগণে॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগোপাল প্রেমময়। শ্রীপতি শ্রীনিধি যদু গুণের আলয়॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি প্রভু প্রিয়গণ। ফাগুখেলারম্ভে প্রেমাবিষ্ট সর্ব্বজন॥ কেহ মহা-রঙ্গে গোরা-অঙ্গে ফাগু দিয়া। ফিরাইতে নারে আঁখি মুখ নিরখিয়া॥ কেহ চারুচরিত্র বর্ণিয়া পদ্যছন্দে। শ্রীবল্লবীকান্তে ফাগু দেন মহানন্দে॥ কেহ কেহ শ্রীব্রজমোহনে ফাগু দিতে। উথলে আনন্দসিন্ধু নারে স্থির হৈতে॥ কেহ শ্রীরাধিকাসহ কৃষ্ণে ফাগু দিয়া। দেখয়ে সে শোভা নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥ কেহ কেহ প্রকাশি কৌতুক অতিশয়। শ্রীরাধাকান্তের অঙ্গে

ফাগু সমর্পয় ॥ কেহ কেহ ফাগু দিয়া শ্রীরাধারমণে। মন্দ মন্দ হাসে অতি উল্লষিত মনে ॥ ফাগু খেলাইতে যে অদ্ভুত ভাবাবেশ। একমুখে বর্ণিতে না পারি তার লেশ ॥ কিবা পরস্পর ফাগুখেলায় বিহ্বল। কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল ॥ কিবা ফাগুক্রীড়া গীত গায়েন প্রভুর। নানা বাদ্য বায় কিবা শব্দ সুমধুর ॥ কহিতে কিজানি সে অদ্ভুত সবরীত। গীতবাদ্য শ্রবণে ব্রহ্মাদি বিমোহিত ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম শ্যামানন্দ। গণসহ বিহ্বল পাইয়া মহানন্দ ॥ দেখি সে অদ্ভুত শোভা মধুরভঙ্গিতে। ফল্গুতে ভূষিত তনু উপমা কি দিতে ॥ ফাগুময় হইল গগণ মহিতল। চতুর্দ্দিগে অসংখ্য লোকের কোলাহল ॥ প্রভুর ইচ্ছায় সে অদ্ভুত ফাগুখেলা। অলক্ষিত দেবতা মনুষ্যে একমেলা ॥ ফাগুখেলাসুখে মগ্ন হইয়া সকলে। প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা সন্ধ্যাকালে ॥ সবে সন্ধ্যাআরাত্রিক করিয়া দর্শন। করিলেন শ্রীনাম কীর্ত্তন কতক্ষণ ॥ প্রভু প্রিয়গণ মহাগুণের সাগর। বৈসে প্রভু প্রাঙ্গণে সে শোভা মনোহর ॥ গৌরাঙ্গের জন্ম-অভিষেক করিবারে। অনুমতি সকলে দিলেন আচার্য্যেরে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য সবে ভূমে প্রণমিয়া। প্রবেশে মন্দিরে মহানন্দিত হইয়া ॥ পূজারি সকল মহা-উল্লসিত মনে। অভিষেক দ্রব্য সজ্জ কৈল সেই ক্ষণে ॥ বিবিধ ওষধি দ্রব্য অনেক প্রকার। আচার্য্যের আগে দিলা সকল সম্ভার ॥ আচার্য্যঠাকুর গৌরাঙ্গেরে যত্ন করি। খসাইলা পূর্ব্ব

বেশ সিংহাসনোপরি ॥ শুক্ল বাস পরাইয়া পরমযতনে। বসা-ইলা গৌরচন্দ্রে অন্য সিংহাসনে॥ কৃষ্ণ-জন্মতিথির বিধান যৈছে হয়। তৈছে গৌরচন্দ্র জন্মাভিষেক করয়॥ গৌর কৃষ্ণ এক ইথে ভেদবুদ্ধি যার! যমযন্ত্রণায় তার না হয় নিস্তার॥ আহা মরি কি অপূর্ব্ব অভিষেক-রঙ্গ। দেখে সবে উল্লাসে ধরিতে নারে অঙ্গ॥ বিপ্র বেদধ্বনি করে সুমধুর ছন্দে। ভাট-গণ বর্ণে প্রভুচরিত্র আনন্দে॥ নানাদেশী গায়ক গায়েন নানা গীত। নদীয়াবিহার যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত॥ চতুর্দ্দিকে নানাবাদ্য বায়েন বাদক। নানাদেশরীতে নাচে যতেক নর্ত্তক॥ কহিতে কি জানি সুখসিন্ধু উথলয়ে। যে জানে যে বিদ্যা তা কৌতুকে প্রকাশয়ে॥ গৌরাঙ্গের জন্ম অভিষেকের বিধান। নেত্র ভরি দেখে যত লোক ভাগ্যবান্॥ কেহ কহে ধন্য এ ফাল্গুণ পৌর্ণমাসী। এতিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী॥ কেহ কহে ফাল্গুণ পূর্ণিমা ঐছে হয়। পূর্ণিমা রজনী কি অদ্ভুত শোভাময়॥ দেখ চন্দ্র কিরণে সর্ব্বত্র সুনির্ম্মল। না বুঝিয়ে এথা কেনে অধিক উজ্জ্বল॥ কেহ কহে প্রভু জন্মাভিষেক দর্শনে। আসি অলক্ষিত চন্দ্র আছেন এখানে॥ কেহ কহে যে কহিলে এহো সত্য হয়। এথা প্রভুভক্ত চন্দ্রগণের উদয়॥ ঐছে কত কহি লোক মগ্ন ভক্তিরসে। প্রভুপরিকর শোভা দেখি সুখে ভাসে॥ কি অদ্ভুত প্রভুপরিকরের চরিত। গায়েন প্রভুর জন্ম অভিষেকগীত॥ হইল প্রভুর অভিষেক

সমাধান। ক্রমে গান বাড়ে নহে গানের বিরাম॥ গানানন্দে নিমগ্ন হইলা অতিশয়। পোহাইল নিশী কৈছে কিছুনা জানয়॥ প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া সর্ব্বজন। শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক করিলা দর্শন॥ প্রভুগণে প্রণমিয়া মহানন্দ মনে। প্রাতঃক্রিয়া কৈল গিয়া নিজ নিজ স্থানে॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া। প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাদিক ক্রিয়া॥ পরম উৎসাহে কৈলা অপূর্ব্ব রন্ধন। অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে। ভোগ সমর্পণ কৈলা অপূর্ব্ব বিধানে॥ সময় জানিয়া যত্নে ভোগ সরাইলা। দেখি প্রভুগণের কৌতুক হর্ষ হৈলা॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য সর্ব্ব মহান্তগণেরে। নিবেদিলা আরতি দর্শন করিবারে॥ সকল মহান্ত মহা-উল্লষিত মনে। আইসেন একযোগে প্রভুর প্রঙ্গণে॥ কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভালে তিলক সুন্দর। শ্রীনাম-অঙ্কিত বাহু বক্ষ মনোহর॥ পরিধেয় নবীন বসন শোভা করে। দেখিতে মহান্তগণে কেবা ধৈর্য্য ধরে॥ প্রভুর প্রাঙ্গণে সবে করিয়া গমন। প্রভু আরাত্রিক দেখি জুড়ায় নয়ন॥ আরাত্রিক সমাধিয়া পূজারী যতনে। প্রসাদি তুলসীমালা দিলা সর্ব্বজনে॥ শ্রীমন্দিরে প্রভুপরিচর্য্যা সমাধিল। প্রভুগণে অপূর্ব্ব শয্যায় শোয়াইল॥ চামর ব্যজন আদি করি হর্ষ হৈলা। মন্দির-বাহিরে আসি দ্বার বন্ধ কৈলা॥ ভূমে পড়ি প্রভুপরিকরে প্রণময়ে। সকল মহান্ত অনুগ্রহে প্রশংসয়ে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে বার বার।

প্রভুপরিচর্য্যা পরিপাটী চমৎকার॥ এত কহিতেই কত উপজয়ে চিতে। কেবা না আনন্দে ভাসে সে চেষ্টা দেখিতে॥ এথা শ্রীঈশ্বরী শ্রীমাধবে নিদেশিল। তেঁহ সবে প্রসাদ ভুঞ্জিতে নিবেদিল॥ মাধবাচার্য্যের শুনি মধুর বচন। শ্রীঅচ্যুত শ্রীপতি আদির হৃষ্ট মন॥ অপূর্ব্ব বন্ধানে স্বচ্ছস্থলে সবে বৈসে। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী আনন্দে পরিবেশে॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্বাদু অমৃত জিনিয়া। ভুঞ্জয়ে প্রশংসি প্রেমানন্দাবিষ্ট হৈয়া॥ স্বাদে স্বাদে সবে ভুঞ্জিলেন অতিশয়। ভক্ষণসময় শোভা কহিল না হয়॥ পরমকৌতুকে সবে করি আচমন। করিলেন নিজ নিজ বাসায় গমন॥ শ্রীনিবাস আদি আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। ভুঞ্জিলেন শ্রীঈশ্বরী যত্নে ভুঞ্জাইল॥ মনের উল্লাসে শেষে জাহ্নবী ঈশ্বরী। ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন করি॥ হইল সভার মহা আনন্দহৃদয়। স্থানে স্থানে ভোজন কৌতুক অতিশয়॥ ভুঞ্জয়ে যতেক লোক সংখ্যা নাই তার। শ্রীখেতরিগ্রামে ভোজন আনন্দ পাথার॥ প্রভুপরিকরগণ দেখি এ কৌতুক। তিলে তিলে সবার বাঢ়য়ে মহাসুখ॥ প্রতি পদ দিবা নিশি ঐছে গোঙাইল। দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিবেন স্থির কৈল॥ দ্বিতীয়া দিবস শ্রীনিবাস হৃষ্টমনে। নিবেদয়ে প্রভুপ্রিয় পরিকরগণে॥ অদ্য নিজ নিজ বাসা ঘরে শীঘ্রকরি। হবে পাকক্রিয়াদি দেখিব নেত্র ভরি॥ সন্তোষদত্তের মনে অভিলাষ যাহা। অনুগ্রহ করি পূর্ণ করিবেন তাহা॥ শ্রীনিবাস

চেষ্টা দেখি সবে হৃষ্ট হৈয়া। বিবিধ প্রকারে করাইলা পাক-ক্রিয়া॥ কৃষ্ণে ভোগ দিয়া সবে প্রসাদ ভুঞ্জিল। শ্রীনিবাসা-দিক সে কৌতুক নিরখিল॥ সন্তোষদত্তের ভাগ্য না হয় বর্ণন। যে যে দ্রব্য দিলা সবে করিলা গ্রহণ॥ নানাদেশী সহস্র সহস্র বিপ্রগণে। করিলা সম্মান নানা দ্রব্য বাক্য দানে॥ গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি লোকগণে। সন্তোষিলা সন্তোষ বিবিধদ্রব্য দানে॥ সকল মহান্ত দেখি সন্তোষের রীত। স্নেহাবেশে অনু-গ্রহ কৈলা যথোচিত॥ কহিলু এ প্রসঙ্গাতিশয় সঙ্ক্ষেপেতে। বিস্তারিব নরোত্তমবিলাসেতে॥ মহামহোৎসব অন্তে প্রভু-প্রিয়গণ। নিজ নিজ দেশে করিবেন আগমন॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যাবেন বৃন্দাবনে। বিদায় হইতে তেঞি গেলা তাঁর স্থানে॥ বিদায়সময়ে যে কহয়ে পরস্পরে। সে সব শুনিতে দারুণ পাষাণ বিদরে॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী অধৈর্য্য অতিশয়। নিবারিতে নারে দুই নেত্রে ধারা বয়॥ প্রভু প্রিয়গণ মহা-ব্যাকুল হিয়ায়। নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া হইলা বিদায়॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে। নেত্রভরি নিরখিয়া প্রণমে প্রাঙ্গণে॥ বিদায় হইয়া চলে খেতরি হইতে। খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে॥ পরস্পর কহে কত করিয়া ক্রন্দন। দেখি সে সবারে স্থির নহে কুন জন॥ শ্রীনিবাসা-চার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। নরোত্তম রামচন্দ্র স্থির হৈতে নারে॥ শ্যামানন্দাদির চিত্তে খেদ অতিশয়। গণসহ সন্তো-

যের, ব্যাকুলহৃদয়॥ কহিতে কি শ্রীমহান্তগণের গমনে। ব্যাপিল দারুণ দুঃখ পশু পক্ষিগণে॥ পদ্মাবতীতীরে মহালোক ভীড় হৈল। শ্রীমহান্তগণ শীঘ্র নৌকায় চঢ়িল॥ হইয়া ব্যাকুল পদ্মাবতী পার হৈলা। বুধরিগ্রামেতে রহি প্রাতে যাত্রা কৈলা॥ আচার্য্যাদি সবে পদ্মাবতীতীর হৈতে। আইলেন শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী গ্রামেতে॥ যদ্যপি ঈশ্বরী অতি অধৈর্য্য অন্তরে। তথাপি প্রবোধি স্থির করিলা সবারে॥ করিবেন বৃন্দাবন্ গমন ত্বরায়। তাহা জানাইতে সবে ব্যাকুল হিয়ায় পুন কত যত্নে প্রবোধিলা সর্ব্বজনে। যাত্রা স্থির কৈলা বৃন্দা-বনের গমনে॥ শ্রীসন্তোষদত্ত যত্নে নানা দ্রব্য দিলা। তারে অনুগ্রহ করি গ্রহণ করিলা॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভু-গণে। না জানি প্রণমি কি কহিলা সঙ্গোপনে॥ প্রভু আগে বিদায় হইয়া যাত্রা করে। সঙ্গে ভাগবতগণ অধৈর্য্য অন্তরে॥ কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য্য। মুরারি চৈতন্য কৃষ্ণদাস বিপ্রবর্য্য॥ নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর। কানাই নকড়ি-দাস গৌরাঙ্গসুন্দর॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস দাস দামোদর। রঘু-পতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর॥ জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি ভাগবত যত। এ সবার প্রভাব বর্ণিবে কেবা কত॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তমাদি-বিচ্ছেদে। ধরিতে না পারে হিয়া বিদরয়ে খেদে॥ কে বুঝিতে পারে প্রেম-চেষ্টা যে প্রকার। বিদায় হইলা যৈছে নারি বর্ণিবার॥ গণসহ ঈশ্বরীর গমনসময়ে। গোবি-

ন্দাদি সঙ্গে চলে আচার্য্য আজ্ঞায়ে॥ খেতরি হইতে চলিলেন ধৈর্য্য ধরি। শীঘ্র আসিবেন জানাইলেন ঈশ্বরী॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদিপ্রভুর ইচ্ছায়। ধৈর্য্যাবলম্বন করি আইলা বাসায়॥ খেতরিগ্রামের লোক চাহে পথ পানে। না ধরে ধৈরয অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ শ্রীঈশ্বরীচরণ চিন্তিয়া সর্ব্বজন। পরস্পর কহে কত প্রবোধ বচন॥ এসব প্রসঙ্গ নরোত্তমবিলাসেতে। বিস্তারিব প্রেমভক্তি পাবে আস্বাদিতে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তমাদি-সহিত। হইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে উপনীত॥ অকস্মাৎ হইল চিত্তে আনন্দ উদয়। অঙ্গণপ্রভাব যৈছে কহিল না হয়॥ যে অঙ্গণে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনে। নৃত্য কৈলা প্রকটা প্রকট গণ সনে॥ যে অঙ্গণ ধ্যানে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশয়ে। দর্শনে পরম প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে॥ জয় শ্রীঅঙ্গণ সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়। জয় জয় শ্রীখেতরিগ্রাম ভক্তিময়॥ আচার্য্যঠাকুর নরোত্তমগণ সনে। প্রতি দিন কীর্ত্তনে বিহ্বল শ্রীপ্রাঙ্গণে॥ এক দিন শ্রীনিবাসাচার্য মৃদুভাষে। শ্রীনরোত্তমের প্রতিকহে স্নেহাবেশে॥ শ্যামানন্দ সহ কালি প্রাতে শীঘ্র করি। পদ্মাবতীপার হৈয়া যাইব বুধরি॥ যাজিগ্রামে শ্যামানন্দে বিদায় করিব। বিষ্ণুপুর গিয়া যাজিগ্রামেতে আসিব॥ পাঠাব সংবাদপত্রী, তুমিহ ত্বরায়। ঈশ্বরীগমন পত্রী পাঠাবে আমায়॥ ঈশ্বরী যাইবেন যেই পথ দিয়া। তোমরা যাইবা সঙ্গে সে পথে লইয়া॥ ঐছে কত কহি প্রাতে অধৈর্য্য হিয়ায়। মঙ্গল আরাত্রিক দেখি

হইলা বিদায় ॥ গমন কালেতে যে হইল পরস্পরে । তাহা কহিতেই হিয়া না জানি কি করে ॥ নরোত্তমবিলাসে এ বর্ণিব বিস্তরি । পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন বুধরি ॥ এথা রামচন্দ্র শ্রীঠাকুর মহাশয় । বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইলেন অতিশয় ॥ নিজ-গণ সহ সদা প্রভুর প্রাঙ্গণে । সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত দিবা নিশি নাহি জানে ॥ কত শত পাষণ্ডিরে অনুগ্রহ করি । করয়ে প্রভুর প্রেমভক্তি অধিকারী ॥ এ সব প্রসঙ্গে যার হয় গাঢ় রতি । প্রভু পদে জন্মে তার নির্ম্মল ভকতি ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমালয়ে মহামহোৎসব শ্রীজাহ্নবী বৃন্দাবনযাত্রাদিবর্ণনং নাম দশম স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

# একাদশ তরঙ্গ।

—————০ঃ*ঃ০—————

জয় গৌরচন্দ্র প্রভু ভক্তপ্রাণপতি। জয় জয় নিত্যানন্দ জগতির গতি॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জগতে পুজিত। জয় গদাধর জয় শ্রীবাসপণ্ডিত॥ জয় সনাতন রূপ রসের আলয়। জয় লোকনাথ শ্রীগোপাল প্রেমময়॥ জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র। জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রোতা-গণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রী-খেতরি গ্রামে মহামহোৎসব হৈল। এ সকল কথা সর্ব্ব-দেশেতে ব্যাপিল॥ মহোৎসব অন্তে অন্যদেশী লোকগণ। নিজ নিজালয়ে সবে করিলা গমন॥ শ্রীখেতরি গ্রামেতে লোকের নাই অন্ত। ভক্তিরসে মগ্ন সে সকল ভাগ্যবন্ত॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে। দেখি লোক উল্লাসে আপনা নাহি জানে॥ নানা দ্রব্য আনে সবে সুকৃতি মানিয়া। প্রভুগণে অর্পয়ে পূজক হর্ষ হৈয়া॥ শ্রীপ্রভুগণের সেবা নিয়ম বিধান। কহিতে কি জানি তায় জুড়ায় পরাণ॥ আইসে যতেক লোক করিতে দর্শন। ছাড়িয়া যাইতে নারে প্রভুর প্রাঙ্গণ॥ প্রেমময় প্রভুর প্রাঙ্গণ মনোরম। প্রাঙ্গণমহিমা ব্যক্ত কৈল নরোত্তম॥ কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর। প্রভুর প্রাঙ্গণ ধূলে সদাই ধূসর॥ নিজসৃষ্ট গান নৃত্য বাদ্য প্রভু-

দেতে। গন্ধর্ব্ব বিস্ময় তাহে উপমা কি দিতে ॥

তথাহি স্তবামৃতলহর্য্যাং ॥

আনন্দমূর্চ্ছাবলিপাত-ভাত, ধূলীভরালঙ্কৃতবিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়।
গন্ধর্ব্বগর্ব্বক্ষপণস্বলাস্য,-বিস্মাপিতাশেষকৃতিব্রজায়।
স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥

প্রিয় রামচন্দ্র আর গোকুলাদি-সনে। সদা নানা রস আস্বাদয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ॥ পূর্ণিমা রজনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়। কহি সে দিবস যৈছে রস আস্বাদয় ॥ প্রথমে অদ্ভুত বাদ্যামৃত প্রকাশিয়া। গায় রাস লীলারসে নিমগ্ন হইয়া ॥ দেবাদি মোহিত গীতবাদ্য-প্রভেদেতে। গীতজ্ঞের শিরোমণি নারে স্থির হৈতে ॥ অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক্ হইল উজ্জ্বল। মেঘ বিদ্যুৎ-প্রায় তেজ প্রকাশ নির্ম্মল ॥ তিলে তিলে ব্যাপয়ে সৌগন্ধি চমৎকার। নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি হয় অনিবার ॥ সঙ্কীর্ত্তন-স্থলে ঐছে হৈল অলক্ষিত। অন্তর্দ্ধান হৈতে সবে হইলা মূর্চ্ছিত ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম ভাসে নেত্রজলে। দেবীদাস গোকুলাদি লোটায় ভূতলে ॥ প্রিয়াসহ কৃষ্ণের এ অলৌকিক লীলা। জানি সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় স্থির হৈলা ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র গুণের আলয়। নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণ চরিত্রাস্বাদয় * ॥ (শ্রী-জাহ্নবী ঈশ্বরী গমন চিন্তা করে। যাহে ধৈর্য্য প্রকাশয়ে

* "চরিত্রালাপয়" পাঠান্তর।

অধৈর্য্য অন্তরে ॥ বৃন্দাবন যাইতে যে ঈশ্বরীর ক্রিয়া। সে সকল বর্ণিতে নারিয়ে বিস্তারিয়া ॥ তথাপি যে কহি কিছু সাধুমুখে শুনি। ঈশ্বরীর ভক্তিদানে ধন্য এ ধরণী ॥ এক দিন এক বৃহদ্গ্রাম মধ্যে যাই। ঈশ্বরীর ইচ্ছা হৈল রহিতে তথাই ॥ সেই গ্রামে সে দিবস করিলেন স্থিতি। চিন্তয়ে লোকের হিত দেখি লোকরীতি ॥ সে গ্রামের লোক মহাপাষণ্ড দুর্জ্জয়। বৈষ্ণবাচরণে করে বিদ্রূপাতিশয় ॥ সন্ধ্যাসময়েতে মহাভাগবত গণ। করেন শ্রীঈশ্বরীর চরণবন্দন ॥ তাহা দেখি হাসিয়া পাষণ্ডিগণ কয়। ইহোঁ বিপ্রপত্নী মোর মনে এই লয় ॥ কেহ কহে এ গুলার নাহি কুন জ্ঞান। মনুষ্যে প্রণমে দেবে, না করে প্রণাম ॥ কেহ কহে চণ্ডী কৃপা করিলে সে হয়। কেহ কহে চণ্ডীকৃপা অজ্ঞে কি বুঝয় ॥ বিপ্রপত্নী বিপ্র কি না প্রণমে চণ্ডীরে। এ গুলার অপরাধ হৈল চণ্ডী-দ্বারে ॥ এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডির গণ। চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন ॥ প্রণমিয়া চণ্ডীরে কহয়ে বার বার। অদ্য রাত্রে এ গুলার করিবে সংহার ॥ যদি কায়মনোবাক্যে পূজয়ে চরণ। তবে রক্ষা করি দিবে চরণে শরণ ॥ এত কহি পাষণ্ডিসকল ঘরে গেলা। করিতে শয়ন সবে নিদ্রাগত হৈলা ॥ পাষণ্ডির বাক্যে চণ্ডী হৈলা ক্রোধময়। কাঁপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥ স্বপ্ন-ছলে মহাতীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে লৈয়া। পাষণ্ডিগণের প্রতি কহেন গর্জ্জিয়া ॥ ওরে রে পাষণ্ড দুঃখ নহে সম্ব-

রণ। অদ্য তো সবার মুণ্ড করিব ছেদন॥ অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া আপনা খাইলি। সর্ব্বারাধ্য ভাগবতগণে নিন্দা কৈলি॥ বিপ্রপত্নী কহি যারে কৈলি হেয় জ্ঞান। ওরে দুষ্ট পাষণ্ড না জান তত্ত্ব তান॥ মোর শিরোধার্য্যা এই সবার পূজিতা। নিত্যানন্দ-বলরামচন্দ্রের বনিতা॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী নাম অতি-সুমধুর। এ নাম গ্রহণে ভবভয় হয় দূর॥ প্রভুনিত্যানন্দপ্রিয়া করুণার মূর্ত্তি। নিজগুণে জীবে বিতরয়ে প্রেমভক্তি॥ কেবা না বন্দয়ে সদা পাদপদ্মদ্বয়। সবেগায় সুযশ নিবারে তাপত্রয়॥

তথাহি॥

নিত্যানন্দপ্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনীং।
(শ্রীজাহ্নবীশ্বরীং বন্দে তাপত্রয়নিবারিণীং॥)

যদি অনুগ্রহ করে তো সবার প্রতি। তবে সে কল্যাণ, নহে হইব দুর্গতি॥ তাঁ সবার শরণ লইলে রক্ষা পা'বে। নহিলে আমার হাতে কেহ না এড়া'বে॥ এত কহি অদর্শন হৈতে সেসবার। হৈল নিদ্রাভঙ্গভয়ে কাঁপে অনিবার॥ আপনা ধিক্কারে প্রাতে কাতর হইয়া। মহান্তগণের পায় পড়ে লোটা-ইয়া॥ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারে বারে। কৈলুঁ অপ-রাধ রক্ষা কর মো সবারে॥ পাষণ্ড উদ্ধারহেতু এ পথে গমন। ঘুচাহ দুর্দ্দৈব মোরা লইলুঁ শরণ। ঈশ্বরী প্রসন্ন তোমাদের প্রসন্নেতে। তোমরা সে পদে ভক্তি পার দিতে নীতে॥ তাঁর তত্ত্ব জানিতে কি শক্তি মোসবার। এত যে কহিয়ে সে কেবল

কৃপা তাঁর ॥ নহিলে কি মোসবার ঐছে বুদ্ধি হয়। সে চরণে আত্মসমর্পিলু সুনিশ্চয় ॥ পাষণ্ডী অসুর মোরা জানে সর্ব্ব-জনে। ঘুষিবে সুযশ উদ্ধারিলে দুষ্টগণে ॥ এত কহি ভূমে প্রণময়ে বারে বারে। দেখি প্রভুগণ কৃপা কৈল তা সবারে ॥ শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা অতিশয়। পাষণ্ডিগণের হৈল উল্লাষ হৃদয় ॥ দুই চারি দিন সেই গ্রামেতে রহিয়া। যাত্রা কৈলা পাষণ্ডিরে কৃতার্থ করিয়া ॥ পাষণ্ডিসকল ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা। হৈল ভক্তিময় যে এ সব সঙ্গ কৈলা ॥ ঐছে এক দিন এক গ্রামসন্নিধানে। রহিলেন নদীর তীরেতে দিব্য স্থানে ॥ সেই গ্রামে দস্যু দুই যবন দুর্জ্জয়। নির্জনে বসিয়া নিজগণ প্রতি কয় ॥ নানা রত্ন আছে এই গৌড়িয়ার স্থানে। হরিব সে সব সজ্জ হও সাবধানে ॥ নানা শস্ত্র লৈয়া সবে শীঘ্র সজ্জ হৈলা। প্রথমে জানিতে তত্ত্ব দূত পাঠাইলা ॥ দূত আসি কহে, করি নামসঙ্কীর্ত্তন। গৌড়িয়া সকল এবে করিলা শয়ন ॥ দ্বিতীয় প্রহর প্রায় হইল রজনী। এবে গেলে কার্য্যসিদ্ধি হবে হেন জানি ॥ শুনি দস্যুরাজ মহা ভয়ঙ্কর বেশে। নিজগণ লৈয়া চলে মনের উল্লাষে ॥ মহাবেগ গতি তথা করিতে পয়ান। অতি অল্পদূর পথ হয় অফুরাণ ॥ কুবুদ্ধিপ্রযুক্ত কিছু বুঝিতে নারিল। চলিতে চলিতে নিশা প্রভাত হইল ॥ রজনী প্রভাত দেখি ভয় পাঞা মনে। দস্যুরাজ কহে নিজ পরিকরগণে ॥ দেখহ সকলে ইকি অসম্ভব হৈল। তথাই আছিয়ে যথা হৈতে

যাত্রা কৈল ॥ হৈল দৃষ্টি যেন গৌড়িয়ার পাশে গেলু। সে কেবল ভ্রম রাত্রি হাটিয়া মরিলু ॥ তিলে তিলে মোর চিত্তে বাঢ়ে এইত্রাস। গৌড়িয়া গোসাঞির কোপে হবে সর্ব্বনাশ ॥ তাহাতে মানহ সবে আমার বচন। আজি হৈতে দস্যুবৃত্তি ছাড় সর্ব্বজন ॥ কৈলু পাপ অনেক নাহিক অন্ত তার। যমের যাতনা হৈতে নাহিক নিস্তার ॥ চল চল গৌড়িয়া গোসাঞির বরাবরে। করিব অবশ্য অনুগ্রহ মো সবারে ॥ এত কহি দস্যুবেশ পরিত্যাগ করি। চলিলা কাতরে যথা আছেন ঈশ্বরী ॥ মহান্তগণের করিতেই সন্দর্শন। হৈল দস্যুগণের পরম শুদ্ধ মন ॥ ভূমিতে পড়িয়া সবে করিয়া ক্রন্দন। অত্যন্ত কাতরে করে আত্মনিবেদন ॥ এ দেশে প্রসিদ্ধ মোরা দস্যু দুরাচার। অনুগ্রহ কর যশ ঘুষুক সংসার ॥ এত কহি আর কিছু কহিতে না পারে। নেত্রে বারিধারা বহে ব্যাকুল অন্তরে ॥ শ্রীঈশ্বরী দেখি দয়া উপজিল মনে। গণসহ অনুগ্রহ কৈল দস্যুগণে ॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল দস্যুগণের উদ্ধার। তথা হৈতে চলে যৈছে নারি বর্ণিবার ॥ কথো দিনে মথুরায় করিলা প্রবেশ। দেখিয়া মথুরা পুরী উল্লাষ অশেষ ॥ মাথুর ব্রাহ্মণ-গণে করিয়া সম্মান। করিলা বিশ্রামঘাটে যমুনা সিনান ॥ অকস্মাৎ শুনি ঈশ্বরীর আগমন। আইলা শীঘ্র মথুরায় ভাগবতগণ ॥ ঈশ্বরীদর্শনে সিক্ত নেত্রের ধারায়। মহান্তগণেরে দেখি বিহ্বল হিয়ায় ॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম আচরণ।

নেত্র ভরি দেখিলেন ভাগ্যবন্তগণ ॥ মাথুর ব্রাহ্মণ মহাহর্ষে সেই ক্ষণে। গমন সংবাদ পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥ তথা হৈতে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব বাসায়। সে দিবস সকলে রহিলা মথুরায়॥ বরাহকেশব দেবে করিয়া দর্শন। প্রাতঃকালে কৈল বৃন্দা-বনেতে গমন ॥ মথুরার সকল বৈষ্ণব সঙ্গে চলে। যে দেখে সে শোভা তার আনন্দ উথলে ॥ গোস্বামিসকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে। আইসেন মহাহর্ষে আগুসরি নীতে ॥ অক্রূরস্থানেতে আসি দেখে সর্ব্বজন। অতি অল্প দূরে ঈশ্বরীর আগমন॥ গোস্বামিগণের আগমন দূরে হেরি। শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহেন ঈশ্বরী ॥ এই আইসেন যত ভাগবতগণ। কি নাম কাহার মোরে করাহ শ্রবণ॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঈশ্বরী আদেশে। জানায়েন অঙ্গুলীভঙ্গিতে মৃদুভাষে ॥ ইহঁ শ্রীগোপালভট্ট গৌর প্রেমময়। এই শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ গুণালয় ॥ কৃষ্ণদাস ব্রহ্ম-চারী এ কৃষ্ণপণ্ডিত। শ্রীমধুপণ্ডিত ইহঁ শ্রীজীব বিদিত ॥ ঐছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইল। শুনি ঈশ্বরীর মহা-আনন্দ বাঢ়িল ॥ ঈশ্বরীনিকটে আসি গোস্বামিসকলে। পরম-আনন্দে প্রণমিল মহীতলে ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী প্রেমভক্তি মূর্ত্তিমতী। আপনা মানয়ে লঘু কে বুঝে সে রীতি ॥ গোস্বামিগণের প্রেম চেষ্টা নিরখিয়া। কৈল যে মনেতে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥ গোস্বামিসকল হইলেন সশঙ্কিত। শ্রীভক্তিদেবীর এই অলৌ-কিক রীত ॥ কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য্য ॥ শ্রীপরমেশ্বরী-

দাস আদি মহা-আর্য্য ॥ এ সকল সহ যৈছে গোস্বামি সবার। হইল মিলন কি বর্ণিব মুঞি ছার ॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া যে কহিল পরস্পরে। সে সকল শুনিতে কেবা বা ধৈর্য্য ধরে ॥ শ্রীপরমেশ্বরী আচার্য্যের শিষ্যগণে। গোস্বামিসকলে মিলায়েন হর্ষ মনে ॥ অতিস্নেহে কহে নাম গোবিন্দ ইহাঁন। ভক্তিরস পাত্র সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন। প্রিয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন ॥ শুনি শ্রীগোপাল ভট্ট আদি হর্ষ হৈয়া। কৈল আলিঙ্গন অতি স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ ভগবান্ কবিরাজাদির পরিচয়ে। কৈল যে স্নেহানুগ্রহ কহিল না হয়ে ॥ সমলে অক্রূর স্থানে করিয়া গমন। শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥ শ্রীঈশ্বরী অগ্রেতে শ্রীজীব নিবেদয়। অক্রূরের স্থান এ নির্জ্জন অতিশয় ॥ লোক ভিঁড়ে প্রভু না রহিয়া বৃন্দাবনে। করিতেন ভিক্ষা এথা আসি এই খানে ॥ শুনি শ্রীঈশ্বরী সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। তেজি দীর্ঘশ্বাস প্রণময়ে সেই স্থলে ॥ প্রণমে অধৈর্য্য হৈয়া ভাগবতগণ। প্রভু-অলৌকিক লীলা কয়িয়া স্মরণ ॥ চলয়ে সকলে শ্রীঈশ্বরী অগ্রে লৈয়া। হৈল মহানন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ॥ বৃন্দাবনশোভা দেখি জাহ্নবী ঈশ্বরী। হইলেন যৈছে তাহা বর্ণিতে না পারি ॥ পূর্ব্বেই শ্রীজীব বাসা স্থির কৈল যথা। সবা-সহ জাহ্নবী ঈশ্বরী গেলা তথা ॥ বাসায় সবার স্থিতি হৈল যেন মতে। যে সুখ ব্যাপিল তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ

মদনমোহনে। সেবাযুক্ত বৈষ্ণবের চেষ্টা কেবা জানে॥ সকলেই শ্রীপ্রভুর সেবা সমাধিয়া। ঈশ্বরীদর্শন কৈলা বাসায় আসিয়া॥ কৃষ্ণদাস সরখেল আদি সবাসনে। হইল মলিন কিবা প্রেমানন্দ মনে॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ ব্রজবাসী শত শত। আইসে দর্শনে আর্ত্তি কে কহিবে কত॥ শ্রীগোপাল ভট্ট আদি বিদায় হইয়া। গেলেন বাসায় সবে শ্রীজীবে রাখিয়া॥ রহিলেন শ্রীজীব ঈশ্বরী সন্নিধানে। পরম প্রবীণ যেহোঁ সর্ব্ব সমাধানে॥ শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথ আদি করি। কতক্ষণ পরে আইলা যথা শ্রীঈশ্বরী॥ গোস্বামিগণের দেখি ঈশ্বরী উল্লাষে। যাইব দর্শনে জানাইলা মৃদুভাষে॥ শুনি ঈশ্বরীর বাক্য মহাহর্ষ মনে। ঈশ্বরীর সঙ্গে সবে চলিলা দর্শনে॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ॥ রাধা দামোদর এ সকল সন্দর্শনে। যে প্রেম-আবেশ তা বর্ণিধ কুন জনে॥ সঙ্গে যে আইল নানা বস্ত্র আভরণ। সর্ব্বত্রেই সকল করিলা সমর্পণ॥ আপনা মানিয়া লঘু প্রকাশে যে ভক্তি। বিস্তারিয়া সে সব বর্ণিতে নাই শক্তি॥ সবা সহ শ্রীঈশ্বরী বাসায় আসিয়া। বসিলেন নিভৃতে সকলে বসাইয়া॥ শ্রীখেতরি গ্রামে যৈছে মহামহোৎসব। মাধবাচার্য্যাদি দ্বারে জানাইলা সব॥ শুনি লোকনাথ আদি গোস্বামিসকলে। পাইয়া পরমানন্দ ভাসে প্রেমজলে॥ আর যে সকল কথা হৈল পরস্পরে। তাহা না বর্ণিব গ্রন্থ-বাহুল্যের ডরে॥ গোবি-

ন্দের কাব্যামৃত করিতে শ্রবণ। শ্রীপরমেশ্বরী দাস কৈল নিবেদন॥ শুনি গোবিন্দের কাব্য অতি মনোহর। হইল সবার অতি-উল্লাষ অন্তর॥ সবে কহে কবিরাজ খ্যাতি যুক্ত হয়। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বলি প্রশংসয়॥ ইথে শ্রীঈশ্বরী মহা-উল্লষিত মনে। কি বলিব নিতি যে আনন্দ বৃন্দাবনে॥ সর্ব্বত্রে ব্যাপিল ঈশ্বরীর আগমন। পরম-আনন্দে মগ্ন হৈলা বিজ্ঞগণ॥ শ্রীরাধিকা-কুণ্ড-বাসী শ্রীদাস গোসাঞি। শুনি হর্ষ হৈলা চলিবারে সাধ্য নাই॥ শ্রীরূপ-বিচ্ছেদে সদা অধৈর্য্য হৃদয়। অন্নাদি বিহনে দেহ ক্ষীণ অতিশয়॥ নিয়মনির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে। সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বহু জন। প্রণমি যাইতে কৈল আত্ম নিবেদন॥ গোপাল রাঘব পণ্ডিতাদি এক সাথে। চলে নন্দীশ্বর গোবর্দ্ধনাদি হইতে॥ সবে বৃন্দাবনে করি ঈশ্বরী দর্শন। জানাইলা দাসগোস্বামির নিবেদন॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে। তাহা বিবরিয়া কে কহিতে শক্তি ধরে॥ শ্রীগোপাল ভট্ট আদি গোসাঞিসকলে। জানাইলা শ্রীকুণ্ড যাইব প্রাতঃকালে॥ সবে কহে শ্রীকুণ্ডাদি করিয়া দর্শন। শীঘ্র করি এথা করিবেন আগমন॥ শ্রম-উপশম হইবেক ভাল মতে। তবে যাইবেন বনভ্রমণ করিতে॥ ইহা শুনি শ্রীঈশ্বরী উল্লষিত মনে। চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বেষ্টিত বিজ্ঞগণে॥ শ্রীকুণ্ডেতে গেলেন বহুলা বন দিয়া। কুণ্ডশোভা দেখি প্রেমে উমড়য়ে হিয়া॥

রঘুনাথদাস গোস্বামির স্থিতি যথা। মনে এই তাঁরে গিয়া দেখিবেন তথা॥ শ্রীদাসগোস্বামি সে নির্জ্জন কুণ্ডতীরে। করেন শ্রীনাম গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ অগ্রেতে আসিয়া দাসগোস্বামির আগে ছিলা দাড়াইয়া॥ অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন।(শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল আগমন॥ শুনি কি অদ্ভুত প্রেম ব্যাপিল হৃদয়ে। আগুসরি চলে অশ্রুযুক্ত নেত্রদ্বয়ে॥ শ্রীঈশ্বরী দেখে দাসগোস্বামি-গমন। অতিশয় ক্ষীণ তনু তেজ সূর্য্যসম॥ শ্রীঈশ্বরী অন্তর বুঝিতে কেবা পারে। ঝরে দুই নেত্রে বারি নিবারিতে নারে॥ শ্রীদাস-গোস্বামি প্রণমিতে ধৈর্য্য ধরি। কৈল যে উচিত প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী॥ শ্রীঈশ্বরী আগে দাস গোসাঞি যে কয়। তাহা শুনি কার বা না বিদরে হৃদয়॥ মাধব-আচার্য্য আদি সবার সহিতে। মিলনে অদ্ভুত প্রেম উথলয়ে চিতে॥ কি অদ্ভুত অশ্রুধারা সবার নয়নে। সকলেই স্থির হইলেন কতক্ষণে॥ আরিটগ্রামের ব্রজবাসী লোকগণ। সবে হর্ষ ঈশ্বরীর করিয়া দর্শন॥ দিন তিন চারি রহি শ্রীরাধাকুণ্ডেতে।(করিলেন পাক-ক্রিয়া পরম-যত্নেতে॥ কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া উল্লাস অন্তরে। ভুঞ্জাইলা ব্রজবাসি বৈষ্ণব সবারে॥ প্রসাদসেবনে যে আনন্দ প্রেমোদয়। কেবা না দেখিতে সাধ করে সে সময়॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর অলৌকিক রীতি। কি বুঝিব মো ছারের নাহি বুদ্ধিগতি॥) এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে কুণ্ডতীরে। শুনি সে বংশীর ধ্বনি স্থির হৈতে নারে॥

কৌতুক দেখিল সে অন্য অগোচর। বিস্তে বিস্তারিব এ প্রসঙ্গ মনোহর॥ তথাপি কহিয়ে কিছু ঈশ্বরী-উল্লাসে। বংশীধ্বনি শুনিয়া চাহয়ে চারি পাশে॥ কদম্বের তলে দেখে শ্যাম চিকনিয়া। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কোটিকন্দর্প জিনিয়া। মন্দ-মন্দ হাসি সে মধুর বংশী বায়। কে ধরে ধৈরয যাতে জগৎ মাতায়॥ শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগণ সঙ্গে। বেঢ়িয়াছে শ্যামলসুন্দরে মহারঙ্গে॥ সে অদ্ভুত শোভা দেখি জাহ্নবী ঈশ্বরী। হইলা মূর্চ্ছিত যৈছে কহিতে না পারি॥ কতক্ষণে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা। নির্জ্জনে এ রঙ্গ অন্যে প্রকাশ না কৈলা॥ যাইবেন শ্রীগোবর্দ্ধনাদি দর্শনেতে। তাহা জানাইলা দাসগোস্বামি অগ্রেতে॥ শ্রীদাসগোস্বামি ভূমে পড়ি প্রণমিয়া। দিলা অনুমতি দৈন্যে নিমগ্ন হইয়া॥ শুনিতে সে দৈন্য কার হিয়া না বিদরে। কি কহিব ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে॥ পরি-চারিকাদি মধ্যে জাহ্নবী ঈশ্বরী। কুণ্ড হৈতে গোবর্দ্ধনে গেলা ধীরি ধীরি॥ গোবর্দ্ধন মানস গঙ্গাদি দর্শনেতে। যে প্রেম-আবেশ তার উপমা কি দিতে॥ মাধব আচার্য্য আদি অধৈর্য্য হইলা। শ্রীজীবগোস্বামি আদি সবে স্থির কৈলা॥ ঐছে নন্দ-গ্রামাদি দেখি যে প্রেমাবেশ। এক মুখে বর্ণিতে না পারি তার লেশ॥ শ্রীঈশ্বরী বেষ্টিত শ্রীভাগবতগণে। অতি অল্প দিনে আইলেন বৃন্দাবনে॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন-মোহন। মহানন্দে এ তিনের করিলা দর্শন॥ শ্রীরাধাবিনোদ-

আর শ্রীরাধারমণে। করিয়া দর্শন বাসা আইলা হর্ষ মনে॥ কভু অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্নে পাক করি। ভুঞ্জায়েন শ্রীগোবিন্দ-দেবে শ্রীঈশ্বরী॥ কভু পাক করি অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন। মহা-নন্দে গোপীনাথে করান ভোজন॥ কভু শীঘ্র করি পাক বিবিধ বিধানে। ভুঞ্জায়েন কত সাধে মদনমোহনে॥ রাধা-দামোদর আর শ্রীরাধারমণ। রাধাবিনোদেরে করাইলেন ভোজন॥ যৈছে শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা বৈষ্ণবেরে। হৈল যে আনন্দ তাহা কে বর্ণিতে পারে॥ শুনিতে গোসাঞির গ্রন্থ উৎকণ্ঠিত মন। শ্রীজীবগোস্বামী করাইলেন শ্রবণ॥ বৃহদ্ভাগ-বতামৃতাদিক শ্রবণেতে। হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে॥ পরমদুর্লভ ভক্তি অঙ্গে সাবধান। দেখিতে সে ক্রিয়া কার না জুড়ায় প্রাণ॥ কথোক দিবস পরে বৃন্দাবন হৈতে। সবা সহ চলিলেন বনভ্রমণেতে॥ মধুতাল কুমুদ বহুলা কাম্য-বন। খদির ভদ্র ভাণ্ডীর শ্রী লৌহ কানন॥ মহাবন বৃন্দাবন এ দ্বাদশ বনে। যে প্রেমপ্রকাশ তা দেখিল ভাগ্যবানে॥ তথাপি কহিয়ে কিছু মনের উল্লাসে। ঈশ্বরী গমন কৈলা গোবর্দ্ধন-পাশে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতসমীপ সুনির্জ্জনে। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী চিন্তয়ে মনে মনে॥ দুইভাই এথা নিজ নিজ প্রিয়াসঙ্গে। সবস্ত সময়ে বিহরয়ে মহারঙ্গে॥ এত চিন্তি শ্রীঈশ্বরী স্থির হৈতে নারে। বসন্তবিহার স্থান দেখে বারে বারে॥ অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীবসন্তরাস। নিজ নিজ প্রিয়াসহ দোঁহার বিলাস॥

রোহিণীনন্দন নিজ প্রিয়াগণসঙ্গে। ফাগুখেলাদিক ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে ॥ যশোদানন্দন কৃষ্ণরসের আলয়। নিজ প্রিয়াগণ-সঙ্গে রঙ্গে বিলসয় ॥ ফাগুখেলাদিক যৈছে কে পারে কহিতে। সে অদ্ভুত শোভার উপমা নাই দিতে ॥ ভুবন মোহয়ে ঐছে লীলা নিরখিয়া। পড়য়ে ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ কতক্ষণে স্থির হৈলা কাহু না কহিল। মনের আনন্দে তথা হইতে চলিল ॥ রামঘাটে যে আনন্দ কহিতে না পারি। নিজপ্রাণ-নাথে ঐছে দেখিলা ঈশ্বরী ॥ প্রেমাবেশে আত্ম বিস্মরিত সে নির্জ্জনে ॥ শ্রীরামের রাসক্রীড়া চিন্তে মনে মনে ॥ হইল অবশ অঙ্গ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীরাসবিলাস। পরম প্রবীণা নিজ প্রিয়াগণ সঙ্গে। বিলসে বলাই নৃত্য গীতা-দিক রঙ্গে ॥ শোভা দেখি হইলেন আনন্দে মূর্চ্ছিত। কত-ক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারি ভীত ॥ যে ভাব অন্তরে তাহা অন্যে না জানিল। সবা সহ রামঘাট হইতে চলিল ॥ যমুনার তীরে এক গ্রামেতে প্রবেশে। জীবে দুঃখি দেখি তথা করুণা প্রকাশে ॥ সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধকালে হৈল তার অপূর্ব্ব নন্দন ॥ পৌগণ্ড বয়সে সে পুত্রের মৃত্যু হৈল। ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিল ॥ মৃতপুত্র কোলে করি কান্দে তার মায়। দোঁহার কান্দনে দারু পাষাণ মিলায় ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী দোঁহার কান্দনেতে। করুণায় আর্দ্রচিত্ত নারে স্থির হৈতে ॥ ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রে পরশিতে

চায়। না স্পর্শিহ মৃতপুত্রে কহে তার মায়॥ ঈশ্বরী কহেন তুমি হও ব্রজবাসী। হইব পবিত্র তুয়া তনয়ে পরশি॥ এত কহি মৃতপুত্র গাথে হাত দিতে। পাইয়া চেতন শিশু চাহে চারিভিতে॥ শ্রীজাহ্নবী পাদপদ্মে করি নমস্কার। উঠিল বালক হৈল উল্লাস সবার॥ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকহে পড়িয়া চরণে। মৃতপুত্রে জিয়াইলা কৃপাবলোকনে॥ ঈশ্বরী কহেন দুঃখ দেখিয়া দোঁহার। কৃষ্ণ জিয়াইল পুত্র ইথে কি আমার॥ ঐছে কত করুণা প্রকাশি স্থানে স্থানে। সবা সহ আসি প্রবেশিলা বৃন্দাবনে॥ খড়দহে প্রভু আজ্ঞা করিয়া স্মরণ। মনে কৈল শীঘ্র গৌড়ে করিতে গমন॥ এক দিন শ্রীগোপীনাথের আগে গিয়া। রাধা গোপীনাথে দেখি রহে দাঁড়াইয়া॥ পরমকৌতুকে মনে মনে বিচারয়। শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হৈলে ভাল হয়॥ ইহা মনে করি কারে কিছু না কহিলা। শয়ন আরতি দেখি বাসায় আইলা॥ স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিয়া দরশন। শ্রীজাহ্নবী প্রতি কহে মধুর বচন॥ আমি যৈছে উচ্চ তৈছে নহে মোর প্রিয়া। হইয়াছে কৌতুক অসদৃশ নিরখিয়া॥ গৌড়ে গিয়া শীঘ্র প্রিয়া প্রকাশি পাঠা'বে। বামে বসিবেন তেঁহ ইহাও দেখিবে॥ শ্রীরাধিকা হাসিয়া জাহ্নবী প্রতি কয়। না কর সঙ্কোচ এ ইচ্ছাও মোর হয়॥ ঐছে কত কহি দোঁহে অদর্শন হৈতে। নিদ্রাভঙ্গ হৈলে হর্ষে চাহে চারিভিতে॥ দেখিয়া প্রভাত নিশি উল্লাস অন্তরে। অনুগ্রহ করি কহে নয়ন

ভাস্করে ॥ নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান। করিতে হইবে এক প্রেয়সী-নির্ম্মাণ ॥) ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি নয়ন জানিলা। যৈছে নির্ম্মাণিব তাহা চিত্তে স্থির কৈলা ॥ ঈশ্বরী এ সব কথা গোপনে রাখিল। গোপীনাথ ইহা অন্যদ্বারে প্রকাশিল ॥ শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি বুঝা নাহি যায় ॥ স্বপ্নচ্ছলে পুষ্পমালা দিলা জাহ্নবীয় ॥ যে কৌতুক শ্রীগোবিন্দ মদনমোহনে। তাহা বিস্তারিব কুন ভাগ্যবন্ত জনে ॥ শ্রীঈশ্বরী যাইবেন শ্রীগৌড়-মণ্ডলে। যাত্রা স্থির করিলেন গোস্বামিসকলে ॥ হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি জাহ্নবী ঈশ্বরী। যাইবেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে শীঘ্র করি ॥ যথা যে বৈষ্ণবগণ ছিলেন নির্জ্জনে। সকলেই শীঘ্র আইলেন বৃন্দাবনে ॥ শ্রীঈশ্বরী হইলেন সর্ব্বত্র বিদায়। ইহা বিচারিতে অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে। অদ্ভুত অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধাদামোদর আর। দেখি রাধারমণে অধৈর্য্য অনিবার ॥ গোপীশ্বরে দেখি কি কহিল মনে মনে। বৃন্দাদেবী আদি সবে দেখে স্থানে স্থানে ॥ রঘুনাথভট্ট শ্রীপণ্ডিত কাশীশ্বর। গোস্বামী শ্রীসনাতন রূপ বিজ্ঞবর ॥ এই চতুষ্টয়ের সমাধি নিরখিয়া। করয়ে ক্রন্দন দুঃখে বিদরয়ে হিয়া ॥ গৌরিদাসপণ্ডিতের সমাধি দেখিতে। বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে। না জানিয়ে তথা কি দেখিয়া চমৎকার। বড়ু গঙ্গাদাসে কি কহিল বার বার ॥ স্থির হৈলা বড়ু গঙ্গাদাসের কথায়। তাঁর পরিচয় কিছু

নিবেদি এথায়॥ ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবীর জননী। অতি পতিব্রতা সূর্য্যদাসের ঘরণী॥ যাঁর ভক্তিরীত দেখি সবার বিস্ময়। গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর তনয়॥ গৌরীদাসপণ্ডিতের শিষ্য প্রেমময়। পণ্ডিতের অদর্শনে জীবন সংশয়॥ স্বপ্নচ্ছলে যৈছে আজ্ঞা করিলা পণ্ডিত। তৈছে শীঘ্র বৃন্দাবনে হৈল উপনীত॥ শ্রীধীরসমীরে নিজ-প্রভু-সন্নিধানে। করয়ে প্রভুর সেবা রহয়ে নির্জ্জনে॥ গোবর্দ্ধন-আদি স্থান ভ্রমণ করিতে। শুনিল শ্রীজাহ্নবীগমন আচম্বিতে॥ বৃন্দাবনে আসি কৈল ঈশ্বরী দর্শন। সঙ্ক্ষেপে কহিল গঙ্গাদাসের বিবরণ॥ শ্রীঈশ্বরী সর্ব্বত্রেই বিদায় হইতে। কেহ শ্রীবিগ্রহ দিলা প্রিয়ার সহিতে॥ পাইয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি মনের উল্লাষে। সেবায় নিযুক্ত কৈলা বড়ু গঙ্গাদাসে॥ বড়ু গঙ্গাদাসে অতি অনুগ্রহ কৈলা। সঙ্গে লৈয়া যাইবেন তাহা জানাইলা॥ রজনী-প্রভাতে গৌড়ে করিব গমন। হইলেন অত্যন্ত ব্যাকুল সর্ব্বজন॥ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সতীর্থ্য সহিতে। গোস্বামিগণের আগে গেলা সাবহিতে॥ সবার চরণে প্রণমিয়া বার বার। হইতে বিদায় নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীগোপালভট্ট আলিঙ্গিয়া গোবিন্দেরে। কহিল যে তাহা শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥ লোকনাথ গোস্বামী গোবিন্দের স্নেহ করি। নরোত্তমে কহিতে কহয়ে ধীরি ধীরি॥ শ্রীবিগ্রহ সেবায় হইবে সাবধান। কায়মনোবাক্যে করি বৈষ্ণব সম্মান॥ বিষ্ণুবৈষ্ণবের তিথি যত্নে

আস্বাদিবে ।)রামচন্দ্রসহ ভক্তিরস আস্বাদিবে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি এ কহিও সমাচার । এত কহি কিছু না কহিতে পারে আর ॥ ভূগর্ভগোস্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে । কহিতে যে কহিল তা কহিতে না আসে ॥ শ্রীজীব কহয়ে স্নেহে কহিতে কি আর । কহিও সবারে প্রেমালিঙ্গন আমার ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যে যেন দেখিবারে পাই । মধ্যে মধ্যে পত্রী পাঠাইব তাঁর ঠাঁই ॥ বর্ণিলা যে গীতামৃত তাহা পাঠাইবা । পাঠাইয়া দিবা পুন আর যে বর্ণিবা ॥ এত কহি গোপাল বিরুদাবলী দিলা । শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে যে গ্রন্থ বর্ণিলা ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞ-গণ । কহি কত গোবিন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥ ভগবান্ কবি-রাজ আদি সর্ব্বজনে । প্রকাশিলা স্নেহ অতি গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ বিদায় হইয়া সবে গেলেন বাসায় । পোহাইল নিশী অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ (গোস্বামি-সকল অতিযত্নে ধৈর্য্য ধরি । আইলা ত্বরায় যথা জাহ্নবী ঈশ্বরী ॥ কি নারী পুরুষ যত ব্রজ-বাসিগণ । সবে আইলেন কারু স্থির নহে মন ॥ কৃষ্ণদাস মাধবাদি সহ শ্রীঈশ্বরী । যে ব্যাকুল হৈলা তাহা কহিতে না পারি ॥ বৃন্দাবন হৈতে গৌড়ে চলে শুভক্ষণে । হইয়া বেষ্টিত মহাভাগবত গণে ॥ অক্রূর স্থানেতে গিয়া জাহ্নবী ঈশ্বরী । হইলা বিহ্বল বৃন্দাবনশোভা হেরি ॥ সেই থানে শ্রীঈশ্বরী গোস্বামিসকলে । করয়ে বিদায় সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ শ্রীভট্টগোস্বামি আদি নারে স্থির হৈতে । হইলা বিদায় যৈছে

না পারি বর্ণিতে ॥ বিদায় সময়ে যত ব্রজবাসিগণ। শ্রীজাহ্নবী গুণ কহি করয়ে ক্রন্দন ॥ শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গে যে সকল মহাশয়। পরস্পর বিদায়ে ব্যাকুল অতিশয় ॥ শ্রীজীবগোস্বামি-আদি অধৈর্য্য হিয়ায়। শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গেই আইলাম মথুরায় ॥ সে দিবস মথুরায় করিয়া বিশ্রাম। মাথুর বিপ্রের কৈলা পরম-সম্মান ॥ শ্রীজীবাদি সবে যত্নে বিদায় করিয়া। তথা হৈতে চলিতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥ শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিয়া কথোদিনে। আইলা শ্রীখেতরি গ্রামের সন্নিধানে ॥ ঈশ্বরী-গমন ধ্বনি সর্ব্বত্র ব্যাপিল। চতুর্দ্দিকে লোক সব দেখিতে ধাইল ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম গণের সহিতে। আইলা উল্লাসে সবে আগুসরি নীতে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া। প্রণময়ে বার বার ভূমে লোটাইয়া ॥ নরোত্তম রামচন্দ্রে দেখি গণসহ ॥ শ্রীঈশ্বরী কৈলা অতিশয় অনুগ্রহ ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র ভক্তিরসময়। সর্ব্ব-মহান্তেরে মহানন্দে প্রণময় ॥ সবে রামচন্দ্রে নরোত্তমে নিরখিয়া। কৈল যে উচিত প্রেমে-বিহ্বল হইয়া ॥ শ্রীসন্তোষদত্ত-আদি ভাসি প্রেমজলে। করিল প্রণাম লোটাইয়া ভূমিতলে ॥ শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-আদি সর্ব্বজন। বন্দে রামচন্দ্র-নরোত্তমের চরণ ॥ পরস্পর যে আনন্দ হৈল সে সময়। তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥ বৈষ্ণবে বেষ্টিত হৈয়া জাহ্নবী ঈশ্বরী। শ্রীখেতরিগ্রামে প্রবেশিলা শীঘ্র করি ॥ অতিলঘু প্রায় গিয়া

প্রভুর প্রাঙ্গণে। প্রণমি জুড়ায় হিয়া প্রভুর দর্শনে॥ সবাসহ কতক্ষণ প্রাঙ্গণে রহিয়া। করিল বিশ্রাম পূর্ব্ব বাসায় যাইয়া॥ পৃথক্ পৃথক্ বাসা মহান্ত-সবার। সকল প্রস্তুত তথা যে প্রয়াস যার॥ পূর্ব্বেই পরমানন্দে শ্রীসন্তোষরায়। রাখিয়াছিলেন নানা সামগ্রী বাসায়॥ পুন আর নানা দ্রব্য যত্নেতে আনিল। পরিচর্য্যা হেতু বহু লোক নিযোজিল॥ ব্যাপিল পরমানন্দ খেতরিগ্রামেতে। হইল বিপথ পথ লোক গতায়াতে॥ ঈশ্বরী-দর্শন মহান্তের সন্দর্শনে। কেবা কি করয়ে কারু স্মৃতি নাই মনে॥ রামচন্দ্র সহ শ্রীঠাকুর মহাশয়। মহান্তগণের আগে যত্নে নিবেদয়॥ সন্তোষের মনে অভিলাষ হৈল যাহা। শীঘ্র-স্নান করি পূর্ণ করিবেন তাহা॥ শীঘ্র শ্রীঈশ্বরী আগে গিয়া নিবেদিলা। সকলেই শীঘ্র স্নান করি স্নিগ্ধ হৈলা॥ অতিশুক্ষ শুক্ষ ধৌত নবীনবসন। সন্তোষ সন্তোষে কৈল সর্ব্বত্র অর্পণ॥ সন্তোষেরে অনুগ্রহ করি সর্ব্বজনে। পরিলেন বসন পরমা-নন্দ মনে॥ তিলকাদি ক্রিয়া যৈছে হইল সবার। সে সব দেখিতে প্রাণ না জুড়ায় কার॥ (শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরমহর্ষ মনে। স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা সঙ্গোপনে॥ ঈশ্বরীর পরি-চারিকাদি যে ব্রাহ্মণী। সবারে দিলেন বস্ত্র পরিতে আপনি॥ শ্রীসন্তোষদত্তের ভাগ্য কহিতে কি আর। সবাসহ ঈশ্বরী পরিলা বস্ত্র যার॥ ঈশ্বরী যাবেন শ্যামরায়ের দর্শনে। নরো-ত্তম রামচন্দ্র আইলা সেইক্ষণে॥ আনিল যে শ্রীবিগ্রহ বৃন্দা-

বন হৈতে। নাম শ্যামরায় শোভা উপমা কি দিতে॥ বড় গঙ্গাদাস তাঁর সেবা সমাধিয়া। নিবেদিল জাহ্নবা ঈশ্বরী আগে গিয়া॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে লইয়া ঈশ্বরী। প্রণমিয়া সে শোভা দেখিল নেত্রভরি॥ নরোত্তম রামচন্দ্র বারেক চাহিতে। হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে॥ কতক্ষণ শ্যামরায়ে নিরীক্ষণ করি। দোঁহে লৈয়া নিজস্থানে আইলা ঈশ্বরী॥ পুন সবাসহ গিয়া গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে। আইলা বাসায় প্রণমিয়া প্রভুগণে॥ প্রভুর পূজকগণ উল্লাষ হিয়ায়। প্রসাদ সামগ্রী বহু আনিল ত্বরায়॥ ফল মূল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ যতনে। ভুঞ্জাইলা শ্রীঈশ্বরী ভাগবতগণে॥ সবে ভুঞ্জাইয়া কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী। ঐছে অন্নাদিক ভুঞ্জাইলা যত্ন করি॥ কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সবা-সনে। বসিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে॥ নরোত্তম রামচন্দ্রপানে নিরখিয়া। কহিতে ব্রজের কথা উমড়য়ে হিয়া॥ আদ্যোপান্ত সকল কহিল ধৈর্য্য ধরি। গৌড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসয়েন ঈশ্বরী॥ শুনি নরোত্তম কিছু কহিতে না পারে। বহে দুই নেত্রে ধারা নিবারিতে নারে। রামচন্দ্র কহয়ে প্রভুর প্রিয়গণ। অই অল্প দিনে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন॥ যে কেহ আছেন সেহ অদর্শন প্রায়। এত কহি রামচন্দ্র ব্যাকুল হিয়ায়॥ ঈশ্বরী কহেন যৈছে হইয়াছে এথা। না জানি ইহার মধ্যে কিবা হয় তথা॥ সর্ব্বত্রেই প্রভু করিবেন অন্ধকার। এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ কহিতে কি কারু না

রহিল ধৈর্য্যলেশ। বিদরে পরাণ নিবারিতে নারে কেশ॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভুর ইচ্ছায়। হইলেন মগ্ন সবে প্রভুর লীলায়॥ সন্ধ্যা-সময়েতে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ সন্ধ্যা-আরাত্রিক দেখে মহাহর্ষ মনে॥ আরম্ভয়ে শ্রীনামকীর্ত্তন মনোহর॥ শুনি ঈশ্বরীর অতি অধৈর্য্য অন্তর॥ যে প্রেমপ্রকাশ তাহা না পারি কহিতে। হৈল দণ্ড ছত্র রাত্রি নাম কীর্ত্তনেতে॥ বাসায় আসিয়া সবে আসনে বসিলা। রামচন্দ্র প্রসাদ সামগ্রী লৈয়া আইলা॥ যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি সকলে। ভুঞ্জিলেন প্রসাদ সামগ্রী কুতূহলে॥(শ্রীঈশ্বরী করিল কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান। পরিচারিকাদি ভুঞ্জে যে ইচ্ছা যাহান॥ পথশ্রম হৈতে সবে শয়ন করিলা। রামচন্দ্র নরোত্তম নিজস্থানে আইলা॥) শ্রীগোবিন্দকবিরাজ পাইয়া নির্জ্জন। গোস্বামি-সবার বাক্য কৈল নিবেদন॥ গোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ যত্নে দিলা। নরোত্তম লৈয়া রামচন্দ্রে সমর্পিলা॥ নরোত্তম হৈলা মহাব্যাকুল অন্তরে। স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোস্বামী প্রবোধিল তারে॥

মহাহর্ষে মহাশয় রজনী বিহানে। পাঠাইলা পত্রী খড়দহ যাজিগ্রামে॥ শ্রীখেতরিগ্রামেতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী। রহেন পরমানন্দে দিন তিন চারি॥ শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি কথো জন। অগ্রেই বুধরিগ্রামে করিলা গমন॥ শ্রীঈশ্বরী যাত্রা করিবেন প্রাতঃকালে। হৈল এই ধ্বনি ইথে ব্যাকুল সকলে॥ শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে রামচন্দ্র নরোত্তম। যাইবেন ইহাও শুনিল

সর্ব্বজন॥ রজনীপ্রভাতে সবাসহ শ্রীঈশ্বরী। প্রাঙ্গণে গেলা প্রাতঃকৃত্য করি॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে। দেখিতে বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ প্রভুগণ আগে কি কহিয়া ধীরে ধীরে। হইলা বিদায় প্রেম উথলে অন্তরে॥ সকল মহান্ত মহাব্যাকুল হিয়ায়। কহিতে কি জানি যৈছে হইলা বিদায়॥ নরোত্তম রামচন্দ্র বিদায় হইলা। প্রভুর সেবায় সবে সাবধান কৈলা॥ শ্রীসন্তোষ দিবেন ঈশ্বরীসঙ্গে। যাহা। শ্রীপরমেশ্বীদাসে সমর্পিল তাহা॥ খেতরি হইতে হৈল সবার গমন। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন॥ পদ্মা-বতীতীরে শ্রীঈশ্বরী সবাসহ। দেখি লোক আর্ত্তি লোকে কৈলা অনুগ্রহ॥ পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি। সকলে বেষ্টিত হৈয়া গেলেন বুধরি॥ হইল গমনধ্বনি ধায় লোক-গণ। পরম অদ্ভুত আর্ত্তি করিতে দর্শন॥ শ্রীঈশ্বরী সবাসহ শুভ দৃষ্টিপাতে। কৈল লোকগণে মগ্ন শ্রীভক্তি-রসেতে॥ পূর্ব্ববৎ ঈশ্বরী বাসায় প্রবেশিলা। বংশীদাস আদি সর্ব্ব-কার্য্যে যুক্ত হৈলা॥ শ্রীবংশীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী। হাসিয়া ঈশ্বরী কিছু কহে তাঁর প্রতি॥ তোমারে মাগিব যাহা তাহা হবে দিতে। সে অতি সুলভ চিন্তা না করহ চিতে॥ শুনি শ্যামদাস কিছু উত্তর না দিলা। হইল অনেক রাত্রি নিজ গৃহে গেলা॥ মনে মনে বিচারে মো হেন অযোগ্যেরে। মাগিবেন ঐছে কিবা আছে মোর ঘরে॥

এত বিচারিতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ। সাক্ষাতের প্রায় বিপ্র দেখয়ে স্বপন॥ ঈশ্বরী আজ্ঞায় মহা-মনের উল্লাষে। কন্যাদান করয়ে শ্রীবড়ু গঙ্গাদাসে॥ সকল বৈষ্ণব মহাহর্ষে প্রশংসিতে। হৈল নিদ্রাভঙ্গ বিপ্র নারে স্থির হৈতে॥ বিপ্র শ্যামদাস স্থির হৈয়া কতক্ষণে। শ্রীঈশ্বরী-আগে গেলা রজনী-বিহানে॥ ঈশ্বরীর ভঙ্গি জানি সুমধুর ভাষে। নিবেদিল স্বপ্নকথা ঈশ্বরীর পাশে॥ বিবাহের উদ্যোগ করিলা শীঘ্র করি। হইলেন আনন্দিত জাহ্নবী ঈশ্বরী॥ শ্রীঈশ্বরী গঙ্গাদাসে কহে ধীরে ধীরে। শ্যামদাস কন্যা দান করিব তোমারে॥ হইল উদ্যোগ অদ্য বিবাহ হইবে। করিব বিবাহ ইথে চিন্তা না করিবে॥ হইব বিবাহ অন্য এ কথা শুনিয়া। মৌনাবলম্বন কৈলা কিছু না কহিয়া॥ পরম বিরক্ত কুন স্পৃহা নাই চিতে। তথাপি ঈশ্বরী আজ্ঞা নারিল লঙ্ঘিতে॥ হইল বিবাহ কালে অতি সুমঙ্গল। শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী আনন্দে বিহ্বল॥ শ্রীশ্যামদাসের কন্যা নাম হেমলতা। অলপ বয়স হেমবর্ণা সুচরিতা॥ যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন। হেনকন্যা বড়ু গঙ্গাদাসে কৈল দান॥ বড়ু গঙ্গাদাসের সৌন্দর্য্য অতিশয়। সূর্য্যময় তেজ প্রেম-ভক্তি-রসময়॥ হেন গঙ্গাদাসেরে বিবাহ করাইয়া। শ্রী-ঈশ্বরী শ্যামরায় দিল সমর্পিয়া॥ গঙ্গাদাস বিচার করয়ে মনে মনে॥ ভোগের নির্ব্বন্ধ কিবা হইব এখনে॥ গঙ্গাদাসে স্বপ্ন-চ্ছলে কহে শ্যামরায়। যবে যে মিলিবে তাহা ভুঞ্জাবে

আমায়॥ ঈশ্বরীর আগে স্বপ্নকথা নিবেদিল। শুনি মহাযত্নে ভোগ নির্ব্বন্ধ করিল॥ সেবায় নিমগ্ন হৈল বড়ু গঙ্গাদাস। হইল সবার ইথে পরম উল্লাষ॥ গোবিন্দাদি সহ রামচন্দ্র নরোত্তম। শ্রীঈশ্বরী চরিত্রে বিহ্বল অনুক্ষণ॥ সবাসহ ঈশ্বরী বুধরিগ্রাম হৈতে। চলিলেন একচক্রা শ্রীরাঢ় দেশেতে॥ দূর হৈতে একচক্রা গ্রাম নিরখিয়া। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া॥ কৃষ্ণদাস সরখেল গৌরাঙ্গসুন্দর। মাধব-আচার্য্য বলরাম মহীধর॥ মুরারিচৈতন্য কৃষ্ণদাস বিপ্রবর। নৃসিংহ চৈতন্য শ্রীকানাই দামোদর॥ রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনো-হর। শ্রীপরমেশ্বরীদাস গুণের সাগর॥ শ্রীনকড়িদাস শ্রীমুকু-ন্দাদি সকলে। একচক্রা দেখিয়া ভাসয়ে নেত্র জলে॥ নরো-ত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দাদয়। হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয়॥ একচক্রা পথপানে করয়ে গমন। পথপ্রান্তে শোভে অশ্বত্থাদি বৃক্ষগণ॥ অত্যন্ত নিবিড় ছায়া স্থান সুনির্ম্মল। সদা মন্দ বায়ু বহে সুগন্ধি শীতল॥ সবাসহ শ্রীঈশ্বরী সে স্থানে যাইতে। অকস্মাৎ মহানন্দোদয় হৈল চিতে॥ কেহ কিছু কহে কারু স্থির নহে মন। একচক্রা পথে দেখে বিপ্র এক জন॥ পূর্ব্ব গোঙরিয়া তেঁহ ব্যাকুল হিয়ায়। নিতাইর বিলাষ স্থান দেখিয়া বেড়ায়॥ অতিবৃদ্ধ করেতে লগুড় মন্দগতি। বৃক্ষতলে আসিয়া চাহেন সবা প্রতি॥ দেখিয়া বৈষ্ণবগণে মনে বিচারয়। কোথা হৈতে অকস্মাৎ হইল বিজয়॥ জুড়াইল

নেত্রে এ সবারে নিরখিয়া। ঐছে মনে করি দেখে কিছু না কহিয়া॥ দেখি বৃদ্ধ বিপ্রে প্রণমিয়া বিজ্ঞগণ। যত্নপূর্ব্ব দিলা শীঘ্র বসিতে আসন॥ দেখিয়া বিপ্রের অতি অলৌকিক রীতি। সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসেন বিপ্র প্রতি॥ শুনিলাম একচক্রা গ্রাম সুবিস্তার। ইথে যে দেখিয়ে ভগ্ন কি হেতু ইহার॥ শুনি বিপ্ররাজ সুমধুর বাক্যে কয়। শুনিয়াছ যাহা তাহা কভু মিথ্যা নয়॥ একচক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে। বন-বাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে॥ এ প্রদেশে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর। সে সভে পাণ্ডব পাঠাইলা যমপুর॥ কহয়ে প্রাচীনে এ পরম পুণ্য স্থান। এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান॥ একচক্রেশ্বর শিব পার্ব্বতী সহিত। নদীতীরস্থ প্রভাবাতি দেবাদিপূজিত॥ শেষ গণেশাদি মূর্ত্তি ছিলা নদীকূলে। কাল প্রভাবেতে গোপ্য হৈলা সে সকলে॥ এই নদীধারা পূর্ব্বে ছিল বিস্তারিত। দুই পার্শ্বে নানা লতা বৃক্ষ সুশোভিত॥ নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে অনিবার ভ্রমে নানা পক্ষী তাহে ধ্বনি চমৎকার॥ অহিংসক নানা পশু বনেতে ভ্রময়। দেখি বন শোভা কার উল্লাস না হয়॥ কেবা বসাইল গ্রাম আশ্চর্য্য বসতি। পৃথক্ পৃথক্ চতুর্ব্বর্ণ গণস্থিতি॥ একচক্রা গ্রামেতে লোকের সংখ্যা নাই। প্রতিদিন পরম উৎসব ঠাঁই ঠাঁই॥ সকলে ধনাঢ্য পুণ্য কর্ম্মে মহাপ্রীত। বিপ্রের কা কথা অন্য বর্ণেও পণ্ডিত॥ স্থানে স্থানে নানা শাস্ত্রচর্চ্চা অনুক্ষণ।

সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় মন ॥ যে যে স্থানে যে যে রূপে প্রকটে ঈশ্বর। সে সব প্রসঙ্গে উল্লাষিত পরস্পর ॥ সবামধ্যে এক্ জ্যোতিষজ্ঞ শিরোমণি। কহয়ে সবার প্রতি সুমধুর বাণী ॥ অযোধ্যা মথুরা আদি ধামেতে ঈশ্বর। বিলসয়ে এবে নহে প্রপঞ্চ গোচর ॥ এই একচক্রা হয় ঈশ্বরের ধাম। এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম ॥ দেখিবেক সবে হবে বিদিত জগতে। মোর অল্প আয়ু মুই না পাব দেখিতে ॥ একচক্রা-মহিমা কহিতে সাধ্য কার। এত কহি কিছু না কহিল পুন-র্ব্বার ॥ ওহে বাপু! সব তাঁর সুসত্য বচন। করিল পরীক্ষা মহা মহা বিজ্ঞগণ ॥ জন্মিব ঈশ্বর শীঘ্র এ বাক্যে সবার। নিরু-পম আনন্দ বাড়য়ে অনিবার ॥ কহিতে না পারি আর শুনি-লাম যাহা। যৈছে গ্রাম ভগ্ন যে দেখিনু কহি তাহা ॥ এই গ্রামে ছিলা এক বিপ্র পুণ্যবান্। ওঝাখ্যাতি জানি মনে নাই তার নাম ॥ অতি অর্থবন্ত ওঝা প্রবীণ সর্ব্বাংশে। যজমানে স্নেহ তাঁর অশেষ বিশেষে ॥ পূর্ব্ব-ঋষি প্রায় সে সকল ক্রিয়া তাঁর। বিপ্রের লক্ষণ যত তাহাতে প্রচার ॥ যদ্যপি সুন্দরামল বন্দিঘাটি গাঁই। তথাপি বেষ্টিত শ্রেষ্ঠ পূজ্য সর্ব্ব ঠাঁই ॥ অতি-অল্পবয়সে মু দেখিনু তাঁহারে। শুনিনু চরিত্র তাঁর বিজ্ঞলোক দ্বারে ॥ পরম সুশীলা সেই ওঝার বনিতা। পুত্রবতী হইয়াও হইলা দুঃখিতা ॥ জন্মিল যে পুত্র তাহে কেহ না রহিল। শেষে এক পুত্র শুভক্ষণেতে জন্মিল ॥ দেখি পুত্রে ওঝা হর্ষ

বিষাদ অন্তরে । পুত্রে সমর্পণ কৈপ পার্ব্বতীশঙ্করে ॥ ওঝা নিজপত্নীসহ বিচার করিয়া । পুত্র নাম থুইল হাড়ো খেদ যুক্ত হৈয়া ॥ অন্যে অন্য নাম রাখিলেন হর্ষচিত্তে । কেবা না আইসে হেন বালক দেখিতে ॥ দিনে দিনে বাড়ে পুত্র অতিরূপবান্ । দেখি পত্নী সহ ওঝা জুড়ায় নয়ন ॥ অন্নপ্রাশনাদি ক্রমে কৈল যথোচিত । পুত্রের চেষ্টায় ওঝা সদা উল্লবিত ॥ হইল বিবাহ যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে । দিলেন বিবাহ এই গ্রামে অল্পদূরে ॥ যৈছে পুত্র তৈছে পুত্রবধূ পদ্মাবতী । বিবাহ সময়ে হৈল সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ॥ ওঝা ভার্য্যাসহ হর্ষে পুণ্য উপার্জ্জনে ॥ হইল দোঁহার পরলোক কিছু দিনে ॥ পিতা মাতা বিনা হাড়ো ব্যাকুল হিয়ায় । কৈল অর্থ ব্যয় বহু দোঁহার ক্রিয়ায় ॥ সর্ব্ব-শাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইলা পণ্ডিত । হাড়াই পণ্ডিত নাম হইল বিদিত ॥ অনন্যবৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাতা । পরমবৈষ্ণবী তাঁর পত্নী পতিব্রতা ॥ সে দোঁহার চরিত্র কহিতে সাধ্য নয় । জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয় ॥ প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচার । অতিপ্রীত বিষ্ণু আরাধনায় দোঁহার ॥ বিষ্ণু-অনুগ্রহ হৈল অপূর্ব্ব সন্তান । সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যেঁহ জন্মাদিক কহি তান ॥ শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভ্ভ সঞ্চার হইতে । হৈল মহানন্দলাভ হাড়াইপণ্ডিতে ॥ ধন্য ধন্য হাড়াইপণ্ডিত বিপ্রবর । ধন্য পদ্মা-বতী ধন্য তাঁহার উদর ॥ মহাশুভক্ষণে পদ্মাবতী গর্ভ্ভ হৈতে । জন্মিল বালক তাঁর তুলনা কি দিতে ॥ পুণ্যবতীগণ সে বালক

নিরখিয়া। করে আশীর্ব্বাদ অতিবিহ্বল হইয়া॥ কেহ কহে এ যেন বালক কভু নয়। হেমনবনীতের পুতলী বুঝি হয়॥ কেহ কহে এমন বালক নাই দেখি। দেখিতে ঘুচিল তাপ জুড়াইল আঁখি॥ এইরূপ নানা কথা কহে পরস্পরে। লোক গতায়াত বহু পণ্ডিতের ঘরে॥ পুত্রের কল্যাণে বিজ্ঞ হাড়াইপণ্ডিত। কৈল অর্থদান বহু হৈয়া উল্লসিত॥ পদ্মাবতী হাড়াইর পুত্র-গত প্রাণ। দিনে দিনে বাঢ়ে পুত্র চন্দ্রের সমান॥ মাতার অত্যন্ত স্নেহ প্রশংসে সকলে॥ ক্রোড়ে হৈতে পুত্রে না নামায় ভূমিতলে॥ নাম করণাদি কালে হৈল মহানন্দ। কেহ কহে রাম কেহ কহে নিত্যানন্দ॥ কেহ কুন নাম কহে উল্লাষ অন্তরে। অন্নপ্রাশনের সুখ কহিতে কে পারে॥ হামাগুড়ি অঙ্গণে বেড়ান যেই কালে। আইস নিতাই! বলি সবে করে কোলে॥ কোলে চড়ি হাসে মুখ শোভা মনোহর। দুগ্ধবিন্দু প্রায় দুই দশন সুন্দর॥ কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে কুন জন। নিত্যানন্দ হৈলা যেন সবার জীবন॥ (জননী যতনে যবে আসনে বসায়। না বৈসে আসনে ধুলা বিনু নাই ভায়॥) এক দিন গৃহে মুই মহাদুঃখ পাই। পণ্ডিতের বাড়ি গেলু দেখিতে নিতাই॥ ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোভা সুমধুর। বারেক দেখিতে সব দুঃখ গেল দূর॥ আইস বাপু! বুলিতেই কোলে সামা-ইলা। না জানি কি আনন্দ সমুদ্রে ডুবাইলা॥ হাসিয়া পিতার কোলে গেলেন নিতাই। পিতার যে স্নেহ তা কহিতে সাধ্য

নাই॥ যদি কুন কার্য্যে যান যাইতে না পারে। উলটিয়া পুত্র-মুখ দেখে বারে বারে॥ কভু যজমানগৃহে গিয়া আসি ঘরে। কোথা নিত্যানন্দ বলি চৌদিকে নিহারে॥ ধাইয়া পিতার কোলে চড়য়ে নিতাই। হারা হেন প্রাণ যেন পায়েন হাড়াই॥ তিলার্দ্ধ নেত্রের আড় না পারে করিতে। (ততোঽধিক মাতা স্নেহ কে পারে কহিতে॥ পুত্রের সৌন্দর্য্য লাগি হরিদ্রা মাখায়। হরিদ্রা মলিন হয় সে অঙ্গ-ছটায়॥)

(মাখায়েন স্নিগ্ধ হেতু তৈল সুগন্ধিত। সহজে সৌগন্ধস্নিগ্ধ দেহ সুললিত॥ করাইতে স্নান স্নেহে হয়েন বিহ্বলা। লঘু লঘু পোঁছে অঙ্গ লৈয়া পানিতোলা*॥ রক্তপ্রান্ত নীল পট্ট ধড়া পরাইয়া। পুত্র প্রতি কহে খেল গৃহেতে বসিয়া॥ হাসিয়া মায়ের প্রতি কহেন নিতাই। খেলাবার সঙ্গি বিনা কিরূপে খেলাই॥) সেই দিন হইতে সমবয় শিশুগণ। আইসে যতেক তাহা কে করু গণন॥ সে সকলে দেখিয়া পরম উল্লসিত। হৈল হেন যেন কত কালের পিরিত॥ করিলেন খেলার আরম্ভ নিত্যানন্দ। পরম সুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাই গন্ধ॥ কৌমার বয়সে হৈল পৌগণ্ড প্রবেশ। দিনে দিনে বাঢ়ে খেলা অশেষ বিশেষ॥ শতাধিক বর্ষ হৈল বয়স আমার। না দেখি না শুনি ঐছে খেলা চমৎকার॥ যে যে অবতারে শ্রী-কৃষ্ণের যে যে লীলা। তাহা বিনু নিতাইচান্দের নাই খেলা॥

* পানিতোলা অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জনী বা গামছা॥

যে খেলা খেলিব তার পূর্ব্বে শিশুগণে। তদনুকরণ শিখায়েন জনে জনে॥ এই নদীতীরে দেখ স্থান মনোহর। এখানে খেলেন পদ্মাবতীর কুঙর॥ যৈছে দেবতার আরাধনায় সত্বরে। জন্মিলেন বাসুদেব বসুদেব ঘরে॥ বাসুদেবে লৈয়া বসুদেব কংসভয়ে। নন্দালয়ে গেলা যৈছে এ খেলা খেলয়ে॥ কৃষ্ণ-জন্ম উৎসব যে রূপ নন্দঘরে। যশোদা যেরূপ স্নেহে আপনা পাসরে॥ যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধপানে পূতনা বধিলা। শয়নে থাকিয়া যৈছে শকট ভাঙ্গিলা॥ তৃণাবর্ত্তবধ যৈছে কৈলা ভগবান্। খেলায় সে খেলা দেখি জুড়ায় পরাণ॥ ধান্য দিয়া ফল কৃষ্ণ কিনে কুতূহলে। যশোদা বন্ধন যৈছে করে উদূখলে। যৈছে ভাঙ্গে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়। সে খেলা দেখিতে কার না জন্মে বিস্ময়॥ নানা বেশ ধরিয়া প্রবল শিশু মেলে। খেলয়ে কৃষ্ণের যত চাঞ্চল্য গোকুলে॥ বক অঘ হয় শিশু কৃষ্ণ রূপ ধরি। সে সকলে বধেন কৌতুকে যুদ্ধ করি॥ গড়ি ভয়ঙ্কর সর্প লৈয়া যায় জলে। সে অদ্ভুত কালীয়দমন খেলা খেলে॥ কভু খেলে কৃষ্ণ যৈছে ধেনুক বধিলা। কভু গোষ্ঠে খেলয়ে প্রলম্ববধ-লীলা॥ বৃষাসুরে বধ কৃষ্ণ করে যে প্রকারে॥ যৈছে তীর্থ আকর্ষণ করি স্নান করে॥ যৈছে কৃষ্ণ সখাসহ করি গোচা-রণ। ধেনুগণ লৈয়া যৈছে গৃহেতে গমন॥ যৈছে গোবর্দ্ধন ধরি ব্রজ রক্ষা করে। যৈছে গোপিকার পরিধেয় বস্ত্র হরে॥

যৈছে যজ্ঞপত্নীগণাদির ব্যবহার। সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার॥ যৈছে কংসাদেশে ব্রজে অক্রূর আসিয়া। মথুরায় রামকৃষ্ণে যৈছে যায় লৈয়া॥ শকট চাপিয়া যৈছে যায় গোপ-গণ। সে খেলা দেখিতে ধৈর্য্য ধরে কে এমন॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যৈছে কান্দে গোপীগণ। কহিতে কি তৈছে নিত্যা-নন্দের ক্রন্দন॥ মথুরাভ্রমণ খেলা খেলে শিশুসঙ্গে। মালা-কার স্থানে মালা পরে মহারঙ্গে॥ কুব্জাবেশে গন্ধ কেহ পরান পরিয়া। ধনুকভঞ্জন খেলা খেলয়ে গর্জ্জিয়া॥ কুবলয় চানূর মুষ্টিক বধ করি। মঞ্চ হৈতে কংস ভূমে পাড়ে চুলে ধরি॥ কৃষ্ণ কংস মাতুলে বধিলা যেন মতে। খেলে সেই খেলা লোক বিস্ময় দেখিতে॥ যথা যে যে লীলা সে সে স্থান বিরচয়ে। খেলায় সে লীলাস্থান প্রত্যক্ষ করয়ে॥ জন্ম হৈতে শ্রীরামচন্দ্রের যে যে লীলা। শিশুগণে সাজাইয়া খেলে সেই খেলা॥ বাল্মীক রচিলা যেই গ্রন্থ রামায়ণ। সে সব প্রত্যক্ষ করে পদ্মার নন্দন॥ ধরিয়া বামনবেশ বলিরে ছলয়। নৃসিংহ বেশেতে হিরণ্যকশিপে বধয়॥ প্রহ্লাদের প্রায় স্তুতি করে কুন জন। নৃসিংহের বাৎসল্যে খেলায় মনোরম॥ ভক্তে সুখ দিতে ঈশ্বরের যে বিহার। সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার॥ যখন যে দিকে নিত্যানন্দ চলি যায়। সেই দিগে সে সঙ্গে সকল শিশু ধায়॥ একচক্রা-বাসী লোক আনন্দ অন্তরে। নিজ নিজ শিশুগণে বারণ না করে॥ বিবিধ ভূষণে শিশুগণে

সাজাইয়া। সবে কহে নিত্যানন্দ সঙ্গে খেল গিয়া ॥ শিশুসহ খেলারসে বিহ্বল নিতাই। যে অদ্ভুত খেলা তা কহিতে অন্ত নাই ॥ কি আনন্দ তাঁর যজ্ঞোপবীত সময়। যে শোভা দেখিলু তাহা কহিল না হয় ॥ পৌগণ্ড বয়সে কিবা কৈশোর প্রবেশ। দেখি সে শোভা না কারু রহে ধৈর্য্যলেশ ॥ অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা-উপার্জ্জন। ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ ॥ নিতাইর বয়েস লৈল দ্বাদশ বৎসর। (ষোড়ষ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর ॥ বন্ধুগণে জানাইয়া হাড়াইপণ্ডিত। পুত্রের বিবাহ দিতে হৈলা উৎকণ্ঠিত ॥ একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন। বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব্ব জন ॥ কন্যা স্থির কৈল কুন কুন বিপ্র ঘরে। মনকলা খায় কেহ স্পষ্ট নাই করে ॥ হৈল এই আনন্দপ্রসঙ্গ স্থানে স্থানে। বিধি যে দিবেক দুঃখ কেবা তাহা জানে ॥ কোথা হৈতে আইলা এক সন্ন্যাসী গোসাঞি। সর্ব্বাংশে সুন্দর তাঁর দয়ামাত্র নাই ॥ হাড়াইপণ্ডিত তাঁরে ভিক্ষা করাইলা। কৃষ্ণকথা রসে তেঁহ রাত্রি গোঙাইলা ॥ গন্তু কালে নিত্যানন্দে দিলেন মাগিয়া। দিলেন হাড়াই পুত্রে পূর্ব্ব বিচারিয়া ॥ নিত্যানন্দে লৈয়া সন্যাসী চলিলা তুরিতে। মূর্চ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িলাভূমিতে ॥ (প্রাণহীন-প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী। হৈল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি ॥ কি নারী পুরুষ যত এ একচক্রায়। এ কথা শ্রবণমাত্রে হৈল মৃত্যু প্রায় ॥) সঙ্গী শিশুগণ কহে মো

সবে ছাড়িয়া। কোথা গেলা বলিকান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ এই একচক্রাগ্রাম হৈল শূন্যপ্রায়। যে খানে সে খানে লোক করে হায় হায়॥ হৈল লোক ভিড় হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে। করায় চেতন দোঁহে অনেক প্রকারে॥ হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতী দুই জন। কোথা নিত্যানন্দ বলি করয়ে ক্রন্দন॥ দোঁহার বিলাপ যে শুনিল সেই জানে। গলয়ে পাষাণ কান্দে পশু পক্ষিগণে॥ নিতাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহেন কাঁদিয়া। মোরে কেনে সন্ন্যাসী না গেলেন লইয়া॥ (এত কহি অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে॥ ঈশ্বরী ইচ্ছায় প্রাণ রহিল সে ধড়ে॥ কুন বিপ্র কান্দিয়া কহয়ে ওহে ভাই। কহ কুন পথে সন্ন্যাসী গোসাঞি॥ নিত্যানন্দ রন্ধনাদি ক্রিয়া কিবা জানে। মোর পুত্র পটু সর্ব্ব কার্য্য সমাধানে॥ ধরি তাঁর পায় নিত্যানন্দে মাগি নিব। করিয়া প্রসন্ন মোর পুত্র তাঁরে দিব॥ এত কহি সন্ন্যাসির করে অন্বেষণ। কোথাও না পায় খোজ ভাবে মনে মন॥ একচক্রা গ্রামবাসী শাস্ত্রজ্ঞ সকলে। পরস্পর কহে কত বসিয়া বিরলে॥ কেহ কহে জ্যোতিষজ্ঞ পূর্ব্বে যে কহিল। তাহার বচন সব প্রত্যক্ষ হইল॥ দুর্দ্দৈব দোষেতে মোরা নারিনু চিনিতে॥ জন্মিলেন বলরাম হাড়াইর গৃহেতে॥ কেহ কহে সত্য এই কভু মিথ্যা নয়। জন্মকালে হৈল মহামঙ্গল উদয়॥ ঘুচিল দুর্ভিক্ষ লোকপাড়া গেল দূর। কৈল মেঘ বৃষ্টি হৈল আনন্দ প্রচুর॥ কেহ কহে জন্মকালে দেখিনু

নয়নে। দেবে স্তুতি কৈল পুষ্প বর্ষিল ভবনে ॥ দেব স্ত্রীগণের ভীড় হয় অনিবার। এবে সে জানিনু পূর্ব্বে না কৈনু বিচার ॥ কেহ কহে বলরাম বিনা কি এ হয়। জন্মমাত্রে সকলের চিত্ত আকর্ষয় ॥ মনুষ্যে সম্ভব কি এরূপ সৌন্দর্য্যতা। শিশু সময়েতে কি অদ্ভুত সৌজন্যতা ॥ কেহ কহে শিশু কালে এ আশ্চর্য্য খেলা। ঈশ্বর সে জানে ঈশ্বরের যত লীলা ॥ এক দিবসের খেলা দেখিনু নয়নে। ধরিলা সন্ন্যাসি-বেশ নিতাই আপনে ॥ কিবা দণ্ড কমণ্ডলু করে সুশোভয়। পরিধেয় অরুণ বসন তেজোময় ॥ শিশুগণ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-বেশ ধরে। তিলক মালায় অঙ্গ ঝল মল করে ॥ সন্ন্যাসিরে মধ্যে করি করয়ে কীর্ত্তন। নাচয়ে সন্ন্যাসী ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ বুঝি প্রভু সন্ন্যাস করিব এ কলিতে। তাহা ব্যক্ত কৈল এই খেলা-কৌতুকেতে ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু ভগবান্। হবেন সন্ন্যাসী আছে শাস্ত্রেতে প্রমাণ ॥ খেলা দেখি মনে কৈল প্রকৃত এ নয়। ব্যক্ত না কহিল লোক উপহাস ভয় ॥ কেহ কহে কৃষ্ণাভিন্ন রোহিণী কুমার। সেই এই নিত্যানন্দ ইথে কি বিচার ॥ কৃপা করি সে যদি জানায় তবে জানি। নহিলে তাহার মায়া বশ এই প্রাণী ॥ কেহ কহে পাইয়াও না পাইল মোরা। হইয়া মায়ার বশ হৈনু রত্ন-হারা ॥ তাঁর রূপ গুণেতে বঞ্চিয়া মো সবারে। অকস্মাৎ সন্ন্যাসী লইয়া গেলা তাঁরে ॥ কেহ কহে সন্ন্যাসী কেবল

ছুল তাঁর। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে ঐছে শক্তিকার॥ বলরাম কৈলা পূর্ব্বে তীর্থ পর্য্যটন। তাহাই করিব এবে লয় মোর মন॥ কেহ কহে ঐছে পিতা মাতায় ছাড়িয়া। কৈল অনু-চিত কৈছে গেলা বাহির হৈয়া॥

কেহ কহে ঈশ্বরের কে বুঝে মরম। পূর্ব্বাপর বুঝি ঐছে আছয়ে নিয়ম॥ এইরূপ কত কথা কহিয়া কহিয়া। করয়ে ক্রন্দন নিত্যানন্দে সোঙরিয়া॥ হাড়াইপণ্ডিতে সবে যান প্রবোধিতে। উঠয়ে ক্রন্দনরোল গৃহে প্রবেশিতে॥ (পদ্মাবতী হাড়াইপণ্ডিত দুইজনে। না করে আহার দেহ না যায় ধারণে॥ যদি কভু কিছু ভুঞ্জাইতে চায় কেউ। ভুঞ্জিব কি উঠে দুঃখ সমুদ্রের ঢেউ॥ ঐছে তিন মাস নাই অন্নের গ্রহণ। বিধিরে নিন্দয়ে কেনে আছয়ে জীবন॥ কোথা নিত্যানন্দ বলি ধূলায় লোটায়। কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায়॥) তিলা-র্দ্ধেক হাড়াইপণ্ডিত স্থির নহে। মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত করি কহে॥ ক্ষণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেক ক্ষণ॥ আইস কোলে করি মোর জুড়াউক জীবন॥ ক্ষণে কহে ওহে বাপ চড় পিয়া কোলে। ঘাটে গিয়া স্নান করি সরোবর জলে॥ ক্ষণে কহে মোর আগে চলহ হাঁটিয়া। পাকিয়াছে ধান্য ক্ষেত্রে মাঠে দেখি গিয়া॥ ক্ষণে কহে চল বাপ হাটে শীঘ্র যাই। যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই॥ (ক্ষণে কহে জননী ডাকয়ে যাও ঘরে। বুঝি বিষ্ণু প্রসাদান্ন ভুঞ্জিবার তরে॥

ক্ষণে কহে মোর শিষ্য বর্গের সহিতে। করো শাস্ত্র দেখি কেবা হারে জিতে॥ ক্ষণে নিজ ভার্য্যা প্রতি কহে ডাক দিয়া। আইলেন নিত্যানন্দ এই দেখ গিয়া॥ সন্ন্যাসী গোসাঞি বড় দয়ার সাগর। কৃপা করি নিত্যানন্দে পাঠাইলা ঘর॥ ক্ষণে কহে ইকি বায়ু হইল আমার। না দেখিয়ে নিত্যানন্দ দেখি অন্ধকার॥ ঐছে কত কহে নহে ধৈর্য্যাবলম্বন। পদ্মাবতী চেষ্টা যৈছে কহে কুন জন॥ ওহে বাপ সব কি বলিব তো সবায়। হৈল মহা অমঙ্গল এ একচক্রায়॥ কেহ স্থির হৈতে নারে নিত্যানন্দ বিনে। পিতা মাতা আদি অপ্রকট দিনে দিনে॥ হইয়া ব্যাকুল নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ। সর্ব্বত্যাগি গেলেন করিতে তীর্থাটন॥ কেহ কুন রূপে স্থির হইতে না পারে। কেবা কোথা যায় কেহ না কহে কাহারে॥ এই নদীপারে এক যবন আছিলা। নিজনামে তেহোঁ ঐ গ্রাম বসাইলা॥ এথা হৈতে তথা কথো জন বাস কৈল। কহিতে কি ঐছে একচক্রা ভগ্ন হৈল॥ মুই বিপ্রাধম এই কথো জনে লৈয়া। আছি একচক্রা গ্রামে পূর্ব্ব সোঙরিয়া॥ মনের উদ্বেগে ঘরে নারি স্থির হৈতে। হইলু অথর্ব্ব অতি না পারি চলিতে॥ তথাপিহ ধায় মন দেখি বারে স্থান। যথা যথা খেলা কৈলা নিত্যানন্দ রাম॥ এই যে অশ্বত্থবট ছায়া অতিশয়। এথা শিশুসহ নিত্যানন্দ বিলসয়॥ ভক্ষ্যদ্রব্য লৈয়া বসি মণ্ডলীবন্ধনে। করিতা ভক্ষণ মুই দেখিলু নয়নে॥ সে সব ভাবিতে

হিয়া বিদরিয়া যায়। দুঃখ ভুঞ্জাইতে বিধি রাখিল আমায়॥ মনে ছিল যদি বিধি রাখিল আমারে। অবশ্য দিবেন সুখ কিছু দিন পরে॥ জন্মভূমি সোঁঙরিয়া নিতাই আমার। একচক্রা আসিবে দেখিব পুনর্ব্বার॥ মোর দুর্দ্দৈবেতে তেঁহ নির্দ্দয় হইল। হেন একচক্রা গ্রামে পুন না আইল॥ হইলু নিরাশ এবে আশা নাই আর। বিধাতার প্রতি এ প্রার্থনা বার বার॥ এ জন্মে বঞ্চিত যদি পুনর্জন্ম পাই। তবে নিত্যানন্দে যেন দেখিয়ে এথাই॥ মরি যেন নিতাইচান্দের নাম লৈয়া। এত কহি বিপ্রের বিদরি যায় হিয়া॥ পুন কহে কোথা প্রাণ নিতাই! আমার। দেখি মোর দশা দেখা দেহ এক বার॥ এত কহি আই বিপ্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। (শুনি সে কান্দনা দারু পাষাণ বিদরে॥ কি অদ্ভুত দশা প্রাপ্ত হইল সবায়। জাহ্নবী ঈশ্বরী নেত্রজলে ভাসি যায়॥) কৃষ্ণদাসপণ্ডিতাদি বিহ্বল সকলে। হৈল মহী পঙ্ক সে সবার নেত্রজলে॥ কেহ কুন রূপে স্থির হইতে না পারে। বিপ্রের চরণধূলি নয় বারে বারে॥ প্রভু ইচ্ছামতে সকলেই স্থির হৈলা। বিপ্রে আগে করি একচক্রা প্রবেশিলা॥ বিপ্র কহে পণ্ডিতের বাড়ি ঐ হয়। এত কহি পুন কিছু কহিতে নারয়॥ বাটী দেখাইয়া অতি কাতর অন্তরে। কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র গেলা নিজ ঘরে॥ বিপ্রদশা দেখি সবে ব্যাকুল হইলা। হাড়াইপণ্ডিত গৃহে গমন করিলা॥ যদ্যপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয়। তথা-

পিহ কার বা না চিত্ত আকর্ষয় ॥ নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন। হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন ॥ সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈলা। শ্রীনাম কীর্ত্তনে কথো রাত্রি গোঙাইলা ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী নেত্রে নিদ্রা না স্পর্শয়। বিরলে বসিয়া মনে মনে বিচারয় ॥ না হৈল শ্বশুর শাশুড়ীর সন্দর্শন। না স্পর্শিল শ্বশুরালয়ের সুখকণ ॥ এক বিচারিয়া আর কিছু বিচারিতে। অকস্মাৎ হৈল নিদ্রা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখে একচক্রার বসতি। দিতে নাই উপমা সর্ব্বাংশে শোভা অতি ॥ কিবা স্বর্ণপুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ। ইন্দ্রালয় নহে পণ্ডিতালয় সমান ॥ দাস দাসী অসংখ্য ঐশ্বর্য্য অতিশয়। নিরন্তর পরমমঙ্গল শোভাময় ॥ দেবপূজ্য হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতী। প্রাণাধিক নিত্যানন্দ পুত্রে স্নেহ অতি ॥ শ্রীবসু জাহ্নবী পুত্রবধূ দুই জনে। নয়ন সম্পুটে সদা রাখে এই মনে ॥ কত সাধে করে পুত্রবধূর পালন। দেখি পুত্রবধূ রীত জুড়ায় নয়ন ॥ জগতের পূজ্যা সূর্য্যদাসের দুহিতা। শ্বশুর শাশুড়ী স্নেহে সদা উল্লষিতা ॥ শ্রীজাহ্নবী এ কৌতুক মনে বিচারিতে। হৈল নিদ্রাভঙ্গ পুন আকর্ষে নিদ্রাতে ॥ পুন স্বপ্ন দেখে একচক্রা নদীতীরে। নানা পুষ্প কানন অপূর্ব্ব শোভা করে ॥ পুঞ্জ * পুঞ্জ ভ্রমর গুঞ্জরে অনিবার। নানা পক্ষী শব্দ করে অতি চমৎকার ॥ মন্দ মন্দ বহে সদা মলয় পবন। বনশোভা মুনীন্দ্রগণের

* কুঞ্জ পুঞ্জ, পাঠান্তর ॥

হরে মন ॥ তথা এক বৃক্ষ উচ্চ প্রফুল্লাতিশয়। তার তলে দিব্য সিংহাসন রত্নময় ॥ সিংহাসন বেঢ়িয়া শোভয়ে দাসীগণ। ঝল মল করে নানা বসন ভূষণ ॥ তালবৃন্ত চামর চন্দন চুয়া আর। সুবাসিত বারি পাত্রে নানা পুষ্প হার ॥ তাম্বূল সম্পুট আদি লৈয়া সর্ব্বজনে। দেখে নিত্যানন্দশোভা রত্নসিংহাসনে ॥ নিত্যানন্দ শোভা কোটি কন্দর্প মোহন। রূপের নিছনি চম্পা কেশর কাঞ্চন ॥ সদা চন্দ্রবদনে মধুর মৃদু হাসি। উগারয়ে কি নব অমিয়া রাশি রাশি ॥ নেত্রের ভঙ্গিতে তরুণীর ধৈর্য্য হরে। সর্ব্বাঙ্গ উপমা নাই ভুবন ভিতরে ॥ শ্রীনিত্যানন্দের বাম দক্ষিণ দিকেতে। শ্রীবসু জাহ্নবী শোভে উপমা কি দিতে ॥ রূপের ছটায় সে কানন আলো করে। অঙ্গের সৌষ্ঠবে কোটি রতি-মদ হরে ॥ শ্রীপদ্মবদনে কিবা হাসি মন্দ মন্দ। নিরন্তর ঝুরে অদ্ভুত মকরন্দ ॥ কি মধুর ভঙ্গি দীর্ঘ চকোর নয়ান। নিত্যানন্দ মুখ চন্দ্রামৃত করে পান ॥ দেখি প্রেমরীত দাসী তাম্বূল লইয়া। শ্রীবসু জাহ্নবী করে দেন হৃষ্ট হৈয়া ॥ নিত্যানন্দ মুখে দোঁহে তাম্বূল যোগায়। চর্ব্বিত তাম্বূল প্রভু দোঁহারে ভুঞ্জায় ॥ চুয়া চন্দনাদি দাসী দোঁহে যোগাইতে। দোঁহার কৌতুক প্রাণনাথে সমর্পিতে ॥ কুন দাসী যোগায়েন নানা পুষ্প হার। প্রিয়গলে দিতে বাড়ে কৌতুক দোঁহার ॥ নিজাঙ্গ চন্দন চুয়া প্রিয়া-অঙ্গে দিতে। নিত্যানন্দ দোঁহে আলিঙ্গয়ে কৌতুকেতে ॥ আপনা গলার

মালা তুহুঁ গলে দিয়া। রহে সুভঙ্গিতে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া॥ দেখিতেই পরম অদ্ভুত এ না রঙ্গ। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল নিদ্রাভঙ্গ॥ স্বপ্নভঙ্গে দুঃখী হৈয়া ভাবে মনে মনে। এমন কৌতুক কভু না দেখি স্বপনে॥ হইল প্রভাত নিশী উল্লাসে ঈশ্বরী। কহে কিছু কাহুকে না কহে স্পষ্ট করি॥ একচক্রা ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কান্দে। করয়ে যতন চিতে স্থির নাই বাঁধে॥ অকস্মাৎ কহে কেহ সদা আছ এথা। খড়দহে গিয়া শীঘ্র সাধ মনঃকথা॥ শুনি সবাসহ চলে একচক্রা হৈতে। করিতে দর্শন লোক ধায় চারি ভিতে॥ সেই পথে এক মহা-মদ্যপ ব্রাহ্মণ। মদিরাপানেতে মত্ত করয়ে নর্ত্তন॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ভাসে নেত্রজলে। ক্ষণে কম্প লম্ফ ক্ষণে পড়ে মহীতলে॥ দেখিয়া তাহার চেষ্টা জাহ্নবী ঈশ্বরী। নিজ সঙ্গি-গণে জিজ্ঞাসয়ে ধীরি ধীরি॥ কহ কহ ইহোঁ কেনে হইল এমন। সবে কহে এই মহামদ্যপ ব্রাহ্মণ॥ শুনি অনুগ্রহ করি কহয়ে ঈশ্বরী। ঐছে প্রেমে মত্ত করু প্রভু গৌরহরি॥ ইহা শুনি হরি বোল বোলে সর্ব্বজন। ধন্য ধন্য ধন্য এই মদ্যপ ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য কহিতে নাহি পারি। ঈশ্বরীকৃপায় হৈল ভক্তি-অধিকারী॥ ঐছে জীবে করিয়া অশেষ অনুগ্রহ মৌড়েশ্বর পথে চলিলেন সবাসহ॥ মৌড়ে-শ্বরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন। যারে পূজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন॥ কুণ্ডলিদমন যথা কৈলা নিত্যানন্দ। দেখিয়া সে স্থান

হৈল সবার আনন্দ ॥ নিত্যানন্দ যে পথে গেলেন বক্রেশ্বরে। লোকে সেই পথ দেখাইলা সকলেরে ॥ শ্রীঈশ্বরী রাঢ়দেশ ভ্রমিয়া ত্বরিতে। কণ্টক নগরে আইলা সবার সহিতে ॥ শ্রী-যদুনন্দন মহা-উল্লষিত হৈয়া। যাজিগ্রামে সমাচার দিল পাঠা-ইয়া ॥ শুনি গণসহ শ্রীনিবাস সেই ক্ষণে। কণ্টক নগরে আইলা মহা-হর্ষ মনে ॥ শ্রীঈশ্বরীচরণ দর্শনে যে উল্লাষ। ভাগবতগণে দেখি যে সুখ প্রকাশ ॥ যে সকল প্রসঙ্গ হইল পরস্পরে। সে সব কহিতে নারি বাহুল্যের ভরে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম নিকটে আসিয়া। কহিল শুনিল সব নির্জ্জনে বসিয়া ॥ গোস্বামিগণের কথা গোবিন্দ কহিলা। সে সব শুনিয়া অতি ব্যাকুল হইলা ॥ রামচন্দ্র গোপাল বিরুদাবলী দিল। শ্রীনি-বাসাচার্য্য লৈয়া মস্তকে ধরিল ॥ হইল অনেক রাত্রি শয়ন করিলা। স্বপ্নছলে গোস্বামী আচার্য্যে প্রবোধিলা ॥ শ্রীঈশ্বরী আগে নিশি প্রভাত সময়ে। নিজালয়ে লইতে প্রণমি নিবে-দয়ে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যে অতি অনুগ্রহ করি। সবাসহ যাজি-গ্রামে গেলেন ঈশ্বরী ॥ শ্রীযাজিগ্রামের লোক আনন্দ হিয়ায়। করিতে দর্শন সরে চতুর্দ্দিগে ধায় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য অতি উল্ল-ষিত চিতে। শীঘ্র সমাচার পাঠাইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র আদি প্রিয়গণে। করিলা নিযুক্ত সর্ব্বকার্য্য সমা-ধানে ॥ দেখি চেষ্টা সকল মহান্ত মোদভরে। না জানয়ে ভিন্ন যেন আইলা নিজ ঘরে ॥ সর্ব্ব মহান্তের বাসা হৈল রম্য

স্থানে।। ঈশ্বরীর বাসা শ্রীনিবাসের ভবনে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ভবনে প্রবেশিতে। আচার্য্যের ভার্য্যা আইসে আগুসরি নিতে ॥ মহা লজ্জাবতী গতি অতি সুললিত। হেম নবনীত অঙ্গ বসনে আবৃত ॥ মৃদু-হাসি-মিশা মুখপঙ্ক সুনির্ম্মল। অতি সে সুচারু দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ ঝরয়ে আনন্দ অশ্রু ঈশ্বরীদর্শনে। পুলক ব্যাপয়ে প্রণমিতে শ্রীচরণে ॥ শ্রীঈশ্বরী কহি কিবা সুমধুর ভাষে। তুলি লৈল কোলে কি অদ্ভুত স্নেহাবেশে ॥ আচার্য্যের ভার্য্যা বহু দৈন্য প্রকাশিয়া। বসাইলা দিব্যাসনে মন্দিরে লইয়া ॥ সুবাসিত জলে পাদ প্রক্ষালন কৈল। বর্ণিতে না জানি যে আনন্দ উথলিল ॥ দেখি শ্রীনিবাসাচার্য্য ভার্য্যার সুরীত। তিলে তিলে ঈশ্বরীর বাঢ়ে মহা প্রীত। যাজিগ্রামে যে আনন্দ হইল রন্ধনে। যে আনন্দ হৈল মহাপ্রসাদ সেবনে ॥ প্রত্যেক মহান্ত মনে হৈল যে আনন্দ। তাহা বিস্তারিয়া কি বর্ণিব মুই মন্দ ॥ পরস্পর যে কৌতুক কহিতে না পারি। যাজিগ্রামবাসী লোক দেখে নেত্র ভরি ॥ সকল মহান্ত কৃষ্ণ-কথা আলাপনে। বসিয়া আছেন অতিশয় রম্য স্থানে ॥ হেন কালে খণ্ড হৈতে শ্রীরঘুনন্দন। আইলেন সঙ্গে মহা-ভাগবত-গণ ॥ কি অপূর্ব্ব মিলন হইল পরস্পরে। দেখিতে সে প্রেমাবেশ কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ পরস্পর গৌড়-ব্রজ সংবাদ কহিতে। হইল ব্যাকুল কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি শ্রীরঘুনন্দন। জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরীর গমনাগমন ॥

শ্রীপরমেশ্বরীদাস ধৈর্য্যাবলম্বিল। আদ্যোপান্ত শ্রীরঘুনন্দনে নিবেদিল॥ শ্রীরঘুনন্দন হর্ষে মহান্তগণেরে। নিবেদিল প্রভাতে শ্রীখণ্ড যাইবারে॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর আগে নিবেদিয়া। শীঘ্র খণ্ডে গেলা শ্রীনিবাসে কত কৈয়া॥ এথা সন্ধ্যাসময়েতে ভাগবতগণ। করিলেন কতক্ষণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীনিবাস হৈয়া হৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে কৈল সুধা বৃষ্ট॥ হইলেন প্রেমানন্দে নিমগ্ন সকলে। সবার তিতিল * তনু নয়নের জলে॥ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হৈলে সমাপন। কতক্ষণে স্থির হইলেন সর্ব্বজন॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী অতি মনের উল্লাসে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥ রজনীপ্রভাতে খণ্ডে গমন করিব। খণ্ডে হৈতে খড়দহে ত্বরায় যাইব॥ অতি অল্পকাল এথা হৈল মোর স্থিতি। হিয়া কি করয়ে না বুঝিয়ে বুদ্ধিগতি॥ শ্রীনিবাস কহে এবে বিলম্ব না সহে। প্রকাশিবে মূর্ত্তি শীঘ্রগিয়া খড়দহে॥ শ্রীমতীরাধিকা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইলে। হইবে সুস্থির বৃন্দাবন পাঠাইলে॥ শ্রীগোপীনাথের ইথে আগ্রহাতিশয়। হইব নির্ম্মাণ অতিশীঘ্র মনে লয়॥ শ্রীনিবাস-বাক্যে হর্ষ হইয়া ঈশ্বরী। পুন শ্রীনিবাস প্রতি কহে ধীরি ধীরি॥ খড়দহে গিয়া পাঠাইব সমাচার। এবে কোথা কোথা স্থিতি হইবে তোমার॥ শ্রীনিবাস কহে এথা রহি দিন চারি। নবদ্বীপে গমন করিব শীঘ্র করি॥

---

* তিতিল—ভাসিল॥

প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে। প্রভুর ঈশানমাত্র আছেন একলে॥ তাঁর সমভ্যারী যে আছেন কত জন। হই-য়াছে তাঁ সবার সংশয় জীবন॥ করিলা ঈশান আজ্ঞা আমারে যাইতে। তথা গিয়া আসি যাব খেতরিগ্রামেতে॥ কথো দিন রহি তথা বিষ্ণুপুর গিয়া। রহিব এথাই তথা হইতে আসিয়া॥ ঐছে কত কহিতে অনেক রাত্রি হৈল। প্রসাদ ভুঞ্জিয়া সবে শয়ন করিল॥ রজনীপ্রভাতে খণ্ডে চলিতে ঈশ্বরী। আচার্য্যের ভার্য্যায় প্রবোধে যত্ন করি॥ দেখিয়া তাঁহার দশা ব্যাকুল হইলা। করি বহু অনুগ্রহ শ্রীখণ্ডে চলিলা॥ শ্রীখণ্ডনিবাসী লোক ধায় চারিভিতে। শ্রীরঘুনন্দন আইসে আগুসরি নীতে॥ গণসহ গতি অতিশয় চমৎকার। দূরে দেখি এক বিপ্র কহে বার বার॥ ভাগ্যবন্ত নারায়ণদাসের নন্দন। মুকুন্দমাধব নরহরি তিন জন॥ মুকুন্দের পুত্র রঘু-নন্দনঠাকুর। ইহার দর্শনে সব তাপ যায় দূর॥ কিবা ভক্তি-রসেতে নিমগ্ন নিরন্তর। ঐছে কত কহে সঙ্গে চলে বিপ্রবর॥ রঘুনন্দনের পুত্র নাম শ্রীকানাই। অলপ বয়সে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণে সদাই বিহ্বল। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল॥ মহান্তগণেরে দেখি মনের উল্লাসে। কি নাম কাহার তাহা পিতায় জিজ্ঞাসে॥ শ্রীরঘুনন্দন পুত্রে সব জানাইয়া। মিলিলা সবার আগে অতি হৃষ্ট হৈয়া॥ ঠাকুর কানাইর নেত্র পূর্ণ অশ্রুজলে। প্রণমিতে সবে তুলি

লইলেন কোলে ॥ সর্ব্ব-মহান্তের অতি আনন্দহৃদয়। শ্রীঈশ্বরী করিলেন বাৎসল্যাতিশয় ॥ সবাসহ ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে। হইলেন উপনীত গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে ॥

গৌরাঙ্গদর্শনে যে হইল প্রেমাবেশ। এক মুখে কবি কি বর্ণিব তার লেশ ॥ শ্রীমদন গোপালের করিলা দর্শন। যারে লাড়ু খাওয়াইলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ কতক্ষণ রহি সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে। গেলা প্রভু মন্দির নিকট বাসাস্থানে ॥ যৈছে স্নান ভোজনাদি হইল সবার। বিস্তারের ডরে তাহা নারি বর্ণিবার ॥ রাত্রিযোগে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনাদি যেন মতে। কিছু বিস্তারিব নরোত্তমবিলাসেতে ॥ শ্রীঈশ্বরী খড়দহ করিতে গমন। হইলা ব্যাকুল অতি শ্রীরঘুনন্দন ॥ বিদায় সময়ে যে কহিলা পরস্পরে। সে সব শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাসে শ্রীরঘুনন্দন। করিলেন অনেক সামগ্রী সমর্পণ ॥ শ্রীঈশ্বরী শ্রীরঘুনন্দনাদি সকলে। কহিক অনেক সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ কৃষ্ণদাস-সরখেল আদি সবাসহ। শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা খড়দহ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি শ্রীখণ্ডে রহিয়া। গৃহে আইলা শ্রীঈশ্বরী গুণ সোঙরিয়া ॥ খণ্ড হৈতে শ্রীঈশ্বরী গিয়া নদীয়ায়। দেখে প্রভুপরিকরগণ শূন্য প্রায় ॥ শ্রীঈশান আদি যে ছিলেন কথো জন। আগুসরি আইলা শুনি ঈশ্বরী-গমন ॥ সবাসহ ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া। পাইলেন প্রাণ যেন জুড়াইল হিয়া ॥ কৃষ্ণদাসাদি সহ ঈশ্বরী এ সবায়। দেখি কি

অদ্ভুত প্রেম উথলে হিয়ায়॥ শ্রীবাসপণ্ডিতের ভবন প্রবেশিতে। হইলেন যৈছে সবে কে পারে কহিতে॥ সে দিবস শ্রীবাস-ভবনে করি স্থিতি। মনের উদ্বেগেতে গোঙায় দিবা রাতি। হৈল কিছু নিদ্রা নিশি অবশেষ কালে। গণসহ প্রভু দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের কিবা সুমধুর বেশ। শিরে শোহে চিকন চাঁচর চারু কেশ॥ বামে গদাধর নিত্যানন্দ দক্ষিণেতে। সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদিসহিতে॥ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে নাচে শ্রীগৌরসুন্দর। নাচে নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর॥ শ্রীবাস মুরারি বক্রেশ্বর হরিদাস। নৃত্যে কি অদ্ভুত ভঙ্গী করয়ে প্রকাশ॥ গোবিন্দ মাধব বাসু মুকুন্দাদি যত। গীত বাদ্যে সকলে হইলা উনমত॥ নবদ্বীপপুরী মহা আনন্দে উথলে। নাচে ব্রহ্মা শিব শেষ মনুষ্যের মেলে॥ করি জয়ধ্বনি লোক চতুর্দ্দিগে ধায়। সঙ্কীর্ত্তনে নানা পুষ্প বর্ষে দেবতায়॥ দেখিতেই নবদ্বীপে এ হেন মঙ্গল। জাহ্নবী ঈশ্বরী দুঃখ ভুলিলা সকল॥ নিদ্রাভঙ্গ হইতেই ব্যাকুল হইলা। প্রভু ইচ্ছামতে ধৈর্য্যাবলম্বন কৈলা॥ নবদ্বীপধামে প্রণমিল বার বার। স্বপ্ন যে দেখিল তাহা না কৈলা প্রচার॥ শ্রীঈশান-আদি সবে যত্নে প্রবোধিলা। শ্রীনিবাস শীঘ্র আসিবেন জানাইলা॥ ঐছে দুই দিবস রহিয়া নদীয়ায়। সবাসব ঈশ্বরী গেলেন অম্বিকায়॥ নিত্যানন্দ চৈতন্যের করিলা দর্শন। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥ একদিন অম্বিকায় রহি প্রেমা-

বেশে। যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ চৈতন্য-আদেশে॥ খড়দহ গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইল। ঈশ্বরী গমন ধ্বনি সর্ব্বত্র হইল॥ গঙ্গাতীরবর্ত্তী যত বৈষ্ণবের গণ। আগুসরি লইতে আইলা সর্ব্বজন॥ ভাগ্যবন্ত বণিকের বাল বৃদ্ধ যত। তা সবার যে আর্ত্তি তা কে কহিবে কত॥ ঈশ্বরী-দর্শনে সবে আপনা পাসরে। ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে॥ উদ্ধারণদত্তের বাটীতে স্থিতি কৈল। ঈশ্বরী-দর্শনে বহু লোক ভীড় হৈল॥ উদ্ধারণদত্তের চরিত্র সোঙরিয়া। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া॥ নিত্যানন্দ প্রিয় উদ্ধারণের কথায়। যৈছে প্রভু-গণ চেষ্টা কহনে না যায়॥ উদ্ধারণ ঘরে রহি নৌকায় চড়িলা। সবে অনুগ্রহ করি খড়দহে গেলা॥ খড়দহ-আদি গ্রামবাসী লোকগণ। পাইলা পরমানন্দ করিয়া দর্শন॥ (অতি শুভ-ক্ষণেই ভবনে প্রবেশিয়া। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর উল্লসিত হিয়া॥ গঙ্গা বীরচন্দ্র অতি উল্লসিত মনে॥ প্রণমিলা শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী চরণে॥ গঙ্গা বীরচন্দ্র-মুখ করি নিরীক্ষণ। স্নেহাবেশে ঈশ্বরীর সজল নয়ন॥ ঈশ্বরীর যে বাৎসল্য না জানি কহিতে। না দেখিয়ে কোথাও উপমা ঐছে দিতে॥ শ্রীবসুদেবীরে শ্রীজাহ্নবী প্রণমিতে। যে প্রেম প্রকাশ হৈল কে পারে কহিতে॥ স্নেহাবেশে শ্রীবসু মঙ্গল জিজ্ঞাসিলা। শ্রীজাহ্নবী সঙ্ক্ষেপে সকল নিবেদিলা॥ ঈশ্বরীর সঙ্গে যে যে মহান্তের গতি।) তা সবার যে আনন্দ কহি কি শকতি॥ নয়ান ভাস্করে

শ্রীজাহ্নবী আজ্ঞা কৈলা। তেঁহ শ্রীরাধিকামূর্ত্তি নির্ম্মাণা-রম্ভিলা॥ এ সব প্রসঙ্গ জানাইনু সঙ্ক্ষেপেতে। কুন ভাগ্যবান্ বিস্তারিব ভাল মতে॥ এ সব শুনিতে যার বাঢ়ে দৃঢ় রতি। অনায়াসে মিলে তারে নির্ম্মল ভকতি॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যচরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীঈশ্বরী-জাহ্নবীয়াঃ শ্রী-বৃন্দাবনগমনাগমনাদিবর্ণনং নাম একাদশ স্তরঙ্গঃ ॥*॥১১॥*॥

## দ্বাদশ তরঙ্গ।

—:*:—

( জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি গৌরচন্দ্র। জয় বসু জাহ্নবীর জীবন নিত্যানন্দ ॥ জয় শ্রীসীতার নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।) জয় শ্রীবাসপণ্ডিত গদাধর ॥ জয় জয় দাস গদাধর নরহরি। জয় বক্রেশ্বর জয় শ্রীগুপ্ত মুরারি ॥ জয় জগদীশ শ্রীস্বরূপ দামো-দর। জয় হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥ জয় পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধি প্রেমময়। জয় বাসুদেব ঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ জয় রায় রামানন্দ সর্ব্বগুণে আর্য্য। জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥ জয় জগন্নাথমিশ্র বিদ্যাবাচস্পতি। জয় শ্রীবিজয় বনমালী বিজ্ঞ অতি ॥ জয় কাশীমিশ্র শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ। জয় শ্রী-মুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত ॥ জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর ধনঞ্জয়। জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময় ॥ জয় সনাতন রূপ রসিক শেখর। জয় শ্রীগোপালভট্ট গুণের সাগর ॥ জয় শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু। জয় রঘুনাথ রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু ॥ জয় জয় শ্রীরাঘব-প্রিয় শ্রীপ্রভুর। জয় জয় শ্রীহৃদয় চৈতন্যঠাকুর ॥ জয় জয় শ্রীজীব শ্রীদাস বৃন্দাবন। জয় কৃষ্ণদাস শ্রীগোপাল নারায়ণ ॥ জয় জয় প্রভুগণ-প্রিয় শ্রীনিবাস। জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তম দাস ॥ জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র। জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের

প্রাণ শ্যামানন্দ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিতে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী শ্রীখড়দহ গেলে। কহিতে কি জানি যৈছে ব্যাকুল সকলে ॥ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য্যঠাকুর। এ সব সংবাদ পাঠাইল বিষ্ণুপুর ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ-আদি শিষ্যগণে। শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে ॥ সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা। নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা ॥ নৃপতি হাম্বীর বনবিষ্ণুপুর হৈতে। আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে ॥ শ্রীআচার্য্য ঐছে কত কহি শিষ্যগণে। যাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ॥ শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা। নবদ্বীপ গমন প্রসঙ্গ জানাইলা ॥ তেঁহ স্নেহ শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে। না জানি কি কহি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিয়ায়। শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায় ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। নবদ্বীপে চলে মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন। নবদ্বীপ-পানে চাহে সজল নয়ন ॥ বহু নেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে। আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে ॥ নবদ্বীপ ভূমে প্রণময়ে বার বার। নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ নবদ্বীপে গঙ্গাশোভা করিয়া দর্শন। করয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বর্ণন ॥ গঙ্গা আদি মহানদী ভারতবর্ষেতে। ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে ॥ ভারতবর্ষ ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময় ।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্বৃতঃ ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ।

সাগরসম্বৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যা । নবমস্যাস্য নৃথগ্‌ন্নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে ।

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার । সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে ।
সিতদ্বীপং চান্যে * পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥

নবদ্বীপনাম ঐছে বিখ্যাত জগতে । শ্রবণাদি নববিধি ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধ ভক্তি । দেখহ শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের উক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদবাক্যং ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

* সিতদ্বীপং প্রাহুঃ, ইতি পাঠান্তরং

অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়ন্তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং ॥

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একগ্রাম ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভেতে। নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥ যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়। তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥ ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে ॥ কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রাম নাম লোকে অস্ত ব্যস্ত কৈল ॥ তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভূত যত গ্রাম। প্রভুভক্তলীলা মতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥ কথো অস্ত ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে। কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥ দ্বীপ-নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়। গঙ্গাপূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥ পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়। গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥ কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥ এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়। প্রভুপ্রিয় শিব শক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং।

অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যম্মনোহরং ॥
তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহং ॥

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার। নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী। এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি ॥ প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধিতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে—

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥
মহান্তঃ কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্ শূদ্রবণিগ্ জনাঃ ॥
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥

তথাহি গীতে ॥

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম। অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম, যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ ধ্রু ॥
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি, আদিপ্রতি মন্দিরে, নিরত ফিরত যনু দাস।
ধর্ম্ম অর্থ অরু,কাম মোক্ষগণে, গণ ভন কোউ করত উপহাস ॥
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন, নবধাভক্তি দীপ্ত অনিবার।

নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি, যহি থির চর সতত রহত যাতো-য়ার ॥ বিবিধ ভাঁতি গৃহ, লসত সচ্ছপুরী, বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি। জনু নবকুন্দ কুসুম মুকুতাস্রজ, জনু শশি খণ্ড উদয় অনুমানি ॥ শোভা নব নব, বৃন্দাবন সম, ষড়ঋতু সেবিত সরস দিগন্ত। মঞ্জু মহামহিমা মহিবিস্তৃত, গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত ॥ সুরসহ সুরবর হর চতুরানন, ধ্যান ধরত উর হরষ অপার। ভন ঘনশ্যাম সো পহুঁ পরিকর সঙ্গে, নিরখব কব উহ ভূমি মাঝার ॥

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাং ॥

যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় তভু। যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ॥

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং ॥

পূর্ব্বে পূর্ব্বাবতারে যে ধামে যে যে লীলা। গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপ ধামে যে বিহার। সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার॥ ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপলীলা। যারে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা॥ এক দিন যে লীলা করেন নদীয়ায়। সহস্র বদনে তার অন্ত নাহি পায়॥ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে। সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে॥ নদীয়া-বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়। অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥ নবদ্বীপধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত। ক্ষণেক সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥ প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে। সে আইসে শীঘ্র তারে দূর নাহি স্ফুরে॥ আমায় * অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন স্থানে। অল্প স্থান বিস্তার তা কেহ নাই জানে॥ সর্ব্ব প্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়। অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয়॥ নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥ যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥ মায়াপুরশোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়। মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায়॥ যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর। হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্যঠাকুর॥ নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া॥ যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে। আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে॥ তাঁরে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে। শ্রী-

* আমায়—পরিমিত হয়।

ঈশানঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥ বিপ্র কহে এই দেখি আইনু ঈশানে। কি বলিব কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে ॥ সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহ সর্ব্বত্র বিদিত। শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

(সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥ শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল। কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল ॥)

তথাহি শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াং ॥

("বন্দিব ঈশান দাস কর যোড় করি। শচী ঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি" * ॥) ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান। নিমাই চান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥ ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই। ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই ॥ বাল্য কালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়। যে আখুটি † করে তা ঈশান সমাধয় ॥ দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে। নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে সব ভাবিতে ॥ নদীয়ায় সুখের অবধি কে না জানে। হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে ॥ যে দিকে দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার। স্বপ্ন-অগোচর সুখ কহিতে কি আর ॥ তো সবে দেখিতে হয় উল্লাষ অন্তর। তোমরা কি নিমাইচাঁদের পরিকর ॥ দেহ পরিচয় বাপ দেহ পরিচয়। শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয় ॥ শ্রীনিবাসদাস নাম হয়ত

* বড়ি—অতিশয়। † আখুটি—উপদ্রব

আমার। নরোত্তম রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার॥ শুনি বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া। কৈল আলিঙ্গন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ ক্রোড়ে হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে। চাহি মুখ পানে পুন কহে বারে বারে॥ ওহে বাপ তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল। দেখি মনে সাধ অকস্মাৎ দেখা হৈল॥ অদ্য গিয়াছিনু ঈশানেরে দেখিবারে। তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে॥ ঈশান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবনে। চাহিয়া আছেন তোমাদের পথ-পানে॥ যাহ তথা আমিহ আসিব শীঘ্র করি। এত কহি বিপ্র গৃহে গেলা ধাঁরি ধাঁরি॥ শ্রীনিবাস বৃদ্ধবিপ্র-পদে প্রণমিয়া। প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া॥ প্রভুর অঙ্গণ ধুলে হইলা ধূসর। নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর॥ চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবার। দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর॥ বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে। কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে॥ নয়নের জলে মুখ বক্ষভাসি যায়। ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস সে অগ্নির শিখা প্রায়॥ ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি লোটায় ভূমিতে। ক্ষণে কহে থুইলা প্রভু কি সুখ খাইতে॥ এত কহি কাতরে চাহয়ে চারি পাশে। দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে॥ আইস বাপ বুলি দুই বাহু পসারিয়া। হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া॥ নরোত্তম রামচন্দ্রে করি আলিঙ্গন। যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র তিনে। নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে।

শ্রীঈশানঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া। জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া॥ শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া। নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হৈয়া শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে। মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে॥ শুনি শ্রীঈশান কহে মনে কৈল যাহা। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা॥ এই নবদ্বীপ ধাম অতিশয় গূঢ়। যারে কৃপা জানে সে না জানে তত্ত্ব মূঢ়॥ নবদ্বীপ লীলা স্থান অতি মনোহর। আনের কা কথা ব্রহ্মা-দির অগোচর॥ দেখিনু যে শুনিনু প্রাচীন লোক স্থানে। এ হেন দুঃখেরও তাহা আছে মোর মনে॥ তোমারে জানাবো অকস্মাৎ হৈল চিত্তে। তেঞি নরোত্তমদ্বারে কহিনু আসিতে॥ ভাল হৈল শীঘ্র আইলা কি আর কহিতে। নদীয়া ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস পড়ে পদ-তলে। ক্রোড়ে লইয়া ঈশান ভাসয়ে নেত্রজলে॥ ঈশান কহয়ে বাপ তোমারে দেখিয়া। জুড়াইল আমার দারুণ দগ্ধ হিয়া॥ হইলাম বৃদ্ধ হীন হৈনু সামর্থ্যেতে। এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে॥ ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেই ক্ষণে। মিলাইলা যে আছেন প্রভু প্রিয়গণে॥ সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্ব্বজন। রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন॥ রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়। নদীয়া ভ্রমণে চলে উল্লাষ হৃদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র। ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ॥ প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে। মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে॥ প্রথমেই আতো-

পুর স্থান নিরখিয়া। কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস পানে চা'য়া॥ ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান। বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম॥ পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার। অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার॥ দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়। তাঁর মায়া বশে কেবা মোহিত না হয়॥ আনের কা কথা ব্রহ্মা মোহিত হইলা। সখা সহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা॥ করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে। সকল গোবৎস সখা হইলা আপনে॥ কৃষ্ণের এ লীলা ব্রহ্মা বুঝিতে না পারে। পড়িয়া ফাঁফরে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে॥ সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল। স্তুতিবশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল॥

তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর। কৈলু অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর॥ মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জ্জনে। না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে॥ কলির প্রথমে প্রভু শ্রী-কৃষ্ণচৈতন্য। অবতীর্ণ হইয়া করিব কলি ধন্য॥ নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা। করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা॥ ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে। প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাষ অন্তরে॥ ভকতবৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়। হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥ অঙ্গের ছটায় দশ দিক্ আলো করে। কি ছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে॥ আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। নানা মণি ভূষণে ভূষিত কলেবর॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র অদ্ভুত চাহনি। কোটি কোটি চন্দ্র জিনি

মুখের লাবণি ॥ সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধাবৃষ্টি করে। কে আছে এমন সে ভঙ্গিতে ধৈর্য্য ধরে ॥ দেখি প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টল মল ॥ করি বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে ॥ দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন। কহে সুমধুর বাক্য করি আলিঙ্গন ॥ তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমায়। এবে যেই ইচ্ছা বর মাগহ আমায় ॥ ব্রহ্মা কহে এই কলি-যুগে নদীয়াতে। করিবে প্রকট লীলা স্বগণ সহিতে ॥ সে সময়ে প্রভু মোরে করি অঙ্গীকার। জন্মাইবা নীচ কুলে এ ইচ্ছা আমার ॥ ওহে প্রভু মোর অভিমান অতিশয়। লোকে ঘৃণা করে যেন ঐছে দণ্ড হয় ॥ ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্ট-মতি। করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ় রতি ॥ পূর্ব্বে যৈছে মায়ায় মোহিত কৈলা মোরে। তাহা না করিবা প্রভু এই অবতারে ॥ অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই। জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই ॥ শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস। প্রভু কহে পূর্ণ হবে সব অভিলাষ ॥ পাইয়া প্রভুর বড় উল্লাস অন্তরে। প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুন কহে ধীরে ধীরে ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর। কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর ॥ নানা লীলা কৈলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে। না জানি কি লীলা এই নদীয়া নগরে ॥ জীব নিস্তারিবে প্রভু এ অল্প বিষয়। ইথে যে বিশেষ কিছু শুনি সাধ হয় ॥

শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা-পানে। অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে॥ ভক্তভাব লৈয়া ভক্তিরস আস্বাদিব। পরম দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব॥ নানাবতারের নানাভাবে ভক্ত যে তে। করাব ব্রজানুগত মধুর-রসেতে॥ ঐছে বাক্যে রাধা প্রেম হৃদয়ে উথলে। বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে॥ অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইল॥ প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈল॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। আদি। ১। ৬॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ব্বসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

পুন প্রভু সঙ্ক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা। দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপলীলা। কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্দ্ধান। এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম॥ প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা হর্ষ অতি। নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি॥ এই অন্তর্দ্বীপ ভূমে গৌরগণ সনে। করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কুন জনে॥ ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়। এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয়॥ সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস। কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥ ঐছে কত কহি সঙ্গে লৈয়া তিন জনে। সিমলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে॥

ঈশানঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়। দেখ এই সিমলিয়া গ্রাম শোভাময়॥ পূর্ব্বে এ সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে। সীমন্ত-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে॥ এক দিন কৈলাসপর্ব্বতে মহেশ্বর। ভক্তানামামৃত পানে অধৈর্য্য অন্তর॥ সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়। সেই সব নাম ব্যক্ত করি উচ্চরায়॥ গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হিয়া উথলয়ে সুখে॥ পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর। পদভরে কম্পয়ে কৈলাস গিরিবর॥ বায় নিজযন্ত্র ধ্বনি ভেদয়ে গগণ। মহা-মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন॥ প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতী। হইলা বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধিগতি॥ নৃত্যাবেশে স্থির হৈলা দেব ত্রিলোচন। ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু নহে নিবা-রণ॥ রজত পর্ব্বত প্রায় বসি চর্ম্মাসনে। প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে॥ প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত। মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারি ভিত॥ দেখি পার্ব্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে। স্থির করি পার্শ্বে বসাইলা পার্ব্বতীরে॥ পার্ব্বতী পরমানন্দে কহে ওহে প্রভু। অদ্য যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু॥ যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে। এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে॥ কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার। ইথে বুঝি কলিতে প্রকট এ সবার॥ শুনি পার্ব্বতীর কথা মনের উল্লাষে। কহেন পার্ব্বতী সুমধুর ভাষে॥ এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে। হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ব্ভেতে॥ শ্রীরাধিকা-

অঙ্গকান্তি করিব ধারণ। ত্রৈলোক্য বিজয় রূপ অতি রসায়ণ॥ সে রূপের উপমা নারিব কেহো দিতে। মাতিব জগত রূপ বারেক চাহিতে॥ সে অঙ্গ শোভায় কন্দর্পের দর্প নাশ। নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস॥ সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে। আস্বাদিব ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমরঙ্গে॥ প্রকাশিব সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথার। নিজ গুণে করিবেন জগত উদ্ধার॥ এই অবতারে দুঃখী কেহো না রহিব। যার যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হব॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে কেহো করিল কুন দোষ। তাহা ক্ষমাইয়া তার করিব সন্তোষ॥ জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়। কহিল তোমারে ঐছে নাহি দয়ালয়॥ এ সব শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে যাহা। এক মুখে কে বা বা বর্ণিতে পারে তাহা॥ নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এই খানে। আরাধয়ে শ্রীগৌর সুন্দর ভগবানে॥ দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর। সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর॥ ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের লাবণি। শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটি চন্দ্রমা নিছনি॥ দীর্ঘ দুই নয়নে বা কে বা ধৈর্য্য ধরে। গণ্ড ছটা কনকদর্পণ-দর্প হরে॥ আজানু-লম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। নানারত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর॥ পরিধেয় বসনে মদন মদনাশে। গমন ভঙ্গিতে কত আনন্দ প্রকাশে॥ দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবার। নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রু-ধার॥ পার্ব্বতীর চেষ্টা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর। আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর॥

সুমধুর বাক্যে পার্ব্বতীর প্রতি কয়। কৈলা আরাধনা, স্থির নহিল হৃদয়॥ মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা। তাহাই করিব আমি কহিল সর্ব্বথা॥ ইহা শুনি পার্ব্বতীর আনন্দাতিশয়। সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা উপমা না হয়॥ দুই কর যুড়ি কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে। করিবা এ কলি ধন্য প্রকট-বিহারে॥ জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা। সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা॥ সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল। নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল॥ ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর। শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর॥ তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়। দোষ কৈনু তবু স্তুতি করিল আমায়॥ সে সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে। এই করো সে সবে প্রসন্ন হন যাতে॥ কহিতে না আইসে প্রভু যে করে অন্তর। দেখি যেন নদীয়া-বিহার নিরন্তর॥ প্রভু কহে হবে পূর্ণ যে করিলা মনে। মোর যত কার্য্য তাহা নহে তোমা বিনে॥ এত কহি প্রভু হইতেই অন্তর্দ্ধান। পার্ব্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম॥ প্রভুর চরণ ধূলা সীমন্তে ধরিল। এ হেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল॥ পার্ব্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে। কবে হবে প্রকট বিহার চিন্তে মনে॥ ওহে শ্রীনিবাস এই সীমন্তদ্বীপ স্থান। যে দেখে বারেক তার সফল নয়ান॥ অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভবভয়। পরমদুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥ অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্ব্ব লোক। দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ

শোক॥ এই সিমলিয়া গ্রামে শ্রীগৌর সুন্দর। বিহরয়ে সঙ্গেতে অসংখ্য পরিকর॥ নগর কীর্ত্তন কালে যে আনন্দ এথা। এক মুখে কহিব কি সে সকল কথা॥ ভাগ্যবন্ত গণ মহা শোভা নিরখিল। প্রেম কোলাহল সব জগৎ ব্যাপিল॥ এত কহি সিমলিয়া গ্রাম হৈতে চলে। প্রভুলীলা সঙরি ভাসয়ে নেত্রজলে॥ কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত। গাদিগাছা গ্রামেতে হইলা উপনীত॥ ঈশান কহয়ে এই গাদিগাছা গ্রাম। বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুম দ্বীপ নাম॥ গোদ্রুম দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে। শুনিনু যে পূর্ব্ব বিজ্ঞগণের মুখেতে॥ এক দিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয়। সুরভি গাবির প্রতি ধীরে ধীরে কয়॥ প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু। অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু॥ যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে। তথাপি হ চিত্ত স্থির নারি করি-বারে॥ নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু। নিজ সেবা যোগ্য কি করিব মোরে কভু॥ শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে। ইন্দ্র প্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে॥ জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না কবিবে। এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হবে॥ অব-তীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয়। এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয়॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ-সুন্দর। বিহরিব নব-দ্বীপে অতি গূঢ়তর॥ যারে জানাইব প্রভু সেই সে জানিবে। অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে॥ এত কহি ইন্দ্র সহ

সুরভি এথায়। দেখে নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায়॥ আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ। হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥ ভুবন মোহন গৌরমূর্ত্তি নিরখিয়া। মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া॥ মন্দ মন্দ হাসি নবদ্বীপ সুধাকর কহয়ে সুরভি প্রতি বুঝিনু অন্তর॥ দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া বিহার। সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইব তোমার॥ এত কহিতেই ইন্দ্র আসি হেন কালে। অতি দীন প্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে॥ দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর। অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর॥ কুনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর। সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়। তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয়॥ ব্রজ বিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে। নবদ্বীপ বিহারে বা করো প্রভু তৈছে॥ শুনি মন্দ মন্দ হাসি প্রভু গৌররায়। ইন্দ্র যে করিল কৃপা কহনে না যায়॥ ইন্দ্রসহ সুরভি অনেক স্তব কৈল। প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল॥ শ্রীসুরভি গাবী ইন্দ্রদেবের সহিতে। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে॥ ইন্দ্রসহ সুরভি পরমানন্দ মনে। দেখি নবদ্বীপশোভা কত উঠে মনে॥ কহিতে কি জানি চেষ্টা ওহে শ্রীনিবাস। এই খানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ॥ এথা ছিল অশ্বত্থ বৃক্ষ অতি উচ্চতর। অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর॥ শ্রীসুরভি গাবী দ্রুমতলে বিলসয়। এ হেতু গোদ্রুম দ্বীপ পূর্ব্ববিজ্ঞে কয়॥ এবে গাদি-

গাছা নাম, এ গ্রাম দর্শনে। উপজে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর চরণে॥ এ গ্রামবাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ। এ গ্রাম মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস॥ এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নেত্রভরি দেখে যত লোক নদীয়ার॥ এত কহি ঈশানঠাকুর হর্ষ হৈয়া। দেখে শোভা মাজিতাগ্রামের প্রান্তে গিয়া॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিতা গ্রাম। কহয়ে প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম॥ প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে। মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে॥ এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া। নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া॥ কেহ কহে দেখ নবদ্বীপ শোভাময়। প্রভুর বিলাসস্থান সুখের আলয়॥ আছয়ে যতেক তীর্থ জগত ভিতরে। সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া নগরে॥ কেহ কহে নবদ্বীপ মহিমা অপার। প্রকটাপ্রকটে এথা অদ্ভুতবিহার॥ প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন। অপ্রকটে দেখেমাত্র ভাগ্যবন্তজন॥ কেহ কহে এইকলি ধন্য করিবারে। হইব প্রকট জগন্নাথমিশ্র ঘরে॥ এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা। জগৎ মাতিব দেখি সর্ব্বাঙ্গ সুষমা॥ কেহ কহে কৃষ্ণের এ নদীয়াবিহার। ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার॥ কেহ কহে শচীর নন্দন স্বেচ্ছাময়। যবে যে করয়ে কার্য্য কহিল না হয়॥ কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন। বিতরিব পরম দুর্ল্লভ প্রেমরত্ন॥ কেহ কহে দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু। যে কৃপা করিব জীবে ঐছে নহে কভু॥ সর্ব্বাবতারের

সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লৈয়া। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগত মাতাইয়া॥ কেহ কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি। করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী॥ অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ। জগন্নাথ প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস॥ ঐছে মহানন্দে কত কহি পরস্পর। প্রভুপাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর॥ অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়। ভকত বৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয়॥ মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন কালেতে। হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে বর্ণিতে॥ ভুবনমোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন। হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন॥ ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার। ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণমে বার বার॥ করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়। করি প্রদক্ষিণ পুন প্রভুরে কহয়॥ ওহে প্রভু বহু অভিলাষ মো সবার। নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া বিহার॥ নবদ্বীপ ধ্যান যেন করিয়ে সদাই। নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই॥ ঐছে কত প্রভু আগে কহি ঋষিগণ। প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্র লোচন॥ ঋষিস্তুতি-বশে প্রভু কহে ঋষিগণে। হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে॥ নবদ্বীপ লীলা মোর অতি গোপ্য হয়। রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয়॥ শুনি ঋষিগণ কহে কি বলিব প্রভু। করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু॥ ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে। শুনি গৌরচন্দ্রপ্রভু মনে মনে হাসে॥ ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি। হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি॥ প্রভু অদর্শ-

নেত্রে ব্যাকুল ঋষিগণ । এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥ গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে। দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেই খানে ॥ যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয় । সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ । অল্পে জানাইলুঁ এথা হৈল মহারঙ্গ ॥ মধ্যাহ্নের সূর্য্য-সম মধ্যাহ্ন সময় । দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥ অন্য ঋষি এথা কথো দিন তপ কৈল। তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ নাম প্রচারিল ॥ এস্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ। মিলয়ে নির্ম্মলভক্তি এথা কৈলে বাস ॥ গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এই খানে। মাতাইলা জীবেরে দুর্ল্লভ প্রেমদানে ॥ ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি। বামন পৌখেরা * গ্রামে চলে মন্দ গতি ॥ চতুর্দ্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল। শ্রীনিবাসপ্রতি কহে হইয়া বিহ্বল ॥ দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস। এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥ বামন পৌখেরা এই গ্রাম নাম হয় । পূর্ব্বনাম ব্রাহ্মণ পুষ্কর বিজ্ঞে কয় ॥ ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম যেরূপে হইল। তাহা করি পূর্ব্ব বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল ॥ এই খানে ছিলা পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ। পরমতপস্বী সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ শ্রীপুষ্কর তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি। তথা যান এ ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি ॥ হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার বার। শ্রীপুষ্কর তীর্থ সেবা নহিল আমার ॥ শ্রীপুষ্করস্থিতি

* বামন পৌর্খেরা—পাঠান্তর ॥

দূর পশ্চিম দেশেতে। গোঙাইলু কাল বৃথা নারিলু যাইতে॥ নহিল দর্শন খেদ রহিল হিয়ায়। মোরে কি করিব অনুগ্রহ তীর্থরায় * ॥ ঐছে কত কহি শ্রীপুষ্কর নাম লৈয়া। করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া॥ দেখি বিপ্রদশা শ্রীপুষ্কর তীর্থ-বর্য্য। দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য্য॥ অকস্মাৎ কুণ্ড এক এথা প্রকটিল। নির্ম্মল সলিল শোভা অধিক হইল॥ ব্রাহ্মণ অগ্রেতে শীঘ্র করি বারিব্যাজ §। হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ॥ বিপ্রে কৃপা করি কহে মধুর বচন। না করিহ খেদ কর কুণ্ডাবগাহন॥ শুনি বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান। স্নানমাত্রে বিপ্রের হইল দিব্যজ্ঞান॥ শ্রীপুষ্করতীর্থে বিপ্র করি বহু স্তুতি। ভূমে পড়ি করিলেন অশেষ প্রণতি॥ করযুগ যুড়ি পুন কহে বার বার। মোর লাগি দূর হৈতে গমন তোমার॥ পুষ্কর কহেন দূর হৈতে না আসিয়ে। নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে॥ অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ ধামে। নব-দ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাই জানে॥ প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ ধাম নিত্য। নদীয়াকৃপায় জানে নবদ্বীপ তত্ত্ব॥ নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস। যেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস॥ বৃন্দাবনে শ্যাম গৌরবর্ণ নবদ্বীপে। নবদ্বীপে প্রভুর বিহার গোপ্যরূপে॥ কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার। এই কলি-যুগে হবে সুখের পাথার॥ প্রকটিব প্রভু এই কলির প্রথমে। বিলসিব সর্ব্বাবতারের ভক্তসনে॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম জীবে

---

* তীর্থরায়—তীর্থরাজ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতীর্থ॥ § জলচ্ছলে॥

বিতরিব। সঙ্কীর্ত্তনে সকল জগত মাতাইব॥ উদ্ধারিব দীন হীন পাষণ্ডিগণেরে। নহিব বঞ্চিত কেহো এই অবতারে॥ করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার। দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার॥ এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়। কহে পুন জন্ম কি হইব নদীয়ায়॥ দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারুলীলা। এত কহি বিপ্র মহাব্যাকুল হইলা॥ বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রী-পুষ্কর তীর্থরাজ। হইলেন অন্তর্দ্ধান করি স্নান ব্যাজ॥ বিপ্র মহা কাতর পুষ্কর-অদর্শনে। হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই ক্ষণে॥ নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ। হবে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন॥ শুনি হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস-অন্তরে। নির-ন্তর চিন্তে নবদ্বীপ সুধাকরে॥ করয়ে নর্ত্তন প্রভু চরিত্র গাইয়া। অন্যান্যে বিস্ময় বিপ্র চেষ্টা নিরখিয়া॥ কহিতে কি জানি যে শুনিনু তাঁর রীত। পুষ্করতীর্থের কথা হইল বিদিত॥ ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়। এ হেতু ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম কয়॥ প্রভু আরাধিল এথা বিপ্র ভাগ্যবান। দেখ এই পুষ্করতীর্থের চিহ্নস্থান॥ যে করে দর্শন যে করয়ে এথা বাস। প্রভু পদে হয় তার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥ না জানয়ে যমের যাতনা সেই জন। যে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্ত্তন॥ এথা গৌর-সুন্দরের অদ্ভুত বিলাস। যে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনি-বাস॥ এত কহি নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান। বামনপোখেরা হৈতে করিলা পয়ান॥ হাটডাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।

শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাত সান দিয়া * ॥ দেখ শ্রীনিবাস এই হাটডাঙ্গা গ্রাম। পূর্ব্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম ॥ উচ্চহট্ট গ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে। তাহা কিছু কহিয়ে শুনিনু সাধু-দ্বারে ॥ ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া। পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া ॥ কেহো কহে এই কলি যুগ ধন্য ধন্য। হইব প্রকট প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ অদ্বৈত ঈশ্বর নিত্যানন্দ বলরামে। করিব প্রকট পূর্ব্ব নিয়মিত ধামে ॥ কেহো কহে নবদ্বীপে সকলের স্থিতি। অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি ॥ প্রভু পরিকর যত করুণার সিন্ধু। দীন হীন অধম জনের প্রাণবন্ধু ॥ কেহ কহে প্রভু পরিকরগণ লৈয়া। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ সাতাইয়া॥ বহিব আনন্দনদী এই নদীয়ায়। জীবের কল্মষ নাশ হইব হেলায় ॥ কেহ কহে হবে যে মঙ্গল নাই অন্ত। দেখিবে অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত ॥ মো সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়। তবে সে মনের মহা দুঃখ দূরে যায় ॥ কেহ কহে এথা জন্ম অবশ্য হইব। প্রভুর বিহার নেত্র-ভরি নিরখিব ॥ নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো সবায়। করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায় ॥ ঐছে কত কহে যেন হাট বসাইল। এই উচ্চ স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারম্ভিল ॥ সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত চিতে। বিলম্ব না কর প্রভু অবতীর্ণ হৈতে ॥ ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ বিবিধ ভঙ্গিমা করি

* হাত সানা—হস্তসঙ্কেত।

করয়ে নর্ত্তন॥ প্রভুর শ্রীনামাবলি সবে করে গান। এই দুই হেতু হৈতে উচ্চ হট্ট নাম॥ এ স্থান দর্শনে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল। প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাড়ে অনর্গল॥ এথা ভক্তসঙ্গে প্রভু শচীর কুমার। বিহরয়ে দেবমুনীন্দ্রাদি * অগোচর॥ এত কহি ঈশান হইতে নারে স্থির। সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে। কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ। কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস॥ পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার। এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার॥ শ্রীকোল দেবের ভক্ত বিপ্র এক জন। এথা আরাধয়ে কোল-দেবের চরণ॥ প্রভু কোলদেবের চরিত্র মনোহর। গায় বিপ্র নেত্রে বারিধারা নিরন্তর॥ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়। এক বার দেহ দেখা প্রভু দয়াময়॥ ঐছে আর্ত্তনাদে কত কহে বিপ্রবর। দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর॥ ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি। হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী॥ নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর। হস্ত পদ নাসা মুখ চক্ষু মনোহর॥ পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য। দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য্য॥ এই খানে বিপ্রে কোলদেব দেখা দিতে। বিপ্রের আনন্দ যে তা কে পারে বর্ণিতে॥ ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভুপায়। কৈল যত

* মনুষ্যাদি—পাঠান্তর

স্তুতি তাহা কহনে না যায়॥ ভকত বৎসল কোলদেব বিপ্র প্রতি। কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি॥ হইবেক পূর্ণ মনে যে আছে তোমার। দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার ঐছে কহি অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে। অন্তর্দ্ধান হৈলা কোল-দেব কতক্ষণে॥ প্রভু-অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল হৃদয়। স্থির হৈয়া প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয়॥ আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে বিহার। নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার॥ চিন্তে বিপ্র লইয়া বেদাদি শাস্ত্রগণে। বেদাদি শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে॥ এই কলি প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ। নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হবে অবতীর্ণ॥ প্রকাশিব ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন। করিব প্রদান দীনহীনে ভক্তিধন॥ আস্বাদিব ব্রজপ্রেম রসের পাথার। ভক্ত-ভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥ ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারি পানে। দেখি অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ মনে॥ প্রভুর পরম প্রিয় নবদ্বীপ ধাম। শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম্ম জ্ঞান॥ নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব। প্রভু অবতীর্ণ কালে এথা কি জন্মিব॥ এত কহি বিপ্র ভাসে নয়নের জলে। হইল আকাশবাণী জন্মিবে সে কালে॥ শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ অন্তর। প্রভুগুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর॥ ওহে শ্রীনিবাস ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। শুনিলু প্রাচীনমুখে কহিলু কিঞ্চিৎ॥ পর্ব্বতপ্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল। এই হেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল॥ এস্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল। মিলয়ে

দুর্লভ প্রেমভক্তি সুনির্ম্মল ॥ এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ঐছে কত কহি চলে কোলদ্বীপ হৈতে। প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে ॥ সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়। দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্র-গড়ি হয় ॥ বিজ্ঞগণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়। এথা গঙ্গাসমুদ্র-প্রসঙ্গ সুখময় ॥ গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র গতি এথা। লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা ॥ এক দিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি। জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী ॥ পূর্ণব্রহ্ম শ্রী-গৌরসুন্দর নদীয়ায। করিবেন প্রকট বিহার সবে গায় ॥ তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ। গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র ॥ ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়। তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায় ॥ শুনিয়া জাহ্নবী নিজঅন্তর প্রকাশে। সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাসে ॥ মোর যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে। সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে ॥ করিব সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া। তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া ॥ পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব। নিরন্তর তোমার আনন্দ বাড়াইব ॥ তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্ব-জন। তাহা না কহিয়া করো মোরে বিড়ম্বন ॥ সমুদ্র কহেন তথা যে কহিলা বটে। দেখিব সন্ন্যাসিবেশ যাতে প্রাণফাটে। সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া। তোমার আশ্রয় তেঞি লইলু আসিয়া ॥ তুমি দেখাইবা এই নদীয়ানগরে।

ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র নটবরে॥ তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ। কেবা না ভুলিব দেখি সে চাঁচর কেশ॥ যৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গিগণ। তোমা হৈতে হবে তাঁ সবার সন্দর্শন॥ ঐছে দোঁহে কহি কত চিন্তে মনে মনে। প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে॥ ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গা সিন্ধু এই খানে। সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥ সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়। জানিল প্রভুর হৈল প্রকট সময়॥ প্রকট সময় সর্ব্বমতে সুলক্ষণ। চন্দ্রগ্রহণের ছলে শ্রীনামকীর্ত্তন॥ নবদ্বীপ ভূমি হৈল মহাতেজোময়। শোভাবধি জগন্নাথমিশ্রের আলয়॥ অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সায়রে॥ বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ। ব্রহ্মাদি দেবেও করে পুষ্প বরিষণ॥ হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়। প্রভুর প্রকট ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয়॥ প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে। চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে॥ গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি। দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি॥ এক দিন সমুদ্র নির্ম্মল গঙ্গাকূলে। গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি বৃক্ষমূলে॥ দিব্য সিংহাসনে বিলসয়ে গৌরহরি। রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি॥ কুঙ্কুম কনক নহে রূপের উপমা। ভুবন ভুলয়ে দেখি কেশের সুষমা॥ বদনচন্দ্রমা কোটিচন্দ্র মদনাশে। ঝরয়ে অমিয়া সদা মন্দ মন্দ হাসে॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর। আজানুলম্বিত ভুজ বক্ষ

পরিপূর ॥ অতি সুমধুর নাভি মধ্য জানুদ্বয়। সুচারুচরণ তলে অরুণ উদয় ॥ পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পট্টাম্বর। শ্রীমলয় চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর ॥ নানাপুষ্প ভূষণে ভূষিত শোভাময়। অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরিখয় ॥ যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভু প্রিয়গণ। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম সুশোভন ॥ দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর। সম্মুখে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি পরিকর ॥ এ সবে হইয়া মহাবিহ্বল প্রেমায়। অনিমিখ নেত্রে গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥ নানাসেবা করে প্রভু ভৃত্য চারিপাশে। দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য্য উল্লাসে॥ সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল। অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ॥ হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে। গণসহ প্রভু লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে ॥ গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার। নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥ গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম। এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম ॥ এ সমুদ্রগড়ি গ্রাম বাস দর্শনেতে। উপজে নির্ম্মলভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে ॥ এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস। তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ এত কহি ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে। পরম আনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে ॥ শ্রীনিবাসে কহে এ চম্পকহট্টগ্রাম। চাঁপাহাটি নাম এ বিদিত রম্যস্থান ॥ এইখানে আছিল চম্পকবৃক্ষ বন। পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ ॥ মালিগণ চম্পক কুসুম সজ্জ করি। এথাই বৈসয়ে হাট পাতি সারি সারি ॥

মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ সজ্জন। কিনিয়া চম্পকপুষ্প করে দেবার্চ্চন॥ চাঁপাপুষ্প হাটে চাঁপাহাটি নাম হয়। ইথে যে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয়॥ এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্। শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান॥ এক দিন অনেক চম্পকপুষ্প লৈয়া। কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া॥ শ্যামল সুন্দর রূপ বিলাষ অন্তরে। দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে॥ গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্প পুঞ্জের সমান। দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান॥ গৌররূপ অন্তর্দ্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়। একদৃষ্টে চম্পকপুষ্পের পানে চায়॥ চম্পকপুষ্প-পুঞ্জের রুচি নিরখিয়া। বেদাদি প্রমাণ পাঠে উলটয়ে হিয়া॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়। যুগমধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয়॥ এই কলিযুগে কৃষ্ণ হবে অবতীর্ণ। ধরিবেন ভুবন-মোহন পীতবর্ণ॥ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁরে। জগৎ ভাসিব প্রভু লীলার পাথারে॥ শাস্ত্র বিচারিয়া পুন করিল নির্দ্ধার। নবদ্বীপে হবে এ না প্রভু অবতার॥ অবতীর্ণ হৈতে বহু দিন আছে জানি। না দেখিব সে গৌরসুন্দর তনু খানি॥ এত কহি অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য়। মুখ বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয়॥ অত্যন্ত ব্যাকুল ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তারে॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি। চম্পককুসুম সম রূপের মাধুরী॥ কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখচাঁদ। শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম-

কাঁদ ॥ নেত্রে বাহু বক্ষের উপমা নাই দিতে। জগৎ মোহিত করে সর্ব্বাঙ্গ-ভঙ্গিতে ॥ শোভা দেখি বিপ্র মহা-উল্লসিতমনে। করিল অনেক স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥ বিপ্রে কৃপা করি প্রভু অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥ কতক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্র রায়। অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥ চম্পককুসম প্রতি কহে বেরি বেরি। তুমি স্ফুরাইলা মোরে গৌর-অবতারি ॥ চম্পক প্রশংসা বাক্য-ঘটা হট্টমতে। চম্পকহট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥ প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা। আজ্ঞা হৈল হবে পূর্ণ মনে যে করিলা ॥ শুনি মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়। সদা চিন্তে প্রভুরে দেখিব নদীয়ায় ॥ প্রভু প্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া। সে সকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া ॥ এই চম্পাহট্টে গণসনে। বিহরয়ে যৈছে তা বর্ণিব কুন জনে ॥ এই বিপ্র বাণীনাথের আলয়। যেহোঁ গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয় প্রেমময় ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়াং ॥
বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ স্থান। চম্পাহট্ট গ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশান ॥ রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়। দেখ ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময় ॥ পূর্ব্বে বৃহদ্গ্রাম এবে গ্রাম নামমাত্র। এথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র ॥ রাতুপুর

প্রদেশ পরম চমৎকার। এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে। তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন লোকেতে॥ এথা ছয় ঋতু বর্ষা শরৎ হেমন্ত। শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত॥ কেহো কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়। হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়॥ কেহ কহে করিবেন অদ্ভুত বিহার। তিলে তিলে মোদ বাঢ়াবেন গো সবার॥ কেহ কহে ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি। কতদিনে মোদ জন্মাইব অবতরি॥ কেহ কহে কলির প্রথমে অবতার। শ্রী-নারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার॥ কেহ কহে কহ অবতারের সময়। কেহ কহে বসন্তের ভাগ্য অতিশয়॥ হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার। আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার॥ ঋতু-রাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ। প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনু-ক্ষণ॥ ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়। এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়॥ বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস। এবে কি কহিব আগে হইব প্রকাশ॥ এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়। দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্মি নদীয়ায়॥ এত কহি শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে। করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরে। কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে॥ দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত। বিদ্যানগর-ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥ দেবসভামধ্যে বৃহস্পতি এক দিন। হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন॥ বৃহস্পতি

উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ। জিজ্ঞাসয়ে উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ॥ বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে। দেবগণ প্রতি কহে সুমধুর ভাসে॥ এই কলিযুগে প্রভু নদীয়ানগরে। জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথমিশ্র-ঘরে॥ প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়। নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥ শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা-সুনৈপুণ্য। শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য॥ শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-অধ্যয়নে। ইথে যে কৌতুক তা না বুঝে অন্য জনে॥ সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু। বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু॥ রহিতে নারিয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া। প্রভু আরাধিব প্রভু প্রকট লাগিয়া॥ ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি। প্রভুর শ্রীবিদ্যা-ক্রীড়া চিত্তে নিতি নিতি॥ করিবেন প্রভু বিদ্যাক্রীড়া নদীয়ায়। এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

"এই ক্রীড়া লাগি সর্ব্বারাধ্য বৃহস্পতি। শিষ্য সঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি"॥ ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবিদ্যানগরে। বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে॥ হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি প্রতি। হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ সংহতি॥ অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার। শুনি বৃহস্পতি চিত্তে হর্ষ অনিবার॥ কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়। হইলা তৎক্ষ

সবে বিদ্যাব্যবসায়॥ প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল। এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হৈল॥ সর্ব্ব সিদ্ধি এই বিদ্যা-নগর দর্শনে। ঘুচায়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে॥ এই বিদ্যা-নগরে গৌরাঙ্গগণসঙ্গে। বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে॥ এত কহি ঈশানঠাকুর ধীরে ধীরে। মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জাহ্নগরে॥ শ্রীনিবাসে কহে দেখ গ্রাম জাহ্নগর। পূর্ব্বে জাহ্ন-দ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥ যৈছে জাহ্নদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহী-তলে। তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন সকলে॥ জহ্নু মনি পরম আনন্দে এই খানে। দেখি নবদ্বীপশোভা বিচারয়ে মনে॥ অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য। যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব প্রিয়গণ সনে। নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে॥ ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার। হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার॥ নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাষ। তাহা দেখি কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ॥ ঐছে বিচা-রিয়া মুনি মনের আনন্দে। আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে॥ মুদ্রিত নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান। হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান্॥ শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভুবন মোহে। ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোহে॥ করাবলম্বন বংশী বায় মন্দ মন্দ। ঝল মল করয়ে সুচারু মুখচন্দ্র॥ ঐছে দেখি দেখে তারে সন্ন্যাসি নবীন। দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে শিখাহীন॥ পরিধেয় অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস। অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্য্যের

প্রকাশ॥ ঐছে নিরখিয়া মুনিনারে স্থির হৈতে। নেত্র মেলিতেই তেহোঁ উদয় সাক্ষাতে॥ সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন। ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ॥ জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়। স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তায়॥ অঙ্গ ভঙ্গি কোটি কন্দর্পের দর্প নাশে॥ দেখি মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে॥ দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি। করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি॥ মুনি মহানন্দে পড়ি প্রভু পদতলে। করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্রজলে॥ করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে। সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে॥ প্রভু আলিঙ্গন করি কহে বার বার। সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার। ঐছে কত কহি প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা। প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা॥ আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে। হৈল মোর তপস্যা সফল এত দিনে॥ ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারি ভিতে। কত সাধ নদীয়ার মহিমা কহিতে॥ নিরন্তর নদীয়াচান্দের গুণ গায়। ধূলায় ধূষর সিক্ত নেত্রের ধারায়॥ জহ্নু মুনি মহানন্দে রহে এই খানে। এই হেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে॥ জহ্নুদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার। সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥ এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব্ব কানন। লোকে কহে শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন॥ এস্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়। বাঢ়য়ে নির্ম্মলভক্তি প্রভুর শ্রীপায়॥ এত কহি জান্নগর হইতে ঈশান। চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান॥ মাউগাছি

প্রদেশের শোভা নিরখিয়া। শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার। মোদদ্রুম দ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার॥ মোদদ্রুম দ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল। তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল॥ পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যা তনয়। অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয়। ছাড়ি রাজবেশ প্রভু মহানন্দ মনে। জানকী লক্ষণ সহ ভ্রমে বনে বনে॥ অতি সুকোমল পদে যে পথে চলয়ে। সে পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে॥ বাত বর্ষা সূর্য্যাতপ সদা অনুকূল। অদ্ভুত ভ্রমণলীলা ভুবনে অতুল॥ নানা দেশ বাসী স্ত্রী পুরুষ আদি যত। দেখি রামচন্দ্র শোভা সবেই উন্মত॥ যে যে বন পর্ব্বতাদি স্থানে কৈল স্থিতি। হৈল মহাতীর্থ সে সে স্থানে ব্যক্ত কীর্ত্তি॥ এথা হৈতে উত্তর দিশায় কথোদূরে। ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বত গহ্বরে॥ অদ্যাপিহ লোক যাত্রা সেই খানে হয়। সে স্থান দর্শনমাত্রে সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়॥ ওহে শ্রীনিবাস ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে॥ অগ্রে রামরাজা দশরথের নন্দন। মধ্যে শ্রীজানকী পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥ শ্রীরাম জানকী লক্ষ্মণের শোভা দেখি। আনের কা কথা মহামুগ্ধ পশু পাখী॥ ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন। চতুর্দ্দিকে চাহি চলে গজেন্দ্র গমন॥ কথোদূর হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায়। মন্দ মন্দ হাসে অতি কৌতুক হিয়ায়॥ শ্রীরামচন্দ্রের দেখি মহাস্য

বদন। জিজ্ঞাসে জানকী কহ হাস্যের কারণ॥ শুনি শ্রীসী-তার প্রৌঢ় বাক্য রসাবেশে। কহয়ে জানকী প্রতি সুমধুর ভাষে॥ দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে। হবে মহাকৌতুক এ নবদ্বীপ গ্রামে॥ নবদ্বীপে করি অতি অদ্ভুত বিহার। তদু-পরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥ এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ। করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন॥ শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড় করে। কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া নগরে॥ শুনি প্রভু কহে বিপ্র বংশেতে জন্মিব। বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব॥ ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম। আমা-পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন॥ হব বিদ্যাবন্ত কীর্ত্তি ব্যাপিব ভুবনে। করিব বিবাহ দ্বয় পিতা অদর্শনে॥ এবে যৈছে কৈলু পিণ্ড প্রদান গয়াতে। ঐছে পিণ্ড প্রদান করিব লোক রীতে॥ নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাঢ়াইব। ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিব॥ নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া। হইবাও দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া॥ শুনি শ্রীজানকী কহে সহাস্য বদনে। সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে॥ ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়। পরম দয়ালু হৈয়া হইবা নির্দ্দয়॥ শুনি লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতা প্রতি। না জানহ সদা মোর নব-দ্বীপে স্থিতি॥ কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে। জানকী লক্ষ্মণ সহ আইলা এই থানে॥ এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়। তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব্ব ছায়ায়॥ পুন শ্রীজানকী

কহে নিজ প্রাণনাথে। সঙ্কীর্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে॥ জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন। প্রিয়া প্রতি কহে করো মুদ্রিত নয়ন॥ শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে। নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে॥ গীত নৃত্য বাদ্যের অবধি নদীয়ায়। প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায়॥ পরিকর মধ্যে গৌর বিগ্রহ সুন্দর। কৈশোর বয়স মহারসের সাগর॥ ভুবনমোহয়ে সে না অঙ্গ ভঙ্গিমাতে। সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির হৈতে॥ নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথপানে। হাসিয়া শ্রীরাম-চন্দ্র স্থির কৈল তানে॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রানন্দন। হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ॥ এথা সকলের মোদবৃদ্ধি অতিশয়। এই হেতু মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্ব্বে কয়॥ এই মোদ-দ্রুম দ্বীপ যে করে দর্শন। তারে সুপ্রসন্ন রাম জানকী লক্ষ্মণ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই রামবট স্থান। কলি প্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্দ্ধান॥ এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ চিতে। শ্রীসীতা লক্ষ্মণ সহ চলে উৎকলেতে॥ প্রবেশি উৎকলে দেখি স্থান মনোরম। রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন॥ সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সেই স্থান। মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্য-বান্॥ তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে। করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে॥ এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর। করিল অদ্ভুত লীলা অন্য অগোচর॥ রাম উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা। ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহি তাঁর কথা॥ যে দিবস

বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা । সে দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিলা ॥ প্রকট সময়ে দেবে জয়ধ্বনি করে । দেখি দেবগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁফরে ॥ পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয় । হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয় ॥ দশরথ রাজা এই মিশ্র জগন্নাথ॥ জগত-জননী শচী কৌশল্যা সাক্ষাৎ ॥ কাহুকে না কহি কিছু দেখি বিশ্বম্ভরে । মিশ্রগৃহে হৈতে আইলেন নিজ ঘরে ॥ দূর্ব্বাদলশ্যাম রামে করিতে ধিয়ান । দেখি মিশ্র পুত্রে গৌর মূর্ত্তি অনুপম ॥ ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল । স্বপ্ন-ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল ॥ কনকদর্পণ যিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা । নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রগার ঘটা ॥ আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর । আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥ শিরে চারু চিকন চাঁচর কেশভার । তাহে সুবিচিত্র বেঢ়া নানা পুষ্পহার ॥ গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা । সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাই জগতে উপমা ॥ বিলসয়ে অপূর্ব্ব রতন সিংহাসনে । স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥ দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে । দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥ ভুবন-মোহন প্রভু কৌশল্যাতনয় । পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিল-সয় ॥ সহাস্য বদন ধনুর্ব্বাণ ধরে করে । বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে ॥ সম্মুখে পবননন্দন হনুমান্ । করযোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান ॥ ঐছে রামচন্দ্রশোভা দেখি বিপ্রবর । ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর ॥ ভকত বৎসল প্রভু

গুণের আলয়। বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয়॥ প্রভু-অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রা ভঙ্গ। বিপ্র মহাব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ॥ দেখি দশা পুন প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা। এ সকল ব্যক্ত করিতেও নিষেধিলা॥ স্থির হৈয়া বিপ্র মহা মনের আনন্দে। কাহুকে না কহে কিছু দেখি গৌরচন্দ্রে॥ অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকট কালে। করি অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে॥ মোরে অতিশয় অনুগ্রহ হয় তার। কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার॥ দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়। এ স্থান দর্শনমাত্রে ঘুচে ভবভয়॥ এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে। প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে॥ এত কহি শ্রীঈশান সে প্রেমাবেশেতে। গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে। দেখ এ বৈকুণ্ঠ-পুর বিদিত সংসারে॥ বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার। তাহা কিছু কহি লোকে কহে যে প্রকার॥ এক দিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে। আইসে শিবের পাশে কৈলাসপর্ব্বতে॥ নিজগণ সহ শিব বসি চর্ম্মাসনে। শ্রীকৃষ্ণ চরিত কহে শ্রীপঞ্চ-বদনে॥ দূরে হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া। হইলা বিহ্বল ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥ নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন। জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হইল আগমন॥ নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে॥ গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে॥ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন

অনুক্ষণ॥ ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্য স্থান। গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান॥ দেখি মহারঙ্গ মুই আইনু ত্বরায়। না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায়॥ শুনি নারদের বাক্য দেব মহেশর। মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥ নারদের পানে চাহি মস্তক ঢুলায়। করয়ে গর্জ্জন কি অদ্ভুত ভঙ্গি তায়॥ হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস গিরীশ্বর॥ নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর॥ নবদ্বীপ- লীলাগত মহেশে দেখিয়া। চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইয়া। ওহে শ্রীনিবাস শ্রীনাদদ এই খানে। নবদ্বীপশোভা দেখি বিচারয়ে মনে॥ এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধামময়। সর্ব্বধামনাথ এথা সদা বিলসয়॥ দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে। এথা কি বৈকুণ্ঠনাথে দেখিব নয়নে॥ মুনি মনোরথমাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে। গণসহ শ্রী-বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের নাথে॥ হইলা নারদমুনি প্রেমায় বিহ্বল। নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥ নবদ্বীপ ধামে কত প্রার্থনা করিয়া। কৃষ্ণসন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া॥ নারদের আগ-মনে রুক্মিণীর নাথ। প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত॥ নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে। জিজ্ঞাসয়ে আগমন হৈল কোথা হৈতে॥ মুনি কহে নবদ্বীপ হৈতে আগমন। এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন॥ মুনিমনোবৃত্তি জানি কৃষ্ণ কৃপাময়। হইলেন গৌরমূর্ত্তি ভুবন মোহয়॥ দেখিয়া নারদমুনি নদীয়ার চান্দে। নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥ হই-

লেন যৈছে কিছু না যায় কহনে। শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেই ক্ষণে॥ গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্য রতন। হৃদয়সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন॥ ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া। প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া॥ নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদু ভাষে। শিবের নিকট শীঘ্র যাইবে কৈলাসে॥ নবদ্বীপ গমন জানাবে সব ঠাঁই। হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই॥ শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন। বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন॥ গায় বীণাযন্ত্রে গৌর কৃষ্ণের চরিত। কৈলাসপর্ব্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত॥ শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল। শুনি মহাদেব মহাবিহ্বল হইল॥ নারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্ত্তন। যে আনন্দ কৈলাসে, তা না হয় বর্ণন॥ ওহে শ্রীনিবাস মুনি সর্ব্বত্রে জানাই। পুন শ্রীনারদ মুনি আইলা এই ঠাঁই॥ মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনঃকথা। দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা॥ ঐছে বিচারিয়া মুনি চারি দিকে চায়। দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখয়ে নদীয়ায়॥ রত্নসিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে। রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প মোহয়ে॥ দেখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি। হইলেন যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই॥ নারদে কহয়ে প্রভু মধুর-বচনে। দেখিবে প্রকট-লীলা এথা অল্প দিনে॥ তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায়। জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিব হেলায়॥ ঐছে কিছু কহি নারদেরে কৃপা করি। হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীপ্রভুর অদর্শনে। হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে॥ এই নারায়ণপীঠ স্থানে মুনিবর। কিছু দিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর॥ নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল। এই হেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল॥ বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এই খানে। তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে॥ এ দেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা। শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা॥ কথো দিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায়। পুন হৈল অতিশয় বসতি এথায়॥ এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যা-বান্। লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্রে উপাসনা তান॥ লক্ষ্মীনারায়ণে তাঁর অনন্য পিরিতি। কহিতে কি জানি যে দেখিলু শুদ্ধ রীতি॥ মধ্যে মধ্যে বল্লভমিশ্রের ঘরে গিয়া। লক্ষ্মীনারায়ণে সেবে নিভৃত পাইয়া॥ বল্লভমিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয়। বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয়॥ যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু-সনে। সে দিবস সেই বিপ্র ছিল সেই খানে॥ বিবাহ সময়ে দেখি লক্ষ্মীবিশ্বম্ভরে। লক্ষ্মীনারায়ণ বলি বিপ্র নৃত্য করে॥ বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য্য ধরিবার॥ প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা। সে রাত্রি তথাই রহি নিজ বাসা আইলা॥ অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে। কুটিরে প্রবেশি বিপ্র ভাসে নেত্রজলে॥ মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া। নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়য়ে হিয়া॥ মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার। গৌর-

রূপে নারায়ণ শচীর কুমার॥ বল্লভমিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লছিমী। লক্ষ্মীনারায়ণ দোঁহে প্রকট অবনী॥ লক্ষ্মীপ্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র। করিব কি কৃপা মোরে দেখি দীন মন্দ॥ বিবিধ প্রকারে স্তুতি করয়ে প্রভুরে। হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রের কুটিরে॥ পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিলা প্রকাশ। বিপ্রের কুটিরে হৈল বৈকুণ্ঠবিলাস॥ ভুবনমোহন প্রভু শ্রী-গৌরবিগ্রহ। বিলসয়ে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মী সহ॥ শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানারত্ন বিভূষণে। দুঁহুরূপ মাধুর্য্যের উপমা কি আনে॥ সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়। হৈলা চতুর্ভুজ দেখি বিপ্রের বিস্ময়॥ প্রভুপদে পড়ি বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি। ভক্তাধীন প্রভু হাসি কহে বিপ্র প্রতি॥ জন্মে জন্মে তুমি মোর হও প্রিয়দাস। তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমার বিলাস॥ এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিবে। যবে যে করিবে মনোরথ সিদ্ধি হবে॥ এত কহি বিপ্রমাথে ধরিয়া চরণ। অচিন্ত প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন॥ বিপ্র যৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে। সদা নবদ্বীপলীলা সমুদ্রে সাঁতারে॥ ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব সে কথা। এই দেখ বিপ্রের কুটির ছিল এথা॥ ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু শচীর কুমার। শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার॥ শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্ত্তি যার। অনায়াসে সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি তার॥ এত কহি শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া। মাতাপুরে চলে চতুর্দ্দিক নিরখিয়া॥ শ্রীনিবাসে

কহেন শ্রীঈশানঠাকুর। এই আগে দেখ গ্রাম নাম মাতা-পুর॥ পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়। মহৎ প্রসঙ্গপুর কহি যে লোকে কয়॥ শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় পাণ্ডুরের বনবাস। বনবাসে হৈল মহাকৌতুক প্রকাশ॥ নানা দেশ ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই॥ যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন। সে সে দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত বিজ্ঞে কন॥ পাণ্ডবের কীর্ত্তি যত বিদিত পুরাণে। অসুর রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবে-শিল। রাঢ়ে এক চক্রানাম গ্রামে স্থিতি কৈল॥ একচক্রা প্রদেশে যে অসুর রাক্ষস। সে সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ॥ দ্রৌপদীসহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই। লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই॥ একচক্রা নির্জ্জনে রহয়ে মহানন্দে। সদা সোঙরয়ে বলদেব কৃষ্ণচন্দ্রে॥ দেখি একচক্রা ভূমি শোভা মনোহর। মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর॥ দেখিলু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল। ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথাও নহিল॥ ইথে বুঝি কৃষ্ণ লীলাস্থলী এই স্থান। কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহাঁন॥ ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল। কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥ স্বপ্নচ্ছলে রোহিণী-নন্দন বলরাম। হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপাম॥ মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে। রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদুভাষে॥ এই কথো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। সুরধুনী

বেষ্টিত পরম রম্য স্থান ॥ কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে। জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহাকুতূহলে ॥ নানাদেশে জন্মিবেন প্রিয়-গণ তাঁর। তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার ॥ এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান। এত কহি বলদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে। শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা গ্রামে ॥ দেখিতেই ভূমিশোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল। স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল ॥ একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চভাই। নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এই ঠাই ॥ দেখি নবদ্বীপ শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে ॥ একচক্রা গ্রামে যৈছে দিখিলু স্বপ্নেতে। এথা কি দেখিব বলি নারে স্থির হৈতে ॥ রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়। হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব ভ্রাতাদ্বয়। হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবনমোহয় ॥ রাজাযুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া ॥ কলি-যুগে প্রকট হইয়া গণসনে। মাতাইব জগৎ মাতিব সঙ্কীর্ত্তনে ॥ তোমা সবা সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব। ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব ॥ এত কহি রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি। হইলেন পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি ॥ কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেনরূপ। আত্মবিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ ॥ পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে ॥ দুই প্রভু রাজায় করিয়া আলিঙ্গন। কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন ॥

প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়। জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়॥ এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতাগণে। কথো দিন আনন্দে রহিলা এই খানে॥ মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়। তাঁর বাসস্থান হেতু মহৎপুর কয়॥ এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত। অতি সুশীতল ছায়া সর্ব্ব মনোহিত॥ দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই। দেখি নবদ্বীপশোভা অধৈর্য্য এথাই॥ যুধিষ্ঠিরবেদি নাম উচ্চ টীলা* ছিল। প্রভুর ইচ্ছাতে সে সকল লুপ্ত হৈল॥ ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব সে কথা। অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা॥ পাণ্ডব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে। এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওড্রদেশে॥ উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সন্নিধানে। রহিলেন কিছু দিন অপূর্ব্ব কাননে॥ তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম। ছিলেন রাক্ষস স্থানে পাইল সন্ধান॥ গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা। শ্রীমাধবসেবা সর্ব্বলোকে প্রচারিলা॥ অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে। পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে কহিতে পারে॥ এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে। প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর সঙ্গে॥ যে বারেক মহৎপুর করয়ে দর্শন। অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন॥ শ্রীমহৎপুরপ্রসঙ্গেতে যাঁর রতি। তাঁর দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্ম্মতি॥ এত কহি শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে। সোঙরি গৌরাঙ্গলীলা

* টীলা অর্থাৎ উচ্চস্থান।

ভাসে নেত্র জলে॥ গঙ্গা-পূর্ব্ব ধারে রাতুপুর গ্রাম হয়। কেহো কেহো রাতুপুরে রুদপুর কয়॥ শ্রীঈশানঠাকুর সে রাতুপুরে গিয়া। শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ এই রাতুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম। গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছেমাত্র স্থান॥ রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল। তাহা কিছু কহি বিজ্ঞমুখে যে শুনিল॥ গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়। ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায়॥ নিজগণসনে রুদ্রদেব এই খানে। হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্রকীর্ত্তনে॥ চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্য ধ্বনি মনোহর। অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর॥ মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে। দেখিতে সে নৃত্যশোভা কেবা ধৈর্য্য ধরে॥ রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন। স্বর্গে নানা পুষ্প বরিষয়ে দেবগণ॥ দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার। সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখ ভার॥ প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভুজন্ম গায়। এবে অবশ্য জন্মিব নদীয়ায়॥ দেখি প্রভু-জন্মলীলা জুড়াব নয়ন। এত কহি স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ॥ প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্ম বিস্মরিত। হইলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি রুদ্র রীত॥ অন্য-অলক্ষিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া। রুদ্র দেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া॥ তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব। অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব॥ প্রভু-বাক্যে রুদ্র স্থির হৈয়া মহানন্দে। বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে॥ শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া। হইলেন

অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।৷ প্রভু অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায়॥ নিজগণ সহ রুদ্র বসি এই খানে। করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র কথনে॥ ওহে শ্রীনিবাস এ পরম পুণ্যস্থান। শ্রীরুদ্রবিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম॥ এ স্থান দর্শনমাত্রে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি। গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি॥ ঐছে শ্রীঈশান স্থান মহিমা কহিয়া। চলে বেলপৌখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হৈয়া। শ্রীনিবাসে কহে বেলপৌখেরা এ গ্রাম। কহয়ে প্রাচীনে বিল্বপক্ষ পূর্ব্ব নাম॥ বিল্বপক্ষ নাম এ স্থানের যৈছে হয়। তাহা কিছু কহিয়ে প্রাচীন লোকে কয়॥ পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্ত্তি ছিলেন এখানে। তাঁর যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে॥ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যেবা যে কার্য্য প্রার্থয়। তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময়॥ এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ। মনোরথসিদ্ধি-হেতু করে শিবার্চ্চন॥ এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে। হইলেন শিব মহাপ্রসন্ন অন্তরে॥ কৃপাদৃষ্টে চাহি পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর। বিপ্রগণে কহে লেহ নিজাভীষ্টবর॥ বিপ্রগণ কহে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা। অনুগ্রহ করি মো সবারে দেহ তাহা॥ বিপ্রগণে কহে শিব কহিলা আশ্চর্য্য। কৃষ্ণ পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য॥ বিপ্রগণ কহে পরিচর্য্যা শ্রেষ্ঠ হয়। কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময়॥ পঞ্চবক্ত্র কহে কিছু চিন্তা না করিবে। অনায়াসে কৃষ্ণপরিচর্য্যা লভ্য হবে॥ এই কথো দিনে এই নদীয়া নগরে॥

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্রঘরে ॥ তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা। তাঁর বাল্যাবেশে মহা সুখ জন্মাইবা ॥ করিয়া তাহার স্থানে বিদ্যা-অধ্যয়ন। জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥ তাঁর প্রিয় ভক্ত সহ সদা কুতূহলে। তাঁর পরিচর্য্যারত হইবা সকলে ॥

শুনি পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন। ভূমে পড়ি প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ ॥ করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া। কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম চিন্তে নিভৃতে রহিয়া ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌর কৃষ্ণের ইচ্ছায়। কথো দিনে পঞ্চবক্ত্র হৈলা গুপ্ত প্রায় ॥ এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ। এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন ॥ এ স্থান দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে। মিলায়েন পরম দুর্ল্লভ গৌরচন্দ্রে ॥ এথা বিশ্বম্ভর প্রিয়ভক্তের সহিতে। যৈছে বিলসয়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান। চলয়ে ভারইডাঙ্গা মহাপুণ্যস্থান ॥ মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস প্রতি। এ ভারইডেঙ্গা দেখ অপূর্ব্ব বসতি ॥ পূর্ব্বে ভারদ্বাজ টীলা নাম ব্যক্ত যৈছে। প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে কহি তৈছে ॥ ভারদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদিতীর্থ হৈতে। আইলেন চক্রদহ গঙ্গা সমীপেতে ॥ এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়। তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস মুনি আগি এই খানে। হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে ॥ এই উচ্চ টীলারণ্যে রহি কথো দিন। আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া

দীনহীন ॥ ভারদ্বাজ প্রেমেবশ হৈয়া গৌরহরি । হইলা সাক্ষাৎ মহাঅদ্ভুত মাধুরী ॥ ভারদ্বাজ নতি স্তুতি করিলা বিস্তর । প্রভু আজ্ঞা কৈল নেহ নিজাভীষ্ট বর ॥ মুনিকহে প্রভু এই প্রার্থনা আমার । নবদ্বীপে দেখি যেন তোমাব বিহার ॥ প্রভু কহে হ'বে যে তোমার মনে হয় । এত কহি অদর্শন হৈলা দয়াময় ॥ প্রভু অদর্শনে মুনি নারে স্থির হইতে । মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে ॥ নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভারদ্বাজ মুনি । চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী ॥ এই উচ্চস্থানে ভারদ্বাজ বিলসিল । এই হেতু ভারদ্বাজটীলা নাম হইল ॥ এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস । এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাস ॥ এত কহি ঈশানঠাকুর প্রেমাবেশে । চলিলেন সুবর্ণবিহার গ্রাম পাশে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে দেখ এই গ্রাম । পূর্ব্বাপর সুবর্ণবিহার হয় নাম ॥ সুবর্ণবিহার নাম যেরূপে হইল ॥ তাহা কিছু কহি বিজ্ঞগণে যে কহিল ॥ এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান্ । কৃষ্ণেতে অনন্য ভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান ॥ নারদের শিষ্য প্রশিষ্যাদি মহাশয় । তার মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয় ॥ রাজা তাঁরে অতিশয় সম্মান করিয়া । বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া ॥ প্রভু অবতার কত তাঁহারে জিজ্ঞাসে । তেঁহ সব জানাইল সুমধুর ভাষে ॥ রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয় । পুনঃ রাজা প্রতি সুমধুর বাক্যে কয় ॥ কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার । নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার ॥ ব্রহ্মাদির পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন । সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া

মা'তাবে ভুবন ॥ যৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে। তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয়ভক্তগণে ॥ নবদ্বীপ হইবেক সুখের অবধি। এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি ॥ নবদ্বীপধামতত্ত্ব অন্য অগোচর। জানিব সে জানাইলে প্রভু পরিকর ॥ ঐছে কত কহি সে বৈষ্ণব মহাশয়। করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয় ॥ এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে। ধিক্ এ মনুষ্য জন্ম ধিক্ এ জীবনে ॥ রাজবিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার। 'না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দ্দৈব আমার ॥ বিনা সাধু সঙ্গ কোন কার্য্যসিদ্ধি নয়। এত দিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময় ॥ এবে সে জানিনু প্রভু ধাম এ নদীয়া। এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া ॥ নবদ্বীপপানে চাহি বহে অশ্রুধার। নবদ্বীপভূমে প্রণময়ে বার বার ॥ নবদ্বীপধামে রাজা প্রার্থনা করয়। এই কর সে সময়ে যেন জন্ম হয় ॥ এ বাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়। অবতীর্ণকালে জন্ম হবে নদীয়ায় ॥ যদ্যপি রাজার হর্ষ এ কথা শ্রবণে। তথাপি না ধরে ধৈর্য্য কত উঠে মনে ॥ ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায় ॥ চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ। বায় নানা বাদ্য গানে মোহয়ে ভুবন ॥ সে সভার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী। শ্যামলসুন্দর রূপ যেন সুধারাশি ॥ দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন। সেই ক্ষণে দেখে তারে সুবর্ণ বরণ ॥ হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে। সুবর্ণবিগ্রহ কে বিহরে সঙ্কী-

র্ত্তনে ॥ ঐছে বিচারিতে নিদ্র্যা ভাঙ্গিল রাজার। স্থির হৈয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার ॥ সুবর্ণবিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান। এই হেতু সুবর্ণবিহার নামস্থান ॥ ওহে শ্রীনিবাস আর কহিয়ে তোমারে। প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট বিহারে ॥ এই খানে ভক্তগোষ্ঠী সহ গৌরহরি। করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে নেত্র ভরি ॥ হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয়। সুবর্ণবিগ্রহ কি কীর্ত্তনে বিহরয় ॥ কেহ কহে এমন সুন্দর বর্ণ নাই। না দেখি জগতে কথু উপমার ঠাঁই ॥ কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন। এত কহি স্থির হইতে নারে কোন জন ॥ ঐছে এ প্রশস্ত নাম সুবর্ণবিহার। সঙ্ক্ষেপে কহিনু, নারি করিতে বিস্তার ॥ সুবর্ণবিহার গ্রাম যে করে দর্শন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিহারে ডুবয়ে তার মন ॥ এত কহি সুবর্ণবিহার গ্রাম হইতে। মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে ॥ মায়াপুর পরম অপূর্ব্ব রম্যস্থান। যে দেখে সারেক তার জুড়ায় নয়ন ॥ মায়াপুর-মহিমা কেবা বা অন্ত পায়। মায়াপুরস্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥ শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তমসনে। হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের ভবনে ॥ ভবন ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া। হৈল প্রেমে বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির করি। এক ভিতে রহি দেখে ভবনমাধুরী ॥ শ্রীনিবাস প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়। মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয় ॥ এ আলয় প্রভুলীলামাধুর্য্য বাঢ়ায়। অন্যের দুর্জ্ঞেয় শ্রীআলয় পদ্ম

প্রায় ॥ শচীসহ উপেন্দ্রনন্দনমিশ্রবর। এ বিষ্ণুমণ্ডপে বিষ্ণুপূজে নিরন্তর ॥ জগন্নাথমিশ্র যৈছে প্রবীণ সর্ব্বাংশে। তৈছে তাঁর ভার্য্যা শচী কেবা না প্রশংসে ॥ শচী জগন্নাথের বিবাহে মহা-সুখ। যে দেখিল তাহার খণ্ডিল সব দুখ ॥ নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী মহাবিদ্যাবান্। তাঁর কন্যা শচী তেঁহ মিশ্রে কৈলা দান ॥ শ্রী-শচীর হৈল অষ্ট কন্যা এক পুত্র। পুত্রনাম বিশ্বরূপ বিদিত সর্ব্বত্র ॥ বিশ্বরূপ চরিত্র কহিতে নাই অন্ত ॥ বিবিধপ্রকারে গুণ বর্ণে ভাগ্যবন্ত ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে ॥

অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ ॥
তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিতং ধর্ম্মিণাং বরং।
শ্রীমান্নীলাম্বরো নামচক্রবর্ত্তীমহামনাঃ ॥
সমাহূয়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলসৎকৃতঃ।
তাং প্রাপ্য সোঽপি বব্বৃধে শচীং মিশ্রপুরন্দরঃ ॥
ততো গেহে নিবসত স্তস্য ধর্ম্মো ব্যবর্দ্ধত।
আতিথ্যৈঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈর্নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥
তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী—॥
বাৎসল্য দুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিং।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ ॥
কালেন কিয়তা লেভে পুত্রং সুরসুতোপমং ॥

মুদমাপ জগন্নাথো বিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥
নাম তস্য পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকঃ।
পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা ॥
বেদশ্চ ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ জ্ঞাতঃ সদ্যোগ উত্তমঃ।
স সর্ব্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বেষামুপকারকঃ ॥
হরের্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতরস-স্বাদমত্তো নিরন্তরং ॥

ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের অন্তর। কে বুঝিতে পারে কিবা চিন্তে নিরন্তর ॥ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সকল তত্ত্ব জানে। প্রভুকে আনিব ইথে হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥ গঙ্গাজল তুলসী চন্দন পুষ্প দিয়া। প্রভুকে আরাধে মহাহুঙ্কার করিয়া ॥ শ্রীঅদ্বৈত হুঙ্কারে পাইয়া মহানন্দ। কৈলা শচী গর্ব্ভাবলম্বন গৌরচন্দ্র ॥ শচী জগন্নাথ শোভা বৃদ্ধি অতিশয়। শচীগর্ব্ভে সুখে গৌরচন্দ্র বিলসয় ॥ এক দুই গণনে হইলে ছয় মাস। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে প্রভু করি গর্ব্ভে বাস ॥ অকস্মাৎ শ্রীঅদ্বৈত এথাই আসিয়া। শচীগর্ব্ভ বন্দিল চন্দন গন্ধ দিয়া ॥ করি প্রদক্ষিণ হর্ষে গেলা নিজালয়। শচী জগন্নাথ এথা হইলা বিস্ময় ॥ এথা শচী আগে ব্রহ্মাদিক স্তুতি করে। গর্ব্ভে রহি প্রভু নানা কৌতুক বিস্তারে ॥ ত্রয়োদশ মাস শচীগর্ব্ভেতে রহিলা। কে বুঝিতে পারে এই অলৌকিক লীলা ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে
দ্বিতীয় সর্গে ২৪ শ্লোকঃ ॥

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়াধিকাঃ
সমীয়ুরাসন্নতয়া সমাপ্ততাং।
তপস্যমাসশ্চরমঃ সমঙ্গলো
বভুব তেষাং জগতঃ সুখৈকভুঃ ॥

চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুন পূর্ণিমা। ফাল্গুনী নক্ষত্র সর্ব্ব মঙ্গলের সীমা॥ হৈল চন্দ্রগ্রহণ সময়ে বিশ্বম্ভর। অবতীর্ণ হৈলা এই দেখ জন্ম-ঘর॥ জগন্নাথমিশ্রে পুত্ররত্ন লভ্য হৈল। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সভে মগ্ন কৈল॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে॥

তং বিকাসিকমনেক্ষণং লসৎ, পূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভং।
তেজসারিতিমিরং দিশঃ স্বয়ং, কারয়ন্তমুপলভ্যস্থতং সঃ॥

ওহে শ্রীনিবাস চন্দ্রগ্রহণের ছলে। করাইলা নিজ নাম-গ্রহণ সকলে॥ স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয়। করয়ে কীর্ত্তন সর্ব্বচিত্তে হর্ষোদয়॥ যার মুখে কভু না শুনিয়ু কৃষ্ণ-নাম। সেহো নাম লইয়া করয়ে গঙ্গাস্নান॥ আনের কা কথা যবনেও কৃষ্ণ কয়। ঐছে উদ্ধারয়ে জীবে শচীর তনয়॥ সঙ্কী-র্ত্তন প্রিয় প্রভু জন্ম সঙ্কীর্ত্তনে। সঙ্কীর্ত্তন মহিমা বিদিত ত্রি-ভুবনে॥

তথাহি পদ্যাবলীধৃতপ্রভাসখণ্ডবচনং॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং ॥

যে শুনিল শ্রীনামকীর্ত্তন ধন্য সেহো। শ্রবণমহিমা কি কহিতে পারে কেহো ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে ॥

কীর্ত্তনং শ্রীহরেঃ শ্রুত্বা নিমিষার্দ্ধেন যা ভবেৎ।
প্রীতিরস্মাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্নহি ॥

প্রভুর জনম কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল। প্রভু আকর্ষণে সবে অধৈর্য্য হইল ॥ ধাইল অসংখ্য লোক মিশ্রের গৃহেতে। দেবতা মনুষ্য কেহো না পারে চিনিতে ॥ মিশ্রগৃহে আনন্দ সমুদ্র উথলয়ে। প্রভু জন্ম লীলা বিজ্ঞে বিস্তারি বর্ণয়ে ॥

তথাহি গীতে বসন্তঃ ॥

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে। জনমিলা গোরাচান্দ শচীর উদরে ॥ ফাল্গুণ পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুণী। শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥ পূর্ণিমার চান্দ যিনি করিল প্রকাশ। দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ ॥ দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার। আপনে করিল সেই অসুর সংহার ॥ শচীর উদরে ভেল গোরা-অবতার। কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার ॥ বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা। গোরা পহুঁ পদ দুই করিয়া ভরসা ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশদিগে উঠিল আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
রূপ কোটি মদন যিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥

অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি॥ শ্রীচ-রণে ধ্বজ বজ্র শোভে। সব অঙ্গ জগ-মন লোভে॥ দূরে গেল সকল আপদ্। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ্॥ শ্রীচৈতন্যনিত্যা-নন্দ জান। বৃন্দাবনদাস গুণ গান॥

পুনর্ব্বসন্তঃ॥

(ফাল্গুণ পূর্ণিমা শুভক্ষণে। পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্র পানে॥ তিলে তিলে কত উঠে চিতে। কনক নবনী ভ্রমে নারে পরশিতে॥) কত না যতনে কোলে করে। পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে॥ জগন্নাথ বিপ্র শিরোমণি। ভাসে সুখ-সমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি॥ কত সাধে চলয়ে ধাইয়া। না ধরে ধৈরয চান্দ মুখ নিরখিয়া॥(লইয়া আপন প্রিয়গণে। করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম পুত্রের কল্যাণে॥ চতুর্দ্দিগে জয় জয় ধ্বনি। সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী॥) সবার অন্তরে বাঢ়ে সুখ। সুরধুনী ধরনী বিসরে সব দুখ॥ দশ দিশ হইল উজ্জ্বল। পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রফুল্ল সকল॥ নরহরি কহিতে কি আর। গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল তাপ অন্ধকার॥

পুনর্ধানশী॥

ফাল্গুণ পূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা, প্রকট গোকুল ইন্দু। নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উথলে আনন্দ সিন্ধু॥ কিবা কৌতুক পরসপরে।(শচীদেবী ভালে, পুত্র লৈয়া কোলে, বিলসে সূতিকা ঘরে॥ ধ্রু॥।

বালকে দেখিতে, ধায় চারি ভিতে, কেহ না ধরয়ে ধৃতি। গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে, অসংখ্য লোকের গতি॥ বালক মাধুরী, দেখি আঁখি ভরি, পাসরে আপন দেহা। নরহরি কয়, শচীর তনয়, প্রকাশে কি নব লেহা॥

পুনঃ কামোদঃ॥

পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌরগোকুল নাহ। করই স্তুতি নতি দেবগণ ঘন ভবনে ভরই উছাহ॥ সুভগ ফাল্গুনপূর্ণিমা নিশি শশী উদয়ে রাহু গরাসি। ঐছে সময়ে প্রকাশ পহু নিজ নাম পহিলে প্রকাশি॥ হোত জয় জয় কার জগভরি ধিরজ ধরত ন কোই। মিশ্র ভবনে প্রবেশি শিশু অবলোকি উনমত হোই॥ বিবিধ মঙ্গল রচই নব নব সব মনোরথ পূর। ভণত নরহরি বিপুলবলী কলি গরবভর ভেল চূর॥

পুনর্বসন্তঃ॥

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি নব শোভিত, শচীগর্ভে প্রকট গৌর বরজ রঞ্জনা। ঝল কত বর বালক তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু, চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জনা॥ পহু প্রকাশ নিরখত, ঘন গণসহ গগণে সুরগণ বরষত, কুসুমালি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী। করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত, লোচনজল ছল কত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী॥ গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ, ধা ধিকি ধিকি তা ধিক্ ধিক্, ধিকট তক ধিমানা॥ নৃত্যত সুর নর্ত্তকীচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়, উঘট তত ক থৈ থৈ

থৈ, তি অই অই অ তেন্নানা ॥) নির্ম্মল দশ দিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর, পিকু কুল কুহু কত বসন্ত, ঋতুপতি সরসায়ত্র। উছলত সুর সরিত বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি, মিশ্র ভবন কৌতুকে নরহরি হিয় উমত্তা অত্র ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

আজু পুনিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশি গরাসি। গৌরচন্দ্র উদয়ে, তবহি, তাপ তম বিনাশি ॥ প্রফুল্লিত সব, ভক্তহৃদয়, ধিরয ন ধরু কোই। সীতাপতি নিয়রে, চলত অতি উনমত হোই ॥ ঘন ঘন হুঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর। বিলসত প্রিয়-গণসহ গ্রহণে সুরধুনী তীর ॥ মঙ্গল কলরব সব নদীয়াপুর ভরি ভেল। কৌতুকে কোই, জানত নাহি, কৈছে রজনী গেল ॥ মিশ্রভবন শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাঢ়ি। আয়ত বহু লোক কৌন, যাত ভবন ছাড়ি ॥ বায়ত মৃদু বাদ্য সব স, বাদক মুদ মাতি। গায়কগণ গান নিপুণ, গায়ত কত ভাঁতি ॥ নর্ত্তক কৃত নৃত্যতাত্তা, থৈ তাথৈ উচারি। নির্ম্মল যশ ভনত ভাট, ভঙ্গি ভর বিথারি॥ যাচক মন তোষি মিশ্র দেত উচিত দান। নিরু-পম নবনী তরঙ্গ, নিরখত ঘনশ্যাম ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ। তোড়িঃ ॥

ভুবন মনচোরা, গোকুলপতি গোরা,-চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে। দেখিয়া পুত্রমুখ, শচীর যত সুখ, তাহাকি কহি-বারে পারে আনে ॥ (নদীয়াপুর-নারী, আইসে সারি সারি,

লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু। সুসজ্জে সুরপ্রিয়া, মানুষে মিশাইয়া, বালকে নিরখিয়া থির নহু॥ শ্রীসীতাদেবী আসি, সূতিকা গৃহে পশি, দেখিয়ে শিশু উলসিত হিয়া। মালিনী আদি সঙ্গে, ভাসয়ে নানা রঙ্গে, করয়ে কত না মঙ্গল ক্রিয়া॥ গোয়ালিনী বা কত, গোয়ালা শত শত, লইয়া দধি আসে চারু সাজে। সবে বিহ্বল চিতে, পুরব সভাবেতে, ছড়ায় দধি আঙ্গিণার মাঝে॥ রচিয়া করতালী, হাসিয়া নাচে ভালি, তা দেখি দেবে গোপবেশ ধরি। নাচয়ে আঙ্গিণাতে, কেবা না নাচে তাতে, সঘন জয় জয় ধ্বনি করি॥ বাজয়ে বাদ্য হেন, কৌতুক নাহি যেন, মিশ্রালয়ে সে নন্দালয় রীতি। নরহরি কি কব, প্রভু-জনমোৎসব, উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি॥

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব জন্ম কথা। নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী লগ্নগণে এথা॥ এথা অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই বিলায়। ব্যাপিল অসংখ্য শিশু এই আঙ্গিণায়॥ এথা দেবগণে দেখে প্রভুর বিলাস। বিবিধ কৌতুকে পূর্ণ হৈল এক মাস॥ এথা বিশ্বম্ভরের শ্রীউত্থান শয়নে। মাতা পিতা নানা চিহ্ন দেখে শ্রীচরণে॥ বালক উত্থান পর্ব্বে নারীগণ এথা। করে যে মঙ্গল কর্ম্ম সে অদ্ভুত কথা॥ এই খানে বিশ্বম্ভর ক্রন্দনের ছলে। অকস্মাৎ হরিবোল বোলায় সকলে॥ কি বলিব বাল্যাবেশে অদ্ভুত প্রকাশ। বিশ্বম্ভর বয়স হইল চারি মাস॥ এই ঘরে আই বিশ্বম্ভরে শোয়াইয়া। গেলেন কোথাও একা বালকে রাখিয়া॥ অদ্ভুত বালক ক্রিয়া কেহ না বুঝয়। ঘরে নানা

সামগ্রীর করে অপচয় ॥ আসিয়া দেখয়ে পুত্র আছয়ে শয়নে। কে কৈলে এ কর্ম্ম বলি চিন্তে মনে মনে ॥ ছয়মাসে এথা অন্ন প্রাশন সময়। হৈল নামকরণ কৌতুক অতিশয় ॥ শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর নাম লোকরীতে। পুন নাম হৈল বহু বিদিত জগতে ॥ অন্নপ্রাশনের যে বিধান লোকে গায়। হইল সে সব মহানন্দ নদীয়ায় ॥

গীতে কামোদঃ ॥

নদীয়ার নারী পুরুষ, সুকৃতি মানি, মনে মহানন্দিত হৈয়া। নিমাইর অন্নপ্রাশনে, সকলে আইসেন নানা সামগ্রী লৈয়া ॥ শচীসুত শোভা, দেখে আঁখি ভরি, নীলাম্বর ভাগ্যবন্তের কোলে। নব নব আভরণময়, কটিতটে পট্ট ধটি, অঞ্চল দোলে ॥ হেম সরসিজ জিনি, তনুখানি মুখে, কি উপমা চান্দের ঘটা। মিষ্ট অন্ন কণিকা, গ্রহণে কিবা অদ্ভুত, মৃদু হাসির ছটা ॥ এ হেন উৎসাহে, কেবা ধরে ধৃতি, কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে। সবে শচী জগন্নাথে, প্রশংসয়ে নরহরি হিয়া উথলে সুখে ॥

কি বলিব শচীদেবী রহি এই খানে। পাইলা আনন্দ সর্ব্বজনের সম্মানে ॥ এথা আই পুত্রে শোয়াইয়া মহাসুখে। পাড়িয়া কাজল স্নিগ্ধহেতু দেন আঁখে ॥ এথা বৈসে আই চতুর্দ্দিকে নারীগণ। নিমাইরে করি কোলে পিয়ায়েন স্তন ॥ এথা আই নিমাইচান্দেরে নিন্দাইতে। গায় সুমধুর স্বরে যেবা

লয় চিতে ॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা শচীঠাকুরাণী। বালকে লালয় যত কহিতে না জানি ॥ জানু চঙ্ক্রমণ প্রভু করে এ অঙ্গনে। সে অদ্ভুত শোভা সুখে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥

গীতে যথা ॥

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা। হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা ॥ লালে ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর। পাকা বিম্বফল যিনি সুরঙ্গ অধর ॥ অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহু যুগলে। চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥ সোনার সিকলি শিরে পাটের থোপনা। বাসুদেব ঘোষে কহে নিছনি আপনা ॥

পুনঃ রাগ তুড়ি ॥

জগন্নাথমিশ্র মহাসুখে। পুত্রে কোলে করি চুম্ব দেই চান্দমুখে ॥ শিরে কেশ ভূষণ সাজায়। আঁগুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায় ॥ নিমাই বাপের কোলে হৈতে। ভঙ্গি করি নাময়ে অঙ্গণে বেড়াইতে ॥ হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গণে। সোনার নূপুর বাজে সুচারু চরণে ॥ চলিতে হেরই উলটিয়া। চলনমাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া ॥ সম্মুখে আসিয়া কহে মায়। কোলে চড় সিয়া বাপ ধুলা লাগে গায় ॥ জননীর হাতে হাত দিয়া। কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া ॥ দুগ্ধবিন্দু সম দন্তদ্যুতি। হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি ॥ দুটি আঁখে যার পানে চায়। তারে নিরন্তর সুখ সমুদ্রে ভাসায় ॥ জননীর কোলে ভাল শোহে। নরহরি নিছনি ভুবনমন মোহে ॥

(এথা পুত্রে লৈয়া কোলে জিজ্ঞাসয়ে আই। নেত্র নাসা মুখ কেবা বলহ নিমাই॥ শুনিয়া মায়ের কথা বাঢ়ে মহাসুখ। দেখান অঙ্গুলি দিয়া নেত্র নাসা মুখ॥) জানু চঙ্ক্রমণে এথা সর্পে সুখ দিলা। সর্পের কুণ্ডলি পরি শয়ন করিলা॥ তাহা দেখি ভয়ে সবে করে হায় হায়। এ হেতু অনন্তদেব এই পথে যায়॥ এথা বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরে কোলে লৈয়া। ঝাড়য়ে অঙ্গের ধূলা না জানি কি কৈয়া॥ জানু-চঙ্ক্রমণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়। হরয়ে সবার দুঃখ শোভা অতিশয়॥ ওহে শ্রীনিবাস শ্রীচরণ চঙ্ক্রমণে। পরম কৌতুক এই অপূর্ব্ব অঙ্গণে॥ সুচারু চরণস্পর্শে মহীতাপ ক্ষয়। অঙ্গের কিরণে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে॥

ততঃ কালেন শোণাভ্যাং পাদাভ্যামমিতদ্যুতিঃ।
অটন্ বিরহজং তাপং মেদিন্যাঃ সংজহার সঃ॥

এ অঙ্গণপ্রদেশের মর্ম্ম কেবা জানে। পাদচঙ্ক্রমণের আরম্ভ এই খানে॥

গীতে তোড়ি রাগঃ॥

(শচীঠাকুরাণী চারু ছান্দে। হাঁটন শিখায় গোরাচান্দে॥ মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া। ধরো মোর অঙ্গুলী আসিয়া॥) শুনি সুখে নদীয়ার শশী। মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি॥ (ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়। দুই চারি পদ চলি যায়॥ ছাড়িয়া অঙ্গুলি

পড়ে ভূমে। শচী কোলে লৈয়া মুখচুমে॥ কোলে চড়ি চরণ দোলায়। বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা-পায়॥ আঙ্গুলে কচালি স্তন পিয়ে। নাহি যে উপমা তায় দিয়ে॥ চারি দিগে চায় ভঙ্গি করি। তাহাতে নিছনি নরহরি॥

স্ব-ইচ্ছায় বিশ্বম্ভর বাড়ে দিনে দিনে। পরম কৌতুকে একা ভ্রমে এ অঙ্গণে॥ নবদ্বীপনিবাসী স্ত্রীগণ মহানন্দে। প্রভাতে আসিয়া এথা দেখে গৌরচন্দ্রে॥

গীতে রাগ বিভাসঃ॥

নদীয়ার অতি, পুণ্যবতী পতি-ব্রতাগণের কি মনের গতি। নিজ পুত্রে মন, নাহি অনুখন, ভণে শচীসুত চরিত রীতি॥ নিশিশেষ দেখি, শয়ন উপেখি, তিল আধ নাহি ধৈরয বাঁধে। নানা দ্রব্যে থারি, ভরি সারি সারি, লৈয়া চলে দিতে নদীয়া-চাঁদে॥ শচীর গৃহেতে, প্রবেশিতে চিতে, উথলয়ে কত কৌতুকসিন্ধু। দেখয়ে সকলে, জননীর কোলে, খেলে বসি গোরা গোকুল-ইন্দু॥ জুড়ায় নয়ন, নারীগণ প্রাণ, পা'য়া কোলে করি পাসরে দেহা॥ কহে নরহরি, আহা মরি মরি, কে বা সিরজিল এহেন লেহা॥

এই খানে নিমাইর অদ্ভুত নর্ত্তন। করতালি দিয়া নাচায়েন নারীগণ॥

গীতে রাগ তোড়ী॥

নাচো আরে বাপ বিশ্বম্ভর। করভরি খা'তে দিব ক্ষীর

ননী সয় ॥ পতিব্রতাগণ চারি পাশে। কহে কত নিমাই-চান্দেরে মৃদু ভাষে ॥ হরি হরি বোল বুলি। সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি ॥ চাহি গোরা জননীর পানে। হরি বোল বুলি নাচে বিবিধ বন্ধানে ॥ কিবা চান্দমুখে মৃদু হাসি। ভুলায় ভুবন চালে সুধা রাশি রাশি ॥ নয়ন চাহনি চারু ছান্দে। ভুজের ভঙ্গিমা দেখি কেবা থির বাঁধে ॥ কি মধুর মধুর কিরণে। ঝলকে অঙ্গণ হেম-অঙ্গের কিরণে ॥ কিঙ্কিণী নূপুর বাজে ভালে। নরহরি নিছনি চরণ তল তালে ॥

এথাই জননী স্নেহে বিহ্বল হইয়া। কহে কত নিমাই-চান্দের মুখ চা'য়া ॥

গীতে ধানশী ॥

আরে মোর সোনার নিমাই। আপনার ঘর ছাড়ি, না যাবে পরের বাড়ি, বসিয়া খেলাবে এই ঠাঁই ॥ ধ্রু ॥

শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাঁথে, এথাই রাখিবে তা সবারে। যখন যে চাও তুমি, তাহা আনি দিব আমি, কিসের অভাব মোর ঘরে ॥ যদি কেহো কিছু কয়, তারে দেখাইহ ভয়, বাপের নিষেধ জানাইয়া। চঞ্চল বালক মেলে, বাড়ির বাহির গেলে, মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া ॥ তিলেক আঁখের আড়ে, পরাণ না রহে ধড়ে, নরহরি জানে মোর দুখ। মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি খেলা কর, সদা যেন দেখি চান্দ মুখ ॥

এই খানে বিশ্বম্ভর ধূলা মাখে গায়। তা দেখি জননী হাসি করে হায় হায়॥ এথা মায়ে কিছু কহিবেন এ কারণ। সন্দেশাদি ত্যাগি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ॥ এক দিন এই ঘরে শচী জগন্মাতা। (পুত্রে নিদাইতে কহে পৌরাণিক কথা॥) প্রতিবাক্যে বিশ্বম্ভর রচয়ে হুঙ্কার। পরম আনন্দে মাতা কহে অনিবার॥ ওহে বাপ বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ মথুরায়। কংসে বধিবারে গেলা কংসের সভায়॥ কতক্ষণ মল্লযুদ্ধ করি কংসাসুরে। মঞ্চ হৈতে ভূমে পাড়ি বধিলা কংসেরে॥ শুনি প্রভু ক্রোধাবেশে কহে বার বার। আর যে আছয়ে তারে করিমু সংহার॥ আর এক দিন প্রভু শুতিয়া এ ঘরে। স্বপ্নে সম্বোধয়ে শিব ব্রহ্মাদি দেবেরে॥ ওহে শিব ব্রহ্মা চিন্তা না করিহ মনে। জীব উদ্ধারিয়া মাতাইব সঙ্কীর্ত্তনে॥ ঐছে নানা স্বপ্নে কথা কহে বিশ্বম্ভর। শুনি থুথুৎকারে মাতা শঙ্কাতি অন্তর॥ ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর বাল্যাবেশে। কহিতে না জানি কিছু যেরঙ্গ প্রকাশে॥ বিশ্বম্ভরে লৈয়া এই ঘরে ছিলা আই। অকস্মাৎ মহাভীড় হৈল এই ঠাঁই॥ চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণে। দেখি শচী মায়ের হইল ভয় মনে॥ এইঘরে জগন্নাথমিশ্র ছিলা শু'য়া। পিতার নিকটে পুত্রে দিল পাঠাইয়া॥ অকস্মাৎ শুনে নূপুরের শব্দ হয়। বিস্মিত হইয়া পিতা মাতা কত কয়॥ রজনী প্রভাতে পিতা মাতা সশঙ্কিত। করিল মঙ্গল কর্ম্ম যে হয় বিহিত॥ এথা শিশুগণমধ্যে নাচে বিশ্বম্ভর। সে শোভা দেখিয়া কত কহে পরস্পর॥

গীতে রাগঃ কামোদঃ ॥

কিএ হাম পেখলু কনক পুতলিয়া। শচীর অঙ্গণে নাচে ধুলি ধুষরিয়া ॥ চৌদিগে বিগম্বর বালক বেঢ়িয়া। তার মাঝে নাচে গোরা হরি হরি বলিয়া ॥ উজ্জ্বল কমলপদ ধায় দ্বিজ-মণিয়া। জননী শুনয়ে ভাল নূপুরের ধনিয়া ॥ কহে বাসুদেব-ঘোষ শিশু রস জানিয়া। ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥

ওহে শ্রীনিবাস এ অঙ্গণে বিশ্বম্ভর। নাচে নানা রঙ্গে সে কৌতুক মনোহর ॥

গীতে বিভাষঃ ॥

শচীর অঙ্গণে নাচে বিশ্বম্ভররায়। হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥ বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলু। শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলু ॥ মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে। নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে ॥ বাসুদেব ঘোষে কহে অপ-রূপ শোভা। শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥

পুনঃ। রাগ ভাট্যালি ॥

নাচে গোরা শচীর দুলালিয়া। চৌদিগে বালক মেলি, দেই তারা করতালি, হরি বোল হরি বোল বলিয়া ॥ ধ্রু ॥

সুরঙ্গ চতুনা মাথে, গলায় সোনার কাঁটি। সাধ করে পরা'য়াছে মায় ধড়া গাছি আঁটি ॥ সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু। ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু ॥ রজত কাঞ্চন নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে। রাতা-উতপল * চরণযুগল

* রাতা উতপল—রক্তপদ্ম ॥

তুলিতে নূপুর বাজে ॥ শচীর অঙ্গণে নাচয়ে সঘনে বোলে আধ আধ বাণী। বাসুদেবঘোষে বোলে, ধর ধর কর কোলে, গোরা যেন পরাণের পরাণি ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা। রূপে করয়ে ভুবন আলা ॥ জিনি হেম সরসিজ তনু। ধূলীধূষর পরাগ জনু ॥ বেশ ভূষণ শোভয়ে ভালী। হরি বলি দেই করতালী ॥ মৃদু হাসয়ে মধুর ছাঁছে। তাহে কেবা বা ধৈরয বাঁধে ॥ চারিদিগে কি কৌতুকে চায়। কর ভরি সর দেই মায় ॥ ভঙ্গি করি ঘন ঘন ঘুমে। ধটি অঞ্চল লোটায় ভূমে ॥ কটি কিঙ্কিণী সুচারু ছটা। তায় ঝিনিনি শবদ ঘটা ॥ বাজে ঝনুনু নূপুর পায়। নরহরি সে নিছনি তায় ॥

কি বলিব এই খানে শচীর নন্দন। মায়ের অঞ্চল ধরি করয়ে ভ্রমণ ॥ বাড়ির বাহিরে প্রভু খেলাইতে যায়। কি শুচি অশুচি স্থান সর্ব্বত্র বেড়ায় ॥ (এই খানে দাড়াইয়া কহে শচী আই। না যাহ অশুচি স্থানে অবুধ নিমাই ॥ মায়ের কথায় যে কহিল বিশ্বম্ভর। তাহা শুনিতেই হৈল বিস্ময় অন্তর ॥ খেলায় মর্কটখেলা ঐ গঙ্গাতীরে। ডাকয়ে জননী এথা রহি উচ্চৈঃস্বরে ॥ অলক্ষিত আসি এই ঘরে সামাইয়া। ক্রোধা-বেশে নানা দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া ॥ নিমাইরে কোলে করি

শচীদেবী এথা। কহে কত নিমাই না মানে তাঁর কথা॥ কোলে হৈতে নামি প্রভু পলাইয়া যায়। হাতেছড়ী করি আই পাছে পাছে ধায়॥ চতুর্দ্দিকে দেখে লোক কহে বার বার। যশোদার প্রায় শ্রীশচীর ব্যবহার॥ এথা বর্জ্জ্য মৃত্তিকা হাড়ির আসনেতে। বৈসে বিশ্বম্ভর মসিচিহ্ন সর্ব্বাঙ্গেতে॥ জননী কহয়ে শুচি অশুচি না জান। স্নান করসিয়া শীঘ্র মোর কথা মান॥ শুনি কত কহে ক্রোধে উল্লাস অন্তরে। ইষ্টকা লইয়া ত্রাস দেখান মায়েরে॥ এথা নারীগণ মধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন আই। তাহে নারীকেল ফল আনিল নিমাই॥ কুক্কুর শাবক লৈয়া এথাই খেলায়। তাহারে রাখয়ে এই ঘরের পিড়ায়॥ সে শাবকে আই ছলে দিলেন ছাড়িয়া। এথা গালি পাড়ে মায় নিমাই কান্দিয়া॥ জগতজননী শচীদেবী এই খানে। প্রবোধে বালকে যৈছে কেবা তাহা জানে॥ এথা আই সাজাইয়া নানা উপহার। বটবৃক্ষতলে চলে ষষ্ঠী পূজিবার॥ এথা বিশ্বম্ভর মগ্ন ছিলেন খেলায়। না মানি নিষেধ ষষ্ঠীপূজাদ্রব্য খায়॥ এথা আই ধরি বৃদ্ধ নারীর চরণে। নিমাইর মঙ্গল প্রার্থয়ে জনে জনে॥ এথা নারীগণ নিমাইরে কোলে করি। শিখায়েন যত তাহা করিতে না পারি॥ ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর ইচ্ছাময়। দুই চোরে যত কৃপা কহিল না হয়॥ বিশ্বম্ভর অঙ্গে দেখি নানা আভরণ। লইতে করয়ে যুক্তি এথা দুই জন॥ জগৎ ভুলায় যে তাহারে ভুলাইয়া। লৈয়া গেলা চোরভ্রমে ভ্রমিলা

নদীয়া ॥ এথা স্কন্ধ হৈতে নামাইয়া সাবহিত। পলাইলা চোর এ কৌতুক অলক্ষিত ॥ নিমাইসুন্দর চঞ্চলের শিরো-মণি। যবে যে করয়ে তাহা কহিতে কি জানি ॥ যার তার ঘরে গিয়া বালকে কান্দায়। দধি দুগ্ধ ভাণ্ড সব ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ এথা হর্ষে আসি তাঁরা দেন ওলাহন। ব্রজে যৈছে যশোদায় কহে গোপীগণ ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই নদীয়া নগরে। অতিথের সেবা অতিশয় মিশ্র-ঘরে। কিবা বিপ্র কি সন্ন্যাসী কেহো কেনে নয়। সবারে আদরে মহা উল্লাস হৃদয় ॥ এক দিন আইলা এক * তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। অতি দিব্য তেজ শুদ্ধা-চার সর্ব্বোত্তম ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কেহো লিখিতে না পারে। উপসনা শ্রীগোপালমন্ত্র ষড়ক্ষরে ॥ কণ্ঠভূষা শ্রীবালগোপাল শালগ্রাম। নিরন্তর বদনে জপয়ে কৃষ্ণনাম ॥ তাঁরে দেখি মিশ্র মহা আনন্দ-অন্তরে। বিহিত বিধানে বাসা দিলা এই ঘরে ॥ এথা অকস্মাৎ বিপ্র বিশ্বম্ভরে দেখি। কাহার বালক বলি না ফিরায় আঁখি ॥ এ হেন বালক না দেখিনু কুন খানে। হইয়া অধৈর্য্য বিপ্র কহে মনে মনে ॥ বিপ্র-পানে চাহি প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। শিশুসহ বাড়ির বাহিরে খেলে গিয়া ॥ বিপ্র মহাধীর কিছু না কহে কাহারে। দেখিয়া মিশ্রের চেষ্টা উল্লাস অন্তরে ॥ মিশ্র মহাযত্নে বিপ্রে পাক করাইল। প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণেই পাক সাঙ্গ হৈল ॥ কৃষ্ণে ভোগ দিতে ধ্যানে বৈসে বিপ্রবর। আইলা শোভাময় অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর ॥ মহা-

* তৈর্থিক—তীর্থবাসী।

হর্ষে হাসি এক গ্রাস অন্ন খায়! দেখি ভাগ্যবন্ত বিপ্র করে হায় হায়॥ মিশ্র মহাক্রোধে পুত্রে চাহয়ে মারিতে। কহি কত বিপ্র ধরিলেন মিশ্র হাতে॥ মিশ্রের কথায় পুনঃ করিলা রন্ধন। পুন ঐছে বিশ্বম্ভর করিল ভক্ষণ॥ পুনঃ বিশ্বরূপের বিনয়ে বিপ্রবর। পাক কৈল পুন ঐছে ভুঞ্জে বিশ্বম্ভর॥ ভকত বৎসল প্রভু ভুঞ্জি বারত্রয়। শেষে অনুগ্রহ যৈছে কহি সাধ্য নয়॥ হইল অনেক রাত্রি প্রভুর ইচ্ছাতে। সবে নিদ্রাগত যে যে ছিলেন এথাতে॥ ভুবনমোহন বিশ্বম্ভর দয়াময়। সুমধুর বাক্যে বিপ্র প্রতি কত কয়॥ ভক্তাধীন প্রভু এই রন্ধনের ঘরে। দেখি বিপ্র আশ্চর্য্য দেখান বিশ্বম্ভরে॥ অষ্টভুজ শঙ্খ-চক্রাদিক চতুষ্টয়ে। দ্বয়ে ভুঞ্জে নবনী, বায়য়ে বংশীদ্বয়ে॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রত্নভূষণে ভূষিত। নেত্রের ভঙ্গিতে করে জগৎ মোহিত॥ দেখে বিপ্র যমুনাপুলিন বৃন্দাবন। চতুর্দ্দিকে শোভয়ে গো গোপ গোপীগণ॥ দেখি বিপ্র আনন্দে পড়িয়া মহীতলে। ধুইলেন প্রভু-পাদপদ্ম নেত্রজলে॥ করুণাসমুদ্র প্রভু শচীরনন্দন। জানাই নদীয়াক্রীড়া কৈল আলিঙ্গন॥ অন্যে এ সকল প্রকাশিতে নিষেধিল। প্রভুব্যক্ত হইলে এ সব ব্যক্ত হৈল॥ আচ্ছন্নরূপেতে বিপ্র রহি নদীয়ায়। দেখে প্রভুলীলা যাহা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়॥ এই খানে এক দিন মিশ্রের তনয়। করয়ে ক্রন্দন তাহে বিদরে হৃদয়॥ জগদীশহিরণ্য শ্রীএকাদশী দিনে। বিষ্ণুলাগি কৈল নানা সামগ্রী যতনে॥ তাহাই খাইতে আগে চায় বিশ্বম্ভর। শুনিলেন জগদীশহিরণ্য বিপ্রবর॥

বিষ্ণুর নৈবেদ্য না হইভে আনি দিল। তাহা এথা ভুঞ্জিয়া ক্রন্দন সম্বরিল ॥ জগদীশহিরণ্যের ওই বাড়ি হয়। জগন্নাথ-মিশ্র সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় ॥ কি কব নিমাইর বাল্য চেষ্টা নিরুপম। যখন যে চায় তাহা না দিলে বিষম ॥ এথা রহি নিমাই আকাশ-পানে চায়। চাঁদ ধরি দেহ মোরে কহে শচী-মায় ॥ উড়ে পক্ষী দেখি এথা শচীর নন্দন। ধরি দেহ মোরে কহি, করয়ে ক্রন্দন ॥ বালিকা সকল মিলি আসিয়া এথায়। নিমাইর উপদ্রপ কহে শচীমায় ॥ এথাই আসিয়া পুণ্যবন্ত বিপ্র সব। মিশ্রে কহে নিমাই-চান্দের উপদ্রব ॥ এথা রহি বিশ্বম্ভর প্রতি কহি আই। বিশ্বরূপে ডাকিয়া আনহ শীঘ্র যাই ॥ বিশ্বরূপ আছেন শ্রীঅদ্বৈত সভায়। তাঁরে কহে ভোজনে চলহ ডাকে মায় ॥ অগ্রজের বস্ত্রাঞ্চল ধরি বিশ্বম্ভর। মোহিয়া সবার চিত্ত আইলেন ঘর ॥ স্নান সংস্কারি মুই দিনু সেই ক্ষণে। এই খানে দুই ভাই বসিলা ভোজনে ॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস কহিতে কি আর। সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ এই খানে শচী মিশ্র পুত্রেরে বুঝায়। যে কার্য্য করিলা বাপ ইহা না জুয়ায় ॥ ঋষিসম শ্রীমুরারিগুপ্ত নদীয়াতে। সভেই সমীহা তারে করে সর্ব্ব মতে ॥ ভোজ-নের কালে তার ভোজন থালিতে। লম্বা কেলা ইথে কেবা নানিন্দে জগতে ॥ তেহোঁ বিজ্ঞ তেঞি দোষ নানিল তোমার। কোথাও এমন কার্য্য না করিহ আর ॥ বিদ্যারম্ভসময়ে শ্রীমিশ্র এই খানে। পুত্র-হাথে খড়ি দিলা অতি শুভক্ষণে ॥ ক, খ, গ,

ঘ, দেখিয়া কহয়ে লেখ বাপ। হাটু পাড়ি লেখে তা দেখিলে ঘুচে তাপ॥ দেখিয়া নিমাঞি চান্দ ক, খ, গ, ঘ, বোলে। তাহা শুনি মিশ্র হিয়া আনন্দে উথলে॥ বিদ্যারসে মগ্ন প্রভু পৌগণ্ড বয়সে। লেখিতে না পাইলেই চাঞ্চল্য প্রকাশে॥ যবে যে লিখয়ে তাহা বাড়ে দিনে দিনে। বিশ্বম্ভরে সবে প্রশংসয়ে এই খানে॥ এথা জগন্নাথমিশ্র মহাহর্ষ চিতে। হইলা চেষ্টিত বিশ্বম্ভরে পড়াইতে॥ খুলিয়া পুস্তক পাঠ দিলা এই খানে। বিশ্বম্ভর মগ্ন হইলেন অধ্যয়নে॥ (এই খানে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়। একাদশী করিতে কহেন শচীমায়॥ পুত্রের বচনে হর্ষ হৈয়া যত্ন করি। করেন শ্রীএকাদশীব্রত সর্ব্বোপরি॥ এথা জগন্নাথমিশ্র হর্ষ অতিশয়। বিশ্বরূপে বিবাহ দিবেন বিচারয়॥) বিশ্বরূপ সকল অনিত্য বিচারিয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল কৃষ্ণের লাগিয়া॥ শ্রীশঙ্করারণ্য নাম হইল বিদিত। তীর্থ পর্য্যটনে চলে যৈছে পূর্ব্বরীত॥ বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের অংশ হয়। বয়স্ ষোড়শ বর্ষ সৌন্দর্য্যাতিশয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে॥

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে বৈদ্যো হৃদ্যাং কথাং শুভাং।
বলদেবাংশকস্যাপি বিশ্বরূপস্য পাবনীং॥

শ্রীমচ্ছ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽতিশুদ্ধঃ
প্রাপাচার্য্যত্বমাত্মশ্রবণমননতাসক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদাসৌ নরহরিচরণাসক্তচিত্তোঽতিহৃষ্টঃ
শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্ বেদবেত্তা রসজ্ঞঃ॥

এথা বিশ্বম্ভর কান্দে ধূলায় লোটায়। অগ্রজবিচ্ছেদে অতি ব্যাকুল হিয়ায়॥ এথা শচী জগন্নাথমিশ্র দোঁহে কান্দে। দোঁহার ক্রন্দনে কেহ স্থির নাহি বান্ধে॥ কোথা বিশ্বরূপ বলি ডাকে বার বার। কেবা না ঝুরয়ে গুণে লোক নদীয়ার॥ হইল ক্রন্দনময় মিশ্রের ভবন। সে সব ভাবিতে দুঃখে দগ্ধয়ে জীবন॥ শচী জগন্নাথে সবে প্রবোধে এথায়। হইলেন স্থির বিশ্বম্ভরের ইচ্ছায়॥ এক দিন এথা পিতা মাতা প্রতি কয়। বিশরূপসন্ন্যাসে মঙ্গল অতিশয়॥ পিতৃকুল মাতৃকুল তেঁহো উদ্ধারিব। আমি তোমা দোঁহাকার সেবন করিব॥ শুনি পুত্র-বাক্য দোঁহে অতিহর্ষ হৈলা। কোলেতে লইয়া মুখচন্দ্রমা চুম্বিলা॥ ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে। ঘুচয়ে চাঞ্চল্য কিছু দিবসে দিবসে॥ এথা শচী প্রতি কহে মিশ্র পুরন্দর। চূড়াকর্ম্ম যোগ্য হইলেন বিশ্বম্ভর॥ এত কহি দোঁহে বেদ-বিহিত বিধানে। করিল পুত্রের চূড়াকর্ম্ম এই খানে॥

গীতে ধানশী॥

আজু কি আনন্দময়, লোকগতি অতিশয়, শোভাময় শচীর ভবনে। সবার পরাণ জুড়া, নিমাইচান্দের চূড়া,-কর্ম্ম কি অপূর্ব্ব শুভক্ষণে॥ দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে, সাজাইয়া বিশ্বম্ভরে, বসাইয়া দিব্যাসন পরি। যে বেদবিহিত আর, লোকরীতি যে প্রকার, তাহা মিশ্র করে যত্ন করি॥ আসিয়া নাপিত আর্য্য, সাধয়ে সে নিজ কার্য্য, কর্ণমূলে পীতসূত্র দিতে। নারীগণ যজকারে, কে না জয়ধ্বনি করে, ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে॥

বিপ্রে করে বেদপাঠ, বর্ণয়ে কবিত্ব ভাট, বাদক বিবিধ বাদ্য বায়। নাচয়ে নর্ত্তক যত, নরহরি কহে কত, গায়কে নির্ম্মল যশ গায়॥

চিদানন্দময় প্রভু লোকবৎ লীলা। কর্ণবেধ না করিতে ছিদ্র সে দেখিলা॥ নাপিত দেখিয়া মনে পাইল বিস্ময়। প্রভু ইচ্ছামতে কারে কিছু নাহি কয়॥ শ্রীজীব সন্দর্ভে যেই সব বিচারিল। নরহরি আজ্ঞা পাঁ'য়া আনন্দ করিল॥

পুনশ্চ রাগ বেলাবলী॥

আজু নিরুপম গৌরচন্দ্রচূড়া বেদবিহিত মঙ্গল লোকভীড় ভবনে। শ্রীনবদ্বীপ বধূবৃন্দ রীতি অতুল উলু লু লু লু লু লু দেত কি উলাস শ্রবণে॥ ভূসুর সমাজ ভ্রাজত ভূরি ভঙ্গি বেদ-ধ্বনি সুমধুর হৃদি মোদ ভরঈ। সূত মাগধ বন্দী রচই নব চরিতচয় শ্রবণপথ গত জগত চিত্ত হরঈ॥ বাদক মৃদঙ্গাদি বাদ্য প্রভেদ ভনি ধা ধা ধিলঙ্গ ধিকি তক ধিন্নিনা। গায়ত সুছন্দ গুণিগণ নটত নট্ট উঘটত তত্ত থৈ থৈ তি অই তিন্নিনা॥ পুলক কুল বলিত উৎসাহময় মিশ্রবর বিতরি বহু দ্রব্য যাচক সকলে তোষঈ। নরহরি কি ভণব শোভা ভূরি নিরখি সুরগণ মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষঈ॥

দেখ শ্রীনিবাস বাড়ি বাহিরে এথাই। বয়স্যবেষ্টিত হৈয়া খেলয়ে নিমাই॥ (ওই পথে নারীগণ বিহ্বল হইয়া। নিমাই-চান্দের শোভা দেখে দাঁড়াইয়া॥) এক দিন এই খানে মিশ্র-মহাশয়। বিশ্বম্ভরে বাৎসল্য প্রকাশে অতিশয়॥ কিছু দিনে

জগন্নাথমিশ্র এই খানে। পুত্রে যজ্ঞসূত্র দিব বিচারয়ে মনে ॥ করিল দিবস স্থির আনি বন্ধুগণ। মহানন্দে পূর্ণ হৈল মিশ্রের ভবন ॥ যজ্ঞসূত্র সময়ে কৌতুক নাই অন্ত। বিবিধপ্রকারে তা বর্ণয়ে ভাগ্যবন্ত ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

কি আনন্দ নদীয়া নগরে। শ্রীশচীদেবীর পুত্র, ধরিবেন যজ্ঞসূত্র, এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥ স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া কে বা না চলয়ে ধা'য়া নানা দ্রব্য লৈয়া মিশ্রালয়ে। নিরুপম মিশ্রালয়,লোকভীড় অতিশয়,.সে শোভায় কে বা না ভুলয়ে ॥ মিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া, করে বেদমত ক্রিয়া, যজ্ঞসূত্র দেই গোরা-চান্দে। গৌরমূর্ত্তি মনোহর, পরিধেয় রক্তাম্বর, হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কান্ধে ॥ প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে, দেখি দেবনারী সঙ্গে, মানুষে মিশায় ভিক্ষা দিতে। প্রভু প্রিয়গণ যারা, কত না কৌতুকে তারা, ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে। মঙ্গলবিধান যত কে তাহা কহিবে কত, কিবা স্ত্রীগণের যজকার। বিপ্রে বেদ-ধ্বনি করে, শুনি কে ধৈরয ধরে, ভাটগণে পড়ে কায়বার ॥ জয় জয় কলরব, ব্যাপিল সে দিশা সব, নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাঁতি। দাস নরহরি ভণে, যাচক উচিত দানে, ভণয়ে সুযশ সুখে মাতি ॥

পূর্ব্বধানশী ॥

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে। বাজে বাদ্য মঙ্গল বিধানে ॥

নারীগণে দেই যজকার। ভাটগণে পঢ়ে কায়বার * ॥ শুভ-ক্ষণে শচীর নন্দন। যজ্ঞসূত্র করয়ে ধারণ ॥ ধ্রু ॥

যজ্ঞসূত্র উপমা কি আনে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আপনে ॥ কেশহীন-মস্তক-মাধুরী। কার বা না করে চিত চুরি ॥ রক্ত বাস পরিধেয় ভালো। রূপে দশ দিশা করে আলো ॥ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণসমাজ। তার মাঝে গোরা দ্বিজরাজ ॥ হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কান্ধে। তা দেখি ধৈরয কে বা বান্ধে ॥ বামন আবেশ বেশ শোহে ॥ ভঙ্গিতে ভুবনমন মোহে ॥ হাসি মৃদু সুমধুর ভাষে। ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে ॥ সবে চাহে প্রাণ ভিক্ষা দিতে। যে দেই তাহা না ভায় চিতে ॥ দেবনারী মানুষে মিশাই। ভিক্ষা দেন চান্দমুখ চাই ॥ কেবা বা না নিছয়ে জীবন। জয় ধ্বনি করে সর্ব্বজন ॥ ভনে ঘনশ্যাম মিশ্রালয়ে। সুখের সমুদ্র উথলয়ে ॥

গৌরসুন্দর পরম শুভখনে ধরল যজ্ঞোপবীত ।(বেদবিহিত ক্রিয়া নিপুণ শচী মিশ্র নিরুপম রীত ॥ বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধূ উলু লু লু লু লু লু দেত। ভাটগণ ভন সুযশ শুভ শোভা সুদিঠি ভরি লেত ॥) গান করু নবতাল গুণি মুরুজাদি বায়ত সুরঙ্গ। নৃত্যকৃত নর্ত্তক উথটি ঘন ধা ধি ধিকট ধিলঙ্গ ॥ দেবগণ মন মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাস। ভুবন ভরি জয় জয় জয় ধ্বনি নিছনি নরহরিদাস ॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা বিশ্বম্ভর রায়। পড়িবার লাগি অতি উদ্বিগ্ন হিয়ায় ॥ বুঝিয়া

* কায়বার—কীর্ত্তিবার্ত্তা, পূর্ব্বপুরুষের যশোগান ॥

পুত্রের চেষ্টা মিশ্র পুরন্দর। লৈয়া গেলা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর ॥ গঙ্গাদাসে করিলেন পুত্র সমর্পণ। গঙ্গাদাস যত্নে পড়া-য়েন ব্যাকরণ ॥ দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈলা চমৎকার। তাহা দেখি কেবা না প্রশংসে নদীয়ার ॥ একদিন এইখানে প্রভু গৌরচন্দ্র। তাম্বূল ভক্ষণ করি হাসে মন্দ মন্দ ॥ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাপন্ন এথাই হইলা। মাতা পিতা যত্নেতে চেতন করা-ইলা ॥ স্থির হৈয়া প্রভু মাতা পিতা সম্ভোষিল। বিশ্বরূপ প্রসঙ্গাদি অনেক করিল ॥ এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। স্বপ্নে দেখে সন্ন্যাস করিলা বিশ্বম্ভর ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈলে প্রাতে ব্যাকুল হইয়া। করয়ে প্রার্থনা কত দেবে সম্বো-ধিয়া ॥ রজনী প্রভাতে কহে শ্রীশচীদেবীরে। বুঝি বা নিমাই মোর না থাকয়ে ঘরে ॥ (জগন্নাথমিশ্রে এথা কহে শচী আই। নিমাই রহিব ঘরে কুন চিন্তা নাই ॥ পঢ়া বিনা নিমাইরে কিছু নাই ভায়। হইবেন যোগ্য মাতা পিতার সেবায় ॥ অনেক প্রকারে কহিলেন শচীমাতা ।) তথাপি না ভুলয়ে দারুণ স্বপ্ন কথা ॥ এক দিন এথা বসি মিশ্র পুরন্দর। মনে মনে কহে পুত্র ছাড়িবেন ঘর ॥ এত কহি অধৈর্য্য ছাড়য়ে দীর্ঘশ্বাস। অকস্মাৎ দেহে জ্বর হইল প্রকাশ ॥ কি কহিব মিশ্র অদর্শন যেন মতে। বিদরয়ে হৃদয় সে সব সোঙরিতে ॥ এথা ভূমে পড়ি শচী শচীর তনয়। করয়ে ক্রন্দন যাতে জগত কাঁদায় ॥ প্রভুর ইচ্ছায়ে নবদ্বীপবাসিগণ। দোঁহে স্থির করি স্থির হৈলা

সর্ব্বজন ॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর এথা। মায়ে প্রবোধিল কহি সুমধুর কথা ॥ কি বলিব জননীর স্নেহ যে প্রকার। বিশ্বম্ভর বিনে কিছু না জানয়ে আর॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের অন্তর। করয়ে যে লীলা ব্রহ্মাদির অগোচর॥ এক দিন নিমাই যাইতে গঙ্গাস্নানে। মাগিলেন পুষ্প মালাদিক মাতা স্থানে ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব হৈতে মহাক্রোধ হৈল। যে কিছু আছিল ঘরে সব নষ্ট কৈল ॥ সর্ব্বশেষে এ অঙ্গনে করিল শয়ন। হৈলা নিদ্রাগত প্রভু শচীর নন্দন ॥ কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল জানিলা। ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা পুত্রে উঠাইলা॥ পুষ্পমালাদিক পুত্রে দিলা সজ্জ করি। গঙ্গাস্নান করি হর্ষে আইলা গৌরহরি॥ এক দিন এথা শচী কহয়ে পুত্রেরে। ভক্ষণ সামগ্রী কিছু নাই অদ্য ঘরে॥ শুনিয়া মায়ের কথা প্রভু হর্ষ চিতে। তোলা দুই স্বর্ণ আনি দিলা এ নিভৃতে॥ স্বর্ণ দেখি শচীমাতা চিন্তিত অন্তরে। পুত্রের এ রঙ্গ কিছু বুঝিতে না পারে॥ এক দিন শচীমাতা বসি এই খানে। পুত্রের বিবাহ দিতে বিচারয়ে মনে॥ পৌগণ্ড বয়স শেষে কৈশোর প্রবেশ। তিলে তিলে বাড়ে শোভা অশেস বিশেস॥ দেখিয়া নিমাই চান্দে কেবা স্থির হয়। যে অদ্ভুত চেষ্টা তাহা অন্য না জানয়॥ জননীর পরম আনন্দ বাড়াইতে। হইল প্রভুর ইচ্ছা বিবাহ করিতে॥ এথা শাস্ত্রচিন্তা করি শচীর নন্দন। গঙ্গাতীরে ওই পথে করিলা গমন॥ প্রভু প্রিয়া লক্ষ্মীদেবী আইলা গঙ্গা-

স্নানে। পরস্পর দেখা যৈছে বর্ণে বিজ্ঞগণে॥)

গীতে যথা—কামোদ॥

(বল্লভ দুহিতা, লক্ষ্মী সুচরিতা, সখীতে বেষ্টিত হৈয়া। স্নান করিবারে, চলে গঙ্গাতীরে, চকিত চৌদিকে চা'য়া॥ গৌরাঙ্গ চান্দেরে, দেখি কিছু দূরে, উথলে নিগূঢ় লেহা। সে রূপ মাধুরী, সুধা পান করি, ধরিতে নারয়ে থেহা॥ গোরা গুণমণি, নিজ প্রিয়া চিনি, চাহয়ে লক্ষ্মীর পানে॥ যিনি কাঁচা সোনা, লক্ষ্মী তনু জেনা, প্রবেশে মরম খানে॥ দোঁহে দিঠি কোণে, মিলে সুসন্ধানে, আনে না জানিতে পারে। নরহরি পহুঁ, হাসি লহুঁ লহুঁ, আনন্দে চলিল ঘরে॥

এই খানে বসিয়া শ্রীশচীর কুমার। গোরে কহে হইবেক মনে যে তোমার॥ এক দিন বনমালী আচার্য্য এথায়। বিবাহ প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায়॥ বল্লভ আচার্য্যকন্যা লক্ষ্মী তার সনে। হইল বিবাহ স্থির আর এক দিনে॥ এথা মাতা পুত্রের বিবাহ কথা কয়। শুনি কার্য্যে তৎপর শ্রীশচীর তনয়॥ বিবাহ সামগ্রী শীঘ্র কৈল আয়োজনে। স্থির হৈল বিবাহদিবস শুভক্ষণে॥ বিবাহপ্রসঙ্গ নবদ্বীপ ঘরে ঘরে। প্রভু আকর্ষণে কেহো স্থির হৈতে নারে॥ সর্ব্বাবতারের সর্ব্বভক্ত নদীয়ায়। বিলসয়ে স্ত্রী পুরুষ রূপে সে ইচ্ছায়॥ আপনা না জানে কেহো তাঁর ইচ্ছামতে। করয়ে যে সব কার্য্য পূর্ব্ব স্বভাবেতে॥ এথা যৈছে স্ত্রী পুরুষগণের গমন। যৈছে এ বিবাহ তা বর্ণয়ে

বিপ্রগণ ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

কি আনন্দ নদীয়া নগরে। নিমাইর বিবাহ কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥ কি নারী পুরুষ নদীয়ার। বিবাহ দেখিতে হিয়া উথলে সবার ॥ ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া। পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া ॥ নর্ত্তক বাদক আদি যত। করে ধাওয়া ধাই কত করি মনোরথ ॥ চলয়ে গণকগণ ধা'য়া। করাইব বিবাহ অপূর্ব্ব লগ্ন পা'য়া ॥ মালিগণ চলয়ে উল্লাসে। নানাপুষ্প হার লৈয়া শ্রীশচী-আবাসে ॥ এক মুখে কহিবে কে কত। দরিদ্র যাচক তারা চলে শত শত ॥ নরহরি মনে এই আশ। দেখিব কি আঁখি ভরি বিবাহবিলাস ॥

পুনর্ধানশী ॥

( নদীয়ার নব, নব বধু সব, বিরলেতে কহে মধুর হাসি। ধন্য মোরা যেন, দেখিব এহেন, বিবাহ সে সুখ সায়রে ভাসি ॥ কেহো কহে আর্য্য, বল্লভ আচার্য্য, ভার্য্যা তার পতিব্রতা সুরীতি ।) হেন লয়ে চিতে, পূরব পুণ্যেতে, পাবে এ জামাতা দুর্ল্লভ অতি ॥ কেহো কহে ধন্যা, বল্লভের কন্যা, লক্ষ্মী রূপবতী লখিমি যেনো। হেন ভাগ্যবতী, কে আছে এমতি, পাবে পতি যিনি মদন যেনো ॥ কেহো কহে ভালি, কৈলে ঘটকালি, বনমালী কত আনন্দ পা'য়া। অধিবাস আজি, চল চল সাজি, নরহরি আসি গেলেন কৈ'য়া ॥

পুনর্ধানশী ॥

শ্রীশচী আলয়, অতি শোভাময়, উথলিব তাহে আনন্দ সিন্ধু। অধিবাস আজি, বিলসিব সাজি, সুখময় গোরা গোকুল ইন্দু ॥ এত কহি চিতে, নারে থির হৈতে, চাহি চারি ভিতে কুলের বালা। উপমা কি যেন, ঘরে হৈতে যেন বা'র হৈল চারু চান্দের মালা ॥ বিচিত্র বসন, শোহে আভরণ, প্রতি অঙ্গে বেস বিন্যাস ভালো। নানা ভঙ্গি করি, চলে সারি সারি, নদীয়ার পথ করিয়া আলো ॥ (কত অভিলাষে, গিয়া আই-পাসে, প্রণমিতে কত আদরে আই।) নরহরি নাথে, পা'য়া আঙ্গিণাতে, জুড়াইল হিয়া সে মুখ চাই ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

শোভাময় শচীর অঙ্গণে। চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্র-গণে ॥ আজু কি আনন্দ পরকাশ। শুভক্ষণে নিমাই চান্দের অধিবাস ॥ ধ্রু ॥

গন্ধমালা দেই আপ্তগণে। দিশা আলো করে গোরা-অঙ্গের কিরণে ॥ সভামধ্যে গোরা দ্বিজমণি। বিলসয়ে কত না অর্ব্বুদ কাম যিনি ॥ বারেক যে চায় গোরাপানে। না ধরে ধৈরয সে আপন নাই জানে ॥ যে জন আইল অধিবাসে। গন্ধ চন্দনাদি দিয়া সভে পরিতোষে ॥ বিধিমত করি অধিবাস। বল্লভ-আচার্য্য গেলা আপন আবাস ॥ কহিতে সুখের অন্ত নাই। (আইহো শুইহো লৈয়া শুভ কর্ম্ম করে আই ॥ নারী-

গণে দেই যজকার। ভাটগণে পড়য়ে মঙ্গল কায়বার॥ নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি। উপমা দিবার নাই কাহারু শকতি॥ কেবা না বলয়ে ভাল ভাল। জগভরি জয় জয় শবদ রসাল॥ মানুষে মিশা'য়া দেবগণে। দেখে অধিবাস রঙ্গ নরহরি ভনে॥

পুনর্ধানশী॥

আজু স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া। বল্লভ আচার্য্য, অধিবাস কার্য্য, করে আপ্ত বিপ্র বর্গেরে লৈয়া॥ ধ্রু॥

কেতসাধে মায়, লখিমি কন্যায়, পরাইয়ে বাসভূষণ ভালী। সুচারু অঙ্গণে, দিব্যসিংহাসনে, বসাইয়া সুখে ভাসয়ে আলী॥ শুভক্ষণে দিতে, গন্ধমালা চিতে, উলসিত বাঢ়ে অঙ্গের ছটা। থির নহে চিত, দেখে অলখিত, চারি ভিতে দেব রমণী ঘটা॥ শঙ্খ ঘণ্টা আদি, বাদ্য নানা বিধি, নৃত্য গীত শুভ ভাটেতে ভণে। নারী যজকারে, ধৃতি ধরিবারে, নারে নরহরি নিছনি গেনে॥

পুনঃ কামোদঃ॥

অধিবাস নিশি পোহাইলে। বিবাহের কার্য্য যত করয়ে সকলে॥ বিপ্রগণে হইয়া বেষ্টিত। নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদবিহিত॥ লোক ভিড় কহিল না হয়। লেহ দেহ বাক্য-কোলাহল অতিশয়॥ বাজে নানা বাদ্য নিরন্তর। গায়ক-গণেতে গান করে মনোহর॥ ভাটগণে পড়ে কায়বার। নারী-গণে দেই সুমধুর যজকার॥ সবার উল্লাস স্ত্রী-আচারে। নর-হরি ভাসে সে না সুখের পাথারে॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

(কুলবধূগণ, উলসিত মন, পানি সাইবারে সাজয়ে রঙ্গে। গোরা মুখশশী, হেরি হেরি হাঁসি, উলু লু লু দেই পুলক অঙ্গে ॥ চলে ঘরে হৈতে, কত উঠে চিতে, গৌরবিধু অঙ্গ-সৌরভে মাতি। অথির অন্তর, ভাবে গর গর, আঁখি কোণে ভঙ্গি কত না ভাঁতি ॥ পরস্পর কত, কহে অবেকত, কে না নিছে তনু রঙ্গিণী রীতে। বাস ভূষা বেশে, ধৈরয বিনাশে, কে পারে সে শোভা উপমা দিতে ॥ নূপুর কিঙ্কিণী, নানা বাদ্যধ্বনি, কি মধুর কহি না আসে মুখে। পানিশায়ি শেষে, ভবনে প্রবেশে, নরহরি হিয়া উথলে সুখে ॥)

পুনঃ কামোদঃ ॥

কিবা, শ্রীশচী ভবনমাঝে। বিবিধ মঙ্গল, কলরবে সভে, ভ্রময়ে বিবাহ কাজে ॥ সেজে গোরা গোকুলের ইন্দু। বিবাহ-বিহিত, স্নানে অতিশয়, উথলে আনন্দসিন্ধু ॥ (কুলবধূ সুমধুর ছান্দে। সুচারু কুন্তলে, তৈল দিব বলে, বারে বারে আউ-লাইয়া বান্ধে ॥ কেহো হলদি মাখায় গায়। হলদি মলিন হেরি হাসে সবে, পরাণ নিছয়ে তায় ॥ কেহ গন্ধদ্রব্য সেই অঙ্গে। সেনা অঙ্গগন্ধে, এ গন্ধমদ হরে, কে দিবে উপমা অঙ্গে ॥ অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে। নরহরি পাণি,-তোলা লইয়া তনু, পোছয়ে কৌতুক ছলে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

আজু কত না আনন্দ মনে। বসিয়া আসনে, বিশ্বম্ভরবেশ,

রচয়ে বয়স্যগণে ॥ গন্ধ চন্দন চরচে গায়। বিরচয় চারু, ললাটে তিলক, কেবা না ভুলয়ে তায় ॥ বান্ধি চাঁচর চিকুর ভালে। মনের উল্লাসে, মধুর ছান্দে, বেড়য়ে মালতীমালে ॥ কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে। ঝলকয়ে গণ্ড-তটে গণ্ড যুগ, দর্পণ-দরপ হরে ॥ গলে দেই মণিময় হার। পরিসর বুকে, দোলে সুললিত, কে দিবে উপমা তার ॥ বাহু অঙ্গদ বলয়া করে। অঙ্গুলে অঙ্গুরী, গোপি মুখপানে, চাহি না ধৈরয ধরে ॥ সিংহ যিনি মাজা খানি ক্ষীণ। সোনার শিকলি, সাজাইতে আঁখি, হইল নিমিখ হীন ॥ বেশ বিন্যাস ভুবনলোভা। রক্তপ্রান্ত-বাস, পরাইয়া নর,-হরি নিরখয়ে শোভা ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

বেশ বনাইয়া সহচরে। শশিসম সুবর্ণ দর্পণ দেই করে ॥ নিমাইচান্দের বেশ দেখি। আনের কি দেবেও ফিরাইতে নারে আঁখি ॥ নিজ সখীসহ শচী আই। করয়ে মঙ্গল কত পুত্রমুখ চাই ॥ নববধূগণ দূরে রৈয়া। না ধরে ধৈরয গোরা-চান্দপানে চা'য়া ॥ উলু লু লু দেয় নারীগণ। বিবাহ বিনোদ কথা ভরিল ভুবন ॥ প্রণমিয়া জননীর পায়। বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌররায় ॥ বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ। বাজে নানা বাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগন ॥ কৌতুক কহিতে কেবা পারে। নরহরি সাঁতারয়ে সে সুখপাথারে ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

আজু, গোধূলী সময় শুভক্ষণ, গৌরগুণমণি ভুবনমোহন,

বেশ বিরচিত বিবাহ বিহিত, সুমৃদুল তনু ছবি ছলকয়ে। কোটি মনমথ গরব-ভঞ্জন, কঞ্জদিঠি জন-হৃদয়রঞ্জন, চাহি চহু দিশ হাসি লহু লহু, চঢ়ত চৌদল ঝলকয়ে॥ চলত বল্লভভবন ভুসুর, বেঢ়ি গতি অতি মন্দ সুমধুর, বন্দিগণ ভূরি মঙ্গল, ভুবন ভরু জয় জয় ধ্বনি। নটত নটগণ, উঘটি থৈ তত, থোঙ্গ থোঙ্গিন গান রত কত, বিরচি রুচির চরিত্র স্বর সঞে, সরস রস বরষত গুণী॥ বাদ্য কত কত ভাঁতি বায়ত, বাদ্য পাঠ অভঙ্গ ভায়ত, সুঘর বাদক বৃন্দ বাদ্য, সমুদ্র মথি যনু সন্তরে। গগনে সুরগণ মগন অতিশয়, সঘনে অনিমিখ নয়নে নিরিখয়, বিপুল পুলক, অলক্ষ খিতি উতরত, কি কৌতুক অন্তরে॥ নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, প্রসর পথ নিরুপম সুহায়ত, দীপ শত শত উজর যামিনী,-নাথ কর পরকাশই। ধরণী অধিক উছাহে প্রফুল্লিত, জাহ্নবীজল ভেল উছলিত, দাস নরহরি কহব কিয়ে, পশু পাখি সব সুখে ভাসই॥

পুনশ্চ পাশী॥

গোরাচান্দের বিবাহ দেখি বারে। কত না মনের সাধে, ধায় নদীয়ার নববধূগণ ধৈরয ধরিতে কেউ নারে॥ নিরুপম বেশ বাস, ভূষণে ভূষিত তনু, ঝলমল করে সে ভঙ্গিমা শোহে ভালো। চলিতে বাজয়ে কটি,-কিঙ্কিণী নূপুর পদে, সুমধুর গমন করয়ে পথ আলো॥ সে রস-আবেশে, পরস্পর কত, কয় কিবা সুললিত, বেসর দোলয়ে নাসামূলে। ঘুঙটে আবৃত মঞ্জু, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, হাসি ছটা ঘটায় কেবা বা নাই

ভুলে ॥ অঞ্জনে রঞ্জিত মন, রঞ্জন খঞ্জন পাখি, যিনি মঞ্জু নয়ন চাহনি চারি ভিতে।) নরহরি পরাণনাথেরে, নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে, বল্লভ ভবন প্রবেশিতে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

বল্লভভবনে গোরা রায়। বল্লভমিশ্রের মহা-আনন্দ বাঢ়ায় ॥ বল্লভ হইয়া উল্লসিত। করয়ে মঙ্গল কার্য্য বিবাহবিহিত ॥ বিশ্বম্ভর হরষ হিয়ায়। দাঁড়াইলা পিঁড়ির উপরে ছোড়্‌লায় ॥ অঙ্গের ভঙ্গিতে প্রাণ হরে। রূপের ছটায় দশ দিক্ আলো করে ॥ চান্দমুখে উপমা কি দিতে। অমিয়া-গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে ॥ নয়ন চাহনি চারু ছান্দে। যার পানে চায় সে ধৈরয নাহি বাঁধে ॥ মকরকুণ্ডল শ্রুতিমূলে। চাঁচর কেশের বেশে কেবা নাহি ভুলে ॥ অঙ্গদ বলয়া ভাল সাজে। শোভা দেখি কত না মদন মরে লাজে ॥ এহেন বরেরে উরুখিতে*। কন্যার জননী চলে আইও গণ সাথে ॥ সে শোভা কহিতে কেবা পারে। সপ্তদীপ হাতে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥ পরম অদ্ভুত স্ত্রী-আচার। বর উরুখিয়া ঘরে গমন সবার ॥ বল্লভ আচার্য্য ভাগ্যবান্। আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান ॥ বসাইলা দিব্য সিংহাসনে। হইল উজ্জ্বল মহা অঙ্গের কিরণে ॥ অতি সুকোমল তনু খানি। হাসি মাখা বদন পূর্ণিমা চান্দ জিনি ॥ পরিধেয় বিচিত্র বসন। ঝল মল করে নানারত্ন আভ-

* উরুখিতে—উলুধ্বনি, দূর্ব্বা, পান, দীপ, ইত্যাদি মঙ্গলদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক আদর করিয়া বরকে উঠাইতে।

রণ॥ হেন কন্যা বিবিধ বিধানে। করিল প্রদান মিশ্র শচীর নন্দনে॥ বিপ্রগণে করে বেদ ধ্বনি। উলু লু লু দেই যত কুলের রমণী॥ বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার। নাচয়ে নর্ত্তক ভাট পড়ে কায়বার॥) দেবগণ বিমানে চড়িয়া। বরিষে কুসুম অলক্ষিতে জয় দিয়া॥ ভুবন ব্যাপিল মহাসুখে। নরহরি কত না কহিব এক মুখে॥

পুনর্ভূপালি॥

গোরা গুণমণি, প্রাণপ্রিয়া-সহ, বিলসয়ে সে যে বাসরঘরে। কুল বধূগণ, ঘন ঘন করু, গতাগতি কত, কৌতুকভরে॥ কেহ নানা ছল, করি পরিহাস, করে হাসি হাসি, মনের সুখে। কেহো গোরা কর, কমলে তাম্বূল, দিয়া কহে দেহ, লক্ষ্মীর মুখে॥ কেহ গোরা-বিধু-বদনে তাম্বূল, দিতে চিতে বহু, বাঢ়য়ে প্রীতি। কেহো পরশের, সাধে বাঁধে কেশ, আউলাইয়া নারে, ধরিতে ধৃতি॥ কেহো বিশ্বম্ভর-কোলে লখিমীরে, বসাইয়া চারু, ভঙ্গিতে চাহে॥ ভণে নরহরি, বাসরে যে রস, উথলয়ে নাহি, উপমা তাহে॥

পুনশ্চ তোড়ী॥

(গোরা, চাঁদের বিবাহ পর দিনে। কত, আনন্দ উথলে তায় রজনী বিহানে॥ কুল,-বধূগণ চারিদিগে ধায়। দেখি বর কন্যা শোভা সবে নয়ন জুড়ায়॥ কিবা, বল্লভ ঘরণী ভাগ্যবতী। পা'য়া, জামাতা রতন না জানয়ে আছে কতি॥। মিশ্র বল্লভ উদার অতিশয়। নিজ, জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না

করয় ॥ ভালে, বল্লভাজামাতা গৌরহরি। হর্ষ, হইলেন বিবাহ বিহিত কর্ম্ম করি ॥ কৈল, কার্য্য সমাধান স্থবিধানে। নর,- হরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

গৌর গোকুল, চন্দ্র চলু নিজ, গেহে নিশি পরভাত। বিরলে বল্লভ, স্নেহে কহি কত, কহল লখিমিক গাত ॥ হেরি পথ যত, নারী ধৈরয না ধরই ঝরই নয়ান। লখিমি সহচরী জানে লখিমিক, নাথ কয়ল পয়ান ॥ শঙ্খ দুন্দুভি, ভেরী বাজত, বাদ্য বিবিধ প্রকার। নটত নর্ত্তক, বৃন্দা গায়ত, গীত গুণী অনিবার ॥ বেদ উচরত, বিপ্রগণ গুণ, বন্দি করু পর- কাশ। ভুবন ভরি জয়, জয় কি নরহরি, ভবন পঁহু ক বিলাস ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

(বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর। শ্বশুরালয়েতে হৈতে আইলা নিজঘর ॥ আনন্দ কহিতে না পারি। করয়ে মঙ্গল যত পতিব্রতা নারী ॥ শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া। কৈল আশী- র্ব্বাদ বহু ধান্য দূর্ব্বা দিয়া। শ্রীশচীস্নেহের নাই পার। পুত্রমুখ বধূমুখ চুম্বে কত বার ॥ লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর শোভা দেখি। কেহ ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি ॥) ভুবন- মোহন গোরারায়। সুমধুর ভাবে পতিতোষয়ে সবায় ॥ ভাট নট বাদ্যকাদি যত। করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ ॥ নরহরি কহে উভরায়। দেখি যেন এহেন কৌতুক নদীয়ায় ॥

ওহে শ্রীনিবাস মু দেখিনু নেত্র ভরি। বিবাহকৌতুক যত কহিতে না পারি ॥ এই ঘরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বম্ভর। বিলসয়ে সদা অতি-উল্লাস অন্তর ॥ (শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত নাই। যাঁর সেবাসুখে মগ্ন হইলেন আই ॥) শ্রীলক্ষ্মীর নাথ গৌরচন্দ্র নারায়ণ। বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ ॥ যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া নগরে। সকলেই সমীহা করেন বিশ্বম্ভরে ॥ নদীয়ায় কেবা না প্রশংসে দেখি রীত। প্রভু সর্ব্ব—সম্মান করয়ে যথোচিত ॥ নিজ ভৃত্য ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিয়া। এই ঘরে দিল ভিক্ষা যত্নেতে আনিয়া ॥ এক দিন প্রভু বায়ু-ছলে এই খানে। প্রকাশয়ে প্রেমভক্তি অন্যে নাহি জানে ॥

শিষ্ট লোক আসি নানা উপায় সৃজিলা। নিজ ইচ্ছা-মতে প্রভু ভাব সম্বরিলা ॥ সুস্থ হৈলে সকলের আনন্দ জন্মিল। বাক্যব্যয়ে বায়ুবৃদ্ধি সভে বিচারিল ॥ এই বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে গোরারায়। দেখি পূর্ণিমার চন্দ্র সে ভাবে বংশী বায় ॥ আই-মাত্র শুনে অন্য না পায় শুনিতে। ঐছে নানা রঙ্গ প্রকাশয়ে ইচ্ছামতে ॥ কি বলিব শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গচরিত। বঙ্গ ধন্য করিতে হইলা উৎকণ্ঠিত ॥ এথা যত্নে প্রণমিয়া মায়ের চরণে। চলিলেন বঙ্গদেশে লৈয়া শিষ্যগণে ॥ (প্রভু সোঙরিয়া লক্ষ্মী ছিলেন এথায়। প্রভুর বিচ্ছেদ সর্প দংশে লক্ষ্মী পায় ॥ গঙ্গা-তীরে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অদর্শন। এথা মহাদুঃখে আই করয়ে ক্রন্দন ॥ এথাই আসিয়া সভে প্রবোধে শচীরে। পুত্রের গমন শচী চিন্তয়ে অন্তরে ॥ প্রভু অন্তর্যামী জানি লক্ষ্মী—অদর্শন ।)

শীঘ্র বঙ্গদেশ হৈতে করিল গমন॥ এথা আসি প্রণমিলা মায়ের চরণে। মায়ে প্রবোধিলা কত কহি এই খানে॥ প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ বুঝে কোন জন। বিদ্যারসে বিহ্বল লইয়া শিষ্যগণ॥ এথা মাতা পুত্রের বিবাহ চিন্তে চিতে। পুত্রের সদৃশ কন্যা না পায় চাহিতে॥ সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁরে স্থির কৈল গঙ্গাঘাটে স্নানে গিয়া॥ কাশীনাথপণ্ডিত শ্রীশচীর আজ্ঞাতে। বিবাহঘটনা যত্নে কৈল তাঁর সাতে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া সনে বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধ। শুনি সকলের হৈল পরম আনন্দ॥ বুদ্ধিমন্তখান আর মুকুন্দ সঞ্জয়। বিবাহের ভার লৈয়া পরস্পর কয়॥ এ বিবাহ হবে রাজপুত্রের সমান। দেখি সব লোক যৈন জুড়ায় নয়ন॥ ভক্ত-ইচ্ছাধীন গৌর ব্রজেন্দ্রতনয়। শুনিয়া ভক্তের বাক্য ঈষৎ হাসয়॥ বুদ্ধিমন্তখান আদি মহাহর্ষ মনে। হইলা তৎপর বিবাহের আয়োজনে॥ বড় বড় চন্দ্রাতপ এথা টানাইলা। আনিয়া কদলীবৃক্ষ এথানে রোপিলা॥ পূর্ণঘট—আদি যত মঙ্গল প্রকার। করে যে নিযুক্ত লোক লেখা নাই তার॥ পুষ্পমালা চন্দনাদি সুসজ্জ কারণে। করিল নিযুক্ত লোক এ নির্জ্জন স্থানে॥ কৈল যে সম্ভার তাহা কহিল না হয়। অর্থব্যয় করিতে উল্লাস অতিশয়॥ গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি যত আর। এ সকল স্থানে স্থিতি হৈল সে সভার॥ অধিবাস পূর্ব্ব দিনে মহা আয়োজন। নবদ্বীপে সর্ব্বত্রেই হৈল নিমন্ত্রণ॥ লোকের সংঘট্ট যত অধিবাস দিনে। যৈছে কোলাহল তা বর্ণিব কোনজনে॥ আই মহা আনন্দ-নিমগ্ন অনিবার।

সখীগণে দিলেন মঙ্গল-কার্য্য ভার॥ পতিব্রতাগণ যৈছে আইলা এ ভবনে। যৈছে জল সাইলেন অধিবাস দিনে॥ অধিবাস বিবাহে যে কৌতুক হইল। তাহা কবিগণ নানাপ্রকারে বর্ণিল॥

গীতে যথা কামোদঃ॥

নদীয়া নগরে হৈল ধ্বনি। করিব বিবাহ পুনঃ গোরা গুণমণি॥ সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্। করিবেন নিমাইচাঁদেরে কন্যাদান॥ বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার। রূপে গুণে ভুবনে তুলনা নাই তাঁর॥ কালি হবে শুভ অধিবাস। দেখিব নয়ন ভরি বিবাহবিলাস॥ কতক্ষণে নিশি পোহাইব। শ্রীশচীভবনে পানি সাইতে যাইব॥ নরহরি কহে হেন বাসি। তো সভার অনুরাগে পোহাইল নিশি॥

পুনশ্চ তোড়ী॥

নিশি পরভাতে, নিভৃত নিকেতে, কুলবধূকুল বিলসে রঙ্গে। কেহ কারু প্রতি, কহে ইকি অতি, সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে॥ শুনি রসাবেশে, ভণে নিশিশেষে, স্বপনে সে নব নদীয়াবিধু। তেরছ নয়নে, চাহি আমা পানে, হাসি মিষে যেন বরিষে মধু॥ ধীরে ধীরে কহে, গোর এ বিবাহে, জল সাইবারে আইবে প্রাতে। এত কহি করে, ধরি বারে বারে, আলিঙ্গয়ে কত, কৌতুক, তাতে॥ সে তনু সৌরভ, পরশে এ সব, তো সভে কহি যে নিলজি হৈয়া। অধিবাস আজি, বেগে চল সাজি, নরহরিনাথে মিলহ গিয়া॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

গৌর বরজ,-কিশোর বর, অনুরাগে নব নব নারী। পিপুল পুলকিত, গাত * গর গর, থিরজ ধরই না পারি॥ বেণি বিরচি, সুবেশ কাজরে, আঁজি কঞ্জনয়ান। মুকুর করগহি, পেখি কুঙ্কুমমে, মাজি মঞ্জু বয়ান॥ গমন সময়, বিচারি গুরুজন, চরণবন্দন কেল। শ্রীশচীগৃহ, গমনে সো সব, উলসে অনুমতি দেল॥ পরশ পররশ, বরষে ঘন ঘন, ভবন তেজি তুরন্ত। ভণত নরহরি, পন্থগত কত, যূথ গণই ন অন্ত॥

পুনশ্চ বেলাবলী॥

রজনীপ্রভাত, সময়ে সব সুন্দরী, চলত ললিত গতি অতি রুচিকারি। অপরূপ বেশ, সরস রসনা মণি, নূপুররব মুনিজনমনহারী॥ অনুভব ন হই, কৌনে সিরজল, প্রতি অঙ্গ কিরণে করু ভুবন উজোর। মনমথ শত শত, মুরুছে হেরি তনু, সৌরভে মধুপ ধায়ত চহু তোর॥ হরষ পরশপর, পরম রঙ্গ উর, তুরিতহি রুচির গেঁহ মধি গেল। অঙ্গণ সুখবর, সরসি তাঁহি নব, কমলবৃন্দ জনু প্রফুলিত ভেল॥ আইক নিয়ড়ে, যাবহু যতনহি, যূথ যূথ সবই করু পরণাম। চম্পককলি, অঞ্জলি ভরি ভরি বিহি, পূজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্যাম॥

পুনঃ বেলাবলী॥

---

* গাত—গাত্র॥

যুবতি যূথমতি, গতি অতি অদভুত, করত প্রণাম ভঙ্গি রুচিকারী। নয়ত সুতনু জনু, কণ কলতানব, কুসুম সমূহ তার গত ভারি ॥ সুরুচির চরণ, উপান্ত ধরত শির, শিথিল সরোরুহ অসিত সুকাঁতি। ভুমি পতিত যনু, বিজুরি পুঞ্জ সহ, সজল জলদ কির, চর তছু ভাঁতি ॥ লঘু লঘু কর,-পল্লব করু প্রেরণ, দুর্ল্লভ রেণু-গ্রহণে চিত চাহ। ঝলকত নখ, মরি জাদ হেতু যনু, ভেটত মণিগণ অনুপ উছাহ ॥ অম্বুজ বদনে, ঝাঁপি বসনাঞ্চল, হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ। নব মকরন্দ, ছানি যনু যতনহি, সিঞ্চত ঘন ভণ নরহরি দাস ॥

পুনঃ তুড়িরাগঃ ॥

শচী, জগতের জননী, জন-নীতবিদ, বিদিত সুচারু চরিত রীতি। নিজ, প্রাণের অধিক, বধূ সম মান, সবাকারে করে পরম প্রীতি ॥ প্রতি, জনে জনে পুছি, মঙ্গল শিরেতে, কর-ধরি করে আশীশ বহু। সদা, বাঢ়ুক সম্পদ্ পতি আদি সব, চিরঞ্জীবী হৈয়া কুশলে রহু ॥ ইহা, শুনি বধূগণ,-মনে মনে হাসি, সুখে ভাসি কহে মধুর কথা। ওগো, এ শুভ চরণ, দর-শনে বোলো, কি লাগি অশুভ রহিব এথা ॥ অতি, সঙ্কুচিত চিতে, কিঞ্চিত কহি, কর যুড়ি সদা দাঁড়া'য়া রহে। নর,-হরি প্রাণপতি, মাতা তা দেখিয়া, আঁখি ছল ছল বিবশ স্নেহে ॥

যথা—রাগঃ ॥

নব নদীয়ানাগরী, গোরি ভোরি বয় থোরি, কি চরিত

বুঝিব আনে। অতি অলক্ষিত পিয়া,-পানে চাহি হিয়া, থর হরি কাঁপে মদন বাণে॥ কেহো, ভাবি মনে মনে, ভণে আজু বুঝি, নিলজ হইনু সবার পাশে। কেহ, কারু প্রতি ঠারি, নীরে সম্বরিতে, অমুনি ঈষৎ হাসে॥ কেহ, কারু করে ধরি, ধীরে ধীরে সাথে, অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া। কেহ, কারু প্রতি কহে, পিরিতি কাহিনী, অলপ ঘুঙটে ঘুঙট দিয়া॥ কেহ কারু প্রতি করে, করেতে সঙ্কেতে, কত কত কথা উপজে মনে। কেহ, কারু মতি থির, করে কত ভয়, দেখাইয়া চারু নয়ান কোণে॥ কেহ, নিজ ধৈর্য্য জানা,-ইতে কারু মুখ, মোছে পটাঞ্চল যতনে লৈয়া। কেহো করি কানা কানি, জানি বিপরীত, এক ভিতে থাকে গুপত হৈয়া॥ এইরূপে যত, কুলবতী সতী, গৌরপ্রেমরসার্ণবে সবে মগন হৈলা। নর,-হরি কি কহিব প্রাণ নাথে প্রাণ, জীবন যৌবন সোঁপিয়া দিলা॥

যথা—রাগঃ॥

(গোরা রসে ভাসি, হাসি লহু লহু, কুলবতী-কুল উলসিত বহু, পানি সাইবারে, সাজে শচীদেবী,-আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে। নব্য মধ্য পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী, যুথে যুথে গতি অতি সুমাধুরি, চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি, ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে॥ পরিধেয় কত ভাঁতি সুবসন, প্রতি অঙ্গে হেম মণি আভরণ, ঝলকয়ে মুখে ঘুঙট অতুল, সুললিত বেণী পীঠেতে দোলে। কারু করে শুভময় দ্রব্য, কারু কারু করে

সরসিজ নব্য, কারু শিরে ডালা আলা করে, পট্ট-বাসে দে আবৃত শোভয়ে ভালে॥ চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী, ঝনি ঝিনি ঝনি ঝিনিনি নি নি নি, চরণে নূপুর রুণু ঝুণু সুনু রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি। আগে আগে চলে বাদক আনন্দে, বাজায়ে বাদ্য সুমধুর ছন্দে, ধাধা, ধিং নিং নিং নিং ধো ধিকি, ধিকি তা ধেয়া নানা বাদ্যে হরয়ে ধৃতি॥ অলখিত সুর নারীগণ রঙ্গে, মিশাইয়া নদীয়ার বধূসঙ্গে, পানি সাই সবে প্রবেশে ভবনে, ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে। তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়া যত, স্ত্রী-আচার তাহা কে কহিবে কত, সে সুখ পাথারে কে না সাঁতারয়ে, নরহরি বহু নিছনি তাহে॥

পুনঃ যথা—রাগঃ॥

শচী দেবী উলসিত হৈয়া। গঙ্গা পূজিবারে, যায় গঙ্গাতীরে, আইহ সুইহ গণ সঙ্গেতে লৈয়া॥ নানা পুষ্প গন্ধ, চন্দনাদি দিয়া, পূজে জাহ্নবীরে যতন করি। উছলয়ে সুরধনি অনিবার, শচীসুত পদ হৃদয়ে ধরি॥ বাজে বাদ্য ভালে, ষষ্ঠী থলে চলে, পূজে ষষ্ঠী কত সামগ্রী দিয়া। ষষ্ঠী সুখে ভাসি, প্রশংসে আপনা, গোরাচান্দ গুণে উথলে হিয়া॥ কত সাধে বন্ধুগণ গৃহে গতি অতি, উল্লাসে সে সবার চিতে। আসি নিজ ঘরে করে শুভ ক্রিয়া, নরহরি নারে তুলনা দিতে॥)

পুনঃ যথা—রাগঃ॥

গোরা বিধু অধি,-বাস সুখে কেনা, বৈসে প্রবেশিয়া ভবন-

মাঝে। গোরা প্রিয়গণ, নিত নব নব, নিপুণ তা অধিবাসের কাযে॥ মালা চন্দনাদি, দেই জনে জনে সে অতি কৌতুক কে কত কবে। সভা মধ্যে বিল,-সয়ে শচীসুত, যেন পুরন্দর বেষ্টিত দেবে॥ মিশ্র সনাতন, গণ সহ শুভ,-ক্ষণে আসি নানা সামগ্রী লৈয়া। ছোয়াইয়া গন্ধ, গোরা মুখ প্যানে, অনিমিখ আঁখে রহয়ে চাইয়া॥ বিপ্র বেদধ্বনি, করে নারি যজকার, চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে। গায় নরহরি, অধিবাস রস; বায় নানা বাদ্য বাদক গণে॥

পুনঃ যথা—রাগঃ॥

হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে, গগণে সুরগণ মগণ গণ সনে, পরশপর পহুঁ চরিত ভনি অনি,-বার মুদমতি গতি নয়ী। গৌর রসময় রসিক শেখর, সরস আঁসনে বিলসে রুচির, কর কনক দরপণ দরপভর-হর, মৃদুল তনু মনমথ জয়ী॥ বদনবিধু বিধুগরব-ভঞ্জন, হাস মৃদু মৃদু হৃদয় রঙ্গন, মঞ্জুদিঠি যুগ কঞ্জ ঝলকত, ভাল তিলক সুশোহয়ে। ভুজগ ভুজ-বর বক্ষ পরিসর, ক্ষীণ কটি প্রতি অঙ্গ সুরুচির, চিকণ চাঁচর চিকুর নিরুপম, ভুবন-জন-মন মোহয়ে॥ ঐছে মাধুরী হেরি গুণি গণ, মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন, বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত বীণ গহি শ্রুতি সরসয়ে। সুঘর বাদক বৃন্দ ভায়ত, মধুর মরুজ মৃদঙ্গ বায়ত, থোঙ্গ থোঙ্কণ ঝিকি কু ঝাঙ্কিট, ঠিঠিঠি টন ন ন ন নায়ে॥ নটত নর্ত্তক হস্ত অভিনয়, ললিত

ভঙ্গি বিথারি অতিশয়, বদত তক তক থৈ ত থৈ তত, ধা ধিলি লি লি লি ল ল লঈ। নিরত জয় জয়, শবদ ভুরি ভরু, ভূরি ভূসুর বেদধ্বনি করু, দেত উলু লু লু নারীগণ ঘনশ্যাম হিয় সুখে উথলঈ॥

পুনঃ যথা রাগঃ॥

মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে। করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে॥ বিপ্রগণ আইগৃহ হৈতে। অধিবাস সজ্জ লৈয়া আইলা ত্বরিতে॥ নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন। রাজপণ্ডিতের ঘরে সভার গমন॥ মিশ্র মহা আদর করিয়া। বসান সভারে মালা চন্দনাদি দিয়া॥ কি অপূর্ব্ব সুষমা অঙ্গনে। বৈসয়ে সকলে চারুমণ্ডল বন্ধানে॥ সখীসহ মিশ্রের ঘরণী। করয়ে মঙ্গল যত কহিতে না জানি॥ চকিত চাহিয়া চারিভিতে। বিষ্ণুপ্রিয়া বাহির হইলা ঘরে হৈতে॥ সভা মধ্যে বৈসে সিংহাসনে। অনিমিষ আঁখে শোভা দেখে সর্ব্বজনে॥ বসন ভূষণ সাজে ভালো। প্রতি অঙ্গ ছটায় ভুবন করে আলো॥ উপমা কি কনক বিজুরি। চান্দের গরব হরে মুখের মাধুরী॥ যত শোভা কে কহিতে পারে। ছোয়াইয়া গন্ধ সভে আশীর্ব্বাদ করে॥ নারীগণে দেই যজকার। বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার॥ ভাটগণে ভণে সুচরিত। বাজে নানা বাদ্য গুণিগণে গায় গীত॥ কত না কৌতুক মিশ্রঘরে। নরহরি ভাসে সেনা সুখের সায়রে॥

পুনঃ যথা রাগঃ॥

অধিবাস দিবসের পরে। বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়া নগরে॥ চারি দিকে ফিরে লোক ধা'য়া। নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈয়া॥ ভুবন ভরিয়া জয় জয়। বিবাহ দেখিতে সাধ কার বা না হয়॥ শিবসুখে পার্ব্বতী সহিতে। ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে॥ অনন্ত আপন গণ লৈয়া। বিবাহ দেখিতে রহে অলক্ষিত হৈয়া॥ বৈকুণ্ঠের যত পরিকর। বিবাহ দেখিব বলি অধৈর্য্য অন্তর॥ চতুর্ম্মুখ নিজ প্রিয়া-সনে। দেখিতে বিবাহ কত সাধ ক্ষণে ক্ষণে॥ সুরপতি শচী সঙ্গে লৈয়া। বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ষ হৈয়া॥ উৎসাহে ভণয়ে দেবগণে। দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে॥ দেবনারী বিচারিল চিতে। মাতিব বিবাহে নদীয়ার বধূ সাতে॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর করে মনে। গীত বাদ্যে মিশা'ব বিবাহে গুণি সনে॥ ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ কহে। নদীয়া নর্ত্তকীসহ নাচিব বিবাহে॥ দেবঋষি উল্লসিত চিতে। কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে॥ উথলয়ে যমুনা জাহ্নবী। বিবাহ কৌতুক রসে প্রফুল্ল পৃথিবী॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন নদীয়ার। বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সভার॥ শচীর নন্দন গৌরহরি। বৈসে সুখে বিবাহ বিহিত কর্ম্ম করি॥ প্রভু মুখচন্দ্র নিরখিয়া। কহে কত কেহ না ধরিতে পারে হিয়া॥ উপজে মঙ্গল যত যত। এক মুখে নরহরি কহিব তা কত॥

যথা রাগঃ ॥

(গোরা রসময়, সুখের আলয়, বিলসে বিবাহ বিহিত স্নানে। কুলবধূ কুল, উলু লু লু দিয়া, চাহে চারুচান্দ মুখের পানে ॥ কেহ কেহ সেনা, অঙ্গের বাতাসে, কাঁপে ঘন ঘন, বিজুরি জিতি। কেহ পরশের, সাধে গন্ধ হরি,-দ্রাদি মাখা-ইতে না ধরে ধৃতি ॥ কেহ সুললিত, কুন্তলেতে তৈল, দিতে কত রঙ্গ উপজে চিতে। কেহ অভিষেক, করে গঙ্গাজলে, ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে ॥ কেহ আধ হাসি, ভাসে রসে তনু,-পোছে পানিতোলা লইয়া হাতে। রক্তপ্রান্ত শুক্ল, বাস পিঁধাঅএ, নরহরি অতি কৌতুকে তাতে ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

( কি আনন্দ শচীর ভবনে। করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম আইহ সুইহ-গণে ॥ বিবাহ বিহিত স্নান করি। বৈসেন অপূর্ব্ব সিংহাসনে গৌরহরি ॥ রূপের ছটায় মন মোহে। চাঁচর চিকণ কেশ পিঠে ভাল শোহে ॥ গোরাপাশে আসে প্রিয়গণ ॥ বারেক চাহিয়া নারে ফিরাইতে নয়ন ॥ কত না আনন্দে সভে মাতি। বিবাহ বিহিত বেশ রচে নানা ভাঁতি ॥ কহিতে কি জানে নরহরি। নিরুপম বেশের বালাই লইয়া মরি ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

নদীয়ার শশী, রসিক শেখর, শোভে ভালো শুভ বিবাহ বেশে। চর্চ্চিতাঙ্গ চারু, চন্দন তিলক, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট দেশে ॥ নানা পুষ্পময়, বিচিত্র মুকুট, শিরে সেনা ছান্দে কে

নাহি ভুলে। আঁখে কাজরের রেখা নব কুল,-বতী সতীগণে না রাখে কুলে ॥ শ্রুতিমূলে মণি মকর কুণ্ডল, ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা। সুমধুর হাসি,-মাখা মুখখানি, নিছনি পূণিম-চান্দের ঘটা ॥ সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্বাদি সুন্দর, হেম দরপণ দক্ষিণ করে। নরহরি ভণে, ভূষণে ভূষিত, প্রতি অঙ্গ হেরি কে ধৃতি ধরে ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

গৌর বিধুবর, বরজ নাগর, জননী পদধূলি ধরত শির পর, করত বিজয়, বিবাহে ভূসুর,-বৃন্দ বলিত সুশোহয়ে। চঢ়ত চৌদল, মাহি ঝলকত, অঙ্গকিরণ সমুদ্র উছলত, মদনমদভর, হরণ সরস, সিংগার জনমন মোহয়ে ॥ বিকুল কলরব, কহি না আয়ত, নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, পন্থ বিপথ ন মানি কাহুক, গেহ গমন ন রহু স্মৃতি। তেজি অলখিত,-দেবগণ দিবি, ব্যাপি সব নদীয়া নগর ভুবি, ভ্রমই পহুক বিবাহে গতি অবলোকি কো উন ধর ধৃতি ॥ বাদ্যাদুন্দুভি ভেরি তিত্তিরি, শৃঙ্গিকাক বিলাস কংসারি, ঢোল ঢোলক ডমরু ডিণ্ডিম, মঞ্জু কুণ্ডলী বারুণা। বীণ পণব পিনাক কাহল, মুরুজ চঙ্গ উপঙ্গ মাদল, বাজতহি তক থোঙ্গ থোঙ্গিন, তক থবিকু তক তক থুনা ॥ মধুর স্বরগুণি গানে নিমগন, নটত নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ, উঘটি ধি ধি কট ধা ধিনি নি নি নি দৃক্কুতা দৃমিত কথঈ। ভাট ভণ নব চরিত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়, হোত জয় জয়, কার মন ঘন,-শ্যাম হিয় উমতা অঈ ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

গৌর রসিক শেখর বর, বেষ্টিত প্রিয় বিপ্র নিকর, হরষিত সুবিবাহ করব, ইথে চলু চড়ি চৌদলে। তত ঘন আনদ্ধ শুষির, বাদ্য চতুর্ব্বিধ সুরুচির, বাজত বহু ভাঁতি শবদ, ভরল গগণ মণ্ডলে ॥ সর্ব্ব বাদ্য শোভন নব, মর্দ্দল মুদবর্দ্ধন রব, ধো ধো ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা ধা নি নি নিধিয়া ॥ অলখিত সুর নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকীসহ লাস্য সঘন, ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ, আই অতি নি নি নি তিয়া ॥ গায়ক গণে মিলি উলসিত, গায়ত গন্ধর্ব্ব-ললিত, শ্রুতি সুমধুর গ্রামাদি বিবিধে, কৌতুক পরকাশয়ে। দশশতমুখ বিহি মহেশ, বিহি মহেশ, গণ সহ সুরপতি গণেশ, গিরিজাদিক ধৃতি কি ধরব, সুখ সায়রে ভাসয়ে ॥ হয় গজ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটিত গুণ হাস্য কারী, লসত শত পতাকাদিক, ভীড়ে পথ রোকঈ। নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনি তীরে বিরমি বিরমি, মিশ্রগৃহ সমীপ নর,-হরি শোভা অবলোকই ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

গোরা,-চান্দের বিবাহ দেখিবারে। কত না মনের সাধে, সাজয়ে কুলের বধূ ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ ধ্রু ॥

রসের আবেশে আঁখে, অঞ্জন রঞ্জয়ে কিবা, বঙ্কিম চাহনি বঙ্ক ভুরু। চিকণ চিকুর বেণী, পীঠেতে লোটায় কিবা, কনক নির্ম্মিত ঝাঁপা চারু ॥ কপালে সিন্দুর বিন্দু, চন্দন শোভয়ে

শোভয়ে কিবা, গন্ধরাজ চাঁপা দেই কাণে। মণি মুকুতার মালা, গলায় দোলয়ে, কিবা, ঝল মল করে আভরণে। পরিয়া পাটের শাড়ী, ছাড়িয়া ভবন কিবা, চলি যায় গজেন্দ্রগমনে। নরহরি নাথে নির,-খিয়া হিয়া উথলয়ে, কেউ কিছু কহে কারু কানে॥

পুনঃ যথা—রাগঃ॥

সই! ওই দেখ নদীয়ার চান্দে। ভুবনমোহন ওনা, রূপের নিছনি লৈয়া, কত শত মদন চরণে পড়ি কান্দে॥ ধ্রু॥

রসে ডুবু ডুবু দুটি, নয়ান চাহনি বিধি, সিরজিল যুবতি বধিতে হেন বাসি। বদনচান্দের শোভা, চান্দের গরব হরে, হাসি মিশে অমিয়া বরিষে রাশি রাশি॥ আহা মরি মরি যেন কত না মনের সাধে, কেবা বনাইল এ না বিবাহের বেশ। পরম উজ্জ্বল অতি, বিচিত্র মুকুট মাথে, ঝাঁপিয়াছে চিকন চাঁচর চারু কেশ॥ (মঙ্গল বিহিত পীত,-সুতা দুর্ব্বাদল করে, নিরুপম কনক দর্পণ ভাল শোহে। পরিধেয় বসন ভূ,-ষণ সুমধুর প্রতি, অঙ্গের ভঙ্গিতে নরহরি মনমোহে॥)

পুনর্যথা—রাগঃ॥

আহা মরি কি মধুর রীতি। নদীয়া নাগরী, গোরাচান্দে হেরি, ধরিতে নারয়ে ধৃতি॥ ধ্রু॥

কেহো ধীরি ধীরি, কহে ভঙ্গিকরি, কি কায কুলের লাজে নিশি দিশি গোরা,-সহ বিলসিব, রাখিব, বুকের মাঝে॥ কেহো

কহে এবে, সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ রঙ্গ। সোমা'য়া বাসর, ঘরে ছল করি, ছুইব সোনার অঙ্গ॥ এই মত কত, মনোরথ তাহা, কহিতে না আসে মুখে নরহরি সহ, সনাতন মিশ্র ভবনে প্রবেশে সুখে॥

পুনঃ যথা—রাগঃ॥

সনাতন মিশ্রের ভবনে। যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে কেবা জানে॥ বাজে নানা বাদ্য শোভাময়। উথলে আনন্দ কোলাহল অতিশয়॥ বন্ধুগণসনে সনাতন। আগুসরি আসে নিতে জামাতা-রতন॥ জামাতা কি মনোহর সাজে। ঝল মল করে দিব্য চতুর্দ্দল মাঝে॥ চতুর্দ্দিগে ব্রাহ্মণ সজ্জন। অসংখ্য লোকের ভিড় না যায় গণন॥ কারু হাতে হাত দিয়া অন্ধ দাঁড়াইয়া রহয়ে যে দিকে গৌরচন্দ্র॥ পঙ্গুগণ রাজ পথে আসি। দেখয়ে মনের সাধে গোরা-রূপরাশি॥ যেবা কেউ চলিতে না পারে। ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে॥ কেবা নাহি গোরা গুণ গায়। না জানয়ে কত সুখ বাড়য়ে হিয়ায়॥ নানা বাদ্য বাজে নানা ছান্দে। নাচে বাল বৃদ্ধ কেউ থির নাই বাঁধে॥ কত শত মহাদীপ জলে। ধরণি ছাইল আলো গগণ মণ্ডলে॥ কেহো কুন রঙ্গ প্রকাশয়। ব্যাপয়ে সকল মহীতলে যাহা হয়॥ মিশ্র মহা উল্লসিত মনে। জামাতা লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে॥ অপূর্ব্ব আসনে বসাইয়া। করে পুষ্পবৃষ্টি চান্দমুখ-পানে চা'য়া॥ জয় জয় ধ্বনি অনিবার।

বাদাবাদি বায় বাদ্য বাদক দোঁহার ॥ মিশ্র করে জামাতাবরণ নরহরি তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

নদীয়ার শশী, বিলসয়ে চারু, ছোড় লাতে কিবা মধুর ছান্দে। কনক নবনি, জিতি তনু নব, ভঙ্গিমাতে কেবা ধৈরয বান্ধে ॥ বারে বারে বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী, অনিমিখ আঁখে নিরখে ছলে। কত না আনন্দে, উথলয়ে হিয়া, না পরশে পদ ধরণী-আইহ সুইহ সহ, সুবেশে আইসে, মঙ্গল বিধানে নিপুণা অতি। ধান্য দূর্ব্বাদল, সুললিত মাথে, দেই আশীর্ব্বাদ অতুল রীতি ॥ হাতে দীপ সপ্ত,-প্রদক্ষিণ করে, বরে উরুথিয়া যাইতে ঘরে। নরহরি নাথে, চাহে পালটিনা, চলে পদ আধ স্নেহের ভরে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

সনাতন মিশ্রের ঘরণী। করে লোকাচার যত কহিতে না জানি ॥ দাঁতায়য়ে সুখের পাথারে। কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥ দেখি বিষ্ণুপ্রিয়ার সুবেশ। বাড়য়ে সবার মনে উল্লাস অশেষ ॥ মিশ্র মহাশয় শুভক্ষণে। কন্যায় আনিতে নিদেশিল প্রিয়গণে ॥ মিশ্রের ভবন মনোহর। ঝল মল করয়ে অঙ্গণ পরিসর ॥ ছোড়লা শোভয়ে সেই খানে। আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে ॥ যে কিছু আছয়ে লোকাচার। তাহাও করেন তাহে কৌতুক অপার ॥ প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্ম সমর্পিল প্রভুপদে মালা দিয়া ॥ ঈষৎ হাসিয়া গোরা রায়। দিল পুষ্প মালা বিষ্ণুপ্রিয়ার

গালায় ॥ পুষ্প ফেলা ফেলি দুই জনে। দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে ॥ তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিলসয়ে গৌরচন্দ্র ॥ কি নব শোভার নাই পার। চারি-দিগে নারীগণ দেই যজকার ॥ করে কোলাহল সর্ব্বজন। বাজে নানা বাদ্য, ধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥ সনাতনমিশ্র ভাগ্য-বান্। বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যা দান ॥ বেদাদিবিহিত ক্রিয়া করি। সমর্পিল কন্যা বিশ্বম্ভর করে ধরি ॥ দিলেন কৌতুক সুখে ভাসি। দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী ॥ সর্ব্বশেষে হোমকর্ম্ম করে। বিশ্বম্ভর বামে বসাইয়া দুহিতারে ॥ কি অদ্ভুত দোঁহার মাধুরী। কহিতে কি দোঁহার নিছনি নর-হরি ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

দেখি পহুক, বিবাহ মাধুরী, কোঙ ধরই ন থেহ। শেষ শিব বিহি, ইন্দ্রগণ পতি, আদি পুলকিত দেহ ॥ ভীড় অতি-শয়, গগণ পথ বহু, রোকি দেব বিমান। হোত জয় জয়, শবদ সুমধুর, ভঙ্গি ভণই ন জান ॥ ভূরি কৌতুক, পরশপর বর, সরস চরিত উচারি। করত কুসুম, সুবৃষ্টি অলক্ষিত, ললিত রঙ্গ বিথারি ॥ দ্বিজসনাতন, ভাগভর পর, শংসি পরম বিথোর। দাসনরহরি, আশ ইহ সুখ, মাতব কি মতি মোর ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

দেবরমণি,-বৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাঁতি। বাজত থর, যাহি অতুল, ঝলকে কম্বুক কাঁতি ॥ ভ্রমত গগণ, পথ অগ-

শিত, যূথহিয় উৎসাহ। মানত দিঠি,-সফল নিরখি, গৌরবর বিবাহ॥ মিশ্রভবন, রীত রুচির, উচরি পুলক গাত। নব নব অভি,-লাস করহ, ধৃতি ধরই ন জাত॥ নিরুপম পহু, প্রেয়সী ছবি, লোচন ভরি নেত। নরহরি কত, ভাখব সভে, প্রাণ নিছুনি দেত॥

পুনঃ যথা রাগঃ॥

আহা মরি মরি, সুর-নারীগণ, নদিয়া চান্দের বিবাহ দেখি। সে শোভা সায়রে, সাঁতরিয়া সভে, তিরপিত করে তৃষিত আঁখি॥ কেহ কারু প্রতি, কহে দেখ মিশ্র,-সনাতন সুখে না ধরে হিয়া। কৃষ্ণে কন্যা দান, করি কত সাধে, কহে কত নানা যৌতুক দিয়া॥ কেহ কহে জামা,-তার বামে কন্যা, বসাইয়া ধন্য আপনা মানে। করে হোম ক্রিয়া, তাহা নাহি মন, চাহি রহে চান্দমুখের পানে॥ কেহ কহে দেখ, মিশ্রের ঘরণী, উনমত পারা, বিবাহধূমে। নরহরি নাথে, দেখে কত ছলে, উলসিত পদ না পড়ে ভূমে॥

পুনঃ যথা রাগঃ॥

দেবদেব রমণী উল্লাসে। বিবাহ প্রসঙ্গ সভে কহে মৃদু ভাষে॥ ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার। হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার॥ রূপবতী কন্যা যার ঘরে। সে সকল বিপ্র মনে মহা খেদ করে॥ এ হেন বরেরে কন্যা দিতে। না পারিলু হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে॥ এই মত কেহ কত কয়। সকলেই সনাতনমিশ্রে প্রশংসয়॥ সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্। হোমকর্ম্ম

আদি সব কৈল সমাধান ॥ কন্যা জামাতায় নিরখিয়া। তিলে তিলে বাঢ়ে সুখ উথলয়ে হিয়া ॥ (কহিতে কে জানে লোকাচার। ঘন ঘন নারীগণে দেই যজকার ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গোরাচাঁদে। লইতে বাসর ঘরে কেবা থির বান্ধে ॥) নরহরি পহুঁ গোরারায়। চলে বাসঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

নদীয়া বিনোদ গোরা। প্রবেশে বাসর,-ঘরে নব নব, তরুণিগণের পরাণ চোরা ॥ ধ্রু ॥

কুলবধূগণ, মনের উল্লাসে, বিশ্বম্ভরে বিষ্ণুপ্রিয়ায় লইয়া। সুমধুর ছান্দে, বসায় বাসরে, অনিমিষ আঁখে, ও মুখচা'য়া ॥ কেহ পরশের, সাধে হাঁসি হাঁসি, সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে। কেহ সাজাইয়া, তাম্বূল বীটিকা, সম্পুট সম্মুখে, রাখয়ে রঙ্গে ॥ কেহ করে কত, কৌতুক ছলেতে, ঢলি পড়ে গায়, পুলক হিয়া। নরহরিনাথ, আগে রহে কহে, ভঙ্গিতে কুসুম, অঞ্জলি দিয়া ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

বাসর ঘরেতে গোরারায়। রূপে কোটি মদন মাতায় ॥ কুলবধূগণ মনসুখে। সোপয়ে নয়ন চান্দমুখে ॥ ঘুঙটে ঘুঘট কেউ দিয়া। কহে কি বা ঈষৎ হাঁসিয়া ॥ পুলকে ভরয়ে সব গা। ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা ॥ কেউ দাড়াইয়া কারু পাশে। কাঁপে সেনা রসের আবেশে ॥ কেহ অতি অথির হিয়ায়। নিছয়ে জীবন রাঙ্গাপায় ॥ বাসর ঘরেতে রঙ্গ যত। তাহা

কেবা কহিবেক কত ॥ নরমনে এই আশ। দেখিব কি এ সব বিলাস ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

বাসর ঘরেতে গোরারায়। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায় ॥ কহিতে কৌতুক নাই ওর। গোষ্ঠীসহ সনাতন আনন্দে বিভোর ॥ রজনীপ্রভাতে গৌরহরি। হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা আদি কর্ম্ম করি ॥ গমন করিব নিজালয়ে। সনাতনমিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে ॥ সনাতন জামাতা রতনে। করিতে বিদায় ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে ॥ কন্যায় কত না প্রবোধিয়া। দিল বিশ্বম্ভর কর ধরি সমর্পিয়া ॥ গৌরহরি গমন সময়ে। মান্যগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে ॥ করিতে কি সে সভার সাধ। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে করে আশীর্ব্বাদ ॥ মিশ্রপ্রিয়া কন্যা জামাতারে। বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥) গোরা গৃহে গমন করিতে। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারি ভিতে ॥ নারীগণ দেই যজকার। নানা বাদ্য বাজে, ভাটে পড়ে কায়বার ॥ নরহরিনাথে নিরখিয়া। গমন-উচিত সভে করে শুভক্রিয়া ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

বরজ ভূষণ গৌর বিধুবর, করি বিবাহ বিনোদ গতিপর, প্রেয়সীসহ চলই নিজঘর, পরম অদ্ভুত শোহয়ে। চঢ়ল চৌদল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ উছলত, বলিত নয়ল সিংগার নিরুপম, নিখিলজন-মন মোহয়ে॥ হোত জয় জয়

শব্দ অবিরত, নারী পুরুখ অসংখ্য নিয়খত, পরসপর ভণ, লখিমি লখিমিক,-নাথ দহু বিলসত যমু। বন্দি গণ মন, মোদ অতিশয়, উচরি নব নব,-চরিত রসময়, ভূরি ভূসুর করত ঘন, ঘন বেদ ধ্বনি পুলকিত তনু॥ বাদ্য বহুবিধ, মরুজ ময় দল, ত্রিসরি কুণ্ডলি পটহ পুষ্কল, কুকু মুমু মুমু, মু ধা বিবিধ বা,-য়ত মধুর বাদক ঘটা।(নটত নর্ত্তকী, নর্ত্তকাবলি, উঘটি তা থিক থিকিতা থিনি, নিনি ধেম্না থিকি, তক তাল ধরু পগ ভঙ্গি চমকত তনুছটা॥ জাতি শ্রুতি স্বরগ্রাম মুরুছন, তান নব নব নব আলাপন, শুনত কানন তেজি মৃগ গুণিবৃন্দ নিকট হি ধায়এ। ভবন চহুদিশ বিপুল কল কল, দাস নরহরি হৃদয় উথলল, সময় গোধূলি, ললিত সুরধুনী তীরে বিরমি ঘরে আয় এ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ॥

গোরা চান্দ বিবাহ করিয়া। আইসেন ঘরে অতি উল্লসিত হৈয়া॥ অলক্ষিত হৈয়া দেবগণ। করয়ে সকল পথ বরিষণ॥ সুখের পাথার নদীয়ায়। বিবাহ প্রসঙ্গ কেউ কহে শচী মায়॥ শুনি মহা বাদ্য কোলাহল। শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বল॥(বাড়ির বাহিরে শচী আই। পতিব্রতা গণসহ রহে পথ চাই॥ সভা-সহ গোরা ধীরে ধীরে। আসিয়া চৌদল হৈতে নামিলা দুয়ারে॥ পুত্র পুত্র-বধূ দেখি আই। নিছিলা কেশয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই॥ স্নেহে চান্দবদন চুম্বিয়া।

প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বম্ভর। বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥ উলু লু লু দেই নারী-গণ। হইল মঙ্গল ময় সকল ভুবন ॥ ভাটগণে পড়ে কায়বার। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ নানা বাদ্য বায় সবে সুখে।) নরহরি কত বা কহিব এক মুখে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

(গোরা গুণমণি, সুঘর শেখর, পরম মুদিত হিয়ায়। লোক বহুত, বিবাহে আতুল, তাহে দেয়ই বিদায় ॥ ভাট নট গীতজ্ঞ বাদক, ভিক্ষু ভূসুর ভূরি। দেত সবে বহু, বস্ত্র ভূষণ ধন, সর্বোত্থ পূরি ॥ অতি হি সুমধুর, বচনে সুনিপুণ, গৌরহরি যশ গায় ॥ শ্রীশচী সব, নারী জনে জনে, কয়ল কত সম্মান।) ভণত নরহরি, সো সকল সুখে, গেহে কয়ল পয়াম ॥

ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভরের বিহার। হৈল যে আনন্দ তাহা জাগয়ে হিয়ায় ॥ এই খানে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরহরি। বৈসয়ে জননী তাহা দেখে নেত্র ভরি ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি যত স্নেহ করে আই। এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই ॥ (বিষ্ণু-প্রিয়া দেবী চেষ্টা কহিব বা কত। বিষ্ণুসেবা শ্রীশচীসেবায় হৈলা রত ॥ কি বলিব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবায়। দিবা নিশি আই মহা-আনন্দে গোঙায় ॥) বিলসয়ে পরম আনন্দে বিশ্ব-ম্ভর। যৌবন প্রবেশে অঙ্গশোভা মনোহর ॥ দিব্যমালা চন্দনে সুবেশ নিরন্তর। সূক্ষ্ম বাস ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ভুবন

মোহন গোরা শচীর নন্দন। বিদ্যারসে মগ্ন শিষ্য সঙ্গে অনুক্ষণ॥ দেখিয়া পাষণ্ড বৃদ্ধি সহিতে না পারে। হইল প্রভুর ইচ্ছা গয়া যাইবারে॥ এই খানে মায়ের চরণে প্রণমিয়া। গয়া চলিলেন প্রভু মায়ে প্রবোধিয়া॥ লোকরীতে গয়াকার্য্য সারি গৌরহরি। গৃহে আসে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি॥ নবদ্বীপে প্রভু আইলেন কিছু দিনে। আনন্দে বিহ্বল হইলেন সর্ব্ব জনে॥ বিবিধ মঙ্গল কর্ম্ম করে শচীমায়। বাড়ির বহিরে গিয়া পথ পানে চায়॥ লোকে জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কত দূরে। হেন কালে প্রভু আইলেন নিজ ঘরে॥ ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর এই খানে। মহাহর্ষে প্রণমিলা মায়ের চরণে॥ জননীর যে আনন্দ কহিতে কে পারে। সজল নয়নে মুখ চাহে বারে বারে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণনাথে নিরখিয়া। আনন্দে বিহ্বল না ধরিতে পারে হিয়া॥ বিষ্ণুপ্রিয়া-পিতৃ-কুলে হৈল মহানন্দ। কি বলিব সবার জীবন গৌরচন্দ্র॥ প্রভুরে দেখিতে আইলেন যত জন। তা সবারে কৈল যথাযোগ্য আচরণ॥ সঙ্গিগণ বিদায় করিলা বিশ্বম্ভর। সে সবে আনন্দে গেলা নিজ নিজ ঘর॥ শ্রীমান্-পণ্ডিত আদি চারি পাঁচ জনে। শ্রীগয়া-প্রসঙ্গ কহে বসি এ নির্জ্জনে॥ বিষ্ণুপাদপদ্ম তীর্থ নাম উচ্চারিতে। ভাসয়ে নেত্রের জলে নারে স্থির হৈতে॥ ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস কৃষ্ণ বলি বারে বারে। ভরয়ে পুলক কম্প প্রভুর শরীরে॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া শচীর নন্দন। শ্রীমান্পণ্ডিতে

কহে মধুর বচন॥ ওহে বন্ধু সব সুখে আজি গৃহে যাহ। কালি শুক্লাম্বর ঘরে আসিবারে চাহ॥ শুনি সুমধুর বাক্য উল্লাস সভার। হইলা বিদায় দেখি প্রেম চমৎকার॥ অন্যান্যে শুনিয়া সব বৈষ্ণব আনন্দে। আইসেন এথাই মিলয়ে গৌরচন্দ্রে॥ লোক গতায়াত যত কহনে না যায়। সকলে বিহ্বল গৌরচন্দ্রের চেষ্টায়॥ নদীয়ায় পরস্পর কহে লোক সব। নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরমবৈষ্ণব॥ বাঢ়য়ে প্রভুর প্রেমাবেশ ক্ষণে ক্ষণে। না ভায় ভোজন মন না হয় শয়নে॥ শয়ন করিব কিয়ে গোরারায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নিশি জাগিয়া পোহায়॥ নয়নে বহয়ে বারি ধারা নিরন্তর। সঘনে সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ এথা কপিলের ভাবে বিশ্বম্ভর রায়। মনের আনন্দে কত মায়েরে শিখায়॥ প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী আই জগন্মাতা। তাঁরে প্রভু প্রেম বিতরণ কৈল এথা॥ এক দিন এই থানে বৈসে বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিগে শিষ্যবর্গ শোভা মনোহর॥ শিষ্যগণ পূর্ব্বমত চাহে পড়িবার। শিষ্যগণ কহে এক প্রভু কহে আর॥ শিষ্যগণ কহে মনে মনে বিচারিয়া। এই মত হৈল গয়া হইতে আসিয়া॥ ঐছে বিচারিতে গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়। প্রেমভক্তি উপজিল সভার হিয়ায়॥ পড়িব কি শব্দশাস্ত্র ফিরিলেন মন। প্রভুর কান্দনেতে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥ সকল পড়ুয়া শ্রীপ্রভুর নিত্য দাস। সর্ব্বচিত্তে হৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ॥ ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এই থানে।

করয়ে নর্ত্তন প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥ চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া শিষ্যগণ। গোপাল গোবিন্দ বলি করয়ে কীর্ত্তন॥ প্রভু প্রেমাবেশে সভে বোল বোল বোলে। ভাসয়ে সকলে প্রেম-আনন্দ হিলোলে॥ অকস্মাৎ শুনি প্রেমময় সঙ্কীর্ত্তন। ধাইয়া আইলা নিকটের ভক্তগণ॥ আর যত লোক আইসে কহে পরস্পরে। ইকি গণ্ডগোল শুনি নদীয়া নগরে॥ ঐছে কহি প্রভুর এভবনে আসিয়া। হয়েন মোহিত প্রভু পানে নিরখিয়া॥ অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন প্রচার। ইথে কোন জন ধৈর্য্য নারে ধরিবার॥ প্রভু প্রেমাবেশ দেখি চিন্তে সর্ব্বজন। প্রভুকে করিলা স্থির প্রভুভক্তগণ॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর এথা। আপনারে প্রকাশয়ে এ অদ্ভুত কথা॥ ভক্তাধীন প্রভু ভক্ত-দুঃখনাশ হয়। পাষণ্ডির প্রতি ক্রোধ হৈল অতিশয়॥ মুই সেই মুই সেই বলিয়া বলিয়া। হাসে কান্দে মহা ঘোর হুঙ্কার করিয়া॥ দেখিয়া পাষণ্ডিগণ খেদাড়িয়া যায়। দর্পকরি কহে সংহারিমু তো সভায়॥ ক্ষণে ভূমে লোটাইয়া থির হৈয়া রহে। ঐছে দেখি কেহ কেহ আই প্রতি কহে॥ পূর্ব্ব বায়ু-বল এবে করিল ইহাঁরে। করহ শৈত্যক সেবা অশেষ প্রকারে॥ লোকদ্বারে আই জানাইল শ্রীনিবাসে। তেঁহ প্রবোধিল অতি মনের উল্লাসে॥ সকলেই কহে এ মনুষ্য কভু নয়। হইলেন ব্যক্ত এথা শচীর তনয়॥ শুন শ্রীনিবাস এক দিবসের কথা। প্রেমাবেশে অত্যন্ত বিহ্বল প্রভু এথা॥ যারে দেখে তারে

পুছে কৃষ্ণ কোন খানে ?। নিবারিতে নারে বারি ধারা দু-নয়নে॥ গদাধর তাম্বূল লইয়া আইলা এথা। তাঁরে পুছে শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কোথা॥ তেঁহো কহে সদা কৃষ্ণ হৃদয়ে তোমার। শুনি নখে হৃদয় চিরয়ে আপনার॥ প্রভু-দুই করে শীঘ্র ধরে গদাধর। কত প্রবোধিল স্থির হৈল বিশ্বম্ভর॥ গদাধরে মহাতুষ্ট হৈয়া কহে আই। নিমাইর সঙ্গে বাপ রহিবে সদাই॥ এথা সন্ধ্যাকালে আসি মিলে ভক্তগণ। মুকুন্দ পড়য়ে শ্লোক অতি রসায়ন॥ ভক্তিরসময় শ্লোক শুনি গৌর-রায়। যে প্রেম-আবেশ তাহা কহা নাই যায়॥ বৈষ্ণব বেষ্টিত প্রভু মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে। হৈল ক্ষণপ্রায় নিশি প্রভাত না জানে॥ প্রেমানন্দে হুঙ্কার গর্জ্জন অতিশয়। শুনি পাষণ্ডির রাত্রে নিদ্র নাই হয়॥ করয়ে বিদ্রূপ ক্রোধে পাষণ্ডির গণ। কেহ কহে আজি এ সভার বিড়ম্বন॥ নদীয়ায় কীর্ত্তন, এ অমঙ্গল ইথে। আইসে রাজার লোক বৈষ্ণবে ধরিতে॥ এ সতে পলা'বে জানি হও সাবধান। শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিলে সভার কল্যাণ॥ শ্রীবাস উদার শুনি করিল প্রত্যয়। দুষ্ট-রাজা যবন অসাধ্য কিছু নয়॥ এত বিচারিয়া শ্রীবাসের ভয় হৈল। অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর সকল জানিল॥ হুঙ্কার করিয়া প্রভু কহে বার বার। ভক্তভয় বিনাশিতে মোর অবতার॥ প্রভু অবতীর্ণ ইহা ভক্তে নাই জানে। আপনারে প্রকাশিতে ইচ্ছা হৈল মনে॥ করিয়া সুবেশ প্রভু উলসিত চিতে। নদীয়াভ্রমণে

রঙ্গে চলে এথা হৈতে ॥ সেরূপ লাবণি দেখি কেবা থির হয় ।
মনের উল্লাসে কেউ কারে কত কয় ॥

তথাহি গীতে ॥

দেখ ভুবন মোহন গোরা নদীয়া নগরে। রূপের ছটায় দশ দিশা আলো করে ॥ ধ্রু ॥

কণক ভূধর গরব ভঞ্জন, মঞ্জু মুরুতি রসাল রে। কুটিল কুন্তল, বিমল মলয়জ, তিলক ঝলকত ভালি রে ॥ অতনু-ধনু দূরে, দরপ ভুরুদিঠি, ভঙ্গি কি মধুর ভাঁতিয়া। হাস মিলিত ময়ঙ্ক মুখলস, দশন মোতিম পাঁতিয়া ॥ চারু শ্রুতি অব,-তংস সুন্দর, গণ্ড মণ্ডল শোহয়ে। নাসিকা শুষ্ক, চঞ্চু জিতি, সতী-যুবতীগণ মন মোহয়ে। জানু লম্বিত, ললিত ভুজযুগ, গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে। বক্ষপরিসর পরম সুগঠন, কণ্ঠে মালতী মাল রে ॥ ত্রিবলিবলিত, সুনাভি সরসিজ, ভ্রমর তনুরুহ রাজয়ে। সিংহ জিনি কটি,-দেশ কৃশ ঘন, অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে ॥ মদন মদদলি, কদলি উরু উরু, পর্ব্ব অতি অনুপাম রে। চরণ তল-থল, কমল নখমণি, নিছনি ঘন ঘনশ্যামরে ॥

কেবা না ভুলয়ে গোরাচান্দে নিরখিয়া। এই পথে চলি-লেন ভ্রমিতে নদীয়া ॥ নদীয়া-ভ্রমণে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে। হৈলা চতুর্ভুজ কৃপা করি শ্রীবাসেরে ॥ আসি বিপ্রগণ সঙ্গে বসিলা এথাই। সে অদ্ভুত শোভার উপমা দিতে নাই ॥ এই খানে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ। কৃষ্ণ বলি কান্দয়ে ধৈর্য্যের

নাহি লেশ ॥ এক দিন বরাহভাবেতে মত্ত হৈলা। এথা হৈতে মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ॥ হইয়া বরাহমূর্ত্তি তাঁরে কৃপা করি। এথাই আসিয়া বসিলেন গৌর হরি ॥ লইয়া সকল ভক্তে প্রভু বিলষয়। এক নিত্যানন্দ বিনু ব্যাকুল হৃদয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ হলধর। হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতীর কুমার ॥ সর্ব্ব-পূজ্য হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতী। রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামেতে বসতি। (পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। অপার মহিমা গুণ কহিতে না জানি ॥) প্রভু নিত্যানন্দ সুখ দিতে সর্ব্বজনে। তাঁরে ঘরে অবতীর্ণ হৈলা শুভক্ষণে ॥ নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম-তিথি বিলক্ষণ। কেবা না আরাধে কেনা করয়ে বন্দন ॥

তথাহি ॥

সর্ব্বমঙ্গলরূপাং তাং মাঘশুক্লাত্রয়োদশীং।

নিত্যানন্দপ্রভোর্জন্মতিথিং বন্দে মুদানিশং ॥

প্রভু জন্মকালে যে আনন্দ উপজিল। তাহা বিজ্ঞগণ নানা প্রকারে বর্ণিল ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আহা মরি আজু কি আনন্দ। কিবা একচক্রাপুরে, হাড়াই-পণ্ডিতের ঘরে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ ধ্রু ॥

অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জনু, শোভায় ভুবন বিমোহিত। পুত্র মুখ নিরখিয়া, উলাসে না ধরে হিয়া, পদ্মা-বতী হাড়াইপণ্ডিত ॥ শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে, গর্জ্জয়ে আনন্দ-ভরে, তিলেক হইতে নারে স্থির। নাচে প্রভু ঊর্দ্ধবাহে,

কাঁখতালী দিয়া কহে, আনিলু আনিলু বলবীর ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ, জয় জয় ধ্বনি অনিবার। গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, বায় বাদ্য কত শত, গায় গুণ সুখের পাথার ॥ ওঝা মহা ভাগ্যবান্, পুত্রের কল্যাণে দান, করে যত লেখা নাই দিতে। কত না জৌতুক লৈয়া, লোক সব আসে ধা'য়া, মহা ভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥ ধন্য রাঢ় মহী আর, ধন্য সে নক্ষত্র বার, ধন্য মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী। নরহরি কহে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল, প্রকটে খণ্ডিল দুঃখ রাশি ॥

পুনঃ সুহই ॥

প্রভু নিত্যানন্দ, আনন্দের কন্দ, পুরুবে রোহিণী তনয় যেহোঁ। ধন্য কলি কৈলা, শুভক্ষণে হৈলা, পদ্মাবতীগর্ব্ভে প্রকট তেহোঁ ॥ জয় জয় জয়, ধ্বনি অতিশয়, মঙ্গল হাড়াই পণ্ডিত ঘরে। একচক্রাবাসী, লোক সুখে ভাসি, ধা'য়া আসে ধৃতি ধরিতে নারে ॥ সূতিকা মন্দিরে, ঝল মল করে, নিতাইর মুখচন্দ্রমা চারু। সে শোভা দেখিতে, কত সাধ চিতে, দেখে আঁখে নাই নিমিখ কারু ॥ হর্ষে দেবগণ, বর্ষে পুষ্প ঘন, অলখিত নৃত্য ভঙ্গিমা ভালে। ঘনশ্যাম গায়, নানা বাদ্য বায়, ধা ধা ধিকি ধিকি, ধেন্না না তালে ॥

নিত্যানন্দ জন্ম বাল্য লীলা মনোহর। গৃহে বাস কৈলা প্রভু দ্বাদশ বৎর ॥ সন্ন্যাসির ছলে গৃহে হইতে চলিলা। তীর্থ পর্য্যটন করে এ অদ্ভুত লীলা ॥ সর্ব্ব মনোরথসিদ্ধি করি

পর্য্যটনে। প্রভুর প্রকাশ লাগি রহে বৃন্দাবনে॥ গুপ্তরূপে নদীয়াবিহারে গৌরচন্দ্র। হইলা প্রকাশ তা জানিলা নিত্যানন্দ॥ মহা প্রেমানন্দে মত্ত হৈয়া নিরন্তর। আইলেন নবদ্বীপে দেব হলধর॥ নন্দন-আচার্য্য গৃহে গমন করিলা। তেঁহো মহা তেজ দেখি অধৈর্য্য হইলা॥ মহাযত্নে নিত্যানন্দচন্দ্রে রাখি ঘরে। করাইলা ভিক্ষা অতি উল্লাস অন্তরে॥ নিত্যানন্দ গমন জানিয়া গৌররায়। মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস হিয়ায়॥ এ বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণু পূজে বিশ্বম্ভর। এথাই বৈষ্ণব সব মিলিলা সত্বর॥ সে শোভা দেখিয়া প্রভু উল্লসিত মনে। রজনী স্বপন কথা কহে এই খানে॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

প্রভু বিশ্বম্ভর, প্রিয় পরিকর, প্রতি কহে শুন স্বপন কথা। কিবা সে নির্ম্মিত, অতি সুশোভিত, তালধ্বজ রথ আইল এথা॥ দেখিনু সুন্দর, দীর্ঘ কলেবর, পুরুষ এক কি উপমা তাহে। এক কর্ণে কিবা, কুণ্ডল সে গ্রীবা, কিবা মুখশশী শোভাহে॥ কাল কুম্ভ হাতে, নীলবস্ত্র মাথে, নীল বাস পরিধান সুছান্দে। চৌদিগে নেহালে, হেলি ঢুলি চলে, সে ভঙ্গিতে কেবা ধৈরয বান্ধে॥ মোর নাম ধরি, পুছে বেরি বেরি, বুঝি হলধর গমন কৈলা। এত কহি নর,-হরি প্রভুবর বলরামভাবে বিহ্বল হৈলা॥

শ্রীবাসাদি প্রভু স্বপ্নাবেশে নিরখিয়া। করিলেন স্তুতি সবে

সুস্থির হইয়া ॥ বিশ্বম্ভর চেষ্টা কিছু কহিল না হয়। দেখিতে নিতাইচান্দে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥ হরিদাস শ্রীবাসপণ্ডিতে কিছু কৈয়া। নিত্যানন্দ অন্বেষণে দিল পাঠাইয়া ॥ হরিদাস শ্রীবাস সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ। নবদ্বীপে প্রতি ঘরে কৈল অন্বেষণ ॥ কোথাও না পাইয়া কহয়ে প্রভু-পাশে। শুনি প্রভু কহি কত মন্দ মন্দ হাসে ॥ প্রভুর এ ভঙ্গি কিছু অন্যে না জানিল। নিত্যানন্দ পরম দুর্জ্ঞেয় জানাইল ॥ শোভাময় অপূর্ব্ব সুবেশে গৌরচন্দ্র। প্রিয়গণ সঙ্গে চলে যথা নিত্যানন্দ ॥ মিলি নিত্যা-নন্দে রাখি শ্রীবাসের ঘরে। এথা আসি বৈসে প্রভু উল্লাস অন্তরে ॥ শ্রীবাসের গৃহে হৈতে রামাই আসিয়া। নিত্যানন্দ চেষ্টা কহে এথায় বসিয়া ॥ পুন পুন পুছে প্রভু কহ তাঁর রীত। প্রভু আগে কহে কিছু রামাইপণ্ডিত ॥ কথো রাত্রে নিত্যানন্দ করিয়া হুঙ্কার। ভাঙ্গি ফেলেদণ্ড কমণ্ডলু আপনার ॥ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাসিয়া। শ্রীবাসের গৃহে গেলা এই পথ দিয়া। ওহে শ্রীনিবাস নিজগৃহে যে কৌতুক। তাহা কি বলিব সবে মোর এক মুখ ॥ এক দিন এই থানে প্রভু গৌররায়। ভক্তগণ মধ্যে বৈসে বিহ্বল প্রেমায় ॥ কহি কত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আনিতে। পাঠাইলা শান্তিপুরে শ্রীরাম-পণ্ডিতে ॥ শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাস যে প্রকারে। শুন শ্রী-নিবাস তাহা কহিয়েতোমারে ॥ অদ্বৈতের পিতা পিতামহাদি বিখ্যাত। বঙ্গে বাসপূর্ব্বে শান্তিপুরে গতায়াত ॥ বঙ্গদেশে

শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম। সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈত চন্দ্রের প্রিয় ধাম॥ তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবেরমহাশয়। মিশ্র পণ্ডিতাচার্য্য এ খ্যাতি তাঁর হয়॥ তেহোঁ অদ্বৈতের পিতা তাঁর শুদ্ধ রীত। সর্ব্ব প্রকারেতে যোগ্য সর্ব্বত্র বিদিত॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং॥

মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরো গুহ্যকেশ্বরঃ।
কুবেরপণ্ডিতঃ সোঽভুদ্যো জনকশ্চ বিদাম্বরঃ॥

(নাভা নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী। অতি পতিব্রতা যেহোঁ অদ্বৈতজননী॥ পুত্রের কামনা পূর্ব্বে দোঁহার আছিল। তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল॥) নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র। জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥

গীতে মাউর॥

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু। নাভা গর্ত্ত ধন, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে, অদ্বৈত-ইন্দু॥ কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া। সূতিকা মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া॥ নবগ্রামবাসী, লোক ধা'য়া আসি, পরস্পর কহে না দেখি হেন। কিবা পুণ্য ফলে, মিশ্র বৃদ্ধ কালে, পাইলেন পুত্র রতন যেন॥ পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ, অলক্ষিত রীতি উপমা নহু। জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনি, ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু॥

পুনঃ ভূপালিঃ ॥

মাঘ সপ্তমী শুক্লপক্ষ, শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরি। প্রকটি প্রভু, অদ্বৈত সুন্দর, করল কলিমদ দূরি ॥ ধাই চলু সব, লোক পৈঠি, কুবের ভবন মাঝার। বিপুল পুলক, বিলোকি বালক, দেত জয় জয় কার ॥ ভাটগণ ঘন, ভণত যশ, গায়ত গুণি মুদ মাতি। সুঘর বাদক, বৃন্দ বায়ত, বাদ্য কত কত ভাতি ॥ করত নর্ত্তক, নৃত্য উঘটত থৈতা তক তক থোন। দাস-নরহরি, পহুঁক জনম, বিলস বরণব কোন ॥

ওহে শ্রীনিবাস অদ্বৈতের জন্মকালে। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ-নাম উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥ অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি রসায়ন। জন্মায়েন সভার সন্তোষ অনুক্ষণ ॥ শ্রীকুবের নাভা গঙ্গাবাসের নিমিত্তে। আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥ কুবেরপণ্ডিত নাভাদেবী পুত্র লৈয়া। শান্তিপুরে রহে মহা উল্লসিত হৈয়া ॥ পুত্রে নানা শাস্ত্র করাইয়া অধ্যয়ন। কথো দিনে দোঁহে হইলেন অদর্শন ॥ অদ্বৈত ঈশ্বর মাতা পিতা অদর্শনে। গয়াছলে গেলা সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটনে ॥ বৃন্দাবনে কথো দিন কৃষ্ণে আরাধয়। জানিলেন নবদ্বীপে প্রকট সময় ॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু করিয়া গমন। গৌড়ে আসি কৈল গৌড় বঙ্গেতে ভ্রমণ ॥ নবদ্বীপ হইয়া আইলা শান্তিপুরে। দেখি শান্তিপুর বাসী উল্লাস অন্তরে ॥ পূর্ব্ব হৈতে অপূর্ব্ব আলয় করি দিল। অদ্বৈত-সেবায় সভে নিযুক্ত হইল ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক অদ্বৈত-

আচার্য্য। কে বুঝিতে পারে তাঁর অলৌকিক কার্য্য॥ শ্রী-অদ্বৈত আচার্য্য বিবাহ করাইতে। বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈল ভাল মতে॥ সকলেই কৈলা বিবাহের আয়োজন। তাহা জানিলেন প্রভু কুবেরনন্দন॥ করিতে বিবাহ অদ্বৈতের ইচ্ছা হৈল। মন্দ মন্দ হাসি সভে অনুমতি দিল॥ সভে মহাহর্ষ হৈয়া গিয়া নিজঘরে। (জানাইল নৃসিংহভাদুড়ি বিপ্রবরে॥ ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ বিপ্রের দুই কন্যা। বিবাহের যোগ্যরূপে মহা ধন্যা ধন্যা॥ নৃসিংহভাদুড়ি অতি উল্লাস অন্তরে। দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে॥ অদ্বৈতেরে বিবাহে সুখের নাই অন্ত। বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত॥ আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎপূজিতা। সর্ব্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর শ্রী-সীতা॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং॥

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎপ্রকাশতঃ॥

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা দুই অদ্বৈতঘরণী। দোঁহার যে চেষ্টা তাহা কহিতে কি জানি॥) ঐছে রহে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতরায়। করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায়॥ প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অদ্বৈতের স্থিতি। কৃষ্ণরসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি॥ কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়। কৃষ্ণ বিনা কথো দিন উদ্বেগে গোঙায়॥ কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে। হইলা

প্রকট কৃষ্ণ অদ্বৈত হুঙ্কারে॥ প্রভুর অদ্ভুত লীলা দেখে নদীয়ায়। না করয়ে ব্যক্ত সভে প্রকারে জানায়॥ প্রভু প্রকাশিয়া পূজি উল্লাস অন্তরে। কত মনোরথ করি গেলা শান্তিপুরে॥ শ্রীরামপণ্ডিত গিয়া প্রভুর আজ্ঞায়। প্রভু যে কহিল তাহা কহিল তাঁহায়॥ হইয়া বিহ্বল শ্রীঅদ্বৈত প্রেমাবেশে। যে যে কথা কহয়ে তা কহিতে না আইসে॥ অদ্বৈত ভবনে মহানন্দ উথলিল। প্রভু-পূজা-দ্রব্য সীতাদেবী সজ্জ কৈল॥ অদ্বৈতের যে কৌতুক কহনে না যায়। গোষ্ঠীসহ অদ্বৈত আইসে নদীয়ায়॥ অদ্বৈত আইসে জানি প্রভুগৌরহরি। এ পথে শ্রীবাস গৃহে গেলা শীঘ্র করি॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্থন্দর। নিজগৃহে সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন নিরন্তর॥ এথা সঙ্কীর্ত্তনানন্দে স্থির নাহি বান্ধে। পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি বলি প্রভু কান্দে॥ ক্ষণে বাপ ক্ষণে বন্ধু বলিয়া কান্দয়। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রিয় অতিশয়॥ সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে। চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে॥ মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপেও স্থিতি হয়। নবদ্বীপে আছে তাঁরঅপূর্ব্ব আলায়॥ তেঁহ মহাবৈষ্ণব চিনিতে সাধ্য কার।দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান হয়ত সভার॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রনিজমুখে। কহিতে চরিত্র তাঁর ভাসে মহাসুখে॥ প্রভু আকর্ষণে তেঁহ আইলা নদীয়ায়। রাত্রিযোগে আসি মিলে প্রভুরে এথায়॥ আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা প্রভুরে দেখিয়া। ভাসয়েনেত্রের জলে চেতন পাইয়া॥ কহয়ে যতেক খেদ যে দৈন্য প্রকাশে।

দেখিতে সে দশা সভে নেত্রজলে ভাসে॥ বিদ্যানিধি গোসাঞিরে প্রভু বক্ষে ধরি। হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি॥ সভারে কহয়ে প্রভু উল্লাস হইয়া। দেখিলাম প্রেমনিধি নয়ন ভরিয়া॥ ঐছে কত কহি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। নেত্রজলে সিঞ্চে বিদ্যানিধি কলেবর॥ বিদ্যানিধি প্রেমায় বিহ্বল অনিবার। প্রভুর ইচ্ছায় বাহ্যজ্ঞান হৈল তাঁর॥ তখন প্রণমে প্রভু চিনি আপনার। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যে করিল নমস্কার॥ যথাযোগ্য মিলন হইল ভক্তসনে। পাইলেন পরম আনন্দ ভক্তগণে॥ ক্ষণেকেই প্রেমভক্তি আবির্ভাব হইতে। হৈল যে প্রকার তাহা না আসে কহিতে॥ বিদ্যানিধি মহানন্দে হইয়া বিদায়। এই পথে গেলা তেঁহ আপন বাসায়॥ ওহে শ্রীনিবাস এক দিন শচীমাতা। দেখিল যে স্বপ্ন তাহা কহেয় পুত্রে এথা॥ পুত্রপানে চাহি আই কহে স্নেহাবেশে। শুন বাপ স্বপ্নে যা দেখিলু নিশিশেষে॥ তুমি আর নিত্যানন্দ কলহ করিয়া। বিষ্ণু-ঘরে গেলা পঞ্চবর্ষের হইয়া॥ ঘরের ভিতরে দেখিলাম চারি জন। তুমি নিত্যানন্দ কৃষ্ণ রোহিণীনন্দন॥ তথা নিত্যানন্দ কৃষ্ণ হস্তে হস্ত দিলা। বলরাম হস্তে তুমি হস্ত আরোপিলা॥ ঐছে ঘরে হৈতে বাহির হৈয়া চারি জনে। কৈলা কত কলহ আমার বিদ্যমানে॥ নানা দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলা। নিত্যানন্দ মা বলিয়া মোর আগে আইলা॥ মোরে কহে ক্ষুধা হৈল অন্ন দেহ মাতা। নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর শুনি এই কথা॥ জাগিয়া দেখিলু নিশি প্রভাত

সময়। কিছু না বুঝিয়ে মোর মনে কত হয়॥ শুনি মহানন্দে প্রভু মন্দ মন্দ হাসে। কহি কত মায়ে পুন কহে মৃদুভাষে॥ অদ্য নিত্যানন্দে এথা করাহ ভোজন। (শুনি জননীর অতি উল্লসিত মন॥ ভিক্ষার সামগ্রী শচী শীঘ্র সজ্জ কৈলা। নিত্যানন্দে প্রভু মহানন্দে লৈয়া আইলা॥ এইখানে আসিয়া বসিলা দুই জন। এথা বৈসে গদাধর আদি আপ্তগণ॥ ওহে শ্রীনিবাস সে অপূর্ব্ব শোভা হেরি। চরণ ধুইতে জল দিলু শীঘ্র করি॥ করয়ে ভোজন দোঁহে বসিয়া এথাই। শ্যাম শুক্ল রূপ নিরিখয়ে শচী আই॥ দোঁহার অদ্ভুত শোভা বারেক চাহিতে। প্রেমায় বিহ্বল আই নারে স্থির হৈতে॥ শ্রীশচীদেবীর যৈছে প্রেমের বিকার। কহিতে না জানি যৈছে ভোজন দোঁহার॥ ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা এথায়। স্থান পরিষ্কার মুই করিল ত্বরায়॥ পত্র অবশেষ হর্ষে লইলু সকল। সে সব ভাবিতে হিয়া হইছে বিকল॥ নিত্যানন্দে লৈয়া গৌরচন্দ্র গণসনে। এথা হৈলা পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে॥ এথা বিশ্বম্ভর আপনারে প্রকাশয়। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন আদি হয়॥ যখন যে ভাবে প্রভু আপনা প্রকাশে। তখন তা দেখে মাত্র প্রভুপ্রিয় দাসে॥ শিবের গায়ক এক আসিয়া এথায়। গায় শিব-গীত নাচে ডমরু বাজায়॥ মহেশের ভাবে প্রভু ধৈর্য্য নাই বান্ধে। মুই সে মহেশ বলি চঢ়ে তার কান্ধে॥

গীতে যথা মালব-শ্রী॥

আজু শঙ্করচরিত শুনি, শচীতনয় শঙ্কর ভেল। রজত গিরি জিতি, জ্যোতি ভগ মগ, জগত-ধৃতি হরি নেল॥ ভসম ভূষিত, অঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গ মদ ভর হারি। রুচির কর গহি, শৃঙ্গ বারত, ডমরু রব রুচিকারী॥ লোল ললিত, ত্রিলোচনাঞ্চল, লসত বয়ন ময়ঙ্ক॥ গণ্ড মণ্ডল, বিমল মৃদুতর, ভাল ভুরু-যুগ বঙ্ক॥ বিপুলপন্নগ, ভূষণাম্বর, চরম পরম উজোর। শিরসি সঞ্জু, জটাল পটভর, পেখি নরহরি ভোর॥

মহেশ আবেশ প্রভু সম্বরণ কৈলা। সে ভাগ্যবন্তের স্কন্ধ হইতে নামিলা॥ ঐছে ভিক্ষা দিলা তারে প্রভু দয়াময়। পুন আর ভিক্ষা যেন করিতে না হয়॥ এথা প্রভু আনন্দে লইয়া প্রিয়গণ। করিল নির্ব্বন্ধ রাত্রিযোগে সঙ্কীর্ত্তন॥ কভু কুন স্থানে করে কীর্ত্তন বিহার। সঙ্গে পারিষদ যত লেখা নাই তার॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

"শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন। কুন দিন হয় চন্দ্র-শেখর ভবন॥ নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস। বিদ্যা-নিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস॥ গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন। জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ॥ কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরু-ড়াই। গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥ গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান্ শ্রীধর। সদাশিব বক্রেশ্বর ভূগর্ত্ত শুক্লাম্বর॥ ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত। অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য নাম

নিব কত ॥ সে সব সহিত এক দিন এ অঙ্গণে। দিবা নিশি বিহ্বল হইলা সঙ্কীর্ত্তনে ॥ দেবের দুর্ল্লভ নৃত্য করে গৌরহরি। সে সুবেশ শোভা সবে দেখে নেত্র ভরি ॥”

গীতে যথা—শ্রীরাগঃ ॥

চম্পক কুসম, কনক নব কুঙ্কুম, তড়িত পুঞ্জ যিনি বরণ উজোর। ঝল মল মনমথ,-ফান্দ চান্দ মুখ, মধুরিম অধরে হাস অতি থোর ॥ জয় জয় গৌর, নটন জন রঞ্জন, বলি কলি কাল গরম ভর ভঞ্জন ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু পুলক কুল, বলিত কলেবর, গর গর নিরত তরল নহু থির। গদ গদ ভাষ, অবশ নিশি বাসর, ঝর ঝর কঞ্জ নয়নে ঝর নীর ॥ নিরুপম চারু, চরিত করুণাময়, পণ্ডিত বন্ধু যশ বিশদ বিথার। ভণ ঘনশ্যাম, ভাগ ভূয়শ রস, বিতরণ লাগি ললিত অবতার ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

নাচত ভুবন মন মোহন, চম্পক কনক কঞ্জ জিনি বরণা। সুবলনি তনু মৃদু, মলয়জ রঞ্জিত, পহিরণ বসন ঘন কিরণা ॥ হিমকর নিকর,-নিন্দি মধুরানন, হাসত মধুর সুধা যনু ঝরঈ। ভুরুযুগ ভৃঙ্গ,-পাঁতি লস লোচন, ডগ মগ অরুণ কিরণ ভর হরঈ ॥ দোলত মণিময়,-হার হরত ধৃতি, টল মল কুণ্ডল ঝলকত শ্রবণে। চাঁচর চিকুর, ভঙ্গিভার ভরে, বিলুলিত হালত, তিমির তার যনু পবনে ॥ অভিনয় ললিত, কলিত করকিশ-

লয়ে, কত শত তাল ধরত পগ ধরণে। নরহরি পরম,-উলস যশ গায়ত, শোভা বিপুল কৌনক বিবরণে॥

পুনঃ সোমরাগঃ॥

নাচত গৌর পুরুবরসে ভোর। কনকধরাধর-গরব-বিভঞ্জন, ঝলকত অঙ্গ অতনু চিত চোর॥ ধ্রু॥

হাসত মৃদু মৃদু, বদন চান্দ ছবি, নাশত ঘোর কলুষ আঁধ-য়ার। ধরইতে তাল, তরল পদপঙ্কজ, কম্পই ধরণি সহই নাহি ভার॥ তরুণ অরুণ যুগ, লোচন ডগ মগ, অবিরল বিপুল পুলক কুল সাজি। গরজত সঘন, সিংহ জিনি বিক্রম, বলি কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি॥ ভেদত গগন, গানে প্রিয় পরিকর, বায়ত খোল ললিত করতাল। মাতল অখিল, লোক ভণ নরহরি, ভুবন ভরল যশ বিশদ বিশাল॥

পুনঃ আভ্রপঞ্চকঃ॥

নিরুপম হেম জ্যোতি জিতি বরণা। সঙ্গীত রঙ্গিতরঙ্গিত-চরণা॥ নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া। চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া॥ ধ্রু॥

শরদচন্দ্র জিনি সুন্দর বয়না। অহ নিশি প্রেম নিঝরে ঝরু নয়না॥ বিপুল পুলক-পরিপূরিত দেহা। নিজ রসে ভাসি না পায়ত থেহা॥ জগ ভরি পূরল এ হেন আনন্দা। মহিমাহা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু আপন ভবনে। যে ভাব প্রকাশে তা বর্ণিব কুন জনে॥ আই মহাবিহ্বল হইয়া এই খানে।

নেত্রজলে সিক্ত হইলেন সঙ্কীর্ত্তনে॥ প্রিয়গণ সহ প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। শ্রীবাস-আলয়ে গেলা এই পথ দিয়া॥ সঙ্কীর্ত্তনা-বেশে রহি শ্রীবাসভবনে। এথা আসি [illegible] প্রভু রজনী-বিহানে॥ পরম অদ্ভুত শোভা দেখি নেত্রভরি। যে আজ্ঞা করিল তা করিলু শীঘ্র করি॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচরিত্র গভীর। সঙ্কীর্ত্তন বিনা তিলার্দ্ধেক নহে থির॥ অপরাহ্লকালে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে। এই পথে গঙ্গাতীরে গেলা গণসঙ্গে॥ গঙ্গাতীরে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া। গণসহ আইলা গৃহে এই পথ দিয়া॥ যে ভাব আবেশে সঙ্কীর্ত্তন এই থানে। তাহা দেখিলেন এথা রহি ভাগ্যবানে॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের শোভা ভুবনমোহন। পরম অদ্ভুত রঙ্গে করয়ে নর্ত্তন॥

গীতে যথা—ধানশী॥

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর তুলাল। সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥

বিশাল হৃদয়ে গজ মুকুতার হার। পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার॥ ছন্দ বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি। নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী॥ কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান। গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান॥ পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে॥ হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে॥ বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ওটখানি * হাস। ওরূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম-দাস॥

* ওট—ওষ্ঠ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু কীর্ত্তন আবেশে। কহিতে না জানি কিছু যে ভাব প্রকাশে॥ এক দিন কি আনন্দ উপজিল মনে। এই পথে গেলা একা শ্রীবাস ভবনে। সাত প্রহরিয়া ভাবে বিলসি তথায়। এই পথে আইলা নিজালয়ে গৌররায়॥ এই পুষ্পবাটীমধ্যে প্রিয়গণ সনে। আইলা বিহ্বল কৃষ্ণকথা আলাপনে॥ কি বলিব শ্রীনিবাস দেখিলু যে সুখ। সে সব ভাবিতে এবে বিদরিছে বুক॥ একদিন এই ঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর। অপূর্ব্ব আসনে বৈসে উল্লাস অন্তর॥ নিজ প্রাণনাথ পাশে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। তাম্বূল যোগান প্রভু খায়েন হাসিয়া॥ হেনই সময়ে নিত্যানন্দ ভাবাবেশে। চলিতে চলিতে আইলা প্রভুর আবাসে॥ দেখি প্রেমে বিহ্বল নিতাই দিগম্বর। তাঁরে বস্ত্র আপনে পরান বিশ্বম্ভর॥ দেখি এ চরিত্র আই হাসে মনে মনে। নিত্যানন্দে বিশ্বরূপ পুত্র সম জানে॥ নিত্যানন্দে দিল চারি সন্দেশ খাইতে। খাইল সন্দেশ মহা কৌতুক তাহাতে। নিত্যানন্দ ভাবাবেশ বুঝনে না যায়। প্রভু সহ কত কথা রহিয়া এথায়॥ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীকৌপীন একখানি। চাহিয়া নিলেন গৌরচন্দ্র গুণমণি॥ সে কৌপীন খণ্ড খণ্ড করি গৌররায়। দিলেন সভারে সভে ধরিল মাথায়॥ শ্রীগৌর সুন্দর প্রেমে বিহ্বল হইয়া। নিত্যানন্দ পাদোদক সভে খাওয়াইলা॥ কৌপীন ধারণ আর পাদোদক পানে। যে প্রেম বিহ্বল তা কহিতে কেবা জানে॥ সঙ্কীর্ত্তনসুখের সমুদ্র উথলিল। গণসহ প্রভু নৃত্যে বিহ্বল হইল॥

গীতে যথা—দেশপালঃ ॥

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জন রঞ্জন, নিত্যানন্দ বিপদভর ভঞ্জন, কঞ্জনয়ন জিতি নব নব খঞ্জন, চাহনি মনমথ গরব হরে। ঝল-কত দুঁহু তনু, কনক ধরাধর, নটন ঘটন পগ, ধরত ধরণি পর, হাস মিলিত মুখ, লষত সুধাকর, উচরি বচন জনু অমিয় ঝরে ॥ শোভা নিরুপম, ভণ তন আয়ত, বেষ্টিত পরিকর,-গণ গুণগণ গায়ত, মধুর মধুর মৃদু মর্দ্দল বায়ত, ধা ধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্গ। গণসহ সুরগণ, গগন পন্থগত, ঘন ঘন সরস, কুসুমবর বরষত, জয় জয় জয় ধ্বনি ভুবন বিয়াপত, নরহরি কহব কি প্রেমতরঙ্গ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

আজু কি আনন্দ সঙ্কীর্ত্তনে। নাচে গৌর নিত্যানন্দ, পরম আনন্দ কন্দ, প্রিয়পারিষদবৃন্দ সনে ॥ নাচে বোলে ভাল ভাল, বাজে খোল করতাল, সভে মহাবিহ্বল প্রেমায়। নদীর প্রবাহ পারা, সভার নয়নে ধারা, কেহ কেহ পড়ে কারু পায় ॥ কেহ বা পুলক ভরে, হুঙ্কার গর্জ্জন করে, কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে। কেহ কারু পানে চা'য়া, দুই বাহু পসারিয়া, কোলে করি ছাড়িতে না পারে ॥ কেহ কারু পায় ধরে, পদধূলি লয় শিরে, কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়। প্রভু ভৃত্য এক রীতি, দেখি নরহরি অতি, আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥

যখন যে প্রভুর আবেশ ভক্ত মেলে। তখন সে রূপ

ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ এক দিন প্রভু একা বসি দিব্যাসনে। সকরুণ নেত্রে নিরিখয়ে চারি পানে ॥ প্রিয় নিত্যানন্দ হরিদাসে কহে যাহ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে আজ্ঞা সর্ব্বত্র জানাহ ॥ প্রভু আজ্ঞা লৈয়া দোহে গেলা এই পথে। দোহার আনন্দ যত কে পারে কহিতে ॥ সর্ব্বত্র কহিয়া তা প্রভুরে জনাইলা। সভাসহ প্রভু দস্যু উদ্ধারিয়া নিলা ॥ স্বগণে বেষ্টিত প্রভু বসিলা এথাই। স্তুতি কৈল দস্যু দুই জগাই মাধাই ॥ জগাই মাধাই দুই জনে দেখিবারে। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ আই বৈসে এই ঘরে ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র এই খানে। সভাসহ বিহ্বল নাচয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে। অদ্বৈত নিতাই, গদাধর শ্রীবাসাদি পরিকর সঙ্গে ॥ অঙ্গভঙ্গি কি মধুর ছাঁদে। পদভরে মহী, করে টল মল, কে তাহে ধৈরয বান্ধে ॥ নানা তালে দিয়া করতালী। গোবিন্দ মাধব, বাসু যশ গায়, চৌদিগে শোভয়ে ভালি ॥ গোরাচান্দ মুখে হরিবোলে। জগাই মাধাই, দোহে হেরি বাহু, পসারি করয়ে কোলে ॥ গোরাচান্দের পরশ পা'য়া। জগাই মাধাই, নাচে ভুজ তুলি, ভাবেতে বিহ্বল হৈয়া ॥ দোহে লোটায় ধরণী তলে। কাঁপে তনু অনু,-পম পুলকিত, তিতয়ে আঁখের জলে ॥ গোরা করুণা প্রকাশ দেখি। নাচে সুরগণ, গগনেতে রহি, সঘনে জুড়ায় আঁখি ॥ কেনা ধায় সে করুণা-আশে। জয় জয় ধ্বনি অবনি ভরল ভণে

ঘনশ্যাম দাসে ॥

(প্রভুনৃত্য দেখি সবে হৈলা বিমোহিত। বধূ-সহ আই দেখি হৈলা উল্লসিত ॥ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু লৈয়া পরিকরে। গঙ্গায় করিয়া জলক্রীড়া আইলা ঘরে ॥ চরণ পাখালি তুলসীরে প্রণমিয়া। ভুঞ্জে বিষ্ণু-প্রসাদান্ন এ ঘরে বসিয়া ॥ ভক্ষণাদি সারি এথা করিলা শয়ন।) অলক্ষিত আসিয়া সেবিল দেবগণ ॥ প্রভুর এ লীলা বা বুঝিব কুন জনে। দেখিলু যে সব তা সদাই জাগে মনে ॥ (একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ি গেলা। তাঁর শাশুড়ীরে কৃপা করি ঘরে আইলা ॥) এক দিন প্রভু এই পথে গণসনে। সঙ্কীর্ত্তনাবেশে চলে নগরভ্রমণে ॥ নগর ভ্রমিয়া প্রভু উল্লাস হিয়ায়। গণসহ গৃহে আসি বৈসয়ে এথায় ॥ কে বুঝে চরিত্র, প্রভু কহে সর্ব্বজনে। প্রেমশূন্য দেহত্যাগ করিব এখনে ॥ ইহা বলি গঙ্গায় পড়য়ে ঝাঁপ দিয়া। নিত্যানন্দ হরিদাস আনয়ে তুলিয়া ॥ ইথে যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে। সঙ্কীর্ত্তনসুখে প্রভু সদাই বিহরে ॥ এই দেখ বাড়ির নিকট রম্য স্থানে। হইলেন পরমবিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥

গীতে যথা—বঙ্গাল ॥

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম। ঝলকত অঙ্গ,-কিরণ মনরঞ্জন, কনক মেরু দূরে দামিনী-দাম ॥ ধ্রু ॥

বন্ধুর বদন, মদন মদ-মরদন, মধুরিমহাস যুবতিধৃতিহারি। শ্রুতিজিতি তরুণ, অরুণমণি কুণ্ডল, টল মল নয়নযুগল ছবি

ভারি ॥ চাঁচর চিকন, কেশ কুসুমাঞ্চিত, চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল। অভিনব বাহু, ভঙ্গিভর নিরুপম, ধরত চরণতলে সুললিত ভাল ॥ পঁহু চলু পাশ, লসত প্রিয়পরিকর, গায়ত মধুর রাগ রস মাতি। উলসিত সকল, ভুবন ভণ নরহরি, বায়ত খোল থমক বহু ভাঁতি ॥

পুনর্বেলাবলী ॥

নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ। মনমথ লাখ,-গরব ভরভঞ্জন, অখিল ভুবনজন রঞ্জন রূপ ॥ ধ্রু ॥

অবিরত অতুল, ভাব ভরে গর গর, গরজত অতি অদভুত-রুচিকারী। মঙ্গলময় পদ, ধরত ধরণী পর, করত ভঙ্গি ভুজ-যুগল পসারি ॥ হাসত মধুর, অধর মৃদু লাবণি, শরদ চান্দ যিনি বদন বিলাস। টলমল অরুণ, কমল দল লোচন, কোনে করহ কত রস পরকাশ ॥ গায়ত মধুর, ভকত গণ নব নব, কিন্নর নিকর দরপ করু চূর। উথলল প্রেম,-সিন্ধু মহী ভাসল নরহরি কুমতি পরশ রহু দূর ॥

(সঙ্কীর্ত্তনাবেশে এথা শচীর তনয়। সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানে ডাকি কয় ॥ আজি চন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহে গিয়া। লক্ষ্মী-আদি বেশেতে নাচিব সবে লৈয়া ॥ শঙ্খ শাড়ী কাঁচুলী স্বর্ণাদি অলঙ্কার। যোগ্য যোগ্য বেশ সজ্জ করহ সভার ॥ এত কহি গৌরচন্দ্র প্রিয়গণ সনে। এই পথে গেলা চন্দ্রশেখর-ভবনে ॥)

তথা নানা বেশে নৃত্য করি বিশ্বম্ভর। এথা আসি বসিলা

ত পরিকর ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের রঙ্গ কে বুঝিতে পারে। ভক্তসঙ্গে বিহরয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ অদ্বৈতেরে গুরু-ভক্তি করে গৌর রায়। তাহাতে অদ্বৈতাচার্য্য মহাদুঃখ পায় ॥ অদ্বৈতের মনে হৈল ঐছে কার্য্য করি। যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চুলে ধরি ॥ এত বিচারিয়া হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে। কুন ছলে বিদায় হইয়া চলে রঙ্গে ॥ প্রভু-ক্রোধ জন্মাইতে উপায় সৃজিল। "ভক্তি ছাড়ি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ" ব্যাখ্যা আরম্ভিল ॥ নিজ গৃহে বসি দিব্য পীড়াঁর উপরে। মহাদর্পে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বুঝায় সবারে ॥ অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে। পরস্পর কহে কত রহিয়া বিরলে ॥(সীতাদেবী শ্রীঠাকুরাণীর প্রতি কয়। না বুঝিয়ে এবা কোন রঙ্গ প্রকাশয় ॥ অবশ্য হইব এথা প্রভুর গমন। এত ক'হ করয়ে সামগ্রী আয়োজন ॥) সকল জানয়ে অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র। এই খানে বসিয়া হাসয়ে মন্দ মন্দ ॥ অদ্বৈত সঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার তরে। নগরভ্রমণ-ছলে চলে শান্তিপুরে ॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ, গতি অদ্ভুত দোঁহার। দেখি সে মাধুর্য্য ধৈর্য্য ধরে শক্তি কার ॥ ললিতপুরেতে কৃপা করি সন্ন্যাসিরে। গঙ্গাপথে দোঁহে শীঘ্র গেলা শান্তিপুরে ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুগমন জানিয়া। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া ॥ অদ্বৈত-আলয়ে প্রভু করিলা গমন। অচ্যুতানন্দাদি বন্দে প্রভুর চরণ ॥ সবা প্রতি শুভদৃষ্টি করি গৌরচন্দ্র। অদ্বৈতসম্মুখে গেলা সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ প্রভু ক্রোধে

অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয়। জ্ঞান, ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ কহ কেবা হয়॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় অদ্বৈত কহিলা॥ শুনি মহা-ক্রোধে প্রভু বাহ্য পাসরিলা॥ মহাবলবান্ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর লাফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীঁড়ার উপর॥ অদ্বৈতের চুলে ধরি পাড়ে উঠানেতে। অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুই হাতে॥ (সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা সীতা জগত্জননী। ব্যগ্রতা করয়ে কত কহে মৃদু বাণী॥) হরিদাস ত্রাসেতে রহয়ে এক পাশে। নিত্যানন্দ রঙ্গে অতি মন্দ মন্দ হাসে॥ প্রভু ক্রোধে গর্জ্জিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশিল। শাস্তি পাই অদ্বৈতের আনন্দ বাঢ়িল॥ হাতে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈতরায়। প্রভুর চরণ ধূলি ধরয়ে মাথায়॥ অদ্বৈত কহিল কত শুনি গৌরহরি। করয়ে ক্রন্দন অদ্বৈতেরে কোলে করি॥ নিত্যানন্দ হরিদাস করয়ে ক্রন্দন। কান্দয়ে অদ্বৈত সীতা আদি প্রিয়গণ॥ অদ্বৈততনয় শ্রীঅচ্যু-তানন্দ ক্রান্দে। অদ্বৈতভবনে কেহো থির নাই বান্ধে॥ অদ্বৈত করিলা স্তুতি প্রভু বর দিল। মহা জয় জয় ধ্বনি ভুবন ভরিল॥ অদ্বৈতের গৃহে হৈল প্রভুর ভোজন। ছড়াইলা অন্ন পদ্মাবতীর নন্দন॥ কিছু দিন রহি প্রভু অদ্বৈত-ভবনে। নবদ্বীপে আসে মহা উল্লসিত মনে॥ জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু আর। অদ্বৈত-অন্তর বুঝে ঐছে শক্তি কার॥ অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা শঙ্কর নামেতে। জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে॥ অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে। মনোরথসিদ্ধি মুই

কৈলু এ প্রকারে॥ ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল! নষ্ট হৈলা। তেহোঁ না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥ মহাবহির্মুখবীজ করিল রোপণ। ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ॥ নিত্যা-নন্দাদ্বৈত হরিদাস প্রভুসঙ্গে। শান্তিপুর হৈতে নদীয়ায় আইলা রঙ্গে॥ নিজগৃহে আসি প্রভু বসিলা এথায়। প্রভুকে দেখিতে লোক চতুর্দ্দিকে ধায়॥ শ্রীবাস মুকুন্দ বক্রেশ্বর-আদি যত। হইলেন সবে সঙ্কীর্ত্তনে উনমত॥ সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে প্রভু ভাসে। এই পথ দিয়া গেলা শ্রীবাস-আবাসে॥ শ্রীবা-সের ঘরে সুখ প্রকাশি আসিয়া। মুরারির ঘরে গেলা এই পথ দিয়া॥ তথা হৈতে আসি এথা বৈসে বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিকে শোভয়ে সকল পরিকর॥ অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রভু কহে প্রিয়-গণে। অপরাধ কৈলা মাতা অদ্বৈতের স্থানে। যদি তাঁর পদ-ধূলি ধরেন মাথায়। তবে তাঁর স্থানে তাঁর অপরাধ যায়॥ এত কহি ভক্তিযোগ করয়ে প্রকাশ। আইর যে অপরাধ শুন শ্রীনিবাস॥ বিশ্বরূপ বৈসে সদা অদ্বৈতসভায়। করিলা সন্ন্যাস তেহোঁ আপন ইচ্ছায়॥ পুত্রের বিচ্ছেদে আই ব্যাকুল হইয়া। মনে বিচারয়ে এথা কান্দিয়া কান্দিয়া॥ অদ্বৈত গোসাঞির দয়ামাত্র নাই চিতে। বিশ্বরূপে বাহির করিলা ঘরে হৈতে॥ এ পুত্রেও স্থির হৈতে না দেন আচার্য্য। মহাবিজ্ঞ হইয়া করেন হেন কার্য্য॥ আচার্য্য গোসাঞি মোর দুই পুত্র নিল। এত মনে করিতেই ভয় উপজিল॥ এই অপরাধমাত্র করিলেন

আই। ইহা শুনি অদ্বৈত আইলা এই ঠাঁই॥ শ্রীশচীমায়ের কহি মহিমা অপার। হইলা মূর্চ্ছিত প্রেমে কুবের-কুমার॥ সময় বুঝিয়া আই এথাই আইলা। অদ্বৈত-চরণ ধূলি মস্তকে ধরিলা॥ হইলেন হর্ষ গৌরচন্দ্র ভগবান্। জননীর লক্ষে অন্যে কৈল সাবধান॥) প্রেমভক্তি-রত্ন-দাতা শচীর তনয়। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিলসয়॥ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু আপনা না জানে। এই পথে চলিলেন নগরভ্রমণে॥ নগরভ্রমণে মহা রঙ্গ প্রকাশিয়া। গণসহ এথা প্রভু বৈসে হর্ষ হৈয়া॥ ব্রজের বিলাস সদা উথলে হিয়ায়। সুমধুর স্বরে মুকুন্দাদি তাহা গায়॥ নিজ গুণ শুনিতে প্রভুর বড় সাধ। কে বুঝিতে পারে চারু চরিত্র অগাধ॥ প্রভুর ইঙ্গিতে গদাধর এই খানে। রচয়ে প্রভুর বেশ পুষ্পের ভূষণে॥ দাস গদাধর প্রভু প্রিয় নরহরি। বেশের সামগ্রী সব দেন সজ্জ করি॥ ভুবনমোহন বেশ রচিল প্রভুর। যে বারেক দেখে তাঁর ধৈর্য্য যায় দূর॥ বেশের সুষমা যে উপমা নাই তায়। মুরুছয়ে কাম কোটি অঙ্গের ছটায়॥ প্রভু প্রিয়গণ চাহি চান্দমুখপানে। যেরূপ হইলা তা কহিতে কে বা জানে॥ আপনা নিছয়ে ভাব আবেশ সবার। করে আরাত্রিক সুখ শোভা নাই পার॥

গীতে যথা—গৌরী॥

জয় জয় আরতি গৌর কিশোর। লসত সিংহাসনে, জনু কনকাচল, ডগ মগ জগত যুবতী চিত চোর॥ ধ্রু॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে, গর গর আরতি, করু নিজ নাথে নেহারি। মণি গণ জটিত সু,-কনক থারি পর, দম কত দীপ দুরিত তম-হারি ॥ দক্ষিণভাগে, ভাঁতি রীতি অদভুত, নিত্যা-নন্দচন্দ্র রস ভোর। বামে গদাধর, সরস ভঙ্গি তহি, কোউ ধরত নব ছত্র উজোর ॥ শ্রীনিবাস বর,-ষত কুসুমাবলি, চামর করু নরহরি অনিবার। শুক্লাম্বর বর, চরচত চন্দন, গুপ্ত মুরারি করত জয়কার ॥ মাধব বাসু,-ঘোষ পুরুষোত্তম, বিজয় মুকুন্দ আদি গুণি ভূপ। গায়ত মধুর, রাগ শ্রুতি মুরছন, গ্রাম সপ্ত-স্বর ভেদ অনুপ ॥ বাজত মুরজ, মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক, বীণ নিশান বেণু চলু ওর। ঘন ঘন ঘণ্ট, ঝমকত ঝাঁঝরী, ঝন নন ঝাঁঝা গরজে ঘন ঘোর ॥ নাচত পরম,-হরষ বক্রেশ্বর, সরস ভাঁতি গতি নটক সুচার। উঘ টত ধিকট ধিধি কট, তক থৈ থৈ থৈ তি বিবিধ পরকার ॥ বিবশ পুরুষ রসে, রসিক গদাধর, শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস। কো বিরচব সব, ভকত মত্ত অতি, নিরখি গৌরমুখ মধুরিম হাস ॥ সুরগণ গগণে, মগন-গণসহ, সুরপতি কত যতনে করত পরিহার। পার্ব্বতী পতি চতু,-রানন পুল-কিত, ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার ॥ ত্রিভুবন উলস, শেষযশ বরণত, স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি। নরহরি পহু ব্রজ,-ভূষণ রসময়, নদীয়াপুর পরমানন্দ-কারী ॥

পরমমঙ্গল আরাত্রিক সন্দর্শনে। হৈল সবে বিহ্বল আপনা নাহি জানে ॥ নানা ভক্ষ্য দ্রব্য লৈয়া প্রভুরে ভুঞ্জায়। ভুঞ্জয়ে

কৌতুকে সবে প্রভুর আজ্ঞায়॥ হইল অনেক রাত্রি দেখি সর্ব্ব জন। নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা শয়ন॥ শুইবেন গৌরচন্দ্র জানি গদাধর। রচিলেন শয্যা সুকোমল মনোহর॥ শুইতে চলেন প্রভু হৈয়া উল্লসিত। গদাইরচিত মাল্য চন্দনে ভূষিত॥ এই ঘরে শয়ন করিলা বিশ্বম্ভর। শুইলেন নিকটে পণ্ডিত গদাধর॥ দুহু ব্যাক্যামৃতপানে দোঁহে মগ্ন হৈলা। কে বুঝিতে পারে গৌরগদাধর লীলা॥ প্রভাতে জাগিয়া গদাধর হর্ষমনে। করয়ে যে কার্য্য তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে॥

গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ।
প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষেঽতিতিষ্ঠতি॥
তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নূচে শুভাক্ষরং।
দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকং॥
ইত্যুক্ত্বা গাত্রমাল্যানি দদৌ তস্য করে হরিঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সর্ব্বে সমুপাগতাঃ॥
যস্মৈ যস্মৈ চ যদ্দত্তং তত্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান্।
ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা সুরনদীজলে॥
পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুজ্য চ।
পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্মুদিতাশয়াঃ॥
গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনং।
কৃত্বা মাল্যানি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা

শয়নীয়গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখং ।
স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শৃণ্বংস্তস্যামৃতং বচঃ ॥
তথাচ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে ॥

সতু গদাধরপণ্ডিতসত্তমঃ
সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ ।
অনুদিনং ভজতে নিজজীবিত-
প্রিয়তমং তগতিস্পৃহয়া যুতঃ ॥
নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ
শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ ।
বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং
তদুপভুক্তমনেন নিরন্তরং ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রজনি-বিহানে । বিলসে পরমানন্দে ভক্তগোষ্ঠী-সনে ॥ এথা দিব্যাসনে বৈসে প্রভু গৌররায় । করিতে দর্শন নগরিয়া লোক ধায় ॥ প্রভু-পাশে আসি প্রণময়ে বার বার । প্রভু কহে কৃষ্ণে ভক্তি হউক সভার ॥ সভা-প্রতি করি প্রভু করুণা অশেষ । হরিনাম মহামন্ত্র করে উপ-“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম দেশ ॥ হরে রাম রাম রাম হরে হরে” ॥ পুন প্রভু কহে ভাই নির্ব্বন্ধ করিয়া । হরিনাম জপ সভে কর ঘরে গিয়া ॥ হইব সকল-সিদ্ধি মন্ত্রের প্রতাপে । পাইবা পরমানন্দ এই মন্ত্র জাপে ॥ পুন দন্তে তৃণ ধরি কহে সবা প্রতি । করিবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন দিবারাতি ॥ ঐছে শ্রীমুখের উপদেশ সভে পাই । প্রণমিয়া

মন্ত্র জপ করে ঘরে যাই ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সবে উল্লাস অন্তর। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে ॥ কাজি † দুষ্ট কীর্ত্তন সহিতে নারে কভু। করিল কীর্ত্তন বাধ শুনিলেন প্রভু ॥ শুনি মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া গৌরহরি। আপনার তত্ত্ব প্রকাশয়ে দর্প করি ॥ ঘন ঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে। নগরকীর্ত্তনে প্রভু সাজে গণসঙ্গে ॥ হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি শচীর নন্দন। নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন ॥ নগরিয়া লোকে আজ্ঞা কৈল গৌররায়। গোধূলি-সময়ে * সবে আসিবে এথায় ॥ নগরিয়া লোক মহাপ্রফুল্ল হৃদয়। সাজিয়া আইলা এথা শোভা অতিশয় ॥ লোকের নাহিক অন্ত ওহে শ্রীনিবাস। জয় জয় শব্দ ব্যাপি এ ভূমি আকাশ ॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহা উল্লসিত মনে। আগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈল এই খানে ॥ ভুবনমোহন বেশে নাচে গৌরচন্দ্র। বামে গদাধর সে দক্ষিণে নিত্যানন্দ ॥ অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস বক্রেশ্বর। নরহরি দাস গদাধর দামোদর ॥ মুরারি মুকুন্দ বাসু গোবিন্দাদি যত। সবে নাচে গায় শোভা কে কহিবে কত ॥ এথা মহাবিহ্বল হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে। করিল সম্প্রদা বন্ধ গৌরাঙ্গ আপনে ॥ প্রভুর আদেশে হর্ষ শ্রীঅদ্বৈত রায়। এথা হৈতে চলে আগে এক সম্প্রদায় ॥ তাঁর নৃত্য গীতে কেউ স্থির নাহি বান্ধে। কিবা স্ত্রী বালক সবে ফুকরিয়া কান্দে ॥ এথা হৈতে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়। শ্রীবাসাদি চলে মহারঙ্গে নাচে গায় ॥ এক সম্প্রদায় প্রভু শচীর নন্দন। এই পথে

† কাজি—এক যবনের নাম। * গোধূলি—সূর্য্যের অস্ত সময়।

চলে শোভা ভুবনমোহন ॥ এই খানে আই পুত্রবধূর সহিতে। প্রেমায় বিহ্বল হৈলা সে শোভা দেখিতে ॥ প্রকাশে অদ্ভুত লীলা প্রভু গৌররায়। সবে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ সমুদ্রে ডুবায় ॥ এক মুখে কি বলিব সে অদ্ভুত কথা। নগরকীর্ত্তন করি প্রভু আইলা এথা ॥ এই খানে বৈসয়ে বেষ্টিত সর্ব্বজনে। হৈল নিশি ভোর কৃষ্ণ চরিত্র কথনে ॥ এক দিন গৌরচন্দ্র নদীয়া নগরে। চলয়ে ভ্রমণে বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ॥ প্রথমেই এই পথে করিলা গমন। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম প্রিয়গণ ॥ সর্ব্বত্র ভ্রমণ প্রভু করি মহারঙ্গে। গৃহে আসি এথাই বৈসয়ে গণ সঙ্গে ॥ ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে। ভুবনমোহন-বেশে নাচে সঙ্কীর্ত্তনে ॥ প্রভুর চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে। সঙ্কীর্ত্তনে অনুগ্রহ করে যারে তারে ॥ পুত্র সহ বঙ্গদেশী বিপ্র শুদ্ধাচার। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বনমালী নাম তার ॥ তেহোঁ গৌরচন্দ্রে দেখে শ্যামলসুন্দর। শিরে শিখি-পুচ্ছ পরিধেয় পীতাম্বর ॥ অধরে স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল। এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করে কোলাহল ॥ কি বলিব বনমালী-বিপ্র ভাগ্যবানে। দিলেন অমূল্য প্রেম রত্ন এই খানে ॥ এথা প্রভু ভক্তে নাম-মহিমা কহিল। পড়ুয়া অধম অর্থবাদে দুঃখ দিল ॥ গণসহ সচেল * করিলা গঙ্গাস্নান। ভুলিয়াও কভু না দেখিল মুখ তান ॥ এক দিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে গৌররায়। এক আম্রবীজ রঙ্গে রোপিল এথায় ॥ সেই ক্ষণে জন্মি বৃক্ষ ফলিতে লাগিল। পাড়ি পক্ক

* সচেল—বস্ত্রসহিত।

আম্র বহু কৃষ্ণে সমর্পিল॥ নাহিক বল্কল অষ্টি অমৃত সোসর। এক ফলে পূর্ণ হয় একের উদর॥ ভুঞ্জিল সে ফল প্রভু ভক্তে ভুঞ্জাইলা। নিতি বারমাস ফলে এ অদ্ভুত লীলা॥ এক দিন এই খানে কীর্ত্তনসময়। হৈল মহা মেঘঘটা দেখি লাগে ভয়॥ মন্দিরা লইয়া প্রভু এথা দাঁড়াইতে। মেঘ উড়ি গেলা সবে হইলা হর্ষ চিতে॥ লোকশিক্ষা লাগি প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। গণ সহ মার্জ্জনা করয়ে বিষ্ণুঘর॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে॥

অথাপরদিনে দেবো ভক্তিং সংশিক্ষয়ন্ স্বকান্।
দেবালয়ান্ যযৌ বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং সম্মার্জ্জনীকরঃ॥
কুদ্দালং চাংশভাগেষু ধটীং কটিবরে বহন্।
নেতবস্ত্রকৃতোষ্ণীষো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ॥
আচার্য্যাদ্যা মহাত্মানঃ কুদ্দালমার্জ্জনীকরাঃ।
কৃষ্ণস্য হড্ডিপা ভূত্বা দ্বারং দেবালয়স্য তে॥
ভিত্তিং চ মার্জ্জয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেণ সদ্গুণাঃ।
এবম্প্রকারং নৃহরেঃ শিক্ষাং শতসহস্রশঃ॥
ভগবান্ স্বাত্মতন্ত্রোঽপি কারুণ্যেনাদ্য শিক্ষয়ন্॥

এক দিন গোপী গোপী বোলয়ে এথাই। কেহ কহে কৃষ্ণ কেন না বোলে নিমাই॥ না বুঝি আশয় সেই পড়ুয়া অধম। ঐছে কত কহে শুনি হৈলা রুদ্রসম॥ ঠেঙ্গা হাতে ধায় প্রভু তাহারে মারিতে। পলায় ব্রাহ্মণ মহা ভয় পা'য়া

চিত্তে॥ এ পড়ুয়া মিলি আর পড়ুয়ার সনে। নিন্দয়ে প্রভুরে যার যেবা লয় মনে॥ প্রভুর নিন্দায় পড়ুয়ার বুদ্ধিনাশ॥ সু-পঠিত বিদ্যা কারু না হয় প্রকাশ॥ প্রভুর যে মনে তাহা প্রকাশ না করে। গণসহ কীর্ত্তনে বিলসে নিজ ঘরে॥ এক দিন কেশবভারতী এথা আইলা। তাঁরে নমস্করি নিমন্ত্রিয়া ভিক্ষা দিলা॥ না জানিয়ে কি কথা হইল পরস্পরে। ভারতী গেলেন শীঘ্র কণ্টকনগরে॥ শ্রীবাসের গৃহে গিয়া আসি বিশ্বম্ভর। এথাই বৈসয়ে সঙ্গে প্রিয় গদাধর॥ স্নান করি বিষ্ণুপূজা করিবারে চলে। মুখ বক্ষ বস্ত্র ভিজে নয়নের জলে॥ নেত্র-ধারা নিবারিতে নারে গৌররায়। গদাধর বিষ্ণুপূজে প্রভুর আজ্ঞায়॥ ব্রজের বিলাসে প্রভু মগ্ন অতিশয়। নিরন্তর সেই কথা গদাধর কয়॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের বিলাস। করয়ে সম্পূর্ণ সকলের অভিলাস॥ (বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মায় পরিতোষ। ঐছে কার্য্য করে যাতে মায়ের সন্তোষ॥) ওহে শ্রীনিবাস এই প্রভুর ভবনে। দেখাইল যে যে লীলা কৈল যে যে স্থানে॥ এ সকল স্থান সন্দর্শনে দুঃখ ক্ষয়। দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥ এবে বাটী বহির্ভূত স্থান দেখাইব। যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব॥ বাল্যকালাবধি বাটী বহির্ভূত স্থানে। কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিলাস গণসনে॥ সে সকল স্থান সন্দর্শন করাইয়া। পুন এ বাটীতে স্থান দেখা'ব আসিয়া॥ যে স্থানে যে প্রকার তাহাও জানাইব। এক্ষণে সে

সব কথা কহিতে নারিব ॥ ঐছে কত কহি প্রভুভবন হইতে। চলয়ে ঈশান শ্রীনিবাসাদি সহিতে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচনে। এথা বাল্যকালে প্রভু খেলে শিশুসনে ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্বের তলে। খেলে দিগম্বর প্রভু বালকের মেলে ॥ প্রভুর অপূর্ব্ব শোভা দেখি শিষ্টগণ। প্রভু ঊর্দ্ধমুখে করে বৃক্ষ-নিরীক্ষণ ॥ কদম্বের ফুল মাগে যার তার ঠাঁই। সভে কহে এবে ফুল না হয় নিমাই ॥ শুনি অর্দ্ধ কান্দনে অদ্ভুত শোভা যেন। দুই নেত্রে অশ্রুবিন্দু-যুক্ত মুক্তা যেন ॥ সভাপ্রতি কহে প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে। পাইবে অবশ্য পুষ্প দেখহ এখনে ॥ কোন ভাগ্যবন্ত বৃক্ষপানে নিরখিতে। দে'খে এক পুষ্প, তেঁহ পাড়িল তুরিতে ॥ নিমাইর হাতে পুষ্প দিয়া কোলে কৈল। সকলের মনে মহাবিস্ময় জন্মিল ॥ এই বটবৃক্ষ তলে পুত্রে কোলে লৈয়া। ষষ্ঠীপূজে আই নানা উপহার দিয়া ॥ এথা ছিল এক নিম্ববৃক্ষ পুরাতন। ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ ॥ অত্যন্ত নিবিড় ছায়া শোভা অতিশয়। বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয় ॥ যত দিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর। বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর ॥ গৌরীদাসপণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা। তেঁহ সেই বৃক্ষে দুই মূর্ত্তি প্রকাশিলা ॥ হইলেন যৈছে দুই প্রভুর প্রকাশ। সে অতি-অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস ॥ গৌরীদাসপণ্ডিত পরম প্রেমময়। নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয় অতিশয় ॥ কি বলিব নিমাই-

চাঁদের ক্রীড়াকথা। আপনার ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা॥ যত উপদ্রব করে বন্ধুবর্গ-ঘরে। সে সব কহিতে সে অনন্ত শক্তি ধরে॥ এই বিপ্রগৃহে এক দিন বিশ্বম্ভর। দুগ্ধ চুরি করি পিয়ে নির্ভয় অন্তর॥ শিকায় দধির ভাণ্ড দেখি বাঢ়ে সুখ। ভাণ্ড-ছিদ্র করি তার তলে পাতে মুখ॥ করি দধি ভক্ষণ চলয়ে ধীরে ধীরে। বিপ্র আসি ধরিল নিমাইর বাম করে॥ বিপ্রপদে ধরি প্রভু কহে বার বার। আর না করিব ইহা দোহাই তোমার॥ শুনি বিপ্র দধিবিন্দুযুক্ত মুখ দেখি। হইলা বিহ্বল পালটিতে নারে আঁখি॥ নিমাইচান্দেরে বিপ্র কহে বার বার। প্রতি দিন দধি দুগ্ধ খাইবে আমার॥ ঐছে নানা উপদ্রব করে ঘরে ঘরে। বাহ্যে সে সভার ক্রোধ, উল্লাস অন্তরে॥ এই পথে ভাগ্যবন্ত চোর দুই জন। বিশ্বম্ভরে ঘরে রাখি কৈল পলায়ন॥ এই খানে ধূলা লৈয়া খেলে গৌরহরি। তাহে যে অদ্ভুত শোভা কহিতে না পারি॥ ওহে শ্রীনিবাস দেখ স্থান এ নির্জ্জন। এথা ছিলা গুপ্তে সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ॥ জগদীশ হিরণ্য বিপ্রের এ আলয়। যাঁহার নৈবেদ্য একাদশীতে ভুঞ্জয়॥ এথা বসি বিপ্রগণ সুমধুর ভাষে। নিমাইর চাঞ্চল্য কথা কহয়ে উল্লাসে॥ এই দেখ জাহ্নবীর পুলিন সুন্দর। শিশুসঙ্গে খেলে এথা শচীর কুমার॥ যে সকল খেলা কেহ না দেখে না শুনে। সে সকল খেলা খেলে মহাহর্ষ মনে॥ এই পথে মুরারিগুপ্তের আগমন। জ্ঞানব্যাখ্যা কালে করে হস্তের চালন॥ প্রভু সেই

রূপে তারে বিদ্রূপ করয়। তাঁর গৃহে গেলা তাঁর ভোজন-সময়॥ মুতিলেন তার থালে কহি তত্ত্বজ্ঞান। এই দেখ মুরারি গুপ্তের বাসস্থান॥ গঙ্গাতীরে দেখ এ অপূর্ব্ব দেবতায়। সর্ব্ব-মনোরথ সিদ্ধি ইহার কৃপায়॥ গঙ্গাস্নান করি দেবে পূজে কন্যাগণ। অকস্মাৎ আইলেন শচীর নন্দন॥ কন্যাগণ মধ্যে বসি করে নানা রঙ্গ। সে সব দেখিতে বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ॥ বল্লভ-দুহিতা এথা আইলা আর দিনে। কি বলিব যে কৌতুক হইল তাঁর সনে॥ এই পথে শিশুগণ সঙ্গে বিশ্বম্ভর। প্রতিদিন লেখিয়া যায়েন নিজ ঘর॥ এথাই কলহ করে অন্য শিশুসনে। সে সভারে জিনয়ে নিমাইর সঙ্গিগণে॥ চঞ্চলের শিরোমণি নিমাই সুন্দর। চঞ্চল বালকগণ সঙ্গে নিরন্তর॥ জাহ্নবীর এই ঘাটে শচীর কুমার। করে উপদ্রব যত লেখা নাই তার॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন বাহে ক্রোধযুক্ত হইয়া। স্নানকালে যে চাঞ্চল্য মিশ্রে কহে গিয়া॥ বালিকা সকল নিমাইর চঞ্চলতা। কহে শচীমায়ে গিয়া সে অদ্ভুত কথা॥ এই বৃক্ষতলে বিশ্বরূপ মহা-শয়। "নিমাই মনুষ্য নহে" মনে বিচারয়॥ এথা শ্রীঅদ্বৈত আদি প্রভুপ্রিয়গণ। জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ বিশ্বরূপ বাখানয়ে কৃষ্ণভক্তি সার। শুনিয়া অদ্বৈত দেব করয়ে হুঙ্কার॥ বিশ্বরূপে কোলে লইয়া অদ্বৈত নাচয়। এথা সর্ব্ব-ভক্তের আনন্দ অতিশয়॥ এথা বসি কৃষ্ণের চরিত্র সভে কয়। শুনি নিজ কথা আইলা শচীর তনয়॥ দিগম্বর ধূলায়

ধূসর সভে দেখি। হইলা মুগ্ধ কেহ ফিরাইতে নারে আঁখি॥ এথা দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর হর্ষ চিতে। বিশ্বরূপে কহে চল ভোজন করিতে॥ এই পথে ধরি বিশ্বরূপের বসন। ঘরে চলে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গমন॥ বিশ্বম্ভর সঙ্গে বিশ্বরূপ চলি যায়। বার বার নিমাইচান্দের মুখ চায়॥ বিশ্বরূপ কথা কি বলিব শ্রীনিবাস। কিছু দিনে বিশ্বরূপ করিলা সন্ন্যাস॥ বিশ্বরূপ লাগি ভক্তগণ এই খানে। কহি কত ব্যাকুল চলিতে চাহে বনে॥ পাষণ্ডের বাক্য-বজ্রাঘাতে ভক্তগণ। এই খানে বসি মহাদুঃখে নিমগন॥ এথা শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের আলয়। মহাদর্প করি ভক্তগণে প্রবোধয়॥ এই গৃহে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি। ধাইয়া আইসে বিশ্বম্ভর তাহা শুনি॥ সবে [illegible]হ কেনে বাপ আইলা এথায়। শুনি কহে কিবা কার্য্যে ডাকিলা আমায়॥ এত কহি শিশুসঙ্গে যায় খেলাইতে। চিনিতে নারয়ে কেহ তাঁর ইচ্ছামতে॥ ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এই খানে। নিমাই পঢ়েন তা প্রশংসে সর্ব্বজনে॥ বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস-আশঙ্কা করি চিতে। বিশ্বম্ভরে পিতা নিষেধিলেন পঢ়িতে॥ পঢ়িতে না পাইয়া নিমাইর দুঃখ মনে। পুন আরম্ভিলেণ ঔদ্ধত্য শিশু-সনে॥ এ সকল গৃহে নানা উপদ্রব করে। ক্রোধ করে, কেহ কিছু কহিতে না পারে॥ জগন্নাথমিশ্র শিষ্টগণের কথায়। পঢ়িতে কহেন পুত্রে উল্লাস হিয়ায়॥ পঢ়য়ে নিমাই প্রিয়-শিশুগণ-সনে। করে নানা বিদ্যাচর্চ্চা বসি এই খানে॥ জগন্নাথমিশ্র

প্রিয়ত্তমের এ ঘর। নিমাইর যজ্ঞসূত্রকার্য্যে যে তৎপর॥ এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী হয়। ব্যাকরণ পঢ়ে এথা শচীর তনয় দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার। ব্যাকরণে করয়ে টিপ্পনী আপনার॥ কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত মুরারিগুপ্তে। এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষ চিত্তে॥ বিদ্যারসে মগ্ন হৈয়া শ্রী-গৌরসুন্দর। করয়ে যে ক্রীড়া ব্রহ্মাদির অগোচর॥ জাহ্নবীর এই ঘাটে শিষ্যগণ সঙ্গে। জলক্রীড়া করি গৃহে চলে মহারঙ্গে বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া। ভুঞ্জিয়া প্রসাদ রহে এথাই আসিয়া॥ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বিনা কিছুই না ভায়। পরম পণ্ডিত হৈয়া ফিরে নদীয়ায়॥ এক দিন মুরারি-গুপ্তেরে এই খানে। কহে কত তাহে তাঁর ক্রোধ নাই মনে॥ করে শাস্ত্র-চর্চ্চা প্রভুভৃত্য দুই জন। অন্যের কা কথা শুনি হর্ষ দেবগণ॥ রুদ্র-অংশ মুরারি আপনা নাই জানে। প্রভুর ব্যাখ্যায় মহা-নন্দ বাঢ়ে মনে॥ এই দেখ শ্রীবল্লভ-আচার্য্যের ঘর। যাঁর কন্যা লক্ষ্মী, যেহোঁ সর্ব্বাংশে সুন্দর॥ কহিতে কি বল্লভ-আচার্য্য ভাগ্যবান্। (এই খানে কৈল বিশ্বম্ভরে কন্যাদান॥) (বিবাহের পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে এই পথে। হৈল শ্রীলক্ষ্মীর দেখা বিশ্বম্ভর সাথে॥) বনমালী আচার্য্যের এই বাড়ী হয়। লক্ষ্মীর বিবাহে যাঁর উদ্যোগাতিশয়॥ শ্রীলক্ষ্মীরে বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর। এই পথে মহারঙ্গে যান নিজ ঘর॥ এথা বহু লোক বিশ্বম্ভরে প্রশংসয়। প্রশংসে শচীরে যাঁর এ হেন তনয়॥ এই

খানে রহিয়া প্রভুর ভক্ত যত। না চিনিয়া নিজ প্রভু শিক্ষা দেন কত॥ শ্রীমুকুন্দপণ্ডিত রহিয়া এই খানে। পক্ষ প্রতিপক্ষ বহু করে প্রভুসনে॥ এথা পাষণ্ডির বাক্যে ক্রোধযুক্ত হৈয়া। কহেন অদ্বৈত সবে হুঙ্কার করিয়া॥ কিছু দিন পরে এই নদী-য়াভিতর। দেখিবা কৃষ্ণেরে শুনি উল্লাস অন্তর॥ এই দেখ গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘর। মধ্যে মধ্যে এথা আইসেন বিশ্বম্ভর॥ শ্রীঈশ্বরপুরী কিছু দিন এথা ছিলা। "কৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থ এথাই রচিলা॥ গদাধরপণ্ডিতে পরম স্নেহ করে। তাঁর প্রেমচেষ্টা দেখি পড়াইলা তাঁরে॥ বিশ্বম্ভর প্রতি শ্রীপুরীর প্রীতি* অতি। গ্রন্থ পরিশোধন করিতে কহে নিতি॥ বিশ্বম্ভর সমীহা করেন অতিশয়। যাহাতে তাঁহার প্রীতি সে কার্য্য করয়॥ এই খানে গদাধর পণ্ডিত সহিতে। হৈল শাস্ত্রচর্চ্চা অতিকৌতুক তাহাতে॥ এথা সবে শাস্ত্রচর্চ্চা শুনি বিশ্বম্ভরে। কৃষ্ণে ভক্তি হৌক বলি আশীর্ব্বাদ করে॥ এই খানে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব সবারে। প্রণমিতে কত শিক্ষা দেন বিশ্বম্ভরে॥ এই দেখ শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় ভবন। এথা শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভু করে অনুক্ষণ॥ এথাই বসিয়া বিপ্রগণ সবে কহে। বায়ু অধিকার কৈল বিশ্বম্ভর দেহে॥ প্রেমভক্তি-বিকার তা কেহো নাই জানে। বায়ুশান্তি হৈল শুনি সবে হর্ষ মনে॥ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস। সবা সহ করে সদা হাসিয়া সম্ভাষ॥

---

* "মুরারির প্রীতি" এইটী পাঠান্তর।

কেবা না মোহিত দেখি শচীর নন্দনে। এই পথে চলে প্রভু নগরভ্রমণে॥ এই তন্তুবায়গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর। বস্ত্র লৈয়া পরিলেন শোভা মনোহর॥ এই গোপগণ গৃহে পরমকৌতুকে। দধি দুগ্ধ নবনীত ভুঞ্জে মহাসুখে॥ এই গন্ধবণিকের ঘরে গৌর-হরি। পরিলেন দিব্য গন্ধ অনুগ্রহ করি॥ এই মালাকার ঘরে পড়ুয়ার সঙ্গে। পরে দিব্য মালা ঝলমল করে অঙ্গে॥ এই তাম্বুলির ঘরে আসি গৌররায়। তাম্বুল ভক্ষণ করে উল্লাস হিয়ায়॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে। নবদ্বীপে ভ্রমণ করয়ে মহারঙ্গে॥ পূর্ব্বে মধুপুরে প্রভু করিয়া ভ্রমণ। করিলেন তৃপ্ত ঐছে সকলের মন॥ শঙ্খবণিকের এই ভবনে আসিয়া। লইলেন শঙ্খ অতিকৌতুক করিয়া॥ নবদ্বীপ-মধ্যে এই সর্ব্বজ্ঞের ঘর। এথা আইলেন প্রভু শচীর কুমার॥ সুম-ধুর বাক্যে প্রভু কহে সর্ব্বজ্ঞেরে। অন্যজন্মে কে ছিলাম কহ দেখি মোরে॥ শুনি জপে সর্ব্বজ্ঞ গোপালমন্ত্র-বরে। মন্ত্রবলে দেখে বসুদেবের কুমারে॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ দেখি। চাহি বিশ্বম্ভর পানে পুন মুদে আঁখি॥ পুন দেখে নন্দের নন্দন বংশীধর। ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা দিব্য শ্যামল সুন্দর॥ শ্রীরাম বরাহ নৃসিংহাদি অবতার। দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ চিতে চিন্তে অনিবার॥ প্রভু কহে কহ শুনি, সর্ব্বজ্ঞ কহয়। কহিব পশ্চাৎ এবে করহ বিজয়॥ শুনি মন্দ মন্দ হাসি শ্রীগৌরসুন্দর। আইল এথায় এই শ্রীধরের ঘর॥ শ্রীধরের সঙ্গে প্রভু যত রঙ্গ করে।

একমুখে তাহা কেহ কহিতে না পারে ॥ নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া বিশ্বম্ভর। সখা সহ এই পথে গেলা নিজ ঘর ॥ যুদ্ধ কাম লীলা আদি বচনের দূর। সে সব করেন যবে যে ইচ্ছা প্রভুর ॥ এই রাজপথে প্রভু শচীর নন্দন। ভুবন-মোহন বেশে করয়ে গমন॥ অকস্মাৎ শ্রীবাসপণ্ডিত সনে দেখা। তাঁর সনে যত কথা নাহি তার লেখা ॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা বসি গৌরচন্দ্র। দেখয়ে গঙ্গার শোভা হইয়া আনন্দ ॥ চতুর্দ্দিকে শিষ্যবর্গ, শোভা অতিশয়। করে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভু সভারে মোহয় ॥

শিষ্যগণ মধ্যে কেহ প্রভু বিশ্বম্ভরে। দিগ্বিজয়ি প্রসঙ্গ কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ সরস্বতী দেবী বক্তা তাহার জিহ্বায়। সর্ব্বত্র করিয়া জয় আইলা নদীয়ায় ॥ বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে। হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে ॥ নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপক গণ। হইল সভার অতি চিন্তাযুক্ত মন ॥ শুনি মন্দ মন্দ হাসি কহে বিশ্বম্ভর। অহঙ্কার কারু নাহি রাখেন ঈশ্বর ॥ দূরে রহি দিগ্বিজয়ী শোভা নিরখিয়া। আইলা নিকটে অতি বিস্মিত হইয়া ॥ বিশ্বম্ভর অত্যন্ত গৌরব করি তারে। কহিলেন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিবারে ॥ দিগ্বিজয়ী মহাদর্পে বহু শ্লোক কৈল। বিশ্বম্ভর তারে ব্যাখ্যা করিতে কহিল ॥ অতি সে কঠিন শ্লোক কারু গম্য নহে। হাসি দিগ্বিজয়ী নিজ শ্লোক-অর্থ কহে ॥ শ্লোক-অর্থ করি বিপ্র হৈলা অবসর। শ্লোক আদি মধ্যে অন্তে দোষে বিশ্বম্ভর ॥ দিগ্বিজয়ী

পরাভব হইয়া চিন্তয়। তথাপি গৌরব রাখে শচীর তনয়॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু গৌররায়। হেন জ্ঞান হৈল সরস্বতীর কৃপায়॥ দিগ্বিজয়ী প্রভু পদে লইল শরণ। যে কৃপা করিল প্রভু না হয় বর্ণন॥ দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণবসম্প্রদা মধ্যে হয়। কেশব কাশ্মীর নাম দিয়ে পরিচয়॥ শ্রীনারায়ণেরশিষ্য হংসএ প্রচার। সনকাদি চতুঃসন হন শিষ্য তাঁর॥ সনকের শিষ্য শ্রীনারদ মহাশয়। তাঁর শিষ্য নিম্বাদিত্য গুণের আলয়॥ শ্রীনিম্বাদিত্যের শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস। হইল সর্ব্বত্র যাঁর মহিমা প্রকাশ॥ তাঁর শিষ্য বিশ্বাচার্য্য সর্ব্বাংশে প্রধান। তাঁর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য বিদ্যাবান্॥ শ্রীবিলাসাচার্য্য তাঁর শিষ্য মহাধীর। তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য্য গভীর॥ তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য বর্য্য। তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমদ্বলভদ্রাচার্য্য। তাঁর শিষ্য পদ্মাচার্য্য সর্ব্বত্র বিদিত। তাঁর শিষ্য শ্রীশ্যাম আচার্য্য চারু রীত॥ তাঁর প্রিয়শিষ্য হন আচার্য্য গোপাল। তাঁর শিষ্য কৃপাচার্য্য পরমদয়াল॥ তাঁর শিষ্য দেবাচার্য্য গুণের আলয়। তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্ট দয়াময়॥ শ্রীমৎপদ্মনাভ ভট্ট শিষ্য হন তাঁর। তাঁর শিষ্য শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট খ্যাতি যাঁর॥ তাঁর প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রভট্ট হন। তাঁর শিষ্য সর্ব্বপ্রিয় শ্রীভট্ট বামন॥ তাঁর শিষ্য কৃষ্ণভট্ট পরম সুশান্ত। তাঁর শিষ্য পদ্মাকর ভট্ট বিদ্যাবন্ত॥ শ্রীপদ্মাকরের শিষ্য ভট্ট শ্রীশ্রবণ। তাঁর শিষ্য ভূরিভট্ট চেষ্টা বিলক্ষণ॥ তাঁর অতিপ্রিয় শিষ্য ভট্ট শ্রীমাধব॥

তাঁর শিষ্য শ্যামভট্ট মহা অনুভব॥ তাঁর শিষ্য শ্রীগোপালভট্ট সুচরিত। তাঁর শিষ্য বলভদ্রভট্ট শুদ্ধরীত॥ তাঁর শিষ্য গোপীনাথভট্ট সর্ব্বপূজ্য। তাঁর শিষ্য শ্রীকেশবভট্ট চেষ্টাশ্চর্য্য॥ তাঁর শিষ্য শ্রীগোকুলভট্ট মহাধীর। তাঁর অতিপ্রিয় শিষ্য কেশবকাশ্মীর॥ সরস্বতীদেবীর করিয়া মন্ত্র জাপ। হৈল সর্ব্ববিদ্যাস্ফূর্ত্তি বাড়িল প্রতাপ॥ সর্ব্বদিশা জয় করি "দিগ্বিজয়ী" খ্যাতি। কাশ্মীরদেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি॥ অতি শুভ ক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা। সর্ব্বত্যাগ করি প্রভু আজ্ঞায় চলিলা॥ কেশব কাশ্মীর দিগ্বিজয়ী লজ্জা ইথে। বর্ণি লীলাভোগ "লঘুকেশব" নামেতে॥ দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর ভাগ্যবন্ত। ডুবিলেন যে সুখে কহিতে নাই অন্ত॥ নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাজয়। সর্ব্বত্র বিদিত লোকে এ যশ ঘোষয়॥ যেখানে সেখানে মাত্র এই কথা শুনি। নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥ এই মত নানা রঙ্গ করে গঙ্গাতীরে। স্বেচ্ছাময় প্রভু এই পথে যান ঘরে॥ এক দিন এই পথে করিতে গমন। দেখয়ে সন্ন্যাসী আইসেন বিশ জন॥ পরম আদরে সে সকল সন্ন্যাসিরে। বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জায়েন লৈয়া ঘরে॥ ঐছে সদা সন্ন্যাসিরে করান ভোজন। সবে মহাবিস্মিত না দেখে উপার্জ্জন॥ বঙ্গদেশে যাইতে প্রভুর ইচ্ছা হৈল। যাত্রা করি এই বিপ্রগৃহে স্থিতি কৈল॥ শিষ্যগণসঙ্গে প্রভু বঙ্গদেশে গিয়া। শ্রীতপনমিশ্রে দিল কাশী পাঠাইয়া॥ বঙ্গ ধন্য করি

আইলেন কথো দিনে। আগুসরি বিপ্রগণ এই পথে আনে॥ শিষ্যবর্গে বেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব্বচিত্ত মোহিয়া চলেন নিজঘর॥ এথা বসি বিপ্রগণ অধৈর্য্য অন্তরে। লক্ষ্মীর বিয়োগ কথা কহে ধীরে ধীরে॥ বিশ্বম্ভর আইলেন বঙ্গদেশ হৈতে। গৃহ শূন্য দেখি মহাদুঃখ পাবে চিতে॥ নিমাইপণ্ডিত মহা-পুরুষরতন। এত কহি প্রবোধিতে গেলা সর্ব্বজন॥ এক দিন এথা কেহ স্নান করি আইলা। না দেখি তিলক, করিবারে শিক্ষা দিলা॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা নিমাই রঙ্গেতে। বঙ্গদেশি-লোকে কদর্থেন নানা মতে॥ এথা বিশ্বম্ভর যে যেঁ রঙ্গ পর-কাশে। কহিতে সে সব কথা মুখে না আইসে॥ এই দেখ সনাতনমিশ্রের ভবন। যেঁহ রাজপণ্ডিত সর্ব্বাংশে বিলক্ষণ॥ সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। এক মুখে কহিতে না পারি তাঁর ক্রিয়া॥ সনাতনমিশ্র মহা আনন্দিত মনে। বিশ্ব-ম্ভরে কন্যাদান কৈল এই খানে॥ দেখ কাশীনাথপণ্ডিতের বাসস্থান। বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহে উদ্যোগ অতি তান॥ এথা ভক্তগণ মহাদুঃখিত হইয়া। করেন আক্ষেপ ভক্তসঙ্গ না পাইয়া॥ "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। হেনকালে আইলা ঠাকুর হরিদাস॥ হরিদাসঠাকুরের অদ্ভুত চরিত। কহিব কতেক তাহা সর্ব্বত্রে বিদিত॥ এথা গৌরচন্দ্র বসি বিচারয়ে চিতে। মোর অবতার প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥ গয়া হইতে আসি ভক্তদুঃখ বিনাশিব। পরমদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি

প্রকাশিব ॥ এত বিচারিয়া প্রভু উল্লাস অন্তরে। মায়ে প্রবোধিয়া চলে গয়া করিবারে ॥ এই বিপ্র-ঘরে যাত্রা করিয়া রহিলা। প্রাতঃকালে শিষ্যসঙ্গে এ পথে চলিলা ॥ গয়া করি বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীরে। যত অনুগ্রহ তাহা কে কহিতে পারে ॥ তথা প্রেম ভক্তি প্রকাশারম্ভ হইল। শিষ্যগণ সঙ্গে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥ নবদ্বীপে আইলেন শ্রীশচীকুমার। নবদ্বীপে হৈল মহা-আনন্দ সভার ॥ আগুসরি আনিতে গেলেন সর্ব্ব জন। এই পথে প্রভু গৃহে করিলা গমন ॥ প্রেমভক্তি রসে সাঁতারয়ে গৌররায়। দেখি সর্ব্ববৈষ্ণবের উল্লাস হিয়ায় ॥ শ্রীবাস রামাই গোপীনাথ গদাধরে। এথা হর্ষে শ্রীমান্ কহয়ে সে সভারে ॥ গয়া হইতে আইলেন পণ্ডিত নিমাই। সে সকল ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই ॥ গয়াতীর্থ-প্রসঙ্গ কহিয়া মো সভারে। বিষ্ণু-পাদপদ্ম কথা কহিতে না পারে ॥ নদীর প্রবাহ-প্রায় ঝরে দুনয়ন। কৃষ্ণ বলি ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥ দেখিনু অদ্ভুত তাঁর প্রেমের বিকার। শুনি কত কহে মহা উল্লাস সভার ॥ এথা শ্রীবাসাদি প্রশংসিয়া বিশ্বম্ভরে। গঙ্গা-তীরে বৈসে গিয়া শুক্লাম্বরঘরে ॥ এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির ভবন। গয়া হৈতে আসি এথা প্রভুর গমন ॥ শ্রীমান্ পণ্ডিত-আদি এথায় দেখিয়া। কহিতে কৃষ্ণের কথা উথলয়ে হিয়া ॥ আপনা মানিয়া দীন শচীর নন্দন। ধরিয়া সভার গলা করয়ে ক্রন্দন ॥ গোপ্যরূপে যে যে ভক্ত ছিলেন যথায়। কাঁদয়ে সকলে গৌরচন্দ্রের প্রেমায় ॥ প্রভু কহে কে কাঁদয়ে ঘরের

ভিতর। শুক্লাম্বর কহয়ে তোমার গদাধর॥ হৈল প্রেমারম্ভ যৈছে কহিতে না পারি। ডুবিলেন আনন্দসমুদ্রে ব্রহ্মচারী† ॥ রত্নগর্ভ আচার্য্য এ বৃক্ষ-সন্নিধানে। পড়ে ভাগবত-পদ্য মহা-নন্দ মনে॥ শুনি গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তির বড়াই। মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেমে পড়য়ে এথাই॥ শ্রীরত্ন গর্ভের ভাগ্য কহিতে নারিল। চেতন পাইয়া প্রভু তারে আলিঙ্গিল॥ ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব এই খানে। আপনা প্রকাশে প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥ দেখি বিশ্বম্ভর-প্রেমাবেশ ভক্তগণ। এথা শ্রীঅদ্বৈত সব কৈল নিবেদন॥ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর। শুনি অতি উল্লাসে পুলক কলেবর॥ ভক্তগণে অনেক প্রকারে জানাইলা। দেখিলেন স্বপ্নে যাহা তাহাও কহিলা॥ অদ্বৈতচন্দ্রের চেষ্টা বুঝে কোন জন। ক্ষণে প্রকাশয়ে ক্ষণে করয়ে গোপন॥ শুনিয়া অপূর্ব্ব কথা অদ্বৈতের স্থানে। চলিলেন ভক্তগণ প্রণমি তাহানে॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের চরিত। দিনে দিনে নদীয়ায় হইল বিদিত॥ গঙ্গার এ ঘাটে প্রভু মাতি ভক্তিরসে। করয়ে ভক্তের সেবা অশেষ বিষয়ে॥ প্রকাশে যে দৈন্য তাহা কহিতে না পারি। ভক্তসেবা মুখ্য জানায়েন গৌরহরি॥ কি বলিব প্রভুর এ মনে বড় সাধ। নিরন্তর লইতে ভক্তের আশীর্ব্বাদ॥ গূঢ়রূপে প্রভু বিলসয়ে নদীয়ায়। কে জানিতে পারে প্রভু যদি না জানায়॥ (সর্ব্বপূজ্য হইয়াও পণ্ডিত নিমাই। বৈষ্ণবের সাজি* ধুতি বহে লজ্জা নাই॥

† "গৌরহরি" ইহাও পাঠ আছে। * সাজি—পুষ্পাধারবিশেষঃ।

এথা ভক্তগণ গৌরচন্দ্র-মুখ হেরি। করে আশীর্ব্বাদ কত উপদেশ করি॥ ভক্ত-পদধূলি বিশ্বম্ভর লৈয়া শিরে। কহেন যতেক তাহা কে কহিতে পারে॥ এক দিন এই পথে প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-বাসায় গেলা সঙ্গে গদাধর॥ দেখিয়া অদ্বৈত এথা প্রেমায় বিহ্বল। সঘনে সোণার অঙ্গ করে টল মল॥ অদ্বৈত আচার্য্য মহা উল্লাস অন্তরে। কহি কত প্রভুর পূজার সজ্জ করে॥ গন্ধপুষ্প দিয়া পূজে প্রভুর চরণ। বার বার প্রণমিয়া করয়ে স্তবন॥ অদ্বৈতের ক্রিয়া দেখি গদাধর হাসে। দন্তে জিহ্বা দংশিয়া কহয়ে মৃদু ভাষে॥ অনুগ্রহ করিবে মঙ্গল যাতে হয়। বালকে করহ ঐছে এ উচিত নয়॥ হাসিয়া অদ্বৈত কহে না জান এখনে। এ বালক যে হেন জানিবে কিছু দিনে॥ শুনি গদাধর চিত্তে হইল বিস্ময়। মনে মনে গুণে এ ঈশ্বর সুনিশ্চয়॥ কত ক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া গৌররায়। অদ্বৈতেরে কহি কত আপনা লুকায়॥ অদ্বৈতের প্রেমাধীন প্রভু গৌরহরি। হৈল যে কৌতুক কথা কহিতে না পারি॥ কত অভিলাষ করি উল্লাস অন্তরে। এথা হৈতে অদ্বৈত গেলেন শান্তিপুরে॥ এথা সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভুর যে সুখ। সে আবেশ বর্ণিতে না জানে চতুর্ম্মুখ॥ বৈষ্ণব সকল প্রেমে স্থির হৈতে নারে। ঘুঁচিল মনুষ্য জ্ঞান প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ এথা প্রেমাবেশে প্রভু বৈষ্ণবে কহিল। কানাইর নাট্যশালা গ্রামে যে দেখিল এথা সঙ্কীর্ত্তনে করে হুঙ্কার গর্জ্জন। বল্গিয়া * মরয়ে শুনি

---

* বল্গিয়া অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে লম্ফ পূর্ব্বক বাচালতা করিয়া।

পাষণ্ডির গণ ॥ পাষণ্ডের বাক্যে বৈষ্ণবের দুঃখ হয়। প্রভু অবতীর্ণ তাহা কেহো না জানয় ॥ দুঃখ বিনাশিতে জানাইতে আপনায়। পরমসুন্দর-বেশে ভ্রমে নদীয়ায় ॥ ঘরে হৈতে এই পথে আইসে সাজিয়া। দেখিয়া পাষণ্ডিগণ মরয়ে বল্লিয়া ॥ দেখি গৌরচন্দ্র শোভা ভুবনমোহন। সুকৃতিগণের মহা উল্লসিত মন ॥ কি নারী পুরুষ সভে অধৈর্য্য অন্তর। দেখি গৌরচন্দ্রে কত কহে পরস্পর ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

গৌর বিধুবর, বরজ মোহন, ভ্রমণ করু নদীয়ায়। বৃদ্ধ পুরুষ, অসংখ্য পথ গত, নিরিখে হরষ হিয়ায় ॥ কেউ কহে কিয়ে, অনঙ্গ সুগঠন, কোনে সিরজল কেল। ঐছে অপরূপ, রূপক বহুল, নয়ন গোচর ভেল ॥ কোউ কহ কিয়ে, নেহ ঘটই কি, কহব কহই না যায়। হৃদয়সম্পুটে, ধরব অনুক্ষণ, কহ কি করব উপায়? ॥ কোউ কত কত ভাঁতি ভাল অনি,-বার আশীষ দেত। দাস নরহরি পহুক মাধুরী, নিরত দিঠি ভরি লেত ॥

কামোদঃ ॥

আজু কি আনন্দ নদীয়ায়। পথে যত বৃদ্ধ নারী, দাঁড়াইয়া সারি সারি, শচীর দুলাল পানে চায় ॥ ধ্রু ॥

কোহো কারু প্রতি কয়, এ কভু মানুষ নয়, বুঝিলাম চিতে বিচারিয়া। এমন বালক যেন, না দেখি না শুনি হেন, ভারত ভূমেতে জনমিয়া ॥ কেহো পুন পুন ভণে, কি

বলির এত দিনে, হইল সকল দুঃখ নাশ। কেহো কহে মনে যাহা, কহিতে নারিয়ে তাহা, ধন্য এই নদীয়ার বাস ॥ (কেহ কহে শচী ধন্য, করিল কতেক পুণ্য, কহিতে না জানি স্নেহ তাঁর। এ চাঁদবদনে যাকে, সদা মা বলিয়া ডাকে, হেন ভাগ্য আছে আর কার ॥) কেহ কহে এই মতে, বেড়াউক নদীয়াতে, সকল সুকৃতি-সঙ্গে লৈয়া। কেহ কহে মনে হেন, সোনার নিমাই যেন, কখন না ছাড়য়ে নদীয়া ॥ কেহ কহে নদীয়াতে, সদা রহু কুশলেতে, বিধিরে প্রার্থনা এই করি। নরহরি প্রাণ গোরা, কেবল আঁখের তারা, ইহার বালাই লৈয়া মরি ॥

ভূপালী ॥

গৌরাঙ্গ গমন, শুনি অন্ধগণ, বাহিরে বাঢ়ায় পা। চাহে ঘন ঘন, পাইয়া নয়ন, উলসে ভরয়ে গা ॥ কেহ কারু করে, ধরি কহে ধীরে, আজু সে সফল হৈল। দিতে মহানন্দ, বিধি কৈলে অন্ধ, আনে না দেখিতে দিল ॥ এ রূপ অমিয়া, পিয়া এনা হিয়া, কি করে না যায় জানা। হেনরূপ যেহ, না দেখিল সেহ, নয়ন থাকিতে কানা ॥ সদা দেখিবারে, ধায় বারে বারে, আঁখি না ধৈরয বাঁধে। নরহরি সাখি, সোঁপিলু এ আঁখি, সোনার নিমাই চান্দে ॥

তোড়ী ॥

নদীয়া ভ্রময়ে, গোরা গুণমণি, শুনি পঙ্গু পথে গিয়া। অনিমিষ আঁখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উথলে হিয়া ॥ কেহ কহে শুন, বিধি সকরুণ, এবে সে বুঝিলু মনে। যে লাগিয়া

পঙ্গু, করিলে সে ফল, ফলা'লে এতেক দিনে ॥ পঙ্গু না হইলে গৃহকায ছলে, যাইতাম দূরদেশ। না জানিয়ে তথা মরণ হইলে, দুঃখের নহিত শেষ ॥ পঙ্গু হৈয়া যেন, থাকি যেন হেন, বিধিরে প্রার্থনা করি। নরহরি নাথে, সদা নদীয়াতে, দেখি এ নয়ন ভরি ॥

কামোদঃ ॥

ভুবনমোহন, গোরা গুণমণি, রাজপথে কত ভঙ্গিতে চলে। কত কত শত, মদনমুরুছি, লোটায় চরণকমলতলে ॥ চারিদিকে লোক, করে ধা'য়া ধাই, অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া। তনু মন প্রাণ, কেবা নাহি নিছয়ে, পরস্পর চারু চরিত কৈয়া ॥ নদীয়া নগরে, নাগরালিবেশে, ফিরয়ে নবীন নাগর যত। গোরাচান্দ-পানে, চাহি তা সভার, নাগর-গরব হইল হত ॥ জগতের মাঝে প্রবীণতা অতি, রসিকতামদে বিভোর যাহা। নরহরিভণে খদ্যোত * যেমন, বিধু আগে হৈল তেমনি তারা ॥

ধানশী ॥

নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে, হিলি ডুলি চলে পুলকহিয়া। অলখিত যত, যুবতি অথির, সাধে আধ দিঠি সে অঙ্গে দিয়া ॥ কেহ কহে দেখ, দেখ সখী এই, গোরারূপ কিয়ে অমিয়া রাশি। তাম্বূলের রাগে, অধর উজ্জ্বল, তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি ॥ রঙ্গণফুলের, মালা দোলে কিবা, আঁখের ভঙ্গিতে

* খদ্যোত—'জ্যোতিঃকীট (জোনাকী পোকা)।

ভুবন মোহে। চাঁচর চিকুর,-চয় চারু কিবা, কপালে চন্দন তিলক শোহে॥ কিবা জানু ভুজ, যুগের বলনি, পরিসর বুকে কেবা না ভুলে। নরহরি পহুঁ, রসে মু মজিলু, দিলু তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু নদীয়া ভ্রমণে। আপনা প্রকাশে সুখ দিতে ভক্তগণে॥ গমনভঙ্গিতে চতুর্দ্দিক্ নিরিখয়। দেখয়ে গোগণ গঙ্গা পুলিনে শোভয়॥ হাম্বারব করি যূথে যূথে ধেনু ধায়। পিয়ে বারি ঊর্দ্ধ পুচ্ছ চতুর্দ্দিকে চায়॥ পরস্পর করে যুদ্ধ প্রভু তা দেখিয়া। মুই সেই মুই সেই বলয়ে গর্জ্জিয়া॥ অদ্ভুত আবেশে এই পথে বিশ্বম্ভর। ধাইয়া গেলেন হর্ষে শ্রী-বাসের ঘর॥ শ্রীবাসভবনে এই ঘরে দ্বার দিয়া। পূজয়ে নৃসিংহদেবে নিমগ্ন হইয়া॥ করে পদাঘাত গৌরচন্দ্র এই দ্বারে। শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হৈল সে হুঙ্কারে॥ ধ্যানভঙ্গ ক্রোধে বিপ্র চাহে চারি পানে। দেখে তেজোময় বিশ্বম্ভরে বীরাসনে॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে লৈয়া। করয়ে গর্জ্জন কত শ্রীবাসেরে কৈয়া॥ শ্রীবাস ত্রাসেতে স্তব্ধ কিছুই না স্ফুরে। প্রভুর আজ্ঞায় হর্ষ হৈয়া স্তুতি করে॥ প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া যে যে অবতারে। তাহা প্রকাশয়ে সে আবেশে স্তুতি দ্বারে॥ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীবাস মহাশয়। প্রভু আগে করে স্তুতি উথলে হৃদয়॥ শুনিয়া অদ্ভুত স্তুতি ভঙ্গি গৌর-হরি। দিলেন স্বাভীষ্ট বর অনুগ্রহ করি॥ গোষ্ঠী সহ শ্রী-বাস ভাগ্যের সীমা নাই। প্রভুর চরণ পূজে শ্রীবাস এথাই॥

সে অদ্ভুত পূজার তুলনা নাই দিতে। পূজায় প্রসন্ন যত কে পারে কহিতে॥ সভার মস্তকে চারু চরণ অর্পয়ে। পরম-আনন্দে ভক্তভয় বিনাশয়ে॥ নারায়ণী নামে এক বালিকা এথায়। কৃষ্ণ বলি কান্দে তেঁহ প্রভুর আজ্ঞায়॥ সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয়। চারি বৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতি-শয়॥ প্রভু ভাবাবেশ যত অন্য অগোচর। বাহ্য পাই লজ্জা-যুক্ত হন বিশ্বম্ভর॥ কাহু না কহিয় ইহা কহি শ্রীবাসেরে। এথা হৈতে এ পথে গেলেন নিজঘরে॥ এক দিন প্রভু শ্রী-বরাহ ভাবাবেশে। গর্জ্জিয়া এ পথে চলে মুরারি আবাসে॥ এই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশি বিশ্বম্ভর। বরাহ আকার হৈলা পরমসুন্দর॥ জলপাত্র গাড়ু এথা সম্মুখে দেখিয়া। ধরিলেন দন্তে স্বানুভাবে মগ্ন হৈয়া॥ মুরারির প্রতি প্রভু কহে বার বার। এত দিন না জানহ মোর অবতার॥ হইলা মুরারি স্তব্ধ প্রভুর দর্শনে। কি বলিব কিছুই না স্ফুরয়ে বয়নে॥ বোল বোল বোলে প্রভু কিছু নাই ভয়। মুরারি করয়ে স্তুতি নেত্রে ধারা বয়॥ মুরারির স্তুতি শুনি প্রভু গৌরহরি। ভাবাবেশে কহে যত কহিতে না পারি॥ যত অনুগ্রহ প্রভু কৈলা মুরা-রিরে। মুরারির যে আনন্দ কহিতে কে পারে॥ এই মত প্রভু সর্ব্বভক্তের বাসায়। মহা-অনুগ্রহ করি আপনা জানায়॥ আপনার প্রভু ভক্ত চিনি হর্ষ মনে। করে সঙ্কীর্ত্তন পাষণ্ডিরে নাই গণে॥ এক দিন শ্রীবাস মুরারি আসি এথা। পরস্পর কহে গৌরচন্দ্র গুণ গাথা॥ শ্রীবাসপণ্ডিত খেদে কহে বার

বার। এত দিন না চিনিলু প্রভু আপনার॥ সদাই বিদরে হিয়া কহিতে কি আর। হেন প্রভু সাজি ধুতি বহিল আমার॥ কৃষ্ণে ভক্তি হোক বলি আশীর্ব্বাদ কৈনু। কৃষ্ণে কৃষ্ণ ভজিবারে কত শিক্ষা দিনু॥ ঐছে শ্রীমুরারি-আদি প্রভু প্রিয়গণ। করি কত খেদ সভে করয়ে ক্রন্দন॥ এথা প্রভু শ্রীবাসাদি সকল-ভক্তেরে। নিত্যানন্দ-গমন জানান ঠারে ঠারে॥ অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসি নদীয়ায়। রহিলেন গুপ্তে তা জানিলা গৌররায়॥ নিত্যানন্দ অন্য-অগোচর জানাইয়া। তারে মিলিবারে চলে এই পথ দিয়া॥ শ্রীনন্দন-আচার্য্য পরমভাগ্যবান্। দেখ শ্রীনিবাস এই ভবন তাহান॥ ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভু গিয়া এ ভবনে। দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে ধেয়ানে॥ নিরুপম নিত্যানন্দ-অঙ্গের মাধুরী। দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেখে নেত্র ভরি॥ নিত্যানন্দ সম্মুখে বিলসে বিশ্বম্ভর। নিত্যানন্দ দেখে প্রভু শোভা মনোহর॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

বিশ্বম্ভর মুর্ত্তি যেন মদন সমান। দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥ কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে। সে বদন চাহিতে চান্দের সাধ লাগে॥ সে দন্ত দেখিতে হরে মুকুতার মান। সে কেশ বন্ধন দে'খে না রহে গেয়ান॥ দেখিতে আরক্ত সেই অরুণ নয়ন। আর কি কমল আছে হেন লয় জ্ঞান॥ সে আজানু ভুজ দুই হৃদয় সুপীন। তথি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতিক্ষীণ॥ ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।

আভরণ বিনে সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥ কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে। সে হাস দেখিতে কিবা করিবে অমৃতে॥ বিশ্বম্ভর শোভা দেখি নিত্যানন্দ রায়। কহিতে কি জানি যৈছে উল্লাস হিয়ায়॥ নিত্যানন্দচন্দ্রের অন্তর প্রকাশিতে। শ্রীবাস পড়িল শ্লোক প্রভুর ঈঙ্গিতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

কৃষ্ণধ্যান শ্লোক শুনি নিত্যানন্দ রায়। যে ভাব-আবেশ তাহা কেবা নাই গায়॥

গীতে যথা—মায়ূরঃ॥

ভাবে গর গর, নিতাই সুন্দর, হেরি গোরা-মুখচান্দের ছটা। কত উঠে চিতে, নারে থির হৈতে, প্রতি অঙ্গ নব পুলক ঘটা॥ কিবা উনমাদ, খেনে সিংহনাদ, খেনে লোটায়য়ে ধরণী-তলে। খেনে দীর্ঘশ্বাস, খেনে মহাহাস, খসে বাস ভাসে আঁখের জলে॥ খেনে যোড় লম্ফ, খেনে দেহে কম্প, খেনে ধায় কেউ ধরিতে নারে। খেনে কিবা কৈয়া, রহে থির হৈয়া, সামাইয়া বিশ্বম্ভরের কোরে॥ নিত্যানন্দে কোলে,-লৈয়া নেত্রজলে, ভাসে কিবা পহুঁ প্রেমের রীতি। কহে নরহরি,

শ্রীবাসাদি চারি, পাশে কান্দে কেউ না ধরে ধৃতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এথা আনন্দ অশেষ। ভুবনে বিদিত নিত্যানন্দ-ভাবাবেশ ॥ এথা বিশ্বম্ভর-কোলে রহে নিত্যানন্দ। তাহা দেখি গদাধর হাসে মন্দ মন্দ ॥ প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ রহি এথা। কহিতে না জানি দোঁহে কহিল যে কথা ॥ শ্রীবাসাদি ভক্ত এথা ভাসিল যে সুখে। সে সব কহিতে না আইসে এক মুখে ॥ এথা নিত্যানন্দে কহে শচীর কুমার। কালি পৌর্ণমাসী ব্যাসপূজন তোমার ॥ কোথা পূজা হ'বে শুনি উল্লাস অন্তরে। হাসি কহে এ শ্রীবাস বামনার ঘরে ॥ নিত্যানন্দ-বাক্যে এথা হর্ষ বিশ্বম্ভর। শ্রীবাসসহিত কথা হইল বিস্তর ॥ সকলেই নন্দনাচার্যের গৃহে হৈতে। শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে গেলা এই পথে ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস-অঙ্গণে। নাচে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্কীর্ত্তনে ॥ দুই প্রভু নাচে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ। যে প্রেম-আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥ বলরাম-আবেশে এথাই গৌরহরি। নিত্যানন্দচন্দ্রে প্রকাশয়ে ভক্তি করি ॥ লাফ দিয়া উঠে প্রভু খট্টার উপর বারুণী বারুণী বলি ডাকে নিরন্তর ॥ কেহো পাত্র ভরি গঙ্গাজল দিল আনি। সভে দেখে প্রভু যেন পিয়ে কাদম্বিনী * ॥ শ্রীহল মুসল মাগে নিত্যানন্দ স্থানে। দিল নিত্যানন্দ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ এথা হর্ষে প্রভু পদ্মাবতীর নন্দন। শ্রীগৌরচন্দ্রের কৈল ষড়্ভুজ দর্শন ॥ এথা প্রভু

---

* কাদম্বিনী—মদবিশেষ।

নাঢ়া নাঢ়া বলি ডাক দিল। নাঢ়া শব্দে অদ্বৈত আচার্য্যে জানাইল॥ প্রেমানন্দে মগ্ন হৈয়া কত কথা কয়। শুনি ভক্তগণের উল্লাস অতিশয়॥ এথা নিত্যানন্দ প্রেমে হইলা বিহ্বল। কোথা বা রহিল তাঁর দণ্ড কমণ্ডল॥ বাল্যাবেশে সদাই চঞ্চল নিত্যানন্দ। করয়ে সুস্থির তাঁরে ধরি গৌরচন্দ্র॥ এথা রাত্রে নিত্যানন্দ কহি কিবা কথা। দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গি ফেলাইলা এথা॥ প্রভু বিশ্বম্ভর দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া। সমর্পিল গঙ্গায় না জানি কিবা কৈয়া॥ নিত্যানন্দে লৈয়া স্নান করিলা গঙ্গায়। তথা যে কৌতুক তাহা কহা নাহি যায়॥ গন্ধ চন্দনাদি লৈয়া বিবিধ বিধানে। ব্যাসপূজারম্ভ প্রভু কৈলা এই থানে॥ যৈছে ব্যাসপূজা তাহা কহিতে না পারি। ব্যাসপূজা কৌতুক দেখিনু নেত্র ভরি॥(এই থানে জগৎ-জননী শচী আই। সম স্নেহাবিষ্ট দেখি নিমাই নিতাই॥) ব্যাসপূজা সঙ্কীর্ত্তনে যে ভাববিকার! সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥ ব্যাসপূজা-নৈবেদ্য-ভক্ষণ এই থানে। তাহে যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে॥ এথা ছিল কুন্দ পুষ্পবৃক্ষ শোভাময়। পুষ্প চয়নেতে বৈষ্ণবানন্দাতিশয়॥ ওহে শ্রীনিবাস এক দিন গোরারায়। নিজ গৃহ হৈতে শীঘ্র আইলা এথায়॥ শ্রীবাসের প্রতি প্রভু কহেন হাসিয়া। অদ্বৈত আইসে মোর পূজাসজ্জ লৈয়া॥ মোর ঠাকুরালী দেখিবারে ইচ্ছা তার। এত কহি প্রেমাবেশে করয়ে হুঙ্কার॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা হৈতে গৌররায়। এই বিষ্ণুমণ্ডপে বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়॥ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া

ভক্তগণ। প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ॥ নিত্যানন্দ ছত্র ধরে মস্তক উপর। শ্রীবদনে তাম্বূল যোগায় গদাধর॥ বিবিধ প্রকারে সেবারত সর্ব্বজন। হেনকালে হৈল অদ্বৈতের আগমন॥ ভূমে প্রণমিয়া আইসে অদ্বৈত গোসাঞি। উপজিল যে সুখ কহিতে অন্ত নাই॥ প্রভুর অদ্ভুত শোভা করে নিরীক্ষণ। কোটি সূর্য্য সম তেজ ভুবনমোহন॥ নানা রত্নভূষণে ভূষিত গৌর অঙ্গ। হাসি হাসি বংশীবায় হইয়া ত্রিভঙ্গ॥ ব্রহ্মা শিব শেষ আদি দেবঋষিগণ। প্রভুর সম্মুখে সবে করয়ে স্তবন॥ প্রভুর অদ্ভুত ঠাকুরালি নিরখিয়া। অদ্বৈতাচার্য্যের মহা উল্লসিত হিয়া॥ অদ্বৈতের প্রতি প্রভু কহে বার বার। তোমার সঙ্কল্প লাগি মোর অবতার॥ ঐছে কত প্রেমাবেশে কহে অদ্বৈতেরে। শুনি সর্ব্বভক্ত মহা উল্লাস অন্তরে॥ করযোড়ে অদ্বৈত রহয়ে দাঁড়াইয়া। (প্রভু কহে পূজ মোরে সস্ত্রীক হইয়া॥ শুনি অদ্বৈতের হিয়া আনন্দে উথলে। প্রভুপদ ধৌত কৈল সুবাসিত জলে॥ চন্দনে করিয়া সিক্ত তুলসীমঞ্জরী। কত সাধে দেই প্রভু চরণ উপরি॥ মহাযত্নে করি পূজা ষোড়শোপচারে।) প্রভুরে করয়ে স্তুতি অশেষ প্রকারে॥ হইয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে। লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে॥ অদ্বৈতের মনোরথ জানি গৌররায়। দিলেন চরণ তুলি অদ্বৈতমাথায়॥ অদ্বৈতমস্তকে পদ ধরিলা যখন। মহা জয় জয় ধ্বনি হইল তখন॥ ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঅদ্বৈত এই খানে। নাচে প্রভু-আজ্ঞায় প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥ সে প্রেম-

আবেশ দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে। সে অঙ্গ-শোভায় সকলের চিত্ত হরে॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখপদ্মে নেত্র দিয়া। না জানি কি আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া॥ না ধরয়ে ধৈরয লোটায় মহীতলে। নিত্যানন্দ পানে চাহি ভাসে নেত্রজলে॥ অদ্বৈত-আচার্য্য চেষ্টা কে পারে বুঝিতে। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে॥ গৌরাঙ্গ গলার মালা দিয়া অদ্বৈতেরে। বর-মাগ বর-মাগ বোলে বারে বারে॥ অদ্বৈত কহয়ে মোর সর্ব্বসিদ্ধি হৈল। "জীবে কৃপা কর" বলি, এই বর নিল॥ যত কথা হইল শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বম্ভরে। সে সব কথার মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে॥ সবে মহানন্দে মগ্ন হইলেন এথা। শুনি নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমকথা॥ এ পথে গেলেন গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র। শ্রীবাসভবনে রহিলেন নিত্যানন্দ॥ গোষ্ঠীসহ অদ্বৈত গেলেন নিজালয়। এই দেখ অদ্বৈত আলয় শোভা-ময়॥ নিজ নিজ গৃহে ভক্তগণ গেলা সুখে। যে দেখিলু তাহা কি কহিব এক মুখে॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়। দূরে হৈতে ভক্ত আসি মিলে নদীয়ায়॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু আকর্ষণে। প্রভুকে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মনে॥ বহু লোক সঙ্গে বিদ্যানিধি বঙ্গে হৈতে। নদীয়ায় আদি গৃহে গেলা এই পথে॥ এক গ্রামবাসী শ্রীমুকুন্দ হর্ষ হৈয়া। শ্রী-বিদ্যানিধিরে এথা মিলিলা আসিয়া॥ এই পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধির আলয়। যাঁর লাগি কাঁদিলা শ্রীশচীর তনয়॥ পরম-বৈষ্ণব তেঁহ কি বুঝিব আনে। শ্রীমুকুন্দ বাসুদেবদত্ত-মাত্র

জ্ঞানে ॥ বাহ্য বৃত্তি তাঁর যৈছে কি কব সে কথা। রাজপুত্র-প্রায় সজ্জা করি বৈসে এথা ॥ পরমবৈষ্ণব শুনি পণ্ডিতগোসাঞি। মুকুন্দের সঙ্গে আইলা দেখিতে এথাই ॥ শ্রীবিদ্যানিধির অন্তর্বৃত্ত না জানিল। দৃষ্টিমাত্রে, "বিষয়ি-বৈষ্ণব" জ্ঞান হৈল ॥ গদাধর চিত্ত বুঝি মুকুন্দ প্রকারে। বিদ্যানিধি অন্তর প্রকাশে পদ্যদ্বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৃতীয়ে ২। ২৩ ॥

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

তত্রৈব দশমে চ ৬। ২৬ ॥

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসীরুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং ॥

শ্লোক শুনি বিদ্যানিধি অধৈর্য্য অন্তরে। বল বল মুকুন্দ বলয়ে বারে বারে ॥ কম্প স্বেদ পুলক হুঙ্কার অতিশয়। করয়ে ক্রন্দন দুই নেত্রে ধারা বয় ॥ অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে পৃথিবী-উপরে। পদাঘাতে শয্যাদি সকল গেল দূরে ॥ যতেক সুবেশ তার লেশ না রহিল। সুন্দর শরীর ধূলি-ধূষর হইল ॥

গড়াগড়ি যায় ভূমে কত খেদ করে। দেখিতে সে ভাবাবেশ কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এই খানে। পাইয়া চেতন স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ দেখি মহাবিস্মিত পণ্ডিত গদাধর। নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর ॥ মুকুন্দেরে কহে মুই অপরাধ কৈল। তুমি রক্ষা কৈলা বলি কত প্রশংসিল ॥ অপরাধ যা'বে শিষ্য হইলে ইহাঁর। জানাইয়া প্রভুকে হইলা শিষ্য তাঁর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ পাইলা। শীঘ্র কর শীঘ্র কর বলিতে লাগিলা ॥ তবেত শ্রীগদাধর প্রেমনিধি স্থানে। মন্ত্র দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা। গদাধর শিষ্য যার ভক্তির এ সীমা ॥ যোগ্যগুরু পুণ্ডরীক শিষ্য গদাধর। দুই জন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলেবর ॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস কি কব সে কথা। গদাধর পণ্ডিত হইলা শিষ্য এথা ॥ শিষ্যকালে মুকুন্দাদি বৈষ্ণবসকল। হইলেন সভে মহা প্রেমায় বিহ্বল ॥ এ প্রসঙ্গ শুনি নিত্যানন্দ হলধর। মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস অন্তর ॥ নিত্যানন্দ চরিত্র বুঝিতে কেবা পারে। সদা বাল্যাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥ (শ্রীবাসের পত্নী শ্রীমালিনী পতিব্রতা। নিত্যানন্দে সেবে সদা যৈছে পুত্রে মাতা ॥ তেঁহ নিজ হাতে অন্ন না খায় তুলিয়া। পুত্রস্নেহে মালিনী ভুঞ্জায় হর্ষ হৈয়া ॥) শ্রীবাসের স্নেহ যৈছে নিত্যানন্দ প্রতি। তাহা

কহিবারে নাই অন্যের শকতি॥ শ্রীবাস অন্তরে প্রভু পরীক্ষা করিলা। গাঢ় রতি জানি বর দিয়া সমর্পিলা॥ নিত্যানন্দ বাল্যাবেশে ভ্রমে নদীয়ায়। গঙ্গাদাস মুরারিগুপ্তের ঘরে যায়॥ গঙ্গায় সাঁতারে মহারঙ্গে তথা হৈতে। ধাইয়া আইসে হর্ষে আইরে দেখিতে॥ (নিত্যানন্দে যৈছে আই পুত্রস্নেহ করে। সে সব ভাবিতে এই হৃদয় বিদরে॥) ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমায়। প্রভুর অদ্ভুত গতি দেখিনু এথায়॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর-আদি সঙ্গে। নিজ গৃহে হইতে চলি আইসে মহারঙ্গে॥ গণসহ প্রভুর শোভার সীমা নাই। প্রবেশি শ্রীবাসগৃহে বৈসে এই ঠাঁই॥ দেখ শ্রীবাসের এ অঙ্গণ মনোহর। এথা সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈলা বিশ্বম্ভর॥ শ্রীবাস মুকুন্দ আর শ্রীগোবিন্দ দত্ত। এ সব সম্প্রদা সঙ্কীর্ত্তনে হৈলা মত্ত॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর প্রেমময়। এ সভে বিহ্বল প্রভু নৃত্য নিরিখয়॥ সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে শচীর কুমার। পদাঘাতে ধরণি কম্পয়ে অনিবার॥ প্রভুর সুবেশ-শোভা যৈছে ভাবাবেশ। বর্ণে বিজ্ঞগণ চিত্তে উল্লাস অশেষ॥

গীতে যথা—গৌরী॥

চম্পক সোন, কুসুম কনকাচল, জিতল গৌরতনু লাবণিরে। উন্নত গীম, সীম নহু অনুভব, জগ-মন-মোহন ভাঙনিরে॥ জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন, কলিযুগ কালভুজগভয় খণ্ডন॥ ধ্রু॥

বিপুল পুলক কুল,-আকুল কলেবর, গর গর অন্তর

প্রেম-ভরে। লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাসনি, কত মন্দা-কিনী নয়নে ঝরে॥ নিজ গুণে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত, গায়ত কত শত ভকতি হি মেলি। যো রসে ভাসি, অবশ মহী-মণ্ডল গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি॥

পুনঃ—তোড়ী॥

নাচত গৌর ভাব ভরে গর গর। বিপুল পুলক কুল বলিত কলেবর॥ হাস মিলিত লস বদন সুধাকর। বয়বত নিরত অমিয় রস ঝর ঝর॥ তরুণ অরুণ জিনি লোচন ঢর ঢর। করত ভঙ্গি কত নিন্দি কুসুমশর॥ কর কিসলয় অভি-নয় অতি সুন্দর। কত হি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণি'পর॥ উন-মত্ত অনুখন যনু মদ-কুঞ্জর। ঝল মল করু কিয়ে কনক ধরা-ধর॥ নিরুপম বেশ কেশ দৃশি ধৃতিহর। চৌদিশে বিলসে উলস প্রিয়পরিকর॥ গায়ত নব নব গীত মধুরতর। শুনইতে ধায়ত অখিল নারী নর॥ বায়ত থমক মৃদঙ্গ রঙ্গকর। উঘটত ধা ধা ধিগি তি নিরন্তর॥ জয় জয় ভন সুর সহিত পুরন্দর। ধনি কলি কাল ভাগ লহু পটতর॥ ভাসল সুখসায়রে যত পামর। ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্যামর॥

পুনঃ—নাটঃ॥

নাচত দ্বিজ কুলচন্দ গৌরহরি। মঙ্গল ময় ভয়,-হরণ চরণ যুগ, ধরত ধরণিপর, পরম ভঙ্গি করি॥ অবিরত পুরুষ,-ভাব ভরে গর গর,-অবিরল পুলক কদম্ব বলিত তনু। চাঁচর চিকুর ভার রুচি সুচিকন,-কনক ধরাধর শিখরে মেঘ যনু॥ মালতী-

কুসুম,- মাল অলিমণ্ডিত, চপল চারু উরে লম্বিত ঝল মল।
মনমথ ফাঁদ, বদন মন-রঞ্জন, অরুণ কঞ্জ যুগ লোচন টল মল॥
নিরুপম নটন, নিরখি প্রিয় পরিকর, গায়ত মধুর মধুর রস
বরষত। অখিল লোক সুখ,-সায়রে নিমগন, নরহরি কুমতি
দূরে নাহি পরশত॥

পুনঃ ঘণ্টারবঃ॥

নাচত গৌর, নিখিল নট পণ্ডিত, নিরুপম ভঙ্গি, মদনমদ
হরঈ। প্রচুর চণ্ডকর,-দর পরিভঞ্জন, অঙ্গকিরণে দিক বিদিক
উজরঈ॥ উনমত অতুল, সিংহজিনি গরজন, শুনইতে বলি
কলি বারণ ডরঈ। ঘন ঘন লম্ফ, ললিত গতি চঞ্চল, চরণ
ঘাতে ক্ষিতি, টল মল করঈ॥ কিন্নর গরব, খরব করু পরি-
কর, গায়ত উলসে অমিয়-রস ঝরঈ। বায়ত বহুবিধ, খোল
ধমক ধুনি, পরশত গগণ, কৌন ধৃতি ধরঈ॥ অতুল প্রতাপ,
কাঁপি দুরজন গণ, লেয়ই শরণ চরণতলে পড়ঈ। নরহরি
পহুঁক, কিরিতি * রহু জগ ভরি, পরম দুলহ ধন নিরত বিত-
রঈ॥

পুনঃ-মায়ূরঃ॥

আজু, শুভ আরম্ভ কীর্ত্তনে, গৌরসুন্দর মুদিত নর্ত্তনে,
সুখদ পরিকর, মধ্যে মধুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শোহয়ে। কনক
কেশর গরব গঞ্জন, মঞ্জু তনু রুচি অতনু রঞ্জন, কঞ্জ লোচন
চপল চহু দিশ, চাহি জন মন মোহয়ে॥ নটন গতি অতি,

* কিরিতি—কীর্ত্তিঃ।

অরুণ পদতল, তাল ধরইতে, ধরণী টলমল, করই হুহুঙ্ক, ভ্রম্ভ কলিত, সুললিত কর কিশলয় ছটা। দশন মোতিম, পাঁতি নিরসত, হাস লহু লহু, অমিয় বরষত, সরস লসত, সুবদন মাধুরী, জিতই শারদ শশিঘটা॥ চিকন চাঁচর,-চিকুর বন্ধন, চারু রচিত সু,-তিলক চন্দন, ভূরি ভূষণ, ঝলকে অঙ্গ, বিভঙ্গী ভণত, না আয়এ। বামে পহু পণ্ডিত, গদাধর দক্ষিণেতে, নিতাই সুন্দর, সমুখে শ্রীঅদ্বৈত, উনমত পেখি সুরগণ ধায় এ॥ বাসুদেব শ্রীবাস, নন্দন বিজয় বক্রেশ্বর, নারায়ণ গোপীনাথ মুকুন্দ মাধব, গায়ত এ অদ্ভুত গুণী। রাম বামে গরুড়,-গোবিন্দ আদিক বায়ে, মর্দ্দল ধিকি তা তা থিক, ঝিনি নি নি নি নি নি, ভণত নরহরি, ভুবন ভরু জয়জয় ধুনী॥

পুনর্ধানশী॥

শ্রীবাস অঙ্গণে, বিনোদ বন্ধানে, নাচত চৈতন্য রায়। মনুজ দৈবত, পুরুষ যোষিত, সভাই দেখিতে যায়॥ ভকতমণ্ডল, গায়ত মঙ্গল, বাজত খোল করতাল। মাঝে উনমত, নিতাই নাচত, ভায়ার ভাবে মাতোয়াল॥ হেমগুম্ভ জিনি, বাহু সুবলনি, সিংহ জিনি কটিদেশ। চন্দ্র বদনে, মদনআলয়, ভুবনমোহন বেশ॥(না জানি নর নারী, ভুবন দশ চারি, রূপ হেরি হেরি কাঁদই। গরজে ঘন ঘন, লম্ফ পুন পুন, মল্লবেশ ধরি নাচই॥) অরুণ লোচনে, প্রেম বরিষণে, অবনী মণ্ডলে সিঞ্চয়ে। ধরণিমণ্ডলে, প্রেম বাদর *, করল

* বাদর—বন্যা।

অবধূত চন্দ্রে॥ শান্তিপুরনাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের বিকার। ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥ মুকুন্দ কুতূহলী, কান্দয়ে ফুলি ফুলি, ধরিয়া গদাধর-কোল। নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সঘনে হরি হরি বোল॥ না জানে দিবা নিশি, প্রেমরসে ভাসি, সকল সহচর-বৃন্দ। বৃন্দাবনদাস, প্রেমপরকাশ, নিতাইচরণারবিন্দ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস অঙ্গণে। যে নৃত্য কীর্ত্তন তা বর্ণিব কোনজনে॥ সামাইল যত লোক লেখা নাই তার। কহিতে কি অঙ্গণপ্রভাব চমৎকার॥ দ্বার বন্ধ কীর্ত্তনে না যাইতে পারিয়া। কত শত লোক এথা মরয়ে বাহিরিয়া॥ সঙ্কীর্ত্তনে গেলো রাত্রি তৃতীয় প্রহর। না হইল কারু শ্রমযুক্ত কলেবর॥ তৃতীয় প্রহর রাত্রি সভে অনুমানে। ইথে কত যুগ গেলো তাহা নাই জানে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে॥

বৎসরেক নামমাত্র কত যুগ গেলো। চৈতন্য আবেশা-নন্দে কিছু না জানিল॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে॥

ইতি সকলনিশাং নিনায় দেবো নিজজনমনসাং মুদে মুরারিঃ। ক্ষণমিব মহদ্বৎসরেণ মেনেঽনবরতসুখমাপুরার্য্যবর্য্যাঃ॥

প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশে সঙ্কীর্ত্তনে। পূর্ব্বনাম লইয়া ডাকিলা ভক্তগণে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে॥

"সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে। ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি ধরি ডাকে॥ যে ভাব আবেশে প্রভু যাহা প্রকাশিলা। আনের কা কথা তাহে দ্রবে দারুশিলা॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর আদি যত। কি বলিব সে সকলে হইলা যে মত॥" ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে। হইল কীর্ত্তন স্থির রজনী-শেষেতে॥ প্রভু ভাবাবেশে পুন চতুর্দ্দিকে চায়। শালগ্রাম-শিলা কোলে বসিলা খট্টায়॥ ভক্তগণে কহি কত গৌর গুণনিধি। ভুঞ্জিলেন দধি দুগ্ধ নবনীত আদি॥ দাস্যভাবে ভক্তসঙ্গে যৈছে আচরণ। যৈছে সে আবেশ তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত মহা উল্লাস হিয়ায়। দেখয়ে প্রভুর শোভা রহিয়া এথায়॥ মুরারিরে কহে গোরা জানকীজীবন। নিজ কৃত পদ্য গোরে করাহ শ্রবণ॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত রামাষ্টক পাঠ করে। শুনি রাম-আবেশে প্রসন্ন মুরারিরে॥ মন্দ মন্দ হাসি মহানন্দে প্রশংসয়। 'রামদাস' নাম তার ললাটে লিখয়॥ রঘুনাথাষ্টক সে প্রসঙ্গ সুমধুর। তাহার শ্রবণে সব তাপ যায় দূর॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে॥

ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং তাং পঠ স্বয়ং।
কবিত্বং ভবতঃ শ্রুত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরং॥

অথাষ্টকং॥

রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-

মুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমেব হস্ত।
ষে কুণ্ডলেহঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ১ ॥
উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসং।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২ ॥
তং কম্বুকণ্ঠমজ্রমম্বুজতুল্যরূপং
মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তং।
বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩ ॥
উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ।
কুর্ব্বত্যশীতকনকদ্যুতি যস্য সীতা-
পার্শ্বেস্থিতা, রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ৪ ॥
অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো-
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো রতভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম বরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৫ ॥
যো রাঘবেন্দুকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপো
মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং

রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৬ ॥
হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥ ৭ ॥
ভুক্ত্বাপি নাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া-
বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রং।
জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥
ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ—।
বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥

কি বলিব গুপ্তে দেখি কৃপা অতিশয়। হইল ভক্তের মহা উল্লাস হৃদয় ॥ প্রাতঃকালে নিজগৃহে প্রভুর গমন। নিজ নিজ গৃহেতে গেলেন ভক্তগণ ॥ কি বলিব ভক্তসঙ্গে সদাই বিহরে। নিরন্তর ভাবাবেশে স্থির হৈতে নারে ॥ প্রভুর শ্রী-ভাবাবেশ অন্য অগোচর। দিবা নিশি সিক্ত নেত্রজলে কলে-বর ॥ এক দিন এই পথে ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে। গৃহে হৈতে চলে গঙ্গাতীরে মহারঙ্গে ॥ প্রভুর আদেশে এথা প্রিয় ভক্তগণ। আরম্ভিলা দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন ॥ ভাবাবেশে ভক্তগণ মধ্যে নাচি যায়। প্রভুর অদ্ভুত চেষ্টা কেবা নাহি পায় ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগঃ ॥

চিত্তচোর গৌর অঙ্গ, রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ, মদনমোহন ছান্দুয়া। হেমবরণ হরণ দেহ, পূরল তরুণ করুণ মেহ, তপত জগত বন্ধুয়া ॥ সঘনে রোদন সঘনে হাস, আনহি বরণ বিরস ভাস, নয়নে সলিল সিন্ধুয়া। ভাবে বিবশ দিবস রাতি, নীপ-কুসুম পুলক পাঁতি, বদন শরদ-ইন্দুয়া ॥ অমিয়া জিতল মধুর বোল, অরুণ চরণে মঞ্জীর রোল, চলত মন্দ মন্দুয়া। অখিল ভুবন আনন্দে ভাস, আশ করত গোবিন্দদাস, প্রেমসিন্ধু-বিন্দুয়া ॥

পুনঃ—তোড়ী ॥

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত নখত বৃন্দ, অখিল ভুবন উজোর কারি,-কুন্দ কনক কাঁতিয়া। অগতি পতিত কুমুদবন্ধু, হেরি উছলে রসের সিন্ধু, হৃদয় কুহর তিমির হারী, উদিত দিনহু রাতিয়া ॥ সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ, ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত, মত্ত করিবর ভাঁতিয়া। নটন ঘটন ভৈগেল ভোর, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল, রোয়ত হসত ধরণি খসত, শোহত পুলক পাঁতিয়া ॥ মহিম মহিমা কো কহু তুর, নিজ পর ধরি করত কোর, প্রেম অমিয় হরখি বরখি তরখিত মহি মাতিয়া। ও রসে উত্তম অধম ভাস, একলে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস, কি জানি কি থেনে কোন গঢ়ল, কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥

পুনঃ—আশাবরী ॥

নাচত শচীতনয় গৌর,-সুন্দর মন মোহনা। বাজত কত কত, মৃদঙ্গ উঘটত, ধি ধি কট ধিলঙ্গ, গায়ত সুর মধুর অঙ্গ, ভঙ্গি পরম শোহনা ॥ ধ্রু ॥

নিরুপম রস উলস আজ, বিলসত প্রিয় ভকত মাঝ, ঝলকত অতি ললিত সাজ, যুবতি ধিরব মোচনা। কুসুমাঞ্চিত চারু চিকুর, কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড মুকুর, ভাল তিলক মঞ্জুল ভুরু ভৃঙ্গকমললোচনা ॥ নাসাপুট মোদ সদন, ইন্দু নিকর নিন্দি বদন, মন্দ মন্দ হস নিকুন্দ, দশন মধুর বোলনা। কণ্ঠ মদন মদ ভর হর, ভুজ যুগ জিমি কুঞ্জরকর, কক্ষ মৃদু বিলাস বক্ষ, মাল অতুল দোলনা ॥ নাভি ত্রিবলি বলিত ভাঁতি, লোমাবলি ভুজগ পাঁতি, রসনাযুত কৃশ কটি নব, কেশরি-মদভঞ্জনা। পহিরে বর বসন বেশ, উরু বরণি না শকত শেষ, নরহরি পহু পদতলে করু, তরুণারুণে গঞ্জনা ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু সুরধনী-তীরে। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন চলে ধীরে ধীরে ॥ গঙ্গার সৌভাগ্য প্রকাশয়ে অতিশয়। পরিকর সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিহরয় ॥

গীতে যথা নট্টঃ ॥

বিহরত সুরসরিত তীর, গৌর তরুণ বয়স থির, তড়িত কনক কুঙ্কুম মদ,-মর্দ্দন তনু কাঁতি। মদন কদন বদন চন্দ্র, নিখিল তরুণি নয়ন ফন্দ, হসত লসত দশন বৃন্দ, কুন্দ কুসুম পাঁতি ॥ অঞ্জন ঘন পুঞ্জ বরণ, কুঞ্চিত কচ ধৈর্য্য হরণ, বেশ

বিমল অলকাকুল, রাজত অনুপাম। ভাল তিলক ঝলকত অতি, ভাঙ ভুজগ মঞ্জুল গতি, চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রস, রঞ্জিত ছবি ধাম॥ কুণ্ডল শ্রুতিগণ্ড কলিত, কণ্ঠ হি বনমাল বলিত বাহু বিপুল বলয়া কর, কোমল বলিহারি। পরিসর বর বক্ষ অতুল, নাশত কত কুলবতী-কুল, ললিত কটি সুকৃশ কেশরী, গরব খরব কারি॥ জগ মগ ভুজ জানু তরুণ, অরুণাবলি কিরণ চরণ, কমল মধুর সৌরভ ভরে, ভকত ভ্রমর ভোর। করুণা ঘন ভুবন বিদিত, প্রেম অমিয়া বরষত নিত, নরহরি মতি মন্দক বহু, পরশত নাহি থোর॥

পুনঃ—বেরগুপ্ত॥

সুরধুনী তীর, পরম নিরমল থল, তহি উলসিত সব ভকত উদার। গায়ত কত কত, গীত অমিয় ময় বায়ত বাদ্য বিবিধ পরকার॥ নাচত গুণমণি গৌর কিশোর। চন্দন চরচিত, রুচির অঙ্গ অতি, অপরূপ রূপ,রমণি মন চোর॥ ধ্রু॥

অমল কমল দল, লোচন ডগমগ, ভাঙ ভঙ্গি নব অলক বিলাস। শরদ নিশাকর, নিকর নিন্দি মুখ, কোটি মদনমদ-মরদন হাস॥ চঞ্চল ললিত, বিসাল বক্ষ'পরি, ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার। নরহরি পহুঁ পগ, ধরত তাল যব, তব কি মধুর রব, নূপুর ঝনকার॥

পুনর্বাসন্তঃ॥

সুরধুনী-তীরে, তরুণ তরু বল্লরী, পল্লব নব নব কুসুম বিমুকাশ। পরিমলে গধ, মধুপকুল কূজত, কোকিল কীর

ফিরত চহু পাশ ॥ নাচত তঁহি নট,-গৌর কিশোর। কেশর যুগ মদ, চন্দনচরচিত, ফাগু অরুণ অঙ্গ অধিক উজোর ॥ ধ্রু ॥

নিরুপম বেশ, বসন মণি ভূষণ, ঝলকত চারু চপল বন-মাল। অভিনব ভঙ্গি, ভুবন মন মোহন, ঘন ঘন ধরত চরণ-তলে তাল ॥ গায়ত পরম, মধুর পরিকর-গণ, নিরখি বদন শশি উলস অভঙ্গ। সুরগণ গগনে, মগন ভণ জয় জয়, বায়ত নরহরি মধুর মৃদঙ্গ ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

আজু সুরধুনীতীরে সুন্দর গৌর নৃত্য বিভোর। ফাগু বিন্দু সুগন্ধি চন্দন, চর্চ্চিত অঙ্গ উজোর ॥ ভাল ঝলকত, তিলক অতুলিত, ললিত কুন্তল ভার। শ্রবণ কুণ্ডল, গণ্ড মণ্ডিত, ভাঙু ভঙ্গি অপার ॥ লোল লোচন, কঞ্জ মঞ্জু, মযঙ্ক* জিতি মুখ জ্যোতি। অরুণ অধর, সুহাস মৃদু মৃদু, দন্ত নিন্দই মোতি ॥ বাহু কনক, মৃণাল মনমথ, দমন বক্ষ বিশাল। চারু রচিত্র, বিচিত্র চঞ্চল, কণ্ঠে মালতী-মাল ॥ ক্ষীণ কটি তট, জটিত কিঙ্কিণী, পহিরে বসন সুচারু। চরণ নূপুর, রণিত নিরুপম, সঘন সকল দিগুরু ॥ হেরি অপরূপ, রূপ পরিকর মগন ভণ নহ অন্ত। ঝাঁঝ মুরজ, মৃদঙ্গ বাজই, গায়ে রাগ বসন্ত ॥

শুনত সুরগণ, গগণ মণ্ডলে, ধিরয ধরই না পারি। ধাই ধাই চলু, চহু ওর নব, নদিয়ানগর-নরনারী ॥ হোত জয় জয়,

* মযঙ্ক—মৃগাঙ্ক (চন্দ্র)

কার জগভরি, উমড়ি প্রেম প্রবাহ। ভণত নরহরি, ধন্য, কলিযুগে, বিলসে গোকুলনাহ॥

সুরধুনীতীরে প্রভু বিলসিয়া রঙ্গে। এই পথে নিজগৃহে গেলা ভক্তসঙ্গে॥ একদিন প্রভু মহা উল্লাসিত হৈয়া। আইলা শ্রীবাস-গৃহে এই পথ দিয়া॥ দেখ শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস-ভবনে। এথা বৈসে প্রভু প্রিয়-পরিকর-সনে॥ শ্রীকীর্ত্তন বিনা কিছু প্রভুরে না ভায়। শ্রীকীর্ত্তনে সবে প্রভু উল্লাস জন্মায়॥ প্রভুর অন্তর অন্যে না পারে জানিতে। প্রসন্ননয়নে প্রভু চাহে চারি ভিতে॥ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি প্রভুপ্রিয়গণ। শ্রীঅভিষেকের শীঘ্র করে আয়োজন॥ গঙ্গাজল আনে সবে উল্লাস হিয়ায়। প্রভু-অভিষেক গীত মুকুন্দাদি গায়॥ এথা গৌরচন্দ্রে বসাইয়া সিংহাসনে। করে অভিষেক অতি অপূর্ব্ব বিধানে॥

গীতে যথা—সুহই॥

শঙ্খ দুন্দুভি নাদ বাজয়ে সুস্বরে। গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥ গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি। নগরের নারী সব করে অর্ঘ্যথালী॥ নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত। জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত॥ গৌরাঙ্গচান্দের মুখ করে নিরীক্ষণে। গোরা-অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে॥

পুনঃ মায়ূরঃ॥

আজু অভিষেক সুখের অবধি, বৈসে সিংহাসনে গোরা

গুণনিধি, নিরুপম শোভা ভঙ্গিমাতে কেউ ধৈরয না ধরে ধরণী তলে। চিকন চাঁচর কেশ শিরে শোহে, লোটায়ে এ পিঠে ছুটা মোন মোহে, হেম ধরাধর শিখরেতে যেন, যমুনা প্রবাহ বহয়ে ভালে * ॥ নিরমল অঙ্গ ঝল মল করে, কত শত মনমথ মদ হরে, কেবা না বিভল হয় হাসিমাখা মুখশশিপানে থারেক চা'য়া। অভিষেকমন্ত্র পড়ি বারে বারে, নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অন্তরে, শ্রীবাসাদি পহু শিরে সুবাসিত, জল ঢালে করে কলস লৈয়া ॥ জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ, মুকুন্দমাধব গানে বিচক্ষণ, শ্রুতি জাতি স্বরভেদ নানা তালে, গায় অভি-ষেক অমিয়া পারা। গোবিন্দ গোবিন্দানন্দে খোল বায়, ধা ধা ধিক্ ধিক্ ধেয়া নানা তায়, নাচে বক্রেশ্বর সুমধুর ছান্দে, কারু নেত্রে বহে আনন্দধারা ॥ সুরগণ গণসহ অলখিত, অভি-ষেক সুখে হৈয়া বিমোহিত, বরিষে কুসুম থরে থরে করে,-জয় জয় ধ্বনি পুলক অঙ্গে। (পতিব্রতা নারীগণ ঘন ঘন, দেই জয়কার অতি রসায়ন, মঙ্গল রীতি কি নব নব,) নরহরি হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে ॥

পুনর্ধানশী ॥

কি আনন্দ শ্রীবাস ভবনে। করয়ে প্রভুর অভিষেক প্রিয়-গণে ॥ স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া। আনে সুবাসিত জল উলসিত হৈয়া ॥ (অভিষেকমন্ত্র পাঠ করি। প্রভুর মস্তকে জল ঢালে

* অদ্ভুতোপমা অলঙ্কার

ঘট ভরি ॥ উলু লু লু দেই নারীগণ। বাজে নানা বাদ্য ধ্বনি ভেদয়ে গগণ ॥ অভিষেক গীত সবে গায়। ভাসয়ে নিরন্ত নেত্র আনন্দধারায় ॥ দেবগণ জয় জয় দিয়া॥ নাচে কত সাধে অভি-ষেক নিরখিয়া ॥ অভিষেক শোভা মনোহর। ঝলমল করয়ে কোমল কলেবর ॥ নরহরি আপনা নিছয়ে। সুধাময় বদনে মদন মুরুছয়ে ॥

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এক মুখে। কেবা না মাতিল প্রভু অভিষেক সুখে ॥ কেহ কত ঘট জল আনে লেখা নাই। মন্দ মন্দ হাসে প্রভু সভা পানে চাই ॥ জল আনে শ্রীবাসের দাসী নাম দুঃখী। দেখি তার ভক্তি, প্রভু নাম থুইল সুখী ॥ অভিষেক-শোভার উপমা নাই দিতে। দেখে ভক্তগণ দাঁড়া-ইয়া চারি ভিতে ॥ মনের উল্লাসে কেহ পানিতোলা লৈয়া। মোছয়ে প্রভুর অঙ্গ স্নান সমাধিয়া ॥ কেহ লৈয়া সূক্ষ্ম সু-নূতন শুক্ল বাস। পরায় প্রভুরে কত বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ কেহ অতি সুগন্ধি চন্দন দিয়া গায়। ভূষণে ভূষিত করি চান্দমুখ চায় ॥ এথাই পাতয়ে বিষ্ণুখট্টা সজ্জ করি। তাহার উপরে বৈসে প্রভু গৌরহরি ॥ প্রভুশিরে ছত্র ধরে নিত্যানন্দরায়। পরম আনন্দে কেহ চামর ঢুলায় ॥ কেহ কেহ পুষ্পবর্ষে মনের উল্লাসে। দেখে শোভা সবাই রহিয়া চারি পাশে ॥

বিবিধ প্রকারে সভে প্রভুরে পূজিয়া। সভেই করয়ে স্তুতি ভূমে প্রণমিয়া ॥ বিবিধ সামগ্রী সভে প্রভুরে ভুঞ্জায়। ভক্ত-দ্রব্য মাগিয়া ভুঞ্জয়ে গৌররায় ॥ কে বুঝিবে শ্রীগৌরচন্দ্রের

তার মর্ম। ভাবাবেশে কহয়ে সভার জন্ম কর্ম॥ শ্রীবাস অদ্বৈত গঙ্গাদাস হরিদাসে। পূর্ব্ব কথা কহে প্রভু সুমধুর ভাষে॥ শুনিয়া সে সব সভে ভাসে নেত্রজলে। করে কত স্তুতি পড়ি প্রভু পদতলে॥ ঐছে যে যে ভক্তের জন্মাদি কথা কয়। শুনি সে সবার মহা উল্লাস হৃদয়॥ খোলাবেচা শ্রীধরেরে প্রভু দিলা বর। পরম কৌতুকে স্তুতি করিলা শ্রীধর॥ প্রভুর আজ্ঞায় বর মাগে যত জন। দিলেন সবারে বর শচীর নন্দন॥ যে যে অবতারে যে যে ভক্তে কৃপা কৈল। তৈছে সে সে ভক্তে প্রভু প্রত্যক্ষ হইল॥ শ্রীমুরারি গুপ্তে প্রভু দিলেন দর্শন। দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকী লক্ষ্মণ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা মুরারি দেখিয়া। আপনারে দেখে হনুমান্ হর্ষ হৈয়া॥ মুরারির স্তুতি শুনি প্রভুর উল্লাস। মুরারিবল্লভ নাম হইল প্রকাশ॥ মুকুন্দেরে প্রভু দণ্ড অনুগ্রহ কৈল। মুকুন্দ প্রভুর প্রিয় বিদিত হইল॥ সাত প্রহরিয়া ভাবে অদ্ভুত বিলাস। নেত্র ভরি দেখে যত প্রভুপ্রিয়দাস॥ চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ। অলক্ষিত হৈয়া সভে করয়ে দর্শন॥ কি বলিব এক মুখে ওহে শ্রীনিবাস। এথা রহি দেখিনু যু প্রভুর বিলাস॥ শ্রীবাস-ভবনেতে সুখের সীমা নাই। ভাবশান্তি হৈলে প্রভু বৈসে এই ঠাঁই॥ গৌরাঙ্গের বাক্যে নিত্যানন্দের যে রীত। গদাধর আদি তাহে হৈলা উল্লসিত॥ নিত্যানন্দে রাখি প্রভু শ্রীবাসভবনে। এই পথে নিজগৃহে গেলা গণসনে॥ (নিত্যানন্দচরিত্র বুঝিতে কেবা পারে। শ্রীমালিনী দুঃখী দেখি

জিজ্ঞাসিল তারে॥ পিত্তলের ঘৃতপাত্র কাক লৈয়া গেল। শ্রীমালিনী দেবী নিত্যানন্দে নিবেদিল॥ হাসি নিত্যানন্দ আজ্ঞা কৈল কাক পক্ষে। বাটি আনি দিল কাক মালিনী-সম্মুখে॥ নিত্যানন্দ-প্রভাব দেখিয়া পুণ্যবতী। চাহি নিত্যা-নন্দ-পানে কৈল বহু স্তুতি॥ এক দিন এই পথে নিত্যানন্দ দায়। আইকে দেখিতে চলে উল্লাস হিয়ায়॥ এক দিন নিত্যা-নন্দ হরিদাস-সাঁথে। শ্রীশচী-আলয় হৈতে আইসে এই পথে॥ প্রভুর আজ্ঞায় নদীয়ার ঘরে ঘরে। "কৃষ্ণ ভজ" এই ভিক্ষা মাগয়ে সভারে॥ শিষ্ট লোক এ বাক্যে আনন্দ পায় চিতে। পাষণ্ড অসুর হাসি করে নানা মতে॥ এই পথে চলে যথা জগাই মাধাই। তারে উপদেশে "কৃষ্ণ ভজ" দুই ভাই॥ শুনিয়া মদ্যপ দুই মহাদুরাচার। পড়িয়া ছিলেন, উঠি কহে মার মার॥ ব্রহ্মাদি দেবতা যারে ধ্যানে নাহি পায়। হেন নিত্যানন্দে দোঁহে ধরি বারে পায়॥ জগাই মাধাইর ক্রিয়া কহিব বা কত। চিত্রগুপ্ত লিখিতে না পারে পাপ যত॥ ব্রাহ্মণ হইয়া সঙ্গদোষে হৈলা নষ্ট। নবদ্বীপ আদি ভয়ে কাঁপে ঐছে দুষ্ট॥ মহাক্রোধে কহি কটুবাক্য বজ্রাঘাত। নিত্যানন্দ মাথে এথা কৈল রক্তপাত॥ অচ্ছেদ্য অভেদ্য নিত্যানন্দের শরীর। ইথে রক্তপাত ইহা বুঝে কুন ধীর॥ গণসহ প্রভু এথা আসি গৃহে হৈতে। চক্রে আকর্ষিল মহাদস্যে সংহারিতে॥ নিত্যানন্দ পরম দয়ালু ব্যক্ত হৈল। সুদর্শন চক্র হৈতে তারে রক্ষা কৈল॥ নিত্যানন্দ কৃপা কৈলা। জগাই মাধাই দুই

পাপি উদ্ধারিলা ॥ দেবের দুর্লভ ভক্তি দিয়া দুই জনে। দোঁহার যে পাপ প্রভু লইলা আপনে ॥ নিজগণ-মধ্যে দোঁহে গণনা করিল। সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে ডুবাইল ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হইল এই ধ্বনি। দুই দৈত্যে উদ্ধারিলা গৌর গুণ-মণি ॥ ঘুঁচিল সভার ভয় উল্লাস হিয়ার। জগাই মাধাইরে দেখিতে কে না ধায় ॥

গীতে যথা-গুজ্জরী ॥

আজু কি আনন্দ নদীয়া নগরে, জগাই মাধাই দোঁহে দেখি বারে, ধায় চারি দিকে কি নারী পুরুষ, পরস্পর কহে কত না কথা। কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া, ওই দেখ দেখ দুহু পানে চা'য়া, সুরুযের সম তেজ এবে ভেল, সে পাপ শরীর গেলো বা কোথা ॥ কেহ কহে আহা মরি মরি, ভাবে গর গর বৈশে বেরি বেরি, কান্দি উঠে ছুটে আঁখে বারি-ধারা, নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি। কেহ কহে হেরো দেখ নিরুপম, পুলকিত তনু, কাঁপে ঘন ঘন, ধূলায় ধূষর ধরণীতে পড়ি, গড়ি যায় কিছু নাহিক স্মৃতি ॥ কেহ কহে কিবা গোরা মুখশশী,-পানে চাহে জানি কত সুখে ভাসি, হাসি সুধাপানে উনমত্ত হৈয়া, লোটাইয়া পড়ে চরণ-তলে। কেহ কহে দেখ নিতাইচান্দেরে, চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে, দুখানি চরণ পরশিয়া করে, করে অভিষেক আঁখের জলে ॥ কেহ কহে দেখ অদ্বৈত তপসী, গদাধর শ্রীবাসাদি-পাশে পশি, অতুল উলসে ফুলি ফুলি ফিরে, লইয়া সভার চরণ ধূলি।

কেহ কহে কুহু কাতর অন্তরে, এক ভিতে রহি দন্তে তৃণ ধরে
নরহরি পহু পরিকর সহ, "কর কৃপা" কহে দুবাহু তুলি ॥

যে কৌতুক জগাই মাধাই উদ্ধারিতে। হইলে সহস্র মুখ না পারি কহিতে ॥ জয় জয় জয় ধ্বনি ভরিল ভুবন। স্বর্গে মহা আনন্দে নাচয়ে দেবগণ ॥ অলক্ষিত পুষ্প বৃষ্টি করে অনিবার। নারদাদি গায় প্রভু করুণা অপার ॥ শ্রীকরুণাময় অবতার গৌররায়। পরম দুঃখিরে সুখসমুদ্রে ডুবায় ॥ সভা-সহ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে গৌরহরি। নিজ গেহে গেলা লোক দেখে নেত্র ভরি ॥ কি বলিব জগাই মাধাই দুই জন। ভক্তিরত্ন উপার্জ্জনে মহাবিচক্ষণ ॥ রজণিপ্রভাতে দোঁহে করি গঙ্গা-স্নান। নির্জ্জনে লয়েন দুই লক্ষ হরিনাম ॥ পরমধার্ম্মিক দুই বিপ্র মহাশয়। নবদ্বীপে দোঁহারে কেবা না প্রশংসয় ॥ এই দেখ জগাই মাধাইর বাস স্থান। এ স্থান দর্শনে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥ শ্রীমাধাই প্রভু নিত্যানন্দের আজ্ঞায়। গঙ্গাঘাট সজ্জ করে হৈয়া দীনপ্রায় ॥ গঙ্গাস্নানে যায় যে যে প্রণমিয়া। করয়ে প্রার্থনা দৈন্য কন্দিয়া কান্দিয়া ॥ শুনি মাধাইর দৈন্য কে বা না কান্দয়। মাধাইর হিতচিন্তা সকলে করয় ॥ এই মাধাইর ঘাট যে করে দর্শন। ভক্তি লভ্য হয়, ঘুঁচে সংসার-বন্ধন ॥ যে তপস্যা মাধবের কহনে না যায়। "শ্রীমাধব ব্রহ্ম-চারী" খ্যাতি নদীয়ায় ॥ এক দিন নিজ গৃহে হৈতে প্রভু রঙ্গে। এ পথে শ্রীবাস গৃহে গেলা ভক্ত সঙ্গে ॥ শ্রীবাস উল্লাসে ধৈর্য্য ধরিতে নারিল। প্রভুর অদ্ভুত-সমুদ্রে ডুবিল ॥

এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে। সভা প্রতি কহে সুখ না জন্ময়ে কেনে?॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাসপণ্ডিত। চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারি ভিত॥ শ্রীবাসের শাশুড়ী মাথায় ডোল * দিয়া। এ ঘরের কোণেতে ছোঁছিলা লুকাইয়া॥ বাহ্যহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে। ঘরে হৈতে বাহির কৈল ধরি তার কেশে॥ প্রভু কহে এবে সুখ উপজয়ে মনে। হই-লেন সভে মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে॥ এক দিন প্রভু প্রেমে মূর্চ্ছিত এথায়। পদধূলি লইয়া অদ্বৈত মাথে গায়॥ বাহ্য পাই প্রভু নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে। সভা প্রতি কহে সুখ না জন্ময়ে কেনে?॥ না জানিয়ে অপরাধ কোথা বা হইল। অদ্বৈতের পানে চাহি সকল জানিল॥ মহাবলবান্ প্রভু ধরি অদ্বৈতেরে। অদ্বৈতচরণ লৈয়া ঘষে নিজ শিরে॥ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ খট্টায়। ভিক্ষা করি শুক্লাম্বর আইলা এথায়॥ মহা-প্রীতে প্রভু সে ঝুলিতে হাত দিয়া। খায়েন তণ্ডুল তারে সুদামা বলিয়া॥ কত দৈন্য করি ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। ঝুলি কাঁধে কীর্ত্তনে নাচয়ে মনোহর॥ শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেমচেষ্টা নিরখিতে। গণসহ প্রভুর আনন্দ বাঢ়ে চিতে॥ শ্রীবাস-আলয়ে প্রভু ঐছে বিলসিয়া। নগরভ্রমণে চলে নিজগৃহে গিয়া॥ এই খানে বিশ্বম্ভর প্রিয়গণসঙ্গে। ভাসে সঙ্কীর্ত্তন-সুখসমুদ্রতরঙ্গে॥ পরম অদ্ভুত নৃত্য করে গৌররায়। চতুর্দ্দিকে পারিষদ-বৃন্দ সভে গায়॥

* ডোল—দড়্গাবা চাটাইয় আবরণ বিশেষ।

গীতে যথা—দেবকিরী॥

বলি-কলি-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদন, গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়। জয় জয় রবসব, ভুবন বিয়াপিত, নিখিল লোক মিলি চৌদিকে ধায়॥ গায়ত পরম, প্রবল প্রিয়পরিকর, কিন্নর দুরগম তাল তরঙ্গ। বাজত মুরুজ, মৃদঙ্গ দৃমিকি দৃমি, দাঁ দাঁ দৃমি কট, থি কট থিলঙ্গ॥ কম্পাই ধরণী, ধরত পদ পঙ্কজ, ডগ মগি অঙ্গ-ভঙ্গি অনুপাম। লোচন তরুণ, অরুণ রুচি গঞ্জই, চাহনি চারু চমকে কত কাম॥ শশধর নিকর, নিন্দি মুখ মধুরিম, হাসত লহু লহু অমিয় উগারি। প্রেম বিতরি নর,-হরি পহু পামরে, করই কোরে ভুজ,-যুগ পসারি॥

পুনঃ—মেঘরাগঃ॥

নাচত গৌর নটন পণ্ডিত বর। কুমকুম দামিনী,-দাম দমন তনু, মণ্ডিত নিরুপম বিপুল পুলক ভর॥ ধ্রু॥

অরুণ অধর মৃদু, চান্দ বদন লস, দশন কুন্দ লহু, হাস অমিয় ঝর। নয়নকঞ্জ জন,-রঞ্জন রসময়, চাহনি কত শত, মদন গরব হর॥ কনক মৃণাল,-নিন্দি ভুজ যুগ তুলি, বোলত হরি হরি, অন্তর গর গর। মঙ্গল ময় কো,-মল সুললিত পদ, বিবিধ ভঙ্গি সঞে, ধরই ধরণী পর॥ বাজত ঝাঁঝ মু,-থমক খোল কত, গায়ত মধুর, মধুর স্বর পরিকর। বিতরত প্রেম, রতন ধন জগভরি, বঞ্চিত কুমতি এ,-নরহরি পামর॥

পুনঃ—ভূপতিঃ ॥

নাচত গৌর, নটন জন রঞ্জন, নিখিল মদন মদ ভঞ্জন অঙ্গ। পুলকিত ললিত, কম্প ঘন উনমত, শুনইতে পুরুব, পিরিতি পরসঙ্গ, লোচন অরুণ, কমল দল ছল ছল, জল ঝলকত যনু মোতিম দাম। হসইতে দশন, বিজুরি সম চমকত, ঢর ঢর মধুর অধর অনুপাম ॥ কুঞ্জর কর রব, গরব বিমোচন, মঞ্জু বিপুল ভুজ যুগল পসারি। নিরখি গদাধরে, করই কোরে পুন, ভণই মরমধৃতি ধরই না পারি ॥ উথলই প্রেম,-পয়োনিধি নিরুপম, প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায়। পামর পতিত, দুখিত সুখে ভাসয়ে, নরহরি পাপী, পরশ নহু তায় ॥

পুনর্নট্ট-নারায়ণঃ ॥

নাচত গৌর, পরম সুখ সদনা। অবিরল বিপুল, পুলক কুল ঝলমল, সুললিত অঙ্গ, মদন মদন মদ কদনা ॥ ধ্রু ॥

টলমল অমল, কমলদল লোচন, চাহনি করুণ অরুণ রুচি রুচিরে ॥ নিরসি * শরদ শশি, হসিত লপনলস, দশন সুকি-রণ, হরতচিত অচিরে ॥ গজবর গরব,-হরণ গতি নব নব, ধরতেই চরণ, ধরণী অতি মুদিতা। গদ গদ হৃদয়, বদত ঘন হরি হরি, নিরুপম ভাব,-বিভব ভর উদিতা ॥ উনমত অতুল, রতন ধন বিতরণে, হরল বিপদ যশ, ভরল এ ভুবনে। পূরল সকল

* নিরসি—নিরাস করিয়া ॥

মনো,-রথ ইথে বঞ্চিত, নরহরি বিফল,-জনম ধিক জীবনে ॥

ওহে শ্রীনিবাস সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হৈয়া। মন্দ মন্দ চলে প্রভু এই পথ দিয়া ॥ দেখ প্রভু প্রিয় সঞ্জয়ের এই ঘর। অদ্ভুত ভঙ্গিতে এথা নাচে বিশ্বম্ভর ॥

গীতে—যথা নাটঃ ॥

নাচত শচী তনয় গৌর, মাধুরী মন মোহে। কনকাচল দলন দেহে, পুলকাবলি শোহে ॥ ঝলমল বিধুবদন অমিয়, বরষত মৃদু হাসে। চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত, কত রসপরকাশে ॥ পদতলে ধরু, তাল ঝনন, নূপুর ঘন বাজে। অভিনব বহু, ভঙ্গি নিরখি, মনমথ মরু লাজে ॥ গায়ত গুণ, জগজন নিম,-গন সুখ সরবাহে। বঞ্চিত নর,-হরি দীনহীন, দহে ভবদব দাহে ॥

পুনর্নাটী ॥

কিবা, খোল করতাল বাজে। চারি, পাশে পরিকর সাজে ॥ আজু, গায়ত মধুর লীলা। শুনি, দরবয়ে দারুশিলা ॥ রঙ্গে, নাচয়ে সুন্দর গোরা। কেবা, জানে কিবা ভাবে ভোরা ॥ ধ্রু ॥

নব, পুলক বলিত তনু। শোহে, কনকপনস জনু ॥ স্বর, সরিত প্রবাহ পারা। ছুটি, নয়নে বহয়ে ধারা ॥ ঘন, ঘন ভুজ যুগ তুলি। গর,-জয়ে হরি হরি বুলি ॥ অতি, পতিত পামরে হেরি। ধরি, কোরে করে বেরি বেরি ॥ প্রেম,-ধন দেই জনে জনে। ছাড়ি, একা নরহরি দীনে ॥

পুনর্মালবশ্রীঃ ॥

নাচয়ে শচী সুত, বিপুল পুলকিত, সরসবেষ সুশোহয়ে। কনক জিনি যন্তু, মদন ময় তনু, জগত জন মন মোহয়ে॥ ললিত ভুজ তুলি, গরজে হরি বুলি, পুরুষ প্রেমরসে ভাসয়ে। কত না বারে বারে, নিরখি গদাধরে, মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে॥ শ্রীবাস আদি যত, অধিক উনমত, অতুল গুণগণ গায়য়ে। মৃদঙ্গ করতাল, থমক সুরসাল, তা দৃমি দৃমি দৃমি বায়য়ে॥ গগণে সুরগণ, মগন ঘন ঘন, বরিষে কুসুম সুভাঁতিয়াঁ সঘনে জয় জয়, ভণত অতিশয়, শ্যাম ঘন মুদ মাতিয়া॥

পুনর্বরাটী ॥

ভুবনমোহন গোরাচাঁদ। অখিল লোকের মন ফাঁদ॥ নাচে পহু প্রেমের আবেশে। অরুণনয়ন জলে ভাসে॥ ধ্রু॥

ভুজ তুলি হরি হরি বোলে। পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥ নিজরসে সবারে ভাসায়। চারি পাশে পারিষদ গায়॥ সু-কোমল অঙ্গ আছাড়িয়া। গড়ি যায় ধুলায় পড়িয়া॥ দেখিয়া সকল জীব কাঁদে। নরহরি হিয়া নাই বান্ধে॥

এই বৃক্ষতলে প্রভু দণ্ডেক রহিয়া। গঙ্গাতীর পথে চলে উল্লসিত হিয়া॥ এথা অনুরাগবতী অঙ্গনা উল্লাসে। পরস্পর কত কথা কহে মৃদুভাষে॥

তত্রাদৌ শ্রীদাস-গদাধরঠকুরস্য শিষ্য-শ্রীযদুনন্দনচক্রবর্ত্তি-কৃত গীতে যথা॥

ধানশী ॥

গৌরাঙ্গ চরিত আজু কি পেখলু মাই। রাধা রাধা বলি

কান্দে ধরিয়া গদাই ॥ ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়। ধূলা লাগিয়াছে কত ওনা হেম-গায় ॥ সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে। কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বহি পড়ে ॥ মৈলু মৈলু কেন গেলু সে পথ বাহিয়া। ধৈরয না ধরে চিত্তে ফাটি যায় হিয়া ॥ দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে। এ যদুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে ॥

পুনঃ। কশ্চিৎ কামোদঃ ॥

দাস গদাধর বদন হেরি। আঁখি-কোণে কহে ইঙ্গিতে করি ॥ কে জানে কি লাগি পুলকে তনু। হাসিতে অমিয়া বরিষে যনু ॥ সুরনদী-তীরে দেখিলু গোরা। অখিল তরুণী নয়ন চোরা ॥ সহজ ভাঙর ভঙ্গিমা কাজে। পরাণে আঁজুলি কি আর লাজে ॥ গ্রীবার ভঙ্গিমা কহিল নয়। আঁখি পাখি পাখা পসারি রয় ॥ আজানু লম্বিত বাহুর শোভা। যুবতি-মরম যা হেরি লোভা ॥ অরুণ কমল চরণ তলে। যদু মন রহু মধুপ ছলে ॥

পুনঃ কাচিৎ ধানশী ॥

তরুণি পরাণ,-চোরা গোরা রূপ, মাধুরী অমিয়া ধারা। ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন,-কোণেতে পিয়য়ে যারা ॥ সই! এথা কহিব কাথে। পণ্ডিত গদাই,-পানে ঘন চাই, রাধিকা বলিয়া ডাকে ॥ ধ্রু ॥

দাস গদাধর, করে দিয়া কর, উলসে পুলক গা। মৃদু মৃদু হাসে, কিবা রসে ভাসে, কিছু না পাইলু থা ॥ নাগ-

রাঙ্গলি ঠাটে, নদীয়ার বাটে, হিলিতে দুলিতে যায়। নরহরি মন,-মোহন ভঙ্গিমা, মদন মুরুছে তায়॥

পুনঃ কাচিৎ কর্ণাটিকা॥

সজনি সই! শুন গোরা-অপরূপ গাঁথা। বরজ বধুর সঙ্গে, বিলাস গোপন রঙ্গে, ভুবন ভাসিল সেই কথা॥ ধ্রু॥

অঙ্গের সৌরভে কত, মনমথ উনমত, মধুকর ছলে উড়ি ধায়। রঙ্গণ * ফুলের মালা, হিয়ার উপরে খেলা, কুলবতী-মতি মুরুছায়॥ গৌরবরণ দেখি, আর সব † সেই সখি!, বলন গমন অঙ্গ ছটা। গোকুল চান্দের ছাঁদ, পরতেক ভুরু ফাঁদ, কুলবতী দুই কুল কাটা॥ কে আছে এমন নারী, নয়ন-সন্ধান হেরি, মুখ-চান্দে হাসির মাধুরী। দেখিয়া ধৈরয ধরে, তবে সে যাইবে ঘরে, মনমথে না করি বাউরি॥ খেনে রাধা বলি ডাকে, নয়ন মুদিয়া থাকে, খেনে হাসে ভাবের আবেশে। খেনে কাঁদে উভরায়, পুলকিত সর্ব্ব গায়, এ যদুনন্দন ভালো বাসে॥

পুনঃ কশ্চিৎ কামোদঃ॥

নদীয়ার মাঝারে ওনা রূপ। সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥

অলকা তিলক চান্দ মুখের পরিপাটী। রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটি॥ অধরে ঈষত্ হাসি মধুর কথা কয়। গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয়॥ হিয়ার দোলনে

* রঙ্গণ—"বকুল ফুলের মালা" † "সেই সাথি" এই দুইটি পাঠান্তর।

দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা। কত রস লীলা জানে কত রস-কলা॥ চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা। চাঁচরচিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥ দৈবকীনন্দনে বোলে শুন লো আজলি *। তুমি কি না জানো গোরা নাগর বনমালী॥

কশ্চিচ্চ কামোদঃ॥

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরা চাঁদ। অখিল জনার মন বান্ধিবার ফাঁদ॥ কনক কেশর তনু অনুপম ছটা। দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা॥ শরদের চাঁদ কি মধুর মুখ খানি। অমিয়ার ধারা বাণী তাপিয়া-জুড়ানি॥ ঈষত মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল। দশন মুকুতা পাঁতি করে ঝল মল॥ নয়ন যুগল অনুরাগের আলয়। চাহনিতে ভুবন পরাণ-হরি লয়॥ কামের ধনুক-মদ ভাঙ্গিবার তরে। কেবা গড়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধ'রে॥ চাঁচর কেশের ঝুটা § চমকিয়া বাঁকে। মালতী-বলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে॥ কে ধরে ধৈরয হেরি সুচারু কপাল। চন্দনের বিন্দু ইন্দু-গরবের কাল॥ ভুবন বিজই মালা দোলয়ে হিয়ায়। বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায়॥ কিবা সে দীঘল ভুজ যুগের বলনি। কত ভাঁতি ভঙ্গি সতী-কুলের দলনি॥ সরুয়া কাঁকালি কিবা মুঠেতে লুকায়। রিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায়॥ চরণকমল-তল অতি অনুপাম। নখর নিকরে কত মুরুছয়ে কাম। কহে নরহরি কি না জানো রঙ্গ তার। গোকুল নাগর ওনা রসের পাথার॥

---

* আজল—উপহাস (ঠাট্টা) করিয়া যে কথা কয়। §"চূড়া" পাঠান্তর।

কাচিচ্চ মল্লারিকা ॥

সই গো নদীয়া-জাহ্নবী কূলে। কো বিহি কেমনে, গঢ়ল ও তনু, কনয়া সিরিষ ফুলে ॥ কে না পরতীত যায়। বদন কমল, বাঁধুলি অধর, দশন কুন্দ কি তায় ॥ কাহারে কহিব কথা। কিংসুক কোরক, নাসিকা সুভগা, আঁখি উতপল রাতা ॥ কহিতে না জানি মুখে। বাহু হেমলতা, উপরে পদুম মল্লিকা ফুটল নখে ॥ নয়ান আনন্দ সিন্ধু। পদতল থল, রাতা উতপল, নখে মোতি ফল নিন্দু ॥ পিরিতি সৌরভ ধরে। ত্রিভুবন জন, মাতল তা হেরি, পালটি না যায় ঘরে ॥ হরি হরি হরি বোলে। না জানি কি লাগি, কান্দয়ে গৌরাঙ্গ দাস গদাধর কোলে ॥ অত যে লাগয়ে ধন্দ। এ যদুনন্দন, কহে কি না জানো, ওই না গোকুল চন্দ ॥

কশ্চিচ্চ কামোদঃ ॥

দেখ গোরা রঙ্গ সই দেখ গোরা রঙ্গ। নদীয়ানগরে যায় কনয়া-অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

হেমমণি দরপন জিনিয়া লাবনি। অরুণ চরণে আলো করিলে অবনি ॥ পুণিম চান্দের ঘটা ধরিয়াছে মুখ। ছটায় গগণ আলো দিশা নারী সুখ ॥ ভুরু ধনু আঁখি বাণ বঙ্কিম সন্ধান। বরজ মদন হেন সকল বন্ধান ॥ জানু বিলম্বিত বাহু পরিসর বুক। দরশনে কে না পায় পরশন সুখ ॥ গতি মত্ত-গজপতি-জিতি কমনিয়া। মজিল তরুণি ও না না চায়

ফিরিয়া॥ যদু কহে ও না সেই গোকুলসুন্দর। জানিয়া না জান তুমি তেঞি লাগে ডর॥

কাচিচ্চ বল্ললী॥

সই! কিবা অপরূপ রূপ। পুলক বলিত, তনু অনুপম, কি নব মদন ভূপ॥ কি জানি কি ভাবে, ভাবিত অন্তর, অরুণ যুগল আঁখি। গদাধর-করে, ধরি কি কহয়ে, না জানি কি মধু মাখি॥ অধর বাঁধুলি,-ফুল সুললিত, দামিনী দশন ছটা। হাসির মিশালে, ঢালে সুধারাশি, বদন চান্দের ঘটা॥ নাগরালি কাচে, নাচয়ে নদীয়া,-নাগরী-পরাণচোরা। নরহরি কহে, তুমি কি না জান, গোকুলমোহন গোরা॥

কাচিচ্চ ভূপালিঃ॥

দেখ দেখ গোরাচান্দে। কাঞ্চন রঞ্জন, বরণ মদন, মোহন নটন ছান্দে॥ ধ্রু॥

পুরুব পিরিতি কহে। কিশোর বয়সে, ভাবের আবেশে, পুলক পূরল দেহে॥ কে জানে মরম বেথা। যমুনা পুলিন, বন বিহরণ, কহয়ে সে সব কথা॥ নীরজ নয়নে নীর। রাধার কাহিনী, কহয়ে আপুনি, তিলেক না রহে থির॥ গদাধর করে ধরি। কাঁদন মাখন, কহিতে বচন, বোলে হরি হরি হরি॥ ভাবে জর জর তনু। ছুটল মাতল, কুঞ্জর গমনে, বনের দলনু যনু॥ খেনে হাসে কান্দে নাচে। অধর কম্পিত, রহয়ে চকিত, খেনে প্রেমধন যাচে॥ এ যদুনন্দন কহে। তুমি কি না জান, গোকুলমোহন, গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে॥

কাচিচ্চ আশাবরী ॥

গৌরবরণ সোনা, ছটক চাঁদের জোনা। তরুণ অরুণ, চরণে থির, ভাবে বিয়াকুল মনা ॥ অরুণনয়নে ধারা, যনু সুর-ধনী ধারা। পুলক গহন, সিচয়ে সঘন, মহি জিনি ভার ভরা ॥ বদনে ঈষত হাসি, তরুণি ধৈরয নাশী। খেনে খেনে গদ,-গদ হরি বোলে, কান্দনে ভুবন ভাসি ॥ গদাই ধরিয়া কোলে, মধুর মধুর বোলে। আর কি আর কি, করিয়া কান্দয়ে, না জানি কি রসে ভোলে ॥ যে জানে সে জানে হিয়া, সে রসে মজিল ধিয়া। এ যদুনন্দন, ভনয়ে আজুলি, ওই না গোকুল পিয়া ॥

কশ্চিচ্চ দেশপালঃ ॥

রূপ হেরি কি না হইল মোরে। সোনার বরণ তনু, ওই ছিল কালা কানু, নহিলে কি মন চুরি করে ॥ রসের পরাণ যার, কুল কি রহিবে তার*, নদীয়ানগরে হেন জনা। কি ছার দারুণ মতি, মজিল যুবতি সতী, প্রতি ঘরে প্রেমের কাঁদনা ॥ নয়ন কমল নব, অরুণ পরাভব, ধারা বহে মুখ বুক বায় ॥ আহা মরি মরি সই, মরম তোমারে কই, জীব নাশে গোরা না দেখিয়া ॥ হিয়ায় প্রেমের রস, তনু কৈলে জর জর, প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী। সুরধুনী তীরে যা'য়া, ভাসাইব কুল-ক্রিয়া, ভজিব সে গোরা গুণমণি ॥ পূরুবে শুনিল যত, সেই সব অভিমত, এবে ভেল কাল তনু গোরা। বাসুদেব ঘোষের

* "বিহরয়ে কি প্রাণ তার" পাঠান্তর ॥

বাণী, রসিকনাগর জানি, নহিলে গোপীর মনচোরা॥

ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গাকূলে এই খানে। বিহরয়ে রঙ্গ ধৈর্য্য হরয়ে নর্ত্তনে॥

গীতেযথা—সোমরাগঃ॥

সুরধুনী তীরে, গৌর নট নাগর, পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহরে। নিরুপম বিবিধ, নৃত্য নব মাধুরী, নিখিল ভুবন জন নয়ন হরে॥ কনক ধরাধর, গরব হারি তনু, ঝলমল বিপুল পুলক নিকরে। কুঞ্জর কর মদ,-হর ভুজ ভঙ্গিম, নিন্দই কত শত কুসুমশরে॥ কুন্দ দশন দ্যুতি, দমকত মঞ্জুল, মিলিত সুহাস মধুর অধরে। ডগমগ বদন, বদত ঘন হরি হরি, শুন-ইতে কো আছু থিরয ধরে॥ উমড়ই হৃদয়, গদাধরে হের-ইতে, শাঙন ঘন সম * নয়ন ঝরে। নরহরি ভণত, ধরণি করু টলমল, সুললিত চঞ্চল চরণ ভরে॥

পুনর্মেঘরাগঃ॥

আজু সুরধুনি,-তীরে নাচত, গৌর ঘন অবতার। ঝুমি রহু চহু, ওর শীতল, হরত উতপত ভার॥ ললিত তনু দ্যুতি, দমকে দামিনি, চমকে কলি অন্ধিয়ার। সঘনে হরি হরি, বোল গর-জন, হোয়ত জগত বিথার॥ ভকত শিখী অতি,-মত্ত গায়ত, ষড়্জ সুর পরচার। তৃষিত চাতক, অখিলজন পিয়ে, প্রেম-জল অনিবার॥ ধন্য ধরণি সু,-ভাগ ভর বিহি, তুলহ মোদ অপার। ভণত ঘন ঘন,-শ্যাম ঐছন, দীন কি হোয়ব আর॥

* শাঙন অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের ঘন—মেঘের তুল্য॥

পুনর্ধানশী ॥

নাচত গৌরকিশোর। সুরধুনি তীরে উজোর॥ কত শত পরিকর সঙ্গ। কীর্ত্তনে অতুলিত রঙ্গ॥ নিজ পর কাহু না জান। প্রেমরতন করু দান॥ নিরুপম ভাবে বিভোর। অরুণ নয়নে ঝরু নোর॥ কহি কত গদ গদ বাণী। ধরই গদাধর পাণি॥ ঘন ঘন কাঁপয়ে অঙ্গ। নরহরি কি বুঝব রঙ্গ॥

পুনশ্চ গৌরড়ী ॥

গৌর সুরধুনি, তীরে নাচত, সুঘর পরিকর সঙ্গ। হেম-ভূধর,-গরবভর-হর, পরম মধুরিম অঙ্গ॥ অতুল কুন্তল, 'বলিত কেতকী, কুন্দ কুসুমসুরঙ্গ। বাহু বলনি বি,-শাল বক্ষ বি,-লোকি বিকল অনঙ্গ॥ ভাবে গর গর, গমন গজপতি, গঞ্জি গরজে অভঙ্গ। কঞ্জলোচনে, লোর ঢর কত, প্রকট জনু যুগ গঙ্গ॥ তরল পদপলে, তাল ধরইতে, ধরণি অধিক উমঙ্গ। দাস নরহরি, করত জয় জয়, কার কি কহব রঙ্গ॥

গঙ্গার সৌভাগ্য বিস্তারিয়া প্রভু রঙ্গে। এই পথে নিজ গৃহে গেলা গণ সঙ্গে॥ নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দ বিস্তারয়। নৃত্যা-বেশে সদাই চঞ্চল পদদ্বয়॥ নাচিবেন চন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনে। এ হেতু এ পথে তথা চলে গণসনে॥ এই দেখ চন্দ্রশেখরা-চার্য্য-ভবন। এথা উপনীত প্রভু সঙ্গে প্রিয়গণ॥ সদাশিব বুদ্ধিমন্ত থান দুই জনে। নানাবেশ দ্রব্য সজ্জ কৈল এই খানে॥ লক্ষ্মী আদি কাচে নাচিবেন গৌররায়। হইব কীর্ত্তন যাতে জগত মাতায়॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সুঘরশিরোমণি।

নানা কাচে নাচিবেন হৈল এই ধ্বনি॥ সঙ্কীর্ত্তনে সে নৃত্য দেখিতে সাধ মনে। বধূ সহ আই আসি বৈসে এই খানে॥ শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ পরিবার। এথা আসি বৈসে সভে নৃত্য দেখিবার॥ এই খানে নানা কাচ কাচে সর্ব্বজন। যে কাচয়ে যে কাচ সে সেই মত হন॥ মুকুন্দাদি কৈল কীর্ত্তনারম্ভ এথায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায়॥ অদ্বৈতাদি এ নৃত্য দেখিতে বাসে ডর। প্রভুর ইচ্ছায় সভে হৈলা যোগেশ্বর॥ জয় জয় ধ্বনিতেই ভরিল ভুবন। রুক্মিণীর কাচে নাচে শচীর নন্দন॥ প্রভু হৈলা রুক্মিণী চিনিতে কেহ নারে। অদ্ভুত শোভায় দশ দিক্ আলো করে॥

গীতে যথা—রাগ সঙ্করাভরণঃ॥

ভুবনমোহন, গৌর নটবর, বরাঙ্গ ভূষণ, রসিকশেখর। আজু রুক্মিণী,-বেশে করু নব, নৃত্য নিরুপম ভ্রাজয়ে॥ অঙ্গ-রুচি জিনি, কনক দরপণ করত ঝলমল, ললিত সুচিকন, রুচির পরস, বিচিত্র পহিরণ, বিবিধ অংশুক সাজয়ে। চিকুর চয় কম,-নীয় বন্ধন, বোরি মৃগ মদ, চিত্র চন্দন, সরস লসত, ললাট তটমণি, বন্ধনী মন মোহয়ে। কর্ণভূষণ, তরল মৃদুতর, গণ্ড যুগ যনু, ভ্রমর ভুরু বর, কঞ্জলোচন, মঞ্জু-অঞ্জন, রঞ্জিতাধিক শোহয়ে॥ বিম্ব ফলমিব,-বন্ধুরাধর, নাসিকা শুকচঞ্চু বেসর, বলিত বয়ন,-ময়ঙ্ক দশন, সুকুন্দ মদ ভর ভঞ্জনা। কঞ্চু অঞ্চিত বক্ষ মৃদুতর, হার রতন, অনঙ্গ ধৃতিহর, শঙ্খ সরুকর

কঙ্কণাঙ্গুলি,-অঙ্গুরী জনু রঞ্জনা ॥ অতুল উদর, সুঠাম রস ঝরু, নয়ান কেশরি,-গরব দূর করু, ক্ষীণ মধ্য সু,-মধুর মাধুরী, কনক কিঙ্কিণী বাজয়ে। ভঙ্গি সঞে পগ, ধরণি ধরু যব, অতি হি কোমল, হোত খিতি তব, নিছই নরহরি, জীবন ঘন, মঞ্জীর ঝনঝন বাজয়ে ॥

ওহে শ্রীনিবাস সর্ব্বশক্তিরূপ প্রভু। করয়ে নর্ত্তন ঐছে যেনা দেখে কভু ॥ খেনে পার্ব্বতীর কাচে নাচে বিশ্বম্ভর। খেনে লক্ষ্মীবেশে নাচে শচীর কুমার ॥ সর্ব্বশক্তি-আবেশ প্রকাশে ক্রিয়া-দ্বারে। মহালক্ষ্মীভাবে বৈসে খট্টার উপরে ॥ প্রভুর আজ্ঞায় স্তুতি করে পরিকর। শ্রীলক্ষ্মী পার্ব্বতী-আদি স্তুতি মনোহর ॥ জননী-আবেশে বিশ্বম্ভর গৌরহরি। পিয়াইল স্তন সভে পুত্রস্নেহ করি ॥ করিল সবার পরিতোষ গৌর রায়। কেবা না ডুবিল এই অদ্ভুতলীলায় ॥ গদাধর পণ্ডিতাদি যৈছে নৃত্য কৈল। যৈছে নিত্যানন্দ প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ যৈছে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদির উল্লাস। তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ অদ্ভুত বিলাস চন্দ্রশেখরের ঘরে। ব্রহ্মাদি-দেবে ও অন্ত নারে করিবারে ॥ রজনী-প্রভাতে স্থির হইয়া প্রভুগণ। নিজ নিজ গৃহে সভে করিলা গমন ॥ (নৃত্য দেখি আই মহাবিহ্বল হইয়া। বধূসহ গেলা গৃহে এই পথ দিয়া ॥ বৈষ্ণবগৃহিণী-গণ উল্লসিত মনে। গৃহে গেলা বিদায় হইয়া আই-স্থানে ॥ আচার্য্যের গৃহে সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত। রহিল সে মহাতেজ হৈয়া মূর্ত্তিমন্ত ॥) ওহে শ্রীনিবাস যে

দেখিলু রঙ্গ এথা। সঙরিতে সে সব হিয়ায় বাড়ে বেথা॥ ঐ পথে প্রভুর গৃহে হইল গমন। যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন॥ গৃহে গিয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে। এই পথে শান্তিপুরে গেলা মহারঙ্গে॥ শান্তিপুরে প্রভু মহারঙ্গ প্রকাশিয়া। কিছু দিন রহি আইলা এই পথ দিয়া॥ গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত শোভা মনোহর। যে দেখে বারেক তার উল্লাস অন্তর॥ তিন প্রভু গৃহে গিয়া হরিদাস সাথে। শ্রীবাস-আলয়ে আইলেন এই পথে॥ শ্রীবাস ভবনে আসি এথাই বসিলা। মুরারি প্রথমে গৌরপদে প্রণমিলা॥ শেষে নিত্যানন্দে প্রণমিযা দাঁড়াইলা। মুরারিরে কহে প্রভু ব্যতিক্রম কৈলা॥ আগে নিত্যানন্দে না করিলা নমস্কার। ব্যবহারবেত্তা তুমি কহিব কি আর॥ মুরারি কহয়ে প্রভু জানিব কেমতে। প্রভু কহে কালি সম পারিবা জানিতে॥ অদ্য গৃহে যাহ, কহি উল্লাস অন্তরে। সঙ্কীর্ত্তনাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে॥ নিজ গৃহে গিয়া গুপ্ত করিলা শয়ন। নিশাবসানেতে দেখে অপূর্ব্ব স্বপন॥ মহাতেজোময় নিত্যানন্দ বলরাম। হস্তে শোভে শ্রীহল মুষল অনুপাম॥ জিনি চন্দ্র চন্দত-রূপরাশি। বারুণী-পানেতে মত্ত চলে হাসি হাসি॥ তার পাছে পাছে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর। শিরে শিখিপুচ্ছ শ্যাম অঙ্গ মনোহর॥ ঐছে স্বপ্ন দেখি গুপ্ত হর্ষ অতিশয়। স্বপ্নে হাসি আপনে কনিষ্ঠ প্রভু কয়॥ ঐছে দোঁহে দেখা দিয়া হৈলা অদর্শন। হইলা বিহ্বল গুপ্ত পাইয়া চেতন॥ বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারি

জানিলা। উল্লাসে শ্রীবাস গৃহে আসিয়া মিলিলা॥ প্রভু গৌরচন্দ্রবসি আছে দিব্যাসনে। নিত্যানন্দ প্রভু শোভে প্রভুর দক্ষিণে॥ আগে নিত্যানন্দ পাদপদ্মে প্রণমিলা। পাছে গৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ বন্দিলা॥ হাসি প্রভু কহে গুপ্ত কহয়ে কেমন। মুরারি কহয়ে জানাইলেন যেমন॥ প্রভু মহাহর্ষে কত কহে মুরারিরে। হৈল যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে॥ চর্ব্বিত তাম্বূল দিল প্রভু মুরারিরে দিলা। খাইয়া মুরারি হস্ত মস্তকে পুছিলা॥ গুপ্তে কত কহিতে ঈশ্বরাবেশ বাঢ়ে। কাশীবাসি প্রকাশানন্দেরে গালি পাড়ে॥ শ্রীগৌর-চন্দ্রের চেষ্টা কে বুঝিতে পারে। শ্রীবাস-ভবনে সুখসমুদ্রে সাঁতারে॥ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে প্রভু বিহ্বল হইয়া। নিজগৃহে চলিলেন এই পথ দিয়া॥ (শ্রীমুরারি গুপ্ত গৃহে করিয়া গমন। পত্নী প্রতি কহে হর্ষে করিব ভোজন॥ পতিব্রতা আনি অন্ন গুপ্ত আগে দিল। ঘৃতসিক্ত অন্ন গুপ্ত কৃষ্ণে সমর্পিল॥) তার পর দিন প্রভু রজনী-বিহানে। আইলেন শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনে॥ প্রভুপদে প্রণমিয়া গুপ্ত নিবেদয়। কি লাগি হইল প্রভু প্রভাতে বিজয়॥ কভু কহে অজীর্ণের চিকিৎসা-কারণ। গুপ্ত কহে কালি কিবা হইল ভোজন॥ প্রভু কহে না জানহ সব পাসরিলা। খাও খাও বুলি বহু অন্ন খাওয়াইলা॥ তুমি দিলা অন্ন তাহা না খাবো কেমনে। হইল অজীর্ণ কালি গরিষ্ঠভোজনে॥

জলপানে অজীর্ণ দমন এত কৈয়া। পিয়ে জল মুরারির

জলপাত্র লৈয়া ॥ প্রভু অনুগ্রহে গুপ্ত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। মুরারি গুপ্তের গোষ্ঠী মহাপ্রেমে কান্ধে ॥ মুরারিরে করি প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন। এই পথে নিজগৃহে করিলা গমন ॥ মুরারি-গুপ্তের কথা কহিতে কি জানি। মুরারির প্রাণধন গোরা গুণমণি ॥ এক দিন গৌরচন্দ্র শ্রীবাস গৃহেতে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি হাতে ॥ তথা শ্রীমুরারি গুপ্ত হৈলা খগেশ্বর। পসারিলা পাখা সর্ব্বজন মনোহর ॥ তার পৃষ্ঠে প্রভু করিলেন আরোহণ। তেঁহ কৈলা অঙ্গণে ভ্রমণ কতক্ষণ ॥ দোঁহে পুন পূর্ব্বমত হৈলা সেই ক্ষণে। দেখিলেন নেত্র ভরি প্রভু প্রিয়-গণে ॥ এক দিন গুপ্ত মনে মনে বিচারয়। প্রভুর অচিন্ত্য লীলা কবে কি করয় ॥ প্রভু আগে শরীর ছাড়িব মনে করি। অতি খরশান অস্ত্র আনিল মুরারি ॥ নিশায় করিব দেহত্যাগ কৈল মনে। তাহা জানি প্রভু আইলা মুরারিভবনে ॥ মুরারির মনোবৃত্তি সব প্রকাশিল। এ ঘরে সামাই অস্ত্র বাহির করিল ॥ মুরারির প্রেমাধীন প্রভু গৌররায়। মুরারিরে কহে যত কহা নাহি যায় ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র দয়াময়। এক দিন এই পথে করিলা বিজয় ॥ এই বিশারদের জাঙ্গাল এই খানে। দেখা হৈল দেবানন্দপণ্ডিতের সনে ॥ যেহঁ শ্রীবাসের স্থানে অপরাধ কৈলা। প্রভু বাক্যদণ্ডে তেঁহ দুঃখিত হইলা ॥ এই দেখ গ্রাম-অন্তে মদ্যপের বাস। এ পথে যাইতে নিষেধিলেন শ্রীবাস ॥ প্রভুরে দেখিয়া দূরে মদ্যপ সকল। নাচিয়া করয়ে হরিধ্বনি কোলাহল ॥ প্রভু সে সকলে করি শুভ দৃষ্টিপাত।

এই পথে চলিলেন নদীয়ার নাথ ॥ এই মহেশ্বর বিশারদের আলয়। বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহার তনয় ॥ প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি। গোপীনাথাচার্য্য যার হন ভগ্নীপতি ॥ গোপীনাথ প্রভুলীলা দেখে নদীয়ায়। নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥ তেহঁ গেলে যে যে ভক্ত প্রভুরে মিলিল। সে সভে না দেখে তাঁর মনে খেদ হৈল ॥ ওহে বাপ এ সব কহিতে নাই পার। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের হৃদয়। এথা দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরিখয় ॥ ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র চলে এই পথে। গদাধর নরহরি-আদি সব সাঁথে ॥ এথা সঙ্কীর্ত্তনে মহানন্দ উথলয়। ক্ষণে ক্ষণে প্রভু কত ভাব প্রকাশয় ॥

গীতে—যথা ॥

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি। প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥ খেনে মালসাট মারে খেনে বোলে হরি। রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি ॥ খেনে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরুছিয়া ॥ ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস। ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দ-দাস ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

গদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি, প্রেমাবেশে ধরণী

লোটায়। কহিলে না হয় যত, ফুকরি ফুকরি কত, বৃন্দা-বিপিন গুণ গায়॥ নিজলীলা নিধুবন, সঙরিয়া উচাটন, কাঁদে পহুঁ যমুনা বলিয়া। নয়নে বহিছে কত, সুরধুনি ধারা মত, দর দর শ্রীবুক বাহিয়া॥ সুবলের শুদ্ধ সখ্য, বৃন্দাদেবীর প্রিয়-বাক্য, ললিতার ললিত সুলেহ। বিশাখার প্রেমকথা, সোঙরি মরম বেথা, কহি কহি না ধরয়ে দেহ॥ কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরি !, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি, কাঁহা মোর বংশী পীতবাস। প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগৎ ভরিয়া গেল, না বুঝিল যদুনাথ-দাস॥

পুনর্ধানশী॥

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে, সে রস করিনু রঙ্গে, বলি পঁহু করে উতরোল। মুরলী মুরলী করি, মুরুছিত গৌরহরি, পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥ রাস রস বৃন্দাবন, প্রিয়সখা সখীগণ, উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ। বাসুঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ, নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥ রাধার ভাবেতে ভোরা, বরণ হইল গোরা, রাধানাম জপে অনুক্ষণ। ললিতা বিশাখা বলি, পহু যান গড়াগড়ি, কাঁহা মোর গিরিগোবর্দ্ধন॥ কাঁহা যমুনার তট, কাঁহা মোর বংশীবট, বলি পুন হরয়ে চেতন। এ দীন গোবিন্দ ঘোষে, না পায়ল লব লেশে, ধিক্ রহু এ ছার জীবন॥

পুনঃ—সুহই॥

পহুঁ মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক বিরিঞ্চি মহিমা

যার গায় ॥ কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলী। সে পহুঁ কাঁদয়ে হরি বলি বাহু তুলি ॥ যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম। কীর্ত্তন ধূলায় সে ধূষর অবিরাম ॥ ক্ষণে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া। রহে নরহরি গদাধর মুখ চা'য়া ॥ পুরুব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ। রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝে ওনা রঙ্গ ॥

ওহে শ্রীনিবাস কে না দেখিবারে ধায়। এই পথে নাচিতে নাচিতে গোরা যায় ॥

গীতে—যথা ধানশী ॥

নাচত রসময় গৌর কিশোর। পুরুবক প্রেম রভসরসে ভোর ॥ নরহরি গদাধর শোহে দুই পাশ। হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাস ॥ গায়ত মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ। কোরে করই পহু হই পরিতোষ ॥ কিবা সে বরণ খানি কাঞ্চন জিনিয়া। চাঁচর চিকুর চূড়া ভালে সে বলিয়া ॥ জানু লম্বিত ভুজ খেনে খেনে তুলিয়া। নাচত পহুঁ মোর হরি হরি বুলিয়া ॥ অরুণ নূপুর চরণ রণ ঝনিয়া। শেখর রায় কহত ধ্বনি ধনিয়া ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোরা চাঁদ নাচে মোর গোরা চাঁদ নাচে। ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥ কনক মুকুর জিনি গোরা অঙ্গছটা। ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥ বসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে। গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে ॥ ভকত মণ্ডল মাঝে

নাচে গৌররায়। অনন্ত নদীয়া-লোক দেখিবারে ধায়॥ এই খানে গৌরচন্দ্র মনের উল্লাসে। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কি অদ্ভুত-ভাবাবেশে॥

গীতে যথা—বেলাবলী॥

বলি কলি দমন, শমন ভঞ্জন, নিখিল ভুবন জন রঞ্জন কারী। দুলহ প্রেমধন, বিতরণ পণ্ডিত, সুর তরু নিকর গরব ভর হারী॥ নাচত শচীসুত কীর্ত্তন মাঝ। কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু বিলসত জনু নব মনমথ রাজ॥ ধ্রু॥

পদতল তালে, ধরণি করু টল মল, ললিত ভঙ্গি ভুজ রহই পসারি। হাসত মৃদু মৃদু, অধর কম্প অতি, অথির গদাধর বদন নেহারি॥ ডগ মগ নয়ন,-কমল ঘন ঘূরত, নিরুপম পুরুব রঙ্গ পরকাশ। উলসিত পরম, চতুর পরিকরগণ, ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস॥

পুনঃ সুহই॥

ভাবভরে গর গর চিত। খেনে উঠে খেনে বসে না পায় সম্বিৎ॥ অতিরসে নাহি বাঁধে থেহ। সোঙরি সোঙরি কাঁদে পুরুব স্বমেহ॥ নাচে পহু গোরা নটরাজ। কি লাগি গোলাক-পতি * সঙ্কীর্ত্তন মাঝ॥ ধ্রু॥

নিজ পর কিছু নাহি জানে। দীন হীন অধম উত্তম নাই মানে॥ প্রিয় গদাধর কর ধরি। মরম কথাটি কহে ফুকরি

* "গোকুলপতি" পাঠান্তর।

ফুকরি ॥ ডগ মগ আনন্দ হিল্লোলে। লুলিয়া লুলিয়া পড়ে ভকতের কোলে ॥ গোরা-রসে সব রসময়। না দরপে বল-পাষাণ হৃদয় ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে। মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নি বৃন্দে ॥ শুনিয়া পুরুব গুণ উনমত হৈয়া। কীর্ত্তন আনন্দে পহু পড়ে মুরুছিয়া। কি এ অপরূপ কথা কহনে না যায়। গোলোকের নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায় ॥ ধ্রু ॥

ভাবে গর গর চিত গদাধরে দেখি। কান্দিয়া আকুল পঁহু ছল ছল আঁখি ॥ শ্রীপাদ বলিয়া প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে। বুঝিয়া মরম কথা কান্দে নিত্যানন্দে ॥ দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কাঁন্দে গোরা-রসে। এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে। রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥ অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি ॥ ত্রিভুবন দরপিত এ দোঁহার রসে। না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

ছল ছল চারু, নয়ন যুগল, কত নদী বহে ধারে। পুলকে

পূরল, গোরা-কলেবর, ধরণি ধরিতে নারে॥ পঁহু করুণাসাগর গোরা। ভাবের ভরেতে, অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা॥ খেনে খেনে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে। অধম দেখিয়া, আকুল হৃদয়, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে॥ চরণকমল, অতি সুচঞ্চল, অথির তাহার রীত। বদনকমলে, গদ গদ স্বরে, গায় রাসকেলি-গীত॥ আহা আহা করি, ভুজ যুগ তুলি, বোলে হরি হরি বোল। রাধা রাধা বলি, ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোল॥ মুরলী মুরলী, খেনে খেনে বুলি, স্বরূপ-মুখ নেহারে। শিখিপুচ্ছ বুলি, উঠে ফুলি ফুলি, যদু কি বুঝিতে পারে॥

এই পথে গোরাচাঁদ চলে ধীরে ধীরে। অঙ্গের ছটায় দশ দিক্ আলো করে॥ কি বলিব কীর্ত্তনে নাচয়ে নানা ছান্দে। সে ভাব আবেশে কেহ থির নাই বান্ধে॥

গীতে যথা—আভীরী॥

কীর্ত্তন লম্পট ঘন ঘন নাট। চলইতে আঁখিজলে না হেরই বাট॥ সুন্দর গৌর কিশোর। পুরুব পিরিতি রসে ভৈ গেল ভোর॥ ধ্রু॥

বলিতে না পারে মুখে আধেক বাণী। চলিতে ধরয়ে দাস গদাধর পাণি॥ অরুণ চরণ তল না বাঁধয়ে থেহ। কিবা জল কিবা থল কিবা বন গেহ॥ জপে হরি হরি নাম আলাপে আভীরী। সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গি করি॥ কিবা লাগি কিবা করে কেবা জানে ওর। পতিত দুর্গত দেখি ধার করে

কোর ॥ অজ ভব আদি দেব পদে করে নতি। যদু কহে কৃপা বিনে কে জানিবে মাত ॥

পুনর্ধানশী ॥

দাস গদাধর প্রাণ গোরা। পুরুব চরিতে ভেল ভোরা ॥ বিজুরি বরণ তনু চোরা। কমল নয়নে বহে লোরা ॥ কনক কমল মুখ কাঁতি। হাসিতে খসয়ে মণি মোতি ॥ বিপুল পুলকে ভরে কম্প। হরি হরি বুলি দেই ঝম্প ॥ না জানে অহর্নিশি নিজ রসে। সঘনে চিকুর চির খসে ॥ ঘন ঘন মহি গড়ি যায়। হেমগিরি ধরণি লোটায় ॥ ভাসল ভুবন প্রেম-রসে। যদু এড়াইল দীন দোষে ॥

এই পথে গোরা সুরধুনি তীরে যায়। দেখি লোক-আনন্দ উথলে নদীয়ায় ॥ যে ভাব-আবেশ তাহা কহিতে না জানি। রাধা রাধা বলি ডাকে গোরা গুণমণি ॥

গীতে যথা—আশাবরী ॥

গোরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে। ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥ সুরধুনি দেখি পহু যমুনার ভাণে। ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ পুরুব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে। পীত বসন আব সে মুরলী চাহে ॥ প্রিয় গদাধরেরে ধরিয়া নিজ কোলে। কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদ গদ বোলে ॥ ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে। না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নর-হরি দাসে ॥

শ্রীনরহরিসরকারঠক্কুরস্য গীতমিদং ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

দুহুঁ দুহুঁ পিরিতি আরতি নাহি টুটে । পরশে পরমসুখ জানি কত উঠে ॥ নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর রসে । গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ পুরুষপ্রকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম । রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেবকাম ॥ অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি । উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি ॥ মুখে কি তুলনা চাঁদ নিতি জীয়ে মরে । কর পদ পদ্ম কিসে হিমে সব ঝরে ॥ প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন-সুখ নদীয়ানগরে । প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে ॥ প্রেম-পরশমণি শচীর নন্দন । উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন ॥ কহয়ে নয়নানন্দ আনন্দ বিহার । শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥

ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহিল না হয় । সুরধুনীতীরে গোরা রঙ্গে বিলসয় ॥

গীতে যথা কামোদঃ ॥

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া । সুরধুনীতীরে নাচে রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া ॥ গায় সহচরগণ মন মোহনিয়া । তার মাঝে নাচত গোরা দ্বিজমণিয়া ॥ গদাধর নরহরি ডাইন বাম । শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম ॥ মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহতি । গায় দামোদর জগদীশ মহামতি ॥ চৌদিকে শুনিয়া যে হরি হরি বোল । উথলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়া হিল্লোল ॥ গোঙিয়া বদনচাঁদ সব তাপ হরে । যদু কহে কেবা হেন এরূপ পাসরে ॥

কামোদঃ ॥

*

কাঁচা কাঞ্চনমণি, গোরারূপ তাহে জিনি, ডগ মগি প্রেম-তরঙ্গ। ও নব কুসুম দাম, গলে দোলে অনুপাম, হেলন নরহরি অঙ্গ ॥ গোরা, বিহরই পরম আনন্দে। নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, গঙ্গা পুলিন রঙ্গে, হরি হরি বোলে প্রিয়বৃন্দে ॥ ধ্রু ॥

ভাবে অবশ তনু, পুলক কদম্ব যনু, গরজই যৈছন সিংহে। প্রিয় গদাধর,-ধরি বাম কর, নিজগুণ গায়ই গোবিন্দে ॥ অরুণ নয়ান কোণে, খেনে খেনে হাসত, বোলত কিবা অভিলাষে। সঙরি সে সব খেলা, বৃন্দাবন-রসলীলা, কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

সুরধুনি-তীরে বিলসিয়া গণসনে। এই পথে গেলা প্রভু আপন ভবনে ॥ নগরিয়া লোকে বহু অনুগ্রহ কৈল। সঙ্কীর্ত্তন করিতে সকলে নিদেশিল ॥ নগরিয়া লোক সুখে করয়ে কীর্ত্তন। কাদিরে কহিল গিয়া পাষণ্ডির গণ ॥ কাদি সঙ্কীর্ত্তনে দ্বেষ কৈল অতিশয়। শুনি ক্রোধ-যুক্ত হৈলা শচীর তনয় ॥ মহাদর্পে গণসহ শচীর নন্দন। সাজিলেন কাদি দুষ্টে করিতে দমন ॥ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে এই পথে চলি যায়। অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায় ॥ আর এক সম্প্রদায় নাচে হরিদাস। এক সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ আর সম্প্রদায় নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ বক্রেশ্বর আদি আর সম্প্রদায় নাচে। কেহ দূরে যায় কেহ রহে প্রভুকাছে ॥

নাচয়ে অসঙ্খ্য লোক লেখা নাই তার। নবদ্বীপে হৈল মহা-আনন্দ পাথার॥ নারদাদি ঋষি আর দেবতা সকল। মানুষে মিশাই নাচে হইয়া বিহ্বল॥ নগরিয়া লোক মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে। করে ধাওয়া ধাই পথ বিপথ না মানে॥ লক্ষ কোটি দীপ জ্বালে উজ্জ্বল আকাশ। রাত্রিকালে হৈল যেন সূর্য্যের প্রকাশ॥ কি অপূর্ব্ব রজণী চন্দ্রমা শোভা করে। বিহরে কীর্ত্তনে প্রভু নগরে নগরে॥ অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচে শচীর নন্দন। ঘরে বসি দেখে স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণ॥ হৈল শোভা-অবধি নদীয়া ঘরে ঘরে। মঙ্গলবিধান যত কে কহিতে পারে॥ চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি কোলাহল। গণিল প্রমাদ মূঢ় পাষণ্ড সকল॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

আজু গোরা নগর কীর্ত্তনে। সাজিয়া চলয়ে প্রিয় পরিকর সনে॥ অঙ্গের সুবেশ ভাল শোহে। নাচে নানা ভঙ্গিতে ভুবন মন মোহে॥ প্রেম বরিষয়ে অনিবার। বহয়ে আনন্দ-নদী নদীয়া মাঝার॥ দেবগণ মিশাই মানুষে। বরিষে কুসুম কত মনের হরিষে॥ নগরিয়া লোক সব ধায়। মনের মানসে গোরাচাঁদ গুণ গায়॥ মূঢ়গণ শুনি সিংহনাদ। হইয়া বিরস মনে গণয়ে প্রমাদ॥ লাখে লাখে দীপ জ্বলে ভালো। উপমা কি অবনি গগণ করে আলো॥ নরহরি কহিতে কি জানে। মাতিল জগৎ কেউ ধৈরয না মানে॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়াঁ নগরে। শুনিয়া বিবিধ লোক না রহিল ঘরে ॥ ধ্রু ॥

হেমমণি আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে। চন্দনে লেপিত অঙ্গ ফাগু-বিন্দু মাঝে ॥ চাঁদ চন্দনে কিবা সুমেরু ভূষিত। মালতীর মালা কিবা সুমেরু বেষ্টিত ॥ কুঞ্চিত কুন্তল চারু বেঢ়িল নানা ফুলে। সফুল করবি ডাল মল্লিকার দলে। নাটুয়া ঠমকে কিবা পহু মোর নাচে। রামাই সুন্দরানন্দ মকুন্দ গায় পাছে ॥ আগে নাচে অদ্বৈত যা লাগি অবতার। বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার ॥ নাচিতে নাচিতে গোরা যে না দিকে যায়। লাখে লাখে দীপ জ্বলে লোকে হরি গায় ॥ কুলবতী সকল ছাড়িয়া হরি বোলে। প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে ॥ কি করিব জপ তপ কিবা বেদ বিধি। হরিনামে উদ্ধারিল চাণ্ডালাবধি ॥ কুলবধূ আদি করি ছাড়ে গৃহবাস। তপস্বী ছাড়য়ে তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ॥ যবনে হ নাচে গায় লয় হরিনাম। এ রসে বঞ্চিত হৈল দাস বলরাম ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু নাচিয়া নাচিয়া। গঙ্গাতীরে যায় তাঁর সৌভাগ্য লাগিয়া ॥ এই নিজ ঘাটে কতক্ষণ নৃত্য করি। মাধাইর ঘাট দিয়া চলে ধীরি ধীরি ॥ এই বারকোণা ঘাট দেখ শ্রীনিবাস। এথা নৃত্য গীতে কৈলা অদ্ভুত বিলাস ॥ এই নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ। গঙ্গাতীর হৈতে করে এ পথে

গমন ॥ এই নবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল শিব হয়। অপার মহিমা লিঙ্গরূপে বিলসয় ॥ নাচিলেন প্রভুর কীর্ত্তনে মূর্ত্তি ধরি। তাঁর অভিলাস পূর্ণ কৈল গৌরহরি ॥ এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ কৈলা। প্রভুর সন্ন্যাসে তেহোঁ অদর্শন হৈলা ॥ কি বলিব গণেশের মূর্ত্তি মনোহর। সবে দুঃখী হৈলা হৈতে নেত্র অগো-চর ॥ এই সিমলিয়া গ্রামে অদ্ভুত বিলাস। করিলেন পূর্ণ পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥ সিমলিয়া দেবীর আনন্দ অতিশয়। সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ এই পথে গেলা কাদি যব-নের ঘর। দেখি মহা-অধৈর্য্য কাদির হৈল ডর ॥ কাদি দুষ্টে দমন করিয়া অনুগ্রহ। এই পথে মহারঙ্গে চলে গণ সহ ॥ কাদির দমনে পাষণ্ডির গর্ব্ব ক্ষয়। হেট মাথে রহে কারে কিছুই না কয় ॥ ওই শ্রীধরের ভাঙা ঘর দেখি দূরে ॥ মন্দ মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥ এ পথে শ্রীধর-ঘরে গিয়া গণসনে। দেখে ফুটা লোহ-পাত্র আছয়ে অঙ্গণে ॥ বাহিরের জল তাথে আছয়ে কিঞ্চিৎ ॥ তাহা পিয়ে গৌরচন্দ্র হৈয়া উল্লষিত ॥ ভকতবৎসল প্রভু প্রেমায় বিহ্বল। সুরধুনি-ধারা-প্রায় নেত্রে বহে জল ॥ শ্রীধর-অঙ্গণে হৈল অদ্ভুত কীর্ত্তন। কাঁদে নিত্যানন্দাদ্বৈত-আদি যত জন ॥ যে সুখ হইল এই শ্রীধরের ঘরে। তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥ গাদি-গাছা পাটডাঙ্গা-আদি গ্রাম দিয়া। চলে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মহা-মত্ত হৈয়া ॥ কি বলিব নগরকীর্ত্তনে হৈল যাহা। অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত-গণ দেখে তাহা ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে॥

অদ্যাবধি চৈতন্য এ সব লীলা করে। যাঁর ভাগ্য থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥ নগরকীর্ত্তনে যে কৌতুক ঠাঁই ঠাঁই। গায় শেষ সহস্র বদনে অন্ত নাই॥ ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেমভক্তি দান করি। এই পথে নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি॥ কি বলিব শ্রীনিবাস প্রিয়গণ সঙ্গে। নিরন্তর ভাসে প্রেমসমুদ্র-তরঙ্গে॥ এক দিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি। কালি কৃষ্ণ জন্মতিথি কহে প্রভু হাসি॥ শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর॥ পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ। করিলেন সকল সামগ্রী-আয়োজন॥ সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে। কৃষ্ণের জনম-অভিষেক কর্ম্ম করে॥ করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়। সঙ্কীর্ত্তনসুখে সব রজনী গোঙায়॥ নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণ সনে। ধরে গোপবেশ সবে রহিয়ে নির্জ্জনে॥ গোপবেশ নির্ম্মাণে নিতাই পরবীণ। হইল আপনি যেন গোয়ালা নবীন॥ ধরিলেন শ্রী-গৌরসুন্দর গোপবেশ। সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য্য-লেশ॥ রামাই সুন্দরানন্দ গৌরিদাস আদি। গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি॥ দধি নবনীত-ভাণ্ড-ভার লৈয়া কাঁধে। প্রবেশয়ে শ্রীবাস-অঙ্গণে চারু ছান্দে॥ শ্রীবাস অদ্বৈত গোপ-বেশে মত্ত হৈয়া। দেন দধি হলদি অঙ্গণে ছড়াইয়া॥ নৃত্যগীত বাদ্যে মহাকৌতুক বাঢ়য়। শ্রীবাসভবন যেন নন্দের আলয়॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

গোরা মোর গোকুলের শশী । কৃষ্ণের জনম আজি কহে হাসি হাসি ॥ সে আবেশে থির হৈতে নারে । ধরি গোপবেশ নাচে উল্লাস অন্তরে ॥ নিতাই গোপের বেশ ধরি । হাতে লৈয়া লগুড় নাচয়ে ভঙ্গি করি ॥ গৌরীদাস রামাই সুন্দর । নাচে গোপবেশে কাঁধে ভার মনোহর ॥ শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে । ছড়ায় হলদি দধি মনের উল্লাসে ॥ কেহ কেহ নানা বাদ্য বায় । মুকুন্দ মাধব সে জনম-লীলা গায় ॥ করে সুমঙ্গল নারীগণ । শ্রীবাস-আলয় যেন নন্দের ভবন ॥ জয় ধ্বনি করি বারে বারে । ধায় লোক ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ কত সাধে দেখে আঁখি ভরি । শোভায় ভুবন ভুলে ভণে নরহরি ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পুরুব-জনম-দিনে । কত না উলাষে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব আবেশ মনে ॥ নিতাই আনন্দে, নাচে গোপ ছন্দে, রামাই সুন্দর সাঁথে ॥ অদ্বৈত ধাইয়া, দধিভাণ্ড লৈয়া, ঢালয়ে নিতাই-মাথে ॥ শ্রী-বাসাদি রঙ্গে, অদ্বৈতের অঙ্গে, হরিদ্রা সিঞ্চিয়া হাসে । শঙ্কর মুরারি, কাঁধে ভার করি, নাচয়ে গোপের বেশে ॥ মুকুন্দাদি গায়, নানা বাদ্য বায়, হেরি গোরা-মুখ-ইন্দু । নরহরি ভালে, ভণে তিলে তিলে, উথলে আনন্দসিন্ধু ॥

পুনঃ মায়ূরঃ ॥

গৌর গুণমণি, বরজ শশধর, পুরুব প্রকট, সুঅট মিভা-দর, আদরই প্রিয়, বৃন্দসহ শিরি,-বাস * ভবনে বিরাজয়ে। বান্ধি নট পটি, পাগ মৃদুভর, কুসুম পল্লব, ধরত শিরোপর বলয় কর কটি, বসন নব ব্রজ, গোপসম সব সাজয়ে॥ ভাণ্ড দধি যুত, চিত্র বাহুঁক, কান্ধে করু করে, লগুড় কাহুকো, ভঙ্গি সঞে চলি, হলদি দধি ঘৃত, পঙ্ক অঙ্গণে শোহয়ে। হি হি শবদ, উচারি ঘন ঘন, বিপুল পুলকিত, তরল তনু মন, করত সুললিত, নৃত্য নিরুপম, নিখিল ভুবন বিমোহয়ে॥ হাসি হরষে, নিতাই কহি কত, হলদি দধি পহু, অঙ্গে ছির কত, তুরিতে তহি, অদ্বৈত নবনী, নিতাই বদনে বিলেপয়ে। ধরল প্রবল, নিতাই কৌতুকে, ভারি কর্দ্দমে, যতি গড়ি সুখে, লপটি কট, অদ্বৈত নট তহি, গগণে ভুজ বিক্ষেপয়ে॥ বাসুদেব মুকুন্দ মাধব, আদি গায়ত জনম উৎসব, ধা ধি ধি কি তক, ধিনি নি নি বহু, বাদ্য বাদক বায়ই। দেবগণ ঘন, কুসুম বরষত, দাস নরহরি, নাথে নিরখত, কোউ ধরই ন,-ধিরজ ভর নর, নারী চহুদিশ ধায়ই॥

কহিতে কি জানি ঐছে শচীর তনয়। পরিকর-সঙ্গে মহারঙ্গে বিলসয়॥ এক দিন এথা প্রভু শচীর তনয়। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রতি হাসি কয়॥ কালি শ্রীরাধিকা জন্মোৎসব সেই থানে। শুনি বিদ্যানিধি মহা উল্লসিত মনে॥ গৃহে গিয়া সকল সামগ্রী সজ্জ করে। প্রভু পর দিন চলে বিদ্যা-

* শিরিবাস—শ্রীবাস।

নিধি-ঘরে॥ গণসহ তাঁর ঘরে এই পথে গিয়া। এথা বৈসে প্রিয়গণে বেষ্টিত হইয়া॥ শ্রীরাধিকা-জন্ম অভিষেক এথা হৈল। কি বলিব প্রভু ভাবাবেশে যাহা কৈল॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

আজু গোরাচাঁদ গণসহ গোপবেশে। তিলে তিলে অধিক বিভোল সে না রসে॥ হাসে লহু লহু চাহে গদাধরপানে। বহয়ে আনন্দবারি-ধারা দুনয়ানে॥ মুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস হিয়ায়। রাধিকা-জনম-চরিত সভে গায়॥ বাজে খোল কর-তাল ভুবনমঙ্গল। নাচে পহুঁ ধরণী করয়ে টলমল॥ গৌরী-দাস আদি নাচে ভার করি কাঁধে। দেখিতে সে গোপবেশ কেবা থির বাঁধে॥ কত সাধে নাচে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ছড়াইয়া নবনী হলদি দুধ দধি॥ নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি। ভাসে সুখসমুদ্রে ফিরা'তে নারে আঁখি॥ (কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে। দাঁড়াইয়া অঙ্গণে চাহয়ে চারি ভিতে॥) দেখি গোরারূপের মাধুরী অনুপাম। কেহ কহে নাচে ইকি কনকের কাম*॥ দেবগণ নাচয়ে কুসুমবৃষ্টি করি। জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি॥

পুনর্ধানশী॥

আজু কি আনন্দ, বিদ্যানিধি ঘরে, রাধিকা-জনম চরিত গানে। নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা, সে নব ভঙ্গি কি উপমা আনে॥ চারি পাশে গোপ,-বেশে পরিকর, কাঁধে

* "কনকের দাম" পাঠান্তর॥

ভার ফিরে অঙ্গণে রঙ্গে।(নবনীত দধি, হরিদ্রাদি দেই, হাসি হাসি সভে সভার অঙ্গে॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা, শঙ্খ করতাল, নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে। সুমধুর ধ্বনি, ভেদয়ে গগণ, কেন্না নাচে ধিগ ধিগ ধেন্না না তালে॥ বিবিধ মঙ্গল, করে নারী কুল, পুলকিত চিত উলুলু দিয়া॥/ বৃষভানু পুর,-সম শোভা ভণে, ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া॥

বিদ্যানিধি-গৃহে প্রভু বিলসে যে সুখে। তাহা বিবরিয়া কি কহিব এক মুখে॥ এক দিন এই পথে প্রভু বিশ্বম্ভর। চলে কি মধুর গোরারূপ মনোহর॥

গীতে যথা—সুহই॥

গোরারূপে কি দিব তুলনা। তুলনা না নহিল রে কসিত-বান্ সোনা॥ মেঘের বিজুরী নহে রূপের সমান। তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥ তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল। তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥ কুম্কুম জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা। কহে বাসু কি দিয়া গড়িলা বিধি গোরা॥

নটবর বেশে এই কদম্বতলায়। ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা মুরলী বাজায়॥

গীতে কামোদঃ॥

চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে। বেঢ়িয়াছে মালতীর মালে॥ তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা। সপত্র সহিত ফুলশাখা॥ কসিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ। কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ॥ চন্দন তিলক শোভে ভালে। আজানু লম্বিত বন মালে॥ নটবরবেশ

গোরাচাঁদ। রমণীগণের কিবা ফাঁদ॥ তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে। প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে॥

পুনর্ধানশী॥

গোঙরি পুরুবলীলা ত্রিভঙ্গ হইলা। মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিলা॥ মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিলা গোরাচান্দ। অঙ্গুলি চালা'য়া করে সুললিত গান॥ নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত। সুরধুনি তীরে তরু লতা পুলকিত॥ বাসুদেবঘোষ তাহা কি বলিতে জানে। ভুবনমোহিল গোরা মুরলীর গানে॥

ওহে শ্রীনিবাস কি অদ্ভুত ভাবাবেশে। পূর্ব্ব গোচারণ লীলা এথাই প্রকাশে॥

গীতে যথা—ভোড়ী॥

পূর্ব্বলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। সাঙলি ধবলি বলি সঘনে ডাকিল॥ শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি। হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনী॥ রামাই সুন্দর আর সঙ্গে নিত্যানন্দ। গৌরিদাস আদি সভে হইলা আনন্দ॥ বাসুদেব-ঘোষে কহে মনের হরিষে। গোষ্ঠলীলা গোরচাঁদ করিলা প্রকাশে॥

এক দিন ভাবাবেশে প্রভু গৌররায়। পূর্ব্ব দানলীলারঙ্গ প্রকাশে এথায়॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

আজু গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। নদীয়ার পথে

গোরা দান সিরজিল ॥ কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি। বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণি ॥ দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে। নাগর-নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥ কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। সে ভাব পড়িল মনে বাসু-দেব গান ॥

এক দিন এই পুষ্পবাটী নিরখিয়া। পুষ্পের সমর ভাল বোলয়ে হাসিয়া ॥ পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পরম প্রিয়গণ। করে পুষ্প সমর দেখয়ে সর্ব্বজন ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

ফুল বল গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে। ফুলের সমর গোরা বলিল বচনে ॥ ঘন ঘন জয় দিয়া পারিষদ গণে। গোরাগায়ে ফুল ফেলি মারে জনে জনে ॥ গদাধর আদি আর সঙ্গে নিত্যা-নন্দ। ফুলের সমরে গোরা হইলা আনন্দ ॥ গদাধর সঙ্গে গোরা করয়ে বিলাস। বাসুদেবঘোষ কহে রস পরকাশ ॥

এক দিন গদাধরে সঙ্গে গৌরহরি। এ পুষ্পবাটীতে বসি খেলে পাশা সারী ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব পড়িল। পাশা সারী লইয়া গোরা খেলা সিরজিল ॥ গদাধর সঙ্গে গোরা খেলে পাশা সারী। ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি বলি ॥ দুয়া চারি বলি দান ফেলে গদাধর। পঞ্চ তিন করি ডাকে গৌরাঙ্গ

সুন্দর ॥ দুই জন মগ্ন হৈল পাশা-খেলা-রসে। জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে ॥

এক দিন এই ঘাটে নিজগণ সঙ্গে। করে জলক্রীড়া প্রভু পুরুব প্রসঙ্গে ॥

গীতে মায়ূরঃ ॥

জলক্রীড়া গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। পারিষদ সঙ্গে জলখেলা আরম্ভিল ॥ কারু অঙ্গে কেহ জল ফেলি ফেলি মারে। গোরা-অঙ্গে জল ফেলি মারে গদাধরে ॥ জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে। জল ফেলাফেলি সব করে জনে জনে ॥ গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়। বাসুদেব ঘোষ এই গোরাগুণ গায় ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই গঙ্গার পুলিনে। প্রভু বনভোজন করয়ে গণ সনে ॥

গীতে যথা-সারঙ্গঃ ॥

সুরধুনীতীরে কত রঙ্গে। বিহরয়ে গৌর প্রিয় পারিষদ সঙ্গে ॥ হইল প্রহর দুই দিবা। সে সময়ে না জানি প্রভুর মনে কিবা ॥ শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে। আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে ॥ উলসিত নদীয়ার শশী। চাহে সীতানাথ পানে লহু লহু হাঁসি ॥ অদ্বৈত পরমানন্দ মনে। বসাইলা সবে কিবা মণ্ডলী-বন্ধানে ॥ পাতিয়া পলাশ পাত তায়। বিবিধ সামগ্রী পরিবেষয়ে সভায় ॥ [illegible] পাইয়া ভোজনে। সভে এক দিঠে চাহে গোরা-মুখ পানে ॥ নিমাই খাইতে নারে

থেহা। উমড়য়ে হিয়ায় কে জানে কিবা নেহা॥ ক্ষীর সর নবনীত ছেনা। গোরার বদনে দিয় পাসরে আপনা॥ অদ্বৈত লইয়া নিজ করে। পিয়াইল ছেনা পানা নিতাই চাঁদেরে॥ নিতাই সুন্দর মহাবলী। মোদকাদি* অদ্বৈতবদনে দিল তুলি॥ ওনা তনু পুলকে ভরিল। পরিকর মাঝে কি কৌতুক উপজিল॥ কেহ খায় কারু মুখে দিয়া। কেহ লেন কারু পাত্র হইতে কাড়িয়া॥ মিঠাই অনেক পরকার। খাইতে সবার সুখ বাঢ়িল অপার॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি। পিয়ে সবে সুশীতল সুরধুনীবারি॥ পাত্রশেষ যে কিছু রহিল। দাস নরহরি তা যতন করি নিল॥

পুনঃ সারঙ্গঃ॥

আজু গোরা পরিকরসঙ্গে। ভোজন কৌতুক, সারি সুরধুনি,-তীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে॥ রহি অতি উচ্চ তরু-ছায়। কহি কি মধুর, বাণী ঘন ঘন, সুরধুনী পানে চায়॥ ধীরে ধরিয়া গদাইর করে। লহু লহু হাসে, কি সুধা বরিষে, তাহে কে ধৈরয ধরে॥ আহা মরি কি মধুর রীত। নরহরি ভণে, মনে অভিলাষ, এ রসে মজুক চিত॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়। ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমন্ত নদীয়ায়॥ বর্ষা ঋতু মনোহিত করিবার তরে। এথাই ঝুলয়ে প্রভু হিড়োলা উপরে॥

গীতে যথা—মল্লারঃ॥

ঝুলত রসময় গৌর কিশোর। সুরধুনী তীর, তুঙ্গ তরু

* মোদক মওয়া।

তর তহি, বিরচিত নিরুপম ললিত হি ডোর॥ ধ্রু॥

পরিকর সুঘন, ঝুলায়ত লহু লহু, গায়ত সরস তান রস মাতি। উচরত রুচির, বচন ধিক ধিক ধিনি, বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাঁতি॥ নদীয়াপুর নর, নারী নিকর ঘর, তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি। লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চরু, হাস মিলিত বিধুবদন নেহারি॥ সুরগণ গগনে, মগন গণ সহ, বর বরষত কুসুম করত জয়কারি। নরহরি প্রাণ,-নাথ গুণে অনু-মত, ভণই নিরত গুণ গণই ন পার॥

পুনঃ মল্লারঃ॥

আজু, সুরধুনী তীরে গোরারায়। ঝুলে, কত না ভঙ্গিতে ঝুলনায়॥ প্রিয়, গদাধর মুখ পানে চা'য়া। রঙ্গে, রহিতে নারয়ে থির হৈয়া॥ সবে, পুরুব ঝুলন লীলা গায়। শোভা, দেখিতে কেবা বা নাই ধায়॥ নর,-হরি প্রাণনাথে আঁখি দিয়া। কেহ, কহে কত সখী ঘরে গিয়া॥

পুনঃ মল্লারঃ॥

ঝুলত সুন্দর, রসময় গোরা, অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো। হেরি হেরি গদা,-ধর-মুখ আঁখি, ভঙ্গি করে কত ভাঁতিয়া গো॥ নিরুপম সব, সঙ্গিগণ তারা, মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো। সুরচিত চারু, হিড়োলা ঝুলায়, না জানি কি সুখে ভাসিয়া গো॥ মধুর সুস্বরে, গায় কেহ কেহ, কে ধরে ধৈরয শুনিয়া গো। সে শোভা নিরখি, আঁখি কে ফিরাবে মনু মনু মনে গুণিয়া গো॥ এত দিনে কুল, লাজ যা'দে সব, বলিয়ে

শপথ খাইয়া গো। নরহরি নাথে, নেহারি বরেক, সুরধুনী-তীরে যাইয়া গো॥

পুনঃ মল্লারঃ॥

আজু গোরা সুরধুনী তীরে। ঝুলে কিবা ললিত হি-ড়োরে॥ কিবা সে বরষা ঋতু তায়। অন্ধকার মেঘের ঘটায়॥ গোরারূপ চমকে বিজুরী। জগতের প্রাণ করে চুরি॥ পারি-ষদ সুমধুর গায়। যেন কত সুধা বরষায়॥ বাজয়ে মৃদঙ্গ গর-জনি। নাচে শিখিকুলের রমণি॥ নদীয়ানগর উলষিত। লতা তরু-কুল পুলকিত॥ সব লোক ধায় দেখিবারে। কেহ কত মনোরথ করে॥ নরহরি পহুমুখ হেরি। ঝুলায় ঝুলনা ধীরি ধীরি॥

পুনঃ কামোদঃ॥

গোরা পহুঁ ঝুলে হিড়োলাতে। কত সুখ সে ভাব ভাবিতে॥ গদাধর-মুখ-পানে চায়। পুলক ভরয়ে হেমগায়॥ পারিষদ উলষিতচিতে। নামাইয়া হিড়োলা হইতে॥ বসাইতে নীপ তরুমূলে। নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে॥ অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার। বাঢ়ে মহাসুখের পাথার॥ শ্রীবাসাদি যতন করিয়া। দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া॥ সভার পরাণ গোরারায়। ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায়॥ যে কৌতুক কহিতে কি পারি। অবশেষ ভুঞ্জে হরহরি॥

এথা গৌরচন্দ্র মহানন্দ প্রকাশিলা। পূর্ব্ব রাস রসে অতি বিহ্বল হইলা॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

বৃন্দাবনলীলা গোরার মনেতে পড়িল। যমুনার ভাণ সুরধুনিরে করিল ॥ ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান। সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান ॥ খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া। তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥ ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া। আজানু লম্বিত ভুজ নব কমনিয়া ॥ বাসুদেবঘোষ তাহে করয়ে বিলাস। রাসরস গোরা পহুঁ করয়ে প্রকাশ॥

পুনঃ শ্রীরাগঃ ॥

সরস সুরধুনি, পুলিনবন, অবলোকি গৌরকিশোর, পুরুব রাগ বি,-লাসে সোঙরি, উলাসে ভৈ গেল ভোর ॥ মদন-মদভর, হরণ তনু মনু, দমকে দামিনীদাম। বদনবিধু বিধু,-কদন মাধুরী, অমিয়া ঝরে অবিরাম ॥ আজু নিরুপম, নটন ঘটইতে, হোত ললিত ত্রিভঙ্গ। দৃমিকি দৃমি দৃমি, দৃঙ্কু বাজত, মধুর মধুর মৃদঙ্গ ॥ সুঘর পরিকর, বৃন্দ গায়ত, রাস-রস-মুদ মাতি। দেব দুলহ যে, বিপুল কৌতুকে, উথলে নরহরি ছাতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র-গণসঙ্গে। বিহরয়ে বসন্ত-ঋতুতে মহারঙ্গে ॥ নদীয়ায় যে শোভা কি কহিব সে কথা। পরম অদ্ভুত ফাগু খেলারম্ভ এথা ॥

গীতে যথা—বসন্তঃ ॥

বসন্ত সময় সুশোভিত। নদীয়ার কিবা তরুলতা প্রফু-

ল্লিত ॥ কুহকে কোকিল অনিবার। ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞ্জার ॥ বহে মন্দ মলয় সমীর। উথলয়ে হিয়া কেহ হইতে নারে থির ॥ গোকুল নাগর গোরা রঙ্গে। সুরধুনীতীরে বিহরয়ে গণসঙ্গে ॥ মুকুন্দমাধব আদি গায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায় ॥ পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া। হাসে মন্দ মন্দ কেহ গোরাগায়ে দিয়া ॥ কেহ কেহ নাচে নানা চাঁদে। সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদ ॥ নিতাই অদ্বৈত গদাধর। শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর ॥ দেখি এ না অদ্ভুত বিহার। দেবগণ নারয়ে ধৈরয ধরিবার ॥ কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি। নরহরি ভণে সুখে ভরল অবনি ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

ফাগু, খেলত গৌরকিশোর। বনি, বেশ বিশেষ উজোর ॥ তনু, রুচি জিনি দামিনী দাম। তহি, মুরুছত কত শত কাম ॥ গহি, কর কাঞ্চন পিচকারি। বর, বরখত কেশর বারি ॥ ঘন, উড়ায়ত আবির গুলাল। সুর,-পর পরশত মহিলাল ॥ লখি, পহু কর বয়ন ময়ঙ্ক। পরি,-করগণ নটত নিশঙ্ক ॥ মিলি, গায়ত বরজ বিহার। ধরু, ধৈরয ধরই না পার ॥ বহু, বায়ত যন্ত্র রসাল। উঘ,-টত ধিকি ধিকি তক তাল ॥ কহি, হো হো হরি বিভোর। নর,-হরি কি ভণব মতি থোর ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে। হরয়ে যুবতি-চিত

নয়নের শরে ॥ সহচর মেলি ফাগু মারে গোরাগায়। চন্দন পিচকা লৈয়া কেহ কেহ ধায় ॥ নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস। গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥ হরি বুলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস। বাসুদেবঘোষ রস করিল প্রকাশ ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

ফাগুয়া খেলত গৌরকিশোর। বিলসত পরিকর পহু চহু ওর ॥ নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার। নিরখই পহুক সরস শিঙার ॥ শ্রীঅদ্বৈত মধুর মৃদু হাসি। পহু মুখ অমিয়া পিয়ই রস ভাসি ॥ চতুর গদাধর স্বরূপ সু লেহ। ডারত ফাগু নিরখি পহু দেহ ॥ নরহরি হরি ছিরিবাস মুরারি। বরিষে রঙ্গ কর গহি পিচকারি ॥ কেশর মৃগমদ মলয়জ পঙ্ক। দাস গদাধর লপটে নিশঙ্ক ॥ হো হো হরি কহে কি উলাস। নাচত বক্রেশ্বর চহু পাশ ॥ গৌরীদাস অতি পুলক শরীর। উচরত জয় জয় শবদ গভীর ॥ মাধব বাসু মুকুন্দ উদার। গায়ত সুমধুর বরজ বিহার ॥ সঞ্জয় বিজয় বাজায়ত খোল। দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল ॥ নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঁজ। শ্রীহরিদাস হরষ হিয়মাঝ ॥ শঙ্কর যদু আদিক সুখী ভেলি। করল হি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি ॥ ধাই চলল নদীয়া নর নারী। সুরধুনী-তীরে রঙ্গ ভেল ভারী ॥ ধৈরয ধরত ন দেবসমাজ। ভণ ঘন-শ্যাম সফল ঋতুরাজ ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

গৌর গোকুল, নাহ নটবর, বেশ বিরচি, অশেষ পরিকর,

সঙ্গে সুরধুনী,-তীরে বিহরে, বসন্ত ঋতু-মুদবর্দ্ধনা। কনক-পর্ব্বত, খর্ব্বকৃত তনু, কিরণ মঞ্জু, মনোজময় বনু, ঝরত অমিয়, সুহাস ঝল কত, বদন বিধুমদ-মর্দ্দনা॥ কঞ্জলোচন, যুগল সুললিত, বঙ্কচাহনি, চপল অতুলিত, ভঙ্গি সঞে পিচ,-কারি গহি করু, ফেট ভরত উড়ায়ই। লসত চহুঁ দিশ, সুঘড় প্রিয়গণ, সাজি অতিশয়, মগন ঘন ঘন, হোরি কহি কহি, পেখি পহুঁ মুখ, কো না নয়ন জুড়ায়ই॥ পরশ পরবশ, মাতি খেলত, গগণ পন্থ হি, গুলাল মেলত, ঝাঁপি দিনকর,-কিরণ অম্বর, অরুণ অতিশয় শোহয়ে। দলিত মৃগমদ, পঙ্ক কেশর, ডারি হরষে, নিতাই শিরপর, ভ্রুকুটি করি কর, তালিকা রচি, অদ্বৈত জন মন মোহয়ে॥ নটন পটু নট, উঘটি থুঙ্কুট, থৈ তা তক তক, থো দি দৃমি কট, দাঁ দৃমি কি দৃগি, দৃমি কি মুরজ, মৃদঙ্গ বাদক বায়ই। ভণত নরহরি, বলিত শ্রুতি সুর, গান করু গতি,-বৃন্দ সুমধুর, ধিরব পরিহরি, নিখিল সুর নর, নারী কৌতুকে ধায়ই॥

পুনঃ কামোদঃ॥

হোলি খেলত গৌরকিশোর। রসবতী নারী গদাধর কোর॥ স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর। ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর॥ ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥ খেনে খেনে মুরুছই পণ্ডিত কোর। হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর॥ নিকুঞ্জ মন্দির পহুঁ কয়ল

বিথার। ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥ কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাকো কুল। কাঁহা মালতী যুথী চম্পক ফুল॥ শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রস বাণী। যাহা পহুঁ গদাধর তাহা রস খানি॥

এক দিন এথা নিত্যানন্দ হলধর। পূর্ব্ব-রাস- লীলারসে উল্লাস অন্তর॥

গীতে যথা—কেদারঃ॥

কি মধুর মধুনিশা, চাঁদে আলো কৈলে দিশা, বহে মন্দ মলয় সমীর। জাহ্নবী যমুনা প্রায়, নির্ম্মল পুলিন তায়, কুহরে কোকিল শিখী কীর॥ আজু কি কৌতুক নদীয়াতে। সোঙরি পুরুব রঙ্গ, নিতাই পুলক-অঙ্গ, তিলেক নারয়ে থির হৈতে॥ ধ্রু

দেখিয়া নিতাইর ঝাঁকি, শ্রীগৌর সুন্দর আঁকি, প্রেমাবেশে অবশ হইলা। কেহ না ধৈরজ বাঁধে, গায় সভে নানা ছাঁদে, বলাই চাঁদের রাসলীলা॥ দেবতা মানুষে মিলি, নাচে বাহু তুলি তুলি, নানা বাদ্য বায় অনিবার। দাস নরহরি কয়, জগ ভরি জয় জয়, নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার॥

এথা গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলা প্রকাশিলা। শ্রীভক্ত-গণের চীর হরণ করিলা॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে পঞ্চমসর্গে॥

ততঃ কদাচিদ্রজনীমুখে স বি-
বস্ত্রান্ সমাকৃষ্য বিলগ্নভাবান্।

চক্রে করাম্ভোরুহকেণ চক্রী
ভৃত্যান্ রসজ্ঞো রসদো নরাণাং ॥
এবং প্রভুঃ ক্রীড়নকং স কৃত্বা
ক্ষণাদ্দদৌ বস্ত্রগণান্ সমস্তান্।
তেভ্যঃ পুরস্তে পরিধায় হৃষ্টা
বাসাংসি সাকং জহৃষুর্মুরারিণা ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগঃ ॥

গোরা,-চাঁদের কি বা এ লীলা। পুরুবে গোপিকা,-চির হরে এবে সে ভাবে বিহ্বল হৈলা। চাহি, প্রিয় পরিকর পানে। ভঙ্গী করি চীর, হরে সে সবার, কেবা এ মরম জানে ॥ যেন, হইল সকলি সেই। সুখের অবধি, সাধি নিজ কায়, সবারে বসন দেই ॥ দেখি, দাস নরহরি ভণে। ভুবনের মাঝে, কেবা উনমত, এ চারু-চরিত্র-গানে ॥

গণসহ এথা প্রভু শচীর তনয়। গোবর্দ্ধন-ধারণাদি-লীলা প্রকাশয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরলীলা মনোহর। মনের আনন্দে কেবা চিন্তে নিরন্তর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীমদ্রূপস্য শিক্ষাপরিচ্ছেদে ॥

কভু ভক্তি রসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন ॥ চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন। নিশান্ত নিশা পর্য্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

নিশান্তে গৌরচন্দ্রস্য শয়নঞ্চ নিজালয়ে।
প্রাতঃকালে কৃতোত্থানং পর্য্যঙ্কাৎ স্বগণান্বিতং ॥ ১ ॥
মুখপ্রক্ষালনং চৈব বাসিতৈর্বারিভির্মুদা।
তৈলাভিমর্দ্দনং তত্র স্নানং তদ্ভোজনাদিকং ॥ ২ ॥
পূর্ব্বাহ্লসময়ে ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকং।
মধ্যাহ্নে পরমাশ্চর্য্যং কেলিং সুরসরিত্তটে ॥ ৩ ॥
অপরাহ্লে নবদ্বীপভ্রমণং ভূরিকৌতুকং।
সায়াহ্লে গমনং চারু শোভনং নিজমন্দিরে ॥ ৪ ॥
প্রদোষে প্রিয়বর্গাঢ্যং শ্রীবাসভবনে তথা।
নিশায়াং স্বরসানন্দং শ্রীমৎসঙ্কীর্ত্তনোৎসবং ॥ ৫ ॥

গীতে যথা—যথারাগঃ ॥

নিশি অবশেষে, লসত নদীয়া শশী, শয়ন সেজে নিজ মন্দির মাহি। ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মন রঞ্জন, মনমথ মথন,- ভঙ্গি সম নাহি ॥ প্রাতঃ সময়ে সু,-ক্রিয়া রত সুরধুনী,-অবগাহন করু পরম উলাস। গণ সহ বিবিধ ভাঁতি করি ভোজন, পল ছন শয়ন সেবই সব দাস ॥ পূর্ব্বাহ্লে পরি তোষ করই সবে, ধরি নব বেশ, নিকশে চিত-চোর। পরিকর সহ পরি,-কর গৃহে বিলসত, বুঝব কি প্রেমক,-গতি ন হু ওর ॥ ধন্য সময় ম,-ধ্যাহ্নে সরসি বন,-রাজি সুশীতল,-সুরধুনি তীর। বিবিধ কেলিতহিঁ, কো কবি বরণব, নিরখত সুরগণ, [illegible] অথির ॥ অতি-অপরূপ, অপরাহ্ল সময়ে, নদীয়া মধি, ভ্রমণ

করয়ে গণ সঙ্গ। শোভা ভুবন বি,-জই রস বাদর, নিরখি নগর নব নারী উমঙ্গ॥ সাঁজ সময়ে নিজ, ভবনে গমন করু, শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি। অদভুত রঙ্গ,-প্রকট পহু দরশনে, কত শত লোক, আয়ত কত বেরি॥ সময় প্রদোষ হি, তোষি জননী-মন, প্রিয় শ্রীবাস মন্দিরে উপনীত। অধিক উছাহ, ভকত গণতহি, পহুঁ রচই সুবেশ মধুরতর রীত॥ বিমল নিশার, সময়ে সঙ্কীর্ত্তনে, মাতি মুদিত হিয়, কৌতুক জোর। গণ সহ পুন নিজ,-ভবনে শুতই নর,-হরি পহুঁ রসময় গৌর কিশোর॥

নবদ্বীপে যৈছে বিহরয়ে গোরারায়। ব্রহ্মাদিদেবেও তার অন্ত নাই পায়॥ যে নৃত্য কীর্ত্তন ভাবাবেশ এই খানে। যে কৃপা প্রকাশ তা দেখয়ে ভাগ্যবানে॥

গীতে যথা-কামোদঃ॥

শচীর দুলাল গোরা নাচে॥ দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে যাচে॥ ধ্রু॥

পতিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ। ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ॥ ঝলমল করয়ে কনক জিনি আভা। বিপুল পুলকাবলি বলিব কি শোভা॥ ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক নয়নের জলে। দুটি বাহু তুলিয়া সঘনে হরি বোলে॥ উনমত্ত ভকত ফিরয়ে চারি পাশে। জয় জয় কলরব এ ভূমি আকাশে॥ পহু-পানে হেরি কেহ ধৈরয না বাঁধে। নরহরি ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কাঁদে॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

নাচে গোরা গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি, প্রিয়পরিকর চারি পাশ। শোভা অপরূপ যেন, উড়ুগণ মাঝে যেন, কনক চন্দ্রমা পরকাশ॥ শিরীষ কুসুম জিনি, সুকোমল তনু খানি, পুলক বলিত মনোহর। প্রফুল্ল কমল দূরে, বদনে মদন ঝুরে, হাসি মাখা অরুণ অধর॥ কত না ভঙ্গিমা করি, ভুজ তুলি বলে হরি, বরিষে অমিয়া অনিবার। অতিসকরুণ হিয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আঁখি বহে সুরধুনীধার॥ বাজে খোল করতাল, চরণ চালনি ভাল, দেখি কেবা না হয় মোহিত। না রহিল দুঃখ শোক, মাতিল সকল লোক, নরহরি এ সুখে বঞ্চিত॥

পুনঃ মেঘরাগঃ ॥

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। সঙ্কীর্ত্তন মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর॥ পরিকরমাঝে সাজে ভালো। অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলো॥ নাচয়ে কত না ভঙ্গি করি। কেবা বা ধরিবে হিয়া সে মাধুরী হেরি॥ করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ। গায়য়ে মধুর গীত অমিয়া তরঙ্গ॥ কেহ হাসে কেহ কেহ কাঁদে। ভূমে গড়ি যায় কেহ থির নাহি বাঁধে॥ জয় ধ্বনি এ ভূমি আকাশ। মাতিল পামর হীন নরহরিদাস॥

পুনর্ধানশী ॥

ভুবনপাবন গোরাচাঁদ। অখিল জীবের মন ফাঁদ॥ নাচে

প্রভু প্রেমের আবেশে। অরুণনয়ন জলে ভাসে॥ ভুজ তুলি হরি হরি বোল। পতিতে ধরিয়া করে কোল॥ নিজরসে সবারে ভাসায়। চারি পাশে পারিষদ গায়॥ সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া। গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া॥ দেখিয়া সকল জীব কাঁদে। নরহরি থির নাহি বান্ধে॥

কি বলিব সঙ্কীর্ত্তন সুখে মগ্ন হৈয়া। শ্রীবাস-ভবনে চলে নিজালয় গিয়া॥ এক দিন রাত্র্যে প্রভু শ্রীবাস অঙ্গণে। দ্বারে দিয়া কপাট বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে। গোপাল চাঁপাল নামে পাষণ্ড প্রধান। শ্রীবাসের দুঃখ যাতে এই কর্ম্ম তান॥ মদ্যভাণ্ড সিন্দূরাদি রাখি এই দ্বারে। মনের আনন্দে তেঁহ গেলা নিজ-ঘরে॥ প্রভাতে শ্রীবাস তা দেখায় শিষ্টগণে। সেস্থান সং-স্কার করাইলা সেই ক্ষণে॥ শ্রীবাসের স্থানে তেঁহ অপরাধ কৈল। দিন দুই তিন মধ্যে কুষ্ঠব্যাধি হৈল॥ গোপালচাঁপাল কুষ্ঠে মহাদুঃখ পায়। কথোদিনে ভাল হৈল শ্রীবাসকৃপায়॥ এক দিন প্রভু এথা নৃত্যে মগ্ন ছিলা। দ্বারে এক বিপ্র তাঁরে আসিতে না দিলা॥ তাঁর ইচ্ছা ছিল সঙ্কীর্ত্তন দেখিবারে। দেখিতে না পাই দুঃখে গেলা নিজ-ঘরে॥ এক দিন গৌর-চন্দ্রে গঙ্গাতীরে পা'য়া। শাপয়ে প্রভুরে মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া॥ যজ্ঞসূত্র ছিড়িয়া কহয়ে বার বার। সংসারের সুখ নাশ হউক তোমার॥ বিপ্রশাপ শুনি মহাহর্ষে গৌরহরি। আইলেন গঙ্গাতীর হৈতে স্নান করি॥ শ্রদ্ধা করি প্রভু-ব্রহ্মশাপ যেই শুনে। ব্রহ্মশাপ হৈতে মুক্ত হয় সেই জনে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে ॥

ইতি শ্রুত্বা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সকৃৎ।
ব্রহ্মশাপাদ্বিমুচ্যেত নরঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥

ওহে শ্রীনিবাস গণসহ এই খানে। প্রভু মহামত্ত হৈয়া নাচে সঙ্কীর্ত্তনে ॥

গীতে যথা—সুহই ॥

মহাভুজ নাচে চৈতন্য রায়। কে জানে কত কত, ভাব শত শত, সোনার বরণ গায় ॥ ধ্রু ॥

শুনিয়া নিজগুণ, নাম শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিহরে নটবর রঙ্গে। নদীয়া-পুর-লোক, খণ্ডিল দুঃখ শোক, ডুবিল প্রেমতরঙ্গে ॥ প্রেমে ঢল ঢল, অঙ্গ নিরমল, পুলক-অঙ্কুর শোভা। আর কি কহিব, অশেষ অনুভব, হেরি জগমন লোভা ॥ করুণা নিরিখনে, অমিয়া বরিষণে, অখিল ভুবন সিঞ্চিত। চৈতন্যদাস গানে, অতুল প্রেমদানে, মুই সে হইনু বঞ্চিত ॥

পুনঃ সুহই ॥

গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া। অখিল-ভুবনপতি বিহরে নদীয়া ॥ দিক্ বিদিক্ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে। চাঁদমুখে হরি বোলে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া ॥ এ ভুমি আকাশ ভরি জয় জয় ধ্বনি। গায়য়ে অনন্তগুণ দিবস রজনি ॥

পুনর্ধানশী ॥

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে। কম্পিত অধরে গোরা গদ গদ ভাষে ॥ নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ। অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥ গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ। ভুলিল কীর্ত্তনরসে পাঁ'য়া নিজবৃন্দ ॥ রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর। বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥

পুনঃ সুহই ॥

নাচত নটবর গৌরকিশোর। অভিনব ভঙ্গি ভুবন করু ভোর ॥ ঝল মল অঙ্গকিরণ অনুপাম। হেরইতে মুরছত কত কতকাম ॥ টলগল লোচনযুগল বিশাল। দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥ ঝরত অমিয় বিধুবদন উজোর। পিবই নয়নভরি ভকত চকোর ॥ ঘন ঘন ভণয়ে মধুর হরিনাম। শুনইতে কো ন রোয়ই অবিরাম ॥ পামর পণ্ডিত প্রেমরসে মাতি। না দরপে কঠিন এ নরহরি ছাতি ॥

এক দিন হরিধ্বনি শুনি গৌররায়। মূর্চ্ছিত হইয়া ভুমে পড়িল এথায় ॥ ভক্তগণ চেতন করায় সঙ্কীর্ত্তনে। ভাবাবেশে প্রভু কত কহে খেনে খেনে ॥ কে বুঝিতে পারে সেই ভাবের বিকার। শুন শুন শ্রীনিবাস কহি কিছু আর ॥ এক দিন শ্রী-বাসের গৃহে এই খানে। গোপীভাবে অদ্বৈত নাচয়ে সঙ্কী-র্ত্তনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

এক দিন অদ্বৈত নাচয়ে গোপীভাবে। কীর্ত্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে ॥

গীতে যথা—আশাবরী ॥

আজু সীতাপতি, অদ্বৈত নাচয়ে, গোপীভাবে অতি মধুর ছাঁদে। বিপুল পুলক,-ময় হেম তনু, শোভা হেরি কেবা ধৈরয বাঁধে ॥ বারিজ নয়নে, বহে বারি ধারা, নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি ॥ লহু লহু হাসি,-মাখা-মুখ খানি, ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি ॥ ভুজ ভঙ্গি করু, ধরু পদতল, তালে টলমল করয়ে মহী। মন্দ মন্দ কিবা, মৃদঙ্গ মন্দিরা, বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি ॥ মনের উল্লাসে, প্রিয়গণ গায়, সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু। ভণে ঘনশ্যাম, শুণে কেনা ঝুরে, জয় জয় রবে ভুবন ভরু ॥

গোপীভাবে অদ্বৈতের মহানন্দ মনে। নীলাচলে এ বর মাগিলা প্রভুস্থানে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ॥

দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র যে চ কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদো হখিলান্ বিতনবৈ [illegible]নাসঙ্গিনঃ ॥

পরম দুর্ল্লভ গোপীভাবে মত্ত হৈয়া। নাচয়ে অদ্বৈত নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥ নৃত্যের বিরাম তিলার্দ্ধেক নাহি হয়।

দন্তে তৃণ ধরি ভূমে পড়ি কত কয়॥ তিলে তিলে বাঢ়ে প্রেম অধৈর্য্য অন্তর। অদ্বৈতের আর্ত্তি জানি আইলা বিশ্বম্ভর॥ অদ্বৈতে করিয়া স্থির প্রভু গৌররায়। দ্বার দিয়া এই ঘরে বসিলা এথায়॥ কি বলিব এই ঘরে হৈল মহারঙ্গ। অদ্বৈ-তেরে প্রভু দেখাইল বিশ্ব-অঙ্গ॥ অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসিয়া দেখিল। নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে বিহ্বল হইল॥ এ দোঁহার চরিত্র বুঝিতে শক্তি তার। নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদবুদ্ধি নাই যার॥ প্রেমাবেশে প্রিয়গণ-সঙ্গে গোরারায়। নিজ গৃহে গিয়া পুন আইলা এথায়॥ গণ সহ প্রভু এই শ্রীবাস-অঙ্গণে। হই-লেন পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে॥ ব্যাধি-যুক্ত ছিলেন শ্রীবাসের নন্দন। হেন কালে হৈল তাঁর বৈকুণ্ঠে গমন॥ প্রভু-সুখ-ভঙ্গ হবে এ হেতু শ্রীবাস। সবে মানা কৈলা কেহ না কৈল প্রকাশ॥ অন্তর্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্। মৃতপুত্র-মুখে কহাইলা দিব্য জ্ঞান॥ শ্রীবাস গোষ্ঠীর পুত্রশোক গেলো দূরে। প্রভু-পায়ে ধরি কত কহিল প্রভুরে॥ প্রভু আর্দ্র হৈয়া কহে মধুর বচন। নিত্যানন্দ আমি দুই তোমার নন্দন॥ প্রভুর কারুণ্য বাক্য শুনি প্রেমানন্দে। চতুর্দ্দিকে জয় ধ্বনি করে ভক্তবৃন্দে॥ প্রভু কতক্ষণ রহি কার্য্য সমাধিয়া। নিজ গৃহে গেলা গদাধর সঙ্গে লৈয়া॥ এক দিন আসি এই শ্রীবাস অঙ্গণে। গণ সহ হৈলা মহাবিহ্বল কীর্ত্তনে॥ শ্রীবাসভবন পাশে দর্জি এক জন। শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে জাতি সে যবন॥ এথা চতুর্ভুজ প্রভু দেখাইল তারে। দেখিনু দেখিনু

বলিয়া সে নৃত্য করে॥ প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন॥ ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন॥ এক দিন প্রভু অন্ন মাগি শুক্লাম্বরে। এই পথে গণ সহ গেলা তার ঘরে॥ কি বলিব এথা মহাকৌতুক বাঢ়িল। ভুঞ্জিলেন প্রভু শুক্লাম্বর পাক কৈল॥ খাইলা তাম্বূল বসি করিয়া ভোজন। গণ সহ প্রভু এথা করিলা শয়ন॥ প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেই খানে। প্রভু-হস্ত-স্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে॥ কারে কিছু না কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়। বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্ত দিন নদীয়ায়॥ কি বলিব শুক্লাম্বর-ঘরে নানা রঙ্গ। ঐছে সর্ব্বত্রেই বিলসয়ে গণ সঙ্গ॥ এক দিন এই খানে প্রভু গৌরহরি। মধু আন মধু আন ডাকে উচ্চ করি॥ হলধর-ভাবে প্রভু হইলা বিহ্বল। নিত্যানন্দ ঘট ভরি দিল গঙ্গাজল॥ নানা ভাবে নৃত্য প্রভু করে এই খানে। না ধরে ধৈরয বৃন্দাবনলীলা-গানে॥ এথা প্রেমাবেশে বংশী শ্রীবাসে মাগয়। গোপী হরি নিল * বংশী শ্রীবাস কহয়॥ শুনি প্রভু বোল বোল বোলে হর্ষ হৈয়া॥ শ্রীবাস কহিল ব্রজলীলা বিস্তারিয়া॥ শ্রীবাসের মুখে শুনি বৃন্দাবনলীলা। প্রেমাবেশে তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥ এক দিন নৃসিংহ-আবেশে গৌররায়। পাষণ্ডি মারিতে হাতে গদা লৈয়া ধায়॥ নৃসিংহ-আকার দেখি লোক ভয়ে ভাগে। বাহ্য পাই গদা ফেলে শ্রীবাসের আগে॥ এথা বসি প্রভু কিছু কহি শ্রীবাসেরে। শ্রীবাসের বাক্যে হর্ষে গৈলা নিজ ঘরে॥

* "গোপী বংশী চোরাইল" পাঠান্তর।

ওহে বাপ শ্রীনিবাস বলিয়ে তোমারে। জগত মোহিত এই নদীয়া বিহারে॥ একদিন এথা বৈসে বিশিষ্ট সকল। পরস্পর কহে হৈয়া প্রেমায় বিহ্বল॥ গোরা বড় দয়ালু উপমা নাই দিতে। গোরা-রূপ গুণে কেবা না ঝুরে জগতে॥

গীতে যথা-সুহই॥

নাহি, নাহিরে গৌরাঙ্গ বিনু, দয়ার ঠাকুর নাহি আর। কৃপাময় গুণনিধি, সব মনোরথ সিধি, পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥ কলি কবলিত যত, জীব সব মুরুছিত, নাহি আর মহৌষধি তন্ত্র। গতিহীন ক্ষীণ প্রাণী, দেখি মৃত সঞ্জীবনী, প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র॥ রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে যুদ্ধে অস্ত্র ধরে, অসুরের করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল কারু প্রাণে না মারিল, মন শুদ্ধ করিল সবার॥ এ হেন মহিমা তাঁর, পাষাণ হৃদয় যার, সে হইল মুনির সোসর॥ দৈবকীনন্দনে ভণে, হেন প্রভু যে না মানে, সে ভাড়িয়া গঁড়িয়া শূকর॥

পুনর্ধানশী॥

বড় অবতার ভাই বড় অবতার। পতিতেরে বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার॥ বড় অপরূপ যেন গোরাচাঁদের লীলা। রাজা হৈয়া কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা॥ হেন অবতারের উপমা দিতে নারি। সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে নাচে কুলের বৌহারি॥ সব লোক ছাড়ে যারে অপরস বলি। দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥ যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।

হেন অবতারে যে বঞ্চিত বলরাম॥

পুনঃ কামোদঃ॥

জলের জীব কাঁদে, দেখিয়া প্রতিবিম্ব, কাননে কাঁদে পশু পাখী। তরুয়া পুলকিত, পাষাণ দরবিত, শুনিয়া অন্ধ কাঁদে ডাকি॥ অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ। অসীম অনুভব, এক মুখে কি কব, মনে যে মুখে না আসে সেহ॥ (কুলের কুলবধূ, ফুকরি সেহ কাঁদে, বধির জড় কাঁদে ধাঁদে। মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক, না জানি কিবা লাগি কাঁদে॥) এমন অবতার, হবেক নাহি আর, কেবল করুণার সিন্ধু। পতিত মূঢ় জড়, অজড় উদ্ধারল, কেবল বঞ্চিত যদু॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ভক্তে সে জানিতে পারে প্রভুর অন্তর॥ কুন কুন ভক্ত এই নির্জ্জনে বসিয়া। কেহ কারু পানে চায় ব্যাকুল হইয়া॥ কেহ কহে এই কথো-দিবস হইতে। না জানি কি করে হিয়া প্রভুকে দেখিতে॥ কেহ কহে যে দিবস ঠেঙা লৈয়া হাতে। ক্রোধ করি গেলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিতে॥ সেই দিন হৈতে প্রভু হইলা কেমন। বুঝিবা করেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ॥ কেহ কহে এ কথা হইল স্পষ্ট প্রায়। বিশেষে জানিনু নিত্যানন্দের চেষ্টায়॥ ঐছে কত কহি গেলা মুকুন্দ আলয়ে। তেঁহ বসি আছে মহাব্যাকুল হৃদয়ে॥ গদাধর পণ্ডিতের ঘরে সবে গিয়া। হইলা অধৈর্য্য অতি তাঁরে নিরখিয়া॥ চলিলেন সকলে শ্রীবাসের আলয়। নিবারিতে নারে বারিধারা নেত্রে বয়॥ হেন কালে আইলা

প্রভু শ্রীবাসের ঘরে। দেখিয়া ভক্তের চেষ্টা স্থির হৈতে নারে॥ ভক্তসহ প্রভুর হইল বহু কথা। ঘুঁচাইতে নারে ভক্ত-হৃদয়ের ব্যথা॥ প্রভু ভক্তে কহে পুন মধুর বচন। লোকরক্ষা লাগি মোর সন্ন্যাস গ্রহণ॥ না কর আশঙ্কা তোমা সবা না ছাড়িব। জন্ম জন্ম তোমা সবাসহ বিলসিব॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে॥

"এই মত আছে আর দুই অবতার। কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইব আমার॥ তাহাতে ও তুমি সব এইমত রঙ্গে। কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥" প্রভুর এ বাক্যে সবে কিছু স্থির হৈলা। সবে আলিঙ্গিয়া প্রভু নিজগৃহে গেলা॥ পরস্পর শুনি আই সন্ন্যাসের কথা। মহাদুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এথা॥ (এথা পুত্র প্রতি কত কহিলা জননী। বিদরে পাষাণ সে সকল কথা শুনি॥ দেখি প্রভু জননীর জীবন সংশয়। এই গোপ্যস্থানে মাতা প্রতি কত কয়॥ যে যে অবতারে মাতা হৈলা শচী আই। তাহা কহি পুন কিছু কহেন নিমাই॥ এবে মাতা কীর্ত্তনাস্বাদিলা যত্ন পা'য়া। ঐছে কীর্ত্তনারম্ভিব পুনর্জন্ম লৈয়া॥)

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে॥

"আর দুই বার এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ এইমত তুমি মোর মাতা জন্ম জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥" ইহা শুনি আই কিছু হইলেন স্থির। তথাপিহ নিবারিতে নারে নেত্রনীর॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রভু যত্নে প্রবোধয়। তাঁর প্রেম-চেষ্টায় কেবা বা স্থির হয়॥ সভে প্রবোধিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দে বিহরে নিরন্তর॥ ঐছে সভে নিমগ্ন হইলা সঙ্কীর্ত্তনে। প্রভু যে যাবেন কারু স্মৃতি নাই মনে॥ করিব সন্ন্যাস প্রভু ইথে নদীয়ায়। যার যাতে শোভা তাহা হৈল হীনপ্রায়॥

গীতে যথা—দেশপালঃ॥

গোরাচাঁদ ছাড়ি, যাবে নৈদা * এথে, তরঙ্গরহিত জাহ্নবী-ধারা। শম্ভু ভগবতী, গণপতি মূর্ত্তি, যত ছিল হৈল মলিন পারা॥ তরু লতা কুল, পল্লবিত নহে, নাবিক সে পুষ্প সুগন্ধ হীনা। তাহে না বৈসে, না পিয়ে পুষ্পরস, না গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী দীনা॥ পিকু কুল কল,-রব বিরহিত, না নাচে ময়ূর ময়ূরী সনে। শারী শুক নানা, পাখী আঁখি ঝুরে, নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে॥ ধেনুগণ হাম্বা,-রবে না ধায়য়ে, মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি। ভণে নরহরি, শোভা দূরে দুখ, সম্বরিতে নারে নদীয়া ক্ষিতি॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র ইচ্ছাময়। কখন ছাড়িব ঘর কেহ না জানয়॥ গৃহ ছাড়িবেন প্রভু, তার পূর্ব্ব দিনে। হইলেন এথা মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে॥ এথা সিংহাসনে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর। দিব্য মাল্য চন্দনে ভুষিত কলেবর॥ পরম সুন্দর শোভা উপমা কি দিতে। দেবতা মানুষে মিলি আইসে

* নৈদা—নদীয়া ( নদ্যা )।

দেখিতে ॥ সভে প্রণমিয়া করে প্রভুর দর্শন। শ্রীচাঁচর কেশ দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ মন্দ মন্দ হাসি প্রভু উল্লাস অন্তরে। আপন গলার মালা দেন সবা কারে ॥ পাইয়া প্রসাদ প্রভুগণ হর্ষ হৈয়া। করি হরি ধ্বনি রহে মুখ পানে চা'য়া ॥ প্রভু সবা প্রতি কহে যদি মোরে চাও। তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও ॥ ঐছে সবে উপদেশে প্রভু বিশ্বম্ভর। হেনকালে লাউ লৈয়া আইলা শ্রীধর ॥ হৈল রাত্রি কালি যাব প্রভু ভাবে মনে। ভক্তের সামগ্রী উপেক্ষিব বা কেমনে ॥ হেনকালে দুগ্ধ লৈয়া আইলা এক জন। মায়ে কহে দুগ্ধলাউ করিতে রন্ধন ॥ আই যত্নে দুগ্ধলাউ রন্ধন করিলা। কৃষ্ণে সমর্পিয়া এথা পুত্রে ভুঞ্জাইলা ॥ হৈল বহু রাত্রি প্রভু এ ঘরে শুইল। প্রভুর ইচ্ছায় সভে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ প্রভুর নাহিক নিদ্রা চারিদিকে চায়। হৈল রাত্রি শেষ শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় ॥ উষাকালে আই-পদধূলি লৈয়া মাথে। করিতে সন্ন্যাস প্রভু গেলা এই পথে ॥ গন্তুকালে * কেবল ক্রন্দন, নাই কথা। হইলা পৃথিবী সম আই জগন্মাতা ॥ জড়প্রায় বসিয়াছে বাহির দুয়ারে। যে পথে গেলেন প্রভু সে পথ নেহারে ॥ ভক্তগণ না জানেন এ সকল কথা। প্রভুকে দেখিতে প্রাতে উপনীত এথা ॥ দেখি শচী-মায়ের রোদন অতিশয়। সভে জানিলেন আজি হইল বিজয় ॥ অকস্মাৎ গেলা প্রভু মো সভে ছাড়িয়া। এত বলি

* গন্তুকালে—গমনকালে ॥

কাঁদে সভে এথাই পড়িয়া॥ অদ্বৈত আচার্য্য এথা করয়ে ক্রন্দন। শুনি সে বিলাপ ধৈর্য্য ধরে কুন জন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে॥

হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাং নিধে,
হে দীনোদ্ধরণাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দশোঽন্ধতমসীকৃত্যাখিলপ্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ॥

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ। ভূমে লোটাইয়া এথা করয়ে ক্রন্দন॥ কাঁদয়ে অসংখ্য লোক ব্যাকুলহৃদয়। অশ্রু-জলে হৈল মহী পঙ্ক অতিশয়॥ পরম নিন্দুক পাষণ্ডিরগণ কাঁদে। না চিনিনু প্রভু বলি স্থির নাহি বাঁধে॥ কি নারী পুরুষ বাল বৃদ্ধ নদীয়ার। কাঁদিয়া বিকল, নারে ধৈর্য্য ধরিবার॥ কহিতে না পারে কেহো প্রবোধ বচন। দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা সর্ব্বজন॥ দেখিনু যে সব তাহা কহা নাহি যায়। অদ্যাপিহ সে অনল জ্বলিছে হিয়ায়॥ ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব বিশ্বম্ভর। গৃহ হৈতে চলে একা কণ্টকনগর॥ নিত্যানন্দদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর। শ্রীমুকুন্দদত্ত আর শ্রীচন্দ্র-শেখর॥ এ সবে পশ্চাৎ গিয়া প্রভুরে মিলিল। প্রভুর সন্ন্যাস কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥ কৃপা করি কেশবভারতী ভাগ্যবানে। সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভু করে তাঁর স্থানে॥ সন্ন্যাস সময়ে কেহো স্থির হৈতে নারে। ডুবয়ে অসংখ্য লোক দুঃখের সায়রে॥ মাঘমাস শুক্লপক্ষ সময় সুন্দর। করিলেন সন্ন্যাসগ্রহণ বিশ্বম্ভর॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ॥

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু প্রেমায় অস্থির। কণ্টক-নগর হৈতে হইলা বাহির ॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আসি নদীয়ায়। দেখে প্রভু বিচ্ছেদাগ্নি দহয়ে সবায় ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসিতে সবে ধায়। প্রভুর সংবাদ এথা কহে শচীমায় ॥ অদ্বৈতাদি শুনি সবে প্রভুর সন্ন্যাস। হইলেন যৈছে তা কি কব শ্রীনিবাস॥ প্রভু রাঢ়ে ভ্রমি রাঢ়-ভাগ্য জন্মাইলা। গঙ্গাতীরে আসি গঙ্গা-স্নানে হর্ষ হৈলা॥ ফুলিয়াগ্রামের সন্নিধানে প্রভু গিয়া। নিত্যানন্দে দিল নদীয়ায় পাঠাইয়া ॥ নদীয়ায় আসি পদ্মাবতীর তনয়। প্রথমেই প্রভুর ভবনে প্রবেশয় ॥ এথাই বসিয়া ছিলা শচী ঠাকুরাণী। দ্বাদশ উপাসে অতি ক্ষীণ তনু খানি ॥ আইর চরণে প্রণমিলেন নিতাই। আইস হ বাপ বলি মূর্চ্ছাপন্ন আই ॥ নিত্যানন্দে দেখি মহাভাগবত-গণ। কহিতে কি জানি যৈছে করয়ে ক্রন্দন ॥ সবা প্রতি নিতাই কহয়ে মৃদুভাসে। লইতে আইনু সবে চল প্রভু-পাশে ॥ ফুলিয়া গেলেন প্রভু মোরে পাঠাইয়া। শান্তিপুর যাইবেন ফুলিয়া হইয়া ॥ নিত্যানন্দবাক্যে সবে আনান্দ বিহ্বল। হইয়াছিলেন ক্ষীণ হৈল মহাবল॥ নিত্যানন্দ শ্রীশচী আইরে কত কৈয়া। করাইলা রন্ধন করিল যত্ন পা'য়া ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি আই কৃষ্ণে সমর্পিল। আগে আই নিত্যানন্দে প্রসাদান্ন দিল ॥ তবে সর্ব্ব বৈষ্ণবে করিয়া পরিবেশন। সভা সন্তোষিয়া আই করিলা ভোজন ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া

দেবী এথা প্রসাদ ভুঞ্জিল। সর্ব্ব বৈষ্ণবের মহা আনন্দ জন্মিল॥ তবে নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু-প্রিয়গণ। সাজিলেন গৌরচন্দ্রে করিতে দর্শন॥ নদীয়ার স্ত্রীপুরুষ বাল বৃদ্ধ যত। চলয়ে দর্শনে শোভা কে কহিবে কত॥ পূর্ব্বে নিন্দা কৈল যত পাষণ্ডির গণ। তারা চলে প্রভুপদে লইতে শরণ॥ নবদ্বীপ ফুলিয়া নগর শান্তিপুরে। লোক গতায়াত সংখ্যা কে করিতে পারে॥ নবদ্বীপবাসী যত প্রভু--প্রিয়গণ। শ্রীশচী মাতায় লৈয়া করিল গমন॥ হেন কালে কেহো আসি কহে লহু লহু। অদ্য অদ্বৈতের গৃহে আইলেন প্রভু॥ শুনি চতুর্দ্দিকে লোক করে ধাওয়া ধাই। এই পথে শান্তিপুরে চলিলেন আই॥ অদ্বৈতের গৃহে গিয়া দেখি বিশ্বম্ভরে। কহিতে কি জানি যাহা হইল অন্তরে॥ পুত্র কোলে করি আই দুঃখ পাসরিল। করিয়া রন্ধন পুত্রে ভিক্ষা করাইল॥ শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ। প্রভু বেঢ়ি করিলা অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন। নৃত্য করি তিন প্রভু বৈসয়ে উল্লাসে। শোভা দেখি লোক কত কহে মৃদুভাষে॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

আহা মরি মরি, দেখ আঁখি ভরি, ভুবনমোহন রূপ। অদ্বৈত আনন্দ,-কন্দ নিত্যানন্দ, চৈতন্য রসের ভূপ॥ যিনি বিধুঘটা, বদনের ছটা, মদনগরব হরে। লহু লহু হাসি, সুধা রাশি রাশি, বরিষে রসের ভরে॥ করে ঝল মল, তিলক উজ্জ্বল, ললিত লোচন ভুরু। কিবা বাহুশোভা, মুনিমনো-

লোভা, বক্ষ পরিসর চারু ॥ গলে শোভে ভাল, নানা ফুলমাল, সুবেশ বসন সাজে। অরুণ চরণ, বিলসয়ে ঘন, শ্যামের হৃদয়-মাঝে ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের কৃপায়। (স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সবে নাচে গায় ॥ প্রেমভক্তি রত্ন প্রভু সবে করে দান। অদ্বৈতভবন হৈল বৈকুণ্ঠসমান।) শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণে। দিলেন পরমানন্দ প্রবোধ বচনে ॥ প্রভু জননীর পরিতোষ জন্মাইলা। এই পথে আই নিজ ভবনে আইলা ॥ যে আনন্দ হইল শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে। তাহা বর্ণিবারে নারে সহস্র বদনে ॥ সবে প্রবোধিয়া প্রভু করয়ে গমন। নিত্যানন্দ-আদি সঙ্গে চলে কত জন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ। সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥ পরম কৌতুকে প্রভু নীলাচলে গেলা। সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া নীলাচলে বাস কৈলা ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

শচীসুত গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি করিলেন বিবিধ বিলাস। সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সঙ্কীর্ত্তন, বাঢ়াইলা সবার উল্লাস ॥ কিবা সে সন্ন্যাসবেশে, ভ্রমি পহু দেশে দেশে, নীলাচলে আসিয়া রহিলা। রাধিকার প্রেমে মাতি, না জানি দিবা রাতি, সে প্রেমে জগৎ মাতাইলা ॥ নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত গুণের ধাম, গদাধর শ্রীবাসাদি যত। দেখি সে অদ্ভুত

রীতি, কেহ না ধরয়ে ধৃতি, প্রেমায় বিহ্বল অবিরত ॥ দেবের দুর্ল্লভ রত্ন, বিলাইলা করি যত্ন, কৃপার বালাই লৈয়া মরি। কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য, যশ গায় দাস নরহরি ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রহি নীলাচলে। নিত্যানন্দে পাঠায়েন শ্রীগৌড়মণ্ডলে ॥ নিভৃতে নিতাইচাঁদে কহিল যে কথা। প্রভুর ইচ্ছায় ব্যক্ত না হইল তথা ॥ গৌড়ে আইসে নিত্যানন্দ করুণার নিধি। সঙ্গে অভিরাম দাস গদাধর-আদি ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

রাম-দাস গদাধর-দাস মহাশয়। রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তি-রসময় ॥ কৃষ্ণদাস-পণ্ডিত পরমেশ্বরী-দাস। পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ। নিত্যানন্দ-সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥ গমনের কালে যে কহিলা গৌরচন্দ্র। তাহাই করেন স্থির হৈয়া নিত্যানন্দ ॥ ভ্রমিয়া উৎকল দেশ গৌড়দেশে গতি। প্রেমাবেশে পতিত দুঃখিত দয়া অতি ॥

গীতে যথা—আভীরী ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার। পতিত উদ্ধার লাগি বাহু পসার ॥ গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল। যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল ॥ ডগ মগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর। সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥ দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুখ জানে। হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥ পাপ পাষণ্ডী যত করিলা দমন। দীন হীনজনে কৈল প্রেম বিতরণ ॥ আহা শ্রীগৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে। শরীর ভিজিল

নিতাইর নয়নের জলে॥ বৃন্দাবনদাস এই মনে বিচারিল। ধরণী উপরে কিবা বিজুরি পড়িল॥

পুনঃ মঙ্গলঃ॥

গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়, পদভরে মহী টলমল। মহামত্ত-সিংহ যিনি, কম্পবতী মেদিনী, পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল॥ আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু। প্রেমে গর গর মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন, পতিতপাবন দীনবন্ধু॥ ধ্রু॥

হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে, প্রেমে ভাসে অমর সমাজ। সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে, অলখিত করে সব কাজ॥ শেষশায়ী সঙ্কীর্ত্তন,-অবতারী নারায়ণ, যাঁর অংশ কলায় গগণ। কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা, সেই রাম রোহিণী নন্দন॥ যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগম নিগমে গান, যাঁর রূপ মদনমোহন। এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে, উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥ ব্রজের বৈদগ্ধী সার, যত যত লীলা আর, পাইবারে যদি থাকে মন। বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়, ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ॥

সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি নিত্যানন্দ রায়। আইলেন গৌড়দেশে বিহ্বল প্রেমায়॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক প্রভুরে দেখিতে। প্রভুর অদ্ভুত দয়া দুঃখিত পতিতে॥

গীতে যথা—ধানশী॥

গোরা-প্রেমে গর গর নিতাই আমার। অরুণ নয়নে বহে সুরধুনি ধার॥ বিপুল পুলকাবলি শোভে হেম গায়।

গজেন্দ্র গমনে হিলি ঢুলি চলি যায়॥ পতিতেরে নিরখিয়া দুবাহু পসারি। ক্রোড়ে করি সঘনে বোলায় হরি হরি॥ এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর। নরহরি-অধম তারিতে অবতার॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী॥

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়। কলি জীবে এত দয়া কভু নাই হয়॥ খেনে কালা খেনে গোরা অঙ্গ হয় শীত। খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত্॥ খেনে গোঁ গোঁ করে গোরা বলিতে না পারে। গোরা-রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেই সাঁতারে॥ আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি। এ ভব অচলে যদু রহল অবধি॥

পুনঃ শ্রীরাগঃ॥

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসালে অবনি॥ প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে। ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে॥ দীনহীন পতিত পামর নাই বাছে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥ অবধি করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান। ঘরে ঘরে বুলে প্রেম করুণার বান॥ লোচন বোলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল। জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

প্রথমেই নিত্যানন্দ প্রিয়গণ সঙ্গে। পাণিহাটি গ্রামেতে আইলা মহারঙ্গে॥ রাঘবপণ্ডিত শ্রীমকরধ্বজ কর। সবার হইল মহা-উল্লাস অন্তর॥ রাঘবপণ্ডিত গৃহে যে নৃত্য কীর্ত্তন। তাহা বর্ণিবার শক্তি ধরে কুন জন॥ সঙ্কীর্ত্তনে নিতাইচাঁদের

চারু শোভা। সে নৃত্য ভঙ্গিমা মুনিজন মনো লোভা॥

গীতে যথা—গান্ধারঃ॥

আহা, মরি কি নিতাইর শোভা। কত না ভঙ্গিতে, নাচে ভুজ তুলি, অখিল-ভুবন-লোভা॥ ঘন ঘন গোরা বলে। হেম ধরাধর, তনু অনুক্ষণ, ভাসয়ে আনন্দ-জলে॥ করুণায় উমড়য়ে হিয়া। দীনহীন জনে, করে মহাধ্বনি, প্রেম চিন্তামণি দিয়া॥ কিবা, ভাবে মন্দ মন্দ হাসে। নরহরি কহে, কুলবতী সতী, ধৈরয ধরম নাশে॥

পুনর্ধানশী॥

কিবা নাচয়ে নিতাইচাঁদ। ঝলমল তনু অনুপম শোভা, অখিল-লোচন-ফাঁদ॥ ধ্রু॥

কি নব ভঙ্গিতে, চাহে চারি ভিতে, না জানি কি রঙ্গে ভোরা। আজানুলম্বিত, ভুজযুগ তুলি, সঘনে বোলয়ে গোরা॥ কীর্ত্তন বিলাস,-রসে ভাসে সদা, প্রিয় পারিষদ লৈয়া। দীন হীন জন, ধায় চারি পাশে, করুণাবাতাস পা'য়া॥ মাতিল সকলে, ভাসে প্রেমজলে, কলির দরপ দূরে। নরহরি পহু, গুণ গুনি গুণি, কেবা না জগতে ঝুরে॥

শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক হৈল তথা। অভিষেকে যে রঙ্গ কি কহিব সে কথা॥

গীতে যথা—আশাবরী॥

আজু, আনন্দে নিতাই-চাঁদে। শোভাময় সিংহা,-সনে বসাইয়া, কেহো না ধৈরয বাঁধে॥ সুধা,-সিত গঙ্গাজল লৈয়া।

পড়ি মন্ত্র মাথে, ঢালে জল দামো,-দর হরষিত হৈয়া ॥ জয় জয় জয় ধ্বনি করি । মানুষে মিশা'য়া, সুরগণ শোভা, নিরখে নয়ন ভরি ॥ কেহো, গায় অভিষেক রঙ্গে । পরাইয়া শুষ্ক,-বাস নরহরি, চন্দন দেই সে রঙ্গে ॥

বসিতে খট্টায় বনমালা পরাইয়া । শ্রীরাঘবানন্দ ছত্র ধরে হর্ষ হৈয়া ॥ পরিব কদম্বমালা রাঘবেরে কয় । রাঘব কহয়ে এবে ফুল নাই হয় ॥ প্রভু কহে দেখহ অবশ্য ফুল আছে । দেখয়ে কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥ ফুল আনি রাঘব গাঁথিয়া দিব্য মালা । পরাইলা প্রভু-গলে এ অদ্ভুত খেলা ॥ নিত্যানন্দ-প্রভাব কহিতে শক্তি কার । সবে উপদেশে কৃষ্ণচন্দ্রে ভজিবার ॥ করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দরায় । পরম দুর্ল্লভ ভক্তি দিলেন সভায় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে । নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥ কিছু দিনে ভূষণ পরিতে ইচ্ছা করে । হইলা ভূষিত বহুমূল্য অলঙ্কারে ॥ হইল ভূষণ-শোভা অতি চমৎকার । প্রভু যে ভূষণ পরে আছে হেতু তার ॥ অবধূত-বেশে প্রভু ব্রজের ভ্রমণে । করিলেন কৃপা এক ভক্তে গোবর্দ্ধনে ॥ অলঙ্কার পরাইতে তেহোঁ ইচ্ছা করে । প্রভু তাহা জানি কহে কিছু দিন পরে ॥ ভক্তপ্রীতি লাগি গোবর্দ্ধন-শিলা দিলা । স্বর্ণে বদ্ধ করাইয়া কণ্ঠেতে রাখিলা ॥ ভক্ত-ইচ্ছা-মতে এবে পরয়ে ভূষণ । প্রভুর এ লীলা না বুঝয়ে অন্য জন ॥

গৌর-প্রেমানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ রায়। সে দুর্ল্লভ ভাবে সদা ভৃত্যেরে মাতায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে॥

ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত যে সব কৃষ্ণভাব। গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ॥ ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়। দিলেন সকল ভৃত্যগণেরে কৃপায়॥ পাণিহাটি গ্রামে রহি মহানন্দ মনে। নবদ্বীপে যাত্রা কৈল আইর দর্শনে॥ ভুবন-পাবন প্রভু লৈয়া পরিকরে। ভাবাবেশে চলে দাস-গদাধর-ঘরে॥

গীতে যথা—ধানশী॥

ভুবন পাবন নিতাই মোর। না জানি কি ভাবে সদাই ভোর॥ গোরা গোরা বুলি দুবাহু তুলি। মত্তগজ যেন চলয়ে ঢুলি॥ কণ্ঠে ঝলমল মালতী মালা। পরিসর বুকে করয়ে খেলা॥ সুললিত মুখে মধুর হাসি। চাঁদে ঢালে যেন অমিয়া-রাশি॥ টল মল জলজারুণ আঁখি। সে চাহনি চারু করুণা মাখি॥ বারেক সে আঁখে দেখয়ে যারে। প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে॥ দীন হীন দুঃখী কিছু না বাছে। হেন প্রেম-দাতা কে আর আছে॥ নরহরি হেন পহু না ভজি। বিষয় বিষেতে রহিল মজি॥

দাস গদাধর গৃহে প্রভুর গমন। তথা যে আনন্দ তাহা না হয় বর্ণন॥ দাস গদাধরের কৃপার নাই পার। সে গ্রামের কাজি দুষ্টে যে কৈল উদ্ধার॥ দাস গদাধর-আদি প্রিয়গণ

সনে। নিত্যানন্দ প্রেম প্রকাশয়ে স্থানে স্থানে॥ খড়দহে আইসেন প্রভু-নিত্যানন্দ। চারি দিকে শোভা করে পারিষদ্ বৃন্দ॥ মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে কন্দর্পমোহন। সে প্রেম আবেশবেশ বন্দে সর্ব্বজন॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

বন্দ প্রভু-নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ কন্দ, ঝল মল আভরণ সাজে। দুই দিকে শ্রুতিমূলে, মকর কুণ্ডল দোলে, গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে॥ সুবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবর শুণ্ড, তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড। অরুণ অম্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়, দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥ অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ, দুই আঁখি রক্তবর্ণ, তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ। সুমেরু বাহিয়া যেন, গঙ্গাধারা বহে হেন, দেখি সুরলোকের আনন্দ। সর্ব্বাঙ্গে পুলক ছটা, যেন কদম্বের ঘটা, লম্ফেতে কম্পয়ে বসুমতী। বীরদর্প মালসাটে, শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে, দেখি ব্রহ্মলোক করে স্তুতি॥ চৈতন্যের প্রেমরত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন, দিল পহু পরম আনন্দে। কহে বৃন্দাবনদাসে, আপনার কর্ম্মদোষে, না ভজিনু নিতাই পদদ্বন্দ্বে॥

পুনর্ধানশী॥

নিতাই গুণনিধি, শোভার অবধি, কি সুধায়ে বিধি গঢ়িল সাধে। প্রভাতের ভানু, যিনি তনু ছটা, হেরিয়া কেমন ধৈরয বান্ধে॥ আজানু লম্বিত, ভুজ ভুজঙ্গম, ভঙ্গি নিরুপম, রঙ্গেতে ভাসি। বদন শরদ,-বিধু ঘটা ঘন, বরিষয়ে সুধা ঈষৎ হাসি॥ গোরা গোরা বলি, গর গর হিয়া হিলি দুলি চলে, কুঞ্জর পারা॥

টল মল জল,-অরুণ লোচনে, ঝর ঝর ঝরে আনন্দধারা॥ সুর নরগণ, ধায় চারিপাশে, সে দুলহ পদ-পরশ আশে। দাস-নরহরি, পহু-পরতাপে, বলি কলিকাল, কাঁপয়ে ত্রাসে॥

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ সঁহে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে॥ প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে। ডুবাইলা সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সায়রে॥ শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত যত। সবেই হইল সঙ্কীর্ত্তনে উনমত॥ খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া। বিলায় দুর্ল্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

নিতাই করুণানিধি। আনি মিলায়ল বিধি॥ দীন হীন দুঃখী জনে। ধনী কৈল প্রেমধনে॥ প্রিয় পরিকর সঙ্গে। নাচিয়ে বুলয়ে রঙ্গে॥ না জানি কি প্রেমে মাতি। না জানে দিবস রাতি॥ ধূলি ধূসরিত দেহা। তা হেরি কে ধরে থেহা॥ গুণে কেবা নাই ঝুরে। একা নরহরি দূরে॥

পুন র্ধানশী॥

গোরা প্রেমে মাতিয়া নিতাই। জগৎ মাতায় সকরুণ দিঠে চাই॥ নাচয়ে আজানু বাহু তুলি। পতিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলি ঢুলি॥ কত সুখে হিয়া না উথলে। মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে॥ প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা। মদন মুরুছি পড়ে দেখি রূপছটা॥ সুচাঁদ বদনে মৃদু হাসি। কহিতে মধুর কথা ঢালে সুধারাশি॥ কি নব ভঙ্গিমা রাঙ্গা পায়। নরহরি পরাণ মজিল যেন তায়॥

পুনঃ গুজ্জরী ॥

ভুবনে জয় জয়, নিতাই দয়াময়, হরয়ে ভবভয় নিজগুণে। অধম দুরগত, তাহারে উনমত, করই অবিরত, প্রেমদানে ॥ গৌরহরি বুলি, নাচয়ে বাহু তুলি, পড়য়ে ঢুলি ঢুলি, ক্ষিতি-তলে। কোমল কলেবর, কি হেম ধরাধর, সে ধূলিধূষর, শোভে ভালে ॥ জিনি কমলদল, নয়ন টল মল, সঘনে ছল ছল, জলধারা। বদনে মৃদু হাসি, ঢালয়ে সুধারাশি, কলুষ তমনাশি, শশী পারা ॥ কি ভাবে গর গর, কাঁপয়ে থর থর, রঙ্গ কি কব, নরহরি দাসে। অখিল চরাচর, নিরখি পহুবর, * ভুলল দুঃখ ভর, সুখে ভাসে ॥

কিছু দিন খড়দহ গ্রামেতে রহিলা। খড়দহ স্থান দেখি বাস-ইচ্ছা কৈলা ॥ খড়দহ হৈতে প্রভু করিলা গমন। সপ্ত-গ্রামে চলে যথা দত্ত উদ্ধারণ ॥ প্রিয়গণ-সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবা-বেশ। কেবা না ভুলয়ে দেখি সে সুন্দর বেশ ॥

গীতে যথা—সুহই ॥

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া। পুরুব বিলাসী রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥ কঞ্জনয়নে বহে সুরধুনী-ধারা। নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ চন্দনে চর্চ্চিত সব অঙ্গ উজোর। রূপ নিরখিতে জগজন মন ভোর ॥ আজানু লম্বিত ভুজ করিবর শুণ্ড। কনক খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড ॥ শির'পর পাগুড়ি বাঁধে লট পটিয়া। কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল

---

* পহুবর—প্রভুবর।

ঘটিয়া ॥ দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ। শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস ॥

পুনঃ গান্ধারঃ ॥

জয় জয় পদ্মা,-বতী সুত সুন্দর নিত্যানন্দ চন্দ্র গুণ, ভূপ ॥ জগজন নয়ন তাপ ভর ভঞ্জন, যিনি কনকারুণ, অপরূপ রূপ ॥ শশধর নিকর-দরপ হর আনন, ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদু হাস। গৌর-প্রেম ভরে, গর গর অন্তর, নিরুপম নব নব, বচন বিলাস ॥ টলমল অমল,-কমল লোচন জল, গিরত নিরত যনু সুরধুনী-ধার। পুলক কদম্ব, বলিত সুললিত অতি পরিসর বক্ষে তরল * মণিহার ॥ কুঞ্জর দমন, গমন মনরঞ্জন, বাহু পসারি অথির অবিরাম। পতিত কোরে করি, বিতর সো ধন, বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥

উদ্ধারণ দত্তে কৃপা করি গণসনে। আইলেন দত্ত উদ্ধারণের ভবনে ॥ সপ্তগ্রাম বাসী শুনি প্রভুর গমন। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ উদ্ধারণ-আদি গৃহে বাড়ে মহানন্দ। সদা নৃত্যকীর্ত্তনে বিহ্বল নিত্যানন্দ ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

অনুক্ষণ অরুণ,-নয়ন ঘন ঘূরত, ঢর কত লোর বিথার। কিয়ে ঘন অরুণ, বরুণালয় সঞ্চরু, অমিয়া বরিষে অনিবার ॥ নাচরে নিতাই বরচাঁদ। সিঞ্চই প্রেম,-সুধা রস জগজনে, অদভুত নটন সুছাঁদ ॥ ধ্রু ॥

---

* তরল—হারের মধ্যস্থিত মণি।

পদতল তাল,-বলিত মণি মঞ্জরী, চলত হি টলমল অঙ্গ। মেরু শিখর কিয়ে, তনু অনুপাম রে, ঝলমল ভাবতরঙ্গ॥ রোয়ত হসত, চলত গতি মন্থর, হরি বুলি মুরুছি বিভোর। খেনে খেনে গৌর, গৌর বলি ধায়ই, আনন্দে গরজত ঘোর॥ পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর, দীন অবধি নাহি মান। অবিরত দুর্ল্লভ, প্রেম রতন ধন, যাচি জগতে করু দান॥ অবিচল তুলহ, প্রেমধন বিতরণে, নিখিল তাপ দূরে গেল। দীন হীন সব হি, মনোরথ পূরল অবলাউ উনমত ভেল॥ ঐছন করুণ, নয়ন অবলোকনে, কাহু না রহু দুরদীন। বলরাম দাস, তাহে ভেল বঞ্চিত, দারুণ হৃদয় কঠিন॥

পুনর্ধানশী॥

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়। আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায়॥ লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে। পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রাখিল দেশে॥ পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে। ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে॥ সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর। গৌরিদাস-আদি করি যত সহচর॥ চৌদিকে নিতাই মোর হরি বোল বোলায়। জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায়॥

সপ্তগ্রামে লোকের কি অদ্ভুত উল্লাস। নিত্যানন্দ পদে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস॥ উদ্ধারণ সম্বন্ধ নিতাই দয়াময়। বণিকে যে কৃপা কৈল কহিল না হয়॥ শান্তিপুরে আসিবেন অদ্বৈত-ভবনে। তাহা জানাইলা প্রভু দত্ত উদ্ধারণে॥ অদ্বৈত আচার্য্য

শান্তিপুরে বিলসয়। শ্রীচৈতন্যাভিন্ন দেহ রসের আলয়॥ যে আনিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবনীতে। যাঁহার নির্ম্মল যশ ব্যাপিল জগতে॥

গীতে যথা—ধানশী॥

শ্রীগৌর অভিন্ন তনু অদ্বৈত আমার। জগত জননী সীতা ঘরণি যাঁহার॥ যে আনিল গোরাচাঁদে হুঙ্কার করিয়া। গাওয়ায় গৌরাঙ্গগুণ ভুবন ভরিয়া॥ হইয়া ঈশ্বর আপনাকে মানে দাস। তিলে তিলে হৃদয়ে কত না অভিলাস॥ দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভকতি বিলাসে। বলি-কলি দমন করয়ে অনায়াসে॥ সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-দাতা দয়ার অবধি। না জানি কতেক গুণে গঢ়াইল বিধি॥ অধম দুঃখিতে সে না সুখে মাতাইল। নরহরি পহু যশে জগত্ ভরিল॥

পুনঃ ভূপালী॥

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়। যার হুহুঙ্কারে গৌর-অবতার হয়॥ প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর। যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥ যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়। প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায়॥ তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ। সে জন পাইল গৌরপ্রেম মহাধন॥ এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু। লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িনু॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নিজগণ লৈয়া সঙ্গে। ভাসে সদা গোরাপ্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে॥

গীতে যথা—বেলাবেলী

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পহু মোর। গৌরপ্রেম ভরে, গর গর অন্তর, অবিরত অরুণ নয়নে ঝরু লোর ॥ ধ্রু ॥

পুলকিত ললিত, অঙ্গ ঝলমল কত, দিনকর নিকর নিন্দী বর জ্যোতি। কুঞ্জর দমন, গমন মনরঞ্জন, হসত সুলসত, দশন যনু মোতি ॥ সিংহ গরব হয়, গরজত ঘন ঘন, কম্পিত কলি দূরে দুরজন গেল। প্রবল প্রতাপে, তাপত্রয় কুণ্ঠিত, জগজন পরম হরষ হিয়া ভেল ॥ করুণা জলধি, উমড়ি চলু চহু দিশ, পামর পতিত ভকতি রসে ভাসি। নরহরি কুমতি, কি বুঝব রঙ্গ, নবগৌর চরিত, গুণ ভুবনে প্রকাশি ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

শান্তিপুর-পতি, পরমসুন্দর, চরিত বরলীলা যাত। ভাব ভরে অতি, মত্ত অনুখন, বিপুল পুলকিত গাত ॥ প্রবল কলি মদ,-দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর। গৌরহরি হরি, ভণত কম্পই, গিরত সহচর কোর ॥ অবনি ঘন গড়ি,-যাত নিরুপম, ধূরি ধূসর দেহ। কঞ্জলোচন, ঝরই ঝর ঝর, যনু সুশাঙণ মেহ * ॥ দীন দুঃখিত, নেহারি করু, করুণা ভুবনে পরচার। দাস নরহরি, পহুক বলি,-হারি পরম উদার ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদ সদন গুণ ভূপ। কনক ভূধর গরব-

* যেন সুন্দর শ্রাবণমাসের মেঘ।

হারি বররূপ ॥ ঝল কত সুললিত অবিরল পুলক পাতি। সঘন গরজত গৌর প্রেমরসে মাতি ॥ বিদিত ব্রহ্মাণ্ড মধি বিক্রম অপার। প্রবল পাষণ্ড কুল দলই অনিবার ॥ ভবভয়-বিভঞ্জন মহাকরুণ ধাম। পতিতপাবন পহুকো নিছনি ঘন-শ্যাম ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

জয় জয় সীতাপতি পহু মোর। কনকাচল জিনি মুরতি উজোর ॥ ধ্রু ॥

অবিরত গৌরপ্রেমে রসে মাতি। ঝলমল অবিরল পুলক ক পাঁতি ॥ গর গর অঙ্গ অথির অনিবার। ঝরই নয়ন যনু সুরধুনি-ধার ॥ হসই মধুর মৃদু গদ গদ বাণী। জপই কি কোউ মরম নাহি জানি ॥ দীনহীন পামর পতিত নেহারি। করই কোরে ভুজ-যুগল পসারি ॥ বিতরত সেই রতন অনু-পাম। বঞ্চিত করম-দোষে ঘনশ্যাম ॥

পুনঃ গুজ্জরী ॥

কি ভাবে বিভোর মোর, অদ্বৈত গোসাইরে, ও দুটি নয়নে বহে নোরা। মধুর মধুর হাসি, ও চাঁদ বদনে রে, সঘনে বোলয়ে গোরা গোরা ॥ শিরীষ কুসুম জিনি, তনু অনুপাম রে, বিপুল পুলক তাহে শোহে। কি ছার কুঞ্জর-গতি অতিশয় শোভা রে, ভঙ্গিতে ভুবন মন মোহে ॥ শিরেতে সুন্দর শিখা, পবনে উড়ায় রে, মালতীর মালা গলে

দোলে। আজানু লম্বিত দুটি, বাহু পসারিয়া রে, পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥ ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম, ভকতি রতন রে, জনে জনে যাচে কত রূপে। নরহরি হেন কৃপাময় পহু পা'য়ারে, না ভজি মজিলু ভবকূপে॥

শ্রীসীতার প্রাণপতি অদ্বৈত গোঁসাই। যে নৃত্য কীর্ত্তনে মত্ত কহি সাধ্য নাই॥ নিজ গৃহে কভু নিজ পরিকর ঘরে। কভু সুরধুনি-তীরে কভু স্থানান্তরে॥ সঙ্কীর্ত্তন বিনু অন্য কিছুই না ভায়। নিরন্তর মগ্ন গোরাচাঁদের লীলায়॥ সে-ভাবে আবেশ নৃত্যে কেবা স্থির হয়। করি কত করুণা অধমে উদ্ধারয়॥

গীতে যথা—ধানশী॥

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি। গোরাগুণ গরবে না জানে দিবানিশি॥ গোরা গোরা বলিতে কি সুখ। বিহিরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ॥ গোরা বলি মারে মালসাট। ভয়ে কাঁপে কলি পলাইতে নাই বাট॥ গোরা-নামে কি ভাব হিয়ায়। পুলক বলিত তনু সঘনে দোলায়॥ পরিকর সেনা রসে মাতি। গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাঁতি॥ (কিবা খোল করতাল ধ্বনি। কুলের বোহারি কাঁদে, সে শবদ শুনি॥ ভুবন ভরিল ওনা যশে। দীন হীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে॥) নরহরি জীবনে কি সুখ। হেন দয়াময় পহুচরণে বিমুখ॥

পুনঃ কামোদঃ॥

দেখ মোর অদ্বৈত গুণের নিধি ॥ না জানি এ কত, সাধে সুধা দিয়ে, এ দেহ গঠল বিধি ॥ ধ্রু ॥

কনককেতকী কুম কুম জিনি, সুচারু রূপের ছটা। গর গর গোরাপ্রেমে অতিশয়, শোভয়ে পুলক ঘটা নিরুপম বিধুবদন ঝলকে, ঘন গোরা গোরা বুলি। দু নয়নে ধারা বহে অবিরত, নাচয়ে দু বাহু তুলি ॥ পতিত পামরে, ধরি করে কোরে, অমূল রতন যাচে। নরহরি পহু, বিনে কি এমন দয়ালু ভুবনে আছে ॥

পুনঃ আশাবরী ॥

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি। ভকতি রতন, করি বিতরণ, জগৎ করয়ে ধনি ॥ ধ্রু ॥

কিবা, ভাবে পুলকিত হিয়া। গোরা গোরা বুলি, নাচে ভুজ তুলি, ঘন কাঁখতালী দিয়া ॥ দুটি নয়নে আনন্দ ধারা। পুলক বলিত, তনু সুললিত, ঝলকে কনক পারা ॥ মুখে ঝরয়ে অমিয়া রাশি। কি নব ভঙ্গিতে, চাহে চারি ভিতে, মধুর মধুর হাসি ॥ পহু বেঢ়ি পরিকর সাজে। মধুর সুস্বরে, গায় ধীরে ধীরে, খোল করতাল বাজে ॥ তাহা শুনি কে ধৈরয বাঁধে। দীন হীন যত, তারা উনমত, নরহরি পড়ু ধাঁদে ॥

পুনঃ সুহই ॥

কি ভাবে অদ্বৈত,-চাঁদ অদভুত, লম্ফ দেই বীর দাপে।

হুঙ্কার গর্জ্জন, করে ঘন ঘন, ভয়েতে পাষণ্ড কাঁদে॥ অট্ট অট্ট হাসে, কি রস প্রকাশে, কেহো না পায়য়ে থা। অরুণ-নয়নে, চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা॥ ভুবনমোহন, গোরা-গুণগণ, শুনয়ে যাহার মুখে। দু বাহু পসারি, তারে কোরে করি, নাচয়ে পরমসুখে॥ পদতলে তালে, মহীতল হালে, ভঙ্গি কি উপমা তায়। নিজ বাহুবলে, বলি-কলি-দলে, ঘনশ্যাম যশ গায়॥

পুনঃ তোড়ী॥

অদ্বৈত গুণমণি, অবনি করু ধনি, ভকতি ধন ঘন বিত-রণে। সঙ্গেতে প্রিয়গণ, আনন্দে নিমগন, নাচয়ে গোরা গুণ কিরিতনে *॥ কি নব ভঙ্গি ভরে, মদন মদ হরে, ঝলকে নিরুপম রুচি ছটা। শিরীষ ফুল জিনি, মৃদুল তনু খানি, তাহে বিপুল পুলকের ঘটা॥ তিলক শোভে ভালে, মালতী-মালা গলে, দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্র লোভা। অতুল ভুজ তুলি, ফিরয়ে হিলি দুলি, চরণ চরু চালনী কি শোভা॥ সঘনে গৌরহরি, বোলয়ে উচ্চ করি, ঝরয়ে সুধা যনু মুখচাঁদে। করুণ চাহনীতে, কে পারে থির হৈতে, পতিত নরহরি হেরি কাঁদে॥

ভাবাবেশে অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়॥ প্রিয়গণ সঙ্গে নিজ গৃহে বিলসয়॥ পুলকবলিত সুকোমল কলেবর।

---

* কিরিতনে শব্দে কীর্ত্তনে॥

লোটায় ধরণী তলে ধূলায় ধূসর ॥ অতিশয় প্রেমায় বিহ্বল ঢুলি ঢুলি। নিতাই নিতাই বলি নাচে বাহু তুলি ॥ হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর। সপ্তগ্রাম হৈতে আইলা অদ্বৈতের ঘর ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে দেখিয়া দোঁহারে। প্রেমায় বিহ্বল দোঁহে থির হৈতে নারে ॥ পরস্পর প্রসঙ্গে হইল সুখ যত। তাহা এক মুখে কেবা কহিবেক কত ॥ দিন তিন চারি অদ্বৈতের ঘরে রৈয়া। নবদ্বীপে চলে অদ্বৈতানুমতি লৈয়া ॥ না জানি কি অদ্বৈত কহিলা গস্তুকালে। নিত্যানন্দ মন্দ মন্দ হাসি হর্ষে চলে ॥ নবদ্বীপ শোভা দেখি উল্লাস অন্তর। নদীয়া প্রবেশে নিত্যানন্দ হলধর ॥ কি অদ্ভুত গতি সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ। প্রথমে আইসে প্রভু আইর ভবন ॥ (আই নিজ গৃহে এই নির্জ্জনে বসিয়া। নিশি দিশি গোঙায় নিমাঞির কথা কৈয়া ॥ পূর্ব্বরাত্র্যে নিমাঞিরে স্বপনে দেখিয়া। মালিনীরে কহে এথা নির্জ্জন পাইয়া ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজুকার স্বপনকথা, শুন লো মালিনি! সই!, নিমাই আসিয়াছিল ঘরে। আঙ্গিণাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে চা,য়া চা,য়া, মা বৈলা ডাকিয়া ছিল মোরে ॥ গৃহেতে শয়নে ছিনু, অচেতনে বারি হনু, নিমাইর গলার সাড়া, পা,য়া। মায়ের চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি, মা! বোলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ "তোর প্রেমে বন্দী হৈয়া, বেড়াইনু ভরমিয়া,

রহিতে নারিনু নীলাচলে। তোরে দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে" কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বোলে॥ আইস মোর বাছা বুলি, হিয়ার উপরে তুলি, হেন বেলে নিদ দূরে গেল। পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে শচী, মুরুছি পড়ল ক্ষিতি, মালিনী কাঁদয়ে উভরায়। কি বলিব হায় হায়, এ দুখ না সহে গায়, বাসু কেনে মরিয়া না যায়॥)

(মালিনীর প্রেমচেষ্টা বুঝিতে কে পারে। হইয়া বিদায় তেঁহো গেলা নিজ ঘরে॥ না ধরয়ে ধৈরয কাতর শচী আই। বিষ্ণুপ্রিয়া কোলে লৈয়া কাঁদয়ে এথাই॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া ভাবে মনে মনে। আসিব নিতাই এথা বিলম্ব বা কেনে॥) নিতাই আইলে এথা যাইতে না দিব। দেখিয়া নিতাইচাঁদে প্রাণ জুড়াইব॥ হেন কালে নিত্যানন্দ হৈল উপনীত। নিত্য'-নন্দে দেখি আই মহা উল্লসিত॥ আইস বাপ! বলি আই এথাই আইলা। নিত্যানন্দ জননীর পদে প্রণমিলা॥ (আই সহ নিতাইর হৈল যে যে কথা। সে সব শুনিতে ঘুঁচে অন্ত-রের বেথা॥ নিতাই আইর মহানন্দ জন্মাইলা। আইর আজ্ঞায় নবদ্বীপে স্থিতি কৈলা॥ আইর চরণধূলি মস্তকে লইয়া। শ্রীবাসভবনে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ মালিনী শ্রীবাসে সন্তোষিয়া প্রতি ঘরে। গণসহ নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥) নিত্যানন্দ অঙ্গে নানা রত্ন অলঙ্কার। হরিবেন দস্যু-

গণ করিল বিচার ॥ পাইয়া অনেক দুঃখ মহাদস্যুগণ। নিত্যানন্দ পাদপদ্মে লইল ॥ করুণাসমুদ্র পদ্মাবতীর কুমার। ভক্তিরত্ন দিয়া দস্যে করিল উদ্ধার ॥ ঐছে নিত্যানন্দ প্রিয়-পরিকর-সঙ্গে। নবদ্বীপে-প্রদেশে বিহরে মহারঙ্গে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

নিজানন্দে সকল পার্ষদগণ সঙ্গে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ফিরে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ খালাযোড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ বিশেষে সুকৃতি বড় বড়গাছি গ্রাম। নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥ বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়। তাহা কভু করিতে না পারি সমুচ্চয় ॥ নদীয়ায় নিত্যানন্দ পারিষদ সঙ্গে। বিলসয়ে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ শান্তিপুর হৈতে আসি অদ্বৈত গোসাই। নিত্যানন্দ সহ সুখে বিহ্বল সদাই ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ। প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ ॥ যাহার হুঙ্কারে প্রকট গোরা। নিত্যানন্দসহ আনন্দে ভোরা ॥ অনুপম গুণ করুণাসিন্ধু। পতিত অধমজনের বন্ধু। ত্রিজগত্-মাঝে দ্বিতীয় ধাতা। সঙ্কীর্ত্তন ধন তুলহ দাতা ॥ ব্রজলীলারসে ভাসিবে যে। অচ্যুত-জনকে ভজুক সে ॥ নরহরি পহু যে নাহি ভজে। সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত দোহে সংকীর্ত্তন রঙ্গে। বিলসয়ে শ্রীবাস

মুরারি-আদি সঙ্গে ॥ একদিন শ্রীবাস-অঙ্গণে সর্ব্বজন। আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন ॥ গায় বায় গোবিন্দাদি মনের হরষে। মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি গগন পরশে ॥ নাচে নিত্যানন্দ মহামধুর ভঙ্গিতে। না ধরে ধৈরয কেহো সে শোভা দেখিতে ॥ নাচয়ে অদ্বৈত মহামত্ত অনিবার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক বহে নেত্রে অশ্রুধার ॥ শ্রীবাস মুরারি গঙ্গাদাস গদাধর। অভিরাম সারঙ্গ সুন্দর মনোহর ॥ শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি। যার জ্যেষ্ঠ সার্ব্বভৌম নীলাচলে স্থিতি ॥ বিদ্যাবাচস্পতি- আদি নাচে প্রেমাবেশে। কেবা না নাচয়ে লোক ধায় চারি পাশে ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত দুই দিকে দুই জন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন। কোন কোন ভাগ্যবন্ত দেখে নেত্র ভরি। নাচে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করি ॥ উথলয়ে প্রেমের সমুদ্র সঙ্কীর্ত্তনে। মধ্যে মধ্যে ঐছে রঙ্গ শ্রীবাস-অঙ্গণে ॥ অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি গুণের আলয়। নিত্যাদন্দ সঙ্গে মহানন্দে বিলসয় ॥ নিত্যানন্দ চন্দ্রেরে বিবাহ করাইতে। হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা মতে ॥ বড়গাছি গ্রামে হরিহোড়ের সন্তান। কৃষ্ণদাস নাম তাঁর তেহোঁ ভাগ্যবান্ ॥ নিত্যানন্দপদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি। করাইতে বিবাহ তাহার আর্ত্তি অতি ॥ নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে। শুন শ্রীনিবাস তাহা কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥ নবদ্বীপ হৈতে অল্প দূর সালিগ্রাম। তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস নাম ॥ গৌড়ে

রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ। সরখেল খ্যাতি উপার্জ্জিল বহু অর্থ॥ সূর্য্যদাস চারি ভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার। সর্ব্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর॥ শ্রীসূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয়। বসুধা জাহ্নবী নামে তাঁর কন্যাদ্বয়॥ রূপে গুণে দোঁহার উপমা নাই দিতে। দোঁহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে॥ বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ-বিষয়। আইসে সম্বন্ধ কথু স্থির নাহি হয়॥ সর্ব্বাংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ। তেঁহ সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন॥ চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহিলু সব ঠাঞি। তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র কথু নাই॥ অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার। তাহা কহি যদি মনে আইসে তোমার॥ রাঢ়দেশ-মধ্যে গ্রাম একচক্রানামে। ব্রাহ্মণ সজ্জন বহু বৈসে সেই গ্রামে॥ তথা বিপ্র হাড়াইপণ্ডিত বিদ্যাবান্। দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম সর্ব্বাংশে প্রধান॥

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দনকৃত শ্রীমদ্বৈষ্ণবাভিধানে॥

তথা পদ্মাবতী শ্রীমন্মুকুন্দো দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ॥

তথাচ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং॥

রোহিণীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
পদ্মাবতীমুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ॥

বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটী গাঁই। যৈছে তাঁর করণ নিন্দিত কিছু নাই॥ শ্রীহাড়াইপণ্ডিতের বিবাহ যেখানে।

তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত সবে জানে॥ তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময়। অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয়॥ তীর্থা-টন তপস্যা বিপ্রের এই কর্ম্ম। তেহোঁ মহাবিদ্বান্ জানয়ে সব মর্ম্ম॥ অবধূত হইলা লইয়া দণ্ড হাতে॥ সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে॥ বুঝি তাঁর সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হৈল। তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল॥ কৃষ্ণচৈতন্যের তেহোঁ অতি প্রিয়তম। কি দিব উপমা কেহো নাহি তার সম॥ কৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া। এই কথোদিন হৈল আইলা নদীয়া॥ (তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহ হয়। তাঁর যোগ্য তোমার দুহিতা সুনিশ্চয়॥ তেহোঁ যদি অনুগ্রহ করয়ে তোমারে। তবে এ মঙ্গল কার্য্য হইবারে পারে॥ এ হেন জামাতা মিলে বহু পুণ্য-ফলে। এ কার্য্যে পরমানন্দ পাইবা সকলে॥ শুনি মৌন ধরিয়া রহিলা সূর্য্যদাস। হৈল বহু রাত্রি বিপ্র গেলা নিজ বাস॥) সূর্য্যদাসপণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে। করিতে শয়ন নিদ্রা হৈল সেই ক্ষণে॥ স্বপ্ন ছলে দেখে মহা মনের আনন্দে। (দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে॥ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ সভার সম্মত। কৈল শাস্ত্র-বিহিত বিবাহ কার্য্য যত॥ নিত্যানন্দে কন্যাদান করিল যখন। সে সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥ নিজ কন্যা সহিত দেখয়ে জামাতায়। না জানয়ে কত সুখ উথলে হিয়ায়॥) আঁখি পালটিতে নারে বাঢ়ে মহা আর্ত্তি। দেখিতে

নিতাই, দেখে বলরাম মূর্ত্তি ॥ রজত-পর্ব্বত-গর্ব্ব হরে অঙ্গ-ছটা। বদনচন্দ্রমা জিনি চন্দ্রমার ঘটা ॥ নানারত্ন ভূষণে-ভূষিত কলেবর। ভুবন মোহয়ে ঐছে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥ বসু জাহ্নবীরে দেখে বারুণী রেবতী। অঙ্গছটা কনককুঙ্কুম পুঞ্জ জিতি ॥ বল-দেব-বামে দক্ষিণেতে বিলসয়। বিচিত্র বসন ভূষণাদি শোভা-ময়। ভক্তে সুখ দিতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ দেখি আত্ম-বিস্মরিত হৈলা সূর্য্যদাস। নেত্রে অশ্রুধারা না ধরিতে পারে অঙ্গ ॥ করিতেই নতি স্তুতি হৈল নিদ্রাভঙ্গ। কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভাত সময়ে ॥ আপনি গেলেন সেই বিপ্রের আলয়ে। বিপ্রপ্রতি কহে যত্নে করি নমস্কার ॥ যে কহিলে কর্ত্তব্য বিলম্ব নাই আর। শুনি বিপ্র হর্ষ, সঙ্গে লৈয়া জনা চারি ॥ করিলেন যাত্রা দুর্গা গণেশ সোঙরি। সর্ব্বত্র বিদিত তেহোঁ আসি নদী-য়ায় ॥ মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায়। শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহে প্রিয়গণ সনে। দেখি নিত্যানন্দ বসি আছে দিব্যাসনে ॥ কন্দর্পমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ। আপনা মানয়ে ধন্য সজল নয়ন ॥ বিপ্রে করি সম্মান শ্রীবাস মহাশয়। বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥ বিপ্র কহে কুশল, আইনু বাটী হইতে। মনে যে আছয়ে তাহা কহিব নিভৃতে ॥ শ্রীবাস গেলেন বিপ্রে নির্জ্জনে লইয়া। শ্রীবাসের প্রতি বিপ্র কহে হর্ষ হৈয়া ॥ বিবাহ মঙ্গল কথা শুনি পরম্পরা। কন্যা স্থির করিয়া আইনু এথা ত্বরা ॥ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মী-

সমা। দেখিনু সর্ব্বত্র দিতে নাহিক উপমা ॥ যৈছে নিত্যানন্দ দেব তৈছে পত্নী তাঁর। সাক্ষাতে দেখিবে আমি কহিব কি আর ॥ সূর্য্যদাস সরখেল সর্ব্বাংশে প্রধান। নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহযোগ্য স্থান ॥ বিলম্বের কার্য্য নাই কহিল তোমায়। পরামর্শ করি মোরে করহ বিদায় ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত কহে সুমধুর কথা। আপুনি যে করিয়াছ হইব সর্ব্বথা ॥ অদ্য কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব। এথা হৈতে কালি সভে তথাই যাইব ॥ পণ্ডিতে লইয়া তথা যা'বে নাই ব্যাজ। কহিতে কি আপুনি সাধিবে সব কায ॥ শ্রীবাসের বাক্যে বিপ্র হইয়া বিদায়। সালিগ্রামে জানাইল পণ্ডিতে ত্বরায় ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত মহা-উল্লাসিত হৈয়া। জানাইল সভারে অদ্বৈতার্য্যে কৈয়া ॥ মন্দ মন্দ হাসে নিত্যানন্দ হলধর। অন্যের দুর্গম নিত্যানন্দের অন্তর ॥ বিবাহ বিষয়ে হৈল সভার উল্লাস। বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস ॥ কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন। মহা বুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈল আয়োজন ॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল শুভবিবাহের কথা। অপূর্ব্ব সম্বন্ধ সভে কহে যথা তথা ॥ নবদ্বীপ হৈতে নিত্যানন্দে সভে লৈয়া। চলিলেন বড়গাছিগ্রামে হর্ষ হৈয়া ॥

বড়গাছি গ্রামের নিকটে প্রবেশিতে। গ্রামবাসী লোক আসে আগুসরি নিতে ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন যত লেখা নাই তার। দেখি নিত্যানন্দচন্দ্রে উল্লাস সবার ॥ কৃষ্ণদাস লৈয়া গেলা আপনার ঘর। হইল সবার বাসাস্থান মনোহর ॥ বড়গাছি

হৈতে সালিগ্রাম অল্প দূরে। পাইয়ে সংবাদ সবে উল্লাস অন্তরে॥ সূর্য্যদাসপণ্ডিত-অনুজ কৃষ্ণদাসে॥ কহয়ে নিভৃতে অতি সুমধুর ভাষে॥ লৈয়া এ সামগ্রী বিপ্রগণের সহিতে। পশ্চাৎ আইস আমি যাইব অগ্রেতে॥ এত কহি বড়গাছি আসিয়া ত্বরিত। নিত্যানন্দ প্রভু আগে হৈলা উপনীত॥ লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে। সূর্য্যদাস ভাসে দুই নয়নের জলে॥ দুই হাতে ধরি দুই চরণ দুখানি। কহিতে চাহয়ে কিছু না স্ফুরয়ে বাণী॥ মন্দ মন্দ হাসি নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে। কৃপা করি কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে॥ সূর্য্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরন্তর। কে বুঝিতে পারে সূর্য্যদাসের অন্তর॥ দেখিয়া ভ্রাতার প্রেম চেষ্টা গৌরিদাস। না ধরে ধৈরয অতিঅন্তরে উল্লাস॥ হৈল সূর্য্যদাসের মিলন সবা-সনে। প্রভু অধিবাস স্থির কৈল শুভক্ষণে॥ নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে। কৃষ্ণদাসপণ্ডিত আইলা বাটী হৈতে॥ বড়গাছি গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন। গোধূলি সময়ে হৈল সবার গমন॥ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বৈসে চারি পাশে। মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুভ অধিবাসে॥ নেত্র ভরি দেখে নারী পুরুষ সকল। হইল মঙ্গলময় বাদ্য কোলাহল॥

গীতে যথা—মঙ্গলঃ॥

আজু শুভক্ষণে, নিতাইচাঁদের, অধিবাসে কিবা, শোভার ঘটা। নিরুপম বেশে, বিলসয়ে ভালে, ঝলমল করে অঙ্গের

ছটা॥ কত শত মন,-মথ মদ হরে, হাসি মিশা মুখচন্দ্রমা চারু। কঞ্জ দল-দলি, ললিত লোচন, চাহনি না রাখে ধৈরয কারু॥ চারি পাশে বিপ্র, বেদ উচ্চারয়ে, চারু ভঙ্গি হেরি হরষ হিয়া। নারীগণ মন, উথলে উলাসে, ঘন ঘন উলু লু লু লু দিয়া॥ নানা বাদ্য ধ্বনি, ভেদয়ে গগণ, নাচে নর্ত্তক কি মধুর গতি। জয় জয় রবে, ভরয়ে ভুবন, ভণে ঘনশ্যাম কৌতুক অতি॥

অধিবাসে আইলা যত ব্রাহ্মণ সজ্জন। নিজগৃহে কৈলা সবে সন্তোষে গমন॥ বড়গাছি-সালিগ্রাম-আদি গ্রাম যত। দিবা রাত্রি লোক গতায়াত কত শত॥ নিত্যানন্দ চন্দ্রের হইলে অধিবাস। যানে চড়ি শীঘ্র গৃহে গেলা সূর্য্যদাস॥ মনে মহা আনন্দ লইয়া বিপ্রগণে। করয়ে কন্যার অধিবাস শুভ-ক্ষণে॥ যদ্যপি স্বপ্নেতে কন্যা প্রভাব দেখিলা। তথাপি বাৎ-সল্যে মহা বিহ্বল হইলা॥ হইল মঙ্গলময় পণ্ডিত ভবন। চতুর্দ্দিকে গতায়াত করে লোকগণ॥ বড়গাছি হৈতে অধি-বাস দ্রব্য লৈয়া। সূর্য্যদাসালয়ে বিপ্র গেলা হর্ষ হৈয়া॥ কহিতে কে জানে যে কৌতুক অধিবাসে। দেব স্ত্রীগণাদি দেখে সে শোভা উল্লাসে॥

গীতে যথা—ভূপালী॥

বসুধা জাহ্নবী, দেবী শোভাবধি, অধিবাস ভূষা ভূষিত তনু। ঝলমল করে, চারু রুচি ছটা, তড়িত কুঙ্কুম কেতকী

যন্ত্র ॥ চারি পাশে বিপ্র,-গণ ধন্য মানে, চাহি কন্যা-পানে হরষ হিয়া। বেদধ্বনি করি, করে আশীর্ব্বাদ, ধান্য দূর্ব্বা দুহু মস্তকে দিয়া॥ পণ্ডিত ঘরণী, ধরণিতে পদ, না ধরয়ে হিয়া ধৈরয বাঁধে। বিবিধ মঙ্গল, করু সখী কুল,-উলু লু লু দেই কত না সাধে॥ শঙ্খ ঘণ্টা আদি, বাদ্য বাজে বহু, কোলাহল নাহি, তুলনা দিতে। ভণে নরহরি, সুরনারী অল,-ক্ষিত দেখে কত কৌতুক চিতে॥

অধিবাসক্রিয়া সাঙ্গ হৈলে বিপ্রগণ। নিজ নিজ গৃহে হর্ষে করিলা গমন॥ পাত্র কন্যা অধিবাসে সুখ সর্ব্বোপরি। দেখিলেন ভাগ্যবন্ত লোক নেত্র ভরি॥ গোধূলি সময়ে প্রভু বড়-গাছি হৈতে। চলিলেন সালিগ্রামে বিবাহ করিতে॥ বাজে নানা বাদ্য সে সুখের নাই পার। দেখি সে সমৃদ্ধি লোকে হৈল চমৎকার॥

গীতে যথা—দেশপালঃ॥

কোটি মনমথ গরবভর-হর, পরম সুঘর নিতাই হলধর, করত গমন চড়ি নব, চৌদলে ছবি ছলকয়ে। বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত, ললিত লোচন কঞ্জ মুখ মৃদু, হাস মঞ্জুল ঝলকয়ে॥ রূপ পিবইতে মত্ত অতি-শয়, করত ভূসুরবৃন্দ জয় জয়, বন্দিগণ মন মুদিত ঘন ঘন, বিমল যশ পরকাশয়ে। তেজি নিজ নিজ গেহ ধায়ত, নারী পুরুখ ন থেহ পায়ত, নিরখি রহু চহু ওর নিমিখন, দরশ রস-

সুখে ভাসয়ে ॥ গান করু গুণী তান শ্রুতি সুর, রাগ মুরুছন গ্রাম সুমধুর, নটত নর্ত্তক উঘটি তক তক, থৈ তা থৈ থৈ থি নি নি না। বাদ্য বাদক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট না হোত পটতর, থোঙ্ক না না না না, থোঙ্গ থুঙ্কট, ধো ধিলঙ্গ ধিকি ধি নি নি না ॥ দীপ দমকে অসংখ্য ক্ষিতি পর, দিবসসম ভেল রজনী উজর, বিপুল কল কল ধ্বনি নিরত, সব লোক গতি পথ শোহয়ে। গগন গত লখি দেব অলখিত, সরস বরষত কুসুম পুলকিত, দাস নরহরি পহুঁক অতুল, বিলাস জন মন-মোহয়ে ॥

সালিগ্রামে প্রবেশিয়া নিত্যানন্দ রায়। সূর্য্যদাসালয়ে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥ নিত্যানন্দপ্রভু-পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র। সালিগ্রামবাসী লোক হৈলা ভক্তিপাত্র ॥ (শ্রীবসু জাহ্নবী দোঁহে হইয়া অলক্ষিত। প্রাণনাথে দেখি হৈলা মহা উল্লাসিত ॥ পণ্ডিতের পত্নী নিজ সখীর সহিতে। হইয়া মহা-বিহ্বল দেখিলা অলক্ষিতে। সখীগণে লৈয়া কৈলা কন্যার সুবেশ। দিতে কি উপমা শোভা হইল অশেষ ॥ সূর্য্যদাসা-লয়ে লোক ভিড় অতিশয়। ব্রাহ্মণ-সমাজে যৈছে কহিল না হয় ॥ লোক শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্। নিত্যানন্দ-চন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥ দেখি পাত্র কন্যা বিপ্রগণে প্রশংসয়।) সর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হইল জয় জয় ॥ সালিগ্রাম-নিকটস্থ গ্রামবাসী যত। দেখিয়া বিবাহ প্রশংসয়ে কেবা

কত ॥ (বিবাহের পর দিন হৈল মহানন্দ। সর্ব্ব-মনোরথ-সিদ্ধি কৈলা নিত্যানন্দ ॥ বিদায় সময়ে সূর্য্যদাস দৈন্য করি। কহিল যতেক তাহা কহিতে না পরি॥ শ্রীবসু জাহ্নবীসহ প্রভু নিত্যানন্দ। আইলেন বড়গাছি হৈল মহানন্দ ॥ শ্রীবাসের ভার্য্যা আদি প্রবীণা সকল। কৈল যে বিহিত হৈয়া আনন্দে বিহ্বল ॥ শ্রীবসু জাহ্নবী শোভা দেখি চমৎকার। হৈল সাধ পূর্ণ মনে যে ছিল সভার ॥ শ্রীবসু জাহ্নবী নিত্যানন্দের প্রেয়সী। শ্রীবারুণী রেবতী সকল গুণরাশি ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

শ্রীবারুণীরেবতী-বংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবী।
শ্রীসূর্য্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কালাবাণীং বিবৃণ্বতি।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে ॥
উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতং ॥

বড়গাছি গ্রামে নিত্যানন্দ দয়াময়। রহি কিছু দিন নানা রঙ্গে বিলসয় ॥ ভক্তিদাতা শ্রীবসু জাহ্নবী প্রাণগতি। অগণিত গুণ গোরা প্রেমে মত্ত অতি ॥/ পতিতপাবন-নিত্যানন্দের চরিত। বর্ণয়ে কবীন্দ্র গণ জগতে বিদিত ॥

গীতে কামোদঃ ॥

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন। বারুণী রেবতী দুই প্রিয়া প্রাণধন॥ ধন্য কলিযুগে সেই নিতাই সুন্দর। চৈতন্য-অগ্রজ পদ্মাবতীর কুমার॥ বসুধা জাহ্নবী-প্রাণপতি প্রেম-ময়। নিজগুণে প্রভু জীবে হইলা সদয়॥ গোরাপ্রেমে মত্ত দিবা নিশি নাই জানে। পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃতদানে॥ গোরা-অনুরাগে সে অরুণ তনু খানি। ঝল মল করয়ে তপত হেম জিনি। শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মুনি-মনলোভা। আজানু লম্বিত ভুজ নিরুপম শোভা॥ পরিসর বুক দেখি কেবা নাই ভুলে। সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেই কুলে॥ ও চাঁদ বদনে সদা বোলে গোরা গোরা। মুখ বুক বহিয়া নয়নে বহে নোরা॥ প্রিয় পরিকরগণ-সহ সে আবেশে। সঙ্কীর্ত্তন সুখের সায়রে সদা ভাসে॥ ভুবনমোহন ছাঁদে নাচে গুণনিধি। দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি॥ চাহিতে নিতাই চাঁদে কেবা থির পায়। পাষাণসমান হিয়া সেহো গলি যায়॥ পাতকী-পতিতে করুণার নাই পার। হেন পহু না ভজিল নরহরি ছার॥

কিছু দিনে সভা সহ নিত্যানন্দ রায়। (বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায়॥ শ্রীবসু জাহ্নবী দোঁহে দেখি এথা আই। করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই॥ প্রভু-প্রিয় ভক্তগণ গৃহিণী সকল। বসু জাহ্নবীরে দেখি আনন্দে বিহ্বল॥ আই-অনুমতি লৈয়া নিত্যানন্দ রাম। শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম॥ ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু খড়দহে গিয়া। রাখিলেন

অপূর্ব্ব আলয়ে নিজ প্রিয়া ॥ কিছু দিন তথা বিলসয়ে নিত্যানন্দ। প্রিয় পরিকরের হইল মহানন্দ ॥ খড়দহ প্রদেশে বিলসি সঙ্কীর্ত্তনে। আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥ কহিল প্রসঙ্গ সব সঙ্ক্ষেপ করিয়া। ভাগ্যবন্ত গণ বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ॥ পরম দয়ালু পদ্মাবতীর নন্দন। বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে কবিগণ ॥

গীতে কামোদঃ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ রাম, রূপে গুণে অনুপাম, পদ্মাবতী-গর্ব্ভে জনমিলা। নিজগণ লৈয়া সঙ্গে, দ্বাদশ বৎসর রঙ্গে, শ্রীএকচক্রায় বিলসিলা ॥ গোরা অবতীর্ণ হৈলে, সন্ন্যাসির সঙ্গ ছলে, বাহির হইলা ঘরে হৈতে ॥ তীর্থ পর্য্যটন ক'রে, বিংশতি বৎসর পরে, আনন্দে আইলা নদীয়াতে ॥ পা'য়া প্রাণ গোরাচাঁদে, পড়ি সে প্রেমের ফাঁদে, দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে দূরে। সদা মাতি সঙ্কীর্ত্তনে, ক্ষেত্রে চলে প্রভু-সনে, প্রভু দণ্ড তিন খণ্ড করে ॥ প্রভুর আদেশ-মতে, গৌড়ে আসি ক্ষেত্র হৈতে, প্রভু মনোহিত কর্ম্ম কৈলা ॥ দাস নরহরি গতি, বসু জাহ্নবীর পতি, যারে তারে প্রেম বিলাইলা ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঅদ্বৈত গণসনে। নিরন্তর মত্ত গৌর-চরিত্র-কীর্ত্তনে ॥ কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়। শ্রী-নাভানন্দন * গুণ কেবা নাই গায় ॥

* নাভানন্দন—অদ্বৈত।

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি, সকল রসের খনি, নাভা-গর্ব্ভে জনম লভিলা। জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলসিয়া রঙ্গে, কিছু দিনে শান্তিপুরে আইলা ॥ পিতা মাতা অদর্শনে, গিয়া তীর্থপর্য্যটনে, আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে। হৈয়া শ্রীসীতার পতি, কত তপ করি নিতি, আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে ॥ নদীয়া বিহার দেখি, সদা জুড়াইলা আঁখি, নাচিল কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে। আপনার ঘরে পা'য়া, সেবিলা আনন্দ হৈয়া, ন্যাসিশিরোমণি গোরাচাঁদে ॥ নীলাচলে প্রভু স্থিতি, তথা কৈলা গতাগতি, সবে মাতাইলা গোরাগুণে। দাসনরহরি কয়, শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়, এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে ॥

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ। নিরন্তর করে গৌরচরিত্র কীর্ত্তন ॥ কহিতে কি জানি সবে মহাদয়াবান্। বিবিধ প্রকারে করে জীবের কল্যাণ ॥ দেখিনু যে সব তাহা কহিতে না পারি। সে সব ভাবিতে বুক বিদরিয়া মরি ॥ ঐছে কত কহিতে ঈশান মহাশয়। হইলেন প্রেমাবেশে অধৈর্য্যাতিশয় ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া তিন জনে। করিলা শয়ন রাত্র্যে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ হৈল বহু রাত্রি নিদ্রা নাই শ্রীনিবাসে। নিরখয়ে প্রভুর ভবন চারিপাশে ॥ না জানি কি কৌতুকে কহয়ে মনে মনে। তৃণাদি নির্ম্মিত এ প্রভুর ঘর কেনে ? ॥ করিয়া বঞ্চিত এই নদীয়া বিহারে। দূর দেশী কেনে প্রভু কৈলা পরি-

করে ॥] পরম অদ্ভুত এই নদীয়াবিহার। দেখিতে না পাইল সে সব পরিবার ॥ ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয় স্বপ্নে প্রভু গৃহে শোভা বিলাস দেখয় ॥ আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়া নগর। সুরধুনীঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর ॥ তার পর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয়। ইন্দ্রাদির স্থান সে শোভার যোগ্য নয় ॥ কৈছে কুন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিল ভবন। চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর আবরণ ॥ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড সঙ্খ্যা নাই তার। যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার ॥ অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্প-উদ্যান শোভায়। তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময় ॥ মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ। তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন ॥ সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয়। লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বাম দক্ষিণে শোভয় ॥ নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত কলেবর। পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর ॥ ভুবনমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ। লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন ॥ যোগায় তাম্বূল মালা চন্দন সকলে। প্রিয়াসহ প্রভু বিলসয়ে সখী মেলে ॥ ঐছে রঙ্গ নিরখিতে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল। সেই ক্ষণে পুন নিদ্রা আকর্ষণ কৈল ॥ স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ডে রত্নময়। বিচিত্র মন্দির শোভা সুখের আলয় ॥ তথা রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসন। তাহার উপরে সাজে শচীর নন্দন ॥ কোটি কোটি কন্দর্পে মোহয়ে অঙ্গ ছটা। বদনচন্দ্রমা চারু জিনি চন্দ্রঘটা ॥ নিত্যানন্দচন্দ্র শোভে পরমসুন্দর। শ্রীঅদ্বৈতদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ বিদ্যানিধি গঙ্গা-

দাসপণ্ডিত শ্রীবাস। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মুরারি হরিদাস॥ দামোদরপণ্ডিত মুকুন্দ বক্রেশ্বর। গৌরিদাস সূর্য্যদাস দাসগদাধর॥ শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। চিরঞ্জীবসেন আর সেন স্থলোচন॥ দ্বিজহরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। শ্রীবাসপণ্ডিত নন্দনাচার্য্য শ্রীধর॥ বিজয় শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য রতন। শ্রীস্বরূপ কাশীশ্বর যদুনারায়ণ॥ শ্রীলক্ষ্মীপতি মাধবেন্দ্র পুরীশ্বর। বাসুদেব সার্ব্বভৌম কেশব শঙ্কর॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা রায় রামানন্দ। ত্রিমল্ল বেঙ্কটভট্ট শ্রীপ্রবোধানন্দ॥ শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথভট্ট আর। সনাতন রূপ জীব বল্লভকুমার॥ ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ রঘুনাথদাস। রাঘবপণ্ডিত গোবর্দ্ধনে যার বাস॥ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশেতে। অসঙ্খ্য প্রভুর ভক্ত কে পারে জানিতে॥ সর্ব্ব ভক্তে বেষ্টিত বিলসে গৌররায়। দেখিয়া সে শোভা অতি উল্লাস হিয়ায়॥ ভক্ত গোষ্ঠীসহ প্রভুপদে প্রণমিতে। হৈল নিদ্রাভঙ্গ জাগি চাহে চারি ভিতে॥ হইতে ব্যাকুল পুন নিদ্রা আকর্ষয়। স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ড শোভাময়॥ তথা শোহে রত্নসিংহাসনে বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিকে দাসগণ সেবায় তৎপর॥ ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি অনন্তদেব গণে। করয়ে প্রভুরে স্তুতি পড়িয়া চরণে॥ দেখিয়া প্রভুর মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। পুলকিত অঙ্গ অতি অন্তরে উল্লাস॥ বৈকুণ্ঠ বিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উল্লাসিত হিয়া॥ অযোধ্যা-বিলাস আর খণ্ডে নিরিখয়। উপজে আনন্দ

কত মনে মনে কয়॥ দ্বারকাবিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া। আনন্দে অধৈর্য্য না ধরিতে পারে হিয়া॥ আর এক খণ্ডে দেখে মথুরাবিলাস। উপজে কৌতুক মুখে মন্দ মন্দ হাস॥ আর এক খণ্ডে ব্রজবিহার নেহারে। গোপিকাগণের যূথে দেখে আপনারে॥ শ্রীরাসমণ্ডলে নৃত্য শোভা নিরখিতে। মহানন্দে বিহ্বল কতনা উঠে চিতে॥ দেখিতেই নিকুঞ্জবিলাস শোভাময়। হৈল নিদ্রাভঙ্গ দেখে প্রভাত সময়॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া আচার্য্যঠাকুর। মনে মনে বিচারয়ে করুণা প্রচুর॥

এ সব প্রসঙ্গ যে শুনয়ে শ্রদ্ধা করি। তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করে গৌরহরি॥ নবদ্বীপভ্রমণ পরমানন্দ ময়। প্রভু কৃপা যাঁরে তার ইথে রতি হয়॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যচরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনবদ্বীপভ্রমণাদিবর্ণনং নাম দ্বাদশস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

# ত্রয়োদশ তরঙ্গ

-০:*:০-

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়। জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু দয়াময়॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত দেব গুণের সাগর। জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর॥ জয় গদাধর দাস শ্রীগুপ্ত মুরারি। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুকুন্দ নরহরি॥ জয় শ্রীপণ্ডিত গৌরিদাস দামোদর। জয় শ্রীস্বরূপ হরিদাস শুক্লাম্বর॥ জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ। অনুগ্রহ করো সভে লইনু শরণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র। নবদ্বীপ ভ্রমণে পাইলা মহানন্দ॥ শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দিয়া। হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া॥ শ্রীঈশান ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ॥ স্নেহাবেশে অত্যন্ত অবশ কলেবর। কে বুঝিতে পারে তাঁর গভীর অন্তর॥ কহিতে চাহয়ে কিছু না পারে কহিতে। হাতসানে জানাইল দেখা এই হৈতে॥ তথাতে ছিলেন যে প্রভুর পরিকর। হৈল তাঁ সভার মহা ব্যাকুল অন্তর॥ অতি অনুগ্রহ করি দিলেন বিদায়। শ্রীআচার্য্য প্রণমিলা। তাঁসভার পায়॥ নবদ্বীপধামে বার বার প্রণমিয়া। কাঁদিতে কাঁদিতে চলে বিদায় হইয়া॥ পথে চলিতেই যথা যথা ভক্তালয়। তথা তথা গমনে হইল হর্ষো-

দয় ॥ শ্রীখণ্ডে আসিয়া কৈল গৌরাঙ্গ-দর্শন। শ্রীরঘুনন্দন সহ হইল মিলন ॥ শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে। নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসে মৃদুভাসে ॥ শ্রীনিবাস নদীয়াভ্রমণ নিবেদিয়া। কহয়ে ভক্তের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ পূর্ব্বে বহু ভক্ত সঙ্গোপন নদীয়ায়। এবে যে আছেন সেহো মৌনমুদ্রা প্রায় ॥ প্রভুর ভবনে এক ঈশানের স্থিতি। তাঁহার অনন্ত গুণ কহি কি শকতি ॥ পথে আসি লোক মুখে করিনু শ্রবণ। শ্রী-ঈশান ঠাকুর হইলা সঙ্গোপন ॥ দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার। কি বলিব না জানি কি হইবেক আর ॥ শুনি প্রেম উথলে ধৈরয নাই বাঁধে। শ্রীনিবাস গলা ধরি ফুকরিয়া কাঁদে ॥ প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা কতক্ষণে। শ্রীরঘুনন্দন-চেষ্টা কহিতে কে জানে ॥ শ্রীনিবাসে প্রবোধিয়া বিবিধ প্রকারে। দিলেন বিদায় যাজিগ্রাম যাইবারে ॥ শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া তিন জন। যাজিগ্রামে গেলা করি ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ শ্রীগোকুলানন্দ-আদি মহাহর্ষ মনে। আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন ভবনে ॥ যাজিগ্রামবাসী লোক উল্লাস হৃদয়ে। করিল দর্শন আসি আচার্য্য-আলয়ে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুর সে সে সভায়। মিলিলেন যথাযোগ্য উল্লাস হিয়ায় ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যের অদ্ভুত চরিত। কৈল সর্ব্ব প্রকারে সবার মনোহিত ॥ বাড়ির বাহিরে এক স্থান সুনির্জ্জন। তথাই বসিলা সঙ্গে লৈয়া সর্ব্ব-জন ॥ নবদ্বীপপ্রসঙ্গেতে হইয়া বিহ্বল। জিজ্ঞাসিল ক্রমে শিষ্য

বর্গের মঙ্গল ॥ প্রিয় নরোত্তমে অতি ধীরে ধীরে কয়। "অদ্য বীরহাম্বীর আসিব মনে লয় ॥ হেন কালে রাজার প্রেষিত এক জন। অদ্য আসিবেন রাজা" কৈল নিবেদন ॥ এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর হর্ষ মনে। বনবিষ্ণু পুর হৈতে আইসে শুভ ক্ষণে ॥ যাজিগ্রাম-দর্শনে উল্লাস অতিশয়। দূরে রহি রাজা যাজিগ্রামে প্রণময় ॥ যাজিগ্রাম নিকটে দেখিয়া দিব্য স্থান। তথাই হইল স্থির করিতে বিশ্রাম ॥ অশ্ব গজ পদাতিক আদি তথা থুইয়া। গ্রামে প্রবেশয়ে সঙ্গে কথো জন লৈয়া ॥ যে সব সামগ্রী আনিলেন গৃহ হৈতে। প্রথমেই পাঠাইলা প্রভুর বাড়িতে ॥ শ্রীআচার্য্য-প্রভু-পদ করিয়া স্মরণ। ধীরে ধীরে চলে যথা আচার্য্য-ভবন ॥ আচার্য্যপ্রভুর-পাদপদ্ম নিরখিয়া। বার বার প্রণময়ে ভুমিতে পড়িয়া ॥ নরোত্তম-তেজ দেখি মনে বিচারয়। এই প্রভু অবশ্য ঠাকুর মহাশয় ॥ হইনু কৃতার্থ বলি হর্ষ অনিবার। নরোত্তম-পদে প্রণময়ে বার বার ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুর নরোত্তম। অতি অনুগ্রহ করি কৈল আলিঙ্গন ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ-পদে প্রণমিয়া। নিবেদয়ে প্রভুগণে দেহ চিনাইয়া ॥ হৈয়া হর্ষ রামচন্দ্র গুণের আলয়। জানাইলা প্রভু-পরিকর-পরিচয় ॥ রাজা মহাহর্ষ ভূমে পড়ে প্রণমিতে। আলিঙ্গন কৈলা সবে বিহ্বল প্রেমেতে ॥ রাজা বীরহাম্বীরের মনে যে উল্লাস। কাহতে কি জানি যৈছে ভক্তির প্রকাশ ॥ যাজি-গ্রামবাসী লোক উল্লাস হিয়ায়। দেখিয়া রাজার ভক্তি

প্রশংসে রাজায়॥ যত পরিকর বীর হাম্বীর রাজার। সবার নির্ম্মল ভক্তিপথে অধিকার॥ গণসহ রাজার সৌভাগ্যসীমা নাই। পরস্পর সবে প্রশংসয়ে ঠাঁই ঠাঁই॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়। দেখিয়া রাজার চেষ্টা হর্ষ অতিশয়॥ আচার্য্য ঠাকুর রামচন্দ্রে নিরখিয়া। শ্রীবীরহাম্বীরে তারে দিল সমর্পিয়া॥ বীর হাম্বীরের মনে উপজয়ে যাহা। রামচন্দ্র কবিরাজে জিজ্ঞাসেন তাহা॥ যৈছে ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহে সর্ব্বত্র প্রচার। অন্য গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল গ্রন্থকার॥ রাজা নিজ-প্রভু-প্রিয়গণের দর্শনে। কে কহিতে পারে যে আনন্দ যাজি-গ্রামে॥ যাজিগ্রামে রহে এ রাজার মনোবৃত্তি। তিলে তিলে যাজিগ্রামে বাঢ়ে মহা-আর্ত্তি॥ বিষ্ণুপুর যাইতে রাজার মন নাই। জানাইলা রামচন্দ্র আচার্য্যের ঠাই॥ আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়। স্নেহাবেশে শ্রীবীর হাম্বীরে প্রবোধয়॥ প্রবোধিয়া লোক সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষণে। পাঠাইলা সর্ব্বারাধ্য স্থান সন্দর্শনে॥ রাজা অতি দীনপ্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমিলা। সর্ব্ব মহান্তের অনুগ্রহে হর্ষ হৈলা॥ যাজিগ্রামে আসিয়া বিচারে মনে মনে। প্রভুবিনা বিষ্ণুপুর যাইব কেমনে॥ রাজার অন্তর জানি আচার্য্য ঠাকুর। কহয়ে রাজার প্রতি বচন মধুর॥ খেতরিগ্রামেতে গিয়া কিছু দিন পরে। তথা হৈতে এথা আসি যাব বিষ্ণুপুরে॥ খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী। পাঠা-বেন সংবাদ আছিয়ে পথ হেরি॥ এত কহিতেই কেহো

মনের উল্লাসে। খড়দহ হৈতে আইলা আচার্য্যের পাশে॥ তাঁরে দেখি আচার্য্যের উল্লাস হৃদয়। সুমধুর বাক্যেতে মঙ্গল জিজ্ঞাসয়॥ তেহোঁ অতি বিনয়পূর্ব্বক মৃদুভাষে। নিবেদয়ে সঙ্ক্ষেপে শ্রীআচার্য্যের পাশে॥ (সকল মঙ্গল খড়দহে শ্রীঈশ্বরী। বিতরয়ে প্রেমভক্তি জীবে কৃপা করি॥ রাধিকার শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া। হৈলা মহাবিহ্বল সে শোভা নিরখিয়া॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি বিজ্ঞগণে। আজ্ঞা কৈলা লইয়া যাইতে বৃন্দাবনে॥ সপ্ত শত মুদ্রা বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলা। যত্ন-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব নৌকায় চড়াইলা॥)

কহয়ে শ্রীগোপীনাথে করিয়া স্মরণ। শীঘ্র নিজ প্রিয়ায় করহ আকর্ষণ॥ শ্রীঈশ্বরী-চেষ্টা কে বুঝিব অন্য জনে। করি-লেন বিদায় পরম শুভক্ষণে॥ বিদায় হইতে নৌকা আইল ত্বরায়। এক দিন স্থিতিমাত্র হৈল নদীয়ায়॥ অদ্য নৌকা আসিবেক কণ্টকনগরে। পত্রী লৈয়া মুই এথা আইল সত্বরে॥ এত কহি পত্রী দিলা আচার্য্যের হাতে। আচার্য্য লইয়া পত্রী ধরিলেন মাথে॥ পত্রী পাঠমাত্রে মহা-উল্লাস অন্তরে। সভা-সহ চলেন শ্রীকণ্টকনগরে॥ বস্ত্র অলঙ্কার আদি যে প্রস্তুত ছিল। দিবেন এ হেতু তাহা সঙ্গে করি নিল॥ সহস্রেক মুদ্রা বীরহাম্বীর গোপনে। দিলেন শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ স্থানে॥ রামচন্দ্র-আচার্য্য প্রভুরে জানাইল। হাসিয়া আচার্য্য তাহা সঙ্গেকরি নিল॥ কণ্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইলা। শ্রীকেশব-

ভারতী গোসাঁইর ঘাটে আইলা॥ দেখেন সে ঘাটে নৌকা আইল সেই ক্ষণে। হৈল মহানন্দ পরস্পর সম্মিলনে॥ শ্রী-পরমেশ্বরী দাস নৃসিংহ চৈতন্য। ঠাকুরকানাই আদি সর্ব্বাংশে নৈপুণ্য॥ কে বুঝিতে পারে এই সভার অন্তর। শ্রীআচার্য্য মিলি সুখ বাঢ়িল বিস্তর॥ শ্রীনবদ্বীপের কথা আচার্য্য কহিতে। হইলা ব্যাকুল কেহো নারে স্থির হইতে॥ শ্রীনিবাস-আচা-র্য্যাদি অধৈর্য্য হৃদয়। কতক্ষণে স্থির হৈল সবে প্রেমময়॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি সর্ব্বজনে। প্রণমিলা রাজা পড়ি সভার চরণে॥ সকলেই পাইয়া রাজার পরিচয়। কৈলা গাঢ়ালিঙ্গনানুগ্রহ অতিশয়॥ দেখি সে সভার তেজ শ্রীবীর-হাম্বীর। প্রেমানন্দে অধৈর্য্য হইতে নারে স্থির॥ কণ্টক-নগরবাসী দেখি প্রেমোদয়। রাজার সৌভাগ্য সকলেই প্রশং-সয়॥ শুনিতে রাজার দৈন্য কেবা নাহি ঝুরে। নৃসিংহ চৈতন্য ধন্য কহয়ে রাজারে॥ কেহো কহে আচার্য্যের কৃপা বলবান্। সে সম্বন্ধে রাজা যেন প্রাণের সমান॥ রাজায় অদ্ভুত স্নেহ বাঢ়িল সভার। কহিতে কি জানি জন্মে যে চেষ্টা রাজার॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর উল্লাসে। লৈয়া গেলা নৌকায় আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচন। শ্রী-ঈশ্বরী পুন যাইবেন বৃন্দাবন॥ শ্রীরাধিকা শ্রীগোপীনাথেরে সমর্পিয়া। আমরা আসিব শীঘ্র নৌকায় চাপিয়া॥ এত কহি ঘুঁচাইয়া বস্ত্র আবরণ। করাইল রাধিকার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন॥

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দিতে উপমা না হয়। দেখিয়া আচার্য্য প্রেমে-বিহ্বলাতিশয় ॥ পুনঃ শ্রীপরমেশ্বরী দাস আচার্য্যেরে। দেখান সামগ্রী সব আনন্দ অন্তরে॥ গোপীনাথ শ্রীগোপীনাথের প্রিয়াদ্বয়। এ তিনের বস্ত্র অলঙ্কারাদি এ হয় ॥ শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন প্রভুগণে। সমর্পিব এ বস্ত্রালঙ্কার স্থানে স্থানে ॥ পৃথক্ পৃথক্ ঐছে সব দেখাইল। দেখি আচার্য্যের মহা আনন্দ বাঢ়িল ॥ বস্ত্র অলঙ্কার কিছু মুদ্রা সহস্রেক। দিলেন আচার্য্য করি বিনয় অনেক॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস পরমস্নেহেতে। করান দর্শন সভে আনিয়া নৌকাতে ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ শ্রীদাস। গোকুলানন্দাদি সভে দর্শনে উল্লাস ॥ গঙ্গাতীরে লোকের সংঘট্ট অতিশয়। দেখিয়া বৈষ্ণবশোভা হর্ষে কত কয় ॥ কতক্ষণ গঙ্গাতীরে রহি সর্ব্বজন ॥ চলিলেন গৌরাঙ্গের করিতে দর্শন ॥ শ্রীযদুনন্দন আদি মহাহর্ষ মনে। সভে লৈয়া গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে ॥ গৌরাঙ্গের দর্শন করিয়া সর্ব্ব-জন। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥ উথলিল প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে। সকলে হইলা মত্ত শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥ শ্রীনাম-কীর্ত্তন ধ্বনি ভেদয়ে গগণ। নৃসিংহ চৈতন্য করে অদ্ভুত নর্ত্তন ॥ প্রেমাবেশে কহয়ে পরমেশ্বরীদাস। গাও গাও ওহে নরোত্তম শ্রীনিবাস ॥ ঠাকুর কানাই স্থির হইতে না পারে। রামচন্দ্রে আলিঙ্গন করে বারে বারে ॥ শ্রীদাস-গোকুলানন্দ গোবিন্দাদি যত। শ্রীনামকীর্ত্তনে সভে হৈলা উনমত ॥ প্রভু

প্রিয়গণের সর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনে কারে বা না করে আকর্ষণ॥ নামসঙ্কীর্ত্তন সুধা পিয়া কতক্ষণে। হইলেন স্থির সভে গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে॥ যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাসগ্রহণ। তথা ধূলি ধূসর হইলা সর্ব্বজন॥ কহিতে কি জানি প্রভুগণের যে রীতি। সে দিবস কণ্টকনগরে কৈলা স্থিতি॥ রজনীপ্রভাত হইতেই পরস্পর। হইলা বিদায় মহাব্যাকুল অন্তর॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি কত কৈয়া। কণ্টকনগর হৈতে গেলা নৌকা লৈয়া॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া প্রিয়গণে। কণ্টকনগর হৈতে আইলা যাজিগ্রামে॥ নিরুপম স্নেহ আচার্য্যের শিষ্য প্রতি। রাজারে বিদায় দিব ইথে খেদ অতি॥ বিষ্ণুপুর যাইবেন শ্রীবীরহাম্বীর। বিদায় হইতে চিত্তে না বাঁধয়ে থির॥ আচার্য্যপ্রভুর পাদপদ্ম ধরি শিরে। অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে ধীরে ধীরে॥ বনবিষ্ণুপুর শীঘ্র গমন করিয়া। করিবে সনাথ কৃপাদৃষ্টে নিরখিয়া॥ আলিঙ্গন করি করে আচার্য্যঠাকুর। না হইবে বিলম্ব যাইতে বিষ্ণুপুর॥ ইহা শুনি পড়ে নরোত্তম পদতলে। সিঞ্চয়ে দুখানি পাদপদ্ম নেত্রজলে॥ "করো অনুগ্রহ" কহে গদ্গদ বচনে। মোর সম অপরাধী নাই ত্রিভুবনে॥ মোর কুক্রিয়ায় দুঃখ পাইলা অন্তরে। সে সব ভাবিতে হিয়া কি জানি কি করে॥ ইহা শুনি কহেন ঠাকুরমহাশয়। সে কুক্রিয়া হৈতে হৈল সর্ব্বত্র বিজয়॥ এবে আর সে সকল না-করিহ মনে। সাবধান হও ভক্তিরত্ন উপার্জ্জনে॥ ঐছে কত

কহি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন। হইল রাজার মহা-উল্লসিত মন॥ রামচন্দ্র-গোবিন্দ-চরণে প্রণমিয়া। করয়ে যে দৈন্য, তা শুনিতে দ্রবে হিয়া॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহার চরণে। প্রণময়ে রাজা, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর যতেক শিষ্যগণ। ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন সভার চরণ॥ যাজিগ্রাম-বাসি লোকগণে প্রণমিয়া। বিদায় হইলা রাজা ব্যাকুল হইয়া॥ (রাজার মহিষী মহা উল্লাস অন্তরে। ছিলেন শ্রীআচার্য্যের ভবন-ভিতরে॥ আচার্য্যের ভার্য্যা নাম দ্রৌপদী ঈশ্বরী। সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণা অদ্ভুত মাধুরী॥ আনিয়াছিলেন রাণী বস্ত্র অলঙ্কার। তাহা পরাইয়া দেখে শোভা চমৎকার॥ সে দুই চরণ রাণী মস্তকে ধরিলা। বিদায় হইতে মহাব্যাকুল হইলা॥ যাজিগ্রাম-ভূমে বার বার প্রণমিয়া। চলিলেন রাণী চতুর্দ্দোলেতে চাপিয়া॥) যাজিগ্রাম হইতে রাজা গিয়া কথোদূরে। দিব্য যানে চড়ি গেলা বনবিষ্ণুপুরে॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুর তাহার পর দিনে। খণ্ডে গেলা নরোত্তম-রামচন্দ্র-সনে॥ শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া নিবেদয়। কালি প্রাতে খেতরি যাইব আজ্ঞা হয়॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে যাইবা খেতরি। কিছু দিন রহিয়া আসিবা শীঘ্র করি॥ এত কহি বিদায় দিলেন আচার্য্যেরে। যাজিগ্রামে আসি সভে চিন্তয়ে অন্তরে॥ আচার্য্যঠাকুর নরোত্তম প্রতি কয়। ঠাকুরের ঐছে আজ্ঞা কভু নাহি হয়॥ চৈতন্যগণের চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। না জানি কখন বা করেন অঙ্গীকার॥

এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে। হইয়া অধৈর্য্য স্থির হৈলা কতক্ষণে॥ আচার্য্য ঠাকুর শীঘ্র সভারে লইয়া। যাজিগ্রাম হৈতে আইলা কাঞ্চনগড়িয়া॥ তথা দুই দিবস করিলা অবস্থিতি। সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দে নিমগ্ন দিবা রাতি॥ চলিলেন কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রাম হৈতে। আইলেন বুধরি গ্রামের প্রদেশেতে॥ বুধরি-নিবাসী লোক মহাহর্ষ মনে। আগুসরি আনিলেন অপূর্ব্ব ভবনে॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুরমহাশয়। রামচন্দ্র-আদি হৈলা উল্লাসাতিশয়॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর পরমানন্দমনে। দিবা নিশি উন্মত্ত হইলা সঙ্কীর্ত্তনে॥ বুধরি গ্রামেতে দুই দিন স্থিতি করি। পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন খেতরি॥ শ্রীখেতরিবাসী লোক মহাহর্ষ চিতে। লইয়া গেলেন পদ্মাবতীতীর হৈতে॥ খেতরি গ্রামেতে প্রবেশিয়া সর্ব্ব জন। মনের আনন্দে কৈল প্রভুর দর্শন॥ কতক্ষণ রহি সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে। নিজ নিজ বাসায় গেলেন সর্ব্ব জনে॥ ভাগ্যবন্ত লোক যত খেতরি-নিবাসী। দর্শন-আনন্দে না জানয়ে দিবানিশি॥ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়। দিবা রাত্রি সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিলসয়॥ ভক্তিরসসাগরে বা কারে না ডুবায়। দোঁহার অদ্ভুত দয়া কেবা নাহি গায়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম দোঁহার চরিত। দিনে দিনে সর্ব্বত্রেই হয়েন বিদিত এক দিন এক মহাপাষণ্ড দুর্জ্জয়। সঙ্কীর্ত্তনে দোঁহে দেখি হইলা বিস্ময়॥ বঙ্গদেশী সেই বিপ্র ভাসি নেত্রজলে। লোটাইয়া পড়িলা দোঁহার পদতলে॥ তার্কিক বিষয়ী

বিপ্র হৈল ভক্তিময়। করিলা শ্রীআচার্য্যের পাদপদ্মাশ্রয়॥ আচার্য্য সোঁপিলা প্রাণনরোত্তমে তারে। সবে হর্ষ হৈলা তার ভক্তি অধিকারে॥ ঐছে রঙ্গ প্রকাশে আচার্য্য নরোত্তম। কে বুঝিতে পারে দোঁহ-চরিত্র দুর্গম॥ এক দিন আচার্য্য শ্রীনরোত্তমে লৈয়া। হইলেন ব্যাকুল নির্জ্জনে কিবা কৈয়া॥ অতি অল্প দিন রহি হইয়া বিদায়। গণ সহ যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায়॥ চলিলা ঠাকুর রঘুনন্দনের পাশে। তেহোঁ স্নেহাবেশে কোলে কৈলা শ্রীনিবাসে॥ জিজ্ঞাসি কুশল শ্রীনিবাস-করে ধরি। নির্জ্জনে বসিয়া কিছু কহে ধীরি ধীরি। আইসে সময় ইথে বিষম হইব। সভাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব॥

তথাহি শ্রীভজনামৃতে।

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংস্কৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ॥

নহিবে চিন্তিত ইথে প্রভু গৌররায়। সাধিব অনেক কার্য্য তোমার দ্বারায়॥ চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে। রাখিবে প্রভুর ধর্ম্ম স্বগণ-সহিতে॥ তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখগণ। হইব সম্মুখ লৈয়া তোমার শরণ॥ ঐছে কত কহি শ্রীনিবাস প্রবোধিলা। মদনগোপাল গৌরাঙ্গের আগে গেলা॥ লুব্ধ সমর্পিয়া গৌর-শ্রীগোপাল-চরণে। তিন দিন

মহামত্ত হৈলা সঙ্কীর্ত্তনে ॥ নরহরি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। গোপাল-গৌরাঙ্গ-রূপে অর্পিলা নয়ন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈয়া বার বার। হৈলা সঙ্গোপন দেখি লোকে চমৎকার ॥ ধন্য সে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী দিবস। কেবা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ ॥ শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর কানাই। কৈলা মহোৎসব আয়োজন অন্ত নাই ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য খণ্ডে রহিলা তাবৎ। মহামহোৎসব সাঙ্গ নহিল যাবৎ ॥ হৈল মহোৎসব যৈছে না হয় বর্ণন। সকল মহান্ত খণ্ডে করিলা গমন ॥ আচার্য্য ঠাকুর প্রাজ্ঞ সর্ব্ব-সমাধানে। কহিতে কি জানি, যে আনন্দ সঙ্কীর্ত্তনে ॥ শ্রীঠাকুর কানাইর পুত্র শ্রীমদন। তেহোঁ সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন ॥ মদনের গুণগণ কে কহিতে পারে। প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহি অল্পাক্ষরে ॥ কৈশোরে কানাইর ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়। শ্রীমদন আর বংশী ভক্তিরসময় ॥ মদন পৌগণ্ডে ভক্তিরত্ন প্রকাশিলা। প্রভু-নরহরি-পদে আত্ম সমর্পিলা ॥ যারে দেখি মহানন্দ পায় সর্ব্ব জনে। যে নৃত্য কীর্ত্তনে, তা বর্ণিতে কে বা জানে ॥ কি বলিব শ্রীখণ্ডে যে প্রেমের প্রকাশ। হইল সম্পূর্ণ যার যেই অভিলাষ ॥ সকল মহান্ত নিজ নিজালয়ে গেলা। শ্রীনিবাসাচার্য্য যত্নে বিদায় হইলা ॥ ঠাকুর কানাই যে কহিল গন্তকালে। শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নয়নের জলে ॥ শ্রীরঘুনন্দন গুণগণ সোঙরিয়া। আইলেন যাজিগ্রামে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্য রহিয়া দিন

চারি। বনবিষ্ণুপুরে গেলা অতি শীঘ্র করি॥ গোষ্ঠীসহ রাজা মহা উল্লাস অন্তরে। আগুসরি লৈয়া গেলা আচার্য্য ঠাকুরে॥ বিষ্ণুপুরে আচার্য্যের অপূর্ব্ব আলয়। গণসহ কৈল তথা আচার্য্য বিজয়॥ মহাভাগ্যবন্ত যত বিষ্ণুপুরবাসী। আচার্য্যের দর্শনে বিহ্বল দিবা নিশি॥

এক দিন শ্রীআচার্য্যঠাকুর স্বপ্নেতে। করয়ে বিবাহ গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে॥ এ অতি কৌতুক জানাইয়ে সঙ্ক্ষেপেতে। আচার্য্যের দ্বিতীয় বিবাহ যেন মতে॥ গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে। ব্রাহ্মণসমাজ তথা অশেষ বিশেষে॥ সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়। শ্রীরাঘবচক্রবর্ত্তী নাম কেহো কয়॥ (শ্রীমাধবী নামে হয় বিপ্রের বনিতা। তাঁর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া সুচরিতা॥ কন্যার সম্বন্ধ কথু স্থির নাই হয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী চিত্তে চিন্তা অতিশয়॥ একদিনে রজনীপ্রভাতে ঠাকুরাণী। কহয়ে ভর্ত্তার প্রতি সুমধুর বাণী॥ স্বপ্নে মোরে কহে এক বিপ্র মহা আর্য্য। তোমার কন্যার ভর্ত্তা শ্রীনিবাসাচার্য্য॥ যত্নে মুই তাঁর আগমন জিজ্ঞাসিতে। তেহোঁ কহে আইলাম শান্তিপুর হৈতে॥ পুন কিছু জিজ্ঞাসিতে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল। যে তেজ দেখিনু তাহা হৃদয়ে ব্যাপিল॥ বিপ্র কহে প্রভাতে মু দেখিনু স্বপন। শ্রীনিবাসাচার্য্যে কৈনু কন্যা সমর্পণ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহে বিলম্বে কি আর। যাই তথা অবশ্য করিব অঙ্গীকার॥ ব্রাহ্মণীর বাক্যে বিপ্র উল্লাস

অন্তরে। শীঘ্রগিয়া নিবেদন কৈল আচার্য্যেরে॥ শুনিয়া আচার্য্য স্তব্ধ হইয়া রহিলা। সর্ব্ব মনোহিত লাগি বিবাহ করিলা॥ সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য কহে বার বার। যৈছে কন্যা তৈছে পাত্র শোভা চমৎকার॥ গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়॥ কিছু দিন আচার্য্য রহিয়া বিষ্ণু-পুরে। আইলেন যাজিগ্রামে প্রবোধি সভারে॥ সভাসহ আচার্য্য গমন নিজ ঘরে। গ্রামবাসী লোক দেখে উল্লাস অন্তরে॥ আচার্য্যের ভার্য্যা দুহুঁ দোহেঁ নিরখিয়া। স্বাভাবিক প্রেমানন্দে উথলয়ে হিয়া॥ দোঁহার যে প্রেমচেষ্টা কহি সাধ্য নাই। আচার্য্যের সেবাসুখে বিহ্বল সদাই॥ আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিলসয়। শিষ্যগণে ভক্তিগ্রন্থরত্ন বিতরয়। এক দিন আচার্য্য কহয়ে শিষ্যগণে। অকস্মাৎ আনন্দ জন্মিছে মোর মনে॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি প্রভুগণ। অদ্য বা সভার এথা হয় আগমন॥ এত কহিতেই শ্রীপরমেশ্বরী দাস। আই-লেন দূরে দেখিলেন শ্রীনিবাস॥ সভাসহ আগুসরি আচার্য্য-ঠাকুর। কৈল যে সম্মান তাহা বচনের দূর॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি সর্ব্বজনে। জিজ্ঞাসে কুশল বসাইয়া দিব্যাসনে॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস কহে ধীরি ধীরি। নির্ব্বিঘ্নে গেলাম বৃন্দাবনে শীঘ্র করি॥ সেবাধিকারিরে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা। লৈয়া গেনু যাঁরে তাঁরে বামে বসাইলা॥

পূর্ব্বে ঠাকুরাণী হর্ষে বসিলা দক্ষিণে। হইল অদ্ভুত শোভা

দেখিনু নয়নে ॥ ওহে শ্রীনিবাস কেহো নারে স্থির হৈতে। প্রিয়াসহ সিংহাসনে দেখি গোপীনাথে। পরস্পর কহে দেখ কি অপূর্ব্ব বেশে। শ্রীজাহ্নবীপ্রেষিত রাধিকা বামপাশে ॥ ঐছে কহি জাহ্নবী ঈশ্বরী-গুণ গায়। প্রকাশে মহিমা শুনি কেবা না জুড়ায় ॥ পুন সভে ঈশ্বরীর দর্শন লাগিয়া। করয়ে প্রার্থনা গোপীনাথ মুখ চা'য়া ॥ লোকের যে আর্ত্তি তাহা কহিল না হয়। একদৃষ্টে শ্রীরাধিকা পানে নিরিখয় ॥ শ্রী-জাহ্নবী স্থাপিত রাধিকা এই কৈয়া। ইতস্ততঃ ফিরে লোক উল্লসিত হৈয়া ॥ তথা মহা মহোৎসব করিয়া দর্শন। এথা অতি নির্ব্বিঘ্নে আইনু সর্ব্বজন ॥ কণ্টকনগরে অদ্য নৌকায় চড়িব। খড়দহে শীঘ্র এ সংবাদ জানাইব ॥ শ্রীঈশ্বরী পুন শীঘ্র যাইবেন তথা। তোমারেও কহিয়াছি আছে পূর্ব্বকথা ॥ শুনি শ্রীআচার্য্য মহা উল্লাস হইলা। সবাসহ শ্রীকণ্টকনগরে আইলা ॥ শ্রীপরমেশ্বরী আদি চড়িলা নৌকায়। শ্রীনিবাস কহি কত হইলা বিদায় ॥ শ্রীপরমেশ্বরী আদি খড়দহে গেলা। শ্রী-বসু জাহ্নবা শ্রীচরণে প্রণমিলা ॥ কহিল সকল শুনি জাহ্নবী ঈশ্বরী। হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে কহিতে না পারি ॥ ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে। শ্রীপরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে ধীরে ॥ তড়া আঠপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ। তথা রাধাগোপী-নাথসেবা প্রকাশ হ ॥ ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস। রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ ॥ শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা

সেই খানে। হৈল যে উৎসব তা দেখিল ভাগ্যবানে॥ যে যে গ্রামে ঈশ্বরীর হইল গমন। সে সব গ্রামের ভাগ্য না হয় বর্ণন॥ রাজবলহাটের নিকট ঝামট পুরে। গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে॥ তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয়। ঈশ্বরীকৃপায় তেহোঁ হৈলা ভক্তিময়॥ (যদুনন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর। কহিতে কি অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যাঁর॥ তার দুই দুহিতা শ্রীমতী নারায়ণী। সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥ শ্রীঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্। প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥ বিবাহসময়ে মহাকৌতুক হইল। যদুনন্দনেরে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈলা। শ্রীমতী শ্রীনারায়ণী দোঁহে শিষ্য কৈলা॥ বীরচন্দ্র বিবাহ দেখিল ভাগ্যবানে। বিবাহে যে শোভা তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ [মহাতেজোময় নিত্যানন্দের নন্দন। চৈতন্য অভিন্ন দেহ ভুবনমোহন॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং॥

সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥

(বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র। পুত্রবধূ দেখি বসু হৈলা মহানন্দ॥ খড়দহগ্রামে হৈল উল্লাস সভার। দিলেন যৌতুক যত লেখা নাই তার॥ ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবী হর্ষ অতি। শ্রীগঙ্গাদেবীর গুণ কহি কি শকতি॥ তাঁর শুভ

বিবাহে কৌতুক হৈল যত। সর্ব্বত্র বিদিত তাহা কে কহিবে কত॥ গঙ্গা দেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয়। তাঁর ভর্ত্তা আচার্য্যমাধব ভক্তিময়॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং॥

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ॥

শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াং॥

"প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব। ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ"॥ খড়দহে যে আনন্দ কহনে না যায়। বীরচন্দ্র-চরিত্র কেবা বা নাহি গায়॥ পুত্রের বিবাহ দিলা জাহ্নবী ঈশ্বরী। দীনহীন জনে কৈলা ভক্তি-অধিকারী॥) পুনঃ গণসহ শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন। রাধাসহ গোপীনাথে করিলা দর্শন॥ মধ্যে গোপীনাথ রাধা দক্ষিণ বামেতে। মহাদ্ভুত শোভা বিজ্ঞে বর্ণে নানা মতে॥

তথাহি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতস্তবামৃতলহর্য্যাং॥

তাপিঞ্জঃ কিং প্রেমবল্লীমুপান্তঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বদ্যোতিবিদ্যুদ্ঘনঃ কিং।
কিম্বা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতি র্নঃ॥

শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি কহি কি শকতি। শ্রীজাহ্নবী প্রেমাধীন সে প্রেমমূরতি॥

তথাহি তত্রৈব ॥

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুঞ্জন্ দেবালভ্যফেনঃ সুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতি র্নঃ ॥

শ্রীঈশ্বরী গৌড়ে হৈতে যে দ্রব্য আনিল। তাহা রাধা গোপীনাথে সমর্পণ কৈল ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানা সামগ্রী করিলা। শ্রীরাধিকাসহ গোপীনাথে ভুঞ্জাইলা ॥ রাধা গোপী-নাথে কৈল অশেষ প্রার্থনা। ঈশ্বরীর চেষ্টা বা বুঝিব কুন জনা ॥ শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন-স্থানে গেলা। শ্রীরাধিকা সহ দেখি নেত্র জুড়াইলা ॥ শ্রীরাধিকা সহ তিন প্রভু দয়াময়। গৌড়িয়াগণের প্রাণ জীবন নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য খণ্ডে।

“শ্রীরাধিকা সহ শ্রীশ্রীমদনমোহন ॥ শ্রীরাধিকা সহ শ্রীশ্রী-গোবিন্দ চরণ। শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীল গোপীনাথ ॥ এই তিন গৌড়িয়া-জীবন প্রাণনাথ।” শ্রীঈশ্বরী যৈছে বৃন্দাবনে বিলসয় ॥ তাহা এক মুখে কহিবার সাধ্য নয়। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর গমনাগমন। বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ ॥ শ্রী-ঈশ্বরী ব্রজে পুন গমন প্রকার। অনুরাগবল্লী-আদি গ্রন্থেতে প্রচার ॥

কিছু দিনে প্রভু বীরচন্দ্র মাতা-স্থানে। অনুমতি লইল

যাইতে বৃন্দাবনে ॥ শুভক্ষণে খড়দহ হৈতে যাত্রা কৈলা। স্বগণ সহিত সপ্তগ্রামেতে আইলা ॥ পরম সুকৃতিমন্ত বণিক্-ভবনে। দিন দুই রহে হৈয়া বিহ্বল কীর্ত্তনে ॥ পতিত দুঃখিতে ভক্তি-রত্ন দান দিয়া। আইলেন শান্তিপুরে উল্লসিত হৈয়া ॥ প্রভু অদ্বৈতের পুত্র কৃষ্ণমিশ্র সনে। হইলেন পরমবিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে কৃষ্ণমিশ্রে না জানি কি নির্জ্জনে কহিয়া। আইলা অম্বিকা প্রিয়গণ সঙ্গে লৈয়া ॥ তথা যে আনন্দ তাহা কহি কি শকতি। নবদ্বীপে আসি দিন দুই কৈল স্থিতি ॥ নদীয়ায় যে প্রেম-প্রকাশ কৈলা প্রভু। তাহা এক মুখে না বর্ণিতে পারি কভু ॥ নবদ্বীপ হৈতে শীঘ্র শ্রীখণ্ডে চলিলা। ঠাকুর কানাই আগুসরি লৈয়া গেলা ॥ শ্রীরঘুনন্দন-পুত্র ঠাকুর কানাই। তাঁর প্রেম-চেষ্টা যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু তাঁরে সন্তোষিয়া। যাজিগ্রামে চলিলেন নিভৃতে কি কৈয়া ॥ গণসহ আচার্য্য ঠাকুর আগুসরি। লইয়া গেলেন ঘরে মহাযত্ন করি ॥ তথা কৃষ্ণকথা-রসে বিহ্বল হইলা। না জানি নিভৃতে কিবা আচার্য্যে কহিলা ॥ কণ্টকনগর চলে যাজিগ্রাম হৈতে। আচার্য্য চলয়ে সঙ্গে স্বগণ সহিতে ॥ কণ্টকনগরে এক দিন কৈল স্থিতি। তথা হৈলা প্রেমায় বিহ্বল দিবা রাতি। শ্রী-নিবাসাচার্য্য প্রভু বিদায় করিয়া। শ্রীখেতরি গ্রামে গেলা বুধরি হইয়া ॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় কত না আনন্দে। আগুসরি লৈয়া গেলা প্রভু বীরচন্দ্রে ॥ সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ-

প্রাঙ্গণে। আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে ॥ শ্রীঠাকুর মহাশয়ে নির্জ্জনে কি কৈয়া। চলিলেন ব্রজে গণসহ হর্ষ হৈয়া ॥

পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণে কৃপা কৈলা। সে ব্রাহ্মণ ভক্তি-রত্ন-ধনে ধনী হৈলা ॥ এক বিপ্র বিদ্যা-গর্ব্বে কাহু না গণয়। তার গর্ব্ব চূর্ণ করি কৈল ভক্তিময় ॥ পথে নানা কৌতুক প্রকাশি গণ সনে। মথুরায় প্রবেশ করিলা কথোদিনে ॥ প্রভু বীরচন্দ্রের সৌন্দর্য্য অতিশয়। দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাই হয় ॥ পরস্পর কহে লোক চাহি প্রভু-পানে। দেখ নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তানে ॥ কেহো কহে মনুষ্যে কি এত শোভা হয়। কেহো কহে এ যেন মানুষ কভু নয় ॥ কেহো কহে দেখ কি অপূর্ব্ব সঙ্গিগণ। দেখিতে সবার তেজ জুড়ায় নয়ন ॥ ঐছে কত কহি, চাহি রহে সর্ব্বজন। সর্ব্বত্র ব্যাপিল বীরচন্দ্রের গমন ॥ শুনি বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে। আগুসরি লইতে আইসে সর্ব্ব জনে ॥ শ্রীজীবগোসাঞি শ্রীচৈতন্য-প্রেমময়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুণের আলয় ॥ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্যবর্য্য। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য্য ॥ তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি। গোবিন্দাধিকারি-গুণ কহি অন্ত নাই ॥ শ্রীগোবিন্দ যাঁর প্রেমাধীন জানাইলা। যাঁর ঠাই দুগ্ধ-অন্ন মাগিয়া খাইলা ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা।

গুরৌ মে হরিদাসাখ্যে শ্রীশ্রীসেবা সমর্পিতা ॥
যৎসেবয়া বশঃ শ্রীমদ্গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
পয়সা সংযুতং ভক্তং * যাচতে করুণাম্বুধিঃ ॥

শ্রীমদনগোপালের সেবা অধিকারী। গদাধরশিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ॥ গদাধরপণ্ডিত গোসাঞিের শিষ্য আর। গোসাঞি গোপাল দাসাধিক অধিকার ॥ শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধুপণ্ডিত। গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত ॥ শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ্য † ভবানন্দ। গোপীনাথ সেবায়ে যাঁহার মহানন্দ ॥ হরিদাস গোপাল শ্রীভবানন্দাদয়। গোবিন্দাধিকারী সবে আনন্দে চলয় ॥ কাশীশ্বর গোসাঞি যে সর্ব্বত্রে বিদিত। শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত সহ যাঁর অতি প্রীত ॥ কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহা আর্য্য। গোবিন্দগোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য্য ॥ গোবিন্দ যাদবাচার্য্য আদি যত জন। পরম আনন্দে হৈল সবার গমন ॥ প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্ব্ব জনে। ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে ॥ প্রভু প্রেমভক্তি রীতে কেবা না বিহ্বল। গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণবসকল ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। সবাসহ বীরচন্দ্র করিলা দর্শন ॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধারমণে দেখিলা। রাধাদামোদরে দেখি নেত্র জুড়াইলা ॥ শ্রীভূগর্ভ শ্রীজীবগোস্বামি আদি স্থানে।

---

* ভক্তং অন্নং "ভাত" ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ ॥

† সতীর্থ্য—সহাধ্যায়ী ॥

অনুমতি লৈয়া চলে শ্রীবনভ্রমণে॥ যাদব আচার্য্য আদি সঙ্গেতে চলিলা। মধু তাল কুমুদ বহুলা বনে গেলা॥ সবাসহ রাধাকুণ্ডে গমন করিতে। শ্রীজীবগোস্বামী আদি মিলে সেই পথে॥ অনেক বৈষ্ণবে প্রভু বেষ্টিত হইয়া। দেখয়ে অদ্ভুত শোভা কুণ্ডতীরে গিয়া॥ প্রভু গৌরচন্দ্র বনভ্রমণের কালে। বসিয়াছিলেন কুণ্ডে তমালের তলে॥ তথায় যাইয়া বীরচন্দ্র প্রেমময়। হইলেন যৈছে দেখি সবার বিস্ময়॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভু বীরচন্দ্র। কুণ্ডদ্বয় দর্শনে পাইলা মহানন্দ॥ রাধা-কুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে। হৈলা মহাবিহ্বল নাচিলা সঙ্কীর্ত্তনে॥ ব্রজবাসিগণে নানা দ্রব্য ভুঞ্জাইল। সবা সহ দিন পাঁচ ছয় স্থিতি কৈল॥ শ্রীজীব শ্রীভূগর্ভাদি ভাগবতগণে। করিলেন বিদায় যাইতে বৃন্দাবনে॥ যদ্যপি যাইতে কেহো না পারে ছাড়িয়া। তথাপি যায়েন তাঁর সন্তোষ লাগিয়া॥ গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে॥ তথা হৈতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা॥ বাসুদেব উদ্ধব যাদব কথোজন। প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে করিলা গমন॥ গোবর্দ্ধন হৈতে দেখি কৃষ্ণ-লীলা স্থান। সবা সহ কাম্যবনে করিলা পয়ান॥ বিমানাদি কুণ্ডে স্নান করি কাম্যবনে। বৃষভানু পুরে গেলা মহাহর্ষ মনে॥ বাসুদেব প্রভু বীরচন্দ্রে প্রতি কয়। এই খানে বৃষভানু রাজার আলয়॥ নানা ছলে কৃষ্ণ এথা আগমন করি। অন-

ক্ষিত দেখে রাধা অঙ্গের মাধুরী ॥ এক দিন কৃষ্ণ বসি ভাবে মনে মনে। কিরূপে যাইব বৃষভানুর ভবনে ॥ বৃষভানু কন্যা-জন্মতিথি উৎসবেতে। শ্রীদামে পাঠান নন্দালয়ে নিমন্ত্রিতে ॥ শ্রীদাম যাইয়া সবে কৈল নিমন্ত্রণ। বৃষভানু-ভবনে আইলা সর্ব্বজন ॥ কৃষ্ণ মহানন্দে এথা আসি দাঁড়াইলা। সখীর ইঙ্গিতে রাঈ নির্জ্জনে রহিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ দোঁহে দোঁহা দেখি অলখিত। ফিরাইতে নারে নেত্র হৈয়া বিমোহিত ॥

গীতে যথা—তোড়ী ॥

রাধিকার জন্ম,-তিথি দিন জানি, ব্রজে কেহো ধৃতি ধরিতে নারে। নন্দ যশোদাদি, অধিক উলাসে, আইসেন বৃষভানুর ঘরে ॥ বৃষভানু নন্দে, আগুসরি ঘরে, আসে যশোদায় কৃত্তিকা লৈয়া। দধি হরিদ্রাদি, ছড়া'য়া অঙ্গণে, নাচে গোপগণ হরষ হৈয়া ॥ বাজে কত ভাঁতি, বাদ্য কোলাহলে, কেহো কারু কথা না শুনে কাণে। পাইয়া সময়, কাল অলখিত, চাহি রহে রাঈমুখের পানে ॥ রাধা বিধুমুখী, শ্যামমুখ শোভা, হেরি রহে নারে ফিরা'তে আঁখি। নরহরি ভণে, না জানি-কি রস, প্রকাশয়ে দুহুঁ দোঁহারে দেখি ॥

প্রভু বীরচন্দ্র বৃষভানু-পুর হৈতে। প্রবেশিলা নন্দগ্রামে সভার সহিতে ॥ বাসুদেব কহে চাহি প্রভু মুখপানে। এথা মহারঙ্গ কৃষ্ণ জন্মতিথি দিনে ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

রাণী যশোমতী, কহে নন্দ প্রতি, কৃষ্ণ-জন্মতিথি ইথে। করি নিমন্ত্রণ, আন বন্ধুগণ, এ সাধ উপজে চিতে ॥ শুনি নন্দ-ঘোষ, হইয়া সন্তোষ, উপনন্দসুতে আনি। বৃষভানু ঘরে, পাঠায়েন তারে, কহিয়া বিনয়বাণী ॥ শুনি সেই ক্ষণে, ভানুর ভবনে, কৈলা নিমন্ত্রণ গিয়া। বৃষভানুগণ, সহিত গমন, করে নানা দ্রব্য লৈয়া॥ আনন্দে কৃত্তিকা, রাণী প্রেমাধিকা, রাধিকা লইয়া সাথে। যশোমতী পাশে, যাইতে উল্লাসে, যশোদা মিলিলা পথে ॥ কত না আদরে, লৈয়া গেলা ঘরে, আসনে বসা'লা রাণী। বৃষভানু নন্দে, মিলিলা আনন্দে, হইল মঙ্গল ধ্বনি ॥ বরজনগরে, * প্রতি ঘরে ঘরে, রটয়ে উৎসবকথা। গোপীগণ নেহে, চলে নন্দ গেহে, গাইয়া মঙ্গলগাথা ॥ নানা আভরণ, দধি দুগ্ধ ঘৃত, ঢালে নন্দালয়ে গিয়া ॥ নন্দাদিকসঙ্গে, সবে নাচে রঙ্গে, বিবিধ তরঙ্গ তায় ॥ বাজে যন্ত্রগণ, ঘনশ্যাম ঘন, নন্দমহোৎসব গায় ॥

পুনর্ধানশী ॥

কৃষ্ণের জনম তিথি দিনে। আহা মরি কি আনন্দ নন্দের ভবনে ॥ রাধিকা-বদন দূরে দেখি। অনিমিখ কৃষ্ণের ঝরয়ে দুটি আঁখি ॥ রাধিকা ধৈরয নাই বাঁধে। অলখিত চাহিয়া শ্যামের মুখচাঁদে ॥ আঁখি কোণে সখীরে জানায়। গুরুজন-

* বরজনগরে—ব্রজনগরে ॥

মাঝে এবে কি হবে উপায় ॥ ভাবিতে ভাবিতে বিনোদিনী। হইলা বিরস ঘামে তিতে* তনু খানি ॥ ললিতা রাঈরে সেই ক্ষণে। বিরচিয়া ছলে লৈয়া গেলা নিরজনে ॥ নয়নইঙ্গিতে কুন্দলতা। পাঠাইলা কাণুরে আছয়ে রাই যথা ॥ দোঁহার মিলনে মহারঙ্গ। নরহরি দেখে দূরে রহি সখী-সঙ্গ ॥

কৃষ্ণ-জন্মতিথি-রঙ্গ শুনি হর্ষ মনে। দেখে কৃষ্ণ বিলাসের স্থান গণসনে ॥ শ্রীপাবন সরোবরে প্রভু স্নান কৈলা। দেখিয়া খদিরবণ যাবটে আইলা ॥ কৃষ্ণলীলা-স্থান বহু দর্শনে উল্লাস। রামঘাটে গেলা যথা কৈলা রাম রাস ॥ বলদেব-চরিত্র গাইয়া নৃত্য কৈলা। দেখিয়া ভাণ্ডীরবট স্থান হর্ষ হৈলা ॥ বাসুদেব কহে এ ভাণ্ডীরবট-স্থান। শ্রীভাণ্ডীর বট হইলেন অন্তর্দ্ধান ॥ শুনি প্রভু বীরচন্দ্র বসিয়া নির্জ্জনে। ভাণ্ডীরে যে ক্রীড়া তাহা চিন্তে মনে মনে ॥ অকস্মাৎ দেখে রামকৃষ্ণ দুই ভাই। গোপাল সহিত বিলসয়ে সেই ঠাঁই ॥ শ্রীভাণ্ডীরবট শোভা অতি মনোহর। দেখি বীরচন্দ্র প্রভু অধৈর্য্য অন্তর ॥ নন্দঘাট চিরঘাট গেলা ভদ্রবন। ভাণ্ডীর শ্রীলোহ বনে করিলা ভ্রমণ ॥ গণসহ শ্রীগোকুল মহাবনে গিয়া। দেখিলেন কৃষ্ণ-জন্মস্থান হর্ষ হৈয়া ॥ রাঅলে দেখিয়া শ্রীরাধিকা-জন্মস্থান। মথুরায় শ্রী-বিশ্রান্তিঘাটে কৈলা স্নান ॥ দেখি গোকর্ণাখ্য শিব গেলেন অক্রূরে। বৃন্দাবনে প্রবেশিলা গোবিন্দমন্দিরে ॥ সেই দিন

* তিতে—আর্দ্র হয় ( ভিজে )।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হয়। শ্রীগোবিন্দ-জন্ম-অভিষেক শোভা-ময়॥ দেখি এ সকল লোক মনের উল্লাসে। কেহো কত কহয়ে মধুর মৃদু ভাষে॥

গীতে যথা—মঙ্গলঃ॥

আজু শুভ ক্ষণে, জন্ম-অভিষেক, সিংহাসনে শোভে গোবিন্দ-ইন্দু। অঙ্গভঙ্গি ভূরি, ভুবন মোহয়ে, নিরুপম রূপ, অমিয়া-সিন্ধু॥ মনমথ মদ, ভর হরমুখ, হেরি কেহো নাহি ধৈরয বাঁধে। দধি হরিদ্রাদি, ছড়া'য়া অঙ্গণে, নাচে সবে মহা-মধুর ছাঁদে॥ অভিষেক-গীত, গায় নানা ভাঁতি, ধরে তাল তাহে উথলে হিয়া। বায় মৃদঙ্গাদি, বাদ্য দৃমি দৃমি, তাদৃমি দৃমিকি তাধিক্ ধিয়া॥ সুরপতি গতি, অতিঅলক্ষিত, বরিষে কুসুম স্বগণ সঙ্গে। জয় জয় ধ্বনি, ঘন ঘন ভণ, ঘনশ্যাম মন মুদিতরঙ্গে॥

পুনঃ কামোদঃ॥

দেখ অভিষেক শুভ ক্ষণে। গোকুলবল্লভ বিলসয়ে সিংহা-সনে॥ আহা মরি কি রূপ মাধুরী। কুলবতী গতীর পরাণ করে চুরি॥ কি নব সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া। কে মাজিলে এ তনু কেমনে ধরি হিয়া॥ কে সাধে পরাইলে পীতবাস। মেঘের উপরে কি বিজুরী পরকাশ॥ গোরোচনা-চন্দন-সহিতে। কে দিলে তিলক ভালে ভুবন মোহিতে॥ কে বান্ধিলে ফুলে কেশ ঝুটা। জগতের ধৈরয ধরম ধন ছুটা॥ কে দিলে কুণ্ডল

শ্রুতিমূলে। দোলে কি মধুর ইথে কেবা নাহি ভুলে ॥ কে দিলে গলায় মণিমালা। বাঢ়াইলে অবলাকুলের কামজ্বালা ॥ কে দিলে নূপুর রাঙ্গা পায়। ঝুনু নুনু নুনু রবে রমণী মাতায় ॥ আপনা নিছয়ে ঘনশ্যাম। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে মুরুছয়ে কত কাম ॥

প্রভু বীরচন্দ্রের আনন্দ খেণে খেণে। মদনমোহন গোপী-নাথের দর্শনে ॥ ভাদ্র শুক্লা অষ্টমীতে রাধিকা-জনম। দেখে তাঁর অভিষেক-শোভা নিরুপম ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজু কি মঙ্গল অভিষেক শোভাময়। রাধিকা-রতন সিংহাসনে বিলসয় ॥ জিনি কাঁচা সোনা রূপ ঝলমল করে। মুখচাঁদে কত-না চাঁদের মদ হরে ॥ নিরুপম নয়ন চাহনি চারু শোভা। প্রতি অঙ্গ বলনি ভুবন মন-লোভা ॥ কেবা না আইসে এ না শোভা নিরখিতে। ফিরাইতে নারে আঁখি বারেক চাহিতে ॥ জয় জয় ধ্বনি সবে করে চারি পাশে। বিয়াপে বাদ্যের ধ্বনি এ ভূমি আকাশে ॥ নাচে কত সাধে লোক দেখা নাই তার। দধি দুধ হলদি ছড়ায় ভারে ভার ॥ উপজয়ে পরম কৌতুক তিলে তিলে। এ হেন আনন্দে কার হিয়া না উথলে ॥ আইল যাচক যত তোষয়ে সভায়। ভুবন ভরিল যশে নরহরি গায় ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

আজু কি মঙ্গল অভিষেক শুভ ক্ষণে। বিলসয়ে রাধিকা—

রতন সিংহাসনে॥ দেখ দেখ ওনা রূপ নয়ন ভরিয়া। কুন বিধি নিরমিল কি মাধুরী দিয়া॥ কনক-দামিনী-দাম রূপে কি উপমা। চাঁদের গরব হরে ও মুখচন্দ্রমা॥ কি মধুর মধুর মধুর মৃদু হাসি। বরিষয়ে সদাই অমিয়া রাশি রাশি॥ ভুবন মোহন মন মোহন চাহনি। নয়ন নিছনি মীন খঞ্জন হরিণী॥ জগত আঁধার করে কালকেশ-ছটা। বিজুরী শিখরে যেন জলদের ঘটা॥ অধর পরশে নাসা বেশর সুভাঁতি। ভুরু ভুজঙ্গিনী কিয়ে ভ্রমরের পাঁতি॥ মদন মুরুছে হেরি চিকুরের* আভা। কনক মৃণাল জিনি ভুজযুগ শোভা॥ ঝলকে অঙ্গুলী গুলি চাঁপার কলিকা। রাঙ্গা করতল নখে ফুটিল মল্লিকা॥ কি মধুর গ্রীবার ভঙ্গিমা বক্ষ পীন। মৃগপতি নিন্দি মাজা খানি অতিক্ষীণ॥ নিরুপম ললিত নিতম্ব পরিসর। উলট কদলী উরু পরম সুন্দর॥ চরণকমল-তলে অরুণ উদয়। নরহরি হিয়ার মাঝারে বিলসয়॥

রাধিকার জন্ম-অভিষেক নিরখিয়া। প্রভু বীরচন্দ্র না ধরিতে পারে হিয়া॥ কিছু দিন রহি মহানন্দে বৃন্দাবনে। গৌড়দেশে গমন করয়ে গণসনে॥ সর্ব্বত্র বিদায় হইলেন যেন মতে। তাহা এক মুখে কিছু নারি নিবেদিতে॥ গম-নের কালে সঙ্গে চলে সর্ব্ব জন। কথোদূরে গিয়া সবে করয়ে ক্রন্দন॥ প্রভু বীরচন্দ্র নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া। করি-

* "চিবুকের এইটী পাঠান্তর।

লেন সকলে বিদায় কত কৈয়া ॥ প্রভু বীরচন্দ্র করি ধৈর্য্যা-বলম্বন। মথুরা হইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥ গৌড়ে আসি পূর্ব্বমত সর্ব্বত্র ভ্রমিলা। বৃন্দাবনপ্রসঙ্গ সবারে জানাইলা ॥ নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া। খেড়দহে জননীরে প্রণমিলা গিয়া ॥ প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে গমনাগমন। কহিলু সঙ্ক্ষেপে বিস্তারিব বিজ্ঞগণ ॥ গঙ্গা-বীরচন্দ্রের চরিত্র সুধাময়। বিস্তারিতে নারি, গ্রন্থ বাহুল্যের ভয় ॥ শ্রদ্ধা করি এ সব শুনয়ে যেই জন। অনায়াসে ঘুঁচে তার এ ভববন্ধন ॥ দন্তে তৃণ ধরিয়া কহিয়ে বার বার। ভক্তিরত্নাকর মধ্যে ডুব অনিবার ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যচরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাসনরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য বিবাহাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

## চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

-০:*:০-

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়। জয় নিত্যানন্দ রাম

রোহিণীতনয় ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র কুবের নন্দন। জয় গদাধর তাঁর গৌরাঙ্গ জীবন ॥ জয় জয় শ্রীবাস মুরারি প্রেমময়। জয় জয় বক্রেশ্বর গুণের আলয় ॥ জয় হরিদাস জয় দাস গদাধর। জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর ॥ জয় নরহরি গৌরীদাস ধনঞ্জয়। জয় রামানন্দ ভবানন্দের তনয় ॥ জয় শ্রীবিজয় বাসু মাধব মুকুন্দ। জয় কাশীশ্বর যদু শ্রীপরমানন্দ ॥ জয় জয় শ্রীনন্দন আচার্য্যরতন। জয় গৌরচন্দ্রপ্রিয় রূপ সনাতন ॥ জয় রঘুনাথ রঘুনাথ শ্রীগোপাল। শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ শ্রীজীব দয়াল ॥ জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ। যাঁ সভার স্মরণে মিলয়ে ভক্তিধন ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর পরমানন্দমনে। ভক্তিগ্রন্থ সদা আস্বাদয়ে গণ সনে ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক প্রভুর কৃপায়। ভক্তিবিরোধির গর্ব্ব হরয়ে সদায় ॥ আচার্য্যের প্রেমভক্তি চেষ্টা অন্ত নাই। যাঁরে অত্যাদর করে শ্রীজীব গোসাঁই ॥ শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কে কহিতে পারে। ব্রজে হৈতে কৃপাপত্রী লেখে আচার্য্যেরে ॥ একদিন আচার্য্য কহয়ে নিজগণে। আসিব গোসাঁইর পত্রী বিলম্ব বা কেনে ॥ হেনই সময়ে বিজ্ঞ শ্রীবসন্তরায়। পত্রী লৈয়া আইলা তেঁহো আচার্য্যসভায়। ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে। শ্রীজীবগোসাঁইর পত্রী দিলা আচার্য্যেরে ॥ আচার্য্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া। করে পত্রী পাঠ, নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥

# শ্রীপত্রিকা । ১

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি ॥

—— •:•:• ——

স্বস্তি মদীয়সমস্ত-সুখপ্রদ-পদদ্বন্দ্ব-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু—

জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি ।

ভবতাং কুশলং সদা সমীহে, তত্তু বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ, তত্রাহং সম্প্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যেচ তথা বর্ত্তন্তে, কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিচরণা দেহং সমর্পিতবন্ত আত্মানন্তু শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেসঃ। স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেত্যপি ।

পরঞ্চ। শ্রীব্যাসশর্ম্মাণং প্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে শ্রীবাসুদেবকবিরাজো বা তদপি লেখ্যং ॥

অপরঞ্চ। শ্রীরসামৃতসিন্ধু-শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূহরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকীয়সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়ো জ্ঞেয়াঃ। তত্রকীয়েষু তু মম নমস্কারাদয়ো বাচ্যাঃ॥ ইতি ভাদ্র সুদী।

শ্রীরাজমহাশয়েষু শুভাশিষঃ॥

পত্রী মধ্যে বৃন্দাবনদাস নাম যাঁর। তেঁহো আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার॥ পুত্র হবা-মাত্র ব্রজে সংবাদ হইল। শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম থুইল॥ ব্যাস বাসুদেব আচার্য্যের শিষ্যদ্বয়। রাজা নাম শ্রীবীরহাম্বীর শ্রেষ্ঠাশয়॥

ইত্যেকপত্রিকা॥

কিছু দিনে পুনঃ পত্রী আইল আচার্য্যেরে। সভামধ্যে আচার্য্য পত্রিকা পাঠ করে॥

## শ্রীপত্রিকা। ২

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

——•:০:০-

স্বস্তি সমস্ত-গুণ-প্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীনিবাসাচার্য্যমহত্তমেষু, ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্নস্তস্য সপ্রণামালিঙ্গনশুভাশংসনকং। স্বস্তি মুখমিদং—

শমিহ সমীহিতং শ্রীবৃন্দাবনবাসরূপং বসত্যেব। ভবতাং তদ্ভদনুভাবায় § সমুৎসুকোঽপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ-তদ্বিরুদ্ধশ্রবণাভ্যাং দুনিতচিত্তোঽস্মি। তস্মাদবথাযথং সাম্প্রতেনাপি তচ্ছ্রাবণেন সান্ত্বয়িতব্যোঽস্মি।

§ "তদনুভাবনয়া" ইতি পাঠান্তরঃ॥

পরঞ্চ। পূর্ব্বভবং * পত্রিকাপ্রতিবচনং পূর্ব্বমেব লিখিতবন্তঃ স্ম। সম্প্রতি চ নিবেদয়ামঃ,-বিবোধী ভগবদ্ভক্তৈর্বিদাহীন্দ্রিয়স্ব-দেহয়োঃ শোকস্তথাপি কর্ত্তব্যো যদি শোচো নিবর্ত্ততে॥ইতি॥

অন্যচ্চ। এতে শ্রীশ্যামদাসাচার্য্যাঃ পারমার্থিকাঃ ভবতাং সবাসনা ভবন্তি ব্যুৎপন্নাশ্চ তস্মাদেতৈঃ সমং ব্যতিস্মিহ শ্রী-ভগবদ্ভক্তি-বিচারাদিকং কর্ত্তুং উচিতং, ঈদৃশেন সহায়েন পাষণ্ডিনশ্চ খণ্ডিতাঃ স্যুঃ। সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য্যচ বৈষ্ণবতোষণী-দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগোপালচম্পূ-পুস্তকানি তত্রা-মীভির্নীয়মানানি সন্তি ততঃ পুস্তকবিচারয়োঃ শোধনায় চ ব্যতিমক্তব্যমেভিঃ, আত্মীয়পালনবুদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যাত্রেতি।

অপরঞ্চ। পূর্ব্বং যং হরিনামামৃতব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থা-পিতমাসীৎ তদ্‌যদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যাদিবৃত্ত্যাদিদৃষ্ট্যা ভ্রমাদিকং শোধ্যং অন্যপরিশেষপুস্তকান্তরং চাত্র বর্ত্ততে, তদযদি মৃগ্যতে তদাজ্ঞাপ্যব্যং, সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ-র্লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতং। পুনস্তা-দৃশং ভাগ্যং কদা স্যাৎ, যদা ভবৎপ্রসঙ্গ ইতি দূরাদপি শ্রুত্বানু ধ্যানং কার্য্যং। শ্রীবৃন্দাবনদাসাদিষু শুভানুধ্যানং। শ্রীগোপাল-দাসপ্রভৃতিষু শুভানুধ্যানং। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু॥

পত্রীমধ্যে শ্যামদাসাচার্য্য যাঁর নাম। তেহোঁ ব্যাসা-চার্য্যের নন্দন বিদ্যমান *॥ বৃন্দাবনদাস শ্রীনিবাসের নন্দন। আদি শব্দে জানো তাঁর ভ্রাতা ভগ্নীগণ॥ বীরহাম্বীরের পুত্র

---

* "পূর্ব্বভবতঃ" ইত্যপি।  * "বিদ্যাবান্" এইটী পাঠান্তর।

শ্রীগোপালদাস। শ্রীজীবগোস্বামি-দত্ত এ নাম প্রকাশ॥ শ্রী-ধাড়ি হাম্বীর নাম সর্ব্বত্র প্রচার। শ্রীজীবগোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার॥

ইত্যেকপত্রিকা॥

গোস্বামির পত্রী আচার্য্যেরে আসে যৈছে। আচার্য্য পাঠান গোস্বামিরে পত্রী তৈছে॥ সদা প্রাপ্ত সংবাদ বৈষ্ণব-গতায়াতে। পত্রীদ্বারে যে আনন্দ না পারি কহিতে॥ আচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রামে বিলসয়। রামচন্দ্রে দেখিবারে উদ্বিগ্ন হৃদয়॥ রামচন্দ্র নরোত্তম শ্রীগোবিন্দ * তিনে। শ্রীখেতরি গ্রামে সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে॥ এক দিন বসিয়া আছেন তিন জন। হেন কালে আইল শ্রীজীবের লিখন॥ পরম আদরে পত্রী মস্তকে ধরিয়া। গোবিন্দ পড়েন পত্রী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

## শ্রীপত্রিকা। ৩

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি॥

—:০*০:—

স্বস্তি সমস্ত-বৈষ্ণবগণ-প্রশস্ত-শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-শ্রীনরোত্তমদাস-শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য-মদ্বিধসুখাস্পদ-সম্পাত্রেষু—

শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি, সমীহা-বিশেষস্তু ভবতাং কুশলং। স্নেহসূচকপত্রস্য সমুপলব্ধত্বাত্ত-দেব মুহুর্বাঞ্ছামি, তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীবমঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি, কিং বহুনা

* আনন্দভাগবতচতুষ্পাঠ মহাশয়ের পুস্তকে "শ্রীগোবিন্দ" স্থানে শ্রীনিবাস পাঠ আছে

নিরুপাধিস্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহূর্নিত্যস্মরণপ্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তু রসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদিনা, অত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন, সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্টসেবানুরূপচিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণৈবেতি কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা, সাধকরূপেণ সেবা তু ত্রিবিধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া, শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র তাং * উপদেক্ষ্যন্তি, এ তেহি অস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি, কিমধিকং॥ বৈশাখস্য চতুর্দ্দশেঽহনি॥ ইত্যেকপত্রিকা॥

গোস্বামির কৃপাপত্রী করিয়া শ্রবণ। সবে হর্ষে গায় গোস্বামির গুণগণ॥ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ খেতরি হইতে। আইলা বিদায় হৈয়া বুধরি গ্রামেতে॥ নির্জ্জনে বসিয়া নিজ গীতরত্ন-গণে। করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে॥ হেন কালে পত্রিকা আইল ব্রজ হৈতে। পত্রী পড়ে গোবিন্দ ধরিয়া নিজ মাথে॥

## শ্রীপত্রিকা। ৪

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

—০ঃ*ঃ০—

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদ—শ্রীগোবিন্দকবিরাজ মহাভাগবতেষু, জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেন অত্রত্যকুশলং তত্রত্যাং তদীহেতমাং—

---

* তাং সাধকরূপেণ সেবাং।

তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে তস্মাত্তবদীয়-কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছামস্তত্রাবধানং কর্ত্তব্যং, সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়-স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যং।

পরঞ্চ। পূর্ব্বং শ্যামদাসমার্দ্দঙ্গিকহস্তেন * শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগোস্বামিকৃতে † বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ তত্তত্র প্রবিষ্টং নবেতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নিবর্ত্তনীয়াঃ, কিং বহুনা, স্বত এব দয়ালুষু শ্রীমৎসু ভবৎসু লিখিতমিদং ॥ চৈত্রস্য শুক্ল-তৃতীয়ায়াং।

ইহ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজৌ ‡ প্রতি শুভাশীর্ব্বাদাঃ নিবেদনং চেদং। ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ ॥

পত্রী-মধ্যে কবিরাজ রামচন্দ্র কয়। নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে এক হয় ॥ পত্রী-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার। কৃষ্ণ-দাসকবিরাজ গোস্বামি প্রচার ॥

ইত্যেকপত্রিকা ॥

পত্রী পাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইয়া। পাঠাইলা গীতামৃত জ্যেষ্ঠে জানাইয়া ॥ গোবিন্দের কাব্য যৈছে উপমা কি কি তায়। কেবা না প্রশংসে তাঁর গুণ কে না গায় ॥

তথাহি গীতে ॥

* মার্দ্দঙ্গিকঃ—মৃদঙ্গবাদ্যকারী। ‡ কৃতে নিমিত্তায়।

† রাধিকানাথঠাকুরস্য পুস্তকে "কবিরাজশ্চেতি" সমস্তং পদং প্রতিশব্দো নাস্তি

জয় গোবিন্দ বিদিত মহী-মাঝ। প্রেমরতন ধন, বিতরণ পণ্ডিত, নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥

পরম বিচিত্র, কাব্য বিন্যাস কি, রচব সুকৌশল নহু অবগাহ। তিখিনবাণ সম, বেধই হিয় শির, ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ ॥ বৃন্দাবিপিন সমাজ রাজতহি, শ্রীমজ্জীব জগত-জন প্রাণ। প্রমুদিত চিতপর, শংসি পরস্পর, কারু নিত্য গীত অমিয়া রসপান ॥ শ্রীল নরোত্তম, রামচন্দ্র সহ, উমড়ই হিয়া সুখ কহই না যায়। গাবই অখিল, লোক অতি উনমত, নরহরি কুমতি বিমুখ ভেল তায় ॥

এ সব সংবাদ শুনি আচার্য্যঠাকুর। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ আনন্দ প্রচুর ॥ আচার্য্যের আকর্ষণে খেতরি হইতে। আইলেন রামচন্দ্র শ্রীযাজিগ্রামেতে ॥ শ্রীআচার্য্য দেখি রামচন্দ্রকবিরাজে। না জানি কি আনন্দ উথলে হিয়ামাঝে ॥ রামচন্দ্র লোটা'য়া পড়িতে পদতলে। কোলে লৈয়া আচার্য্য সিঞ্চয়ে নেত্রজলে ॥ জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনরোত্তমের সমাচার। আজ্ঞা কৈল যাহ এবে ভবন মাঝার ॥ শ্রীরামচন্দ্রের মহানন্দ হৈল মনে। প্রণমিল গিয়া দুই ঈশ্বরীচরণে ॥ দ্রৌপদী ঈশ্বরী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া দোঁহে। কৈল যে বাৎসল্য স্নেহ উপমা কি তাহে ॥ রামচন্দ্রে দেখিয়া সভার হর্ষ মন। সভাসহ যথাযোগ্য হইল মিলন ॥ শ্রীরামচন্দ্রের চেষ্টা অতি সুমধুর। যাঁর প্রেমাধীন সদা আচার্য্যঠাকুর ॥ রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস। কহিতে কি জানি কৈল যে প্রেমপ্রকাশ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অতি

অদ্ভুত চরিত। অন্যে বিস্তারিল গুণ সর্ব্বত্র বিদিত॥ এথাহ বর্ণিব কিছু পূর্ব্বে মনে কৈনু। গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিনু॥ একদিন পূর্ণিমারজনী চন্দ্রোদয়ে। রামচন্দ্র হাসে মহা উল্লাসহৃদয়ে॥ রামচন্দ্র হাসে দেখি দ্রৌপদী ঈশ্বরী। শ্রীআ-চার্য্য প্রতি যত্নে কহে ধীরি ধীরি॥ কি লাগি হাসয়ে কিছু না পারি বুঝিতে। আচার্য্য কহেন কহি শুন সাবহিতে॥ শ্রী-রাধিকা কৃষ্ণ দোঁহে পুষ্পের কাননে। করে পুষ্পচয়ন বেষ্টিত সখীগণে॥ অপূর্ব্ব প্রস্ফুট কুন্দপুষ্প তোলে রাই। ভ্রমে চন্দ্র-জ্যোৎস্না তাহা তোলয়ে মাধাই॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভ্রম সখীগণ হাসে। রামচন্দ্র হাসে তথা রহি মোর পাশে॥ শুনি শ্রীঈশ্বরী মনে হৈল চমৎকার। ঐছে রঙ্গ প্রকাশয়ে কহিতে কি আর॥ রামচন্দ্রসহ শ্রীআচার্য্য নিরন্তর। গোস্বামির গ্রন্থাস্বাদে বিহ্বল অন্তর॥ রামচন্দ্রকবিরাজ মহাবিদ্যাবান্। তাঁর বিদ্যা উপমা দিবার নাই স্থান॥ যাজিগ্রামে মহানন্দ বাঢ়ে দিনে দিনে। সভে মহাবিহ্বল প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥ কিছু দিনে আচার্য্য লইয়া প্রিয়গণ। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে করিলা গমন॥ তথা মহা সঙ্কী-র্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈলা। অনায়াসে জীবের কল্মষ দূর কৈলা॥ সবা সহ কিছু দিন রহি মহাসুখে। আইলা বুধরিগ্রামে পরম কৌ-তুকে॥ শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইলা। তেঁহো এ সংবাদ মহাশয়ে নিবেদিলা॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজগণ সনে। আইলা বুধরিগ্রামে মহানন্দমনে॥ যে প্রেম-আবেশ পরস্পর সম্মিলনে। নেত্র ভরি দেখে তাহা ভাগ্যবন্ত গণে॥ আচার্য্য-

শোভায় সবে বিহ্বল অন্তর। কেবা বা না গায় রূপ গুণ মনোহর॥

গীতে যথা—সারঙ্গঃ॥

জয় জয় গুণমণি শ্রীশ্রীনিবাস। ধনি ধনি অবনি,-ভাগ কি এ অপরূপ, গৌর প্রেমময় মুরুতি প্রকাশ॥ ধ্রু॥

কুম্‌কুম্‌-কনক, কঞ্জ জিনি তনু রুচি, রুচির বদনবিধু অধর সুধার। মধুরিম হাস, ভাষ মৃদু মঞ্জুল, যনু বরিষয়ে নব অমিয় অপার॥ চন্দন তিলক, ভাল ভুরু নিরুপম, ডগ মগ-লোচন কমল বিশাল। কোমল ভুজযুগ, জানুবিলম্বিত, কম্বু-কণ্ঠ উরুমণ্ডিত মাল॥ শোহই পহিরণ, বসন কৃশোদর, ত্রিবলি সুবলিত নাভি অভিরাম। উরু উরু-জঙ্ঘ পর্ব্ব,-জন রঞ্জন,-পদনখ-নিছুনি দাস ঘনশ্যাম॥

পুনঃ বেলাবলী॥

জয় শ্রীনিবাস, আচার্য্য জগত-জন,-জীবন পরমরসিক গুণ-ধাম। পামর অগতি, পতিত গতি দায়ক, দীনবন্ধু বর চরিত ললাম *॥ সুললিত ভাব,-ভূষণে অতি ভূষিত, চম্পক শোণ কুসুম সম দেহ। নিরুপম গৌর,-চন্দ্র প্রিয় পবিকর, যাহে হেরি হিয় না বাঁধই থেহ॥ ভুবন সুবিদিত, প্রেমরসবাদর, সুখদ নরোত্তম পহু জছু প্রাণ। নিরবধি যুগল, কেলি অমিয়া পিবি, মাতি বিলসে কি রচব কবি আন॥ মরি মরি যাক চরণ

* ললাম—সুন্দর॥

কিঙ্কর, করুণাময় রামচন্দ্র কবিরাজ। কি কহব কি এ সব, ভকতি কলপতরু, নরহরি লাগি রোপল মহীমাঝ॥

শ্রীনরোত্তমের শোভা সবারে মাতায়। নরোত্তম রূপ গুণ কেবা নাহি গায়॥

গীতে যথা—বেলাবলী॥

জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার। জগজন রঞ্জন, কনক কঞ্জ রুচি, জনু মকরন্দ বরিষে অনিবার॥ ধ্রু॥

ঝলমল বিপুল, পুলক কুলমণ্ডিত, নিরুপম বদনে নিরত মৃদুহাস। টলমল নয়ন, করুণরস রঞ্জিত, হরই শ্রবণ মন রচন বিলাস॥ নিরুপম তিলক, ললাট মনোহর, তুলসীমালকুল কণ্ঠ উজোর। সুবলনি বাহু, ললিতকর পল্লব, পরিসর উর উপমা নহু থোর॥ কটিতট ক্ষণ, নীল নব অম্বর, পীন প্রবর উরু গঢ়ন সুঢার। কোমল চরণ, যুগল অতিশীতল, বিলসত নরহরি হৃদয় মাঝার॥

শোভাময় বৈষ্ণবমণ্ডল মনোরম। দেখে সবে সে সবার তেজ সূর্য্যসম॥ আচার্য্য বুধরিগ্রামে সে, সবার সনে। দিবা নিশি হইলা বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে॥ কিছু দিন শ্রীবধুরিগ্রামে বিলসিয়া। বোরাকুলি গ্রামে যাত্রা কৈলা হর্ষ হৈয়া॥ শ্রীগোবিন্দচক্রবর্ত্তী বিহ্বল প্রেমায়ে। গণসহ আচার্য্যে দিলেন নিজালয়ে॥ আচার্য্যের অতিপ্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী। গীতবাদ্য বিদ্যায় নিপুণ ভক্তি মূর্ত্তি॥ শ্রীগো-

বিন্দ যৈছে আচার্য্যের শিষ্য হৈলা। মহুলা হইতে যৈছে বোরাকুলী আইলা॥ যৈছে বোরাকুলিগ্রামে করিলেন বাস। ইহা কি বর্ণিব, ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশ॥ শ্রীগোবিন্দ-ভবনে আনন্দ উথলিল। সবা সহ আচার্য্যের গমন হইল॥ মহা-মহোৎসব আয়োজন করাইলা। সর্ব্বত্রেই নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইলা॥ আইলেন বীরচন্দ্র নিজগণ-সনে। কৃষ্ণমিশ্র আইলা বেষ্টিত নিজগণে॥ শ্রীহৃদয়ানন্দ-শিষ্য শ্রীগোপীরমণ। অম্বিকা হইতে তিঁহো করিলা গমন॥ ঠাকুর-রামাই মহা উল্লাস-হিয়ায়। আইলা বলরাম-আগে হইয়া বিদায়॥ ঠাকুর-কানাই রঘুনন্দনতনয়। গণসহ খণ্ড হৈতে করিলা বিজয়॥ কণ্টক-নগর হৈতে শ্রীযদুনন্দন। গৌরচন্দ্রে প্রণমিয়া করিলা গমন॥ শ্রীনয়নানন্দমিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া। করিলা গমন প্রিয়-গণ সঙ্গে লৈয়া॥ আইলা সবে বোরাকুলিগ্রাম-সন্নিধানে। হৈল যে আনন্দ তা' বর্ণিতে কেবা জানে॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুর, ঠাকুর-মহাশয়। রামচন্দ্র শ্রীদাস গোকুলানন্দাদয়॥ আগু-সরি গিয়া আনিলেন সর্ব্বজনে। হইল অদ্ভুত রঙ্গ গোবিন্দ-ভবনে॥ সে দিবস নৃত্য গীতানন্দে গোঙাইলা। প্রাতঃ-কালে সবে স্নানাদিক ক্রিয়া কৈলা॥ সবে আসি বসিলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে। হইল অপূর্ব্ব শোভা দেখে সর্ব্বজনে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীবিগ্রহ আনাইল। দেখিয়া সবার মহা আনন্দ বাঢ়িল॥ অভিষেকাদিক কার্য্য করিবার তরে। সবে অনুমতি দিলা আচার্য্য-ঠাকুরে॥ সকলের অনুমতি লইয়া

আচার্য্য। করয়ে আনন্দে অভিষেকাদিক কার্য্য॥ শ্রীবিগ্রহ নাম কি হইবে বিচারিতে। অকস্মাৎ হৈল শব্দ মন্দির মধ্যেতে॥ শ্রীরাধাবিনোদনামে কর অভিষেক। শুনি সর্ব্ব-চিত্তামোদ জন্মিল অনেক॥ শ্রীআচার্য্য যত্নে সব কার্য্য সমাধিল। সিংহাসনে বসা'য়ে বিচিত্র বেশ কৈল॥ শ্রীরাধা-বিনোদ-শোভা অতিচমৎকার। দেখিতে সবার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীরাধিকা-পানে নেত্র দিয়া সর্ব্বজন। পরস্পর কহে এ কি অদ্ভুতদর্শন॥ শ্রীরাধিকা শ্রীরাধাবিনোদ দোঁহে দেখি। ফিরাইতে নারে কেহ অনিমিষ আঁখি॥ আইসে অসঙ্খ্য লোক লেখা নাই তার। গোবিন্দভবনে আনন্দের নাহি পার॥ হইল মঙ্গলময় গোবিন্দভবন॥ চতুর্দ্দিকে জয় ধ্বনি করে সর্ব্বজন। সে দিবস যে উৎসব কহিতে নারিয়ে। তার পর দিন যে, তা' কিছু নিবেদিয়ে॥ প্রভু-বীরচন্দ্র কৃষ্ণ-মিশ্রাদি সকলে। করিলেন সবে স্নানাদিক প্রাতঃকালে॥ শ্রীরাধাবিনোদের প্রাঙ্গণে সবে আসি। কৈল রাধাবিনোদ-দর্শন সুখে ভাসি॥ শ্যামদাস দেবী-গোকুলাদি সবে আইলা। হইয়া সুসজ্জ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈলা॥ শ্যামদাস দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ। তাহে উপজায় কত রসের তরঙ্গ॥ ভেদয়ে গগন মৃদু মৃদঙ্গের ধ্বনি। কেহ থির হৈতে নারে তাল পাঠ শুনি॥ গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয়। রাগালাপে উৎকট গমক * প্রকাশয়॥ সপ্তস্বর গ্রামাদিক হৈল মূর্ত্তিমান্।

* হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা কতিপয় স্বরভেদকে গমক এবং গ্রামাদি কহে॥

প্রথমেই করে গৌরচন্দ্রগুণ গান ॥ গানমন্ত্রে প্রভু-গৌরচন্দ্রে আকর্ষিল। গণসহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইল ॥ শ্রীনরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর। বরিষয়ে কি নব অমিয়া নিরন্তর ॥ উপমা কি দেবের দুর্লভ সঙ্কীৰ্ত্তনে। হইলেন পরমবিহ্বল সৰ্ব্বজনে ॥ প্রেমময়াচার্য্য-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। নাচে বীরচন্দ্র-প্রভু অধৈর্য্য হইয়া ॥ কৃষ্ণমিশ্র প্রভু-অদ্বৈতাচার্য্যতনয়। নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈলা অতিশয় ॥ শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর-কানাই। প্রেমাবেশে মত্ত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ শ্রীনয়না-নন্দমিশ্র ধূলায় ধূসর। নাচিয়া বলয়ে কিবা ভঙ্গী মনোহর ॥ ঠাকুর-রামাই নাচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। হুঙ্কার গর্জন করি ফিরে চারি ভিতে ॥ শ্রীদাস-গদায়ের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন। দেখি তাঁর দশা কে না করয়ে ক্রন্দন॥ শ্রীগোপীরমণচক্রবর্ত্তী প্রেম-ভরে। ডুবিলেন সঙ্কীৰ্ত্তন-সুখের সায়রে ॥ রামচন্দ্র শ্রীদা-সাদি বৈষ্ণবসকল। ধরিতে নারয়ে ধৈর্য্য প্রেমায় বিহ্বল ॥ প্রভু-বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হৈয়া। করয়ে ক্রন্দন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥ হইল পরমপ্রেম-আবেশ সবার। কেবা কারে আলিঙ্গয়ে লেখা নাই তার ॥ আত্মবিস্মরিত সবে ভূমে গড়ি যায়। কেহ কেহ কাঁদিয়া ধরয়ে কারু পায় ॥ যে ভাব-আবেশ তা' বর্ণিতে কেবা পারে। দেখি দেবগণ ধন্য মানে আপনারে ॥ সঙ্কীৰ্ত্তন স্থির হৈতে সবে স্থির হৈলা। প্রভুর প্রাঙ্গণে মহা আনন্দে বসিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরিত্র আলা-পনে। সবে যৈছে মগ্ন, তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥ সবে স্থির

হৈয়া শ্রীঅঙ্গনে প্রশংসয়। প্রেমের সাগর এ অঙ্গণ সুনিশ্চয়॥ চক্রবর্ত্তী-গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ। সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ॥ "শ্রীভাবক-চক্রবর্ত্তী" হৈল তাঁর খ্যাতি। কেবা না প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তি রীতি॥ কিছু দিন বোরা-কুলিগ্রামে সর্ব্বজনে। রহিলেন মহামত্ত হৈয়া সঙ্কীর্ত্তনে॥ প্রভু-বীরচন্দ্র কৃষ্ণমিশ্রাদি সকলে। হইলা ব্যাকুল অতি-বিদায়ের কালে॥ বিদায় হইয়া যৈছে সবার গমন। তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন॥ আচার্য্যঠাকুর-মহাশয় গণসনে। পাছে পাছে চলে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ বিবিধ সামগ্রী অতি-যতন করিয়া। লোকদ্বারে পশ্চাৎ দিলেন পাঠাইয়া॥ শ্রীআচার্য্য-প্রিয় নরোত্তমাদি সহিতে। কিছু দিন রহিলেন শ্রীবোরাকুলিতে॥ আর যে যে শিষ্য গৃহে করিলা বিজয়। তাহা না বর্ণিল গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়॥ বোরাকুলিপ্রদেশে যে আনন্দ জন্মিল। যৈছে ভক্তি বৃদ্ধি, তাহা বর্ণিতে নারিল॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুরের কৃপাবলোকনে। হৈল মহামগ্ন সর্ব্ব-লোক সঙ্কীর্ত্তনে॥ শ্রীগোবিন্দ-আলয়ে আচার্য্য গণসঙ্গে। শ্রীরাধাবিনোদ-শোভা দেখে মহারঙ্গে॥ শ্রীরাধাবিনোদে মনোবৃত্তি জানাইয়া। চলিলা খেতরি পদ্মাবতী পার হৈয়া॥ সবা সহ গিয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে। হইলা বিহ্বল প্রভু-গণের দর্শনে॥ কত দিন সঙ্কীর্ত্তনরসে মগ্ন হৈলা। খেতরি-নিবাসী-লোকে মহানন্দ দিলা॥ প্রাণাধিক নরোত্তমে কহি কি নিভৃতে। বিদায় হইয়া আইলা বুধরিগ্রামেতে॥ আচার্য্য

দর্শনে অন্য দেশী কত জন। পরস্পর কহে আচার্য্যের গুণ-গণ॥ কেহ কহে গৌরপ্রেমস্বরূপ আচার্য্য। আচার্য্যের দ্বারে প্রভু সাধে বহু কার্য্য॥ গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার। ভক্তিবিরোধির দর্প করিল সংহার॥ কেহ কহে অহে ভাই বহির্মুখগণ। হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন॥ বহির্মুখ-গণমধ্যে যে প্রধান তারে। রঘুনাথ সাজাইয়া ভাড়ায় লোকেরে॥ স্বমত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার। কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গ-দেশেতে প্রচার॥ কেহ কহে দেখিলাম মহাপাপিগণ। আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন॥ কেহ কহে রাঢ়-দেশে এক বিপ্রাধম। "মল্লিক" খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম॥ সে পাপিষ্ঠ আপনারে গোপাল কহায়। প্রকাশি রাক্ষসমায়া লোকেরে ভাড়ায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ ধন্য বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতন্যসঙ্কী-র্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥ মধ্যে মধ্যে কতমাত্র পাপিগণ গিয়া। লোক নষ্ট করে আপনারে লুকাইয়া॥ উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠসকলে। রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে॥ কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। আপনারে গাওয়ায় কতক ভূতগণ॥ দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার। কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥ রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে। অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাছমাত্র কাছে॥ সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে

সবে বোলয়ে শিয়াল॥ কেহ কহে মহা অমঙ্গল এ সবার। এ সব ম্লেচ্ছের শাস্তা কল্কী-অবতার॥" ঐছে কত কহি সবে উল্লাসিত মনে। প্রণমিল শ্রীনিবাসাচার্য্যের চরণে॥ পূর্ণ কৈলাচার্য্য সে সবার অভিলাষ। সবা সহ যাজিগ্রামে আইলা নিজবাস॥ যাজিগ্রামে লোকমুখে করয়ে শ্রবণ। প্রভু-বীরচন্দ্র কৈল ধর্ম্মসংস্থাপন॥ রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥ তথায় কায়স্থ-জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা-অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি॥ গুরু-বিদ্যাহীন ইথে হেয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয়॥ প্রভু-বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লজ্জিল প্রসাদ তেজি তারে ত্যাগ দিল॥ ইহা শুনি আচার্য্যের হৈল হর্ষ মন। হেনকালে আইল বীর-চন্দ্রের লিখন॥ আচার্য্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া। করে পত্রী পাঠ অতি-প্রফুল্লিতহিয়া॥

## শ্রীপত্রিকা। ৫

———০:*:০———

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ।

"ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়-শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গন-

পূর্ব্বকং নিবেদয়তি, শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য ! ত্বং শ্রীশ্রী৺-মহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তি-রূপাদি-শ্রীমদ্রূপগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি। ইতি ভবতোঽন্তিকে মদীয়বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপাল-দাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিত-মিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধং ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি ॥”

কাঁদরা হইতে ঐছে পত্রী পাঠাইবা। পুত্রে জানাইল প্রভু খড়দহে গিয়া ॥ [যৈছে প্রভু-বীরচন্দ্র গুণের আলয়। তৈছে তাঁর তিন পুত্র প্রেমভক্তিময় ॥ জ্যেষ্ঠ-পুত্র গোপী-জনবল্লভ প্রচার। মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ পরম উদার ॥ কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পরম-সুশান্ত। এ তিনের চরিত্র বর্ণিবে ভাগ্য-বন্ত ॥] প্রভু-বীরচন্দ্রগুণে কেবা নাহি ঝুরে। করিলেন ত্যাগ পাপি-জয়গোপালেরে ॥ এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত। আলাপাদি কেহ না করয়ে কদাচিৎ ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্য লইয়া শিষ্যগণে। গোঙায়েন সদা শাস্ত্রালাপ সঙ্কীর্ত্তনে ॥ শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু। শ্রীনিবাস-চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু ॥ আচার্য্যের গুণে কার্ হিয়া না জুড়ায়। আচা-র্য্যের চরিত্র কেবা বা নাহি গায় ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

এ মোর জীবন প্রাণ, পরমকরুণাবান্, আচার্য্য-ঠাকুর শ্রীনিবাস। জিনিয়া কাঞ্চনদেহ, জগতে বিদিত যেহ, শ্রীচৈতন্য প্রেমের প্রকাশ॥ চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত, কহিতে কি জানি গুণগণ। অলপ বয়স্ হৈতে, বিদ্যায় নিপুণ চিতে, চিন্তে সদা চৈতন্যচরণ॥ একদিন রাত্রিশেষে, শ্রীচৈতন্য-স্নেহাবেশে, নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া। শ্রীনিবাস-পাশে আসি, স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাসি, কহে শ্রীনিবাস-মুখ চা'ঞা॥ যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন, রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ। বিতরিব তোমাদ্বারে, এত কহি বারে বারে, নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ॥ হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ, ধরিতে নারয়ে অঙ্গ, শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা। নীলাচল গৌড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে, বৃন্দাবনে গমন করিলা॥ কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অলপ দিনে, মথুরানগরে প্রবেশিল। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, এ দোঁহার অদর্শন, শুনি তথা মূর্চ্ছিত হইল॥ কান্দয়ে চেতন পাঞা, কহে ভূমে লোটাইঞা, হা হা প্রভু রূপ সনাতন। কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এ সব খেলা, কি লাগিয়া রাখিলা জীবন॥ ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন, স্বপ্নচ্ছলে আসি প্রেমাবেশে। শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া, নেত্রবারি নিবারিয়া, কহে অতিসুমধুর ভাষে॥ শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্মসমর্পণ, শ্রীগোপালভট্টের চরণে। না ভাবিবে কোন দুঃখ, পাইবে পরমসুখ, ঐছে দেখা দিব দুই জনে॥

এত কহি অদর্শন, হৈল রূপ সনাতন, শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া। প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেমধারা দু'নয়নে, বৃন্দাবন-শোভা নিরখিয়া॥ শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে, গোস্বামিগণেরে মিলাইলা। শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে, অতিস্নেহে শ্রীনিবাসে, শ্রীগোপালভট্ট-শিষ্য কৈলা॥ শ্রীজীব-গোসাঞির যত, স্নেহ কে কহিবে কত, করাইলা শাস্ত্রে বিচক্ষণ। শ্রীবাস আনন্দমনে, প্রিয়-নরোত্তম-সনে, কিছু দিনে হইল মিলন॥ নরোত্তমে লৈয়া সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে, গোবিন্দের আজ্ঞামালা পাঞা। গোস্বামির গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ, শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা॥ গৌরপ্রেম-সুধাপানে, সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে, জগতে ঘোষয়ে যশঃ যার। কহে নরহরি দীনে, উদ্ধারে আপনা গুণে, এমন দয়ালু নাহি আর॥

পুনঃ বেলাবলী॥

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম। দীনহীন তারণ, প্রেম রসায়ন, ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥

কাঞ্চনবরণ, হরণ তনু সুললিত, কৌশিক বসন বিরাজি। প্রেমনাম করি, কহত ভাগবতে, সোই বরণ তনু সাজে॥ নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি, প্রকট সুচরণারবিন্দে। নিরবধি বদনহি নাম বিরাজিত, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে॥ যুগল ভজন, লীলা আস্বাদন, গ্রন্থ-কল্পতরু হাতে। তুয়া বিনু অধমে, শরণ কো দেওব, গোবিন্দদাস-অনাথে॥

আচার্য্যচরিত্র কিছু বর্ণিতে নারিল। যে সে মতে আপন সৌভাগ্য জন্মাইল॥ আচার্য্যের প্রিয় শ্রীঠাকুর-মহাশয়। কেবা নাহি গায় সে চরিত্র প্রেমময়॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর-মহাশয়, নরোত্তম প্রেমের মূরতি। কিবা সে কোমল তনু, শিরীষকুসুম যনু, জিনিয়া কনক দেহ-দ্যুতি॥ অলপ বয়স্ তায়, কোন সুখ নাহি ভায়, গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে। রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি অলক্ষিত হৈয়া, গমন করিলা ব্রজপুরে॥ প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দমনে, লোকনাথে আত্মসমর্পিল। কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ, রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল॥ নরোত্ত-চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী, প্রাণের সমান করে স্নেহ। শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে, যে মর্ম্ম তা কেবা জানে, প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ॥ শ্রীরাধাবিনোদে দেখি, সদাই জুড়ায় আঁখি, প্রভু-লোকনাথ-সেবারত। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে, মহানন্দ বাড়ে মনে, পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত॥ প্রভু-অনুমতি-মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা। প্রভু-অনুগ্রহবলে, নবদ্বীপ নীলাচলে, ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা॥ কিবা সে মধুর রীতি, খেতরিগ্রামেতে স্থিতি, সেবে গৌর শ্রীরাধারমণে। শ্রীবল্লবীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম, রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহনে॥ এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন, শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে। প্রিয়-রামচন্দ্র-সঙ্গে,

নরোত্তম মহারঙ্গে, ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে ॥ নরোত্তম-গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত, প্রেমবৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে। শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণসহ গৌরচন্দ্র, নাচয়ে দেখিল ভাগ্য-বানে ॥ গৌরগণ-প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি, বৈষ্ণব-সেবনে যাঁর ধ্বনি। কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে দান, নির্ম্মল ভকতি-চিন্তামণি ॥ পাষণ্ডি-অসুরগণে, মাতাইলা গোরাগুণে, বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে। অলৌকিক ক্রিয়া যার, হেন কি হইবে আর, সে না যশঃ ঘোষে দেশে দেশে ॥ কহে নরহরি হীন, হ'বে কি এমন দিন, নরোত্তম-পদে বিকাইব। সঘনে দু'বাহু তুলি, প্রভু-নরোত্তম বলি, কাঁদি কি ধূলায় লোটাইব ॥

পুনঃ দেশপালঃ। রঙ্গবর্দ্ধিনী ছন্দঃ ॥

জয়তু শুভমণ্ডিত সুপণ্ডিত, নরোত্তম-মহাশয় মনোজ্ঞ সব রীত, বরগৌরব গভীর অতিধীর গুণধাম। প্রেমময় রূপ উপমারহিত, মত্ত দিন রাতি রত গান নব তান, গতি নৃত্য হৃত চিত্ত মৃদু অঙ্গ অভিরাম ॥ সেবন সুবিগ্রহ নিরন্তর মহা-মুদিত, গৌর হরিভক্ত-প্রিয়পাত্র করুণা বিদিত, দীনজন-বন্ধু কৃতপূর্ণ সব কাম। মঞ্জুতর কীর্ত্তি জগভূষণ ন দূষণ, অপার গুণ পার নাহি পায়ত, কবীন্দ্রগণ গায়ত অনুক্ষণহি দাস ঘন-শ্যাম ॥

শ্রীনরোত্তমের চারু চরিত্র অপার। তাহা একমুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ॥ শ্রীঠাকুর-মহাশয়গুণে কে না ঝুরে।

চিন্তিতে চরিত্র অমঙ্গল যায় দূরে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যচরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস-নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীমদাচার্য্য-শিষ্যগৃহে ভ্রমণাদিবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

## পঞ্চদশ তরঙ্গ।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর। জয় জয় শ্রীবাস মুরারি বক্রেশ্বর॥ জয় শ্রীমুকুন্দ গৌরীদাস গদাধর। জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর॥ জয় সূর্য্যদাস কৃষ্ণদাস ধনঞ্জয়। জয় নরহরি রঘুনন্দন বিজয়॥ জয় বসু রামানন্দ গুণের আলয়। জয় জগদীশ শ্রীশঙ্করানন্দময়॥ জয় কাশীমিশ্র কাশীশ্বর কর্ণপূর। জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ-ঠাকুর॥ জয় শ্রীসুন্দরানন্দ খঞ্জ ভগবান্। জয় মালিনীর প্রাণনাথ অভিরাম॥ জয় রঘুনাথভট্ট সনাতন রূপ। জয় শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ ভক্তিভূপ॥ জয় শ্রীগোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ। জয় জয় শ্রীজীব যে জগতে বিখ্যাত॥ জয় প্রেমময় কবিরাজ-কৃষ্ণদাস। জয় বৃন্দাবনদাস গৌরলীলা-ব্যাস॥ নামপ্রেমে মত্ত সদা জয় হরিদাস। জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীআচার্য্য-শ্রীনিবাস॥ জয় জয় নরোত্তম জয় রামচন্দ্র। জয় জয় ভক্তিরত্ন-দাতা শ্যামানন্দ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ একদিন শ্রীআচার্য্য নিজগণ প্রতি। শ্যামানন্দ-চেষ্টা কহে হৈয়া হর্ষ অতি॥ হেনকালে শ্রীশ্যামা-

নন্দের শিষ্যদ্বয়। পত্রী লৈয়া আইলেন আচার্য্য-আলয়॥ শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী দিলা আচার্য্যেরে। পত্রী পাঠে আচার্য্যের উল্লাস অন্তরে॥ শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্যে অতিস্নেহে কৈল। লিখিয়া সম্বাদপত্রী শীঘ্র পাঠাইল॥ পত্রী পাঠে শ্যামানন্দ আনন্দে বিহ্বল। শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত্র নির্ম্মল॥ পূর্ব্বে শ্যামানন্দরীত সঙ্ক্ষেপে কহিল। এবে কিছু কহি যৈছে জীব নিস্তারিল॥ পূর্ব্বে ব্রজ হৈতে আসি শ্রী-গৌড়মণ্ডলে। অম্বিকা হইয়া শীঘ্র চলিলা উৎকলে॥ জন্ম-ভূমি দণ্ডেশ্বর ধারেন্দাগ্রামেতে। প্রকাশিয়া প্রেমভক্তি চলে রয়নীতে॥ মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নীনামে গ্রাম। গ্রামপাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম॥ তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী। অখিল জীবের মহা-কল্মষনাশিনী॥ রয়নী নিকট বারায়িত নামে গ্রাম। নিকটে ডোলঙ্গনদী-তীর রম্য স্থান॥ বারায়িতে রাম দশরথের নন্দন। রামেশ্বর নামে শিব করিল স্থাপন॥ রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ সহ সুখে। কিছুদিন ছিলা বনভ্রমণ কৌতুকে॥ অচ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি। প্রজা-পালনেতে প্রীত অতিশুদ্ধ রীতি॥ রয়নীগ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়। শ্রীরসিকানন্দ শ্রীমুরারি নামদ্বয়॥ রসিক মুরারি নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে। সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে॥ পরমনিপুণ মাতা পিতার সেবাতে। অতিপতিব্রতা মাতা ভবানী নামেতে॥ মুরারির ভার্য্যা ইচ্ছা সেই গুণবতী। ঘণ্ট-শিলাগ্রামে কিছুদিন কৈল স্থিতি॥ ঘণ্টশিলা সুবর্ণরেখার

সন্নিধানে। বনবাসে পাণ্ডবের বিশ্রাম সেখানে॥ একদিন মুরারি নির্জনে বসি তথা। চিন্তয়ে অন্তরে শিষ্য হইবেন কোথা॥ হইল আকাশবাণী চিন্তা না করিবে। এথায় শ্রী-শ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হ'বে। ইহা শুনি রসিক মুরারি হর্ষ হৈলা। শ্যামানন্দনাম-মন্ত্র জপিতে লাগিলা॥ তিলে তিলে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়ে অতিশয়। প্রভু-শ্যামানন্দনামে নেত্রে ধারা বয়॥ মুরারি উদ্বেগে প্রায় রাত্রি গোঙাইল। নিশান্ত-সময়ে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥ স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি। পরম অদ্ভুত প্রতি-অঙ্গের মাধুরী॥ হাসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ কহে মুরারিরে। রজনী-প্রভাতে এথা পাইবা আমারে॥ এত কহি অদর্শন হৈলা শ্যামানন্দ। রসিকানন্দের মনে হৈল মহানন্দ॥ মহাবিজ্ঞ শ্রীরসিক রজনী-বিহানে। কারে কিছু না কহি চাহয়ে পথ-পানে॥ কিছু দূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে। শ্রীকিশোরদাস আদি শিষ্য চারি পাশে॥ সূর্য্যসম তেজ শোভাময় কলেবর। সহাস্যবদন পীন বক্ষঃ মনোহর॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দনাম লৈয়া। প্রেমায় বিহ্বল চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ রসিক মুরারি দেখি প্রভু-শ্যামানন্দে। চরণ-পরশে ভূমে পড়ি মহানন্দে। শ্যামানন্দ মনের আনন্দে করি কোলে। রসিকে করিলা সিক্ত নিজ-নেত্রজলে॥ শ্রীরসি-কানন্দ ধন্য মানে আপনায়। নেত্র সমর্পিল নিজ-প্রভুর শোভায়॥ মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল। মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল॥ শ্রীরসিকানন্দে শিষ্য করি হর্ষ

মনে। সমর্পিল নিত্যানন্দ-চৈতন্যচরণে॥ রসিক মুরারি হৈলা প্রেমায় বিহ্বল। নিরন্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল॥ রয়নি-গ্রামেতে নিজ-প্রভু লৈয়া গেলা। সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা॥ শ্রীরসিক মুরারির যৈছে গুরুভক্তি। একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি॥ মুরারিরে পরীক্ষা করিলা শ্যামানন্দ। দেখি মুরারির চেষ্টা হৈল মহানন্দ॥ শ্যামানন্দ কিছু দিন এথায় রহিয়া। করিল অনেক শিষ্য ভক্তি প্রকাশিয়া॥ রয়নি হইতে শ্যামানন্দের গমন। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম-প্রিয়গণ॥ দামোদর নামে এক যোগাভ্যাসী ছিলা। তাঁরে কৃপা করি ভক্তিরসে ডুবাইলা॥ শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য হৈয়া দামোদর। নিতাই চৈতন্য বলি কাঁদে নিরন্তর॥ সে প্রেম-আবেশে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তি বলিয়া নৃত্য করে॥ শ্যামানন্দদেব দামোদরে উদ্ধারিয়া। সর্ব্বত্র ভ্রময়ে ভক্তিরত্ন বিলাইয়া॥ বলরামপুরে শ্যামানন্দ দয়াময়। প্রকাশে যে প্রেমভক্তি কহিল না হয়॥ কিশোর মুরারি দামোদরাদি সহিতে। মহামহোৎসব কৈল ধারেন্দা-গ্রামেতে॥ শ্যামানন্দে দেখি বহু গ্রামবাসী লোক। আনন্দে বিহ্বল ভুলে মহাদুঃখ শোক॥ শ্যামানন্দ শিষ্য করিলেন স্থানে স্থানে। কেবা না পবিত্র হয় তা' সবার নামে॥ রাধানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মনোহর। চিন্তামণি বলভদ্র শ্রীজগদীশ্বর॥ উদ্ধব অক্রূর মধুবন শ্রীগোবিন্দ। জগন্নাথ গদাধর শ্রীআনন্দানন্দ॥ শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে। সদা ভাসে

ন্দানন্দ॥ শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে। সদা ভাসে সঙ্কীর্ত্তনসুখের তরঙ্গে॥ শ্রীশ্যামানন্দের মহা-অদ্ভুত বিলাস। বর্ণে কবিগণ যাতে সভার উল্লাস॥

গীতে যথা—বেলাবলী॥

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ। অবিরত গৌর, প্রেম-রসে নিমগন, ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ॥ ধ্রু॥

শ্যামর গৌর, চরিত চয় বিলপত, বদন-সুমাধুরী হরয়ে পরাণ। নিরুপম পহু পরি, কর গুণ শুনইতে, ঝর ঝর ঝরই সুকমলনয়ান॥ উমড়ই হিয় অনি,-বার চুয়ত ঘন, স্বেদ বিন্দু সহ, তিলক উজোর। অপরূপ নৃত্য, মধুরতর কীর্ত্তনে, তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর॥ সুমধুর গীম, ধুনত অনুমোদনে, ভুজ ভঙ্গিমকর তরল ললাম। পদতলে, তাল, ধরত কত ভাঁতিক, মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম॥

ধারেন্দা-গ্রামেতে শ্যামানন্দ গণ সনে। এক দিন মহা-মত্ত হৈলা সঙ্কীর্ত্তনে॥ বাজয়ে মৃদঙ্গ করতাল মনোহর। গায় গীত শ্রীকিশোর-আদি পরিকর॥ প্রথমেই গৌর নিত্যা-নন্দ-গুণ-গানে। মাতিল বৈষ্ণবগণ ধৈর্য্য নাই মানে॥ সক-লের নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর। ভূমিতে লোটায় সবে ধুলায় ধূষর॥ সঙ্কীর্ত্তনে নাচয়ে ঠাকুর শ্যামানন্দ। সে ভঙ্গি দেখিতে দেবগণের আনন্দ॥ পাষণ্ড অসুরগণ সে নৃত্য দেখিয়া। প্রেমায় বিহ্বল কাঁদে ভূমে লোটাইয়া॥ "প্রভু শ্যামানন্দ উদ্ধারহ এই বার"। ইহা বলি চরণে পড়য়ে বার বার॥ কৃপা-

দৃষ্টে শ্যামানন্দ চাহি সে সবারে। ডুবাইল প্রেমভক্তি-রসের সায়রে॥ সহস্র সহস্র লোক করে ধাওয়াধাই। সঙ্কীর্ত্তন-সুখের উপমা দিতে নাই॥ শ্যামানন্দ-গুণে কেহ ধৈরয না ধরে। ঐছে রঙ্গ প্রকাশিলা শ্রীনৃসিংহপুরে॥ শ্রীগোপীবল্লভ-পুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা। শ্রীগোবিন্দসেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥ রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার। কৃপা করি কৈল দস্যু পাষণ্ডি-উদ্ধার॥ ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে। গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে॥ দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তারে শিষ্য কৈল। তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল॥ সে দুষ্ট যবন রাজা প্রণত হইল। না গণিলা ঘর, কত জীব উদ্ধারিল॥ শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে। কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে॥

গীতে যথা—সেলাবলী॥

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি। করুণাময় কলি কলুস বিভঞ্জন, নিরমল গুণগণ জন মন হারী॥ ধ্রু॥

প্রবল প্রতাপ, পূজ্য পরমাদ্ভুত, ভক্তি প্রকাশক সুখদ সুধীর। ডগ মগ প্রেম, হেমসম উজ্জ্বল বলকত অতিশয় ললিত শরীর॥ শ্যামানন্দ চরণ চিত চিন্তন, অনুখন সঙ্কীর্ত্তনে রস পান। যাকর সব রস, গৌরচন্দ্র বিনু, কি কহব সপনে না জানয়ে আন॥ অপরূপ কীর্ত্তি, লসত ত্রিজগতমধি, কবি-বর কাব্য বিদিত অনুপাম। নিপট উদার, চরিত চারু কছু, সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম॥

শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র অন্ত নাই। প্রভু শ্যামানন্দগুণে বিহ্বল সদাই॥ শ্রীশ্যামানন্দের গুণে কেবা না মোহিত। বিবিধ প্রকারে করি গায় সে চরিত॥

গীতে যথা—কামোদঃ॥

ও মোর পরাণ বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু, সদাই বিহ্বল গোরা-গুণে। গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে, আইলেন প্রভুর ভবনে॥ হৃদয়চৈতন্য দেখি, অঝরে ঝরয়ে আঁখি, ভূমিতে গড়য়ে লোটাইয়া। শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্ম সমর্পণ, এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া॥ দেখি শ্যামানন্দ রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত, নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল। করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি-রীতি, নিতাইচৈতন্যে সমর্পিল॥ কথোক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে, শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা। প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য, যাত্রা-কালে আজ্ঞা-মালা দিলা॥ শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে, সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ। একাকী কথোক দিনে, প্রবেশিলা ব্রজভূমে, বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥ দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য, আনন্দে ধরিতে নারে থেহা। সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে, লোটায় ধরণী-তলে, বিপুল পুলকময় দেহা॥ গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈল যে আছিল মনে, শ্রী-রাধাকুণ্ডের তটে আসি। প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি অনু-গ্রহ কৈলা, শ্রীদাসগোসাই গুণরাশি॥ শ্রীজীব নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা, তেহোঁ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে। যেবা

মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল, হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হৈতে॥ ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন, হৈলা অতি নিপুণ সেবায়। শ্রীগৌড়-অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া, শ্রী-গোস্বামিগণের আজ্ঞায়॥ পাষণ্ডি-অসুর-গণে, মাতাইলা গোরাগুণে, কারে বা না কৈলা ভক্তিদান। অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে, কেবা না পাইল পরিত্রাণ॥ কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত, অবনীতে বিদিত মহিমা। নিজ-পরিকর-সঙ্গে, বিলসে পরমরঙ্গে, উৎকলে সুখের নাই সীমা॥ যে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নারে, কিবা সে সুকৃতি মনোহর। নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু, হবে কি এ নয়নগোচর॥

পুনঃ সুহই॥

জয় শ্রীদুঃখিনী, কৃষ্ণদাস-গুণ, কহিতে শকতি কার। হৃদয়চৈতন্য, পদাম্বুজে সদা, চিত মধুকর যার॥ বৃন্দাবনে নব,-নিকুঞ্জে রাঙ্গির, নূপুর পাইল যে। শ্যামানন্দ নাম, বিদিত তথায়, সুচরিত বুঝিব কে॥ মহামূঢ়মতি, উৎকলেতে যার, না ছিল ভকতিলেশ। গৌরপ্রেমরসে, ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ॥ পরদুঃখে দুঃখী, শ্যামানন্দ মোর, রসিকা-নন্দের প্রভু। কি কব করুণা, যেহোঁ নরহরি, দীনে না ছাড়য়ে কভু॥

শ্যামানন্দ-চরিত্র সঙ্ক্ষেপে জানাইনু। গ্রন্থ-বাহুল্যে বিস্তারি বর্ণিতে নারিনু॥ উৎকলাদি দেশ ধন্য কৈল শ্যামা-

নন্দ। শুনি গৌড়দেশে হৈল সবার আনন্দ॥ গৌড়ে শ্রীনি-বাস নরোত্তম প্রিয়গণ। ভক্তিরত্ন-প্রদানে পরমবিচক্ষণ॥ সর্ব্বদা ব্যাপিল দুহুঁ শাখানুশাখায়। কহি কিছু যাহা শুনি পরাণ জুড়ায়॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম। রাম-চন্দ্র-কবিরাজ গুণে অনুপম॥ শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামা-চার্য্য। সর্ব্বত্র বিদিত অলৌকিক সব কার্য্য॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমভক্তি বিলাইয়া। জীবের কল্মষনাশে উল্লসিত হৈয়া॥ সঙ্কীর্ত্তনে পরমবিহ্বল নিরন্তর। গায় কবিগণ সে চরিত্র মনো-হর॥

গীতে যথা—পৌরবী॥

জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্য্য বর্য্য, আশ্চর্য্য চরিত চিত-হারী। গুণগণ বিষদ, বিপদ্ মদমর্দ্দন, মধুর মুরুতি মুদবর্দ্ধন-কারী॥ পহু-পদ-বিমুখ, অসুর দুর্জ্জয় জয়, কারক কীর্ত্তি জগত পরাচর। পরমসুধীর, ধীর ধৃতি হারক, করুণাময় মতি, অতি হি উদার॥ অনুখন গৌর,-প্রেমভরে উনমত, মত্ত করীন্দ্র নিন্দী গতি জোর। সঙ্কীর্ত্তন-রস, লম্পট পটু বৈষ্ণব,-সেবা সুখ কো কহু ওর॥ শ্রীমদ্ভাগবতাদিক, গ্রন্থ কথন, অনুপম রমস অমৃতধার। শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় যজ্জীবন, ভণব কি নরহরি মহিম অপার॥

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্য। পরমপণ্ডিত ভক্তি-মহা-আর্য্য॥ দীনহীন অকিঞ্চন জনে অতি প্রীত। য়ে পাষণ্ড-মত সর্ব্বত্র বিদিত॥ সঙ্কীর্ত্তন-রস আস্বাদয়ে

নিরন্তর। কেবা বা না গায় সে চরিত্র মনোহর॥

গীতে যথা—গৌরী॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ, আচার্য্য সুধীর, মহাশয় সুখদ উদার। ভাবাবেশ নিরন্তর, কীর্ত্তন লম্পট, অতিশয় সুঘর প্রচার॥ সুগ-ময় রসিক, জন মন রঞ্জন, তাপ পুঞ্জতম ভঞ্জনকারী। দ্বিজকুল মণ্ডল, গুণগণ মণ্ডিত, পণ্ডিতবর দুর্ম্মুখ মদহারী॥ শ্রীমন্মো-হন,-রায় সুবিগ্রহ সেবা, সতত নিযুক্ত প্রধান। অদ্ভুত রতি, উল্লসিত দিবা নিশি, গৌরচন্দ্রচরিতামৃত পান॥ পরমদয়াল, নরোত্তম পদযুগ, যছু সর্ব্বস্ব ন জানত অন্য। কো সমুঝব উহ,-রীত রুচির যশ, গায়ত নরহরি মানত ধন্য॥

শ্রীঠাকুর নরোত্তম পতিতপাবন। তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ॥ গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবন্ত অতিশয়। খণ্ডিয়া পাষণ্ড মত ভক্তি প্রকাশয়॥ সঙ্কীর্ত্তন-সুধা-পানে মত্ত দিবা নিশি। গায় কবিগণ সে চরিত্র সুখে ভাসি॥

গীতে যথা—গৌরী॥

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তী, অতি ধীর গভীর। ধৈরয হরণ, বরণবর মাধুরী, নিরুপম মৃদুতর রুচির শরীর॥ অবিরত সঙ্কী,-র্ত্তন-রস লম্পট, ললিতনৃত্য-রত প্রেম-বিভোর। শ্রীল নরোত্তম,-চরণ সরোরুহ, ভজন পরায়ণভুবন উজোর॥ শ্রীচৈতন্য,-চন্দ্রচরিতামৃত,-পানে মগন মন সতত উদার। শ্রীগোবিন্দ, মনোহর বিগ্রহ, যত্তজীবন ধন প্রাণ আধার॥ পরমদয়াল, দীন জন বান্ধব, প্রবলপ্রতাপ তাপতম হারী।

বরণি না শকতি, কিরিতি অতি অদভুত, বিদিত দাস-নরহরি সুখকারী ॥

ঐছে দোঁহাকার শাখা প্রশাখাসকল। কৃপা করি নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥ কহিতে কি জানি গুণ অতিরসায়ন। বর্ণি-বেন বিস্তারিয়া ভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যচরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্যামানন্দচরিত্রাদি-বর্ণন নাম পঞ্চদশস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

---